Contents

তাহকীক
তাফসীর ইবনু কাস্রীর
(আম্মা পারা)
ইমাম আল-হাফিয আল্লামাহ ইমামুদ্দিন
আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন উমার বিন
কাস্রীর আল কারশী আল-বাসরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

تحقيق تفسير ابن كثير

তাহকীক
তাফসীর ইবনু কাসীর

(আম্মা পারা)

ইমাম আল-হাফিয আল্লামাহ ইমামুদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাঈল
বিন উমার বিন কাসীর আল কারশী আল-বাসরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

তাওহীদ পাবলিকেশন্স অনুবাদ ও গবেষণা বিভাগ কর্তৃক
অনূদিত ও সম্পাদিত

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

তাহক্বীক
তাফসীর ইবনু কাস্বীর
(আম্মা পারা)

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১৫, রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী

প্রকাশনায়:

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]

৯০, হাজী আবদুল্লাহ্ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা–১১০০

ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396

ওয়েব: www.tawheedpublications.com

ইমেল: tawheedpp@gmail.com

প্রচ্ছদ: আল-মাসরূর

ISBN: 978-984-8766-22-6

মূল্য: ৫৫০ (পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ: **হেরা প্রিন্টার্স**, ২/১, তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

Tahqiq Tafseer Ibnu Kathir Last Part by: Imam Al-Hafiz Allamah Imamuddin Abul Fida Ismail Bin Umar Bin Kathir Al-Qarshi Al-Basri (Rahimahullah). Published by Tawheed Publications, 90, Hazi Abdullah Sarkar Lane, Bangshal, Dhaka-1100, Phone: 02-7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396, Website: www.tawheedpublications.com, Email: tawheedpp@gmail.com. Price: 550 Taka Bangladeshi. 60 Saudi Riyals. 15 US $

প্রকাশকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ। ৩০তম পারাটি পাঠকবৃন্দের করকমলে তুলে দিয়ে পেরে মহান আল্লাহ তাআলার যাবতীয় প্রশংসা করছি। দীর্ঘ ৬ বছর ধরে চলা গবেষণার পর তাফসীর ইবনু কাস্রীরের তাহকীক, তাখরীজ ও রেজালশাস্ত্র নিয়ে কাজ করে তা **'তাহকীক তাফসীর ইবনু কাস্রীর'** নামে প্রকাশিত হলো। দীর্ঘ এ গবেষণায় অনেক বিদ্বান তাদের সুপরামর্শ ও মেধা দিয়ে আমাদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট উত্তম জাযা' কামনা করছি। বিশেষ করে প্রধান অনুবাদক শাইখ আসাদুল্লাহ মাদানী মাদীনাহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে দীর্ঘদিন যাবত অনুবাদকর্মে তার মেধা ও শ্রম দিয়েছেন। তৎসঙ্গে সুঊদী দূতাবাস কর্মকর্তা ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী, দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত সুঊদী মুবাল্লিগ শাইখ আকমাল হুসাইন বিন বাদীউযযামান, অধ্যাপক মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক, শাইখ মুহাম্মাদ আলী গোদাগাড়ী (মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত), শাইখ আল আমীন বিন ইউসুফ – হাফিযাহুমুল্লাহ – সহ যারা এ গ্রন্থটিকে এ পর্যায়ে রূপদানের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদের সকলকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন। আর এ কাজের জন্য সর্বপ্রথম যিনি উৎসাহিত করেছেন, সেই মুহাতারামাহ সালমা আপার জন্যও অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দুআ' রইল। জাযাহুমুল্লাহু আহসানাল জাযা'।

পাঠকবৃন্দের সুবিধার জন্য ফাদায়িলুল কুরআন অংশটিকে তাফসীরের প্রথম ভাগ থেকে সরিয়ে একেবারে শেষ ভাগে আম্মা পারার সঙ্গে সংযোজন করা হলো।

আমরা ভুলত্রুটির উর্ধ্বে নই। অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। সুহৃদ পাঠক আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ধরিয়ে এবং সুপরামর্শ দিলে আমরা সেটিকে কৃতজ্ঞার সঙ্গে স্বাগত জানাবো।

বিনীত
প্রকাশক

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলায় আরবী উচ্চারণ পদ্ধতি

বাংলা ভাষায় আরবী হরফগুলো মাখরাজসহ বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা অত্যন্ত দুরূহ। আরবীকে বাংলায় উচ্চারণ করতে গিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিকৃত করা হয়েছে, যা আরবী ভাষার জন্য অতিমাত্রায় দূষণীয়। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে উচ্চারণ বিকৃতির কারণে অর্থগত ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়।

আরবী হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণ বিশুদ্ধভাবে করার প্রচেষ্টায় নানাভাবে করা হয়েছে। কিন্তু আরবী ২৮ টি বর্ণমালার প্রতিবর্ণ এ পর্যন্ত কেউ-ই পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহার করেননি। আলহামদুলিল্লাহ! সম্ভবত আমরাই সর্বপ্রথম ২৮টি বর্ণমালাকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হলাম। একটু চেষ্টা ও খেয়াল করলেই স্বল্পশিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাও এ উচ্চারণ রীতিমালা আয়ত্ব করে মোটামুটি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন বলেই আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

আইন অক্ষরের পরে ইয়া সাকিন হলে সেক্ষেত্র ঈ লিখা হবে। ফাতহাহ বা যাবারের বাম পাশে ইয়া সাকিন হলে য় ব্যবহৃত হবে। যেমন লায়স্র لَيْث। ওয়াও এর উচ্চারণ ব এর মতো হলে সেক্ষেত্রে উক্ত ব এর উপর বিন্দু অর্থাৎ ব হবে। ফাতহাহ বা যাবারের বাম পাশে হামযাহতে যের হলে সেক্ষেত্রে য়ি ব্যবহৃত হবে। আইন (ع) অক্ষর সাকিন হলে সেক্ষেত্রে (') ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন (أعمش) আ'মাশ। হামযাহ সাকিনের ক্ষেত্রে (') ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন (مؤمن) মু'মিন। অনুরূপভাবে শেষাক্ষরে হামযাহ থাকলেও ওয়াকফের কারণে (') ব্যবহার করা হয়েছে। খাড়া যাবার বা মাদ্দে আস্লির ক্ষেত্রে (ا) এর উপরে খাড়া যাবার-ই ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলা	আরবী
আ ই উ	أَ إِ أُ
বা বি বু	بَ بِ بُ
তা তি তু	تَ تِ تُ
স্রা স্রি স্রু	ثَ ثِ ثُ
জা জি জু	جَ جِ جُ
হা হি হু	حَ حِ حُ
খা খি খু	خَ خِ خُ
দা দি দু	دَ دِ دُ
যা যি যু	ذَ ذِ ذُ
রা রি রু	رَ رِ رُ
যা যি যু	زَ زِ زُ
সা সি সু	سَ سِ سُ
শা শি শু	شَ شِ شُ
স্বা স্বি স্বু	صَ صِ صُ
‘	عْ

বাংলা	আরবী
দ দি দু	ضَ ضِ ضُ
তা তি তু	طَ طِ طُ
যা যি যু	ظَ ظِ ظُ
আ ই উ	عَ عِ عُ
গা গি গু	غَ غِ غُ
ফা ফি ফু	فَ فِ فُ
কা কি কু	قَ قِ قُ
কা কি কু	كَ كِ كُ
লা লি লু	لَ لِ لُ
মা মি মু	مَ مِ مُ
না নি নু	نَ نِ نُ
ওয়া বি বু	وَ وِ وُ
হা হি হু	هَ هِ هُ
ইয়া ই য়ু	يَ يِ يُ
’	ءْ

ইমাম ইবনু কাস্রীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইমাম আল-হাফিয আল্লামাহ ইমামুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন উমার বিন কাস্রীর আল কারশী আল-বুস্রাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ৭০০ হিজরী মোতাবেক ১৩০০ খ্রীস্টাব্দে সিরিয়ার বুস্রা শহরে এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শায়খ আবূ হাফস্র শিহাবুদ্দীন উমার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সেখানকার খতীবে আযম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ আবদুল ওহ্হাব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সমসাময়িককালের একজন খ্যাতনামা আলিম, হাদীস্রবেত্তা ও তাফসীরকারক ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র যায়নুদ্দীন ও বদরুদ্দীন সেই যুগের প্রখ্যাত হাদীস্রবেত্তা ছিলেন। মোটকথা তাঁর গোটা পরিবারই ছিল জ্ঞান জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ।

মাত্র তিন বৎসর বয়সে ৭০৩ হিজরীতে তিনি পিতৃহারা হন। তার অগ্রজ শায়খ আবদুল ওহাব তার অভিভাবকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৭০৬ হিজরীতে তাঁর আগ্রহের সাথে বিদ্যার্জনের জন্য তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাকেন্দ্র বাগদাদে উপনীত হন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ আবদুল ওহাবের কাছেই সম্পন্ন হয়। অতঃপর তিনি শায়খ বুরহানুদ্দীন বিন আবদুর রহমান আল-ফাযারী ও শায়খ কামালুদ্দীন বিন কাদী শাহবার কাছে ফিকাহ্শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ইত্যবসরে তিনি শায়খ আবূ ইসহাক সিরাজীর আত-তাম্বীহ ফী ফুরূইশ শাফিঈয়াহ ও আল্লামা ইবনু হাজিব মালেকীর মুখতাস্রার নামক গ্রন্থদ্বয় আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করেন। এ হতে তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

খ্যাতনামা হাদীস্র শাস্ত্রবিদ 'মুসনিদুদ দুনিয়া রিহ্লাতুল আফাক' ইবনু শাহনা হাজ্জারের কাছে তিনি হাদীস্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হাদীস্র শাস্ত্রে তাঁর অন্যান্য উস্তাদবৃন্দ হচ্ছেন: বাহাউদ্দীন বিন কাসিম বিন মুজাফফার বিন আসাকির, শায়খুয যাহির আফীফুদ্দীন ইসহাক বিন ইয়াহইয়া আল-আমিদী, ঈসা ইবনুল মুতঈম, মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ, বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন সুওয়ায়দী, ইবনুর রাযী, হাফিয জামালুদ্দীন ইউসুফ আল মিযযী শাফিঈ, শায়খুল ইসলাম তাকীউদ্দীন আহমদ বিন তায়মিয়া আল-হাররানী, আল্লামা হাফিয কামালুদ্দীন যাহাবী ও আল্লামা ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুস সিরাজী। তন্মধ্যে তিনি সর্বাধিক শিক্ষালাভ করেন 'তাহযীবুল কামাল' প্রণেতা সিরিয়ার মুহাদ্দিস্র আল্লামাহ হাফিয জামালুদ্দীন ইউসুফ বিন আবদুর রহমান আল-মিযযী আশ-শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতে। পরবর্তীকালে তাঁরই কন্যার সাথে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর বেশ কিছুকাল তিন শ্বশুরের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর রচিত 'তাহযীবুল কামাল' ও অন্যান্য হাদীস্র সংকলন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ফলে হাদীস্র শাস্ত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জিত হয়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর সান্নিধ্যেও তিনি বেশ কিছুকাল অধ্যয়নরত ছিলেন। তার নিকটে তিনি বিভিন্ন জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাছাড়া মিস্ররের ইমাম আবুল ফাতাহ দাবুসী, ইমাম আলী ওয়ানী ও ইমাম ইউসুফ খুতনি তাঁকে মুহাদ্দিস্র হিসাবে স্বীকৃতিদানপূর্বক হাদীস্রশাস্ত্র শিক্ষাদানের অনুমতি প্রদান করেন।

মোট কথা, মুসলিম জাহানের তৎকালীন সেরা মুহাদ্দিস্র, মুফাসসির ফকীহবৃন্দের নিকট হতে অধিক জানার আগ্রহ ও একান্ত নিষ্ঠার সাথে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তিনি নিজেকে সমগ্র মুসলিম জাহানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমামের গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করেন। হাদীস্র, তাফসীর, ফিকাহ ছাড়াও তিনি আরবী ভাষা সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাসে অশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। এক কথায় উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে সমানে পারদর্শিতার ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তিত্ব খুবই বিরল। হাদীস্র শাস্ত্রে তো তিনি হুফফাযুল হাদীস্র-

এর মর্যাদায় ভূষিত হয়েছিলেন। তেমনি আরবী ভাষার তিনি একজন খ্যাতিমান কবিও ছিলেন। ইমাম ইবনু কাস্রীর সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী অত্যন্ত উঁচু ধারণা পোষণ করতেন। তাদের কয়েকজনের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হল:

আল্লামা হাফিয জালালুদ্দীন সূয়ুতী বলেন, "হাফিয জামালুদ্দীন আল-মিযযীর সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করে তিনি হাদীস্র শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও অশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন।"

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা আবুল মাহাসিন জামালুদ্দীন ইউসুফ বলেন, "হাদীস্র, তাফসীর, ফিকাহ আরবী ভাষা ও আরবী সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ পণ্ডিত্য ছিল।"

হাফিয আবুল মাহাসিন হুসায়নী দিমাশকী বলেন: "ফিকাহশাস্ত্র, তাফসীর, সাহিত্য ও ব্যাকরণে তিনি বিপুল পারদর্শিতা লাভ করেন ও হাদীস্র শাস্ত্রের রিজাল ও ইলাল প্রসঙ্গে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সূতীক্ষ্ম ও সুগভীর।"

হাফিয যায়নুদ্দীন ইরাকী বলেন: "হাদীস্রের 'মতন' ও ইতিহাস শাস্ত্রে সবচাইতে প্রজ্ঞাবান হলেন ইমাম ইবনু কাস্রীর।"

শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রায্যাক হামযাহ বলেন: "ইমাম ইবনু কাস্রীর সমগ্র জীবনব্যাপী জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। এই জ্ঞানার্জন ও গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেন।"

হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী বলেন: ইমাম ইবনু কাস্রীর একাধারে খ্যাতনামা মুফতী, মুহাদ্দিস্র, ফিকাহ শাস্ত্রবিদ, তাফসীর ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শি ব্যক্তি ছিলেন। হাদীস্রের মতন সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল অপরিমেয়।"

হাফিয হুসায়নী বলেন: "তিনি হাদীস্রের অনন্য হাফিয, প্রখ্যাত ইমাম, অসাধারণ বাগ্মী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।"

আল্লামা শায়খ ইবনুল ইমাদ হাম্বলী বলেন: "ইমাম ইবনু কাস্রীর হাদীস্রের শ্রেষ্ঠতম হাফিয ছিলেন।"

হাফিয ইবনু হুজ্জী বলেন: "আমাদের জ্ঞাত মুহাদ্দিস্রকুলের মধ্যে তিনি হাদীস্রের মতন স্মৃতিস্থকরণে, রিজাল শাস্ত্রজ্ঞানে ও হাদীস্রের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণে সর্বাধিক বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ছিলেন।"

আল্লামা হাফিয নাসিরুদ্দীন আদ-দিমাশকী বলেন: "আল্লামা হাফিয ইবনু কাস্রীর ছিলেন মুহাদ্দিস্রগণের ভরসাস্থল, ঐতিহাসিকদের অবলম্বন ও তাফসীরকারকদের গৌরবোন্নত পতাকা।"

হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন: হাদীস্রের মতন ও রিজাল শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ও অধ্যয়নে তিনি অহর্নিশ মশগুল থাকতেন। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তদুপরি তিনি ছিলেন অত্যন্ত রসিকতাপ্রিয়। জীবদ্দশায়ই তাঁর গ্রন্থরাজি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।"

মোটকথা, ইমাম ইবনু কাস্রীর গ্রন্থ রচনা, অধ্যাপনা ফতওয়াও প্রদানের মহান দায়িত্বে তাঁর সমগ্র জীবন নিয়োজিত করেন। তাঁর মহামান্য উস্তাদ আল্লামাহ হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবীর ইন্তেকালের পর তিনি দামেশকের শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তনদ্বয়ে একই সঙ্গে হাদীস্র অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও ইবাদতগুযার ছিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে তিনি স্বালাত, তিলাওয়াত ও যিকির আযকারে মশগুল থাকতেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন সদা প্রফুল্ল সদালাপী সচ্চরিত্র ব্যক্তি। আলাপ আলোচনায় তিনি মূল্যবান রসালো উপমা ব্যবহার করতেন। হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাঁকে উত্তম রসিক বলে আখ্যায়িত করেন।

ইমাম ইবনু কাস্ীর শাগরিদ হিসেবে দীর্ঘদিন আল্লামা ইমাম ইবনু তায়মিয়ার সান্নিধ্যে থাকার কারণে মাসআলা মাসায়েলের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরই অনুসারী ছিলেন। এমনকি তালাকের মাসআলাতেও তিনি তাঁর অনুসারী হন। ফলে তাঁকেও ভীষণ বিপদ ও কঠিন নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

অপরিসীম অধ্যয়নের কারণে শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে পড়েন। অতঃপর ৭৭৪ হিজরী মোতাবেক ১৩৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে শাবান রোজ বৃহস্পতিবার তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন।)

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য দুই পুত্র যথাক্রমে যায়নুদ্দীন আবদুর রহমান আল কারশী ও বদরুদ্দীন আবুল বাকা মুহাম্মদ আল কারশী মুসলিম জাহানে জ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন।

আল্লামাহ ইমাম ইবনু কাস্ীরের রচিত অমূল্য গ্রন্থরাজির কতিপয়ের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলঃ-

১। আত-তাকমিলাতু ফী মা'রিফাতিস্ সিকাতি ওয়াদ দুআফা' ওয়াল মুজাহিল। এটা রিজাল শাস্ত্রের (বর্ণনাকারী বিশ্লেষণ বিদ্যা) একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এই গ্রন্থে আবদুর রহমান আল-মিযযীর 'তাহযীবুল কামাল' ও শামসুদ্দিন যাহাবীর 'মীযানূল ই'তিদাল' গ্রন্থের সমন্বয় ঘটেছে।

২। আল হাদয়্যু ওয়াস সুনানু ফী আহাদীসিল মাসানীদে ওয়াস সুনান। গ্রন্থটি জামিউল মাসানীদ নামে খ্যাত। এ গ্রন্থে মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বাল, মুসনাদে বাযযার, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা, মুসনাদে ইবনু আবী শায়বাহ ও কুতুবুস সিত্তার রিওয়ায়েতসমূহ বিভিন্ন অধ্যায়ে ও পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

৩। তবাকাতুশ শাফিঈয়্যাঃ এ গ্রন্থে শাফিঈ ফিকাহবিদগণের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

৪। মানাকীবুশ শাফিঈ– এ গ্রন্থে ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর জীবনালেখ্য ও কর্মধারা বর্ণিত হয়েছে।

৫। তাখরীজু আহাদীসে আদিল্লাতিত তাম্বীহ।

৬। তাখরীজু আহাদীসে মুখতাসার ইবনিল হাজিব।

৭। **শারহু সহীহিল বুখারী**- বুখারী শরীফের এই ভাষ্য তিনি অসমাপ্ত রেখে যান। এটাতে শুধু **প্রথমাংশের ভাষ্য বিদ্যমান।**

৮। **আল-আহকামুল কাবীর- অনুশাসন** সম্পর্কিত হাদীসগুলোর বিশদ আলোচনা সম্বলিত এ গ্রন্থটিও **কিতাবুল হাজ্জ পর্যন্ত লিখার পর অসমাপ্ত থেকে যায়।**

৯। ইখতিসারু উলূমিল হাদীস- এটা আল্লামা ইবনুস সালিহ রচিত উলূমুল হাদীস নামক উসূলে হাদীস গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। এটার সাথে গ্রন্থকার অনেক মূল্যবান জ্ঞাতব্য বিষয় সংযোজন করার ফলে দেশে বিদেশে এটার অশেষ জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়। এটার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২।

১০। মুসনাদুশ শায়খায়ন- এটাতে আবূ বাক্র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসসমূহ সংকলিত হয়েছে।

১১। আল-ফুসূলু ফী ইখতিসারি সীরাতির রাসূল- এটা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য।

১২। আস-সীরাতুন নাবাবিয়াহ- এটা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একটি বৃহদায়তন জীবনালেখ্য।

১৩। কিতাবুল মুকাদ্দিমাত।

১৪। মুখতাসার কিতাবুল মাদখাল লি-ইমাম বায়হাকী- এটা ইমাম বায়হাকীর কিতাবুল মাদখাল এর সংক্ষিপ্তসার।

১৫। রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ– খ্রীস্টানদের আয়াস দূর্গ অবরোধের সময়ে জিহাদ সম্পর্কিত এ গ্রন্থটি তিনি লিপিবদ্ধ করেন।

১৬। রিসালা ফী ফাদায়িলিল কুরআন– এটা তাফসীর ইবনু কাসীরের পরিশিষ্ট হিসাবে লিখিত হয়েছে।

১৭। মুসনাদে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল– এটাতে বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের বিখ্যাত মুসনাদ সংকলনকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। পরন্তু ইমাম তাবারানীর 'মাজমা'' ও আবূ ইয়া'লার 'মুসনাদ' এর হাদীসগুলোও এটাতে সংযোজিত হয়েছে।

১৮। আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ– এই ইতিহাস গ্রন্থটি ইমাম ইবনু কাসীরের অত্যন্ত জনপ্রিয় এক অমর সৃষ্টি। এটাতে সৃষ্টির শুরু হতে ঘটিত ও ভবিষ্যতে ঘটিতব্য সকল ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে অতীতের নবী-রাসূল ও উম্মতসমূহের বর্ণনা এবং পরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে। অবশেষে খুলাফায়ে রাশেদীন হতে তাঁর সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে কিয়ামতের আলামতসমূহ ও পরকালের ঘটনাবলী দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। বিশেষত এটার সীরাতুন্নাবী অধ্যায়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

১৯। তাফসীরুল কুরআনিল কারীম। এটাই 'তাফসীরে ইবনু কাসীর' নামে খ্যাত।

‘তাফসীর ইবনু কাস্রীর’ পরিচিতি

ইমাম ইবনু কাস্রীরের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি ‘তাফসীরুল কুরআনিল কারীম’। সেটাই ‘তাফসীরে ইবনু কাস্রীর’ নামে জগজ্জোড়া খ্যাতি লাভ করেছে। এটার প্রতি খণ্ডের পাতায় পাতায় লেখকের কঠোর পরিশ্রম, গভীর অনুসন্ধিৎসা, ব্যাপক অধ্যয়ন ও অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রমাণ বিদ্যমান।

আল্লামা সুয়ূতী বলেন, এ ধরনের তাফসীর আজ পর্যন্ত অন্য কেউ লিপিবদ্ধ করেননি। রিওয়ায়াত ভিত্তিতে তাফসীরসমূহের মধ্যে এটাই সর্বাধিক কল্যাণপ্রদ ও উপকারী। মূলত তাফসীরে ইবনু কাস্রীর ইমাম ইবনু কাস্রীরের এক অমর ও অবিস্মরণীয় অবদান। প্রাথমিক যুগে রচিত তাফসীর গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কোন কোন তাফসীরগ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারেই হয়ত কোন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর গ্রন্থাকারে আলোর মুখ দেখে কালোত্তীর্ণ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, তাফসীরে ইবনু কাস্রীর তন্মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তার দাবীদার। মান্‌কূলাত তথা রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীরসমূহের মধ্যে তাফসীর ইবনু কাস্রীরই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর। এই ধারায় পূর্বে রচিত তাফসীরে তাবারী ও তাফসীরে কুরতুবী ইত্যাদির বিশিষ্ট দিকগুলোর এটাতে সমাবেশ ঘটেছে। পরন্তু সেই সব তাফসীরের দুর্বল দিকগুলো এটাতে পরিশীলিত ও বিশুদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। অপূর্ব রচনাশৈলী, বর্ণনার লালিত্য ও অকাট্য দলীল প্রমাণ প্রয়োগে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এটা পূর্ববর্তী তাফসীরের চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। হাদীস্রের সনদ ও মতনের সার্বিক ও যথাযথ বিশ্লেষণ এটাকে অত্যধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। কুরআন মাজীদের জটিল দুর্বোধ্য অংশগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা ও বিভিন্নার্থক শব্দসমষ্টির আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ এটাকে সুসমৃদ্ধ করেছে। বিশেষত বিভিন্ন ভ্রান্ত ও আজগুবী মতামত দলীল প্রমাণের ক্ষুরধার তরবারি দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করে যেভাবে এটাতে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা সত্যই বিস্ময়কর। মোটকথা এটা বিদআত ও বিভ্রান্তির বেড়াজালমুক্ত কুরআন সুন্নাহর এক অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে দেখা দিয়েছে।

ইমাম ইবনু কাস্রীর তাঁর পাণ্ডিত্য বিমণ্ডিত এই তাফসীরে কোথাও দুরূহতা বা জটিলতাকে প্রশ্রয় দেননি। বর্ণনার পারিপাট্য, ভাষার স্বচ্ছ-সাবলীলতা ও শাব্দিক প্রাঞ্জলতা তাঁর তাফসীরকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও গতিময় করেছে। যে কোন বিতর্কমূলক বিষয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি ও ঐতিহাসিক নির্লিপ্ততা **বজায় রেখে নিজ অভিমত** পেশ করেছেন। তিনি যা কিছুই বলেছেন, কুরআন হাদীস্রের অকাট্য দলীল **প্রমাণের ভিত্তিতে বলেছেন।** কোথাও নিজের ভাবাবেগকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেননি। ঠিক এ কারণেই তিনি **তাঁর তাফসীরে ইবনু জারীর তাবারীর** তাফসীরের ইসরাঈলী আজগুবী কাহিনী ও জাল হাদীস্র ভিত্তিক অলীক উপাখ্যানসমূহ প্রত্যাখান করে বিশুদ্ধ হাদীস্রের আলোকে নির্ভরযোগ্য ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তাই তাঁর তাফসীরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে ‘তাফসীরে সালাফী’ নামে আখ্যায়িত করা হয়।

তাফসীর ইবনু কাস্রীরের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লামা হাফিয আবূ আলী মুহাম্মাদ শাওকানী বলেন: “আলোচ্য তাফসীরে তাফসীরকার হাদীস্রের রিওয়ায়াতসমূহ এরূপ পূর্ণাঙ্গভাবে আহরণ করেছেন যে, কোথাও ত্রুটি বিচ্যুতির বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। তেমনি তিনি এটাতে বিভিন্ন মাযহাব ও মতবাদের প্রাসঙ্গিক হাদীস্র, আস্রার ও কওল এরূপ সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে কারও কোন সংশয়ের লেশমাত্র অবকাশ থাকে না।”

তাফসীরে ইবনু কাস্রীরের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এটাতে কুরআনের তাফসীর করতে প্রথমে কুরআন ব্যবহার করা হয়েছে। তারপর রাসূলের হাদীস্র, অতঃপর স্নাহাবার আস্রার ও পরিশেষে তাবেঈনের

আকওয়াল ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীস্র ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বর্ণনার সূত্র, বর্ণনাকারীর চরিত্র ও হাদীস্রের স্তর ও শ্রেণিভেদের প্রতিটি দিক হতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত হয়েছে। আস্রার ও আকওয়ালের প্রয়োগ ক্ষেত্রেও তা সত্যাসত্যের কষ্টিপাথরে ভালভাবে যাচাই করে নেয়া হয়েছে। মোটকথা, তাফসীরটিকে সত্যের মানদণ্ড হিসাবে দাঁড় করাতে যত রকমের সতর্কতা ও সযত্ন প্রয়াস প্রয়োজন তা সবই করা হয়েছে। এর ফলেই তাফসীর জগতের এই অনন্য নির্ভরযোগ্য অমর সৃষ্টির আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছে।

তাফসীরে ইবনু কাস্রীরকে 'উম্মুত তাফাসীর' বা 'তাফসীর জননী' বলা হয়। মূলত পরবর্তীকালের সকল নির্ভরযোগ্য তাফসীর এই তাফসীর হতেই জন্ম নিয়েছে। এই তাফসীর মুসলিম মিল্লাতের যে অপরিমেয় কল্যাণ সাধন করেছে, গ্রন্থ জগতে তার তুলনা সত্যিই বিরল। সত্যের শাণিত তরবারি দিয়ে ইমাম ইবনু কাস্রীর পূর্ববর্তী তাফসীরসমূহের ইসরাঈলী কাহিনী ও জাল হাদীস্রের জঞ্জালগুলো কচুকাটা করে মুসলিম মিল্লাতকে মহান কুরআনের এক নির্ভেজাল ভাষ্য উপহার দিয়ে গেছেন।

উদাহরণস্বরূপ সূরাহ বাকারার গাভী সম্পর্কিত বিভিন্ন ইসরাঈলী উপাখ্যানের কথা বলা যেতে পারে। তিনি একে একে সব উপাখ্যানই তুলে ধরেছেন। অতঃপর বর্ণনাকারীদের বর্ণনাসূত্রের অসারতা ও খোদ বর্ণনাকারীদের দুর্বলতা সুপ্রমাণিত করার পর তিনি সেগুলোকে অলীক ও অনির্ভরযোগ্য ঘোষণা করেছেন। তেমনি সূরাহ কাফ-এর শুরুতে ব্যবহৃত প্রথম কাফ অক্ষরটিকে পূর্বসূরী তাফসীরকারগণ যে সারাবিশ্ব বেষ্টনকারী 'কোকাফ' পাহাড় অর্থে চালিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি তদ্রূপ কোন পাহাড়ের অস্তিত্বকে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

ইমাম ইবনু কাস্রীর তাঁর এই সুবিস্তারিত তাফসীরে শুধু হাদীস্র শাস্ত্রই ঘাটেননি, ফিকাহ শাস্ত্রেরও বিভিন্ন জরুরী মাসায়েলের বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। এখানে তিনি নিরাসক্তভাবে বিভিন্ন মাযহাবের মতামত তুলে ধরেছেন। তবে স্বভাবতই নিজ মাযহাবের প্রতি তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য মাযহাবের বিরুদ্ধে তাঁর কোন অসহিষ্ণু মনোভাবের প্রকাশ ঘটেনি। সত্যিকার সত্যানুসন্ধিৎসা নিয়ে তিনি অত্যন্ত বিনয় ও সংযমের সাথে মাসআলার যথার্থ সমাধান নির্ণয় করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

তাফসীরের শুরুতে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা প্রদান করেছেন। এটাতে তাফসীর করার বিভিন্ন শর্ত ও প্রয়োজনীয় দিকগুলো তিনি তুলে ধরেছেন। তার এই ভূমিকাটি পরবর্তী তাফসীরকারদের দিক-নির্দেশনার কাজ দিয়েছে।

ইমাম ইবনু কাস্রীরের এই জগজ্জোড়া আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাফসীর সে শুধু বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে তা নয়, পরন্তু এর বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত সংরস্করণও বের হয়েছে। আরবী ভাষায় এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করেন শায়খ মুহাম্মাদ আলী আস সাবূনী। বৈরূতের 'দারুল কুরআনিল কারীম' প্রকাশনা হতে তিন খণ্ডে তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। উর্দুতে তার সংক্ষিপ্তসার অনূদিত হয় এবং উর্দু অনুবাদে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ।

এখানে উল্লেখ্য, এর মূল সংস্করণটি আট খণ্ডে সমাপ্ত ও প্রতিখণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। তাওহীদ পাবলিকেশন্স এই মূল সংস্করণেরই প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

তাহকীক তাফসীর ইবনু কাস্রীর গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যাবলী

১. এই তাফসীরটি ইমাম আল-হাফিয ইবনু কাস্রীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর পূর্ণাঙ্গ তাফসীর 'তাফসীর ইবনু কাস্রীর' এর আলোকে কোন প্রকার সংক্ষেপকরণ ছাড়া সরাসরি আরবী সংস্করণ থেকে অনূদিত।

২. তাফসীর ইবনু কাস্রীর গ্রন্থটি রেওয়ায়াত-এর ভিত্তিতে তাফসীরসমূহের মাঝে জগৎবিখ্যাত। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি আম্মা পারার তাফসীর করতে গিয়ে প্রায় ৫০০টি হাদীস্র ও ৭০০টি মত সানাদ নিয়ে এসেছেন।

৩. তাফসীর গ্রন্থটিতে কুরআনের আয়াত ও হাদীস্রের ইবারতের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্পেশাল ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে যাতে করে পাঠক ও গবেষকবৃন্দ খুব সহজে অনুধাবন করতে পারেন।

৪. কুরআনের যে আয়াতের তাফসীর করা হয়েছে তার বঙ্গানুবাদের শুরুতে আয়াত নাম্বার দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাফসীরকৃত আয়াতটির শাওয়াহিদ হিসেবে যে আয়াতগুলো এসেছে সেটির সূরার নাম ও আয়াত নাম্বার ফুটনোটে ব্যবহার করা হয়েছে।

৫. কুরআনের আয়াতের অনুবাদ বুঝাতে বঙ্গানুবাদটি বোল্ড বা মোটা অক্ষরে প্রকাশ করা হয়েছে।

৬. ইমাম ইবনু কাস্রীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আয়াতের তাফসীর করতে যে সব হাদীস্র ব্যবহার করেছেন সেগুলো ক্রমনুসারে বিন্যস্ত করে হাদীস্র নাম্বার দেয়ার পাশাপাশি হাদীস্রের শুরুতেই তাহকীক (স্বহীহ, দঈফ, হাসান, মাওদূ' ইত্যাদি) দেয়া হয়েছে।

৭. প্রতিটি তাফসীর ও হাদীস্রের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব তাখরীজ এর মাধ্যমে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।

৮. হাদীস্রের নম্বরের ক্ষেত্রে 'আল-মু'জামুল ফাহারিস্র লি আল ফাযিল আহাদীস্র" এর ক্রমধারা অনুযায়ী বুখারীর নম্বর ফাতহুল বারীর নম্বরের সঙ্গে, মুসলিম ও ইবনু মাজাহ শাইখ ফুয়াদ আবদুল বাকীর নম্বরের সঙ্গে, তিরমিযীর নম্বর আহমাদ শাকেরের নম্বরের সঙ্গে, আবূ দাউদ মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন আবদুল হামীদের নম্বরের সঙ্গে, মুসনাদ আহমাদের নম্বর এহইয়াউত তুরাস আল-ইসলামীর নম্বরের সঙ্গে, মুয়াত্তা মালিক তার নিজস্ব নম্বরের সঙ্গে, নাসাঈর নম্বর আবূ গুদ্দার নম্বরের সঙ্গে মিল রেখে করা হয়েছে।

৯. তাফসীর ইবনু কাস্রীরে বর্ণিত সব হাদীস্র ও আস্রারের তাহকীক দেয়ার পাশাপাশি হাদীসটি কোন্ কারণে হাসান, দঈফ ও মাওদূ' হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

১০. তাফসীরকারক তাঁর তাফসীরে যে সকল ইসরাঈলী রেওয়ায়াত এনেছেন সেগুলো সনাক্ত করার পাশাপাশি সে ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

১১. তাফসীরে বর্ণিত গরীব (দুর্বোধ্য) শব্দগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১২. তাফসীরসমূহের আলোচনার বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে শিরোনাম দিয়ে শুরু করা হয়েছে।

১৩. হাদীস্রের তাহকীকের ক্ষেত্রে যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস্র আল্লামাহ নাসিরুদ্দীন আলবানী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম যাহাবী, শুআয়ব আল-আরনাওয়াত, হাকিম, আবদুর রাযযাক আল-মাহদীসহ (রাহেমাহুমুল্লাহ) আরও অন্য মুহাক্কিকবৃন্দ কর্তৃক তাহকীককৃত।

১৪. প্রতিটি হাদীস্রের সানাদ বাংলায় দেয়ার পাশাপাশি সানাদের রাবীর মাঝে কোন সমস্যা থাকলে সেটিও উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫. হাদীস্রের সানাদ ও মাতানকে পাঠকবৃন্দের পড়ার সুবিধার্থে ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৬. গবেষকবৃন্দের গবেষণার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীস্রের আরবী ইবারাত হারাকাতসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭. আরবী শব্দগুলোর সঠিক বাংলা উচ্চারণের জন্য বিশেষ উচ্চারণ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।

১৮. এই তাফসীরটি দীর্ঘ কয়েক বৎসরের গবেষণার ফসল।

তাহকীক তাফসীর ইবনু কাস্বীর এর মুহাক্কিকবৃন্দ

☛ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম, আবূ আবদুল্লাহ আল জু'ফী, আল বুখারী (জন্ম: ১৯৪ হিজরী, মৃত্যু: ২৫৬ হিজরী।)	☛ আবূ বাকর আহমাদ বিন আমর বিন আবদুল খালিক আল বাযযার (২১৫-২৯২ হিজরী)
☛ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন বিন নূহ বিন নাজাতী, আবূ আবদুর রহমান আল আলবানী (মৃত্যু : ১৪২০ হিজরী)	☛ আবদুল্লাহ বিন আদী বিন আবদুল্লাহ আবূ আহমাদ আল জুরজানী (মৃত্যু: ৩৬৫ হিজরী)
☛ আলী বিন আমর বিন আহমাদ, আবুল হাসান আদ দারাকুতনী (মৃত্যু: ৩৮৫ হিজরী)	☛ আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আহমাদ, আবূ নাঈম আল আস্‌বাহানী (মৃত্যু: ৪৩০)
☛ আহমাদ বিন আলী বিন স্বাবিত, প্রসিদ্ধ নাম, খাতীব আল বাগদাদী (মৃত্যু: ৪৬৩)	☛ আহমাদ ইবনুল হুসায়ন বিন আলী, আবূ বাকর বায়হাকী (মৃত্যু: ৪৫৮)
☛ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন উস্‌মান বিন কায়মায, শামসুদ্দীন আয যাহাবী, আবূ আবদুল্লাহ (মৃত্যু: ৭৪৮ হিজরী)	☛ আবূ হাতিম মুহাম্মাদ বিন হিব্বান বিন আহমাদ বিন হিব্বান বিন মুআয বিন মা'বাদ আত তামীমী (মৃত্যু: ৩৫৪ হিজরী)
☛ আবদুর রহমান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ, আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী আল বাগদাদী (মৃত্যু: ৫৯৭ হিজরী)	☛ আল মুবারাক বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল কারীম আল জাযারী (মৃত্যু: ৬০৬ হিজরী)
☛ আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক, আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান (মৃত্যু: ৬২৮ হিজরী)	☛ আবূ বাকর বিন আয়্যাশ বিন সালিম আল-আসদী আল-কূফী (মৃত্যু: ১৯৪ হিজরী)
☛ আবূ হাফস্ উমার বিন শাহীন	☛ আবূ জা'ফার আল-উকায়লী
☛ আবূ বিশর আদ দাওলানী	☛ আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী
☛ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী	☛ আবূ যুরআহ আর রাযী
☛ আবূ হাতিম আর রাযী	☛ আবূ দাউদ আস সাজিসতানী
☛ আবূ ঈসা আত তিরমিযী	☛ আহমাদ বিন হাম্বাল
☛ আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী	☛ আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী
☛ আহমাদ বিন স্বালিহ আল-মিস্‌রী	☛ আলী ইবনুল মাদীনী
☛ আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস	☛ আয়্যুব বিন আবূ তামীমাহ আস সাখতিয়ানী
☛ আবদুর রহমান বিন মাহদী	☛ আল-আজালী
☛ আল-মিযযী	☛ ইমাম দারাকুতনী
☛ ইমাম যাহাবী	☛ ইয়াহইয়া বিন মাঈন
☛ ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী	☛ ইসহাক বিন রহওয়ায়
☛ ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান	☛ ইবনু হাজার আল-আসকালানী
☛ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান	☛ ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ
☛ নূরুদ্দীন আল-হায়স্বামী	☛ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন খুযায়মাহ
☛ মাকহূল আশ শামী	☛ মুহাম্মাদ বিন সা'দ
☛ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মাখরামী	☛ মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম
☛ মাসলামাহ বিন কাসিম	☛ সুফইয়ান আস্‌ স্বাওরী
☛ সুলায়মান বিন দাউদ আত তায়ালাসী	☛ সুলায়মান বিন মূসা
☛ যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী	☛ আবদুর রায্‌যাক আল-মাহদী

হাদীস্ব ও ইলমে হাদীস্ব সম্পর্কিত কিছু কথা

হাদীস্বের সংজ্ঞা ও পরিচয়ঃ

হাদীস্ব আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ 'নতুন', 'কথা' ও 'খবর'। এটি 'কাদীম' (পুরাতন)-এর বিপরীত অর্থবোধক শব্দ।[১] আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের অনেক স্থানে কুরআনকে 'হাদীস্ব' বলেছেন।[২] রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ আল্লাহর কিতাবই হ'ল, উত্তম হাদীস্ব।[৩]

মুহাদ্দিস্বগণের পরিভাষায় 'হাদীস্ব' বলতে বুঝায়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যাবতীয় কথা, কাজ, অনুমোদন, সমর্থন এবং তাঁর অবস্থার বিবরণকে। আল্লামা জা'ফর আহমদ উস্বমানী (রহঃ) বলেনঃ 'যা কিছু রাসূল (ﷺ)-এর নামে বর্ণিত আছে, তার সমুদয়কে হাদীস্ব বলা হয়'।[৪]

ডক্টর মাহমুদ তাহ্হান বলেনঃ 'রাসূলের নামে কথিত কথা, কাজ অনুমোদন ও গুণ-বৈশিষ্ট্যকে হাদীস্ব বলা হয়'।[৫]

আল্লামা তীবি, হাফেজ ইবনু হাজার আসকা'লানী, নবাব স্বিদ্দীক হাসান খান ও ইমাম সাখাবী প্রমুখ বলেনঃ 'হাদীস্বের অর্থ ব্যাপক। রাসূলুল্লাহর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে যেমন হাদীস্ব বলা হয়, তেমনি স্বাহাবী, তাবেঈ ও তবে তাবে' তাবেঈদের কথা কাজ ও অনুমোদনকেও হাদীস্ব বলা হয়'।[৬]

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিবরণে নবী কারীম (ﷺ), স্বাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তবে তাবেঈদের কথা, কাজ ও সমর্থন যদিও মোটামুটিভাবে হাদীস্ব নামে অভিহিত, তথাপি শরীয়তী মর্যাদার দৃষ্টিতে এসবের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। তাই হাদীস্ব শাস্ত্রে প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষা নির্ধারণ করা হয়েছে। যথাঃ নবী কারীম (ﷺ)-এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'হাদীস্ব'। স্বাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'আস্বার' এবং তাবেঈ ও তবে তাবেঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'ফাতাওয়া'।

এছাড়া তিন প্রকারের হাদীস্বের আরো তিনটি পারিভাষিক নাম রয়েছে। যথাঃ নবী কারীম (ﷺ) এর কথা, কাজ ও সমর্থন সংক্রান্ত বিবরণকে বলা হয় 'মারফূ''। স্বাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় 'মাওকূফ' এবং তাবেঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় 'মাকতু''।[৭]

হাদীস্বের অপর নাম 'সুন্নাহ'। 'সুন্নাহ' শব্দের অর্থ, চলার পথ, পদ্ধতি ও কর্মনীতি। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী বলেনঃ 'সুন্নাতুন্নবী বলতে সে পথ ও রীতি পদ্ধতিকে বুঝায়, যা নবী কারীম (ﷺ) বাছাই করে নিতেন এবং অবলম্বন করতেন'।[৮] মুহাদ্দিস্বগণ 'হাদীস্ব' ও 'সুন্নাহ' কে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন।[৯]

শায়খ ডক্টর মোস্তফা সাবায়ী বলেনঃ 'আরবী অভিধানে 'সুন্নাহ' অর্থ কর্মপন্থা, কর্মপদ্ধতি-তা ভাল বা মন্দ যা হোক। মুসলিম শরীফের হাদীস্ব দ্বারাও তা বুঝা যায়। পক্ষান্তরে পরিভাষায় 'সুন্নাহ'-এর একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমনঃ

(১) হাদীস্ব শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় রাসূল কারীম (ﷺ) এর কথা, কর্ম ও সম্মতি এবং তাঁর শারিরীক বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও চাল চরিত্রকে 'সুন্নাহ' বলা হয়। তা নুবুওয়াত লাভের আগের হোক বা পরের।

(২) উস্বূল শাস্ত্রবিদগণের মতে 'সুন্নাহ' বলা হয়, প্রত্যেক কথা, কর্ম ও সম্মতিকে, যা রাসূল কারীম (ﷺ) এর সাথে সম্পৃক্ত এবং যার থেকে শরীয়তের কোন না কোন হুকুম প্রমাণিত হয়।

---

১. তাজুল আরোস।
২. সুরাহ যুমার ঃ ২৩, সূরাহ তুর ঃ ৩৫, আন নাজমঃ ৫৯।
৩. স্বহীহ আল বুখারী, কিতাবুল আদব।
৪. আল্লামা জা'ফর আহমদ উস্বমানী কাওয়ায়িদ ফী উলুমিল হাদীস্বঃ পৃঃ ১৯।
৫. ডক্টর মাহমুদ তাহ্হান -তায়সীরুল মুস্তালাহ।
৬. তাওজীহুন্নজরঃ পৃঃ ৯৩, আল-হিত্তাহঃ পৃঃ ২৪, ফাতহুল মুগীস্বঃ পৃঃ ১২।
৭. ইবনু হাজার আসকা'লানী, হাদয়ুস সারী, লেখক- হাদীস্বের হিফাজত ও সংকলনঃ পৃঃ ২৮।
৮. ইমাম রাগিব, মুফরাদাতঃ ২৪৫।
৯. কাশফুল আসরারঃ ২/২, তাওজীহুন্নজর, পৃঃ ৩।

(২) উসূল শাস্ত্রবিদগণের মতে 'সুন্নাহ' বলা হয়, প্রত্যেক কথা, কর্ম ও সম্মতিকে, যা রাসূল কারীম (ﷺ) এর সাথে সম্পৃক্ত এবং যার থেকে শরীয়তের কোন না কোন হুকুম প্রমাণিত হয়।

(৩) ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের মতে 'সুন্নাহ' হল, ফরদ-ওয়াজিব ব্যতীত শরীয়তের অন্যান্য হুকুম আহকাম।

(৪) মুহাদ্দিস্রগণের মতে এবং অনেক সময় ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণের মতেও 'সুন্নাহ বলা হয়, সেই সব কর্মকে যা শরীয়তের কোন দলীল কিংবা উসূলে শরীয়তের কোন আসল তথা মৌল নীতি দ্বারা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রমাণিত।'[১০]

এছাড়া আরো দু'টি শব্দ কখনো হাদীস্র অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা হ'ল 'খবর' ও 'আস্রার'। কিন্তু বেশী প্রসিদ্ধ শব্দ হ'ল 'হাদীস্র' ও 'সুন্নাহ'।

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস্র আল্লামা আবুল হাসান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেনঃ 'জানা আবশ্যক যে, রাসূল কারীম (ﷺ) এর কর্ম মোটামুটি দু'প্রকার। প্রথম, যেগুলিতে অনুসরণ জায়িয। দ্বিতীয়, যেগুলিতে অনুসরণ জায়িয নয়। অনুসরণীয় কাজগুলি হ'ল, মুস্তাহাব, সুন্নাত, ওয়াজিব ও ফরদ। অনুসরণ জায়িয নয়- এমন কাজ হর, যথাঃ এক সাথে নয় বিবি রাখা, দিন রাত লাগাতার স্রিয়াম পালন করা ইত্যাদি। মোট কথা, অনুসরণীয় এবং অনুসরণীয় নয়, এ উভয় প্রকারের কর্মকাণ্ডের উপর হাদীস্র শব্দটি প্রযোজ্য হয়। কিন্তু সুন্নাত শব্দটি তেমন নয়। বরং সুন্নাত বলা হয়, তাঁর কেবল অনুসরণীয় কর্মকাণ্ডকে। এ কারণে বলা যায় প্রত্যেক সুন্নাত তো হাদীস্র, কিন্তু প্রত্যেক হাদীস্র সুন্নাত নয়। যেমন লজিকের ভাষায় বলা হয়, প্রত্যেক মানুষ তো প্রাণী, কিন্তু প্রত্যেক প্রাণী মানুষ নয়।'[১১]

হাদীস্রের প্রকারভেদ ঃ

হাদীস্র প্রথমতঃ তিন প্রকার। কাওলী, ফে'লী ও তাকরীরি। রাসূল কারীম (ﷺ) এর কথা জাতিয় হাদীস্রগুলিকে কাওলী বলে। তাঁর কাজ সম্পর্কীয় হাদীস্রগুলিকে ফে'লী বলে। আর তাঁর সমর্থন ও অনুমোদন সম্পর্কীয় হাদীস্রগুলোকে তাকরীরি বলে। এছাড়া হাদীস্র বর্ণনাকারীদের নিজস্ব গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে হাদীস্রকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথাঃ স্রহীহ, হাসান, স্রহীহ লিযাতিহী, স্রহীহ লিগাইরিহী, হাসান লিযাতিহী, হাসান লিগাইরিহী, দঈফ, মুনকার, মাওযু ইত্যাদি। আবার হাদীস্র বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হিসাবে হাদীস্রের কয়েকটি শ্রেণী হয়। যথাঃ মুতাওয়াতির, মাশহুর, আযীয ও গরীব ইত্যাদি। অনুরূপ হাদীস্রের সনদ পরম্পরা হিসাবে হাদীস্র কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। যথাঃ মারফূ', মাওকূফ ও মাকতূ ইত্যাদি। এছাড়া হাদীস্রের আর একটি প্রকার আছে তাকে বলা হয় হাদীস্রে কুদসী। ইমাম শাফিয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেনঃ 'উলামাদের সর্ব সম্মতিক্রমে 'সুন্নাহ' তিন প্রকারঃ ১-যাতে, কুরআন যা বলেছে হুবহু তাই বর্ণিত হয়েছে। ২-যাতে, কুরআনে যা আছে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। ৩-যাতে, কুরআন যে বিষয়ে নীরব সে বিষয়ে নতুন কথা বলা হয়েছে। 'সুন্নাহ' যে প্রকারেরই হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, তাতে আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। সুন্নাহ জানার পর তার বরখেলাফ করার অধিকার আল্লাহ তাআলা কাউকে দেন নি'।[১২]

হাদীস্রের কতিপয় পরিভাষার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

মারফূ'ঃ নবী কারীম (ﷺ)-এর প্রতি নেসবতকৃত কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদীস্রে 'মারফূ'' বলে।

মাওকূফঃ স্রাহাবীদের প্রতি নেসবতকৃত কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণ তথা তাঁদের ব্যক্তিগত অভিমত কে হাদীস্রে 'মাওকূফ' বলে।

মাকতূ'ঃ তাবেঈগণের প্রতি নেসবতকৃত কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে হাদীস্রে 'মাকতূ'' বলে।

আহাদঃ যে হাদীস্রের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা 'মুতাওয়াতির' হাদীস্রের বর্ণনাকারী অপেক্ষা কম হয়, তাকে 'ওয়াহিদ' বলে। ওয়াহিদ এর বহুবচন হ'ল, 'আহাদ'। আহাদ তিন প্রকার। যথা- মাশহুর, আযীয ও গরীব।

---

১০. মোস্তফা সাবায়ী, আস্‌সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহাঃ ১/৪৭, আল-ওয়াদউ ফিল হাদীস্রঃ ১/৩৭, ৪০

১১. আবুল হাসান বাবুনগরী- তানযীমুল আশ্‌তাত শরহে মিশকাত, ভূমিকা। লেখক- হাদীস্রের হিফাজত ও সংকলন, পৃঃ ২৯

১২. ইমাম শাফেয়ী, আররিসালাঃ ১৬

মাশহূরঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীদের স্তর ব্যতীত সর্বস্তরে দু'য়ের অধিক হয়, তাকে মাশহুর বলে।

আযীযঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা কোন স্তরে দু'য়ের কম হয়না, তাকে আযীয বলে।

গরীবঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোন স্তরে একে দাঁড়ায়, তাকে গরীব বলে।

মুতাওয়াতিরঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী সকল স্তরে এত বেশী হয় যে, তাঁদের সকলের পক্ষে মিথ্যা হাদীস রচনা অসম্ভব মনে হয়, এরূপ হাদীসকে 'মুতাওয়াতির' বলে।

মাকবুলঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সততা, তাকওয়া এবং আদালত সর্বজন স্বীকৃত হয়, তাকে 'মাকবূল' বলে। হাদীসে মাকবূল দুই প্রকার। যথা– সহীহ, হাসান।

মাতরূকুল হাদীসঃ যে হাদীসের রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে তার হাদীসকে মাতরুকুল হাদীস বলে।

মাজহূলুল হাল/মাসতূর : যে রাবী থেকে দুই বা ততোধিব রাবী হাদীস বর্ণনা করেছে কিন্তু তাকে কোন মুহাদ্দিস (সিকাহ) শক্তিশালী বলেননি। কারণ তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত।

সহীহঃ যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা সূত্র) মুত্তাসিল[১৩] এবং সকল রাবী (বর্ণনাকারী) আদালত[১৪] এবং দাবৃত[১৫] গুণসম্পন্ন আর যা শুযূয[১৬] ও ইল্লাত[১৭] থেকে মুক্ত হয়, তাকে 'সহীহ' বলা হয়।

হাসানঃ হাদীসে সহীহের উল্লেখিত গুণাবলী বর্তমান থাকার পর যদি বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল প্রমাণিত হয়, তাকে হাদীসকে 'হাসান' বলে।

সহীহ হাদীসের স্তরসমূহঃ

সহীহ হাদীসের সাতটি স্তর আছে।

প্রথমঃ যে হাদীসকে বুখারী এবং মুসলিম উভয় বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ঃ যে হাদীসকে শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয়ঃ যে হাদীসকে শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থঃ যে হাদীসকে বুখারী, মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চমঃ যে হাদীসকে শুধু বুখারীর শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠঃ যে হাদীসকে শুধু মুসলিমের শর্ত মতে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

সপ্তমঃ যে হাদীসকে বুখারী, মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন মুহাদ্দিস সহীহ মনে করেছেন।

গায়রে মাকবূল তথা দঈফঃ যে হাদীসে সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না, তাকে হাদীসে 'দঈফ' বলে।

সনদঃ হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারীর পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে সনদ বলে।

মতনঃ হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন বলে।

তা'দীলঃ হাদীস বর্ণনাকারী রাবী সম্পর্কে ভাল গুণাগুণ বর্ণনাকে তা'দীল বলে।

জারহঃ হাদীস বর্ণনাকারী রাবী সম্পর্কে খারাব গুণাগুণ বর্ণনাকে জারহ বলে।

মুআল্লাক ঃ যে হাদীসের এক রাবী বা ততোধিক রাবী সনদের শুরু থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে 'মুআল্লাক' বলে।

মুনকাতি'ঃ যে হাদীসের এক রাবী বা একাধিক রাবী বিভিন্ন স্তর থেকে বাদ পড়েছে তাকে 'মুনকাতি'' বলে।

---

১৩. মুত্তাসিল অর্থ যে সনদের রাবীগণের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে এবং কোন স্তর থেকে কোন রাবী বাদ পড়েনি

১৪. আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতা অর্থ, তাকওয়া ও শিষ্টাচারের গুণে গুণান্বিত হওয়া

১৫. যাবত অর্থ স্মরণশক্তি, তা শ্রুত হোক কিংবা লিখিত

১৬. শুযূয অর্থ শক্তিশালী রাবীর বিরোধীতা পাওয়া যাওয়া

১৭. ইল্লাত অর্থ গুপ্ত দুর্বলতার কোন কারণ। উল্লেখ্য যে, উক্ত পাঁচটি শর্ত পাওয়া না গেলে, হাদীসটি সহীহ বলে গণ্য হয়না

মু'দালঃ যে হাদীসের দুই অথবা দু'য়ের অধিক রাবী সনদের মাঝখান থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে 'মু'দাল' বলে।

মাওদূঃ যে হাদীসের কোন রাবী জীবনে কখনো নবী কারীম (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে 'মাওদূ' বলে।

মাতরূকঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তাকে 'মাতরূক' বলে।

মুনকারঃ যে হাদীসের রাবী ফাসিক, বেদআতপন্থী ইত্যাদি হয়, তাকে 'মুনকার' বলে।

ইদতিরাবঃ রাবী কর্তৃক হাদীসের মতন ও সনদকে বিভিন্ন প্রকারে এলোমেলোভাবে বর্ণনাকে ইদতিরাব বলা হয়। কোনোরূপ সমন্বয় সাধন না করা পর্যন্ত এ প্রকারের হাদীস গ্রহণ করা হতে বিরত থাকতে হয়।

তাদলীসঃ যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উসতাযের) নাম উল্লেখ না করে তাঁর উপরের শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করে যে যাতে মনে হয়, তিনি নিজেই উপরের শায়খের নিকট তা শুনেছেন। অথচ তিনি তাঁর নিকট সে হাদীস শুনেননি- এমন হাদীসকে মুদাল্লাস হাদীস এবং এরূপ করাকে 'তাদলীস' আর যিনি এরূপ করেন তাঁকে মুদাল্লিস বলা হয়।

ওয়াহিন, লীন, মাকালঃ ওয়াহিন অর্থ মারাত্মক দুর্বল ও লীন অর্থ দুর্বল। আর মাকাল অর্থ সমালোচনা অর্থাৎ যে রাবীর বিষয়ে সমালোচনা রয়েছে।

হুজ্জাহঃ হুজ্জাহ হচ্ছে দলীল গ্রহণ করা যায় এমন গুণসম্পন্ন রাবী যে সিকাহ রাবীর পরেই যার স্থান। সিকাহ ও হুজ্জাহ হচ্ছে নির্ভরযোগ্য রাবীর চতুর্থ স্তর।

আসারঃ আসার-এর শাব্দিক অর্থ অবশিষ্ট থাকা। এর দু'টি পরিভাষা রয়েছে। (ক) এটা হাদীসের মুরাদিফ অর্থাৎ- হাদীস ও আসারের পরিভাষা একই। (খ) সাহাবা ও তাবেঈনদের কথা এবং কার্যাবলীকে আসার বলা হয়।

ইনকিতাঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোন স্তরে কোনো রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি' হাদীস আর এ বাদ পড়াকে ইনকিতা' বলা হয়।

মুআল্লালঃ যে হাদীসের মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে যা হাদীসের সাধারণ পণ্ডিতগণ ধরতে পারে না, একমাত্র সুনিপুণ হাদীস শাস্ত্র বিশারদ ব্যতিরেকে। এ প্রকার হাদীসকে মুআল্লাল বলে। এরূপ ত্রুটিকে 'ইল্লাত' বলে।

হাদীসে কুদসীঃ হাদীসে কুদসী বলতে বুঝায় সেই হাদীসকে যা রাসূল কারীম (ﷺ) আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, অথচ তা কুরআনের আয়াত নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে ইলহাম বা স্বপ্নযোগে যা জানিয়ে দিতেন এবং নবী (ﷺ) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।[১৮]

মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেনঃ 'হাদীসে কুদসী সেই হাদীসকে বলা হয়, যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন। কখনো জিবরাঈলের মাধ্যমে আবার কখনো সরাসরি অহি, ইলহাম বা স্বপ্নযোগে জেনে। আর যে কোন ভাষায় তা প্রকাশ করার দায়িত্ব রাসূলের প্রতি অর্পিত হয়'।[১৯]

---

১৮. তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস, হাদীসের হিফাজত ও সংকলন, পৃঃ ৩৩।
১৯. আল আতহাফুস সানিয়্যাহ, হাদীসের হিফাজত ও সংকলন, পৃঃ ৩৪।

বিভিন্ন রাবীদের স্তর পরিচিতি

১ম স্তর: الصحابة (স্বাহাবী)।

২য় স্তর: ثقة ثقة أو ثقة حافظ (স্বিকাহ স্বিকাহ অথবা স্বিকাহ হাফিয)

৩য় স্তর: ثقة أو متقن أو عدل (স্বিকাহ অথবা নির্ভরযোগ্য অথবা ন্যায়পরায়ণ)

৪র্থ স্তর: صدوق أو لَا بأس به (সত্যবাদী অথবা তার মাঝে কোন সমস্যা নেই)

৫ম স্তর: صدوق سيئ الحفظ او يهم (সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতিশক্তি দুর্বল অথবা হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন)

৬ষ্ঠ স্তর: مقبول (মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য)

৭ম স্তর: مجهول الحال أو مستور (অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত)

৮ম স্তর: ضعيف (দুর্বল)

৯ম স্তর: لم يوثق أو مجهول (অপরিচিত অথবা তাকে কেউ স্বিকাহ বলেননি)

১০ম স্তর: متروك أو واهى أو ساقط (প্রত্যাখ্যানযোগ্য অথবা দুর্বল অথবা পরিত্যাজ্য)

একাদশ স্তর: إتهم بالكذب (মিথ্যার অভিযোগে অবিযুক্ত)

দ্বাদশ স্তর: كذاب (মিথ্যুক)

Contents

সূচিপত্র

Contents

Contents

Contents

সূরাহ আন্-নাবা এর তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۚ ①

১. লোকেরা কোন্ বিষয়ে একে অন্যের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۙ ②

২. (কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার) সেই মহা সংবাদের বিষয়ে,

الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ؕ ③

৩. যে বিষয়ে তাদের মাঝে মতপার্থক্য আছে।

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۙ ④

৪. কক্ষণো না, (তারা যা ধারণা করে তা একেবারে অলীক ও অবাস্তব), তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ⑤

৫. আবার বলছি, কক্ষণো না (তাদের ধারণা একেবারে অলীক ও অবাস্তব) তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۙ ⑥

৬. (আমি যে সব কিছুকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম তা তোমরা অস্বীকার করছ কীভাবে) আমি কি জমিনকে (তোমাদের জন্য) শয্যা বানাইনি?

وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ ⑦

৭. আর পর্বতগুলোকে কীলক (বানাইনি)?

وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۙ ⑧

৮. আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়।

وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ ⑨

৯. আর তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রামদায়ী।

وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۙ ⑩

১০. রাতকে করেছি আবরণ,

وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ ⑪

১১. আর দিনকে করেছি জীবিকা সংগ্রহের মাধ্যম।

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۙ ⑫

১২. আর তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে বানিয়েছি সাতটি সুদৃঢ় আকাশ।

وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۙ ⑬

১৩. এবং সৃষ্টি করেছি উজ্জ্বল প্রদীপ।

وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۙ ⑭

১৪. আর আমি বর্ষণ করি বৃষ্টিবাহী মেঘমালা থেকে প্রচুর পানি,

لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۙ ⑮

১৫. যাতে আমি তা দিয়ে উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ,

وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ؕ ⑯

১৬. আর ঘন উদ্যান।

কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে মুশরিকদের অস্বীকারের জবাব

কিয়ামাত দিবস সম্পর্কে কাফিরদের জিজ্ঞাসা এবং তারা যে সেটা সংঘটিত হওয়াকে অস্বীকার করে এ বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ۝ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ۝﴾ **"১. লোকেরা কোন্ বিষয়ে একে অন্যের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? ২. (কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার) সেই মহা সংবাদের বিষয়ে"** অর্থাৎ কোন বিষয় সম্পর্কে তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? কিয়ামতের বিষয় সম্পর্কে, আর তা হচ্ছে মহাসংবাদ, অর্থাৎ ভয়ঙ্কর, আতঙ্কজনক, বিধ্বস্তকারী সংবাদ। কাতাদাহ ও ইবনু যায়দ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, النبأ العظيم অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থান। মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, এর অর্থ হলো কুরআন। তবে প্রথম অর্থটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। ﴿الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۝﴾ **"৩. যে বিষয়ে তাদের মাঝে মতপার্থক্য আছে"** অর্থাৎ এ ব্যাপারে লোকেরা দুই ধরনের মতামতের উপরে বিভক্ত, এদের কেউ কেউ একে বিশ্বাস করে, আর কেউ কেউ একে অস্বীকার করে, এরপর আল্লাহ তাআলা কিয়ামত অস্বীকারকারীর প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন:

﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝﴾ **"৪. কক্ষণো না, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। ৫. আবার বলছি, কক্ষণো না, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে"** এটা আল্লাহ তাআলার কঠোর এবং দৃঢ় হুঁশিয়ারী।

আল্লাহ তাআলার কতিপয় ক্ষমতার উল্লেখ করে মৃত্যুর পরে তাঁর পুনরুত্থান ঘটানোর ক্ষমতার দলীল পেশ

এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর বিভিন্ন বিস্ময়কর বিষয়সমূহ সৃষ্টির উপরে তাঁর যে মহান ক্ষমতা রয়েছে এ প্রসঙ্গে বর্ণনা শুরু করছেন যেগুলো প্রমাণ করে যে, তিনি যেমন খুশি পুনরুত্থান এবং অন্যান্য বিষয় ঘটাতে সক্ষম। তিনি বলেন: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ۝﴾ **"৬. আমি কি জমিনকে (তোমাদের জন্য) বিছানা বানাইনি?"** অর্থাৎ বান্দাদের জন্য প্রস্তুতকৃত, তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন, দৃঢ় ও শান্তিদায়ক। ﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۝﴾ **"৭. আর পর্বতগুলোকে কীলক (বানাইনি?)"** অর্থাৎ তিনি পৃথিবীকে তার আপন স্থানে ধরে রাখার জন্য এগুলোকে বানিয়েছেন পেরেকস্বরূপ, (এর মাধ্যমে) পৃথিবীকে করেছেন স্থিতিশীল ও দৃঢ়, যাতে করে সেটি তার অধিবাসীদের নিয়ে কেঁপে না ওঠে।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۝﴾ **"৮. আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়"** অর্থাৎ নারী ও পুরুষ, প্রত্যেকে অপরের দ্বারা উপকৃত হয় বা আনন্দ লাভ করে, আর এভাবে তারা সন্তান লাভ করে, যেমন তিনি বলেন: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ **"তাঁর নিদর্শনের মধ্যে হল এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তার কাছে শান্তি লাভ করতে পার আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে"**।[২০]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝﴾ **"৯. আর তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রামদায়ী"** অর্থাৎ কর্মচাঞ্চল্য থেকে বিরতি, দিনের বেলায় জীবিকা অন্বেষণ এবং ঘন ঘন চলাফিরা করা থেকে আরাম লাভের উদ্দেশ্যে, এ রকম আয়াত সূরাহ ফুরকানে ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।[২১] ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝﴾ **"১০. রাতকে করেছি আবরণ"** অর্থাৎ এর ছায়া এবং এর অন্ধকার লোকদেরকে আচ্ছাদিত করে, যেমন

---

২০. সূরাহ আর রূম, ৩০: ২১।

২১. সূরাহ আল-ফুরকান, ২৫: ৪৭।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ **"শপথ রাতের যখন তা সূর্যকে ঢেকে নেয়"**[২২] কাতাদাহ ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾ **"রাতকে করেছি আবরণ"** এ আয়াত সম্পর্কে বলেন: অর্থাৎ প্রশান্তিস্বরূপ।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ **"১১. আর দিনকে করেছি জীবিকা সংগ্রহের মাধ্যম"** অর্থাৎ একে আমরা করেছি দীপ্তিমান, আলোকোজ্জ্বল যাতে করে লোকেরা জীবিকা উপার্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কারণে এতে চলাফিরা ও যাতায়াত করতে পারে।[২৩]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ **"১২. আর তোমাদের উর্ধ্বদেশে বানিয়েছি সাতটি সুদৃঢ় আকাশ"** অর্থাৎ সপ্ত আসমান, এর প্রশস্ততা, এর উচ্চতা, এর উৎকর্ষ, এর অলঙ্করণের মাধ্যমে, আর সাথে সাথে এতে বানিয়েছি স্থির ও চলমান নক্ষত্ররাজি। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾ **"১৩. এবং সৃষ্টি করেছি উজ্জ্বল প্রদীপ"** অর্থাৎ সমস্ত জগতের উপরে দীপ্তিমান সূর্য যা সমস্ত পৃথিবীবাসির জন্য আলো বিকিরণ করে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا﴾ **"১৪. আর আমি বর্ষণ করি বৃষ্টিবাহী মেঘমালা থেকে প্রচুর পানি"**

ইবনু আবী হাতিম বলেন, [আবূ সাঈদ][আবূ দাউদ আল-হাফারী][সুফইয়ান][আল-আ'মাশ][আল-মিনহাল][সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ﴾ অর্থ الرياح অর্থাৎ বায়ু।[২৪] ইকরিমাহ, মুজাহিদ, কাতাদাহ, মুকাতিল, আল-কিলাবী, যায়দ বিন আসলাম এবং আবদুর রহমান (রহিমাহুল্লাহ আলায়হি)-ও একই মত পোষণ করেছেন। অর্থাৎ বায়ু মেঘকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে পরিচালিত করে আর এতেই বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

[আলী বিন আবী তলহাহ][আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন: من المعصرات অর্থ হচ্ছে মেঘমালা।[২৫] ইকরিমাহ, আবুল আলিয়াহ, দহ্হাক, হাসান, রাবী' বিন আনাস, সাওরী অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। ইবনু জারীর তাদের এ মতকে পছন্দ করেছেন।[২৬] ফাররা' বলেন: সেগুলো হচ্ছে মেঘমালা যা বৃষ্টিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু তা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়না, অনুরূপভাবে ঐ নারীকে معصر বলা হয় যার হায়দ হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছে, কিন্তু (এখনও) হায়দ হয়নি।[২৭] হাসান ও কাতাদাহর মতে مِنَ الْمُعْصِرَاتِ অর্থ السموات (আকাশসমূহ) হলেও سَحَاب (মেঘ)ই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ কথাই বলেছেনঃ

﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾

"আল্লাহ যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালার সঞ্চার করে, অতঃপর তিনি তা আকাশে ছড়িয়ে দেন যেভাবে ইচ্ছে করেন, অতঃপর তাকে খণ্ড বিখণ্ড করে দেন, তারপর তুমি দেখতে পাও তার মাঝ থেকে বৃষ্টি-ফোঁটা নির্গত হচ্ছে" অর্থাৎ তার মধ্য থেকে।

---

২২. সূরাহ আশ শামস, ৯১ঃ ৪।

২৩. মুহাম্মাদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ বিন কাসীর বিন গালিব আল-আমালী (আবূ জা'ফার আত-তাবারী ২২৪-৩১০ হিজরী) কৃত জামিউল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন (তাফসীর আত-তবারী) ২৪শ খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, ১ম প্রকাশ: ২০০০ ঈসায়ী। প্রকাশনায়: মুআসসাসাহ আর-রিসালাহ।

২৪. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৩৯২, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৭/৪১, ইতহাফুল খায়রিয়্যাহ ৬/২৯৮।

২৫. আত-তাবারী ২৪শ খণ্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা, আদ-দুররুল মানসূর ৮/৩৯২।

২৬. আত-তাবারী ২৪/১৫৩, ১৫৪ পৃষ্ঠা (মাহিউস সুন্নাহ আবূ মুহাম্মাদ আল-হুসায়ন বিন মাসঊদ আল-বাগাবী) (মৃত্যু: ৫১০ হিজরী) কৃত মাআলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন (তাফসীর আল-বাগাবী), ৮ম খণ্ড/৩১২ পৃষ্ঠা। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আন-নামির, উসমান বিন জামআহ আদ দুমায়রী ও সুলায়মান বিন মুসলিম। ৪র্থ প্রকাশ: ১৯৯৭ ঈসায়ী। প্রকাশনায়: দারুত তায়বাহ লিননাশর ওয়াত তাওযী'।

২৭. তাফসীর আল-বাগাবী ৪/৪৩৭ পৃষ্ঠা।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿مَآءً ثَجَّاجًا﴾ **"প্রচুর পানি"** মুজাহিদ, কাতাদাহ এবং রাবী' বিন আনাস বলেন: ثجاجا অর্থ ঃ মুষলধারে।[২৮] সাওরী বলেন: ধারাবাহিকভাবে।[২৯] ইবনু যায়দ বলেন: প্রচুর।[৩০]

৭১২৯. **(হাসান)**: ভিন্ন এক হাদীসে আছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ অর্থাৎ সেই হজ্জ সর্বোত্তম; যেখানে উচ্চৈঃস্বরে অধিক পরিমাণ লাব্বায়ক বলা হয় ও প্রচুর রক্ত প্রবাহিত হয়।[৩১]

৭১৩০. (হাসান): মুস্তাহাদার (ইস্তিহাদা রোগে আক্রান্ত নারীর) হাদীসে এসেছে: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাকে বলেন:

أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ -يَعْنِي: أَنْ تَحْتَشِي بِالْقُطْنِ-: قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا

'আমি তোমাকে রক্তশোষক নেকড়া ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছি' অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্থানে (লজ্জাস্থানে) তুলা ব্যবহার কর' ফলে সে (নারী) বলল: হে আল্লাহর রাসূল! এটা (এই রক্তক্ষরণ) তার চেয়েও বেশী, এটা মাত্রাতিরিক্ত প্রবাহিত হয়।[৩২] এই হাদীসে الثج শব্দের প্রয়োগ দেখানো হয়েছে, যা ধারাবাহিকভাবে প্রচুর প্রবাহিত হয়, আল্লাহ ভাল জানেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿لِّنُخْرِجَ بِهِۦ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝ وَجَنَّٰتٍ أَلْفَافًا ۝﴾ **"১৫. যাতে আমি তা দিয়ে উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ, ১৬. আর ঘন উদ্যান"** অর্থাৎ যাতে করে আমরা এই প্রয়োজনাধিক পরিমাণ, উত্তম, উপকারি ও বরকতপূর্ণ বৃষ্টির মাধ্যমে উৎপন্ন করি حَبًّا **'শস্য'** এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: যা মানব ও জীবজন্তুর জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে, (وَنَبَاتًا) **'ও উদ্ভিদ'** অর্থাৎ শাকসবজি যা টাটকা খাওয়া হয়। وَجَنَّاتٍ **'উদ্যান'** অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ফলমূলের বাগান, যেগুলোর রঙ ভিন্ন ভিন্ন, যেগুলোর স্বাদ ও গন্ধ বৈচিত্রময়, যদিও তা পৃথিবীর একই স্থানে একত্রিত অবস্থায় রয়েছে, এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا **"আর ঘন উদ্যান"** আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও অন্যরা বলেনঃ أَلْفَافًا এর অর্থ مجتمعة অর্থাৎ একত্রিত।[৩৩] এটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার এ আয়াতের মত

---

২৮. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৫৫ পৃষ্ঠা।

২৯. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৫৫ পৃষ্ঠা।

৩০. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৫৫ পৃষ্ঠা।

৩১. ইবনু জারীর (৫/৩০), তিরমিযী ৮২৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৫০০, সহীহ আল-জামি' ১১০১, আত তালখীসুল হাবীর ১০০৪, মাজমা' আয যাওয়াইদ ওয় মুনাব্বি' আল-ফাওয়াইদ ৫৩৭৮। হায়সামী বলেন, সানাদের মাঝে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। তবে উক্ত হাদীসটির শাওয়াহিদ হাদীস হিসেবে শায়খ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) তার সিলসিলাহ সহীহায় (১৫০০) এর মাঝে উল্লেখ করেছেন যে, আবূ বাকর বিন সাঈদ আল-কাদী তার "সানাদে আবূ বাকর আস সিদ্দীক" নামক গ্রন্থে (১/৭৪) বলেন, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক আল-বালখী বলেছেন, ইবনু আবী ফুদায়ক দহহাক বিন উসমান আল-হিযামী মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবূ বাকর আস সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হল: ما أفضل الحج؟ সর্বোত্তম হজ্জ কোনটি? তিনি বললেন, العج والثج। **তাহকীক আলবানী** ঃ হাসান। উপরোক্ত হাদীসটির বেশ একাধিক সানাদ পাওয়া যায়, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১৫২৭০ নং হাদীসে আবূ বাকর ওয়াকী ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ (তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত) মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ বিন জা'ফার আল-মাখযূমী ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সূত্রে ও ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) মুহাম্মাদ বিন রাফি' ও ইসহাক বিন মানসূর ইবনু আবী ফুদায়ক দহহাক বিন উসমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির .... আবদুর রহমান বিন ইয়ারবূ' আবূ বাকর আস সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৩২. আবী দাউদ ২৮৭, তিরমিযী ১২৮, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ২৩৯০, সহীহ আল-জামি' ১৫১০, সহীহ আবী দাউদ ২৯৩। শায়খ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সানাদটি হাসান। ইমাম তিরমিযী বলেন, 'হাদীসটি হাসান সহীহ'। তিনি আরও বলেন, আমি মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী) (রহিমাহুল্লাহ)-কে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন 'হাদীসটি হাসান সহীহ'। ইমাম আহমাদও অনুরূপ কথা বলেছেন, ইবনুল আরাবী ও ইমাম নাবাবী বলেন, 'হাদীসটি সহীহ'। ইবনুল কায়্যিম হাদীসটিকে 'শক্তিশালী' বলে উল্লেখ করেছেন। **তাহকীক আলবানী** ঃ হাসান।

৩৩. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৫৬।

﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۙ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ﴾

"জমিনে আছে বিভিন্ন ভূখণ্ড যা পরস্পর সংলগ্ন, আছে আঙ্গুরের বাগান, শস্য ক্ষেত, খেজুর গাছ– একই মূল হতে উদ্গত আর একই মূল থেকে উদ্গত নয়– যদিও একই পানিতে সিক্ত। খাওয়ার স্বাদে এদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে"[৩৪]

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿١٧﴾

১৭. নিশ্চয়ই নির্ধারিত আছে মীমাংসার দিন,

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾

১৮. সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, আর তোমরা দলে দলে আসবে,

وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾

১৯. আকাশ খুলে দেয়া হবে আর তাতে হবে অনেক দরজা।

وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

২০. আর পর্বতগুলোকে করা হবে চলমান, ফলে তা নিছক মরীচিকায় পরিণত হবে।

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾

২১. জাহান্নাম তো ওঁৎ পেতে আছে,

لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ﴿٢٢﴾

২২. (আর তা হল) সীমালঙ্ঘনকারীদের আশ্রয়স্থল।

لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾

২৩. সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে থাকবে,

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾

২৪. সেখানে তারা কোন শীতল ও পানীয় আস্বাদন করবে না

إِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾

২৫. ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া;

جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿٢٦﴾

২৬. উপযুক্ত প্রতিফল।

إِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾

২৭. তারা (তাদের কৃতকর্মের) কোন হিসাব-নিকাশ আশা করত না,

وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾

২৮. তারা আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করেছিল- পুরোপুরি অস্বীকার।

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿٢٩﴾

২৯. সবকিছুই আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি লিখিতভাবে।

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

৩০. অতএব এখন স্বাদ গ্রহণ কর, আমি তোমাদের জন্য কেবল শাস্তিই বৃদ্ধি করব (অন্য আর কিছু নয়)।

৩৪. সূরাহ আর রা'দ, ১৩ঃ ৪।

يوم الفصل (মীমাংসার দিবস)-এর ব্যাখ্যা, আর এ সময় যা ঘটবে

আল্লাহ তা'আলা 'মীমাংসা দিবস' অর্থাৎ কিয়ামাত দিবস সম্পর্কে অবহিত করে বলেন: এটা নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হবে, তার চেয়ে (সময়) বেড়েও যাবেনা আবার তা থেকে (সময়) কমেও যাবেনা, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া নির্দিষ্টভাবে কেউ এর সময় সম্পর্কে অবহিত নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ﴾ **"আমি একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে বিলম্বিত করি মাত্র"**[৩৫] ﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ **"সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, আর তোমরা দলে দলে আসবে"** أَفْوَاجًا এর অর্থ সম্পর্কে মুজাহিদ বলেন: এক দলের পর আরেক দল।[৩৬] ইবনু জারীর বলেন: প্রত্যেক জাতি তাদের রাসূলের সাথে আগমন করবে।[৩৭] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ **"স্মরণ কর, যেদিন আমি সকল সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ ডাকব"**[৩৮]

৭১৩১. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ **"১৮. সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, আর তোমরা দলে দলে আসবে"** এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ মুহাম্মাদ (বিন সালাম) আবূ মু'আবিয়াহ আল-আ'মাশ আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

"ما بين النفختين أربعون" قَالُوا: أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: "أبيتُ". قَالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: "أَبَيْتُ". قَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: "أَبَيْتُ". قَالَ: "ثُمَّ يُنزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَينبتُونَ كَمَا ينبتُ البقلُ، لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شيءٌ إِلَّا يَبْلَى، إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا، وَهُوَ عَجْبُ الذنَب، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يوم الْقِيَامَةِ"

দুই ফুঁৎকারের মাঝে ('র সময়ের ব্যবধান হচ্ছে) চল্লিশ, লোকেরা বলে ঃ চল্লিশ দিন কি? কিন্তু আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) 'মন্তব্য নিস্প্রয়োজন' বলে প্রত্যুত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানান। লোকেরা বলে ঃ চল্লিশ মাস কি? কিন্তু আবূ হুরায়রাহ 'মন্তব্য নিস্প্রয়োজন' বলে প্রত্যুত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানান। লোকেরা বলে ঃ চল্লিশ বৎসর? কিন্তু এবারও আবূ হুরায়রাহ 'মন্তব্য নিস্প্রয়োজন' বলে প্রত্যুত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানান। এরপর [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরপর বলেছেন ঃ 'অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন; ফলে মৃতদেহগুলো নতুনভাবে গজিয়ে উঠবে যেভাবে সবুজ শস্য গজিয়ে উঠে, মানুষের সব কিছুই ক্ষয় হয়ে যাবে তবে একটি হাড্ডি ছাড়া, সেটা হচ্ছে দুই নিতম্বের মাঝের নরম হাড্ডি, এখান থেকে কিয়ামাত দিবসে মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশ জোড়া দেয়া হবে।[৩৯]

﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ **"১৯. আকাশ খুলে দেয়া হবে আর তাতে হবে অনেক দরজা"** অর্থাৎ ফেরেশতা অবতীর্ণ হওয়ার পথ। ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ **"২০. আর পর্বতগুলোকে করা হবে চলমান, ফলে তা নিছক মরীচিকায় পরিণত হবে"** যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ **"তুমি পর্বতগুলোকে দেখ আর মনে কর তা অচল, কিন্তু সেগুলো চলমান হবে যেমন মেঘমালা**

---

৩৫. সূরাহ হূদ, ১১ঃ ১০৪।
৩৬. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৫৮।
৩৭. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৫৮।
৩৮. সূরাহ আল-ইসরা', ১৭ঃ ৩১।
৩৯. ফাতহুল বারী শারহু সহীহুল বুখারী (ফাতহুল বারী) ৮ম খণ্ড/৫৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস্র নাম্বার ৪৫৩৬। প্রকাশনায়: দারুল মা'রিফাহ বৈরূত। সহীহুল বুখারী পর্ব: তাফসীর ৪৯৩৫, মুসলিম পর্ব: আল-ফিতান ২৯৫৫। সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ৩৫৭৪, স্বহীহ আল-জামি' ৫৫৮৫, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস-সাগীর ১০৫২২। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

চলে”[৪০] যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ **“আর পর্বতগুলো হবে ধুনা রঙ্গিন পশমের মত”**[৪১] অত্র স্থানে আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ **“ফলে তা নিছক মরীচিকায় পরিণত হবে”** অর্থাৎ দর্শকের কাছে মনে হবে যেন এটা কোন বস্তু, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা কিছুই নয়, এরপর সেগুলো সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যাবে, সেগুলোর কিছুই দেখা যাবেনা, কোন চিহ্নও অবশিষ্ট থাকবেনা, যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا- فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ **“ তারা তোমাকে পর্বতগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, আমার প্রতিপালক সেগুলো সমূলে উৎপাটিত করবেন এবং ধূলির ন্যায় বিক্ষিপ্ত করবেন। অতঃপর তিনি তাকে (অর্থাৎ ভূমিকে) মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন।”**[৪২]

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ **“২১. জাহান্নাম তো ওঁৎ পেতে আছে”** প্রতিক্ষায় রয়েছে, প্রস্তুত রয়েছে। ﴿لِلطَّاغِينَ﴾ **“২২. আর তা হলো সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য”** অবাধ্য, অগ্রাহ্যকারীদের জন্য যারা রাসূলগণের বিরুদ্ধাচরণ করে, مَآبًا **‘আশ্রয়স্থল’** অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনস্থল, চূড়ান্ত ঠিকানা ও পরিণতি এবং নিবাস। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বাসরী ও কাতাদাহ বলেন, জাহান্নাম অতিক্রম না করে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যার সাথে ভালো আমল থাকবে সে জাহান্নাম অতিক্রম করে জান্নাতে পৌঁছে যাবে, আর যার সাথে ভালো আমল থাকবে না সে জাহান্নামেই নিক্ষিপ্ত হবে। সুফইয়ান আস্র স্নাওরী বলেন, জাহান্নামের উপর তিনটি পুল থাকবে।

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ **“২৩. সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে থাকবে”** অর্থাৎ সেখানে আহকাব (সময়) ধরে থাকবে أحقاب (আহকাব) শব্দটি حقب শব্দের বহুবচন যার অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়। তবে তার পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইবনু জারীর বলেন: ইবনু হুমায়দ মিহরান সুফইয়ান আস্র স্নাওরী আম্মার আদ দাহনী সালিম বিন আবুল জা'দ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদিন হিলাল হাজারীকে জিজ্ঞেস করলেন, কুরআনে যে ‘হাকাব’ এর কথা বলা হয়েছে তার পরিমাণ কত? উত্তরে তিনি বললেন: আশি বছর। প্রতি বছর বার মাসে হবে এবং প্রতি মাস ত্রিশ দিনে হবে আর প্রত্যেকটি দিন এক হাজার বছরের সমতুল্য হবে।[৪৩] আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আব্বাস এবং দহহাক হতে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, হাসান বাসরী ও সুদ্দী, এর এক বর্ণনা মতে অনুরূপ সত্তর বছর। আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর এক বর্ণনা মতে চল্লিশ বছর যার প্রত্যেকটি দিন এক হাজার বছরের সমান হবে। বাশীর বিন কা'ব বলেন, এক হাজার তিনশত বছর, যার প্রতি বছর বার মাসে, প্রতি মাস ত্রিশ দিনে, আর প্রতি দিন হলো দুনিয়ার হিসাব মতে এক হাজার বছর।

৭১৩২. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, উমার বিন আলী বিন আবী বাকর আল-আসফাযনী মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ আল-ফাযারী জা'ফার ইবনুয যুবায়র (হাদীস্র জাল কারী) কাসিম বিন আবদুর রহমান (দুর্বল) আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ এর ব্যাখ্যায় বলেন,

فالحقب شهر، الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ يَوْمًا وَالسَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، وَالسَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٌ وَسِتُّونَ يَوْمًا، كُلُّ يَوْمٍ مِنْهَا أَلْفُ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، فَالْحُقُبُ ثَلَاثُونَ أَلْفَ أَلْفِ سَنَةٍ،

---

৪০. সূরাহ আন-নামল, ২৭ঃ ৮৮।

৪১. সূরাহ আল-কারিয়াহ, ১০১ঃ ৫।

৪২. সূরাহ কাহাফ, ১৮ঃ ৪৭।

৪৩. আত-তাবারী ৮/৩০।

এক হাকাবে এক হাজার মাস, মাস ত্রিশ দিনে, আর বছর বার মাসে বা তিনশত ষাট দিনে। আর এর প্রতিটি দিন হলো তোমাদের হিসাব মতে এক হাজার বছর।[৪৪] কিন্তু এই হাদীস্বটি মুনকার বর্ণনাকারী কাসিম ও জা'ফর উভয়েই সনদের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত।

৭১৩৩. (বাতিল): বায্যার বলেন, মুহাম্মাদ বিন মিরদাস সুলায়মান বিন মুস্লি আবুল মুআল্লা (খুবই দুর্বল) বলেন, সুলায়মান আত-তায়মী কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে,

هَلْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَحَدٌ؟ فَقَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "وَاللهِ لَا يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَحَدٌ حَتَّى يَمْكُثَ فِيهَا أَحْقَابًا". قَالَ: وَالْحُقْبُ: بِضْعٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً، وَالسَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٌ وَسِتُّونَ يَوْمًا مِمَّا تَعُدُّونَ

জাহান্নাম হতে কি কেউ কখনো বের হতে পারবে? উত্তরে তিনি বলেন, নাফি' (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, জাহান্নাম থেকে কেউ কখনো বের হতে পারবে না, হাকাবের পর হাকাব তারা সেখানে অবস্থান করবে, এক হাকাবে প্রায় আশির অধিক বছর। প্রত্যেক বছর হলো তোমাদের হিসাব অনুযায়ী তিন শত ষাট দিন।[৪৫]

সুদ্দী বলেন, ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ দ্বারা সাতশত হাকাব বুঝানো হয়েছে। প্রতি এক হাকাব সত্তর বছরে প্রতিটি বছর হল তিনশত ষাট দিনে আর প্রতিটি দিন দুনিয়ার হিসাব মতে এক হাজার বছরের সমান।[৪৬] মুকাতিল বিন হায়্যান বলেন, এই আয়াতটি পরবর্তী আয়াত ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ দ্বারা রহিত হয়েছে। খালিদ বিন মা'দান বলেন: এই আয়াতটি এবং আল্লাহ তাআলার এই বাণী: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ **"যদি না তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছে করেন"** উভয়টি তাওহীদপন্থীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে।[৪৭] ইবনু জারীর এ অভিমত পোষণ করেছেন, ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, সালিম বলেন: হাসান﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ **"সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে থাকবে"** এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হলে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ الأحقاب এর সময় নির্দিষ্ট নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য চিরকাল। তবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, حقب হচ্ছে সত্তর বৎসর তন্মধ্যে প্রতিদিনি তোমাদের গণনায় এক হাজার বৎসরের সমান।[৪৮] সাঈদ (রহঃ) কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করে বলেন: আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ **"সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে থাকবে"** অর্থাৎ যার কোন শেষ নেই, যখনই একটি حقب পার হবে তখনই অন্য حقب এসে পড়বে

---

৪৪. ইতহাফুল খায়রাহ আল-মুহাররাহ বি যাওয়াইদিল মাসানীদ আল-আশারাহ ৫৮৮৯/১, মাতালিবুল আলিয়াহ বি যাওয়াইদিল মাসানীদ আস্ব স্বামানিয়াহ ৩৭৭৫। ইবনু আবী হাতিম ও তাবারানী তাদের তাফসীরে বলেছেন, সানাদে জা'ফার ও কাসিম বিন আবদুর রহমান তারা উভয়ে দুর্বল। **তাহকীকঃ** মাওদূ'। আহকাব সম্পর্কে হান্নাদ ইবনুস সারী তার আয-যুহদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন আবূ বাকর আসিম আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, الحقب ثمانون سنة والسنة ثلثمائة وستون يوما واليوم كألف سنة مما تعدون "অর্থাৎ এক হাকাব সমান আশি বছর। আর প্রত্যেক বছর ৩৬০ দিনে এবং প্রত্যেক দিন তোমাদের গণনা অনুযায়ী ১ হাজার বছরের সমতুল্য। আবদ বিন হুমায়দ তার তাফসীরে বর্ণনা করেন, হাসান বিন মূসা ও হাজ্জাজ বিন মিনহাল হাম্মাদ বিন সালামাহ আসিম আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি لابثين فيها أحقابا এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এক হাকাব সমান আশি বছর। আর দুনিয়ার প্রতিটি দিন সেই দিনের এক ষষ্ঠাংশ। হাকিম (২/৫১২) আবূ বালজ আমর বিন মায়মূন আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সূত্রে উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন, এক হাকাব সমান আশি বছর। তিনি সানাদটিকে স্বহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার কথাটিকে সমর্থন করেছেন। সিলসিলাহ দঈফাহ ১১/৬৩৬ হা/৫৩৮২।

৪৫. মুসনাদ আল-বায্যার ৫৩০৩, মাজমা' আয্-যাওয়াইদ ১৮৬৩৩। সানাদের মাঝে সুলায়মান বিন মুসলিম আল-খাশশাব রয়েছেন, তিনি অত্যন্ত দুর্বল। **তাহকীকঃ** বাতিল।

৪৬. মুসনাদ আল-বায্যার ২২৪৯, আল-মাজমা' লিল-হায়স্বামী (১০/৩৯৫) উক্ত হাদীস্বের সানাদে সুলায়মান বিন মুসলিম আল খাশশাব খুবই দুর্বল।

৪৭. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৬৩।

৪৮. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৬২।

(আমাদেরকে বলা হয়েছে ঃ حقب হচ্ছে আশি বৎসর)।[৪৯] রাবী' বিন আনাস বলেন: ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ **"সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে থাকবে"** আল্লাহ তাআলা ব্যতীত এ সমস্ত حقب এর মেয়াদকাল সম্পর্কে কেউ অবগত নয়, আমাদেরকে বলা হয়েছে এক হুক্ব হচ্ছে আশি বৎসর, আর এর এক বৎসর হচ্ছে তিনশত ষাট দিনের, আর এর প্রতিদিন হচ্ছে তোমাদের গণনায় এক হাজার দিনের সমান, উপরোক্ত উভয় মত ইবনু জারীরের।[৫০]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ **"২৪. সেখানে তারা কোন শীতল ও পানীয় আস্বাদন করবে না"** অর্থাৎ জাহান্নামে তারা তাদের অন্তরের জন্য না পাবে কোন শীতলতা আর না তারা ভোগ করার জন্য পাবে কোন ভাল পানীয়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا﴾ **"২৫. ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া"** আবুল আলিয়াহ বলেন: 'শীতল' শব্দের উল্লেখ দ্বারা ফুটন্ত পানিকে বাদ দেয়া হয়েছে এবং 'পানীয়' শব্দের উল্লেখ দ্বারা পুঁজকে বাদ রাখা হয়েছে (অর্থাৎ তারা ফুটন্ত পানি এবং পুঁজ আস্বাদন করবে)।[৫১] রবী' বিন আনাস অনুরূপ মত পোষণ করেছেন, 'হামীম' হচ্ছে ফুটন্ত পানি যার উষ্ণতা এবং স্ফুটনাঙ্ক চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে আর 'গাস্‌সাক' হচ্ছে জাহান্নামিদের পুঁজ, ঘাম, অশ্রু, ক্ষতের মিশ্রণ, এটা অসহনীয় ঠাণ্ডা এবং সাথে সাথে এর দুর্গন্ধ সহ্য করা অসম্ভব। সূরাহ ص এর মাঝে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর দয়া অনুকম্পার মাধ্যমে আমাদেরকে এসব কিছু থেকে হিফাযাত করুন। ইবনু জারীর বলেছেন, কেউ কেউ বলেন, لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا এই আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল নিদ্রা।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿جَزَاءً وِفَاقًا﴾ **"২৬. উপযুক্ত প্রতিফল"** অর্থাৎ তারা এ সমস্ত যে শাস্তি পাবে সেগুলো তাদের কর্মের প্রতিফলস্বরূপ, যেগুলো তারা তাদের পার্থিব জীবনে করেছিল, মুজাহিদ, কাতাদাহ এবং অন্য আলেমগণ এ মত ব্যক্ত করেছেন।[৫২] এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ **"২৭. তারা (তাদের কৃতকর্মের) কোন হিসাব-নিকাশ আশা করত না"** অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করতনা যে, এমন একটি বাসস্থান রয়েছে যেখানে তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে এবং তাদের থেকে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে। ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا﴾ **"২৮. তারা আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করেছিল- পুরোপুরি অস্বীকার"** অর্থাৎ তারা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর দলীল-প্রমাণাদিকে অস্বীকার করত যা তিনি রাসূলগণের উপরে অবতীর্ণ করেছেন, ফলে কুফরী ও একগুঁয়েমীর সাথে তারা এ সমস্ত দলীল-প্রমাণাদিকে গ্রহণ করত। আল্লাহ তাআলার বাণী: كِذَّابًا (পুরোপুরি অস্বীকার) অর্থাৎ অস্বীকৃতি, এটি একটি মাসদার যা আরবী ব্যাকরণে فعل থেকে নির্গত হয়নি।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ **"২৯. সবকিছুই আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি লিখিতভাবে"** অর্থাৎ আমরা বান্দাদের সকল আমল সম্পর্কে অবগত আছি এবং আমরা তাদের থেকে এগুলো লিপিবদ্ধ করে রেখেছি, আর এরই ভিত্তিতে তাদেরকে আমরা প্রতিদান দিব, যদি তাদের আমল ভাল হয় তবে ভাল প্রতিদান দিব আর যদি তাদের আমল মন্দ হয় তবে প্রতিদানও হবে মন্দ।

---

৪৯. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৬২।
৫০. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৬২।
৫১. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৬৫।
৫২. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৬৭।

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ **"৩০. অতএব এখন স্বাদ গ্রহণ কর, আমি তোমাদের জন্য কেবল শাস্তিই বৃদ্ধি করব (অন্য আর কিছু নয়)"** অর্থাৎ জাহান্নামবাসীদের বলা হবে তোমরা যাতে রয়েছ তা আস্বাদন কর, আমরা শুধু তোমাদের শাস্তি বাড়িয়ে দিব, যা হবে এর শ্রেণী (পাপ) অনুযায়ী। ﴿وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ﴾ **"এ ধরনের আরো অন্যান্য (শাস্তি) যা তাদের জন্য যথোপযুক্ত।"**[৫৩] কাতাদাহ বর্ণনা করেন, আবূ আয়্যুব আল-আয্বদী বলেন, আবদুল্লাহ বিন আম্‌র বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের জন্য এই আয়াত ﴿فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ **"অতএব এখন স্বাদ গ্রহণ কর, আমি তোমাদের জন্য কেবল শাস্তিই বৃদ্ধি করব (অন্য আর কিছু নয়)"**-এর চেয়ে অধিক কঠিন আয়াত আর অবতীর্ণ হয়নি। তিনি বলেন: সর্বদাই তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করা হবে।[৫৪]

৭১৩৪. (দঈফ জিদ্দান): ইবনু আবী হাতিম বলেন, [মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুসআব আস সূরী] খালিদ বিন আবদুর রহমান] [জাসর বিন ফারকাদ (দঈফ বা দুর্বল)] [হাসান (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)] বলেন,

سَأَلْتُ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ عَنْ أَشَدِّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ عَلَى أَهْلِ النَّارِ. قَالَ: سمعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: {فَذُوقُوا فَلَنْ نزيدَكُمْ إِلَا عَذَابًا} فَقَالَ: "هَلَكَ الْقَوْمُ بِمَعَاصِيهِمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

আমি আবূ বারযাহ আল-আসলামী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, কাফিরদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে সবচেয়ে কঠোর আয়াত কোনটি? তিনি উত্তরে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন ﴿فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেনঃ তারা আল্লাহর নাফরমানীর কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে।[৫৫]

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ﴿٣٥﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾

৩১. (অন্যদিকে) মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য।

৩২. বাগান, আঙ্গুর,

৩৩. আর সমবয়স্কা নব্য যুবতী

৩৪. এবং পরিপূর্ণ পানপাত্র।

৩৫. সেখানে তারা শুনবে না অসার অর্থহীন আর মিথ্যে কথা,

৩৬. এটা তোমার রব্বের পক্ষ থেকে প্রতিফল, যথোচিত দান।

মুত্তাকীদের মহা সাফল্য

আল্লাহ তাআ'লা সৌভাগ্যবান এবং তাদের জন্য যে সম্মান এবং চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি তৈরী করে রেখেছেন সে সম্পর্কে অবহিত করছেন। তিনি বলেন: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ **"৩১. (অন্যদিকে) মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য"** مَفَازًا এর অর্থ সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও দহ্হাক বলেন: আনন্দ-বিনোদনের

---

৫৩. সূরাহ সাদ, ৩৮ঃ ৫৮।

৫৪. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৬৯।

৫৫. বায়হাকী কিয়ামাতের আলোচনায় (৬৩৫) বর্ণনা করেছেন, সেখানে তিনি মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনু মারদুবিয়্যাহ তার তাফসীর 'তাখরীজুল কাশশাফ' এর মাঝে (৪/১৪৫) জা'ফার বিন জাসর এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সানাদে দুটি ইল্লাত রয়েছে। ১. জাসর বিন ফারকাদ তিনি অত্যন্ত দুর্বল। ২. হাসান বিন দীনার তিনিও দুর্বল। মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১১৪৬৩, শুআয়ব বিন বায়ান তাকে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাহকীক ঃ দঈফ জিদ্দান।

স্থান।[৫৬] মুজাহিদ এবং কাতাদাহ বলেন: তারা সফলতা লাভ করেছে ফলে জাহান্নাম থেকে বেঁচে গেছে।[৫৭] এখানে সবচেয়ে স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-র উক্তি। কেননা আল্লাহ তাআ'লা এর পরপরই বলেন: (حَدَائِقَ) '৩২. বাগান' অর্থাৎ খেজুর এবং অন্যান্য জিনিসের বাগান, ﴿وَأَعْنَابًا ۝ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۝﴾ "আঙ্গুর, ৩৩. আর সমবয়স্কা নব্য যুবতী" ডাগর চোখবিশিষ্টা কুমারী যারা হবে পূর্ণ স্তনের অধিকারিণী। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মুজাহিদ এবং অন্যরা বলেন: كواعب শব্দের অর্থ হচ্ছে গোলাকার ও স্ফীত স্তনের অধিকারিণী, (সুন্দরী), তারা এর অর্থ করেছেন ঃ এ সমস্ত নারীদের স্তন হবে পূর্ণ গোলাকৃতী যা কখনও ঝুলে পড়বেনা, কেননা তারা হবে কুমারী, সমবয়স্কা।[৫৮] এর বর্ণনা সূরাহ ওয়াকিয়ায় ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

৭১৩৫. (দঈফ জিদ্দান): ইবনু আবী হাতিম বলেন, (আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন আবদুর রহমান আদ দাশতাকী) (আমার পিতা (আহমাদ বিন আবদুর রহমান)) (আবূ সুফইয়ান আবদুর রহমান বিন আবদুর রাব্ব বিন তামীম আল ইয়াশকুরী) (আতিয়্যাহ বিন সুলায়মান আবুল গায়স (মাজহূল)) (আবূ আবদুর রহমান আল-কাসিম বিন আবুল কাসিম আদ দিমাশকী) (আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"إِنَّ قُمُص أَهْلِ الْجَنَّةِ لَتَبْدُو مِنْ رِضْوَانِ اللهِ، وَإِنَّ السَّحَابَةَ لَتَمُرُّ بِهِمْ فَتُنَادِيهِمْ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، مَاذَا تُرِيدُونَ أَنْ أُمْطِرَكُمْ؟ حَتَّى إِنَّهَا لَتُمْطِرُهُمُ الْكَوَاعِبَ الْأَتْرَابَ"

আল্লাহর সন্তুষ্টিই প্রকাশ পাবে জান্নাতীদের পোশাকে আর মেঘমালা তাদেরকে এসে বলবে, হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা কী বর্ষণের আকাঙ্ক্ষাকারী? তখন الكواعب الأتراب সমবয়স্কা সুডৌল স্তনবিশিষ্টা হুর বর্ষণ করবে।[৫৯]

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا ۝﴾ **"৩৪. এবং পরিপূর্ণ পানপাত্র"** আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: যা ধারাবাহিকভাবে পরিপূর্ণ থাকবে।[৬০] ইকরিমাহ বলেন: বিশুদ্ধ খাঁটি। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ এবং ইবনু যায়দ বলেন: دِهَاقًا (পরিপূর্ণ) সম্পূর্ণরূপে ভরা। মুজাহিদ ও সাঈদ বিন জুবায়র বলেন, তা ধারাবাহিকভাবে।[৬১]

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ۝﴾ **"৩৫. সেখানে তারা শুনবে না অসার অর্থহীন আর মিথ্যে কথা"** যেমন তিনি বলেন: ﴿لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ﴾ **"থাকবে না সেখানে কোন বেহুদা বকবকানি, থাকবে না কোন পাপের কাজ"**[৬২] সেখানে থাকবেনা কোন অনর্থক, মূল্যহীন কথাবার্তা, থাকবেনা পাপপূর্ণ মিথ্যা কথা; বরং এটা হবে শান্তির নিবাস, আর এতে যা কিছুই হবে তা হবে ত্রুটিমুক্ত। আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ۝﴾ **"৩৬. এটা তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রতিফল, যথোচিত দান"** এ সবকিছু যা আমরা উল্লেখ করেছি এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন, তিনি আপন

---

৫৬. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৭০, তাফসীর আল-বাগাবী ৪/৪৩৯।
৫৭. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৬৯, ১৭০।
৫৮. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৭০, আবদুর রহমান ইবনুল কামাল জালালুদ্দীন সুয়ূতী কৃত আদ-দুররুল মানসূর ৮/৩৯৮। প্রকাশনায়: দারুল ফিকর বৈরূত। ১ম প্রকাশ ১৯৯৩ ঈসায়ী।
৫৯. তারীখে আসবেহান ১/১৯৫, ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে উক্ত হাদীসের সানাদটিকে দুর্বল বলেছেন। সানাদে ১. আবূ আবদুর রহমান আল-কাসিম বিন আবদুর রহমান তিনি হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত দুর্বল। ২. আতিয়্যাহ বিন সুলায়মান তিনি মাজহূল বা অপরিচিত। মাতানটি মুনকার। **তাহকীকঃ** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।
৬০. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৭৩।
৬১. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৭২।
৬২. সূরাহ তূর, ৫২ঃ২৩।

অনুগ্রহ, দয়া ও অনুকম্পায় তাদেরকে তা প্রদান করবেন, عَطَاءً حِسَابًا **'যথোচিত দান'** এটা হবে পর্যাপ্ত, উপযুক্ত, সমন্বিত এবং অঢেল। আরবগণ বলে থাকে ঃ أعطاني فأحسبني অর্থাৎ সে আমাকে দিয়েছে এবং প্রয়োজন মিটিয়েছে أحسبني শব্দটি كفاني এর অর্থে এসেছে (যথেষ্ট দিয়েছে)। অনুরূপভাবে বলা হয় ঃ حسبي الله অর্থাৎ আমার জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট।

رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿۳۷﴾

৩৭. যিনি আকাশ, পৃথিবী আর এগুলোর মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর রব্ব, তিনি অতি দয়াময়, তাঁর সম্মুখে কথা বলার সাহস কারো হবে না।

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿۳۸﴾

৩৮. সেদিন রূহ (জিবরাঈল) আর ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে, কেউ কোন কথা বলতে পারবে না, সে ব্যতীত যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দিবেন, আর সে যথার্থ কথাই বলবে।

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿۳۹﴾

৩৯. এ দিনটি সত্য, সুনিশ্চিত, অতএব যার ইচ্ছে সে তার রব্বের দিকে আশ্রয় গ্রহণ করুক।

اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۖۚ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿۴۰﴾

৪০. আমি তোমাদেরকে নিকটবর্তী শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছি, যেদিন মানুষ দেখতে পাবে তার হাতগুলো আগেই কী (আমল) পাঠিয়েছে আর কাফির বলবে— 'হায়! আমি যদি মাটি হতাম (তাহলে আমাকে আজকের এ 'আযাবের সম্মুখীন হতে হত না)।

আল্লাহ্ তাআলার সম্মুখে কেউ কথা বলার সাহস পাবেনা; এমনকি ফেরেশ্তাও নয়, তবে অনুমতিক্রমে বলতে পারবে

আল্লাহ তাআলা তাঁর মহত্ব এবং মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করছেন আর তিনি আসমান-জমিন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার রব্ব আর তিনি হচ্ছেন পরম দয়াময় যাঁর দয়া সকল কিছুর মাঝে পরিব্যাপ্ত। আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ **"৩৭. তাঁর সম্মুখে কথা বলার সাহস কারো হবে না"** আল্লাহ তাআলার অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁকে সম্বোধন করে কিছু বলা শুরু করতে পারবেনা যেমন তিনি বলেন: ﴿مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ﴾ **"কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে?"**[৬৩] যেমন তিনি আরও বলেন: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ﴾ **"সে দিন যখন আসবে তখন তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ মুখ খুলতে পারবে না"**[৬৪]।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُوْنَ﴾ **"৩৮. সেদিন রূহ আর ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে, কেউ কোন কথা বলতে পারবে না"** এই আয়াতে রূহ দ্বারা কী উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে মুফাসসিরগণ একাধিক বক্তব্যের উপর ইখতিলাফ করেছেন। **প্রথমতঃ** আল-আওফী ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন, নিশ্চয় সেটি বানী আদম এর রূহসমূহ। **দ্বিতীয়তঃ** হাসান ও কাতাদাহ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য আদম সন্তান। **তৃতীয়তঃ** ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মুজাহিদ, আবূ সালিহ ও

৬৩. সূরাহ বাকারা, ২ঃ ২৫৫।
৬৪. সূরাহ হূদ, ১১ঃ ১০৫।

আল-আ'মাশ তারা সকলে বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলোঃ আল্লাহর এক ধরনের সৃষ্ট জীব। তারা বানী আদমের আকৃতির ন্যায়, তবে তারা মানুষও নয় আবার ফেরেশ্‌তাও নয়, কিন্তু তারা পানাহার করে। **চতুর্থঃ** আশ শা'বী, সাঈদ বিন জুবায়র ও দহহাক বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জিবরীল (আলায়হিস সালাম)।[৬৫] তাদের এই কওলের স্বপক্ষে আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ **"বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরাঈল) একে নিয়ে অবতরণ করেছে, তোমার অন্তরে যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও"**[৬৬] মুক্বাতিল বিন হায়্যান বলেন: 'রূহ' হচ্ছেন ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত এবং আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে নৈকট্যশীল ফেরেশ্‌তা, আর তিনি ওহী বহন করে নিয়ে আসতেন।[৬৭] **পঞ্চমঃ** ইবনু যায়দ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য আল-কুরআন। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ ....الآية এভাবে (উপরোক্ত ৩টি উপায়েই) আমার নির্দেশের মূল শিক্ষাকে তোমার কাছে আমি ওয়াহী যোগে প্রেরণ করেছি। তুমি জানতে না কিতাব কী, ঈমান কী, কিন্তু আমি একে (অর্থাৎ ওয়াহী যোগে প্রেরিত কুরআনকে) করেছি আলো, যার সাহায্যে আমার বান্দাহদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছে আমি সঠিক পথে পরিচালিত করি। নিশ্চই তুমি (মানুষদেরকে) সঠিক পথের দিকে নির্দেশ করছ।[৬৮] **ষষ্ঠঃ** আলী বিন আবী তালিব, ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করে বলেন, রূহ এমন একজন ফেরেশতা যিনি আল্লাহর সমগ্র সৃষ্ট জীবের সমান। আল্লাহর বাণী ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ﴾ **"সেদিন রূহ আর ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে"** ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এই রূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সর্ববৃহৎ আকৃতি বিশিষ্ট ফেরেশ্‌তা।

ইবনু জারীর বলেন, ০[মুহাম্মাদ বিন খালাফ আল-আসকালানী][রাওওয়াদ ইবনুল জাররাহ][আবূ হামযাহ][আশ শা'বী][আলকামাহ][ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০ বলেন, রূহ নামক এই ফেরেশ্‌তার অবস্থান হল চতুর্থ আকাশে। আকাশমণ্ডলী পাহাড় পর্বত ও সমস্ত ফেরেশ্‌তা অপেক্ষাও সে বড়। প্রতিদিন বার হাজার তাসবীহ পাঠ করে। প্রত্যেক তাসবীহ হতে একজন করে ফেরেশতা সৃষ্টি হয়। কিয়ামতের দিন একাই সে এক সারি নিয়ে উপস্থিত হবে।[৬৯] এই মতটি অত্যন্ত গরীব।

৭১৩৮. তাবারানী বলেন, ০[মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আরস আল-মিস্‌রী][ওয়াহবুল্লাহ বিন রাওক বিন হুবায়রাহ][বিশর বিন বাকর][আল-আওযাঈ][আতা'][আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০ বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আল্লাহর এমন একজন ফেরেশতা আছে যদি তাকে সমগ্র আকাশ ও জমিনকে গিলে ফেলতে বলা হয় তাহলে সে এক লোকমাতেই সেগুলো গিলে ফেলতে পারবে। তার তাসবীহ হলঃ سُبْحَانَكَ حَيْثُ كُنْتَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি যে পরিমাণ চাও সেই পরিমাণ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।[৭০] এই হাদীস্বটিও খুব গরীব। এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা কিনা তাতে আপত্তি আছে। ইসরাঈলী বর্ণনা হওয়াও বিচিত্র নয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম। উল্লেখ্য যে, ইবনু জারীর রূহ

---

৬৫. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৭৬ ও মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আবী বাকর বিন কারহ আল-কুরতুবী আবূ আবদুল্লাহ কৃত "তাফসীর আল-কুরতুবী" ১৯/১৮৬।

৬৬. সূরাহ শুআরা', ২৬ঃ ১৯৩-১৯৪।

৬৭. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৪০০।

৬৮. সূরাহ আশ শূরা, ৪২ঃ ৫২।

৬৯. আত-তাবারী ৩০/১৫, জামিউল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন ২৪/১৭৫। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে উক্ত হাদীস্বটির কোন ভিত্তি নেই। সানাদে রাওওয়াদ একজন মুনকার রাবী এবং আবূ হামযাহ তিনি হলেন: মায়মূন আল-কাসসাব। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **তাহক্বীকঃ** মুনকার ও ভিত্তিহীন।

৭০. আবূ নুআয়ম তার "আল-হিলয়াহ" গ্রন্থে (৩/৩১৮) বলেন, হাদীস্বটি গারীব। মিসআরের হাদীস্ব থেকে মুস্‌আব এককভাবে হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন। হায়স্বামী তার "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১/৮০) বলেন, তাবারানী তার "আল-আওসাতুল কাবীর" গ্রন্থে বলেছেন, ওয়াহব বিন রাওক হাদীস্বটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সূরাহ ইসরা' এর ৮৫ নং আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সম্পর্কিত উপরোক্ত সব কটি ব্যাখ্যাই উল্লেখ করেছেন কিন্তু তিনি কোন ফায়সালা দেননি। আমার কাছে রূহ দ্বারা আদম সন্তান উদ্দেশ্য হওয়াই বেশি যুক্তিসংগত বলে মনে হয়।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ﴾ **"কিয়ামতের দিন দয়াময় আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না।"** যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ **"তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ মুখ খুলতে পারবে না"**[৭১]

৭১৩৭. (সহীহ): যেমন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ ولَا يتكلم يؤمئذ إلَّا الرسل অর্থাৎ 'রাসূলগণ ছাড়া সেদিন কেউ কথা বলবেনা।[৭২]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَقَالَ صَوَابًا﴾ **"আর সে যথার্থ কথাই বলবে"** অর্থাৎ সত্য, আর সত্য হলো এই বাক্য لَا إِلهُ إِلَّا الله (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই) আবূ সালিহ ও ইকরিমাহ এই মত ব্যক্ত করেছেন।[৭৩]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ﴾ **"৩৯. এ দিনটি সত্য, সুনিশ্চিত"** অর্থাৎ অবশ্যই আসবে, ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا﴾ **"অতএব যার ইচ্ছে সে তার রব্বের দিকে আশ্রয় গ্রহণ করুক"** অর্থাৎ প্রত্যাবর্তণস্থল, এবং এমন পথ যার দিকে সে পরিচালিত হবে এবং এমন পন্থা যা সে অতিক্রম করবে।

কিয়ামাত নিকটবর্তী

আল্লাহ তাআলার বাণীঃ ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ **"৪০. আমি তোমাদেরকে নিকটবর্তী শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছি"** অর্থাৎ কিয়ামাত সম্পর্কে এখানে এ বিষয়টিকে জোর দেয়ার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি ঘনিয়ে এসেছে। কেননা যা কিছুই আসন্ন তা নিশ্চিতরূপে এসে পড়ে, ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ **"যেদিন মানুষ দেখতে পাবে তার হাতগুলো আগেই কী (আমল) পাঠিয়েছে"** অর্থাৎ তার সকল আমল তার সম্মুখে হাজির করা হবে, ভাল হোক অথবা মন্দ হোক, পুরাতন হোক অথবা নতুন হোক, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾ **"আর আমলনামা হাজির করা হবে"**[৭৪] আল্লাহ তাআলা যেমন আরও বলেন: ﴿يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ **"সেদিন মানুষকে জানিয়ে দেয়া হবে সে কী (আমল) আগে পাঠিয়েছে আর কী পেছনে ছেড়ে এসেছে"**[৭৫] ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ **"আর কাফির বলবে– 'হায়! আমি যদি মাটি হতাম** (তাহলে আমাকে আজকের এ আযাবের সম্মুখীন হতে হত না) অর্থাৎ কাফিররা সেদিন আকাঙ্খা করবে দুনিয়াতে তারা যদি মাটি হত, সে আশা করবে তাকে যদি সৃষ্টি করা না হত, তার যদি কোন অস্তিত্বই না থাকত, আর এটা তখন হবে যখন তারা আল্লাহ তাআলার শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে আর তাদের মন্দ আমলগুলোর দিকে তাকাবে যেগুলো তাদের বিরুদ্ধে মহা সম্মানিত পূত-পবিত্র লেখকদের হাতে লিখিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন: তারা ঐ সময় এই আকাঙ্খা করবে যখন আল্লাহ তাআলা জীবজন্তুদের মাঝে বিচার-ফায়সালা করবেন। তিনি তাঁর ন্যায়বিচার দ্বারা তাদের মাঝের দোষত্রুটি মোচন করিয়ে নিবেন, আর তিনি কারও প্রতি যুলুম করেননা, এমনকি শিংবিহীন ভেড়ার জন্য শিংযুক্ত ভেড়া থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে, এরপর যখন তাদের মধ্যেকার বিচার-ফায়সালা শেষ হয়ে

---

৭১. সূরাহ হূদ, ১১ঃ ১০৫।
৭২. ফাতহুল বারী ১৮/৪১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নাম্বার ৬০৮৮, সহীহুল বুখারী পর্ব ঃ আযান; হাদীস নং ৮০৬, মুসলিম পর্ব ঃ ঈমান; হাদীস নং ১৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
৭৩. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৭৮।
৭৪. সূরাহ কাহাফ, ১৮ঃ ৪৯।
৭৫. সূরাহ কিয়ামাহ, ৭৫ঃ ১৩।

যাবে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলবেন ঃ 'মাটি হয়ে যাও' ফলে তারা মাটি হয়ে যাবে, সে সময় কাফির বলবে ঃ ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ **"হায়! আমি যদি মাটি হতাম"** আমি যদি জীবজন্তু হতাম তবে মাটিতে ফিরে যেতাম, এ ধরনের অর্থবোধক বর্ণনা শিঙ্গার প্রসিদ্ধ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, এ ব্যাপারে আবূ হুরায়রাহ, আবদুল্লাহ বিন আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এবং অন্যদের উক্তি বর্ণিত হয়েছে।

'সূরাহ নাবা'-এর তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তাআলার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ, তাওফীকদাতা এবং ভুলভ্রান্তি থেকে নিরাপত্তার মালিক তিনিই।

সূরাহ আন্-নাযিআতের তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

১. শপথ সেই ফেরেশতাদের যারা (পাপীদের আত্মা) নির্মমভাবে টেনে বের করে, وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۝١

২. আর যারা (নেক্‌কারদের আত্মা) খুবই সহজভাবে বের করে, وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۝٢

৩. শপথ সেই ফেরেশতাদের যারা দ্রুতগতিতে সাঁতার কাটে, وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۝٣

৪. আর (আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের জন্য) ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে যায়, فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۝٤

৫. অতঃপর সব কাজের ব্যবস্থা করে। فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۝٥

৬. সেদিন ভূকম্পন প্রকম্পিত করবে, يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝٦

৭. তারপর আসবে আরেকটি ভূকম্পন। تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝٧

৮. কত হৃদয় সে দিন ভয়ে ভীত হয়ে পড়বে, قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝٨

৯. তাদের দৃষ্টি নত হবে, اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩

১০. তারা বলে, 'আমাদেরকে কি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে? يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِي الْحَافِرَةِ ۝١٠

১১. আমরা যখন পচা-গলা হাড় হয়ে যাব (তখনও)?' ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝١١

১২. তারা বলে, 'অবস্থা যদি তাই হয় তাহলে এই ফিরিয়ে আনাটাতো সর্বনাশের ব্যাপার হবে।' قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝١٢

১৩. ওটা তো কেবল একটা বিকট আওয়াজ, فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝١٣

১৪. সহসাই তারা খোলা ময়দানে আবির্ভূত হবে। فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝١٤

কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার উপরে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের শপথ

আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মাসরূক, সাঈদ বিন জুবায়র, আবূ স্বালিহ, আবুদ দুহা এবং সুদ্দী বর্ণনা করে বলেন: ﴿وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا﴾ **"১. শপথ সেই ফেরেশতাদের যারা (পাপীদের আত্মা) নির্মমভাবে টেনে বের করে"** এরা হচ্ছে সেই ফেরেশ্তামণ্ডলি যারা আদম সন্তানদের থেকে তাদের জান কবজ করে।[৭৬] আর আদম (আলায়হিস সালাম)-র এ সমস্ত সন্তানদের মাঝে কারও কারও রূহ বের করা হয় কষ্ট দিয়ে, যেন তা কবজের সময় এতে নিমজ্জিত হয়, আবার তাদের কারও কারও রূহ কবজ করা হয় অতি সহজে, যেন তাকে কর্মতৎপরতা থেকে আলগা করে দেয়া হয়েছে, আর এ কথাই আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলেছেনঃ ﴿وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا﴾ **"২. আর যারা (নেক্‌কারদের আত্মা) খুবই সহজভাবে বের করে"** আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)এরও তাই মত।[৭৭] ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, (وَالنَّازِعَاتِ) অর্থ: কাফিরদের আত্মা, নির্মমভাবে উৎপাটন করে বন্ধনমুক্ত করে দেয়া হয় অতঃপর জাহান্নামে ডুবিয়ে দেয়া হয়। মুজাহিদ বলেন, ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾ দ্বারা উদ্দেশ্য হল মৃত্যু। হাসান ও কাতাদাহ বলেন, ﴿وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا﴾ দ্বারা উদ্দেশ্য হল নক্ষত্ররাজি। আতা' বিন আবী রাবাহ বলেন, وَالنَّاشِطَاتِ ও وَالنَّازِعَاتِ অর্থ কঠোর যোদ্ধা কিন্তু এই সবকটি ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথমটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। অর্থাৎ রূহ কবজকারী ফেরেশতা। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মত ইহা।

আল্লাহ তাআলার বাণীঃ ﴿وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا﴾ **"৩. শপথ সেই ফেরেশতাদের যারা দ্রুতগতিতে সাঁতার কাটে"** আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: এরা হচ্ছে ফিরিশ্‌তামণ্ডলি।[৭৮] আলী, মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়র এবং আবূ স্বালিহ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৭৯] মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا অর্থ ঃ মৃত্যু। কাতাদাহ বলেন, তা হলো নক্ষত্র। আতা' বিন আবী রাবাহ বলেন, এর অর্থঃ বড় নৌকা।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا﴾ **"৪. আর (আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের জন্য) ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে যায়"** আলী, মাসরূক, মুজাহিদ, আবূ স্বালিহ, হাসান আল-বাস্‌রী থেকে বর্ণিত আছে এর অর্থ হচ্ছে ফেরেশ্‌তামণ্ডলি।[৮০] হাসান বলেন, এর অর্থঃ ঈমান ও সত্যের প্রতি ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে যাওয়া। মুজাহিদ বলেন, মৃত্যু। কাতাদাহ বলেন, নক্ষত্র। আতা বলেন, এর অর্থঃ আল্লাহর পথের একটি দ্রুতগামি ঘোড়া।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا﴾ **"৫. অতঃপর সব কাজের ব্যবস্থা করে"** আলী, মুজাহিদ, আতা', আবূ স্বালিহ, হাসান, কাতাদাহ, রাবী' বিন আনাস, সুদ্দী বলেন: তারা হচ্ছে ফেরেশ্‌তা।[৮১] হাসান অতিরিক্ত বলেছেন ঃ তারা তাদের রব্বের নির্দেশে আসমান থেকে দুনিয়ার কাজ করে বা বিষয়াদির তদারকি করে। কিন্তু তারা এর ব্যতিক্রম করে না। ইবনু জারীর ঐ সকল বিষয় থেকে কোন কিছু উদ্দেশ্য নিতে কমতি করেননি, তবে তিনি ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ (এই আয়াতে বর্ণনায়) অর্থাৎ তারা হলো ফেরেশ্‌তা একথা তিনি সাব্যস্তও করেননি আবার অস্বীকারও করেননি।

---

৭৬. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৮৫, তাফসীর আল-কুরতুবী ১৯/১৯০, আদ-দুররুল মানসূর ৮/৪০৪।
৭৭. তাফসীর আত-তাবারী ২৪/১৭৮।
৭৮. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৪০৪।
৭৯. আত-তাবারী ২৪/১৯০, কুরতুবী ১৯/১৯৩।
৮০. কুরতুবী ১৯/৯৩, আদ-দুররুল মানসূর ৮/৪০৪।
৮১. আত-তাবারী ২৪/১৯০, কুরতুবী ১৯/১৯৪, আদ-দুররুল মানসূর ৮/৪০৪।

কিয়ামাত এবং মানুষের বর্ণনা, আর এ সম্পর্কে তারা যা বলবে

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُۙ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُۗ﴾ **"৬. সেদিন ভূকম্পন প্রকম্পিত করবে, ৭. তারপর আসবে আরেকটি ভূকম্পন"** আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এ দু'টো হচ্ছে (শিঙ্গার) দুই ফুঁৎকার, প্রথম এবং দ্বিতীয়।[৮২] অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ, দহ্হাক এবং অন্যরা।[৮৩] মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ প্রথমটি হচ্ছে ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ **"সেদিন ভূকম্পন প্রকম্পিত করবে"** যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ **"যেদিন জমিন আর পাহাড়গুলো কেঁপে উঠবে"**[৮৪] আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'রাদিফাহ' সেটা আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মত ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ **"পৃথিবী আর পর্বতমালা উৎক্ষিপ্ত হবে আর একই আঘাতে তাদেরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে"**।[৮৫]

৭১৩৮. (স্বহীহ্): ইমাম আহমাদ বলেন, ∝ওয়াকী'⨯সুফইয়ান⨯আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল)⨯আবুত তুফায়ল বিন উবায় বিন কা'ব⨯তার পিতা উবায় বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)∝ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَعَلْتُ صَلَاتِي كُلَّهَا عَلَيْكَ؟ قَالَ: "إِذًا يَكْفِيكَ اللهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ"

প্রকম্পিতকারী শিঙ্গা ধ্বনি আসবে তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী শিঙ্গাধ্বনি। অর্থাৎ মৃত্যু যাবতীয় বিপদাপদসহ আগমন করবে। এই কথা শুনে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আমার দরূদ থেকে আপনার উপর দরূদ পাঠ করি তাহলে কেমন হয়? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় চিন্তা ও অশান্তি দূর করে দিবেন।[৮৬]

৭১৩৯. (স্বহীহ্): ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতিম থেকে সুফইয়ান আস্র স্রাওরীর সূত্রে অন্য একটি সানাদে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী ও ইবনু আবী হাতিমের শব্দে অন্য এক হাদীস্রে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতের শেষ তৃতীয়াংশে উঠে বলতেন,

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ"

হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর, প্রকম্পিতকারী শিঙ্গা ধ্বনি এস পড়বে। আর তার অনুসরণ করবে পরবর্তী শিঙ্গা ধ্বনি অর্থাৎ মৃত্যু, তার যাবতীয় বিপদাপদ এসে পড়বে।[৮৭]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌۙ﴾ **"৮. কত হৃদয় সে দিন ভয়ে ভীত হয়ে পড়বে"** আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: সন্ত্রস্ত।[৮৮] মুজাহিদ এবং কাতাদাহও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।[৮৯] ﴿أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌۘ﴾ **"৯. তাদের দৃষ্টি নত হবে"** অর্থাৎ লোকদের চক্ষুসমূহ, এর অর্থ হচ্ছে

---

৮২. আত-তাবারী ২৪/১৯১।
৮৩. আত-তাবারী ২৪/১৯১, ১৯২।
৮৪. সূরাহ মুয্যাম্মিল, ৭৩ঃ ১৪।
৮৫. সূরাহ আল-হাক্কাহ, ৬৯ঃ ১৫, আত-তাবারী ২৪/১৯২
৮৬. আহমাদ ২০৭৩৬, আত-তাবারী ৩০/২৩। **তাহকীক আলবানী ঃ** সহীহ। বিস্তারিত সূরাহ আহযাব ৫৬ নং আয়াতে অতিবাহিত হয়েছে।
৮৭. তিরমিযী পর্ব ঃ কিয়ামাতের বৈশিষ্ট; হাদীস্র নং ২৪৫৭। **তাহকীক ঃ** ইমাম তিরমিযী হাদীস্রটিকে হাসান বললেও এর শাওয়াহিদ এর ভিত্তিতে তা সহীহ। সহীহ আল-জামি' ৭৮৬৩। বিস্তারিত সূরাহ আহযাব ৫৬ নং আয়াতে অতিবাহিত হয়েছে।
৮৮. আত-তাবারী ২৪/১৯৩।
৮৯. আত-তাবারী ২৪/১৯৩, তাফসীর আল-বাগাবী ৪/৪৪৩।

বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখে চক্ষুসমূহ অবনত ও লজ্জিত হবে। আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ﴾ **"১০. তারা বলে, 'আমাদেরকে কি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে?"** অর্থাৎ কুরাইশ মুশরিক এবং তাদের মত অন্যান্য যারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে, অর্থাৎ কবরস্থ হওয়ার পরে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার বিষয়কে তারা অসম্ভব মনে করে, মুজাহিদ এ মত ব্যক্ত করেছেন।[৯০] তাদের দেহসমূহ ছিন্নভিন্ন, তাদের হাড়হাড্ডি টুকরো টুকরো ও দুর্বল হয়ে যাওয়ার পরেও (তাদের পুনরায় জীবিত করা হবে এটিকে তারা অসম্ভব মনে করে) এ কারণে তারা বলে ঃ ﴿أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً﴾ **"১১. আমরা যখন পচা-গলা হাড্ডি হয়ে যাব (তখনও)?"** نخرة শব্দটিকে ناخرة ও পাঠ করা হয়েছে।[৯১] আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মুজাহিদ এবং কাতাদাহ বলেন: এর অর্থ হচ্ছে ক্ষয়প্রাপ্ত, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: এটা হচ্ছে হাড়হাড্ডি যখন তা ক্ষয় হয়ে যায় এবং তাতে বাতাস প্রবেশ করে। তার উক্তি ঃ ﴿قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾ **"১২. তারা বলে, 'অবস্থা যদি তাই হয় তাহলে এই ফিরিয়ে আনাটাতো সর্বনাশের ব্যাপার হবে"**। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মুহাম্মাদ বিন কা'ব, ইকরিমাহ, সাঈদ বিন জুবায়র, আবূ মালিক, সুদ্দী ও কাতাদাহ বলেন, الحافرة। অর্থঃ মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। ইবনু যায়দ বলেন, الحافرة। অর্থঃ জাহান্নাম। এর একাধিক নাম রয়েছে। যেমন নার, জাহীম, সাকার, জাহান্নাম, হাবিয়াহ, হাফিরাহ, লাযা ও হুতামাহ। (تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ) অর্থাৎ তারা বলে, 'অবস্থা যদি তাই হয় তাহলে এই ফিরিয়ে আনাটাতো সর্বনাশের ব্যাপার হবে।' মুহাম্মাদ বিন কা'ব বলেন: কুরায়শরা বলে, আমাদের মৃত্যুর পরে যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করেন তবে নিঃসন্দেহে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব।[৯২]

আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ﴾ **"১৩. ওটা তো কেবল একটা বিকট আওয়াজ, ১৪. সহসাই তারা খোলা ময়দানে আবির্ভূত হবে"** অর্থাৎ এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন একটি বিষয় যা দ্বিতীয়বার ঘটবেনা অথবা একে দৃঢ় করার বা এর সত্যতা প্রতিপন্ন করার কোন সুযোগ থাকবে না, লোকেরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে যাবে এবং প্রত্যক্ষ করবে, আর এটা তখন হবে যখন আল্লাহ তাআলা ইসরাফীল (আলায়হিস সালাম)-কে পুনরুত্থানের জন্য ফুঁৎকার দিতে বলবেন, পৃথিবীর আগের পরের তামাম মানুষ তাদের রব্বের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ **"যে দিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন আর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে তাঁর ডাকে সাড়া দিবে আর তোমরা ধারণা করবে যে, তোমরা খুব অল্প সময়ই অবস্থান করেছিলে"**[৯৩] আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ **"আমার আদেশ তো মাত্র একটি কথা- চোখের পলকের মত"**[৯৪] তিনি আরও বলেন: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ **"আকাশ ও জমিনের অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। কিয়ামাতের ব্যাপার তো চোখের পলকের মত বরং তাথেকেও নিকটে"**।[৯৫] মুজাহিদ বলেন, ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ অর্থ: صيحة واحدة একটি বিকট আওয়াজ। ইবরাহীম আত-তায়মী বলেন, আল্লাহ তাআলা স্বীয় সৃষ্টির উপর সর্বাপেক্ষা বেশি রাগান্বিত হবেন কিয়ামতের দিন। হাসান আল-বাসরী বলেন, সেটি হবে একটি ক্রোধের আওয়াজ। আবূ মালিক ও রাবী' বিন আনাস বলেন, النفخة الأخري অর্থ শেষ শিঙ্গাধ্বনি।

---

৯০. আত-তাবারী ২৪/১৯৫।
৯১. আত-তাবারী ২৪/১৯৫।
৯২. কুরতুবী ১৯/১৯৮।
৯৩. সূরাহ আল-ইসরা', ১৭ঃ ৫২।
৯৪. সূরাহ আল-কমার, ৫৪ঃ ৫০।
৯৫. সূরাহ আন-নাহল, ১৬ঃ ৭৭।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ **"১৪. সহসাই তারা খোলা ময়দানে আবির্ভূত হবে"** আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: সমগ্র পৃথিবী।[৯৬] সাঈদ বিন জুবায়র, কাতাদাহ, আবূ সালিহ, ইকরিমাহ, হাসান, দহ্হাক অনুরূপ মত পোষণ করেছেন এবং ইবনু যায়দ বলেন: الساهرة এর অর্থ হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ।[৯৭] মুজাহিদ বলেন: তাদেরকে জমিনের নিচু অংশ থেকে উপরের অংশের দিকে বের করে আনা হবে, তিনি বলেন: الساهرة হচ্ছে সমতল স্থান।[৯৮] স্নাওরী বলেন, الساهرة হল শাম দেশ, উসমান বিন আবুল আতিকাহ বলেন, الساهرة হলো বায়তুল মাকদিস। ওয়াহব বিন মুনাব্বিহ বলেন, الساهرة হলো বায়তুল মাকদিসের একটি পাহাড়। অনুরূপভাবে কাতাদাহ বলেন, الساهرة অর্থ জাহান্নাম। তবে এই সবকটি মতের মধ্যে প্রথম মতটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ الساهرة দ্বারা উদ্দেশ্য এই পৃথিবীর উপরিভাগ।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⟨আলী ইবনুল হুসায়ন⟩⟨খাম্বারা ইবনুল মুবারাক⟩⟨বিশর ইবনুস সারী⟩⟨মুসআব বিন স্নাবিত⟩⟨আবূ হাযিম⟩⟨সাহল বিন সা'দ আস সাইদী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ তিনি ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ এর অর্থ সম্পর্কে বলেন, তা হলো পরিষ্কার রুটির ন্যায় সাদা সমতল ভূমি।[৯৯]

রাবী' বিন আনাস বলেন: ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ **"সহসাই তারা খোলা ময়দানে আবির্ভূত হবে"** আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ **"যেদিন এ পৃথিবী বদলে গিয়ে অন্য এক পৃথিবীতে রূপান্তরিত হবে আর আসমানও (বদলে যাবে), আর মানুষ হাজির হবে এক ও অপ্রতিরোধ্য আল্লাহ্‌র সম্মুখে"**[১০০] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ **"তারা তোমাকে পর্বতগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, আমার রব্ব সেগুলো সমূলে উৎপাটিত করবেন এবং ধূলির ন্যায় বিক্ষিপ্ত করবেন। অতঃপর তিনি তাকে (অর্থাৎ ভূমিকে) মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন।"**[১০১] আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ **"(সেদিনের কথা চিন্তা কর) যেদিন আমি পর্বতমালাকে চালিত করব, আর পৃথিবীকে দেখতে পাবে উন্মুক্ত প্রান্তর"**[১০২] অর্থাৎ জমিনকে সম্মুখে নিয়ে আসা হবে যার উপরে পর্বতমালা থাকবে, এটাকে এই জমিন (বর্তমান দুনিয়াবী জীবন) বলে গণ্য করা হবেনা, এটা হবে এমন এক জমিন যাতে কোন গোনাহ সংঘটিত হবেনা, আর এতে কোন রক্তও ঝরবেনা।

১৫. মূসার বৃত্তান্ত তোমার কাছে পৌঁছেছে কি?	هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ مُوسٰى ﴿١٥﴾
১৬. যখন তার রব্ব তাকে পবিত্র তুয়া প্রান্তরে ডাক দিয়ে বলেছিলেন	إِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾
১৭. 'ফেরাউনের কাছে যাও, সে সীমালঙ্ঘন করেছে,	اِذْهَبْ إِلٰى فِرْعَوْنَ إِنَّهٗ طَغٰى ﴿١٧﴾
১৮. তাকে জিজ্ঞেস কর, 'তুমি কি পবিত্রতা অবলম্বন করতে ইচ্ছুক?	فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلٰى أَنْ تَزَكّٰى ﴿١٨﴾

---

৯৬. আত-তাবারী ২৪/১৯৮।
৯৭. আত-তাবারী ২৪/১৯৮।
৯৮. আত-তাবারী ২৪/১৯৮, আদ-দুররুল মানসূর ৮/৪০৮।
৯৯. সহীহ আল-জামি' ৮০৪৪, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস-সাগীর ১৪০০৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
১০০. সূরাহ ইবরাহীম, ১৪ঃ ৪৮।
১০১. সূরাহ তাহা, ২০ঃ ১০৫-১০৬।
১০২. সূরাহ কাহাফ, ১৮ঃ ৪৭।

১৯. আর আমি তোমাকে তোমার রব্বের দিকে পথ দেখাই যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর?’	وَاَهۡدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخۡشٰى ﴿١٩﴾
২০. অতঃপর মূসা তাকে বিরাট নিদর্শন দেখাল।	فَاَرٰىهُ الۡاٰيَةَ الۡكُبۡرٰى ﴿٢٠﴾
২১. কিন্তু সে অস্বীকার করল ও অমান্য করল।	فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿٢١﴾
২২. অতঃপর সে (আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে) জোর প্রচেষ্টা চালানোর জন্য (সত্যের) উল্টোপথে ফিরে গেল।	ثُمَّ اَدۡبَرَ يَسۡعٰى ﴿٢٢﴾
২৩. সে লোকদেরকে একত্রিত করল আর ঘোষণা দিল।	فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٣﴾
২৪. সে বলল, ‘আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব’।	فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الۡاَعۡلٰى ﴿٢٤﴾
২৫. পরিশেষে আল্লাহ তাকে আখেরাত ও দুনিয়ার ‘আযাবে পাকড়াও করলেন।	فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الۡاٰخِرَةِ وَالۡاُوۡلٰى ﴿٢٥﴾
২৬. যে ভয় করে এমন প্রতিটি লোকের জন্য এতে অবশ্যই শিক্ষা আছে।	اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَعِبۡرَةً لِّمَنۡ يَّخۡشٰى ﴿٢٦﴾

মূসা (আলায়হিস্ সালাম) এর ঘটনা আর সেটা ভীতিপ্রদ লোকেদের জন্য উপদেশস্বরূপ

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর বান্দা এবং তাঁর রাসূল মূসা (আলায়হিস্ সালাম) এর সম্পর্কে অবহিত করে বলেন, যে, তিনি তাঁকে ফিরআওনের প্রতি প্রেরণ করেন, আর তাঁকে বিভিন্ন ধরনের মু‘জিযা দ্বারা শক্তিশালী করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফিরআওন কুফরী ও অবাধ্যতার উপরে নিরবচ্ছিন্ন থাকে অবশেষে আল্লাহ তা‘আলা তাকে মহা পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমানের পাকড়াওয়ের মত পাকড়াও করেন। অনুরূপভাবে তোমার যারা বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তুমি যা নিয়ে আগমন করেছ তা অস্বীকার করে তাদেরও একই পরিণতি ঘটবে। এ কারণে আল্লাহ তা‘আলা ঘটনা বর্ণনার শেষে বলেন: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ﴾ **“যে ভয় করে এমন প্রতিটি লোকের জন্য এতে অবশ্যই শিক্ষা আছে”**। আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ﴾ **“১৫. মূসার বৃত্তান্ত তোমার কাছে পৌঁছেছে কি?”** অর্থাৎ তুমি কি তার ঘটনা শুনেছ? ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ﴾ **“১৬. যখন তার রব্ব তাকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন”** অর্থাৎ তিনি তাঁকে ডাক দিয়ে তার সাথে কথা বলেন, ﴿بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ﴾ **“পবিত্র তুয়া প্রান্তরে”** অর্থাৎ পবিত্র ﴿طُوًى﴾ (তুয়া)। বিশুদ্ধ মতে এটি একটি উপত্যকার নাম, যেমন সূরাহ তাহা’য় ইতোপূর্বে তা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে বলেন: ﴿اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ **“১৭. ‘ফির‘আওনের কাছে যাও, সে সীমালঙ্ঘন করেছে”** অহঙ্কারী, বিদ্রোহী ও ঔদ্ধত্য পোষণকারী। ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ﴾ **“১৮. তাকে জিজ্ঞেস কর, ‘তুমি কি পবিত্রতা অবলম্বন করতে ইচ্ছুক?”** অর্থাৎ তাকে বল ঃ তুমি কি এমন পথে সাড়া দিবে যা তোমাকে পবিত্র করবে অর্থাৎ তুমি কি বশ্যতা স্বীকার করবে এবং অনুগত হবে? ﴿وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ **“১৯. আর আমি তোমাকে তোমার রব্বের দিকে পথ দেখাই”** অর্থাৎ আমি তোমাকে তোমার রব্বের ইবাদাতের পথ বাতলে দেই ﴿فَتَخْشَىٰ﴾ **“যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর?”** অর্থাৎ কল্যাণ থেকে দুরে, নিকৃষ্ট এবং শক্ত হয়ে যাওয়ার পরে তোমার অন্তর অনুগত ও ভীত হবে ﴿فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ﴾ **“২০. অতঃপর মূসা তাকে বিরাট নিদর্শন দেখাল”** অর্থাৎ ফিরআওনের প্রতি এই সত্য দা‘ওয়াতের পাশাপাশি মূসা (আলায়হিস্ সালাম) তাঁর প্রতি তাঁর

রবের পক্ষ থেকে যা এসেছে সেগুলোর সত্যতার উপরে শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণাদি প্রদর্শন করেন। ﴿فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ﴾ **"২১. কিন্তু সে অস্বীকার করল ও অমান্য করল"** অর্থাৎ সে সত্য অস্বীকার করে, আর যে বিষয়ে তাকে আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয় তার বিরুদ্ধাচরণ করে, ফলে যা ঘটে তাতে তার অন্তর অবিশ্বাসী হয়। মূসা (আলায়হিস্ সালাম) এর দা'ওয়াতে ফিরআওনের অন্তর আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক কোনভাবে প্রভাবিত হয়নি, তার জ্ঞানে ছিল যে, মূসা (আলায়হিস্ সালাম) যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য, এটা অবশ্যক নয় যে, এর প্রতি তাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, (লাআনাহুল্লাহ), কেননা জানা হচ্ছে অন্তরের জ্ঞান, আর বিশ্বাস করা হচ্ছে তার কর্ম, আর তা হচ্ছে সত্যকে মেনে নেওয়া এবং এর অনুগত হওয়া।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ﴾ **"২২. অতঃপর সে (আল্লাহর বিরুদ্ধে) জোর প্রচেষ্টা চালানোর জন্য (সত্যের) উল্টোপথে ফিরে গেল"** অর্থাৎ সত্যের প্রতিক্রিয়ায় মিথ্যার মাধ্যমে, তা এভাবে যে, মূসা (আলায়হিস্ সালাম) যেসব সুস্পষ্ট মু'জিযা ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ﴾ **"২৬. ভয় করে এমন প্রতিটি লোকের জন্য এতে অবশ্যই শিক্ষা আছে"** অর্থাৎ যে উপদেশ গ্রহণ করে এবং ভয় পায়।

২৭. তোমাদের সৃষ্টি বেশি কঠিন না আকাশের? তিনি তো সেটা সৃষ্টি করেছেন।
২৮. তার ছাদ অনেক উচ্চে তুলেছেন, অতঃপর তাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন।
২৯. তিনি তার রাতকে আঁধারে ঢেকে দিয়েছেন, আর তার দিবালোক প্রকাশ করেছেন।
৩০. অতঃপর তিনি জমিনকে বিস্তীর্ণ করেছেন।
৩১. তিনি তার ভিতর থেকে বের করেছেন তার পানি ও তার তৃণভূমি।
৩২. পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন,
৩৩. এ সমস্ত তোমাদের আর তোমাদের গৃহপালিত পশুগুলোর জীবিকার সামগ্রী।

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾
رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿٢٨﴾
وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾
وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ﴿٣٠﴾
أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣١﴾
وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٣٢﴾
مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾

সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির চেয়ে বেশী কঠিন আসমান-জমিনের সৃষ্টি

যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে, প্রথম সৃষ্টির পরে পুনরায় সৃষ্টি করাকে অসম্ভব মনে করে তাদের বিরুদ্ধে দলীল প্রদান করে আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿أَأَنتُمْ﴾ **'২৭. তোমাদের? হে লোক সকল'**, ﴿أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ﴾ **"সৃষ্টি বেশি কঠিন না আকাশ"** অর্থাৎ বরং তোমাদের চেয়ে আসমান সৃষ্টি করা বেশী কঠিন, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ **"অবশ্যই আসমান ও জমিনের সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির চেয়ে বড় (ব্যাপার)। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (অজ্ঞতা ও চিন্তা না করার কারণে) তা জানে না"**[১০৩] আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ **"যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি সেই লোকদের অনুরূপ (আবার) সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ,**

১০৩. সূরাহ গাফির, ৪০: ৫৭।

অবশ্যই। তিনি মহা স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ"[১০৪] আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿بَنَاهَا﴾ **"তিনি তো সেটা সৃষ্টি করেছেন"** একথাকে আল্লাহ তা'আলা বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে ﴿وَرَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا﴾ **"২৮. তার ছাদ অনেক উচ্চে তুলেছেন, অতঃপর তাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন"** একে বানিয়েছেন সুউচ্চ করে, এর জায়গা সুবিস্তৃত, সবদিক সমান আর অন্ধকার রজনীতে এটি তারকার দ্বারা সুসজ্জিত।

আল্লাহ তা'আলার বাণী:﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحٰهَا﴾ **"২৯. তিনি তার রাতকে আঁধারে ঢেকে দিয়েছেন, আর তার দিবালোক প্রকাশ করেছেন"** অর্থাৎ তিনি এর রজনীকে করেছেন অন্ধকারচ্ছন্ন এবং অত্যধিক কালো, আর এর দিবসকে করেছেন আলোকোজ্জ্বল এবং স্পষ্ট। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا﴾ অর্থাৎ একে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন।[১০৫] মুজাহিদ, ইকরিমাহ এবং সাঈদ বিন জুবায়রসহ অধিকাংশ আলেম এরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[১০৬] ﴿وَأَخْرَجَ ضُحٰهَا﴾ **"আর তার দিবালোক প্রকাশ করেছেন"** অর্থাৎ এর দিবসকে করেছেন আলোকোজ্জ্বল।

আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا﴾ **"৩০. অতঃপর তিনি জমিনকে বিস্তীর্ণ করেছেন"** এরপর তিনি একে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا﴾ **"৩১. তিনি তার ভিতর থেকে বের করেছেন তার পানি ও তার তৃণভূমি"** সূরাহ হা-মীম আস-সাজদায়[১০৭] ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আসমান সৃষ্টির পূর্বে জমিন সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু জমিনকে বিস্তৃত করা হয় আসমান সৃষ্টির পরে। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং অন্যান্যদের উক্তি ঃ এর ভেতরে যা রয়েছে তাকে তিনি বলপূর্বক বের করে এনেছেন। আর ইবনু জারীর তাদের এ কথাটি পছন্দ করেছেন।[১০৮]

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ❮আমার পিতা আবূ হাতিম❯আবদুল্লাহ বিন জা'ফার আর রাক্কী (মাকবূল)[১০৯]❯আবদুল্লাহ বিন আমর❯যায়দ বিন আবী উনায়সাহ❯মিনহাল বিন আমর❯সাঈদ বিন জুবায়র❯ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ থেকে বর্ণিত, دَحٰهَا এর অর্থ হচ্ছে জমিন থেকে পানি উদ্গত করা, ভূমি বিছানো, নদী প্রবাহিত করা, পাহাড় স্থাপন করা, পথ, বালু ও টিলা ইত্যাদি স্থাপন করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا﴾ **"অতঃপর তিনি জমিনকে বিস্তীর্ণ করেছেন"**।[১১০]

আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ ﴿وَالْجِبَالَ أَرْسٰهَا﴾ **"৩২. পবর্তকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন"** তিনি সেগুলোকে দৃঢ় ও স্থির করেছেন, আর এদের আপন স্থানে করেছেন প্রতিষ্ঠিত, আর তিনি হচ্ছেন প্রজ্ঞাবান এবং মহাজ্ঞানী, তাঁর সৃষ্টিকূলের প্রতি তিনি করুণাময় ও অত্যন্ত দয়ালু।

৭১৪০. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বলেন, ❮ইয়াযীদ বিন হারূন❯আল-আওওয়াম বিন হাওশাব❯সুলায়মান বিন আবী সুলায়মান❯আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ، فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَأَلْقَاهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ، فَتَعَجَّبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خَلْقِ الْجِبَالِ، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْحَدِيدُ. قَالَتْ: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، النَّارُ. قَالَتْ: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْمَاءُ. قَالَتْ: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ

---

১০৪. সূরাহ ইয়াসীন, ৩৬ঃ ৮১।
১০৫. আত-তাবারী ২৪/২০৬।
১০৬. আত-তাবারী ২৪/২০৭, আদ-দুররুল মানসূর ৮/৪১১।
১০৭. সূরাহ ফুসসিলাত ঃ ৯।
১০৮. আত-তাবারী ২৪/২০৮।
১০৯. আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত-তাকরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি মাকবূল।

১১০. সিলসিলাতুল আসার আস-সাহীহাহ ২/৭০।

شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الرِّيحُ. قَالَتْ: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ابنُ آدَمَ يَتَصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فَيُخْفِيهَا مِنْ شَمَالِهِ"

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে সৃষ্টি করার পর তা নড়াচড়া করতে শুরু করে। তখন পর্বত সৃষ্টি করে চাপা দিলে পরে পৃথিবী স্থির হয়ে যায়। এটা দেখে অবাক হয়ে ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করে যে, হে আল্লাহ! এই পর্বতের চেয়েও কি কঠিন কোন কিছু আপনি সৃষ্টি করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে, লোহা। ফেরেশ্তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহ! লোহা অপেক্ষা কোন শক্তিশালী বস্তু আছে কি? আল্লাহ বলেন, হ্যাঁ আছে আগুন। ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করল: আগুন অপেক্ষা কোন শক্তিশালী জিনিস আছে কি? আল্লাহ বলেন, হ্যাঁ আছে, পানি। ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহ! পানি অপেক্ষা কোন শক্তিশালী বস্তু আছে কি? আল্লাহ বলেন, হ্যাঁ আছে, বায়ু। অতঃপর ফেরেশ্তারা জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহ! আপনার সৃষ্টির মধ্যে বায়ু অপেক্ষা কোন শক্তিশালী কিছু আছে কি? উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেন, হ্যাঁ আছে, সেই আদম সন্তান- যে ডান হাতে দান করে আর তার বাম হাতও তা টের পায় না।[১১১]

আবূ জা'ফার ইবনু জারীর বলেন, ইবনু হুমায়দ (দঈফ বা দুর্বল) জারীর আতা' আবূ আবদুর রহমান আস সুলামী আলী বলেন, আল্লাহ তাআলা জমিনকে যখন সৃষ্টি করেন তখন তাকে ভঙ্গুর করে সৃষ্টি করেছেন, জমিন বলে: আদম ও তার সন্তানদেরকে আমার থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে, আর তারা আমার নিকট পঁচন বা দুর্গন্ধযুক্ত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। তারা আমার উপরে পাপ কাজে লিপ্ত থাকে। ফলে আল্লাহ এই জমিনকে পাহাড় দ্বারা মজবুত করেছেন। সুতরাং এর থেকে তোমরা যা প্রত্যক্ষ করো আর যা প্রত্যক্ষ করো না, এবং জমিনকে স্থীর করে দিয়েছেন জবাইকৃত গোশতের ন্যায় যখন কোন পশু যবাই করা হয় আর তার গোশত কেঁপে উঠে। হাদীস্রটি অত্যন্ত গরীব।[১১২]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ **"৩৩. এ সমস্ত তোমাদের আর তোমাদের গৃহপালিত পশুগুলোর জীবিকার সামগ্রী"** অর্থাৎ তিনি পৃথিবীকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, এর থেকে ঝর্ণা বের করেছেন, এর গুপ্তধন বাইরে বের করে এনেছেন, এতে নদীনালা প্রবাহিত করেছেন, শস্য, বৃক্ষ ও ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছেন, এর পাহাড়-পর্বতকে দৃঢ় করেছেন যাতে করে এর অধিবাসীদের নিয়ে স্থির থাকে, এর বাসস্থানসমূহকে করেছেন স্থির, তিনি এসব কিছু করেছেন তাঁর বান্দাদের উপকারের জন্য, আরও তাদের প্রয়োজনীয় গৃহপালিত জীবজন্তুগুলোর জন্য যেগুলো তারা আহার করে, যেগুলোর পিঠে তারা আরোহণ করে দুনিয়াবী জীবনের তাদের প্রয়োজনের সময়, এমনকি সময় শেষ হয়ে যায় এবং হায়াত ফুরিয়ে যায়।

---

১১১. তিরমিযী ৩৩৬৯, আহমাদ ১১৮৪৪, দঈফ আল-জামি' ৪৭৭০, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস-সাগীর ১০২৪০, আত তা'লিকুর রাগীব ২/৩১, বায়হাকী ফি শুআবিল ঈমান ৩/২৪৪, জামিউল উসূল ৪৬৪৬, জামিউল আহাদীস্র আল-কুদসিয়্যাহ ১৫৩। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্রটি অধিক গরিব তবে এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন ভাবে মারফূ' হয়নি। আয়মান স্বালিহ বিন শা'বান বলেন, সানাদে সুলায়মান বিন আবী সুলায়মানকে ইবনু হিব্বান ব্যতীত কেউ সিকাহ বলেননি। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ। সূরাহ বাকারা ২৭১ নং আয়াতে অতিবাহিত হয়েছে।

১১২. ইবনু জারীর তার তাফসীর "আত-তাবারী" গ্রন্থে (৩০/৩০) উল্লেখ করেছেন, জামিউল কুরআন ফী তা'বীলিল কুরআন ২৪/২১১। উক্ত হাদীস্রের সানাদের ইবনু হুমায়দ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী তার 'মীযান' গ্রন্থে বলেন, তিনি দুর্বল। আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাফিয তবে দুর্বল। ইবনু মাঈন তাকে হাসান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শায়খ আলবানী বলেন, তার হাদীস্রের মূল ভিত্তি হলো ইসরাঈলী রেওয়ায়াত, তিনি কিছু কিছু রেওয়ায়াত নাবী পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন, যেগুলো আত-তাবারী বর্ণনা করেছেন। সিলসিলাহ দঈফাহ ১২/৯৪৯।

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾

৩৪. অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে।

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿٣٥﴾

৩৫. সেদিন মানুষ স্মরণ করবে যা কিছু করার জন্য সে জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং জাহান্নামকে দেখানো হবে এমন ব্যক্তিকে যে দেখতে পায়।

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿٣٧﴾

৩৭. অতঃপর (দুনিয়ায়) যে লোক সীমালঙ্ঘন করেছিল,

وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾

৩৮. আর পার্থিব জীবনকে (পরকালের উপর) প্রাধান্য দিয়েছিল

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾

৩৯. জাহান্নামই হবে তার আবাসস্থল।

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾

৪০. আর যে লোক তার রব্বের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছিল এবং নিজেকে কামনা বাসনা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিল,

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

৪১. জান্নাতই হবে তার বাসস্থান।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿٤٢﴾

৪২. এরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত সম্পর্কে– 'কখন তা ঘটবে?'

فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا ﴿٤٣﴾

৪৩. এর আলোচনার সাথে তোমার কী সম্পর্ক?

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ﴿٤٤﴾

৪৪. এ সংক্রান্ত জ্ঞান তোমার রব্ব পর্যন্তই শেষ।

إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا ﴿٤٥﴾

৪৫. যারা একে ভয় করে তুমি কেবল তাদের সতর্ককারী।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿٤٦﴾

৪৬. যেদিন তারা তা দেখবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা (পৃথিবীতে) এক সন্ধ্যা বা এক সকালের বেশি অবস্থান করেনি।

কিয়ামাত দিবস, এর নিআমতরাজি এবং জাহান্নামের বর্ণনা, আর তার সময় অনির্দিষ্ট

আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ﴾ "৩৪. অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে" আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) মহাসংকট বলতে কিয়ামাত দিবসকে বুঝিয়েছেন।[১১৩] এ ধরনের নামকরণের কারণ হচ্ছে, এটা সমস্ত বিষয়কে পরাভূত করে দিবে, এটা হবে ভীতিকর ও বিভীষিকাময়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ﴾ "বরং কিয়ামাত হল (তাদের দুষ্কর্মের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাদেরকে দেয়া নির্ধারিত সময়, কিয়ামাত অতি কঠিন, অতিশয় তিক্ত"[১১৪] ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ﴾ "৩৫.

---

১১৩. আত-তাবারী ২৪/২১১।

১১৪. সূরাহ আল-কামার, ৫৪ঃ ৪৬।

সেদিন মানুষ স্মরণ করবে যা কিছু করার জন্য সে জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে" অর্থাৎ সেদিন মানুষ তার ভাল-মন্দ সকল আমলের কথা স্মরণ করবে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾ **"আর জাহান্নামকে সেদিন (সামনাসামনি) আনা হবে। সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে, কিন্তু তখন এ উপলব্ধি তার কী কাজে আসবে?"**[১১৫] ﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى﴾ **"৩৬. এবং জাহান্নামকে দেখানো হবে এমন সবাইকে যে দেখতে পায়"** দর্শকদের জন্য এটা সুস্পষ্ট হবে, লোকেরা স্বচক্ষে একে প্রত্যক্ষ করবে, ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى﴾ **"৩৭. অতঃপর (দুনিয়ায়) যে লোক সীমালঙ্ঘন করেছিল"** অর্থাৎ যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং ঔদ্ধত্য পোষণ করেছিল,﴿وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ **"৩৮. আর পার্থিব জীবনকে (পরকালের উপর) প্রাধান্য দিয়েছিল"** অর্থাৎ সে তার দ্বীনী ও পারলৌকিক বিষয়ের উপরে প্রাধান্য দিয়েছিল ﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ **"৩৯. জাহান্নামই হবে তার আবাসস্থল"** অর্থাৎ তার চূড়ান্ত ঠিকানা হবে জাহান্নাম, তার খাদ্য হবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে আর তার পানীয় হবে 'হামীম' (ফুটন্ত পানি) থেকে। ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ **"৪০. আর যে লোক তার রব্বের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছিল এবং নিজেকে কামনা বাসনা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিল"** অর্থাৎ সে আল্লাহ তাআলার সম্মুখে দাঁড়াতে ভয় পায়, সে তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার বিচার-ফায়সালার ভয় করে, সে নিজ আত্মাকে এর প্রবৃত্তি (কামনা-বাসনা) থেকে বাধা দেয়, সে একে তার রব্বের আনুগত্যে বাধ্য করে। ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ **"৪১. জান্নাতই হবে তার বাসস্থান"** অর্থাৎ তার চূড়ান্ত বাসস্থান, তার গন্তব্য এবং প্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে প্রশস্ত জান্নাত।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۞ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ۞ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا﴾ **"৪২. এরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামাত সম্পর্কে– 'কখন তা ঘটবে?' ৪৩. এর আলোচনার সাথে তোমার কী সম্পর্ক? ৪৪. এ সংক্রান্ত জ্ঞান তোমার রব্ব পর্যন্তই শেষ"** অর্থাৎ এর জ্ঞান না তোমার নিকট রয়েছে আর না কোন সৃষ্টির কাছে রয়েছে; বরং এর জ্ঞান রয়েছে আল্লাহ তাআলার নিকট, তিনিই নির্দিষ্টভাবে এর সময় সম্পর্কে অবগত আছেন।[১১৬] ﴿ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ **"তারা তোমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে কখন তা সংঘটিত হবে। বল, 'এ বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে আমার রব্বের নিকট"**[১১৭] অত্র স্থানে তিনি বলেন: ﴿إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا﴾ **"৪৪. এ সংক্রান্ত জ্ঞান তোমার রব্ব পর্যন্তই শেষ"**

৭১৪১. (স্বহীহ): এ কারণে জিবরীল (আলায়হিস সালাম) যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-কে কিয়ামতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তখন তিনি বলেন: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ 'প্রশ্নকারীর চেয়ে জিজ্ঞেসিত ব্যক্তি অধিক অবগত নয়'।[১১৮]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا﴾ **"৪৫. যারা একে ভয় করে তুমি কেবল তাদের সতর্ককারী"** অর্থাৎ আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি এজন্য যে, তুমি লোকদেরকে সাবধান করবে এবং তাদেরকে আল্লাহ তাআলার শাস্তি থেকে সতর্ক করবে। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, ভয় করে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ানোর এবং তাঁর শাস্তিকে, আর তোমার অনুসরণ করে, সে সফলতা লাভ করে এবং বিজয়ী হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তোমাকে অস্বীকার করে এবং তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে সে হয় ক্ষতিগ্রস্ত এবং অকৃতকার্য। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ **"৪৬. যেদিন**

---

১১৫. সূরাহ ফাজর, ৮৯ঃ ২৩।
১১৬. আস্-সাহীহ আল-মুসনাদ পর্ব ঃ আসবাবুন নুযূল ২২৮ নং পৃষ্ঠা।
১১৭. সূরাহ আ'রাফ, ৭ঃ ১৮৭।
১১৮. ফাতহুল বারী ১/১৪০, মুসলিম পর্ব ঃ ঈমান ৮, আবূ দাউদ ৪৬৯৫, ইবনু মাজাহ ৬৩। **তাহকীক আলবানী** ঃ সহীহ।

তারা তা দেখবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা (পৃথিবীতে) এক সন্ধ্যা বা এক সকালের বেশি অবস্থান করেনি" অর্থাৎ যখন তারা তাদের কবরসমূহ থেকে হাশরের ময়দানে উঠে দাঁড়াবে তখন তারা দুনিয়ার জীবনকে অতি সামান্য মনে করবে, তাদের কাছে মনে হবে এটা ছিল দিবসের এক অপরাহ্ন অথবা এক সকাল পরিমাণ সময়। জুওয়াইবির বর্ণনা করেন, দহ্হাক বলেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحٰهَا﴾ **"৪৬. যেদিন তারা তা দেখবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা (পৃথিবীতে) এক সন্ধ্যা বা এক সকালের বেশি অবস্থান করেনি"** ﴿عَشِيَّةً﴾ হচ্ছে দুপুর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আর ﴿أَوْ ضُحٰهَا﴾ হচ্ছে সূর্যোদয় থেকে দুপুর পর্যন্ত।[১১৯] কাতাদাহ বলেন: এই হচ্ছে লোকদের দৃষ্টিতে পার্থিব জীবনের সময়কাল যখন তারা পরকাল প্রত্যক্ষ করবে।

সূরাহ নাযিআতের তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

সূরাহ্ আবাসার তাফসীর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্র নামে।

১. (নবী) মুখ ভার করল আর মুখ ঘুরিয়ে নিল।

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ۙ﴿۱﴾

২. (কারণ সে যখন কুরায়শ সরদারদের সাথে আলোচনায় রত ছিল তখন) তার কাছে এক অন্ধ ব্যক্তি আসল।

أَنْ جَآءَهُ الْأَعْمٰى ۭ﴿۲﴾

৩. (হে নবী!) তুমি কি জান, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত।

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ ۙ﴿۳﴾

৪. কিংবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে লাগত।

أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۭ﴿۴﴾

৫. পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না,

أَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۙ﴿۵﴾

৬. তার প্রতি তুমি মনোযোগ দিচ্ছ।

فَأَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۭ﴿۶﴾

৭. সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার উপর কোন দোষ নেই।

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكّٰى ۭ﴿۷﴾

৮. পক্ষান্তরে যে লোক তোমার কাছে ছুটে আসল।

وَأَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۙ﴿۸﴾

৯. আর সে ভয়ও করে,

وَهُوَ يَخْشٰى ۙ﴿۹﴾

১০. তুমি তার প্রতি অমনোযোগী হলে।

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۚ﴿۱۰﴾

১১. না, এটা মোটেই ঠিক নয়, এটা তো উপদেশ বাণী,

كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ﴿۱۱﴾

১২. কাজেই যার ইচ্ছে তা স্মরণে রাখবে,

فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۘ﴿۱۲﴾

১১৯. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৪১৩।

১৩. (এটা লিপিবদ্ধ আছে) মর্যাদাসম্পন্ন কিতাবসমূহে

১৪. সমুন্নত, পবিত্র।

১৫. (এমন) লেখকদের হাতে

১৬. (যারা) মহা সম্মানিত পূত-পবিত্র।

দুর্বল ব্যক্তি ইবনু উম্মে মাকতুমের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখ ভার করার কারণে আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে মৃদু নিন্দা জানান

একাধিক তাফসীরকারক উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন কুরায়শের জনৈক নেতাকে সম্বোধন করে কথা বলছিলেন এ আশায় যে, সে ইসলাম গ্রহণ করবে। যখন তিনি সেই কুরায়শের সাথে কথপোকথন করছিলেন এমন সময় আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আসেন, তিনি অনেক আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন- তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে থাকেন, আর সে ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই লোকটির ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আশান্বিত ছিলেন, কাজেই তিনি আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুমকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেন, যাতে করে তিনি সেই ব্যক্তির সাথে কথপোকথন শেষ করতে পারেন, তিনি আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুমের চেহারার দিকে মুখ ভার করে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যের দিকে মুখ করেন। তখন আল্লাহ তাআ'লা অবতীর্ণ করেন ঃ ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ ۝ أَن جَآءَهُ ٱلۡأَعۡمَىٰ ۝ وَمَا يُدۡرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ ۝﴾ **"১. (নাবী) মুখ ভার করল আর মুখ ঘুরিয়ে নিল। ২. (কারণ সে যখন কুরায়শ সরদারদের সাথে আলোচনায় রত ছিল তখন) তার কাছে এক অন্ধ ব্যক্তি আসল। ৩. (হে নাবী!) তুমি কি জান, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত"** অর্থাৎ তার আত্মিক পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জিত হত, ﴿أَوۡ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكۡرَىٰٓ ۝﴾ **"৪. কিংবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে লাগত"** অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয় থেকে সে সতর্কতা ও পরহেযগারিতা অর্জন করত, ﴿أَمَّا مَنِ ٱسۡتَغۡنَىٰ ۝ فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ ۝﴾ **"৫. পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না, ৬. তার প্রতি তুমি মনোযোগ দিচ্ছ"** তুমি ধনী ব্যক্তিটির দিকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলছ এ আশায় যে, সে হিদায়াত লাভ করবে। ﴿وَمَا عَلَيۡكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۝﴾ **"৭. সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার উপর কোন দোষ নেই"**[১২০] অর্থাৎ যদি সে পরিশুদ্ধ না হয় তবে তার দায়-দায়িত্ব তোমার উপর নয়, ﴿وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسۡعَىٰ ۝ وَهُوَ يَخۡشَىٰ ۝﴾ **"৮. পক্ষান্তরে যে লোক তোমার কাছে ছুটে আসল। ৯. আর সে ভয়ও করে"** অর্থাৎ সে তোমাকে তালাশ করে এবং তোমার কাছে আসে যাতে করে তুমি তাকে যা বল তার মাধ্যমে দিশা লাভ করতে পারে। ﴿فَأَنتَ عَنۡهُ تَلَهَّىٰ ۝﴾ **"১০. তুমি তার প্রতি অমনোযোগী হলে"** অর্থাৎ তুমি দারুণ ব্যস্ত, এখান থেকে আল্লাহ তাআ'লা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, নির্দিষ্টভাবে তিনি যেন কাউকে সতর্ক না করেন; বরং সম্ভ্রান্ত-নিম্ন শ্রেণী, ধনী-দরিদ্র, দাস-মনিব, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলকে সমানভাবে সতর্ক করেন, এরপর আল্লাহ তাআ'লা যাকে খুশি সঠিক পথে পরিচালিত করেন, তাঁর রয়েছে নিগূঢ় প্রজ্ঞা এবং সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ।

৭১৪২. (সহীহ): হাফিয আবূ ইয়া'লা তার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মাদ বিন মাহদী আবদুর রায্যাক মা'মার কাতাদাহ আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ﴾ এর ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন

১২০. সহীহ আল-মুসনাদ মিন আসবাবিন নুযূল ২৩০ নং পৃষ্ঠা। তাহকীক আলবানী: সহীহ।

উবাই বিন খালফের সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন। ইত্যবসরে ইবনু উম্মে মাকতুম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর কাছে আগমন করেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার প্রতি মনোযোগ দেননি। ফলে আল্লাহ তা'আলা ﴿عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ۙ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۙ﴾ নাযিল করেন। এরপর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনু উম্মে মাকতুমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করনে।[১২১] কাতাদাহ বলেন, আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি তাঁকে (ইবনু উম্মে মাকতুম) কাদেসিয়ার দিন দেখেছি, তিনি লৌহ বর্ম ও কালো পতাকা ধারণ করেছিলেন।[১২২]

৭১৪৩. (সহীহ্): আবূ ইয়া'লা ও ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, ∝সাঈদ বিন ইয়াহইয়া আল-উমাবী⟩আমার পিতা (ইয়াহইয়া আল-উমাবী)⟩হিশাম বিন উরওয়াহ⟩উরওয়াহ (ইবনুয যুবায়র)⟩আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩∝ বলেন: ﴿عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى﴾ **"(নাবী) মুখ ভার করল আর মুখ ঘুরিয়ে নিল"** (এ আয়াতটি) অন্ধ ইবনু উম্মে মাকতুমের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলতে থাকে ঃ আমাকে দিক-নির্দেশনা দান করুন, তিনি (মা আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে জনৈক কুরায়শ নেতা উপস্থিত ছিল। তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে উপেক্ষা করে অন্যের প্রতি মনোনিবেশ করেন, আর বলেন: আমি যা বলছি তাতে কোন কোন সমস্যা আছে বলে কি তুমি মনে কর? সে বলে ঃ 'না' এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আ অবতীর্ণ করেন ঃ ﴿عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى﴾ **"(নাবী) মুখ ভার করল আর মুখ ঘুরিয়ে নিল"**। ইমাম তিরমিযী এই হাদীস্র বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাতে আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বর্ণনা উল্লেখ করেননি। **আমি** (ইবনু কাস্রীর) **বলি** ঃ মুওয়াত্তাতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[১২৩]

৭১৪৪. ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতিম তারা উভয়ে আওফীর সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

بَيْنَا رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي عتبة بْنَ رَبِيعَةَ، وَأَبَا جَهْلِ بنَ هِشَامٍ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ-وَكَانَ يَتَصَدَّى لَهُمْ كَثِيرًا، وَيَحْرِصُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤْمِنُوا-فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْمَى-يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ-يَمْشِي وَهُوَ يُنَاجِيهِمْ، فَجَعَلَ عَبْدُ اللهِ يَسْتَقْرِئُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَبَسَ فِي وَجْهِهِ، وَتَوَلَّى وكَرِهَ كَلَامَه، وَأَقْبَلَ عَلَى الْآخَرِينَ، فَلَمَّا قَضَى رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجْوَاهُ، وَأَخَذَ يَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ، أَمْسَكَ اللهُ بَعْضَ بَصَرِهِ، ثُمَّ خَفَقَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ: (عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ۙ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۙ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ۙ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۙ) فَلَمَّا نَزَلَ فِيهِ مَا نَزَلَ، أَكْرَمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمَهُ وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا حَاجَتُكَ؟ هَلْ تُرِيدُ مِنْ شَيْءٍ؟" وَإِذَا ذَهَبَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ: "هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِي شَيْءٍ؟". وَذَلِكَ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى * وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَزَّكَّى)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উতবাহ বিন রাবীআহ ও আবূ জাহল বিন হিশাম এবং আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের ঈমান ও হিদায়াতের প্রতি খুবই কৌতূহলী ও আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। একদিন তিনি তাদের সাথে বসে আলাপ করছিলেন। ইত্যবসরে আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম নামক এক অন্ধ সাহাবী এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যা শিখিয়েছেন তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দিন।

---

১২১. মুসান্নাফ আবদর রায্যাক ৩৪৯৬, আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩১৪, মুসনাদ আবূ ইয়া'লা ৫/৪৩১ হা/৩১২৩। **তাহকীকঃ** সহীহ।
১২২. আত-তাবারী ৩০/৩৩।
১২৩. আত-তাবারী ২৪/২১৭, মুসনাদ আবূ ইয়া'লা ৮/২৬১, তুহফাতুল আহওয়াযী ৩৩৩১, মুওয়াত্তা মালিক ৪৭৬। ইবনু জারীর তার "আত-তাবারী" গ্রন্থে (৩০/৩২) উল্লেখ করেছেন। তিরমিযী পর্ব ঃ তাফসীর ৩৩৩১, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্রটি গারীব, ইবনু হিব্বান তার "সহীহাহ" গ্রন্থে (১৭৬৯) ও "আল-ইহসান" গ্রন্থে (৫৩৫) উল্লেখ করেছেন। শায়খ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) সানাদটিকে সহীহ বলেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে অন্যদের সাথেই কথা বলতে লাগলেন। আলাপ শেষে ঘরে যাবার পথে আল্লাহ তাআলা ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰٓ﴾ আয়াতগুলো নাযিল করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনু উম্মে মাকতুমকে শ্রদ্ধা করে চলতেন এবং যত্নসহকারে তাঁর কথা শুনতেন এবং সর্বদা তাঁর কোন প্রয়োজন আছে কি না খোঁজখবর নিতেন।[১২৪] হাদীসটি গারীব ও তার সানাদ নিয়ে সমালোচনা রয়েছে।

৭১৪৫. (সহীহ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊[আহমাদ বিন মানসূর আর রামাদী]X[আবদুল্লাহ বিন সালিহ]X[লায়স]X[য়ূনুস]X[ইবনু শিহাব]X[সালিম বিন আবদুল্লাহ]X[আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, নিশ্চয় বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাতের কিছু অংশ বাকি থাকতেই আযান দেয় সুতরাং তোমরা পানাহার করো ইবনু উম্মে মাকতূমের আযান দেয়া পর্যন্ত। তিনি ছিলেন একজন অন্ধ সাহাবী, তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ﴾ এই আয়াত নাযিল করেছেন। তিনি বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে মুআযযিন হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। সালিম বলেন, তিনি ছিলেন অন্ধ, তাই মানুষেরা যখন বলত ফজর হয়ে গেছে, তখন তিনি আযান দিতেন।[১২৫] অনুরূপভাবে উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র, মুজাহিদ, আবূ মালিক, কাতাদাহ, দহহাক ও ইবনু যায়দসহ আরো অন্যান্য সালাফ ও খালাফ (মুফাসসির-এর) মতে আলোচ্য আয়াতগুলো ইবনু উম্মে মাকতুমের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রসিদ্ধ মত হলো তার নাম আবদুল্লাহ এবং তাকে আমর বলে ডাকা হতো।

কুরআনের গুণাবলি

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ **"১১. না, এটা মোটেই ঠিক নয়, এটা তো উপদেশ বাণী"** অর্থাৎ এই সূরাহ অথবা ইল্‌ম প্রচারের ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত-সাধারণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মাঝে সাম্যতা বজায় রাখার উপদেশ। কাতাদাহ ও সুদ্দী বলেনঃ ﴿كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ **"না, এটা মোটেই ঠিক নয়, এটা তো উপদেশ বাণী"** অর্থাৎ কুরআন, ﴿فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ﴾ **"১২. কাজেই যার ইচ্ছে তা স্মরণে রাখবে"** অর্থাৎ যার ইচ্ছা সে তার সমস্ত কাজে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করবে, অথবা সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ওয়াহী, কেননা এখানে আলোচনার দ্বারা তাই বুঝা যায়।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾ **"১৩. (এটা লিপিবদ্ধ আছে) মর্যাদাসম্পন্ন কিতাবসমূহে ১৪. সমুন্নত, পবিত্র"** এই সূরাহ অথবা উপদেশ একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত; বরং সমগ্র কুরআন সম্মানিত কিতাবসমূহে অর্থাৎ মর্যাদাপূর্ণ ও পবিত্র। ﴿مَّرْفُوعَةٍ﴾ **"১৪. সমুন্নত"** অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদা ﴿مُّطَهَّرَةٍ﴾ **"পবিত্র"** অর্থাৎ অপবিত্রতা, সংযোজন এবং ত্রুটি থেকে মুক্ত। আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿بِأَيْدِى سَفَرَةٍ﴾ **"১৫. (এমন) লেখকদের হাতে"**। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মুজাহিদ, দহ্‌হাক এবং ইবনু যায়দ বলেনঃ তারা হচ্ছে ফেরেশ্‌তা।[১২৬] ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, তারা হচ্ছে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথী। কাতাদাহ বলেন, তারা কুরআনের পাঠক। ইবনু জুরায়জ বলেন, ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত, তারা হলো কুরআনের পাঠক। ইবনু জারীর বলেন, সাফারা হচ্ছে ফেরেশ্‌তাগণ যারা আল্লাহর সৃষ্টি

---

১২৪. ইবনু আবী হাতিম ১৯১২৫, তাবারী ৩৬৩১৯, সানাদে আতিয়্যাহ আল-আওফী রয়েছেন তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আর সানাদের মাঝে একাধিক অপরিচিত রাবী রয়েছে। **তাহকীকঃ** সানাদটি দুর্বল।

১২৫. সহীহুল বুখারী ৬২০, মুসলিম ৭৬৮, তিরমিযী ২০৩, নাসাঈ ৬৩৮, আহমাদ ৫৭, সহীহ আল-জামি' ২০৪০। উক্ত হাদীসে বর্ণিত সানাদে সালিহ বিন আবদুল্লাহ একজন দুর্বল রাবী। তার দুর্বলতার কারণে উক্ত সানাদটি দুর্বল কিন্তু এর একাধিক বিশুদ্ধ শাওয়াহিদ থাকায় উক্ত হাদীসটি সহীহ। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১২৬. আত-তাবারী ২৪/২২১, আদ-দুররুল মানসূর ৮/৪১৮।

জীবের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। এ শব্দ থেকেই রাষ্ট্রদূতকে السفير। বলা হয় যিনি মানুষের কল্যাণের চেষ্টা করেন, যেমনটি কবি বলেন,

وَمَا أَدَعُ السَّفَارَةَ بَيْنَ قَوْمِي . وَمَا أَمْشِي بِغِشٍّ إِنْ مَشَيْتُ

আমি রেখে আসিনি আমার সম্প্রদায়ের মাঝে কোন কল্যাণকামীকে, আমি ধোঁকার কাজ করে চলি না।[১২৭]

ইমাম বুখারী বলেন: ﴿سَفَرَةٍ﴾-এর অর্থ হচ্ছে ফেরেশ্‌তা, এরা লোকদের পারস্পরিক বিষয়াদির সংশোধনের উদ্দেশ্যে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, ফেরেশ্‌তা যখন ওয়াহী নিয়ে অবতরণ করে তখন সে সেটাকে এমনভাবে নিয়ে আসে যেভাবে একজন রাষ্ট্রদূত লোকদের ব্যাপারাদি সংশোধনের জন্য আগমন করে।[১২৮]

আল্লাহ তাআ'লার বাণীঃ ﴿كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ **"১৬. (যারা) মহা সম্মানিত পূত-পবিত্র"** তারা সৃষ্টিগতভাবে সম্মানিত, সুদর্শন, সম্ভ্রান্ত, তাদের চরিত্র এবং তাদের কর্মকাণ্ড ন্যায়নিষ্ঠ, খাঁটি এবং নিখুঁত। উল্লেখ্য যে, কুরআনের বাহকের (ফেরেশ্‌তার) কথাবার্তা এবং কর্মকাণ্ড এমনই ন্যায়নিষ্ঠ এবং যথার্থ হওয়াই উচিত।

৭১৪৬. (স্বহীহ্): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন: ‹ইসমাঈল› ‹হিশাম› ‹কাতাদাহ› ‹যুরারাহ বিন আওফা› ‹সা'দ বিন হিশাম› ‹আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)› বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে আর সে তাতে পারদর্শি ও সে মহা সম্মানিত পূত-পবিত্র লেখকদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তির কুরআন পাঠে কষ্ট হয় তার দ্বিগুণ স্বাওয়াব।[১২৯] একদল হাদীস্ব সংকলক কাতাদাহ'র সূত্রে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।[১৩০]

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿١٧﴾	**১৭. মানুষ ধ্বংস হোক! কোন্ জিনিস তাকে সত্য প্রত্যাখ্যানে উদ্বুদ্ধ করল?**
مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾	**১৮. আল্লাহ তাকে কোন্ বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন?**
مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿١٩﴾	**১৯. শুক্রবিন্দু হতে। তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পরিমিতভাবে গড়ে তুলেছেন।**
ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿٢٠﴾	**২০. অতঃপর তিনি (উপায়-উপকরণ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে জীবনে চলার জন্য) তার পথ সহজ করে দিয়েছেন।**
ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾	**২১. অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন।**
ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿٢٢﴾	**২২. অতঃপর যখন তিনি চাইবেন তাকে আবার জীবিত করবেন।**
كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿٢٣﴾	**২৩. না, মোটেই না, আল্লাহ তাকে যে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন তা সে এখনও পূর্ণ করেনি।**
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾	**২৪. মানুষ তার খাদ্যের ব্যাপারটাই ভেবে দেখুক না কেন।**

১২৭. ইবনু জারীর তার "তাফসীর" গ্রন্থে (৩০/৩৫) উল্লেখ করেছেন।
১২৮. ফাতহুল বারী ৮/৫৬১।
১২৯. আহমাদ ৬/৪৮, আল-ফাতহুল কাবীর ৩/৭০। **তাহকীক আলবানী** ঃ স্বহীহ।
১৩০. ফাতহুল বারী ৫/১৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস্ব নাম্বার ২৯০৪, স্বহীহুল বুখারী ৪৯৩৭, মুসলিম ৭৯৮, আবূ দাউদ ১৪৫৬, তুহফাতুল আহওয়াযী ২৯০৪, নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৬৪৬, ইবনু মাজাহ ৩৭৭৯। **তাহকীক আলবানী** ঃ স্বহীহ।

২৫. আমি প্রচুর পানি ঢালি,	أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾
২৬. তারপর জমিনকে বিদীর্ণ করে দেই,	ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾
২৭. অতঃপর তাতে আমি উৎপন্ন করি-শস্য,	فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾
২৮. আঙ্গুর, তাজা শাক-শব্জী,	وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾
২৯. যয়তুন, খেজুর,	وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾
৩০. আর ঘন বৃক্ষপরিপূর্ণ বাগবাগিচা,	وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾
৩১. আর নানান জাতের ফল আর ঘাস-লতাপাতা।	وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾
৩২. তোমাদের আর তোমাদের গৃহপালিত পশুগুলোর ভোগের জন্য।	مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾

যারা মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে জবাব

আল্লাহ তাআলা ঐ সমস্ত লোকদের নিন্দা করেন যারা কিয়ামাত এবং পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে। ﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ **"১৭. মানুষ ধ্বংস হোক! কোন্ জিনিস তাকে সত্য প্রত্যাখ্যানে উদ্বুদ্ধ করল?"** দহ্হাক বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: ﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ﴾ (মানুষ ধ্বংস হোক) মানুষ ঘৃণিত হোক।[১৩১] তেমনিভাবে আবূ মালিক তার অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, এখানে অস্বীকারকারী মানুষদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা কোন ভিত্তি ছাড়া কেবল অসম্ভব ভাবে এবং বিনা জ্ঞানে বেশী বেশী অস্বীকার করে। ইবনু জুরায়জ বলেন: ﴿مَا أَكْفَرَهُ﴾ **"কোন্ জিনিস তাকে সত্য প্রত্যাখ্যানে উদ্বুদ্ধ করল?"** অর্থাৎ তার চেয়ে নিকৃষ্ট অবিশ্বাসী কেউ নেই। কাতাদাহ বলেন: ﴿مَا أَكْفَرَهُ﴾ **"কোন্ জিনিস তাকে সত্য প্রত্যাখ্যানে উদ্বুদ্ধ করল?"** অর্থাৎ তার চেয়ে বেশী অভিশপ্ত আর কেউ নেই।[১৩২]

ইবনু জারীর বলেন, ﴿مَا أَكْفَرَهُ﴾ অর্থ ما أشد كفره অর্থাৎ সে কত বড় অকৃতজ্ঞ। কেউ বলেন, এই আয়াতের অর্থ: কোন জিনিস তাকে কাফির বানালো অর্থাৎ পুনরুত্থানকে অস্বীকার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করল? কাতাদাহ বলেন, ﴿مَا أَكْفَرَهُ﴾ অর্থ ما ألعنه অর্থাৎ মানুষ কত অভিশপ্ত।

এরপর আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন যে, তিনি মানুষকে কিভাবে নিকৃষ্ট বস্তু দ্বারা তৈরী করেছেন, আর তিনি তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে সক্ষম যেভাবে তিনি তাকে প্রথম সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন: ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿١٩﴾﴾ **"১৮. আল্লাহ তাকে কোন্ বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন? ১৯. শুক্রবিন্দু হতে। তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পরিমিতভাবে গড়ে তুলেছেন"** অর্থাৎ তিনি ফায়সালা দিয়েছেন তার জীবনকাল কতদিন হবে, তার জীবিকা কেমন হবে, তার আমল কেমন হবে, সে হতভাগা হবে নাকি সৌভাগ্যবান। ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿٢٠﴾﴾ **"২০. অতঃপর তিনি (উপায়-উপকরণ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে জীবনে চলার জন্য) তার পথ সহজ করে দিয়েছেন"**। আওফী বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ

---

১৩১. কুরতুবী ১৯/২১৭।
১৩২. আল-বাগাবী ৪/৪৪৮।

বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: এরপর তার মায়ের পেট থেকে বের হওয়া তার জন্য সহজ করে দেন।[১৩৩] ইকরিমাহ, দহ্হাক, আবূ স্বালিহ, কাতাদাহ, সুদ্দী তারা সকলে এরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। ইবনু জারীর তাদের এ মতকে পছন্দ করেছেন।[১৩৪] মুজাহিদ বলেন: এটা আল্লাহ তা'আলার এই আয়াত ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ **"আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে"**[১৩৫]-এর মত, অর্থাৎ তার কাছে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার করে দিয়েছি, তার কাজকে তার জন্য সহজ করে দিয়েছি, অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন হাসান এবং ইবনু যায়দ।[১৩৬] আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত, এ সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ **"২১. অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন"** অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টির পরে তার মৃত্যু দিয়েছেন এরপর তাকে করেছেন কবরের অধিবাসী। আরবরা যখন কোন লোককে কবর দেয় তখন বলে থাকে ঃ قبرت الرجل লোকটিকে আমরা কবর দিয়েছি, আল্লাহ তাআলা তাকে কবরস্থ করেছেন, ষাঁড়ের শিং ক্রোধান্বিত হয়েছে আল্লাহ তাআলা এটিকে রাগিয়ে দিয়েছেন, অমুককে আমার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, আল্লাহ তাআলা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, অর্থাৎ তাকে বিতাড়িত করেছেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ **"২২. অতঃপর যখন তিনি চাইবেন তাকে আবার জীবিত করবেন)** অর্থাৎ তার মৃত্যুর পরে তাকে পুনরুত্থিত করবেন, আর একেই البعث এবং النشور বলা হয়। ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ **"তাঁর নিদর্শনের মধ্যে হল এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমরা এখন মানুষ, সবখানে ছড়িয়ে রয়েছ)"**[১৩৭] ﴿وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا﴾ **"আবার তুমি হাড়গুলোর দিকে লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে ওগুলো জোড়া লাগিয়ে দেই, তারপর গোশত দ্বারা ঢেকে দেই।"**[১৩৮]

৭১৪৭. ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০(আমার পিতা আবূ হাতিম)(আস্বাগ ইবনুল ফারাজ)(ইবনু ওয়াহব)(আমর ইবনুল হারিস্)(দাররাজ আবূ সামহ (দুর্বল))(আবুল হায়স্বাম)(আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))০ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

يَأْكُلُ التُّرَابُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنَبِهِ قِيلَ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْهُ يُنْشَئُونَ"

মাটি মানুষের প্রতিটি অংগ প্রত্যঙ্গকে খেয়ে ফেলে কিন্তু সরিষার দানা পরিমাণ মেরুদণ্ডের মাথার একটি হাড্ডি অক্ষত থাকে। সেটি থেকেই মানুষ পুনরায় জীবিত হবে।[১৩৯]

৭১৪৮. (স্বহীহ): বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, আ'মাশ বর্ণনা করেন, আবূ স্বালিহ বলেন: আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন ঃ كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَبْلَى إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ، مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ আদম সন্তানের সমস্ত দেহই ক্ষয়

---

১৩৩. আত-তাবারী ২৪/২২৩।
১৩৪. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৪১৯, ২২৩, ২২৪।
১৩৫. সূরাহ ইনসান, ৭৬ঃ ৩।
১৩৬. আত-তাবারী ২৪/২২৪।
১৩৭. সূরাহ রূম ৩০ঃ ২০।
১৩৮. সূরাহ বাকারাহ, ২ঃ ২৫৯।
১৩৯. **হাদীস্টি** "مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْهُ يُنْشَئُونَ" ছাড়া স্বহীহ। দেখুন শাইখ আলবানীর "আত তা'লীকাতুল হিসান আলা স্বহীহ ইবনু হিব্বান ওয়া তামঈযি সাকীমিহি মিন স্বহীহিহি ওয়া শাযযিহি মিন মাহফূযিহি" (৩১৩০)। আর এ মর্মে বর্ণিত স্বহীহ হাদীস্ জানতে দেখুন "স্বহীহ বুখারী" (৪৮১৪), বুখারী ও মুসলিম (মিশকাত : (৫৫২১), "স্বহীহ ইবনু মাজাহ" (৪২৬৬), **"স্বহীহ জামেউস সাগীর" (৫৩৯৫), "স্বহীহ তারগীব অত তারহীব" (৩৫৭৪)।**

হয়ে যাবে কিন্তু তার দুই নিতম্বের মাঝের নরম হাড্ডি ব্যতীত। এ থেকে তাকে বানানো হয়েছিল আর এর **মাধ্যমে** তাকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে।[১৪০]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ﴾ **"২৩. না, মোটেই না, আল্লাহ তাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা সে এখনও পূর্ণ করেনি"** ইবনু জারীর বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন: অবিশ্বাসীরা যা বলে প্রকৃত ব্যাপার আসলে তা নয়, সে দাবি করে যে, সে আল্লাহ তাআলার প্রতি তার জান ও মালের হক আদায় করেছে। ﴿لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ﴾ **"না, মোটেই না, আল্লাহ তাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা সে এখনও পূর্ণ করেনি"** আল্লাহ তাআলার প্রতি অবশ্য পালনীয় যে সব ফরয বিষয়ের নির্দেশ তাকে দেয়া হয়েছিল সেগুলো সে পালন করেনি।[১৪১] অতঃপর ইবনু আবী হাতিম তারিক বিন আবী নাজীহ থেকে মুজাহিদ এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ﴾ অর্থ: মানুষ কখনো নিজের দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করতে পারবে না। ইমাম বাগাবী হাসান আল-বাসরী থেকে এরূপ ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করেছেন। এর অর্থ সম্পর্কে আমার কাছে যা মনে হয়েছে, তবে আল্লাহই এর অর্থ সম্পর্কে ভাল জানেন। ﴿ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ﴾ **"অতঃপর যখন তিনি চাইবেন তাকে আবার জীবিত করবেন"** এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে পুনরুত্থিত করবেন। ﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ﴾ **"না, মোটেই না, আল্লাহ তাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা সে এখনও পূর্ণ করেনি"** অর্থাৎ এখন পর্যন্তও সে তা পালন করেনি, এমনকি আদম সন্তানের সময়সীমা পার হয়ে গেছে, তার পার্থিব জীবনের সীমা অতিবাহিত হয়েছে, ইহলৌকিক জীবন পূর্ণ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা যার ব্যাপারে যেমন লিপিবদ্ধ করেছেন যে, এ পরিমাণ সময় সে দুনিয়াতে অবস্থান করবে। আল্লাহ তাআলা বাস্তবে ঘটবে এমন এবং ফায়সালাগত উভয় ধরনের নির্দেশ দিয়েছেন।

ইবনু আবী হাতিম ওয়াহব বিন মুনাব্বিহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, উযায়র (আলাইহিস সালাম) বলেছেন, এক ফেরেশ্তা এসে আমাকে বলল: কবরসমূহ হলো পৃথিবীর পেট আর পৃথিবী হলো সৃষ্টির মা। যখন সমস্ত মাখলূক সৃষ্টি করা শেষ হয়ে যাবে এবং মৃত্যুবরণ করে সবাই কবরে চলে যাবে তখন দুনিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং পৃথিবী তার উদরস্ত সমুদয় বস্তু বাইরে নিক্ষেপ করবে আর কবরসমূহ তার মধ্যকার সবকিছু বের করে ফেলবে। এই বর্ণনা আমার বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। আল্লাহই এর সঠিক জ্ঞান রাখেন।

বীজ জন্মানো এবং অন্যান্য বিষয় প্রমাণ করে যে, মৃত্যুর পরে মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ﴾ **"২৪. মানুষ তার খাদ্যের ব্যাপারটাই ভেবে দেখুক না কেন"** এটা এমন এক আহ্বান যার উপরে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ প্রতিফলিত হয়, মৃত জমিন থেকে উদ্ভিদের উৎপন্ন হওয়াতে দেহসমূহের পুনরুত্থানের প্রমাণ রয়েছে, অথচ তা জরাগ্রস্ত হাড়হাড্ডি ও বিক্ষিপ্ত ধূলাতে পরিণত হয়েছিল। ﴿اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا﴾ **"২৫. আমি প্রচুর পানি ঢালি"** অর্থাৎ আসমান থেকে জমিনের উপরে তা বর্ষণ করি, ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا﴾ **"২৬. তারপর জমিনকে ফুটাফাটা করে দেই"** অর্থাৎ আমরা একে জমিনের মাঝে স্থির করেছি, এরপর তা এর সীমানায় প্রবেশ করেছে, এরপর তা বীজের অংশগুলোর সাথে মিশ্রিত হয়েছে যা জমিনের বাম দিকে রয়েছে, এরপর তা গজিয়েছে, বেড়ে উঠেছে এবং জমিনের উপরে প্রকাশ পেয়েছে। ﴿فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۙ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا﴾ **"২৭. অতঃপর তাতে আমি**

---

১৪০. ফাতহুল বারী ১৩/৩৬৯ নং পৃষ্ঠা, হাদীস নাম্বার ৪৪৪০, সহীহুল বুখারী ৪৯৩৫, মুসলিম ২৯৫৫। **তাহকীক আলবানী ঃ** সহীহ। সূরাহ মু'মিনূন আয়াত নং ১৪ ও সূরাহ ফাতির এর ৯ নং আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৪১. আত-তাবারী ২৪/২২৫।

উৎপন্ন করি-শস্য, ২৮. আঙ্গুর, তাজা শাক-সব্জী" حب দ্বারা সব ধরনের বীজকে বোঝানো হয়েছে, আঙ্গুর সকলের পরিচিত। قضب হচ্ছে সিক্ত ভেষজ উদ্ভিদ যেগুলো জীবজন্তু খেয়ে থাকে, একে القت ও বলা হয়। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), কাতাদাহ, দহ্হাক এবং সুদ্দী এ মত ব্যক্ত করেছেন।[১৪২] হাসান আল-বাস্‌রী বলেনঃ القضب এর অর্থ হচ্ছে গবাদি পশুর শুকনা খাদ্য। ﴿وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا﴾ **"২৯. যায়তূন, খেজুর"** এটা প্রসিদ্ধ, এটা এক ধরনের খাদ্য যেমন এর রসও একটি খাদ্য, এটা সকালের নাস্তায় খাওয়া হয় আর তেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। একে বালহা (কাঁচা খেজুর), বুস্‌র (অপক্ক খেজুর), রুতাব (পাকা খেজুর) এবং তাম্‌র (শুকনা খেজুর) রান্নাবিহীন এবং রান্না করা প্রভৃতি অবস্থায় খাওয়া যায়। এর থেকে রসও বের করা হয় জেলি এবং সিরকা বানানোর জন্য। ﴿وَحَدَائِقَ غُلْبًا﴾ **"৩০. আর ঘন বৃক্ষ পরিপূর্ণ বাগবাগিচা"** অর্থাৎ বাগবাগিচা। হাসান এবং কাতাদাহ উভয়ে বলেনঃ غلبا দ্বারা উদ্দেশ্য খেজুর বৃক্ষ যা ঘন এবং দেখতে সুন্দর।[১৪৩] আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও মুজাহিদ বলেনঃ যা একত্রিত ও সংগ্রহ করা হয়েছে।[১৪৪]

ইবনু আব্বাস বলেন, গুলবা হচ্ছে ছায়াদার গাছ। আলী বিন আবী তালহাহ তিনি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন, ﴿وَحَدَائِقَ غُلْبًا﴾ অর্থ লম্বা, ইকরিমাহ বলেন, غُلْبًا বলা হয় যার মধ্যটি ঘণ, অপর বর্ণনায় রয়েছে যার গর্দান মোটা। আপনি কি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করেন না? যার গর্দান মোটা তার ব্যাপারে বলা হয়, আল্লাহর কসম! সে বিজয় হবে। ইবনু আবী হাতিম এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনু জারীর নরম রুটির ব্যাপারে একটি পংক্তি উল্লেখ করেছেনঃ

প্রখ্যাত কবি ফারাযদাক তার চির প্রতিদ্বন্দ্বী কবি জারিরকে কথার বাণে আক্রমণ করে বলেন,

عَوَي فَاثَارَ أغلبَ ضَيْغَمِيًا   فَوَيْلَ ابن المَراغَة ما استَثَارا

অর্থঃ সে (জারির) ঘেউ ঘেউ করল, ফলে মোটা ঘাড়বিশিষ্ট সিংহকে (ফারাযদাককে) উত্তেজিত করে ফেলল, সুতরাং গাধীর ছেলে যা কিছু উস্কানীমূলক আচরণ করল তা তার জন্য বুমেরাং হয়ে গেল।

আল্লাহ তাআ'লার বাণীঃ ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ **"৩১. আর নানান জাতের ফল আর ঘাস-লতাপাতা"** فاكهة হচ্ছে সব ধরনের ফলমূল, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ যে সব ফলমূল পাকা খাওয়া হয়, আর الأب হচ্ছে জমিন থেকে উৎপন্ন হওয়া ঘাস যা জীবজন্তু ভক্ষণ করে, যা মানুষের খাদ্য নয়।[১৪৫] তাঁর থেকে অপর এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ গবাদিপশুর ঘাস।[১৪৬]

মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়র ও আবূ মালিক বলেন, الأب অর্থ ঘাস, তৃণ। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ ও ইবনু যায়দ প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, তারা বলেন, মানুষের জন্য الفاكه তথা সব ধরনের ফলমুল আর গবাদি পশুর জন্য الأب তথা ঘাস, তৃণ। আতা' হতে বর্ণিত আছে যে, ভূমিতে যা কিছু উৎপন্ন হয় তাকেই الأب বলা হয়। দাহ্হাক বলেন, ফল ছাড়া ভূমিতে উৎপন্ন সবকিছুকেই الأب বলা হয় ইত্যাদি। {ইবনু ইদরীস}{আসিম বিন কুলায়ব}{তার পিতা (কুলায়ব)}{ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)} বলেন, الأب হলো যা

১৪২. আত-তাবারী ২৪/২২৬।
১৪৩. আত-তাবারী ২৪/২২৮, ৪২১।
১৪৪. আত-তাবারী ২৪/২২৭।
১৪৫. আত-তাবারী ২৪/২৩০, ২৩১।
১৪৬. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৪২১।

ভূমিতে উৎপন্ন হয় ও গবাদি পশু খায় কিন্তু মানুষ তা খায় না।[১৪৭] ইবনু জারীর তিনটি সূত্রে বলেন, [ইবনু ইদরীস ⟩ আবূ কুরায়ব ও আবুস সাইব ⟩ সাঈদ বিন জুবায়র ⟩ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] [ইবনু ইদরীস ⟩ আবদুল মালিক ⟩ সাঈদ বিন জুবায়র ⟩ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, الأَبّ হলোঃ জমিন যা গবাদি পশুর জন্য উৎপন্ন করে। এই শব্দগুলো আবূ কুরায়বের।[১৪৮] আবুস সাইব তার হাদীস্রে বলেন, জমিন যা উৎপন্ন করে তা থেকে মানুষ ও গবাদি পশু যা খায়।[১৪৯]

আওফী ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সূত্রে বলেন, الأَبّ হলোঃ চরণভূমির ঘাস বা তৃণ। মুজাহিদ, হাসান কাতাদাহ ও ইবনু যায়দসহ অন্যরাও অনুরূপ বলেছেন।

আবূ উবায়দ আল-কাসিম বিন সালাম বর্ণনা করেন, [মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ ⟩ আল-আওওয়াম বিন হাওশাব ⟩ ইবরাহীম আত-তায়মী ⟩ .... ⟩ বলেন, আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] কে ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ **"আর নানান জাতের ফল আর ঘাস-লতাপাতা"** এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: আকাশ কেন আমার ছায়া হবে জমিন কেন আমাকে বহন করবে? যদি আমি আল্লাহ তাআলার গ্রন্থ সম্পর্কে এমন কথা বলি যে সম্পর্কে আমার জানা নেই।[১৫০]

আর ইবনু জারীর আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে ঃ উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ **"(নাবী) মুখ ভার করল আর মুখ ঘুরিয়ে নিল"** পাঠ করেন, এরপর যখন তিনি ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ **"আর নানান জাতের ফল আর ঘাস-লতাপাতা"** এ আয়াতে আসেন, আমরা তো فاكهة **(ফলমূল)** চিনি কিন্তু الأَبّ কী? এরপর তিনি নিজে নিজেই বলেন: হে উমার,..এ ধরনের ক্লেশ পরিহার কর।[১৫১] এর সানাদ বিশুদ্ধ। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে একাধিক ব্যক্তি এটা বর্ণনা করেছেন, এখানে যা বুঝা যায় তা হচ্ছে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এটা দেখতে কেমন, এর প্রকৃতি কেমন এবং এর নির্ভুল বর্ণনা জানতে চেয়েছিলেন কারণ তিনি এবং যে-ই এটা পাঠ করে সেই জানে যে, এটা হচ্ছে জমিন থেকে উৎপন্ন একটি উদ্ভিদ, কেননা আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ﴿فَأَنْۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝ وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ۝ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ **"২৭. অতঃপর তাতে আমি উৎপন্ন করি-শস্য, ২৮. আঙ্গুর, তাজা শাক-সব্জী, ২৯. যয়তূন, খেজুর, ৩০. আর ঘন বৃক্ষ পরিপূর্ণ বাগবাগিচা, ৩১. আর নানান জাতের ফল আর ঘাস-লতাপাতা"**।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ **"৩২. তোমাদের আর তোমাদের গৃহপালিত পশুগুলোর ভোগের জন্য"** অর্থাৎ কিয়ামাত পর্যন্ত দুনিয়াতে এগুলো তোমাদের সকলের এবং তোমাদের গবাদি পশুগুলোর জীবনধারণের উপায়।

৩৩. অবশেষে যখন কান-ফাটানো শব্দ আসবে;	فَإِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ۝
৩৪. সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাই থেকে,	يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝
৩৫. তার মা, তার বাপ,	وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝

---

১৪৭. আত-তাবারী ২৪/১২১। **তাহকীকঃ** মুসলিমের শর্তে সহীহ।

১৪৮. আত-তাবারী ২৪/১২১।

১৪৯. আত-তাবারী ২৪/১২১।

১৫০. আল-বাগাবী ৪/৪৪৯, ফাদাইলুল কুরআন ২২৭, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৫৩০২, বায্যার বলেন, সানাদের সকল রাবী সিকাহ। রূহুল মাআনী ৬/৩৮, সিলসিলাতুস সহীহাহ ৬/৬, হা/২৫০৭। **তাহকীক আলবানীঃ** মাওকূফ সহীহ।

১৫১. আত-তাবারী ২৪/২২৯।

৩৬. তার স্ত্রী ও তার সন্তান থেকে,	وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿٣٦﴾
৩৭. সেদিন তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকবে।	لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿٣٧﴾
৩৮. সেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে,	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾
৩৯. সহাস্য, উৎফুল্ল।	ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾
৪০. সেদিন কতক মুখ হবে ধূলিমলিন।	وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾
৪১. কালিমা ওগুলোকে আচ্ছন্ন করবে।	تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾
৪২. তারাই আল্লাহকে প্রত্যাখ্যানকারী, পাপাচারী।	أُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

কিয়ামাত দিবস এবং সেখানে আত্মীয়-স্বজন থেকে লোকদের পলায়ন

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: ﴿الصَّآخَّةُ﴾ হচ্ছে কিয়ামাত দিবসের অন্যতম একটি নাম, যাকে আল্লাহ তাআলা বড় করে উপস্থাপন করেছেন, আর তাঁর বান্দদেরকে এর ভয় দেখিয়েছেন।[১৫২] ইবনু জারীর বলেন: সম্ভবত এটি শিঙ্গায় ফুঁৎকারের একটি নাম।[১৫৩] বাগাবী বলেন: الصاخة হচ্ছে কিয়ামাত দিবসের চিৎকার। এর এই নাম এ জন্য রাখা হয়েছে যে, এটা কর্ণবিদারী আওয়াজ করবে, অর্থাৎ কর্ণ ভেদ করবে আর তালা লাগিয়ে দিবে (আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাযত করুন)।[১৫৪]

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهٖ وَأَبِيْهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿٣٦﴾﴾ **"৩৪. সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাই থেকে, ৩৫. তার মা, তার বাপ, ৩৬. তার স্ত্রী ও তার সন্তান থেকে"** অর্থাৎ সে তাদেরকে দেখবে এরপর তাদের থেকে পালিয়ে যাবে, তাদের থেকে দূরে সরে পড়বে, কেননা আতঙ্ক অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হবে। ইকরিমাহ বলেন, কিয়ামতের দিন স্বামী স্ত্রীকে দেখে বলবে ঃ স্বামী হিসেবে দুনিয়াতে আমি তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছিলাম? উত্তরে স্ত্রী স্বামীর যথাসম্ভব প্রশংসা বর্ণনা করবে। তখন স্বামী স্ত্রীকে বলবে, বেশি কিছু নয় আজ তোমার কাছে আমি একটি মাত্র নেকী প্রার্থনা করছি। তুমি আমাকে একটি মাত্র নেকি দান কর। আশা করি তা দ্বারা আমি এই ভয়াবহ বিপদ হতে মুক্তিলাভ করতে পারব। উত্তরে স্ত্রী বলবে, তুমি আমার নিকট যা প্রার্থনা করছ, তা নিতান্তই নগণ্য বস্তু কিন্তু একটি নেকীও আমি তোমাকে দিতে পারব না। কারণ, তোমার ন্যায় আমিও আজ বিপদগ্রস্ত। তুমি যার ভয় করছ আমিও তারই ভয় করছি।

৭১৪৯. (সহীহ): শাফাআতের ব্যাপারে সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ

أَنَّهُ إِذَا طُلِبَ إِلَي كُلٍّ مِنْ أُولِي الْعَزْمِ أَنْ يَشْفَعَ عِنْدَ اللهِ فِي الْخَلَائِقِ، يَقُولُ: نَفْسِي نَفْسِي، لَا أَسْأَلُهُ اليومَ إِلَّا نَفْسِي، حَتَّي إِنَّ عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ يَقُولُ: لَا أَسْأَلُهُ الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي، لَا أَسْأَلُهُ مَرْيَمَ الَّتِي وَلَدَتْنِي

১৫২. আত-তাবারী ২৪/২৩২।
১৫৩. আত-তাবারী ২৪/২৩১।
১৫৪. আত-তাবারী ২৪/৪৪৯।

বড় বড় প্রত্যেক নবীর নিকট আবেদন জানানো হবে বান্দাদের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট শুপারিশ করার জন্য, কিন্তু সকলে বলবে, নাফসী, নাফসী আমি আমার নিজেকে ছাড়া অন্য কিছু চাইনা। এমনকি ঈসা বিন মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলবেন ঃ আজ আমি আমার নিজেকে ছাড়া আর কিছু চাইনা, আমি তাঁর নিকট মারইয়ামকেও চাইনা যে আমাকে প্রসব করেছে।[১৫৫]

এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۝﴾ **"সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাই থেকে, তার মা, তার বাপ, তার স্ত্রী ও তার সন্তান থেকে"** কাতাদাহ বলেন: সেদিনের বিভীষিকার চোটে সবচেয়ে প্রিয়জন, এরপর যারা রয়েছে, সবচেয়ে নিকটাত্মীয় এরপর যারা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝﴾ **"৩৭. সেদিন তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকবে"** প্রত্যেকের সার্বক্ষণিক চিন্তা থাকবে আপন আপন কর্ম নিয়ে, আর অন্যের বিষয়ে মনোযোগ দিতে অক্ষম হবে।

৭১৫০. (স্বহীহ): ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেন, ০[মুহাম্মাদ বিন আম্মার ইবনুল হারিস্র][আল-ওয়ালীদ বিন সালিহ][স্বাবিত আবূ যায়দ আল-আব্বদানী][হিলাল বিন খাব্বাব][সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً غُرْلًا " قَالَ: فَقَالَتْ زوجته: يا رسول الله، أَوَ يري بَعْضُنَا عَوْرَةَ بَعْضٍ؟ قَالَ: " (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) أَوْ قَالَ: "مَا أَشْغَلَهُ عَنِ النَّظَرِ

'তোমরা সকলে খালি পায়ে, উলঙ্গ শরীরে, পদব্রজে, খাতনা বিহীন অবস্থায় একত্রিত হবে'। বর্ণনাকারী [আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন: এরপর তাঁর স্ত্রী বলেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি দেখব অথবা আমাদের একে অপরের গোপন অঙ্গের দিকে কি তাকাবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: 'সেদিন তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকবে' অথবা বলেনঃ 'সে তাকানো থেকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত থাকবে'।[১৫৬] ইমাম নাসাঈ হাদীস্রটি ০[আবূ দাউদ][আরিম][স্বাবিত বিন ইয়াযীদ][হিলাল বিন খাব্বাব][সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ সূত্রে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৭১৫১. (স্বহীহ): ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, ০[আবদ বিন হুমায়দ][মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদায়ল][স্বাবিত বিন ইয়াযীদ][হিলাল বিন খাব্বাব][ইকরিমাহ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

تُحْشَرون حُفاة عُرَاة غُرْلًا". فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَيُبْصِرُ-أَوْ: يَرَي-بَعْضُنَا عَوْرَةَ بَعْضٍ؟ قَالَ: "يَا فُلَانَةُ، (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ)

'তোমরা সকলে খালি পায়ে, উলঙ্গ শরীরে এবং খতনা বিহীন অবস্থায় একত্রিত হবে। তখন একজন নারী বলে, আমরা একে অপরের লজ্জাস্থানের দিকে কি তাকাবো? তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: হে জনৈকা, সেদিন তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকবে[১৫৭], এরপর তিরমিযী বলেন: এই হাদীস্রটি হাসান-স্বহীহ।[১৫৮]

৭১৫২. (স্বহীহ): ইমাম নাসাঈ বলেন, ০[আমর বিন উস্রমান][বাকিয়্যাহ][আয-যুবায়দী][আয-যুহরী][উরওয়াহ][আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]০ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا". فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ بِالْعَوْرَاتِ؟ فَقَالَ: " لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

---

১৫৫. মাওসূআতুস স্বহীহ আল-মাসবূর মিনাত তাফসীর বিল মা'স্রূর ৪/৫৯৪। স্বহীহুল বুখারী পর্বঃ আত-তাফসীর ৪৭১২। তবে সেখানে (مريم التي ولدتنى) এ কথাটি নেই। এই শব্দগুলো হাদীস্রের মাঝে অতিরিক্ত। **তাহকীক আলবানী** ঃ স্বহীহ।

১৫৬. আল-হাকিম ২/২৫১, আল-মুসনাদ আল-জামি' ৭০৮৬, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৫৮৩, তিরমিযী ৩৩৩২, ইমাম তিরমিযী হাদীস্রটিকে হাসান বলেছেন, জামউল ফাওয়াইদ মিন জামিইল উসূল ৯৯৭৭। **তাহকীক আলবানী** ঃ হাসান স্বহীহ।

১৫৭. স্বহীহুল বুখারী পর্বঃ আর রিকাক ৬৫২৭, মুসলিম ২৮৫৯। **তাহকীক আলবানী** ঃ স্বহীহ।

১৫৮. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩৩৩২, তিরমিযী ৩৩৩২, নাসাঈ ১১৬৪৭। **তাহকীক আলবানী** ঃ হাসান স্বহীহ।

কিয়ামত দিবসে মানুষকে খালি পায়ে উলঙ্গ খতনাবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে। তখন আয়িশাহ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে পর্দার কী হবে? তখন তিনি বলেন: ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ **"সেদিন তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকবে।"** এই সূত্রে ইমাম নাসাঈ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[১৫৯]

৭১৫৩. (গরীব): ইবনু আবী হাতিম বলেন, আমার পিতা আবূ হাতিম, আযহার বিন হাতিম, ফাদল বিন মূসা, আইয বিন শুরায়হ (হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল), আনাস বিন মালিক, আয়িশাহ তিনি রাসূলুল্লাহ কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আমি আপনার নিকট একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি আপনি আমাকে তার সংবাদ দিন। রাসূলুল্লাহ বলেন, যদি আমার নিকট এর কোন জ্ঞান থাকে! আয়িশাহ বলেন, হে আল্লাহর নাবী! পুরুষদের কিভাবে পুনরুত্থান হবে? উত্তরে তিনি বলেন, حفاة عراة অর্থাৎ নগ্নপদে উলঙ্গ অবস্থায়। তিনি কিছু সময় অপেক্ষা করে আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নাবী মহিলারা কিভাবে পুণরুত্থান করবে? উত্তরে তিনি বলেন, حفاة عراة অর্থাৎ নগ্নপদে উলঙ্গ অবস্থায়। তিনি বলেন, তাহলে তাদের সতরের কী হবে? রাসূলুল্লাহ বললেন, তুমি এমন একটি বিষয় সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করেছ, যে সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা আমার প্রতি এমন একটি আয়াত নাযিল করেছেন যা তোমার কোন কাপড়ের প্রয়োজন হবে না। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নাবী! সেটি কোন আয়াত? তিনি বলেন, ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ অর্থাৎ **"সেদিন তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকবে"**।[১৬০] এই হাদীস্রটি গরীব ও অবান্তর। অনুরূপভাবে ইবনু জারীর আবূ আম্মার আল-হুসায়ন বিন হুরায়স্র আল-মারওয়াযীর সূত্রে ফাদল বিন মূসা থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবূ হাতিম বলেন, আইয বিন শুরায়হ এই হাদীস্রের ক্ষেত্রে দুর্বল।

৭১৫৪. ইমাম বাগাবী তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আহমাদ বিন ইবরাহীম আশ শারীহী, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আস্র স্রা'লাবী, হুসায়ন বিন আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান, মুহাম্মাদ বিন আবদুল আযীয, ইবনু আবী উওয়ায়স, আমার পিতা (আবূ উওয়ায়স), মুহাম্মাদ বিন আবী আয়্যাশ, আতা' বিন ইয়াসার, নাবী এর স্ত্রী সাওদাহ বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেন,

"يُبْعَثُ النَّاس حُفَاةً عُرَاةً غُرلَا قَدْ أَلْجَمَهُمُ الْعَرَقُ، وَبَلَغَ شُحُومَ الآذَانِ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاسَوْأَتَاهُ يَنْظُرُ بَعْضُنَا إِلَي بَعْضٍ؟ فَقَالَ: "قَدْ شُغل النَّاس، (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ)

মানুষের পুনরুত্থান হবে নগ্নপদ উলঙ্গ ও খতনা বিহীন অবস্থায়, ঘর্ম তাদেরকে বেষ্টন করে নিবে। এমন কি কারো ঘাম কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছবে। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! পরস্পর লজ্জাস্থান দেখাদেখি করবে যে? তিনি বললেন, মানুষকে ব্যস্ত করে দেয়া হবে ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ **"সেদিন তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকবে"**।[১৬১]

---

১৫৯. নাসাঈ ২০৮৩, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৬৪৮, হাকিম ৮৬৮৪, আহমাদ ২৪০৬৭। হাকিম বলেন, হাদীস্রটি ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।

১৬০. আত-তাবারী ৩৬৩৯২, ইবনু আবী হাতিম ১৯১২৮ সানাদে আইয বিন শুরায়হ রয়েছেন, তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী তার 'আল-মীযান' গ্রন্থে (৪১০০) বলেন, আবূ হাতিম বলেছেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। সুতরাং সানাদটি দুর্বল। আর এই শব্দে মতনটি গরীব। **তাহকীকঃ** গরীব ও অবান্তর। (তবে কিন্তু মূলগতভাবে এর শাওয়াহিদ পাওয়া যায় যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।)

১৬১. হাদীস্রটিকে তবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৯১/১৯৫৮৭), অনুরূপভাবে হাকিম "আল-মুসতাদরাক" গ্রন্থে (৩৮৯৮) বর্ণনা করেছেন। এ সানাদের বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন আবূ আয়্যাশ অপরিচিত, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। এতে

কিয়ামাত দিবসে জান্নাতাবাসী এবং জাহান্নামবাসীদের চেহারাগুলো যেমন হবে

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ۝ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۝﴾ **"৩৮. সেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে, ৩৯. সহাস্য, উৎফুল্ল"** অর্থাৎ সেখানে লোকেরা দু'টি দলে বিভক্ত থাকবে, কতকের চেহারা হবে উজ্জ্বল, অর্থাৎ আলোকিত, ﴿ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ﴾ **"সেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে"** অর্থাৎ তারা অন্তরের খুশির কারণে হবে সুখি, আনন্দিত, সুসংবাদ তাদের চেহারায় প্রকাশ পাবে, আর এরাই হচ্ছে জান্নাতবাসী, ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝﴾ **"৪০. সেদিন কতক মুখ হবে ধূলিমলিন। ৪১. কালিমা ওগুলোকে আচ্ছন্ন করবে"** অর্থাৎ তারা হবে পরাভূত, قَتَرَةٌ তাদেরকে ঢেঁকে ফেলবে অর্থাৎ কালিমা।

৭১৫৫. ইবনু আবী হাতিম বলেন, আমার পিতা আবূ হাতিম সোহল বিন উস্মান আল-আসকারী জা'ফার বিন মুহাম্মাদ এর 'মাওলা' আবূ আলী মুহাম্মাদ জা'ফার বিন মুহাম্মাদ তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসায়ন) তার দাদা আলী বিন আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

يُلْجِمُ الكافرَ العرقُ ثُمَّ تَقَعُ الغُبْرة عَلَى وُجُوهِهِمْ". قَالَ: فَهُوَ قَوْلُهُ: (وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ)

কিয়ামত দিবেসে ঘাম কাফিরদের বেষ্টন করে নিবে। অতঃপর ধূলায় তাদের চেহারা মলিন হয়ে যাবে তিনি বললেন এই বিষয়ে আল্লাহর বাণী হচ্ছে ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ﴾ অর্থাৎ **সেদিন কতক মুখ হবে ধূলিমলিন।**[১৬২]

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: ﴿تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾ **"কালিমা ওগুলোকে আচ্ছন্ন করবে"** অর্থাৎ চেহারার কালিমা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে।[১৬৩] আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝﴾ **"৪২. তারাই আল্লাহকে প্রত্যাখ্যানকারী, পাপাচারী"** আয়াতে الْكَفَرَةُ অর্থ অন্তর দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা ও الْفَجَرَةُ দ্বারা আমলে পাপকার্য সংঘটিত করাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ **"আর কেবল পাপাচারী কাফির জন্ম দিতে থাকবে"**।[১৬৪]

সূরাহ আবাসার তাফসীর সমাপ্ত, সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

বর্ণনাকারী স্রা'লাবীও রয়েছেন, তিনি একাধিক হাদীস্র মুনাকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন ....। এ ছাড়া বর্ণনাকারী ইবনু আবী উওয়ায়স ও তার পিতা উভয়েই মুনকার। তা সত্ত্বেও হাকিম বলেছেন ঃ হাদীস্রটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। কারণ, সংক্ষেপে আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে সহীহ হিসেবে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে। আর শাইখ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন ঃ হাদীস্রটি হাসান লিগাইরিহি। "সহীহ তারগীব ওয়াত-তারহীব" (৩৫৭৯)। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রমুখ সাহাবী হতে অনুরূপ ভাবার্থের সহীহ হাদীস্র বর্ণিত হওয়ার কারণে। দেখুন "বুখারী" ও "মুসলিম" (মিশকাত : ৫৫৩৬), "সহীহ নাসাঈ" (২০৮৩), "সহীহ তিরমিযী" (৩৩৩২)।

১৬২. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩১৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৫৮২। উক্ত সানাদটি আবূ আলী এর জাহালাতের কারণে দুর্বল। এই শব্দে মাতানটি মুনকার। তবে এর শাওয়াহিদ জানতে দেখুন: সহীহ ইবনু হিব্বান (২৫৮২) এর মাঝে শারীক তিনি আবূ ইসহাক তিনি আবুল আহওয়াস ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন: إن الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول: أرحني ولو إلى النار **তাহকীকঃ** শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৬৩. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৪২৪।

১৬৪. সূরাহ নূহ, ৭১ঃ ২৭।

সূরাহ আত্-তাকবীরের তাফসীর

মক্কায় অবতীর্ণ

এই সূরাহ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

৭১৫৬. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, আবদুর রায্যাক আবদুল্লাহ বিন বাহীর আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ আস্-সানআনী আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

مَنْ سَرَّه أَنْ يَنْظُرَ إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رأيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ: " إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ "، وَ" وإِذَا السَّمَاءُ انفطَرَتْ "، وَ" إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

যে ব্যক্তি কিয়ামাত দিবস দেখার ইচ্ছা করে এমনভাবে যেন সে স্বচক্ষে এটা প্রত্যক্ষ করছে সে যেন পাঠ করেঃ ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ **"যখন সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে"** ﴿إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ﴾ **"যখন আসমান ফেটে যাবে"** এবং ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ **"যখন আসমান ফেটে যাবে"**।[১৬৫] অনুরূপভাবে ইমাম তিরমিযী আব্বাস বিন আবদুল আযীম আল-আম্বারীর সূত্রে আবদুর রায্যাক থেকে এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[১৬৬]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্র নামে।

১. যখন সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে	إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١
২. আর তারকাগুলো যখন তাদের উজ্জ্বলতা হারিয়ে খসে পড়বে।	وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ۝٢
৩. পর্বতগুলোকে যখন চলমান করা হবে,	وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣
৪. যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনিগুলোকে অযত্নে পরিত্যাগ করা হবে,	وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤
৫. যখন বনের জন্তু জানোয়ারকে (বন থেকে গুটিয়ে এনে লোকালয়ে) একত্রিত করা হবে,	وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝٥
৬. যখন সমুদ্রগুলোকে প্রজ্জ্বলিত করে উত্তাল করা হবে।	وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦
৭. যখন দেহের সঙ্গে আত্মাগুলোকে আবার জুড়ে দেয়া হবে,	وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝٧
৮. যখন জীবন্ত পুঁতে-ফেলা কন্যা-শিশুকে জিজ্ঞেস করা হবে,	وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝٨
৯. কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?	بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ۝٩
১০. যখন 'আমলনামাগুলো খুলে ধরা হবে,	وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠
১১. যখন আসমানের পর্দা সরিয়ে ফেলা হবে।	وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝١١

---

১৬৫. আহমাদ ৪৭৯১। **তাহকীক আলবানী ঃ** সহীহ। সহীহ আল-জামি' (৬২৯৩৬)।

১৬৬. তিরমিযী ৩৩৩৩। ইমাম তিরমিযী হাদীস্রটিকে হাসান গারীব বলেছেন। হাকিম তার 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে (৪/৫৭৬) বলেন, সানাদটি সহীহ। ইমাম যাহাবীও তার মতকে সমর্থন করেছেন। শায়খ আলবানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)ও তার 'সিলসিলাহ সহীহাহ' (১০৮১) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾

১২. যখন জাহান্নামকে উস্কে দেয়া হবে,

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾

১৩. আর জান্নাতকে নিকটে আনা হবে,

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾

১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে সে কী (সঙ্গে) নিয়ে এসেছে।

কিয়ামাত দিবসে যা ঘটবে, তা হচ্ছে সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে

আলী বিন আবী তালহাহ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ **"১. যখন সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে"** অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হবে।[১৬৭] আওফী আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরও বর্ণনা করেন ঃ বিলীন হবে, কাতাদাহ বলেন: এর রশ্মি চলে যাবে।[১৬৮] সাঈদ বিন জুবায়র বলেন: ﴿كُوِّرَتْ﴾ **"গুটিয়ে নেয়া হবে"** অস্ত যাবে।[১৬৯] আবূ স্বালিহ বলেন, ﴿كُوِّرَتْ﴾ **"গুটিয়ে নেয়া হবে"** ছুড়ে মারা হবে। التكوير (তাকবীর) অর্থ হচ্ছে কোন কিছুর এক অংশের সাথে অন্য অংশকে একত্রিত করা, আবার যেমন বলা হয় تكوير العمامة (পাগড়ি পেঁচানো) কাপড়ের এক অংশকে অন্য অংশের সাথে একত্রিত করা, ﴿كُوِّرَتْ﴾ (গুটিয়ে নেয়া হবে)-এর অর্থ হচ্ছে এক অংশের সাথে অপর অংশকে একত্রিত করে পাকিয়ে ছুড়ে মারা, যখন এরূপ করা হয় তখন এর আলো বিলুপ্ত হয়।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, [আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ ও আমর বিন আবদুল্লাহ আল-আওদী][আবূ উসামাহ][মুজাহিদ][বাজীলাহ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্ররাজিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন ও পেছেন থেকে বাতাস প্রবাহিত করে জাহান্নামকে পুনঃপ্রজ্জ্বলিত করবেন।[১৭০] আমির আশ-শা'বীও এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

৭১৫৭. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, [আমার পিতা আবূ হাতিম][আবূ স্বালিহ][মুআবিয়াহ বিন স্বালিহ][ইবনু ইয়াযীদ বিন আবী মারইয়াম][তার পিতা (ইয়াযীদ বিন আবী মারইয়াম)] বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم قَالَ فِي قَوْلِ اللهِ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ قَالَ: "كُوِّرَتْ فِي جَهَنَّمَ"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সূর্যকে আলোকহীন করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১৭১]

৭১৫৮. (দঈফ): আল-হাফিয আবূ ইয়া'লা তার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, [মূসা বিন মুহাম্মাদ বিন হায়্যান][দুরুস্ত বিন যিয়াদ][ইয়াযীদ আর রাক্কাসী (হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল)][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ثَوْرَانِ عَقِيرَانِ فِي النَّارِ সূর্য এবং চন্দ্র দু'টি যবেহকৃত ষাঁড় হিসেবে (জাহান্নামের) আগুনে থাকবে।[১৭২] এই হাদীস্রটি দুর্বল। কারণ, সানাদে ইয়াযীদ আর রাক্কাসী দুর্বল। আর ইমাম বুখারী তার স্বহীহ গ্রন্থে এই অতিরিক্ত কথা ছাড়া বর্ণনা করেছেন।

---

১৬৭. আত-তাবারী ২৪/২৩৭।
১৬৮. আত-তাবারী ২৪/২৩৮।
১৬৯. আত-তাবারী ২৪/২৩৮।
১৭০. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩১৮।
১৭১. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৪২৬, ইবনু আবী হাতিম ১৯১৫৮। সানাদের মাঝে স্বালিহ বিন আবদুল্লাহ বিন স্বালিহ যিনি লায়স্র এর কাতিব ছিলেন, তিনি একাধিক হাদীস্র মুনকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবী মারইয়াম এর নাম হচ্ছে: আবূ বাকর বিন আবূ মারইয়াম তিনি দুর্বল। আর তার পিতা একজন তাবেঈ। সানাদটি একতো মুরসাল আবার এর সানাদে দু'জন বর্ণনাকারীও দুর্বল। **তাহকীকঃ দঈফ।**
১৭২. আল-হায়স্রামী তার 'আল-মাজমা'' গ্রন্থে ১০/৩৯০) হাদীস্রটিকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দঈফ আল-জামি' ১৬৪৩, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস্র-স্বাগীর ২৫২৩, ৭১৮৫। **তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ।**

৭১৫৯. (স্বহীহ): যা ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, [মূসাদ্দাদ] [আবদুল আযীয ইবনুল মুখতার] [আবদুল্লাহ আদ দান্নাজ] [আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান] [আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)] নবী (ﷺ) বলেছেনঃ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামাত দিবসে চন্দ্র-সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে।[১৭৩] ইমাম বুখারী এককভাবে এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন, আর এই শব্দগুলো তাঁরই।

৭১৬০. আল-বায্‌য্‌ার বর্ণনা করেন, [ইবরাহীম বিন যিয়াদ আল-বাগদাদী] [য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ] [আবদুল আযীয আল-মুখতার] [আবদুল্লাহ আদ দান্নাজ] [আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান বিন খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল কাসরী] [আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)] (আবদুল্লাহ বিন দান্নাজ) বলেন, আমি আবূ সালামাহকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, কূফার মাসজিদে হাসান এসে তাদের সাথে বসলো অতঃপর তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে হাদীস্র বর্ণনা করলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ثَوْرَانِ فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামত দিবসে চন্দ্র ও সূর্য দুটি যবেহকৃত ষাঁড় হিসেবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তখন হাসান বললেন, তাদের অপরাধ কী?[১৭৪] তখন রাবী বলেন, আমি তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে হাদীস্র বর্ণনা করছি, অতঃপর বললেন, আবূ হুরায়রা থেকে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ আদ দান্নাজকে আবূ সালামাহ থেকে এই হাদীস্র ব্যতীত অন্য কোথায়ও হাদীস্র বর্ণনা করতে দেখা যায় না।

তারকামণ্ডলি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ **"২. আর তারকাগুলো যখন তাদের উজ্জ্বলতা হারিয়ে খসে পড়বে)** অর্থাৎ ছড়িয়ে পড়বে যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ﴾ **"যখন তারকাগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে (ঝরে) পড়বে"**[১৭৫] انكدار শব্দের অর্থ হচ্ছে ঢলে পড়া, নুয়ে পড়া, ছড়িয়ে পড়া। রাবী' বিন আনাস বলেন, আবুল আলিয়াহ ও উবায় বিন কা'ব থেকে বর্ণনা করেন: কিয়ামাত দিবসের পূর্বে ছয়টি নিদর্শন ফুটে উঠবে। লোকেরা যখন হাটবাজারে অবস্থান করবে (এমন সময়) হঠাৎ সূর্যের কিরণ চলে যাবে, যখন তারা এ অবস্থায় থাকবে হঠাৎ তারকামণ্ডলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে, তারা যখন এই অবস্থায় থাকবে হঠাৎ পাহাড়গুলো জমিনের উপরে পতিত হবে, তখন জমিন নড়ে উঠবে, কাঁপবে, এর ভেতরের এক জিনিস আরেক জিনিসের সাথে মিশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে, জিনেরা ভয়ে মানুষের কাছে পালাবে আবার মানুষ জিনের কাছে পালাবে, গৃহপালিত জন্তু, পাখি এবং বন্য জীবজন্তু পরস্পর মিশে যাবে, তারা একত্রে তরঙ্গের মত ধাবিত হবে। ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ **"৫. যখন বনের জন্তু জানোয়ারকে (বন থেকে গুটিয়ে এনে লোকালয়ে) একত্রিত করা হবে"** অর্থাৎ তারা পরস্পর মিশে যাবে, ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ﴾ **"৪. যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনিগুলোকে অযত্নে পরিত্যাগ করা হবে"** তিনি বলেন: জিনেরা বলবে: আমরা তোমাদের নিকট সংবাদ নিয়ে আসব। তিনি বলেন: তারা

---

১৭৩. স্বহীহুল বুখারী ৩২০০, সিলসিলাতুস্ স্বহীহাহ ১/২৪৩, আল-জামি' আস সাগীর ৬০৫০, স্বহীহ আল-জামি' ৩৭৩৭। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।

১৭৪. উল্লেখ্য বুখারী (নং ৩২০০) একটি স্বহীহ হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, ((الشمس والقمر مكوران يوم القيامة)) "সূর্য্য আর চন্দ্রকে কিয়ামাতের দিন একত্রিত করা হবে।" নিম্নোক্ত ভাষাতেও একটি হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে : «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ثَوْرَانِ عَقِيرَانِ فِي النَّارِ يومَ القيامة» "কিয়ামাত দিবসে সূর্য্য আর চন্দ্র দু'টি যবেহকৃত ষাঁড় হিসেবে (জাহান্নামের) আগুনে থাকবে।" এ হাদীস্রটি স্বহীহ লিগাইরিহি দেখুন "সিলসিলাহ স্বহীহাহ" (১২৪), "স্বহীহ জামেউস্ সাগীর" (১৬৪৩)। জাহান্নামের সূর্য্য আর চন্দ্রকে নিক্ষেপ করাটা শাস্তি দেয়ার জন্য নয়। বরং জাহান্নামের জালানী হিসেবে অথবা সূর্য্য চন্দ্রকে যারা দুনিয়াতে পূজা করেছিলো জাহান্নামের নিক্ষেপ করার দ্বারা তাদেরকে অপমাণিত-অপদস্ত করার জন্যে। দেখুন ""সিলসিলাহ স্বহীহাহ" (১২৪) হাদীস্রের ব্যাখ্যা ও।

১৭৫. সূরাহ ইনফিতার, ৮২ঃ ২।

সমুদ্রের দিকে যাবে, কিন্তু সেখানে দেখবে আগুন জ্বলছে, এই যখন তাদের অবস্থা, তখন জমিনে এমন বিশাল এক ফাটলের সৃষ্টি হবে যা সপ্ত জমিন নিচে এবং সপ্ত আসমান উপর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। তিনি বলেন: এই যখন তাদের অবস্থা, তখন একটি বাতাস এসে তাদের মৃত্যু ঘটাবে। ইবনু জারীর এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[১৭৬] এই শব্দগুলো তাঁর। অনুরূপভাবে মুজাহিদ রাবী' বিন খুস্রায়ম, হাসান আল-বাস্রারী, আবূ স্রালিহ, হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান ও দহহাক বলেন, ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ অর্থাৎ নক্ষত্রগুলোকে যখন বিক্ষিপ্ত করা হবে।

আলী বিন আবী তালহাহ ইবনু আব্বাস হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:: ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ অর্থ تغيرت অর্থাৎ যখন নক্ষত্ররাজি বিকৃত হয়ে যাবে।

৭১৬১. (দঈফ) ইয়াযীদ বিন আবী মারইয়াম নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন,

انْكَدَرَتْ فِي جَهَنَّمَ، وَكُلُّ مَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ فَهُوَ فِي جَهَنَّمَ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عِيسَى وَأُمِّهِ، وَلَوْ رَضِيَا أَنْ يُعْبَدَا لَدَخَلَاهَا

আল্লাহর পরিবর্তে যেসব জিন ও নক্ষত্র ইত্যাদির উপাসনা করা হয়েছিল সবই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবে ঈসা ও মরিয়ম (আলাইহিস সালাম) তা থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু এরাও যদি তাদের উপাসনায় রাযী থাকত তাহলে এরাও জাহান্নামে প্রবেশ করত।[১৭৭]

পাহাড়কে চালিত করা, গর্ভবতী উষ্ট্রিকে অবহেলা করা এবং বন্য জীবজন্তুর একত্রিত হওয়া

আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝﴾ **"৬. যখন সমুদ্রগুলোকে প্রজ্জ্বলিত করে উত্তাল করা হবে"** অর্থাৎ তার আপন স্থান থেকে বিলীন হয়ে যাবে, সেগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন জমিন এক সমতল ময়দানে পরিণত হবে। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন ঃ ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝﴾ **পর্বতগুলোকে যখন চলমান করা হবে"**। ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ﴾ আয়াতে عُطِّلَتْ এর অর্থ সম্পর্কে ইকরিমাহ ও মুজাহিদ বলেন: গর্ভবতী উষ্ট্রি।[১৭৮] মুজাহিদ বলেন:عُطِّلَتْ অর্থ: ছেড়ে দেয়া ও পরিত্যাগ করা।[১৭৯] উবায় বিন কা'ব এবং দহ্হাক বলেন: এগুলোর মালিক এগুলোকে অবহেলা করবে।[১৮০] আর-রবী' বিন খুস্রায়ম বলেন: সেগুলো দোহন করা হবেনা অথবা বাঁধাও হবেনা, সেগুলোর মালিকেরা সেগুলোকে পরিত্যাগ করবে।[১৮১] দহ্হাক বলেন: সেগুলো পরিত্যাগ করা হবে, এগুলোর বাঁধার কেউ থাকবেনা।[১৮২] উপরোক্ত সকল অর্থ কাছাকাছি, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে عشار হচ্ছে এক প্রজাতির উট, এটা হচ্ছে উৎকৃষ্ট মানের উট, বিশেষত এদের গর্ভবতী উষ্ট্রি যখন গর্ভাবস্থার দশ মাস বয়সে উপনীত হয় তখন এদের একেকটিকে 'উশারা' বলা হয় এবং প্রসব না করা পর্যন্ত এ নামে এগুলোকে ডাকা হয়, লোকেরা এগুলোর কোন খোঁজ-খবর নিবেনা,

---

১৭৬. আত-তাবারী ২৪/২৩৭।
১৭৭. দ্রষ্টব্য ৭১৫৭ নং হাদীস্র। ইবনু রাজাব হাম্বালী বলেন ঃ এটি খুবই দুর্বল। আর আবূ বাকর ইবনু আবী মারইয়াম দুর্বল। দেখুন "তাফসীরু ইবনু রাজাব হাম্বালী" (১/৯৮)।
১৭৮. আত-তাবারী ২৪/২৪০।
১৭৯. আত-তাবারী ২৪/২৪০।
১৮০. আত-তাবারী ২৪/২৪০।
১৮১. আত-তাবারী ২৪/২৪০।
১৮২. আত-তাবারী ২৪/২৪০।

এগুলোর যত্ন করবেনা এবং এগুলো থেকে কোন উপকৃতও হবেনা, অথচ এগুলো তাদের মালিকের নিকট সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হিসেবে ব্যবহৃত হত। এ অবস্থা এ জন্য হবে, তাদেরকে হঠাৎ মহা আতঙ্ক ও বিভীষিকাময় পরিস্থিতি ঘিরে ধরবে। এই হবে কিয়ামাত দিবসের পরিস্থিতি, এর কারণসমূহের আগমন এবং এর প্রাথমিক লক্ষণসমূহ এটা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে দেখা দিবে।

বলা হয়: এটা কিয়ামত দিবসে হবে। তার মালিকেরা এটা দেখতে পাবে কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পাবেনা। ইশারের ব্যাখ্যায় বলা হয় দুনিয়া ধ্বংসের কারণে মেঘ চলাচল বন্ধ থাকবে, কেউ কেউ বলেন, জমিনের পরিত্যক্ত হওয়া। আবার কেউ বলেন, عشار বলা হয় কোন জায়গা থেকে তার অধীবাসী চলে যাওয়ার কারণে জনশূণ্য হয়ে যাওয়া। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ আল-কুরতুবী তার 'তাযকীরাহ' নামক গ্রন্থে এসকল কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ইশারের ব্যাখ্যায় উট হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাকে সম্পৃক্ত করেছেন অধিকাংশ মানুষের দিকে।[১৮৩] আমি বলব, সালাফ এবং ইমামগণ থেকে এটা ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾ **"৫. যখন বনের জন্তু জানোয়ারকে (বন থেকে গুটিয়ে এনে লোকালয়ে) একত্রিত করা হবে"** একত্রিত করা হবে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾. **"ভূপৃষ্টে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই, আর দু'ডানাযোগে উড্ডয়নশীল এমন কোন পাখি নেই যারা তোমাদের মত একটি উম্মাত নয়। (লাওহে মাহ্‌ফুয অথবা আল-কুরআন) কিতাবে আমি কোন কিছুই বাদ দেইনি। অতঃপর তাদের রব্বের কাছে তাদেরকে একত্রিত করা হবে"**[১৮৪] আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: সব কিছু একত্রিত করা হবে এমনকি মাছিও। ইবনু আবী হাতিম এটা বর্ণনা করেছেন।[১৮৫] রাবী' বিন খুস্রায়ম এবং সুদ্দী প্রমুখও এই কথা বলেছেন। ইকরিমাহ বলেন, মৃত্যুই বন্য পশুর হাশর। ইবনু জারীর বলেন, ◊[আলী বিন মুসলিম আত-তাওসী][আব্বাদ ইবনুল আওওয়াম][হুস্রায়ন][ইকরিমাহ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ তিনি ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ এর ব্যাখ্যায় চতুষ্পদ জন্তুসহ সকল বস্তুর মৃত্যুই হল সেগুলোর হাশর। তবে মানুষ ও জিন জাতিকে কিয়ামতের দিন হিসাবের জন্য দণ্ডায়মান করা হবে।[১৮৬]

◊[আবূ কুরায়ব][ওয়াকী'][সুফইয়ান (আস্র স্রাওরী)][তার পিতা (সাঈদ বিন মাসরূক আস্র স্রাওরী)][আবূ ইয়া'লা (মুনযির বিন ইয়া'লা)][রাবী' বিন খুস্রায়ম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)]◊ ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ আসবে। সুফইয়ান বলেন, উবায় বলেছেন, আমি ইকরিমার কাছে এই আয়াত উপস্থাপন করলে তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তাদেরকে একত্রিত করার অর্থ তাদের মৃত্যু। উবায় বিন কা'ব থেকে বর্ণিত ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ অর্থ তাদেরকে এলোমেলো করা হবে। ইবনু জাবীর বলেন, حُشِرَتْ অর্থ একত্রিত করা, এটাই উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً﴾ **"আর পাখীরা সমবেত হত"**[১৮৭] অর্থাৎ একত্রিত হবে।

---

১৮৩. আত-তাযকিরাহ লিল কুরতুবী ২১২, ২১৩।
১৮৪. সূরাহ আনআম, ৬ঃ ৩৮।
১৮৫. তাফসীর আল-কুরতুবী ১৯/২২৯।
১৮৬. আত-তাবারী ২৪/১৩৬, মুসতাদরাক ৩৯০৩, ইতহাফুল মুহাররা বি ফাওয়াইদিল মুতাকাব্বিরাহ ৮৫২২। **তাহকীকঃ** সহীহ।
১৮৭. সূরাহ স্রাদ, ৩৮ঃ ১৯।

সমুদ্রের প্রজ্জ্বলন

﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ **"৬. যখন সমুদ্রগুলোকে প্রজ্জ্বলিত করে উত্তাল করা হবে"** ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, ইয়া'কূব, ইবনু উলায়্যাহ, দাউদ, সাঈদ ইবনুল মূসায়্যাব বলেন, আলী (রাঃ) জনৈক ইয়াহুদিকে জিজ্ঞেস করেন ঃ জাহান্নাম কোথায়? সে বলে ঃ সমুদে। আমি তাকে সত্যবাদী বলে মনে করি, কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ অর্থাৎ শপথ তরঙ্গায়িত সমুদ্রের। ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ **"যখন সমুদ্রগুলোকে প্রজ্জ্বলিত করে উত্তাল করা হবে"**। তাশদীদ ছাড়া।[১৮৮] ইবনু আব্বাসসহ অনেকে বলেন, আল্লাহ প্রেরণ করবেন পোকামাকড়, সমুদ্রে তারা জ্বালিয়ে দিবে তখন সেটা আগুনে প্রজ্জ্বলিত হবে। এ সম্পর্কে আলোচনা ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ **"শপথ তরঙ্গায়িত সমুদ্রের"**[১৮৯] এ আয়াতের আলোচনায় অতিবাহিত হয়েছে।[১৯০]

ইবনু আবী হাতিম বলেন, আলী ইবনুল হুসায়ন ইবনুল জুনায়দ, আবূ তাহির, আবুদল জাব্বার বিন সুলায়মান আবূ সুলায়মান আন-নাফফায, মুআবিয়াহ বিন সাঈদ বলেন, এই রূমের সমুদ্র বরকতময়। এটি জমিনের মধ্যভাগে অবস্থিত, সকল নদী এর সাথে যুক্ত আছে, এটি বড় সমুদ্রের সাথে সম্পৃক্ত আর এর নিচে রয়েছে তামা যা কিয়ামাত দিবসে প্রজ্জ্বলিত করা হবে।[১৯১]

৭১৬২. (দঈফ): সুনান আবী দাউদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ، فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا

হজ্জ, উমারাহ এবং জিহাদ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সমুদ্র ভ্রমণ করবে না। কারণ, সমুদ্রের নীচে জাহান্নামের অগ্নি রয়েছে এবং অগ্নির নীচে আবার সমুদ্র রয়েছে।[১৯২] এ বিষয়ে সুরা ফাতিরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মুজাহিদ ও হাসান বিন মুসলিম বলেন, سجرت অর্থ أوقدت অর্থাৎ যখন সমুদ্র প্রজ্জ্বলিত করা হবে। হাসান বাসরী বলেন, ييبست অর্থ শুকিয়ে যাবে। দহহাক ও কাতাদাহ বলেন, তার পানি শুকিয়ে যাবে এক ফোটা পানিও অবশিষ্ট থাকেবে না। দহহাক আরো বলেন, سجرت অর্থ বিদীর্ণ হবে। সুদ্দী বলেন, উন্মুক্ত হবে, চলমাণ হবে। রাবী' বিন খুসায়ম বলেন, পানি অতিরিক্ত হবে।

আত্মাসমূহের সংযোগ

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ **"৭. যখন দেহের সঙ্গে আত্মাগুলোকে আবার জুড়ে দেয়া হবে"** সকল ধরনের আত্মা এর উপযুক্ত (সঙ্গী)-এর সাথে একত্রিত হবে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ **"(হুকুম দেয়া হবে) একত্র কর যালিমদেরকে আর তাদের সঙ্গীদেরকে"**[১৯৩]

৭১৬৩. ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেন, আমার পিতা (আবূ হাতিম), মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ আল-বাযযার, আল-ওয়ালীদ বিন আবী সাওর, সিমাক, নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেনঃ ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ **"যখন দেহের সঙ্গে আত্মাগুলোকে আবার জুড়ে দেয়া হবে"** রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾

---

১৮৮. আত-তাবারী ২১/৫৬৭, কানযুল উম্মাল ৪৬২৭, ইবনু জারীর ৩০৬৭, জামিউল আহাদীস লিস সুয়ূতী ৩৪০৬৮।

১৮৯. সূরাহ তূর, ৫২ঃ ৭।

১৯০. আবূ দাউদ ২৪৮৯, সিলসিলাহ দঈফাহ ৪৭৮, বায়হাকী ৪/৩৩৪। উক্ত হাদীসের সানাদের দু'জন রাবী দুর্বল রয়েছে, আবূ আবদুল্লাহ ও বিশর তারা দুজনেই মাজহূল। **তাহকীক আলবানী** ঃ দঈফ।

১৯১. এই আসারটি গরীব ও অবান্তর কথা।

১৯২. আবূ দাউদ ২৪৮৯, সিলসিলাহ দঈফাহ ৪৭৮, বায়হাকী ৪/৩৩৪। উক্ত হাদীসের সানাদের দু'জন রাবী দুর্বল রয়েছে, আবূ আবদুল্লাহ ও বিশর তারা দুজনেই মাজহূল। **তাহকীক আলবানী** ঃ দঈফ।

১৯৩. সূরাহ সাফফাত, ৩৭ঃ ২২।

"যখন দেহের সঙ্গে আত্মাগুলোকে আবার জুড়ে দেয়া হবে" এরা একই রকম লোক, প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ সমস্ত লোকদের সাথে থাকবে যারা তার মত আমল করত, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾

"আর তোমরা হবে তিন অংশে বিভক্ত, তখন (হবে) ডান দিকের একটি দল; কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল। আর বাম দিকের একটি দল; কত দুর্ভাগা বাম দিকের দলটি। আর (ঈমানে) অগ্রবর্তীরা তো (পরকালেও) অগ্রবর্তী"[১৯৪] তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 'তারা ওরাই যারা একই রকম'।[১৯৫]

ইবনে আবূ হাতিম অন্য একটি সূত্রে বর্ণনা করেন, [সিমাক বিন হারব] [নু'মান বিন বাশীর] [উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি একদিন খুতবাহ দানকালে ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ আয়াতটি পাঠ করে বললেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ সমগোত্রীয়দের সাথে একত্রিত করা হবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, যে দুই ব্যক্তি একই ধরনের আমল করে তারা হয়ত একত্রে জান্নাতে প্রবেশ করবে বা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। নু'মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত এক বর্ণনায় আছে, উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, নেককার নেককারের সাথে থাকবে আর বদকার বদকারের সঙ্গে জাহান্নামে মিলিত হবে। সুতরাং এগুলোই হলো আত্মাগুলোকে জুড়ে দেয়া। নু'মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় আছে, উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদিন লোকদেরকে ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ এই আয়াতের ব্যাখ্য জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু কারো কোন উত্তর না পেয়ে তিনি নিজেই বললেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যা হল জানাতী ব্যক্তি তার ন্যায় জান্নাতির সাথে এবং জাহান্নামী ব্যক্তি তার ন্যায় জাহান্নামীর সঙ্গলাভ করবে। অতঃপর তিনি ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ এই আয়াতটি পাঠ করেন।[১৯৬] আল-আওফী ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সূত্রে ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন, যখন মানুষ ৩ ভাগে বিভক্ত। ইবনু আবী নাজীহ মুজাহিদ এর সূত্রে ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ আয়াতটির ব্যাপারে বলেন, তাদের মাঝে এক জাতীয় মানুষ একত্রিত করা হবে। রাবী' বিন খুসায়ম, হাসান ও কাতাদাহ অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইবনু জারীর তাদের এই মতকে পছন্দ করেছেন। আর এটিই সঠিক।

অন্য এক বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলার বাণী ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ আয়াতের ব্যাপারে ইবনু আবী হাতিম বলেন, [আলী ইবনুল হুসায়ন ইবনুল জুনায়দ] [আহমাদ বিন আবদুর রহমান] [আমার পিতা (আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন উসমান)] [তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন উসমান) (মাকবূল)] [আশআস] [জা'ফার] [সাঈদ বিন জুবায়র] [ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, আরশ থেকে একটি উপত্যকা রয়েছে সেখানে পানি দেয়া হবে এবং দুবার আওয়াজ দেয়া হবে। দু' আওয়াজের মধ্যে ব্যবধান হবে ৪০ বছর। তখন সকল ধ্বংস হওয়া মানুষ, পাখি ও জীব একত্রিত করা হবে। যদি কেউ তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তবে দুনিয়ার পরিচয় থাকার কারণে সবই চিনতে পারবে। এরপর তাদের উদয় করা হবে, অতঃপর রূহ পাঠিয়ে দেয়া হলে দেহের সাথে মিলিত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ **"যখন দেহের সঙ্গে**

---

১৯৪. সূরাহ ওয়াকিআহ, ৫৬ঃ ৭-১০।

১৯৫. আত তাবারী ৩৬৪৫১, ইবনু আবী হাতিম ১৯১৬৭, আদ দুররুল মানসূর ৬/১৪৫, মাতালিবুল আলিয়াহ ১৫/৪২৭/হাঃ ১। সানাদটি আল-ওয়ালীদ বিন আবদুলাহ বিন আবূ স্রাওর এর দুর্বলতার কারণে দুর্বল। দেখুন ইবনু হাজার আসকালানীর "আল-মাতালিবুল আলিয়্যাহ বিযাওয়াইদুল মাসানীদিস সামানিয়্যাহ" (১৫/৪২৮)। তাকে আহমাদ ও সালিহ জাযারাহ ছাড়াও অন্যান্যরা দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। সিমাক বিন হারব এর মাঝেও দুর্বলতা রয়েছে। তবে মওকূফ হিসেবে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াতটি সহীহ। **তাহকীকঃ** মাওকূফ হাসান।

১৯৬. আত-তাবারী ২৪/১৪২, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩৪৪৯২, হাকিম ৩৯০২, জামিউল আহাদীস ২৮৬৯৮।

আত্মাগুলোকে আবার জুড়ে দেয়া হবে"।[১৯৭] অনুরূপভাবে আবুল আলিয়াহ, ইকরিমাহ সাঈদ বিন জুবায়র, আশ শা'বী, হাসান আল-বাস্রারীও বলেন, আল্লাহ তাআলার ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ এই আয়াতের অর্থ হল: যখন দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগ করা হবে। কেউ বলেন, ঈমানদারদেরকে হুরদের সঙ্গে এবং কাফিরদিগকে শয়তানদের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হবে। ইমাম কুরতুবী তার 'আত তাযকিরাহ' গ্রন্থে ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন।[১৯৮]

জীবন্ত পুঁতে ফেলা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা

﴿وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝﴾ **"৮. যখন জীবন্ত পুঁতে-ফেলা কন্যা-শিশুকে জিজ্ঞেস করা হবে, ৯. কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?"** অধিকাংশ আলেম এভাবে পড়েছেনঃ ﴿سُئِلَتْ﴾ **'জিজ্ঞেস করা হবে"** الموءودة বলা হয় সেই কন্যা শিশুকে– জাহেলী যুগের লোকেরা যাকে কন্যা হওয়ায় অপছন্দের কারণে মাটিতে পুঁতে ফেলত, কিয়ামাত দিবসে জীবন্ত পুঁতে ফেলা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল, যাতে করে সেটা তার হত্যাকারীর জন্য কঠোর হুমকি-ধমকিস্বরূপ হয়, অত্যাচারিতকেই যদি জিজ্ঞেস করা হয় তবে অত্যাচারীর অবস্থা কিরূপ হতে পারে? আলী বিন আবী তালহাহ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ **"যখন জীবন্ত পুঁতে-ফেলা কন্যা-শিশুকে জিজ্ঞেস করা হবে"** সে (কন্যা) জিজ্ঞেস করবে। অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন আবুদ দুহা, (সে জিজ্ঞেস করবে) অর্থাৎ তার রক্তপণ দাবি করবে।[১৯৯] সুদ্দী এবং কাতাদাহ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

জীবন্ত প্রথিত কন্যার সাথে সম্পৃক্ত বেশ কিছু হাদীস্ব বর্ণিত হয়েছে, (তন্মধ্যে)

৭১৬৪. (স্বহীহ্): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন: ❮আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ❯❮সাঈদ বিন আবী আয়্যূব❯❮আবুল আসয়াদ❯❮উরওয়াহ❯❮আয়িশাহ❯❮তিনি উক্কাশাহর বোন জুদামাহ বিনতু ওয়াহাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)❯ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ وَهُوَ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হই এমতাবস্থায় যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকদের মাঝে ছিলেন, তিনি বলেন: আমি তোমাদেরকে শিশুদের দুধপান করানো নারীদের সাথে সহবাস করা থেকে নিষেধ করার মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু আমি রোম ও পারস্যবাসীদের দিকে তাকিয়ে দেখি তারা শিশুদের দুধপান করানো নারীদের সাথে সহবাস করার ফলে শিশুদের এতে কোন ক্ষতি হয়না। এরপর তাঁকে 'আযল' (বীর্য প্রত্যাহার) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: এটা তো ছোটখাট জীবন্ত হত্যা।[২০০] ইমাম মুসলিম, ইবনু মাজাহ, আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং নাসাঈ এ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।[২০১]

---

১৯৭. আদ-দুররুল মানসূর ৬/১৫৪।
১৯৮. আত তাযকিরাহ ২১৩ নং পৃষ্ঠা।
১৯৯. আত-তাবারী ২৪/২৪৬।
২০০. আহমাদ ২৬৯০১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০১. মুসলিম ১৪৪৩, আবূ দাউদ ৩৮৮৪, তুহফাতুল আহওয়াযী ২০৭৭, নাসাঈ ফিল কুবরা ৫৪৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৭১৬৫. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, «(ইবনু আবী আদী)(দাউদ বিন আবী হিন্দ)(আশ শা'বী)(আলকামাহ)(সালামাহ বিন ইয়াযীদ আল-জু'ফী)» বলেন, আমার ভাই আর আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট গিয়ে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুলাইকাহ আমাদের মাতা। তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বাজায় রাখতেন, অতিথি আপ্যায়ন করতেন এবং আরো অনেক ভালো কাজ করতেন, কিন্তু তিনি জাহেলী যুগেই মারা যান। এখন তার এসব ভালো কাজ কোন উপকারে আসবে কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, না। আমরা বললাম: তিনি আমাদের এক বোনকে জীবন্ত কবর দিয়েছিলেন। এতে কি তার কোন উপকার হবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: الوائدةُ والموءودةُ في النَّارِ، إلَّا أنْ يدركَ الوائدةَ الإسلامُ، فيعفوَ اللهُ عنها জীবন্ত কবর দানকারী এবং জীবন্ত সমাধিস্ত কন্যা উভয়েই জাহান্নামী। তবে জীবন্ত কবর দানকারী যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন।[২০২]

৭১৬৬. (স্বহীহ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, «(আহমাদ বিন সিনান আল-ওয়াসিতী)(আবূ আহমাদ আয-যুবায়রী)(ইসরাঈল)(আবূ ইসহাক)(আলকামাহ ও আবুল আহওয়াস)(ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))» বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ যে ব্যক্তি জীবন্ত কবর দেয় এবং যাকে কবর দেয়া হয় তারা উভয়েই জাহান্নামে যাবে।[২০৩]

৭১৬৭. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, «(ইসহাক আল-আযরাক)(আওফ)(হাসানা' বিনতু মুআবিয়াহ আস সুরায়মাহ)(তার চাচা (আসলাম বিন সুলায়ম) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))» বলেন, আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতে কে যাবে? উত্তরে তিন বললেন: النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْءُودَةُ فِي الْجَنَّةِ নাবী, শাহীদ, শিশু ও জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২০৪]

৭১৬৮. ইবনু আবী হাতিম বলেন, «(আমার পিতা (আবূ হাতিম))(মুসলিম বিন ইবরাহীম)(কুররাহ)(হাসান)» কুররাহ বলেন, আমি হাসান আল-বাস্রীকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে জান্নাতে কে প্রবেশ করবে? উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, الْمَوْءُودَةُ فِي الْجَنَّةِ জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২০৫]

ইবনু আবী হাতিম বলেন, «(আবূ আবদুল্লাহ আয যাহরানী)(হাফস্ বিন উমার আল-আদানী (প্রত্যাখ্যানযোগ্য))(হাকাম বিন আবান)(ইকরিমাহ)(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))» বলেছেন, মুশরিকদের শিশু সন্তানরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে জাহান্নামী মনে করবে সে মিথ্যুক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝﴾ **"যখন জীবন্ত পুঁতে-ফেলা কন্যা-শিশুকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে"?** ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, জীবন্ত দাফনকৃত।[২০৬]

---

২০২. আহমাদ ৩/৪৭৮, সুনান আন-নাসায়ী ফিল কুবরা ১১৬৪৯, মু'জামুল কাবীর ১০৫৯। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২০৩. আবূ দাউদ ৪৭১৭, আত তা'লীকাতুল হিসান আলা স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৭৪৩৭, জামিইল উসূল ফী আহাদীস্বির রুসুল ৮৭২, স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৭৪৮০, জামউল ফাওয়াইদ ৭৩০৯। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২০৪. আহমাদ ২০০৬২, স্বহীহ আবী দাউদ ২২৭৬, জামউল ফাওয়াইদ ৭৬১৫, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১১৯৫২, এর আলোচনা সূরাহ আল-ইসরা' ঃ ১৫ এর মাঝে অতিবাহিত হয়েছে। **তাহক্বীকঃ** স্বহীহ।

২০৫. তাফসীর আল-হাসান আল-বাস্রী ২/৪০১। হাদীস্রটি মুরসাল, হাসান আল-বাস্রী মুরসালভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন যা গ্রহণীয় নয়।

২০৬. উক্ত হাদীস্রের রাবী হাফস্ বিন উমার সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণায় দুর্বল। আবুল আরাব আল-কিরওয়ানী ও আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কোন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। আবূ যুর'আহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামাল ৭/৪২, রাবী নং ১৪০৫)

কন্যাদেরকে জীবন্ত পুঁতে ফেলার কাফ্ফারা বা ক্ষতিপূরণ

৭১৬৯. (স্বহীহ্): আবদুর রায্যাক বর্ণনা করে বলেন: ইসরাঈল সিমাক বিন হারব নু'মান বিন বাশীর উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ **"যখন জীবন্ত পুঁতে-ফেলা কন্যা-শিশুকে জিজ্ঞেস করা হবে"** এ আয়াত সম্পর্কে বলেন: কায়স বিন আস্বিম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ!

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي وَأَدْتُ بَنَاتٍ لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ: أَعْتِقْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَقَبَةً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي صَاحِبُ إِبِلٍ ، قَالَ: فَانْحَرْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بَدَنَةً

আমি জাহেলী যুগে আমার কতিপয় কন্যা শিশুকে জীবন্ত পুঁতে হত্যা করেছিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: 'তাদের প্রত্যেকের বদলে একজন করে গোলাম আযাদ কর', তিনি বলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি উটের মালিক, তিনি বলেন: তাহলে তাদের প্রত্যেকের বদলে একটি করে উট কুরবানী কর।[২০৭]

৭১৭০. (স্বহীহ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, আবূ আবদুল্লাহ আয্ যাহরানী আবদুর রয্যাক এর সূত্রে বলেন,

وَأَدْتُ ثَمَانِ بَنَاتٍ لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ". وَقَالَ فِي آخِرِهِ: "فَأَهْدِ إِنْ شِئْتَ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ بَدَنَةً

আমি আমার ৮টি কন্যা সন্তান জীবিত দাফন করেছি। শেষে তিনি বলেন, তুমি চাইলে প্রতিটি সন্তানের বিনিময়ে ১টি করে উট কুরবানী দিতে পার।[২০৮]

৭১৭১. আবূ হাতিম আবদুল্লাহ বিন রাজা' কায়স ইবনুর রাবী' আল-আগাররু ইবনুস্ সাব্বাহ খালিফাহ বিন হুস্বায়ন কায়স বিন আস্বিম তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললেন:

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي وأَدتُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ ابْنَةً لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ-أَوْ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ-قَالَ :" أَعْتِقْ عَدَدَهُنَّ نَسما". قَالَ: فَأَعْتَقَ عَدَدَهُنَّ نَسَمًا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ جَاءَ بِمِائَةِ نَاقَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ صَدَقَةُ قَوْمِي عَلَى أَثَرِ مَا صَنَعْتُ بِالْمُسْلِمِينَ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: فَكُنَّا نُرِيحُهَا، وَنُسَمِّيهَا الْقَيْسِيَّةَ

হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি জাহিলী যুগে বার বা তেরটি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবরস্থ করেছি, এখন আমি কী করব? তিনি বললেন, প্রত্যেকটির বদলে একটি করে গোলাম আযাদ কর। তিনি তাই করলেন। পরবর্তী বছর কায়স একশত উট নিয়ে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই উটগুলো আমার গোত্রের সাদাকাহ আমি মুসলিমদের সাথে যা কিছু করেছি তার প্রতিদান হিসেবে। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমরা সেই উটগুলোকে ঘাসে চরাতাম ও কায়সিয়্যাহ উট বলে ডাকতাম।[২০৯]

আমলনামা খোলা হবে

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾﴾ **"১০. যখন 'আমলনামাগুলো খুলে ধরা হবে"** দহ্হাক বলেন: প্রত্যেক ব্যক্তিকে হয় ডান হাতে নয়তো বাম হাতে তার আমলনামা দেয়া হবে। কাতাদাহ বলেন:

---

২০৭. মুসনাদ আল-বায্যার ২৩৮, আবদুর রায্যাক এর 'আত-তাফসীর' ২/২৮৫, হাদীস নং ৩৫১৫, মাজমা' আয্-যাওয়াইদ ১১৪৬৯, জামিউল আহাদিস ৯৩৩৭০, বায়হাকী ১৬২০২। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

২০৮. সিলসিলাতুস স্বহীহাহ ৩২৯৮। ইমাম আল-বাযযার বলেন, উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এই সানাদ ব্যতীত ভিন্ন সানাদে তিনি হাদীস্র বর্ণনা করেছেন কিনা তা আমাদের জানা নেই। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২০৯. মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ১৮/৩৩৮, তিনি ইয়াহইয়া আল-হিম্মানী থেকে কায়স ইবনুর রাবী' এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সানাদে আল-হিম্মানী দুর্বল হলেও এখানে তার তার মুতাবা'আত করা হয়েছে। সুনান আস সুগরা ৩৩৩০। ইবনু জারীর তার তাফসীর গ্রন্থে ৩০/৪৬, হায়স্রামী তার 'আল-মাজমা'' গ্রন্থে ৭/১৩৪, এবং আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩২০, ইবনু আবী হাতিম ১৯১৬৮ উল্লেখ করেছেন।

হে আদম সন্তান! এই হচ্ছে তোমার লিখিত আমলনামা, এরপর একে গুটিয়ে ফেলা হবে, এরপর কিয়ামাত দিবসে তোমার উপরে একে বন্টন করা হবে, কাজেই তোমাদের প্রত্যেকে যেন লক্ষ্য করে সে তার আমলনামায় কী লিখাচ্ছে।[২১০]

আসমানের পর্দা সরানো, জাহান্নামকে উসকে দেয়া এবং জান্নাতকে নিকটে নিয়ে আসা

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ﴾ **"১১. যখন আসমানের পর্দা সরিয়ে ফেলা হবে"** মুজাহিদ বলেন: টেনে খুলে ফেলা হবে।[২১১] সুদ্দী বলেন: আবরণ খুলে ফেলা হবে। দহহাক বলেন, ঘসা খেয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার বাণীঃ ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ﴾ **"১২. যখন জাহান্নামকে উস্‌কে দেয়া হবে"** সুদ্দী বলেন: এটাকে উত্তপ্ত করা হবে। কাতাদাহ বলেন, পুড়িয়ে দেয়া হবে। তাকে পুড়িয়ে দিবে আল্লাহর ক্রোধ এবং আদম সান্তানের পাপ।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ﴾ **"১৩. আর জান্নাতকে নিকটে আনা হবে"** দহ্হাক, আবূ মালিক, কাতাদাহ এবং রাবী' বিন খুসায়ম বলেন: অর্থাৎ এটাকে এর অধিবাসীদের নিকটে নিয়ে আসা হবে।

কিয়ামাত দিবসে প্রত্যেকে জেনে যাবে সে কী হাযির করেছে

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ **"১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে সে কী (সঙ্গে) নিয়ে এসেছে"** এখানে পূর্বের কথার উত্তর দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ যখন এ সমস্ত ঘটনা ঘটবে তখন প্রতিটি আত্মা জেনে যাবে সে কী আমল করেছিল আর তার জন্য সেগুলো উপস্থিত করা হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾

"যে দিন প্রত্যেক আত্মা যা কিছু নেক আমল করেছে এবং যা কিছু বদ আমল করেছে তা বিদ্যমান পাবে; সেই আত্মা কামনা করবে যদি তার এবং ওর (অর্থাৎ তার মন্দ কর্মফলের) মধ্যে বিরাট ব্যবধান হত"[২১২] আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ **"সেদিন মানুষকে জানিয়ে দেয়া হবে সে কী (আমাল) আগে পাঠিয়েছে আর কী পেছনে ছেড়ে এসেছে"**।[২১৩]

ইবনু আবী হাতিম বলেন, [আমার পিতা (আবূ হাতিম)][আবদাহ][ইবনুল মুবারাক][মুহাম্মাদ বিন মুতাররিফ][যায়দ বিন আসলাম][তার পিতা (আসলাম)][বলেন, উমার (রাঃ)] একদিন ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ এই সূরাটি পাঠ করার সময় ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ **"তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে সে কী (সঙ্গে) নিয়ে এসেছে"** এই পর্যন্ত পৌঁছে বলেন, এই কথাটি বলার জন্যই আল্লাহ তাআলা পূর্বের কথা বলেছেন।

১৫. কিন্তু না, আমি শপথ করছি (গ্রহের) যা পেছনে সরে যায়,	فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾
১৬. চলে ও লুকিয়ে যায়,	الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾
১৭. শপথ রাতের যখন তা বিদায় নেয়	وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾

২১০. আত-তাবারী ২৪/২৪৯।
২১১. আত-তাবারী ২৪/২৪৯।
২১২. সূরাহ আলে ইমরান, ৩ঃ ৩০।
২১৩. সূরাহ কিয়ামাহ, ৭৫ঃ ১৩।

وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾

১৮. আর ঊষার যখন তা নিঃশ্বাস ফেলে অন্ধকারকে বের করে দেয়,

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿١٩﴾

১৯. এ কুরআন নিশ্চয়ই সম্মানিত রসূলের (অর্থাৎ জিবরাঈলের) আনীত বাণী।

ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ﴿٢٠﴾

২০. যে শক্তিশালী, 'আরশের মালিক (আল্লাহ)'র নিকট মর্যাদাশীল।

مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ﴿٢١﴾

২১. সেখানে মান্য ও বিশ্বস্ত।

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢٢﴾

২২. (ওহে মাক্কাবাসী!) তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মাদ) পাগল নয়।

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٣﴾

২৩. সে সেই বাণী বাহককে সুস্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে,

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٤﴾

২৪. সে গায়বের (জ্ঞান মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার) ব্যাপারে কৃপণতা করে না।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٥﴾

২৫. আর তা কোন অভিশপ্ত শয়ত্বানের বাণী নয়।

فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. কাজেই তোমরা (সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে) কোথায় চলেছ?

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. এটা তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ।

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٨﴾

২৮. তার জন্য– যে তোমাদের মধ্যে সরল সঠিক পথে চলতে চায়।

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. তোমরা ইচ্ছে কর না যদি বিশ্বজগতের রব্ব আল্লাহ ইচ্ছে না করেন।

الخنس এবং الكنس এর ব্যাখ্যা

৭১৭২. (স্বহীহ): ইমাম মুসলিম তাঁর 'স্বহীহ' গ্রন্থে এবং ইমাম নাসাঈ এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আমর বিন হুরায়স্র থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পেছনে ফজরের স্বালাত আদায় করেছি। আমি তাঁকে ﴿فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾﴾ **"১৫. কিন্তু না, আমি শপথ করছি (গ্রহের) যা পেছনে সরে যায়, ১৬. চলে ও লুকিয়ে যায়, ১৭. শপথ রাতের যখন তা বিদায় নেয়, ১৮. আর ঊষার যখন তা নিঃশ্বাস ফেলে অন্ধকারকে বের করে দেয়"** পাঠ করতে শুনেছি।[২১৪] ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন ০[বুনদার][গুনদার][শু'বাহ][আল-হাজ্জাজ বিন আস্রিম][আবুল আসওয়াদ][আমর বিন হুরায়স]০ এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[২১৫]

ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু জারীর স্রাওরীর সূত্রে আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ﴿فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ﴾ অর্থ নক্ষত্র যা রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশ করে এবং দিনের বেলায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

---

২১৪. মুসলিম ৪৭৫।

২১৫. নাসাঈ ৯৫০, সুনান আল কুবরা ১১৬৫১।

ইবনু জারীর বলেন, ∝{ইবনুল মুস্নান্না}{মুহাম্মাদ বিন জা'ফার}{শু'বাহ}{সিমাক বিন হারব}{খালিদ বিন আরআরাহ}{বলেন, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)}∝ ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ﴾ **"কিন্তু না, আমি শপথ করছি (গ্রহের) যা পেছনে সরে যায়, ১৬. চলে ও লুকিয়ে যায়"** এ আয়াতগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, তা হচ্ছে নক্ষত্র, এগুলো দিনের বেলা অদৃশ্য হয়ে যায় আর রাতে হয় দৃশ্যমান।[২১৬]

∝{আবূ কুরায়ব}{ওয়াকী'}{ইসরাঈল}{সিমাক}{খালিদ}{আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)}∝ বলেন, তা হচ্ছে নক্ষত্র। এই সানাদটি স্বহীহ। আবূ হাতিম আর রাযী আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন ও তার থেকে সিমাক ও কাসিম বিন আওফ আশ-শায়বানী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাদের জারাহ-তা'দীল বর্ণনা করেননি, তাদের বিষয়ে আল্লাহই সর্বোজ্ঞ। ∝{য়ূনুস}{আবূ ইসহাক}{হারিস্ব}{আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)}∝ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, الخنس অর্থঃ النجوم বা নক্ষত্র। ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দীসহ অন্যদের থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইবনু জারীর বলেন, ∝{মুহাম্মাদ বিন বাশশার}{হাওযাহ বিন খালীফাহ}{আওফ}{বাকর বিন আবদুল্লাহ}∝ তিনি ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ﴾ এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, তা হলো চলমান নক্ষত্রসমূহ, যা পূর্বদিক থেকে উদিত হয়ে চলতে থাকে।[২১৭]

কতিপয় আয়িম্মাহ বলেন, উদয়কালে নক্ষত্রকে خنس ও অদৃশ্য হয়ে গেলে كنس বলা হয়। আরবরা বলে থাকে হরিণ তার ঝোপে আশ্রয় নিল। আ'মাশ ইবরাহীম-এর সূত্রে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ﴾ অর্থাৎ বন্যগরু। স্বাওরী বলেন, ∝{আবূ ইসহাক}{আবূ মায়সারাহ}{আবদুল্লাহ}∝ তিনি ﴿الجوار الكنس﴾ সম্পর্কে বলেন, হে আমর! এর দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? আমি বললাম গরু, তিনি বললেন আমিও তা মনে করি। অনুরূপভাবে ∝{য়ূনুস বিন আবী ইসহাক}{তার পিতা (আবূ ইসহাক)}∝ ∝{আবূ দাঊদ আত-তায়ালাসী}{আমর}{তার পিতা}{সাঈদ বিন জুবায়র}{ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)}∝ তিনি ﴿الجوار الكنس﴾ সম্পর্কে বলেন, গাভির ছায়ায় আচ্ছন্ন থাকা। সাঈদ বিন জুবায়র ও আল-আওফী ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তা হচ্ছে হরিণ। সাঈদ, মুজাহিদ ও দহহাক অনুরূপ বলেছেন। আবুশ শা'স্বা' জাবির বিন যায়দ বলেন, তা হচ্ছে হরিণ ও গরু।

ইবনু জারীর বলেন, ∝{ইয়া'কূব}{হুশায়ম}{মুগীরাহ}{ইবরাহীম ও মুজাহিদ}∝ তারা দুজন ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ﴾ নিয়ে আলোচনা করলেন। ইবরাহীম মুজাহিদকে বললঃ বল যা শুনেছো এ আয়াতের ব্যাপারে, তখন মুজাহিদ বললঃ আমি এই ব্যাপারে কিছু শুনেছিলাম। আর মানুষেরা বলে, সে গুলো হচ্ছে তারকা। ইবরাহীম বললঃ তুমি যা শুনেছ তাই বলো। মুজাহিদ বললঃ আমি শুনেছি সেগুলো বন্যগরু যখন সেগুলো ঘরে আশ্রয় নেয়। ইবরাহীম বলেন, তারা আলীর প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। যেমন তারা বর্ণনা করেছেন, উপর থেকে নিচকে বেষ্টন করে নেয়া, নিচ থেকে উপরকে বেষ্টন করে নেওয়া।[২১৮] ইবনু জারীর ﴿بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ﴾ দ্বারা নক্ষত্র, হরিণ বা বন্যগরু কোনটি অর্থ হবে সে ক্ষেত্রে তিনি নিরবতা পালন করেছেন। তিনি বলেন, সব কয়টি অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿إِذَا عَسْعَسَ﴾ **"যখন তা বিদায় নেয়"** এ ব্যাপারে দু'টি উক্তি রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে ঃ অন্ধকার নিয়ে এর আগমন, মুজাহিদ বলেন: এর অর্থ হচ্ছে এর অন্ধকার হওয়া, সাঈদ বিন জুবায়র বলেন: যখন তার সূচনা ঘটে। হাসান আল-বাস্বরী বলেন: যখন তা লোকদেরকে আচ্ছাদিত

---

২১৬. আত-তাবারী ২৪/১৫২, বাগাবী ৮/৩৪৯।
২১৭. ই.বনু জারীর তার 'আত-তাফসীর' গ্রন্থে (৩০/৪৮) উল্লেখ করেছেন।

২১৮. ইবনু জারীর তার তাফসীর গ্রন্থে (৩০/৪৯) উল্লেখ করেছেন।

করে।[২১৯] আতিয়্যাহ আল-আওফী অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[২২০] আলী বিন আবী তালহাহ এবং আওফী আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ ﴿إِذَا عَسْعَسَ﴾ **"যখন তা বিদায় নেয়"** অর্থাৎ যখন এটা প্রস্থান করে।[২২১] মুজাহিদ, কাতাদাহ এবং দহ্হাকও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[২২২] অনুরূপভাবে যায়দ বিন আসলাম এবং তাঁর পুত্র আবদুর রহমান বলেন, ﴿إِذَا عَسْعَسَ﴾ **"যখন তা বিদায় নেয়"** অর্থাৎ যখন সেটা চলে যায় আর এভাবে ফিরে যায়।[২২৩]

আবূ দাউদ আত-তয়ালাসী বলেন, শু'বাহ আমর বিন মুররাহ আবুল বাখতারী আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী বলেন, আলী বিন আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের নিকটে আসলেন যখন প্রতিদানকারী ফজরের সময় প্রতিদান দেয়। তিনি বললেন, বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞেসকারী কোথায়? ﴿وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝﴾ **(শপথ রাতের যখন তা বিদায় নেয়, আর উষার যখন তা নিঃশ্বাস ফেলে অন্ধকারকে বের করে দেয়"?** এর সময় হচ্ছে যখন হাসান চলে যায়। ইবনু জারীর বলেন, সব কয়টি অর্থের মধ্যে পশ্চাদ্ধাবন হওয়ার কাথাটিই আমার নিকট পছন্দনীয়। তিনি ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ এর ব্যাপারে বলেন, আলোকিত করে।

আমার নিকট ﴿إِذَا عَسْعَسَ﴾ **"যখন তা বিদায় নেয়"** এর অর্থ হচ্ছে যখন তা নিকটবর্তী হয়, যদিও এর 'চলে যাওয়া' অর্থও বিশুদ্ধ, তবে এখানে 'নিকটবর্তী হওয়া' অর্থটি অধিক উপযোগী। যেমন তিনি রজনী এবং অন্ধকারের শপথ করেছেন যখন তা নিকটবর্তী হয়, অনুরূপভাবে তিনি শপথ করেছেন ফজর এবং তার আলোর যখন তা পূর্ব দিগন্তে দীপ্তিময় হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلّٰى ۝﴾ **"শপথ রাতের যখন তা (আলোকে) ঢেকে দেয়, শপথ দিনের যখন তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে"**[২২৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَالضُّحٰى ۝ وَالَّيْلِ إِذَا سَجٰى ۝﴾ **"সকালের উজ্জ্বল আলোর শপথ, ২. রাতের শপথ যখন তা হয় শান্ত-নিঝুম"**[২২৫] তিনি বলেন: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا﴾ **"তিনি উষার উন্মেষ ঘটান, তিনি রাত সৃষ্টি করেছেন শান্তি ও আরামের জন্য"**[২২৬] এছাড়াও অন্য আয়াত রয়েছে। ভাষার নিয়মাবলীর বহু পণ্ডিত বলেন, عسعس শব্দটি নিকটবর্তী হওয়া এবং দূরীভূত হওয়া উভয় অর্থের ভাগিদার, এরই ভিত্তিতে উভয় অর্থেই এর ব্যবহার বিশুদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা ভাল জানেন।

ইবনু জারীর বলেন, কতিপয় জ্ঞানী মনে করেন, عسعس অর্থ অন্ধকারের আগমন। ফাররা বলেন, আবুল বিলাদ আন-নাহবী একটি কবিতা পাঠ করেনঃ

عسعس حتى لو يشاء ادنا   كان له من ضوئه مقبس

অর্থঃ অন্ধকার এসে গেল, নেয়ার ইচ্ছা করলে তার আলো থেকে গ্রহণ করা যেত। ফাররা' বলেন, ভাষাবিদগণ মনে করেন এই কবিতার লাইন কৃত্রিম।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ **"সকালের শপথ যখন তার আবির্ভাব হয়"**। দহ্হাক বলেন, এর অর্থঃ যখন সকাল প্রকাশিত হয়। কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ ঃ যখন সকাল আলোকিত হয় এবং এগিয়ে আসে। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সাঈদ বিন জুবায়র বর্ণনা করে বলেন, এর অর্থ হলোঃ যখন সূচনা হয়। ইবনু জারীর বলেন, এর অর্থ ঃ দিনের আলো যখন এগিয়ে আসে এবং প্রকাশিত হয়।[২২৭]

---

২১৯. আত-তাবারী ২৪/২৫৬।
২২০. আত-তাবারী ২৪/২৫৬।
২২১. আত-তাবারী ২৪/২৫৫।
২২২. আত-তাবারী ২৪/২৫৬।
২২৩. আত-তাবারী ২৪/২৫৬।
২২৪. সূরাহ আল লায়ল, ৯২ঃ ১-২।
২২৫. সূরাহ দুহা, ৯৩ঃ ১-২।
২২৬. সূরাহ আনআম, ৬ঃ ৯৬।

২২৭. আত-তাবারী ২৪/২৫৮।

কুরআন জিবরীল (আলায়হিস সালাম) সাথে নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, আর এটা পাগলামির ফল নয়

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ **"১৯. এ কুরআন নিশ্চয়ই সম্মানিত রসূলের (অর্থাৎ জিবরাঈলের) আনীত বাণী"** অর্থাৎ এই কুরআন একজন সম্মানিত রাসূল কর্তৃক প্রচারকৃত। অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত ফেরেশ্তা যাঁর কাঠামো অতি সুন্দর, দর্শনীয়, তিনি হচ্ছেন জিবরীল (আলায়হিস সালাম)। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), শা'বী, মায়মূন বিন মিহরান, হাসান, কাতাদাহ, রাবী' বিন আনাস, দহ্হাক এবং অন্যরা এ মত ব্যক্ত করেছেন।[২২৮] ﴿ذِى قُوَّةٍ﴾ **"২০. (যে শক্তিশালী)** যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ﴾ **"তাকে শিক্ষা দেয় শক্তিশালী, দেহ ও মনের দিক থেকে ক্রটিহীন (জিবরাঈল), অতঃপর সে উপরে উঠল সে নিজ আকৃতিতে স্থির হল"**[২২৯] অর্থাৎ সৃষ্টিগতভাবে কঠোর, শক্তিমত্তা এবং কাজ করার ক্ষেত্রে কঠোর, ﴿عِندَ ذِى الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ **"আরশের মালিক (আল্লাহ)'র নিকট মর্যাদাশীল"** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নিকটে তাঁর রয়েছে বিশেষ স্থান, সুউচ্চ মর্যাদা। ﴿مُّطَاعٍ ثَمَّ﴾ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবূ সালিহ বলেন, জিবরীল (আলায়হিস সালাম) অনুমতি ছাড়াই নূরের সত্তরটি পর্দার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন। অর্থাৎ তার জন্য অবাধ অনুমতি রয়েছে। ﴿مُّطَاعٍ ثَمَّ﴾ **"২১. সেখানে মান্য"** তাঁর রয়েছে সুখ্যাতিজনিত মর্যাদা, তাঁর কথা শোনা হয়, উচ্চতর জগতে করা হয় তাঁর আনুগত্য। কাতাদাহ বলেন: ﴿مُّطَاعٍ ثَمَّ﴾ **"সেখানে মান্য"** অর্থাৎ আসমানসমূহে, তিনি নিম্ন সারির কোন ফেরেশ্তা নন, তিনি হচ্ছেন নেতৃস্থানীয় ও সম্মানিত, তিনি শ্রদ্ধার পাত্র, রিসালাতের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে চয়ন করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿أَمِينٍ﴾ **'বিশ্বস্ত'** আমানতদারিতা হচ্ছে জিবরীল (আলায়হিস সালাম) এর গুণ। এটা খুবই বড় একটি বিষয় যে, রব্ব স্বয়ং তাঁর বান্দা এবং তাঁর ফেরেশ্তারূপী রাসূল জিবরীল (আলায়হিস সালাম) এর প্রশংসা করছেন, যেভাবে তিনি তাঁর বান্দা এবং তাঁর মানবীয় রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রশংসা করেছেন, ﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ﴾ **"২২. (ওহে মাক্কাবাসী!) তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মাদ) পাগল নয়"** শা'বী, মায়মূন বিন মিহরান, আবূ সালিহ, আরও যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা বলেন: ﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ﴾ **"(ওহে মাক্কাবাসী!) তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মাদ) পাগল নয়"** এ আয়াতে উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।[২৩০]

আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾ **"২৩. সে সেই বাণী বাহককে সুস্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে"** অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরীল (আলায়হিস সালাম) কে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রিসালাত নিয়ে আসতে দেখেন। এ সময় তিনি ছয়শত ডানা সম্বলিত অবস্থায় তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে ছিলেন। ﴿بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾ **'সুস্পষ্ট দিগন্তে'** অর্থাৎ পরিস্কার, প্রথম দশন যা মক্কায় সংঘটিত হয়েছিল। এ কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

﴿عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۝ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝ فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ﴾

"তাকে শিক্ষা দেয় শক্তিশালী, দেহ ও মনের দিক থেকে ক্রটিহীন (জিবরাঈল), অতঃপর সে উপরে উঠল, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হল, আর সে ছিল উর্ধ্ব দিগন্তে। অতঃপর সে (নাবীর) নিকটবর্তী হল, অতঃপর আসলো আরো নিকটে, ফলে (নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও জিবরাঈলের মাঝে) দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা আরো কম। তখন (আল্লাহ) তাঁর বান্দাহ্র প্রতি ওয়াহী করলেন যা ওয়াহী করার ছিল।"[২৩১] এর

---

২২৮. তাফসীর আল-কুরতুবী ১৯/২৪০, আদ-দুররুল মানসূর ৮/৪৩৩।
২২৯. সূরাহ আন-নাজম, ৫৩ঃ ৫-৬।
২৩০. আত-তাবারী ২৪/২৫৯, আদ-দুররুল মানসূর ৮/৪৩৪।

২৩১. সূরাহ আন-নাজম, ৫৩ঃ ৫-১০।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, এ সমস্ত দলীলা প্রমাণ করে যে, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছেন জিবরীল (আলায়হিস সালাম)। বাহ্যত বুঝা যায়- আল্লাহ তা'আলা ভাল জানেন। এই সূরাটি মি'রাজের রজনীর পূর্বে অবতীর্ণ হয়, কেননা এখানে এই দর্শণ অর্থাৎ প্রথম দর্শন ছাড়া অন্য কোন দর্শনের কথা বলা হয়নি। দ্বিতীয় দর্শনের কথা বলা হয়েছে: ﴿وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰىۙ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰىؕ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰىۙ﴾ **"অবশ্যই সে [অর্থাৎ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] তাকে [অর্থাৎ জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম)-কে] আরেকবার দেখেছিল শেষসীমার বরই গাছের কাছে, যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত। যখন গাছটি যা দিয়ে ঢেকে থাকার তা দিয়ে ঢাকা ছিল, যার বর্ণনা মানুষের বোধগম্য নয়।"**[২৩২] এই আয়াতে, আর তা উল্লেখ করা হয়েছে সূরাহ আন-নাজ্‌মে যা সূরাহ বানী ইসরাঈলের পরে অবতীর্ণ হয়।

ওয়াহীর জ্ঞান পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কৃপণতা করেননি

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍۚ﴾ **"২৪. সে গায়বের (জ্ঞান মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার) ব্যাপারে কৃপণতা করে না"** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন সে ব্যাপারে তিনি (মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) মিথ্যা অনুমানের অনুসরণ করেননি। কেউ কেউ ضنين শব্দটিতে ضاد সহকারে পাঠ করেছেন। এ অবস্থায় এর অর্থ হচ্ছে কৃপণ, (তিনি কৃপণতা করেননি) বরং প্রত্যেককে তা বিলিয়েছেন। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন: ظنين এবং ضنين অর্থ একই অর্থাৎ তিনি মিথ্যাবাদী নন, আর তিনি পাপাচারিও নন। الظنين শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি মিথ্যা ধ্যান-ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করেন আর الضنين শব্দের অর্থ হচ্ছে কৃপণ।[২৩৩] কাতাদাহ বলেন: কুরআন ছিল অদৃশ্য, এরপর আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপরে তা অবতীর্ণ করেন, তিনি সেটা লোকদের নিকট প্রচার না করে নিজের কাছে ধরে রাখেননি; বরং তিনি তা ছড়িয়ে দিয়েছেন আর যে-ই এটা চেয়েছে তাকে তা বিলিয়েছেন।[২৩৪] ইকরিমাহ, ইবনু যায়দ ও অন্যরাও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। ضاد এর কিরা'আত ইবনু জারীর পছন্দ করেছেন।[২৩৫] **আমি** (ইবনু কাসীর) **বলি ঃ** উভয়টি অকাট্যভাবে বর্ণিত হয়েছে আর তার অর্থও বিশুদ্ধ যেভাবে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

কুরআন হচ্ছে বিশ্বজগতের জন্য উপদেশস্বরূপ আর তা শয়তানের ওয়াহী নয়

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍۙ﴾ **"২৫. আর তা কোন অভিশপ্ত শয়তানের বাণী নয়"** অর্থাৎ এই কুরআন অভিশপ্ত শয়তানের বাণী নয় অর্থাৎ এটা সে বহনে সক্ষম নয়। এটা সে চায়না আর তার জন্য তা শোভনীয়ও নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَؕ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ﴾ **"শয়তানরা তা (অর্থাৎ কুরআন) নিয়ে অবতরণ করেনি। তারা এ কাজের যোগ্য নয় আর তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। তাদেরকে এটা শোনা থেকে অবশ্যই দূরে রাখা হয়েছে"**[২৩৬]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَؕ﴾ **"২৬. কাজেই তোমরা (সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে) কোথায় চলেছ?"** অর্থাৎ স্পষ্ট, স্বচ্ছ এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্য হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এই কুরআনকে অস্বীকার করছ, তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কোথায় গেছে? যেমন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বানূ

---

২৩২. সূরাহ আন-নাজম, ৫৩ ঃ ১৩-১৬।
২৩৩. আত-তাবারী ২৪/২৬১।
২৩৪. আত-তাবারী ২৪/২৬১।
২৩৫. আত-তাবারী ২৪/২৬০, ২৬১, আদ-দুররুল মানসূর ৮/৪৩৫।
২৩৬. সূরাহ আশ শুআরা' ঃ ২১০-২১২।

হানীফার প্রতিনিধি দলকে বলেন, যখন তারা মুসলিম হয়ে আগমন করে। তিনি তাদেরকে (কুরআন থেকে কিছু পাঠ করতে) নির্দেশ দেন, তখন তারা মূসায়লামাতুল কায্যাবের বানানো তথাকথিত কুরআন থেকে পাঠ করে শোনায় যা সম্পূর্ণ আজেবাজে কথাবার্তায় পরিপূর্ণ এবং ভঙ্গিমায় যা ভয়ানক দুর্বল। তখন আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ ধিক তোমাদেরকে! তোমাদের জ্ঞানবুদ্ধি কোথায় গেছে? আল্লাহ তাআলার শপথ, এ কথাবার্তাগুলো মা'বূদ থেকে বের হয়নি। কাতাদাহ বলেনঃ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কিতাব এবং তাঁর আনুগত্য থেকে।

আল্লাহ তাআলার বাণীঃ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ﴾ **"২৭. এটা তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ"** অর্থাৎ এ কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য উপদেশস্বরূপ। এর মাধ্যমে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে ﴿لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَّسْتَقِيْمَ﴾ **"২৮. তার জন্য– যে তোমাদের মধ্যে সরল সঠিক পথে চলতে চায়"** অর্থাৎ যে ব্যক্তি হিদায়াত গ্রহণ করতে চায় তার কর্তব্য হচ্ছে কুরআনকে আঁকড়ে ধরা, কেননা, কুরআন হচ্ছে তার জন্য মুক্তি এবং হিদায়াতস্বরূপ, এ ছাড়া আর অন্য কিছুতে হিদায়াত নেই। ﴿وَمَا تَشَآءُوْنَ إِلَّا أَنْ يَّشَآءَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ **"২৯. তোমরা ইচ্ছে কর না যদি বিশ্বজগতের রব্ব আল্লাহ ইচ্ছে না করেন"** যার ইচ্ছা হিদায়াত লাভ করবে আর যার ইচ্ছা গোমরাহ হবে এ ধরনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা তোমাদের অধীনে নয়; বরং বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বিশ্ব জগতের রব্ব আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার অধীন। সুফইয়ান আস্স-স্রাউরী বর্ণনা করেন, সুলায়মান বিন মূসা বলেনঃ যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ ﴿لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَّسْتَقِيْمَ﴾ **"তার জন্য– যে তোমাদের মধ্যে সরল সঠিক পথে চলতে চায়"** আবূ জাহাল (কাতালাহুল্লাহ) তখন বলে, বিষয়টি আমাদের অধীন, যদি আমাদের মনে চায় তবে হিদায়াত লাভ করব আর যদি আমাদের ইচ্ছা না হয় তবে গোমরাহই থাকব। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ ﴿وَمَا تَشَآءُوْنَ إِلَّا أَنْ يَّشَآءَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ **"তোমরা ইচ্ছে কর না যদি বিশ্বজগতের রব্ব আল্লাহ ইচ্ছে না করেন"**।[২৩৭]

সূরাহ আত-তাকবীরের তাফসীর সমাপ্ত, সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

সূরাহ্ আল-ইনফিতারের তাফসীর

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরাহ আল-ইনফিতারের ফাদীলাত

৭১৭৩. (স্বহীহ) নাসাঈ বর্ণনা করেন, ০{মুহাম্মাদ বিন কুদামাহ}{জারীর}{আল-আ'মাশ}{মুহারিব বিন দীস্রার}{জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ বলেনঃ মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) লোকদেরকে নিয়ে ইশার স্বালাত আদায় করেন এবং তা অত্যন্ত দীর্ঘ করে ফেলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বলেনঃ তুমি কি লোকদেরকে ফিৎনায় ফেলতে চাও হে মুআয? তুমি কেনঃ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ﴿وَالضُّحٰى﴾ ﴿إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ﴾ এসব সূরাহ পাঠ করনি?[২৩৮] মূল হাদীস্রটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।[২৩৯] তবে শুধুমাত্র ﴿إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ﴾-এর কথা নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে।

---

২৩৭. আত-তাবারী ২৪/২৬৪।

২৩৮. আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১০৬৯, নাসাঈ ৯৯৭, স্বহীহ আবী দাউদ ৭৫৬, জামিঈল উস্বূল ফি আহাদীস্রির রুসূল ৩৮৩২। **তাহকীক আলবানী**ঃ স্বহীহ।

২৩৯. ফাতহুল বারী ১৪/১০৪ নং পৃষ্ঠা, হাদীস্র নাম্বার ৪৫৫৯। **তাহকীক আলবানী**ঃ স্বহীহ।

৭১৭৪. (স্বহীহ্): আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **বলেন**: যে ব্যক্তি কিয়ামাত দিবস দেখার ইচ্ছা করে এমনভাবে যেন সে স্বচক্ষে এটা প্রত্যক্ষ করছে, সে যেন ঃ ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ এই সূরাত্রয় পাঠ করে।[২৪০]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ①

১. যখন আসমান ফেটে যাবে,

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ②

২. যখন তারকাগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে (ঝরে) পড়বে,

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ③

৩. সমুদ্রকে যখন উত্তাল করে তোলা হবে,

وَإِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ④

৪. যখন কবরস্থ মানুষদেরকে উঠানো হবে,

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ⑤

৫. তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কী আগে পাঠিয়েছিল, আর কী পেছনে ছেড়ে এসেছিল।

يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ⑥

৬. হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রব্ব সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে?

الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ⑦

৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন, অতঃপর তোমাকে করেছেন ভারসাম্যপূর্ণ।

فِيْٓ أَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ⑧

৮. তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছেমত আকৃতিতে গঠন করেছেন।

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ⑨

৯. না (তোমাদের এই বিভ্রান্তি মোটেই সঠিক নয়), তোমরা তো (আখেরাতের) শাস্তি ও পুরস্কারকে অস্বীকার করে থাক;

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ⑩

১০. অবশ্যই তোমাদের উপর নিযুক্ত আছে তত্ত্বাবধায়কগণ;

كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ⑪

১১. সম্মানিত লেখকগণ (যারা লিপিবদ্ধ করছে তোমাদের কার্যকলাপ),

يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ⑫

১২. তারা জানে তোমরা যা কর।

কিয়ামাত দিবসে যা ঘটবে

আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ﴾ **"১. যখন আসমান ফেটে যাবে) বিদীর্ণ হবে"** যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ﴾ **"যার কারণে আকাশ ফেটে যাবে"**[২৪১] ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ﴾ **"২. যখন তারকাগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে (ঝরে) পড়বে"** অর্থাৎ পড়ে যাবে, ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ **"৩. সমুদ্রকে যখন**

---

২৪০. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩৩৩৩, হাকিম ৪৭১৯, আহমাদ ৪৭৯১, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১১৪৬৮, সহীহাহ ১০৮১, সহীহ আল-জামি' ৬২৯৩। **তাহকীক আলবানী ঃ** সহীহ।

২৪১. সূরাহ মুযযাম্মিল, ৭৩ঃ ১৮।

উত্তাল করে তোলা হবে।" আলী বিন আবী তলহাহ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আল্লাহ তাআ'লা এর এক অংশের উপরে আরেক অংশের বিষ্ফোরণ ঘটাবেন।[২৪২] হাসান বলেনঃ আল্লাহ তাআ'লা এর এক অংশের উপরে আরেক অংশের বিষ্ফোরণ ঘটাবেন ফলে তা পানিশুন্য হয়ে পড়বে।[২৪৩] কাতাদাহ বলেনঃ এর সুপেয় পানি এর লবণাক্তের সাথে মিশে যাবে।[২৪৪] ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾ **"৪. যখন কবরস্থ মানুষদেরকে উঠানো হবে"**। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, بُعْثِرَتْ শব্দের অর্থঃ অনুসন্ধান করা হবে।[২৪৫] সুদ্দী বলেনঃ খনন করে উঠানো হবে, নড়ে উঠবে, এরপর এর মুখ থেকে বের হয়ে আসবে। ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ **"৫. তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কী আগে পাঠিয়েছিল, আর কী পেছনে ছেড়ে এসেছিল"** অর্থাৎ যখন এটা সংঘটিত হবে তখন এটা ঘটবে।

মানুষের আল্লাহ তাআ'লাকে ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়

আল্লাহ তাআ'লার বাণীঃ ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ **"৬. হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রব্ব সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে?"** এখানে মানুষকে ধমক দেয়া হয়েছে, এখানে উত্তর পাওয়ার আবেদন জানানো হয়নি যেমন কতিপয় লোক ভুলবশত তা ধারণা করে। তারা এটাকে বিবেচনা করে এভাবেঃ মহানুভব তাদেরকে জিজ্ঞেস করছে, ফলে তাদের কেউ বলে, তাঁর মহানুভবতা তাকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে, (অর্থাৎ তার রব্বের সম্পর্কে গাফেল করেছে)। বরং এ আয়াতের সঠিক অর্থ এরূপ ঃ (হে মানব সকল! কিসে তোমাকে তোমার দয়াময় রব্ব সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে?) অর্থাৎ মহান রব্ব সম্পর্কে- ফলে তুমি অবাধ্য হয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছ? আর এমনভাবে তার সাথে সাক্ষাত করেছ যা তোমার জন্য শোভনীয় ছিল না।

৭১৭৫. যেমন হাদীসে এসেছে ঃ আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামাত দিবসে বলবেন ঃ

"يَقُولُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ابْنَ آدَمَ، مَا غَرَّكَ بِي؟ ابْنَ آدَمَ، مَاذَا أَجِبْتَ الْمُرْسَلِينَ؟

হে আদম সন্তান! কিসে তোমাকে আমার সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছিল? হে আদম সন্তান! কিভাবে তুমি রাসূলগণের আহবানে সাড়া দিয়েছিলে?[২৪৬]

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ﴾আমার পিতা (আবূ হাতিম)﴾ইবনু আবী উমার﴾সুফইয়ান﴾উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)﴾ একদিন এক ব্যক্তিকে ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ এই আয়াতটি পাঠ করতে শুনে বললেন, অজ্ঞতাই মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করেছে।[২৪৭] ইবনু আবী হাতিম বলেন, ﴾উমার বিন শাব্বাহ﴾আবূ খালাফ ﴾ইয়াহইয়া আল-বাক্কা'﴾ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)﴾ তিনি একদিন ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ এই আয়াতটি পাঠ

---

২৪২. আত-তাবারী ২৪/২৬৭।
২৪৩. আত-তাবারী ২৪/২৬৭।
২৪৪. আত-তাবারী ২৪/২১৭।
২৪৫. আত-তাবারী ২৪/২৬৭।
২৪৬. তুহফাতুল আশরাফ বিমা'রিফাতিল আতরাফ (তুহফাতুল আশরাফ) ৯/৫৫ নং পৃষ্ঠা, হাদীস নাম্বার ৯৩৪৫। মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৮৩৭৬, সিলসিলাতুল আসার আস-সহীহাহ ৮২। মু'জামুল কাবীর এর মাঝে তিনি হাদীসটিকে মাওকূফ সূত্রে অন্যান্য স্থানে তিনি তাকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রেওয়ায়াতে শারীক বিন আবদুল্লাহ রয়েছেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। মু'জামুল আওসাতেও শারীক বিন আবদুল্লাহ ও ইসহাক বিন আবদুল্লাহ আত তায়মী রয়েছেন। তাকে ইবনু হিব্বান সিকাহ বলেছেন। সহীহ সূত্রে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এরূপ কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। মওকূফ হিসেবে অনুরূপ আসার আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে। তবে সেটিও উক্ত ব্যাখ্যার কারণে সহীহ নয়।
২৪৭. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৪৩৯।

করে বলেন, আল্লাহর শপথ! অজ্ঞতাই মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে।[২৪৮] ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাবী' বিন **খুসায়ম** এবং হাসান আল-বাসরী থেকেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

কাতাদাহ বলেন, ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ **"কিসে তোমাকে তোমার মহান রব্ব সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে?) অর্থাৎ কোন জিনিস? আদম সন্তানকে সুস্পষ্ট শয়ত্বান ছাড়া কেউ ধোঁকায় ফেলতে পারে না।** ফুদায়ল বিন ইয়াদ বলেন, যদি আল্লাহ আমাকে বলে, কোন্ বস্তু তোমাকে আমার ব্যাপারে প্রতারিত করেছে? আমি বলব শিথিল আবরণ। আবূ বক্র আল-ওররাক বলেন, যদি আমাকে বলে, কোন্ বস্তু তোমাকে আমার ব্যাপারে প্রতারিত করেছে? আমি বলব: দানশীলের অনুগ্রহ। ইমাম বাগাবী বলেন, কতিপয় আহলুল ইশার বলছে যে, আল্লাহ তাআলার অন্যান্য নাম ও সিফাত বাদ দিয়ে الكريم নাম উল্লেখ করে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, এই কথক (আল্লাহ) প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন। কেননা الكريم নামটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বুঝায়, যার খারাপ কাজ ও অপরাধের সাথে মিলিত হওয়া উচিত নয়।

৭১৭৬. (বাতিল): বাগাবী বর্ণনা করেন, কালবী এবং মুকাতিল উভয়ে বলেন: এই আয়াত আল-আসওয়াদ বিন শারীক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় যে,

ضَرَبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُعَاقِبْ فِي الْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আঘাত করেছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তৎক্ষণাৎ তাকে শাস্তি দেননি। ফলে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ **"কিসে তোমাকে তোমার মহান রব্ব সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে?"**।[২৪৯]

আল্লাহ তাআলার বাণী:﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ﴾ **"৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন, অতঃপর তোমাকে করেছেন ভারসাম্যপূর্ণ"** অর্থাৎ কিসে তোমাকে মহানুভব রব্ব সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে, ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ **"যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন, অতঃপর তোমাকে করেছেন ভারসাম্যপূর্ণ"** অর্থাৎ তিনি তোমাকে করেছেন সঠিক, নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ, সুন্দর কাঠামোর উপরে দণ্ডায়মান।

৭১৭৭. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, {আবূ নাদর}{হারীয}{আবদুর রহমান বিন মায়সারাহ}{জুবায়র বিন নুফায়র}{বুসর বিন জাহহাশ আল-কুরাশী} বলেন:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصق يَوْمًا فِي كَفِّهِ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا أُصْبُعَهُ، ثُمَّ قَالَ: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: ابْنَ آدَمَ، أَنَّي تُعجزنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ، حَتَّي إِذَا سَوَّيتك وعَدَلتك، مَشَيْتَ بَيْنَ برديك وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ، فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ، حَتَّي إِذَا بَلَغَت التَّرَاقِي قُلْتَ: أتصدقُ وأَنَّي أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন তাঁর হাতের তালুতে থুতু নেন, এরপর তার উপরে তাঁর আঙ্গুল রেখে বলেন: আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ হে আদম সন্তান! কিভাবে তুমি আমার থেকে পলায়ন করতে পার, যখন আমি তোমাকে এরূপ জিনিস থেকে সৃষ্টি করেছি? এমনকি আমি তোমাকে সুঠাম দেহের অধিকারী

---

২৪৮. কানযুল উম্মাল ৪৬৯৪, জামিউল আহাদীস ২৯৪৩৫।

২৪৯. তাফসীর আল-বাগাবী ৪/৪৫৫। তাফসীরে বাগাবীর মধ্যে উক্ত ভাষায় কোথাও হাদীসটি বর্ণিত হয়নি। তবে ভাবার্থের সাথে মিল আছে। বাগাবী সানাদ ছাড়া কালবী আর মুকাতিল হতে বর্ণনা করেছেন। কালবী এবং মুকাতিল বলেন ঃ আয়াতটি নাযিল হয়েছে আসওয়াদ ইবনু শারীক সম্পর্কে যে ....তখন এ আয়াত ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ নাযিল হয়। সানাদে আল-কালবী হচ্ছে: মুহাম্মাদ ইবনুস সাইব। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য ও মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। অনুরূপভাবে মুকাতিল যদি ইবনু সুলায়মান অথবা ইবনু হায়্যানও হয়ে থাকেন তবুও তিনি দুর্বল। আর প্রত্যেক অবস্থায় তিনি মু'দাল হিসেবে সাব্যস্ত হবেন। **তাহকীকঃ** বাতিল।

করেছি, তোমাকে করেছি ভারসাম্যপূর্ণ যাতে করে তুমি দু'টি কাপড় পরে চলতে পার, জমিনে তোমার জন্য রয়েছে গোরস্থান, তুমি (সম্পদ) জমা করেছিলে, আর একে ধরে রেখেছিলে অবশেষে তোমার রূহ তোমার কণ্ঠনালী পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল, তখন তুমি বলেছিলে ঃ এখন আমি দান-স্বাদকাহ করতে চাই, কিন্তু তখন কিরূপে স্বাদকাহ করার সময় হবে?[২৫০] অনুরূপভাবে ইবনু মাজাহ ∝[আবূ বাকর বিন আবী শায়বাহ]X[ইয়াযীদ বিন হারূন]X[হারীয বিন উস্মান]X[আবদুর রহমান বিন মায়সারাহ]X[জুবায়র বিন নুফায়র]X[বুসর বিন জাহহাশ আল-কুরাশী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)]∝[২৫১] এই সূত্রে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। হাদীস্বের অপর সানাদটি হলোঃ ∝[আল-হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযী]X[ইয়াহইয়া বিন হামযাহ]X[ইবনু ইয়াযীদ]X[আবদুর রহমান বিন মায়সারাহ]X[জুবায়র বিন নুফায়র]X[বুসর বিন জাহহাশ আল-কুরাশী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)]∝।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فِيْٓ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ﴾ **"৮. তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছেমত আকৃতিতে গঠন করেছে"** মুজাহিদ বলেন: যে সাদৃশ্যে, হয় পিতার নয়ত মাতার নয়ত মামার আর নয়ত চাচার (সাদৃশ্যে)।[২৫২]

৭১৭৮. (দঈফ): ইবনু জারীর বলেন, ∝[মুহাম্মাদ বিন সিনান আল-কাযযায]X[মুতাহহার ইবনুল হায়স্বাম (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য)]X[মূসা বিন আলী বিন রাবাহ]X[আমার পিতা (আলী বিন রাবাহ)]X[দাদা (রাবাহ বিন কাসীর)]∝ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী বিন রবাহ এর দাদাকে বললেন,

"مَا وُلِدَ لَكَ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عَسَى أَنْ يُولَدَ لِي؟ إِمَّا غُلَامٌ وَإِمَّا جَارِيَةٌ. قَالَ: "فَمَنْ يُشْبِهُ؟ ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ عَسَى أَنْ يُشْبِهَ؟ إِمَّا أَبَاهُ وَإِمَّا أُمَّهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا: "مَهْ. لَا تقولَنَّ هَكَذَا، إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا اسْتَقَرَّتْ فِي الرَّحِمِ أَحْضَرَهَا اللهُ كُلَّ نَسَبٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ آدَمَ؟ أَمَا قَرَأْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فِي كِتَابِ اللهِ: {فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ} " قَالَ: سَلَكَكَ

তোমার কী সন্তান হবে? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হয় ছেলে সন্তান বা মেয়ে সন্তান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, কার সদৃশ হবে? লোকটি বলল: মা অথবা বাবার ন্যায়। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: বিরত হও এমন কথা বল না। বীর্য যখন জরায়ুতে প্রবেশ করে তখন আল্লাহ উপস্থিত করেন আদম এবং তার মাঝের সকল বংশধরকে, তুমি কি ﴿فِيْٓ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ﴾ এই আয়াত পাঠ করনি? তিনি বললেন, সেভাবেই তিনি তোমাকে সাজিয়েছেন। অনুরূপভাবে ইবনু আবী হাতিম ও আত-তাবারানী মুতাহহার বিন হায়স্বাম থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।[২৫৩] হাদীস্বটি যদি সঠিক হতো তবে এই আয়াতে তা নির্দিষ্ট করা হত কিন্তু সানাদটি প্রমাণিত নয়।

৭১৭৯. (স্বহীহ): স্বহীহুল বুখারী ও মুসলিমে এসেছেঃ আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: জনৈক ব্যক্তি বলল:

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدت غُلَامًا أسودَ؟. قَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمر. قَالَ: "فَهَلْ فِيهَا مَنْ أورَق؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟ " قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَةَ عِرْق. قَالَ: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَةَ عِرْقٍ"

---

২৫০. আহমাদ ১৭৩৭০, মুসনাদ আল-জামি' ১৯৩০। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ। স্বহীহ আল-জামি' ৮১৪৪।

২৫১. আহমাদ ৪/২১০, ইবনু মাজাহ পর্বঃ আল-ওয়াসায়া, অধ্যায়ঃ النهى عن الإمساك في الحتاة والتبذير عند الموت ২/৯০৩, হাদীস্ব নাম্বার ২৭০৭, সানাদটি হাসান।

২৫২. আত-তাবারী ২৪/২৭০।

২৫৩. ইবনু জারীর কর্তৃক রচিত 'তাফসীর' ৩০/৫৬ আল-মাজমা' লিল হায়স্বামী ৯/৩৫১, হা/৫৩০৫, মুসলিম ১১৩৭, মু'জামুল কাবীর ৪৬২৪, সিলসিলাতুস স্বহীহাহ ৭/৯৮৮, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১১৪৭৩ । **তাহকীক আলবানীঃ** শায়খ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই সানাদ সম্পর্কে নিরব থাকার আর কোন সুযোগ নেই। কেননা সানাদে মুতাহহার ইবনুল হায়স্বাম রাবী তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। অর্থাৎ হাদীস্বটি দঈফ।

ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমার কি উট আছে? সে বলে ঃ হ্যাঁ, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: সেগুলোর রং কী? সে বলে ঃ লাল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: সেগুলোর মধ্যে কি ধুসর রঙের উট আছে? সে বলে ঃ হাঁ। তাদের এরূপ কিভাবে ঘটল? তিনি বলেন: সম্ভবত উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে।[২৫৪]

ইকরিমাহ ﴿فِيْٓ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ﴾ এই আয়াতে ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তাআ'লা যাকে ইচ্ছা বানরের আকৃতিতে এবং যাকে ইচ্ছা শুকরের আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারেন। অনুরূপভাবে আবূ স়ালিহ বলেন, তিনি ইচ্ছা করলে কুকুর, গাধা, খচ্চর ইত্যাদি আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারেন। কাতাদাহ ﴿فِيْٓ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ﴾ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি ঐ সকল আকৃতিতে সৃষ্টি করতে সক্ষম। আল্লাহ তাআ'লা ইচ্ছা করলে মানুষকে النطفة (শুক্র) থেকে যে কোন প্রাণীর নিকৃষ্ট অকৃতিতে সৃষ্টি করতে সক্ষম কিন্তু তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও দায়ায় সুদর্শন সুঠাম ও সুসামঞ্জস্য করে সৃষ্টি করেছেন।

ধোঁকার কারণ এবং ফেরেশ্‌তাগণ আদম সন্তানের আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করেন এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারী

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۝﴾ **"৯. না (তোমাদের এই বিভ্রান্তি মোটেই সঠিক নয়), তোমরা তো (আখিরাতের) শাস্তি ও পুরস্কারকে অস্বীকার করে থাক"** গোনাহ সহকারে মহানুভবের (আল্লাহর) মুখোমুখি হতে তোমাদেরকে প্ররোচিত করছে পরকাল, বিনিময় এবং হিসাব দিবস সম্পর্কে তোমাদের অন্তরের অস্বীকৃতি। আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝﴾ **"১০. অবশ্যই তোমাদের উপর নিযুক্ত আছে তত্ত্বাবধায়কগণ; ১১. সম্মানিত লেখকগণ (যারা লিপিবদ্ধ করছে তোমাদের কার্যকলাপ), ১২. তারা জানে তোমরা যা কর"** অর্থাৎ তোমাদের উপরে সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত রয়েছে, মন্দ নিয়ে তোমরা তাদের সাথে সাক্ষাত করো না, কেননা তারা তোমাদের যাবতীয় আমল লিপিবদ্ধ করছে।

৭১৮০. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০[আমার পিতা (আবূ হাতিম)][আ'লী বিন মুহাম্মাদ আত-তানাফিসী][ওয়াকী'][সুফইয়ান ও মিসআর][আলকামাহ বিন মারস়াদ][মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ)]০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَكْرِمُوا الكرام الكاتبين الذين لَا يفارقونكم إلَا عند إِحْدَي حَالَتَيْنِ: الْجَنَابَةِ وَالْغَائِطِ. فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ بِجَرَمِ حَائِطٍ أَوْ بِبَعِيرِهِ، أَوْ لِيَسْتُرْهُ أَخُوهُ

তোমরা আমল লিপিকর ফেরেশতাদেরকে সম্মান কর। যারা জানাবাত এবং পেশাব পায়খানার সময় ছাড়া কখনও তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। সুতরাং তোমাদের কেও যখন গোসল করবে তখন সে যেন দেয়াল অথবা তার উঁট দ্বারা নিজেকে আড়াল করে অথবা তাকে যেন তার ভাই আড়াল করে।[২৫৫]

৭১৮১. (দঈফ): হাফিয আবূ বক্‌র আল-বায্‌যার অন্য শব্দে বর্ণনা করেন, ০[মুহাম্মাদ বিন উস়মান বিন কারামাহ][উবায়দুল্লাহ বিন মূসা][হাফ্‌স বিন সুলায়মান (হাদীস় বর্ণনায় দুর্বল)][আলকামাহ বিন মারস়াদ][মুজাহিদ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)]০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

২৫৪. ফাতহুল বারী ২০/৩৬৫, স়হীহুল বুখারী পর্বঃ তালাক, অধ্যায়ঃ إذا عرض بنفي الولد হাদীস় নং ৫৩০৫, মুসলিম ১৫০০। **তাহকীক আলবানী ঃ** স়হীহ।

২৫৫. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩২৩, সিলসিলাতুদ দঈফাহ ৫/২৭০ হা/২২৪৩। উক্ত হাদীস়টি মুরসাল। মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) তিনি স়াহাবীর নাম বাদ দিয়ে সরাসরি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল। বিস্তারিত জানতে দেখুন (সিলসিলাহ দঈফাহ ২২৪৩)।

إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ عَنِ التعرّي، فَاسْتَحْيُوا مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ الَّذِينَ مَعَكُمْ، الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ، الَّذِينَ لَا يُفَارِقونكم إِلَّا عِنْدَ إِحْدَى ثَلَاثِ حَالَاتٍ: الْغَائِطِ، وَالْجَنَابَةِ، وَالْغُسْلِ. فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ بِالْعَرَاءِ فَلْيَسْتَتِرْ بِثَوْبِهِ، أَوْ بِجَرْمِ حَائِطٍ، أَوْ بِبَعِيرِهِ

আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নগ্ন হতে নিষেধ করেন। সুতরাং তোমরা কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাদের ব্যাপারে লজ্জা করে চল; যারা পেশাব-পায়খানা, জানাবাত এবং গোসল এই তিন সময় ব্যতীত তোমাদের থেকে পৃথক হয় না। খোলা ময়দানে গোসল করার সময় তোমরা কাপড়, দেয়াল বা উট দ্বারা আড়াল করে নাও।[২৫৬]

৭১৮২. (দঈফ জিদ্দান): হাফিয আবূ বাক্র আল-বায্যার বলেন, যিয়াদ বিন আয়্যূব মুবাশশির বিন ইসমাঈল আল-হালাবী তামাম বিন নাজীহ (হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল) হাসান আল-বাস্রারী আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا مِنْ حَافِظَيْنِ يَرْفَعَانِ إِلَى اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، مَا حَفِظَا فِي يَوْمٍ، فَيَرَى فِي أَوَّلِ الصَّحِيفَةِ وَفِي آخِرِهَا اسْتِغْفَارٌ إِلَّا قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا بَيْنَ طَرَفَيِ الصَّحِيفَةِ

দু'জন ফেরেশতা আল্লাহর সমীপে বান্দার দৈনিক আমল পেশ করার সময় আমলনামার শুরু ও শেষে (ফেরেশ্তাদের পালা বদলের সময়) ইসতিগফার থাকলে আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার ঐ দু'সময়ের মধ্যবর্তী সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিলাম।[২৫৭]

আমি (ইবনু কাস্বীর) **বলছিঃ** ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ বলেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী, আবূ যুরআহ, ইবনু আবী হাতিম, ইমাম নাসাঈ ও ইবনু আদী তারা সকলে তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হিব্বান তার ব্যাপারে জাল (বানোয়াট) হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগ করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, তার প্রকৃতরূপ সম্পর্কে আমার জানা নেই।

৭১৮৩. (দঈফ জিদ্দান): হাফিয আবূ বাক্র আল-বায্যার বলেন, ইসহাক বিন সুলায়মান আল-বাগদাদী বায়ান বিন হুমরান সাল্লাম মানসূর বিন যাযান মুহাম্মাদ বিন সীরীন আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَعْرِفُونَ بَنِي آدَمَ-وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَيَعْرِفُونَ أَعْمَالَهُمْ-فَإِذَا نَظَرُوا إِلَى عَبْدٍ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ ذَكَرُوهُ بَيْنَهُمْ وَسَمَّوه، وَقَالُوا: أَفْلَحَ اللَّيْلَةَ فُلَانٌ، نَجَا اللَّيْلَةَ فُلَانٌ. وَإِذَا نَظَرُوا إِلَى عَبْدٍ يَعْمَلُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ وَذَكَرُوهُ بَيْنَهُمْ وَسَمَّوْهُ، وقالوا:هلك الليلة فلان

আল্লাহর এমন কতিপয় ফেরেশতা আছে যারা মানুষ এবং মানুষের আমল সম্পর্কে সাম্যক অবগত। সুতরাং কোন ব্যক্তিকে কোন নেক কাজ করতে দেখলে তারা পরস্পর আলোচনা করে এবং বলে যে,

---

২৫৬. আল-মাজমা' ১/২৬৮, মুসনাদ আল-বায্যার ৪৭৯৯, সিলসিলাতুদ দঈফাহ ২২৪৩, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস্র-স্রাগীর ৩৬৮৫, দঈফ আল-জামি' ১৭৬২, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৪৫৪, জামিউল আহাদীস্র ৭৩৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

২৫৭. আল-মাজমা' ১০/২০৮, মুসনাদ আবূ ইয়া'লা ২৭৭৫, মুসনাদ আল-বায্যার ৬৬৯৬, তিনি তামাম বিন নাজীহ সম্পর্কে সালিহ বলেছেন, কিন্তু এই হাদীস্র ব্যতীত অন্যত্র কোথায় বর্ণিত হয়নি তাছাড়া তার কোন তাওয়াবি' পাওয়া যায় না, তিনি আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফ আত তিরমিযী ৫৩১, সিলসিলাতুদ দঈফাহ ২২৩৯, দঈফ আল-জামি' আস্র-স্রাগীর ১১৯৪৭, দঈফ আল-জামি' ৫১৬৪, দঈফ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ৪০১, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস্র-স্রাগীর ১১৯৪৭, জামিউল আহাদীস্র ২০৪৩৬, শুআবুল ঈমান ৭০৩৫। উক্ত হাদীস্রের রাবী তামাম বিন নাজীহ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, অন্যত্র বলেন, তিনি صالح الحديث । আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইবনু মাঈন তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার সম্পর্কে আমার জানা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭৯৯) **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

আজ রাতে অমুক ব্যক্তি কামিয়াব হয়েছে। পক্ষান্তরে কাউকে মন্দ কাজ করতে দেখলে পরস্পর বলাবলি করে যে, আজ রাতে অমুক ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে।[২৫৮]

১৩. নেক্কারগণ থাকবে নানান নি'মাতের মাঝে	اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیْمٍ ﴿۱۳﴾
১৪. আর পাপীরা থাকবে জাহান্নামে,	وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِیْ جَحِیْمٍ ﴿۱۴﴾
১৫. কর্মফলের দিন তারা তাতে প্রবেশ করবে।	یَّصْلَوْنَهَا یَوْمَ الدِّیْنِ ﴿۱۵﴾
১৬. তারা সেখান থেকে কক্ষণো উধাও হয়ে যেতে পারবে না।	وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِیْنَ ﴿۱۶﴾
১৭. তুমি কি জান কর্মফলের দিনটি কী?	وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا یَوْمُ الدِّیْنِ ﴿۱۷﴾
১৮. আবার বলি, তুমি কি জান কর্মফলের দিনটি কী	ثُمَّ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا یَوْمُ الدِّیْنِ ﴿۱۸﴾
১৯. সেদিন কোন মানুষ অপরের জন্য কিছু করার সামর্থ্য রাখবে না, সেদিন সকল কর্তৃত্ব থাকবে একমাত্র আল্লাহ্‌রই (ইখতিয়ারে)।	یَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَیْـًٔا ؕ وَالْاَمْرُ یَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ﴿۱۹﴾

পূন্যবান এবং পাপিষ্টদের বিনিময়

পূণ্যবানগণ যেসব নিআমত লাভ করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা অবহিত করছেন, তারা ওরাই যারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করেছে আর পাপ নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেনি।

৭১৮৪. (দঈফ): ইবনু আসাকির বর্ণনা করেন, হিশাম বিন আম্মার ঈসা বিন য়ূনুস বিন আবী ইসহাক উবায়দুল্লাহ (ইবনুল ওয়ালীদ) (দঈফ বা দুর্বল) মুহারিব ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, এই পূণ্যবানদেরকে আবরার নামকরণের কারণ হলো; এরা দুনিয়াতে মাতা-পিতা ও সন্তানদের সাথে সদাচরণ করে।[২৫৯] এরপর আল্লাহ তাআলা পাপিষ্টরা যে জাহান্নাম ও চিরস্থায়ী শাস্তিতে নিমজ্জিত হবে এ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ কারণে তিনি বলেনঃ ﴿یَّصْلَوْنَهَا یَوْمَ الدِّیْنِ﴾ **"১৫. কর্মফলের দিন তারা তাতে প্রবেশ করবে"** অর্থাৎ হিসাব, বিনিময় এবং কিয়ামাত দিবসে ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِیْنَ﴾ **"১৬. তারা সেখান থেকে কক্ষণো উধাও হয়ে যেতে পারবে না"** অর্থাৎ তারা শাস্তি থেকে এক ঘন্টার জন্যও অনুপস্থিত থাকবেনা, তাদের থেকে শাস্তি হালকা করা হবেনা, আর তারা যে মৃত্যু, আরাম ইত্যাদির দাবি করবে তাতেও সাড়া দেয়া হবেনা, যদিও তা একদিনের জন্য হয়।

---

২৫৮. মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৭৬৮৯, সিলসিলাতুদ দঈফাহ ৬৭৬৬, কাশফুল আসতার ৩২১৪। উক্ত হাদীসের সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল কারণ সানাদে সাল্লাম বিন সুলায়ম সম্পর্কে আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, সকলে ঐকমত্যে তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসাঈ বলেন, তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী তাকে বর্জন করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৬৫৪) **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

২৫৯. মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৩৪২২, সিলসিলাতুদ দঈফাহ ৩২২১, জামিউল আহাদীস ৮৯৩০। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ﴾ **"১৭. তুমি কি জান কর্মফলের দিনটি কী?"** কিয়ামাত দিবসের বিশালত্ব বোঝানোর জন্য (এভাবে বলা হয়েছে)। এরপর একে আরও গুরুত্ব আরোপ করে আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿ثُمَّ مَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ﴾ **"১৮. আবার বলি, তুমি কি জান কর্মফলের দিনটি কী"** এরপর তিনি একে ব্যাখ্যা করে বলেন: ﴿يَوۡمَ لَا تَمۡلِكُ نَفۡسٞ لِّنَفۡسٖ شَيۡـٔٗاۖ﴾ **"১৯. সেদিন কোন মানুষ অপরের জন্য কিছু করার সামর্থ্য রাখবে না"** অর্থাৎ কেউ কারও উপকার করতে পারবেনা, আর সে যে শাস্তির মধ্যে পতিত আছে তা থেকে মুক্তও করতে পারবেনা। তবে আল্লাহ তাআ'লা যার ব্যাপারে খুশি তার ব্যাপারে অনুমতি দিলে ভিন্ন কথা।

৭১৮৫. (সহীহ): আমরা এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করব ঃ

يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا". وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ تَفْسِيرِ سُورَةِ "الشُّعَرَاءِ

হে বনী হাশিম! তোমরা জাহান্নাম থেকে তোমাদের নিজেদেরকে রক্ষা কর, আমি তোমাদের জন্য কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখিনা।[২৬০] সূরাহ শুআরার তাফসীরের শেষে এ বিষয়টি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿وَٱلۡأَمۡرُ يَوۡمَئِذٖ لِّلَّهِ﴾ **"সেদিন সব কর্তৃত্ব থাকবে একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারে"** যেমন তিনি বলেন: ﴿لِّمَنِ ٱلۡمُلۡكُ ٱلۡيَوۡمَۖ لِلَّهِ ٱلۡوَٰحِدِ ٱلۡقَهَّارِ﴾ **"আজ একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কার? (উত্তর আসবে) এক ও একক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র"**[২৬১] যেমন তিনি আরও বলেন: ﴿ٱلۡمُلۡكُ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡحَقُّ لِلرَّحۡمَٰنِ﴾ **"সেদিন সত্যিকারের কর্তৃত্ব হবে দয়াময় (আল্লাহ)'র"**[২৬২] তিনি আরও বলেন: ﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ﴾ **"যিনি বিচার দিবসের মালিক"**[২৬৩] কাতাদাহ বলেন: ﴿يَوۡمَ لَا تَمۡلِكُ نَفۡسٞ لِّنَفۡسٖ شَيۡـٔٗا﴾ **"সেদিন কোন মানুষ অপরের জন্য কিছু করার সামর্থ্য রাখবে না"** ﴿وَٱلۡأَمۡرُ يَوۡمَئِذٖ لِّلَّهِ﴾ **"সেদিন সকল কর্তৃত্ব থাকবে একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারে)** আল্লাহ তাআ'লার শপথ, আজ কর্তৃত্ব আল্লাহ তাআ'লার অধীনে, কিন্তু সেদিন এ সম্পর্কে কেউ তাঁর সাথে বিবাদে লিপ্ত হবেনা।

সূরাহ ইনফিতারের তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তাআ'লা জন্য যাবতীয় প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

সূরাহ্ আল-মুতাফ্‌ফিফীনের তাফসীর

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

১. দুর্ভোগ ঠকবাজদের জন্য (যারা মাপে বা ওজনে কম দেয়),	وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١
২. যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পুরামাত্রায় নেয়,	ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢
৩. আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় বা ওজন ক'রে দেয় তখন কম দেয়।	وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣

২৬০. মুসলিম ২০৪। অনুরূপভাবে সহীহুল বুখারী পর্বঃ আল-ওয়াসায়াহ হাদীস নং ২৭৫৩। **তাহকীক আলবানী** ঃ সহীহ।
২৬১. সূরাহ গাফির, ৪০ঃ ১৬।
২৬২. সূরাহ ফুরকান, ২৫ঃ ২৬।
২৬৩. সূরাহ ফাতিহাহ, ১ঃ ৪।

৪. তারা কি চিন্তা করে না যে (তাদের মৃত্যুর পর) তাদেরকে আবার উঠানো হবে,	اَلَا يَظُنُّ أُولَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ۝٤
৫. এক মহা দিবসে।	لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٥
৬. যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের রব্বের সামনে দাঁড়াবে।	يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِينَ ۝٦

মাপে এবং ওজনে কম-বেশী করা পরিতাপ এবং ক্ষতির কারণ

৭১৮৬. (স্বহীহ): ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ বিন আকীল ও আবদুর রহমান বিন বিশর আলী ইবনুল হুসায়ন বিন ওয়াকিদ আমার পিতা (হুসায়ন বিন ওয়াকিদ) ইয়াযীদ বিন আবী সাঈদ আন-নাহবী ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মদীনায় আগমনের প্রাক্কালে এখানকার লোকেরা মাপ বা ওজন করার ব্যাপারে ছিল সবচেয়ে নিকৃষ্ট, এরপর আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেন ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١﴾ **"১. দুর্ভোগ ঠকবাজদের জন্য (যারা মাপে বা ওজনে কম দেয়"** এরপর তারা সুন্দরভাবে ওজন করে।[২৬৪]

ইবনু আবী হাতিম বলেন, জা'ফার ইবনুন নাদর বিন হাম্মাদ মুহাম্মাদ বিন উবায়দ আল-আ'মাশ আমর বিন মুররাহ আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস হিলাল বিন তালক ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (হিলাল বিন তালক) বলেন, আমি ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে ভ্রমণ করছিলাম। কথা প্রসঙ্গে আমি বললাম: অন্য লোকদের তুলনায় মক্কা এবং মদীনার মানুষগুলো বেশি সুদর্শন এবং ওজনে ও মাপে নীতিবান। উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ নাযিল করার পর তারা ওজন ও মাপে কেন নীতিবান হবে না।[২৬৫]

ইবনু জারীর বলেন, আবুস সাইব ইবনু ফুদায়ল দিরার আবদুল্লাহ আল-মুকাতাব জনৈক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত) আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি তাঁকে বললঃ হে আবূ আবদুর রহমান! মদীনাবাসীদের দেখছি যে তারা ওজন ও মাপে বড়ই নীতিবান। উত্তরে তিনি বললেন, কেন হবে না অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ থেকে ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ পর্যন্ত।[২৬৬] এখানে تطفيف দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মাপে এবং ওজনে ব্যয়কুণ্ঠ হওয়া। হয় বাড়ানোর মাধ্যমে যখন সে লোকদের থেকে তা গ্রহণ করে, নয়ত কমিয়ে দেয়ার মাধ্যমে যখন সে তাদেরকে তা প্রদান করে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা مطففين এর ব্যাখ্যা করছেন, যাদের সাথে তিনি ক্ষতি ও ধ্বংসের ওয়াদা করেছেন, যা তিনি ويل 'দুর্ভোগ দ্বারা বুঝিয়েছেন। তাঁর এ বাণীর দ্বারা ﴿الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ﴾ **"২. যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময়"** অর্থাৎ লোকদের থেকে ﴿يَسْتَوْفُونَ ۝٢﴾ **"পুরামাত্রায় নেয়"** অর্থাৎ তারা তাদের অধিকার পূর্ণ মাপে এবং বেশী করে নিয়ে নেয়। ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣﴾ **"৩. আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় বা ওজন ক'রে দেয় তখন কম দেয়"** অর্থাৎ কমিয়ে দেয়। সর্বোত্তম হচ্ছে كالوا এবং وزنوا শব্দদ্বয়কে متعدي করা সকর্মক (ক্রিয়া) করা, আর (এদের পরে) هم শব্দটি نصب বা যাবারের অবস্থানে রয়েছে, অবশ্য কেউ কেউ هم কে كالوا এবং وزنوا উভয় ক্রিয়ায় লুকায়িত সর্বনামের তাকিদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন

---

২৬৪. নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৬৫৪, ইবনু মাজাহ পর্ব তিজারাত, অধ্যায়ঃ التوقي في الكيل والوزن হাদীস্ব নং ২২২৩, স্বহীহ আল-মুসনাদ মিন আসবাবিন নুযূল ২৩২ নং পৃষ্ঠা। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।

২৬৫. আয-যুহদ লিল হান্নাদ ৩২৯। উক্ত হাদীস্বের রাবী জা'ফার ইবনুন নাদর ও হিলাল বিন তালক এর বিস্তারিত জীবনবৃত্তান্ত জানা যায়নি তবে জা'ফার ইবনুন নাদর সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী ও ইবনু আবী হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী।

২৬৬. আত-তাবারী ২৪/১৮৫, আয-যুহদ লিল হান্নাদ ৩২৮।

আর মাফউলকে হযফ করে দিয়েছেন। কেননা বর্ণনাভঙ্গিতে তাই প্রমাণিত হয়। উপরোক্ত দু'টি মত কাছাকাছি।

আল্লাহ্ তাআ'লা মাপে এবং ওজনে পুরোপুরি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ **"৩৫. মাপ দেয়ার সময় মাপ পূর্ণমাত্রায় করবে, আর ওজন করবে ত্রুটিহীন দাঁড়িপাল্লায়। এটাই উত্তম নীতি আর পরিণামেও তা উৎকৃষ্ট"**[২৬৭] আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ **"পরিমাপ ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ কর, আমি কোন ব্যক্তির উপর সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেই না"**[২৬৮] আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেন: ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ **"সুবিচারের সঙ্গে ওজন প্রতিষ্ঠা কর আর ওজনে কম দিও না"**[২৬৯] আল্লাহ্ তাআ'লা শুআয়ব (আলাইহিস সালাম) এর কওমের লোকদেরকে ওজনে ও মাপে কৃপণতা করার কারণে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

মাপে ও ওজনে কম প্রদানকারীদেরকে এ মর্মে ভীতি প্রদর্শন যে, তাদেরকে বিশ্বজগতের রব্বের সম্মুখে দাঁড়াতে হবে

এরপর আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝﴾ **"৪. তারা কি চিন্তা করে না যে (তাদের মৃত্যুর পর) তাদেরকে আবার উঠানো হবে, ৫. এক মহা দিবসে)** অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে তারা কি ঐ সত্তার সম্মুখে পুনরুত্থিত হতে এবং দাঁড়ানোর ভয় করেনা যিনি লুকায়িত এবং অভ্যন্তরস্থ রহস্য সম্পর্কে অবগত আছেন– যেদিন প্রচণ্ড ভয়ভীতি এবং বিভীষিকার সৃষ্টি, যে ব্যক্তি এ দিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝﴾ **"৬. যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের রব্বের সামনে দাঁড়াবে"** অর্থাৎ তারা খালি পায়ে, নাঙ্গা বদনে এবং খাৎনাবিহীন অবস্থায় এমন এক ময়দানে দাঁড়াবে যা অপরাধিদের জন্য কঠিন, অসুবিধাকর এবং যন্ত্রণাদায়ক। আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশে তাদেরকে এগুলো আবৃত করে ফেলবে, কোন শক্তিশালী এবং জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন লোক তা ফিরানোর ক্ষমতা রাখবেনা।

৭১৮৭. (সহীহ) ইমাম মালিক নাফি' থেকে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ **"যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের রব্বের সামনে দাঁড়াবে"** তখন তাদের প্রত্যেকে ঘামে তার কানের মাঝ বরাবরে নিমজ্জিত হবে। ইমাম বুখারী ০[মালিক ও আবদুল্লাহ বিন আওন][নাফি'][ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)]০ থেকে বর্ণনা করেছেন।[২৭০] ইমাম মুসলিমও উভয় সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২৭১] ০[সালিহ বিন কায়সান, আয়্যুব বিন ইয়াহইয়া, উমার (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)-এর দুই পুত্র আবদুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক][নাফি'][ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)]০[২৭২]

৭১৮৮. (সহীহ): ইমাম আহমাদ ০[ইয়াযীদ][ইবনু ইসহাক][নাফি'][ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)]০ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন,

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ لعظمة الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّي إِنَّ العرقَ لَيُلْجِمُ الرجالَ إِلَي أَنْصَافِ آذَانِهِمْ

---

২৬৭. সূরাহ আল-ইসরা', ১৭ঃ ৩৫।
২৬৮. সূরাহ আনআম, ৬ঃ ১৫২।
২৬৯. সূরাহ আর রাহমান, ৫৫ঃ ৯।
২৭০. ফাতহুল বারী ৬০৫০, বুখারী ৪৯৩৮।
২৭১. মুসলিম ২৮৬২।
২৭২. সহীহুল বুখারী পর্ব ঃ আত-তাফসীর হাদীস নং ৪৯৩৮ মালিক এর সূত্রে, পর্বঃ রিকাক, হাদীস নং ৬৫৩১, ইবনু আওন এর সূত্রে, মুসলিম ২১৯৫।

কিয়ামতের দিন মানুষ মহান আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে। এমনকি প্রতিটি মানুষ নিজের ঘামে আধা কান বরাবর ডুবে যাবে।[২৭৩]

৭১৮৯. (স্বহীহ্): অন্য হাদীস্র ঃ ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ◊[ইবরাহীম বিন ইসহাক][ইবনুল মুবারাক][আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ বিন জাবির][সুলায়ম বিন আমির][মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ আল-কিন্দী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ বলেন:

إِذَا كَانَ يومُ الْقِيَامَةِ أُدنِيَت الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ، حَتَّى تَكُونَ قيدَ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ، قَالَ: فَتَصْهرُهُمُ الشَّمْسُ، فَيَكُونُونَ فِي العَرَقِ كَقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، مِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَي عَقِبيه، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَي رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَي حَقْوَيه، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ إِلْجَامًا

আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামাত দিবসে সূর্যকে বান্দাদের নিকটে করে দেয়া হবে, এমনকি এক মাইল বা দুই মাইল পরিমাণ দূরত্ব থাকবে। এরপর সূর্য তাদেরকে দগ্ধ করবে, তারা তাদের আমলের পরিমাণ অনুযায়ী ঘামে হাবুডুবু খাবে, তাদের মধ্যে কারও কারও ঘাম তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছবে, কারও কারও পৌঁছবে তার হাঁটু পর্যন্ত, কারও কারও পৌঁছবে তার কুঁচকি পর্যন্ত, তাদের মধ্যে কাউকে ঘামের লাগাম লাগানো হবে, (ঘাম তার ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছবে)। মুসলিম হাকাম বিন মূসা থেকে ইয়াহইয়া বিন হামযাহ'র সূত্রে এবং তিরমিযী সুওয়ায়দ থেকে ইবনুল মুবারাক থেকে উভয়ে ইবনু জারীরের সূত্রে এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[২৭৪]

৭১৯০. (স্বহীহ্): অন্য হাদীস্র ঃ ইমাম আহমাদ বলেন, ◊[হাসান বিন সাওওয়ার][লায়স্র বিন সা'দ][মুআবিয়াহ বিন আবী স্বালিহ][আবূ আবদুর রহমান][আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

تَدْنُو الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَي قَدْرِ مِيلٍ، وَيُزَادُ فِي حَرِّهَا كَذَا وَكَذَا، تَغْلِي مِنْهَا الْهَوَامُّ كَمَا تَغْلِي الْقُدُورُ، يُعْرَقون فِيهَا عَلَي قَدْرِ خَطَايَاهُمْ، مِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَي كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَي سَاقَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَي وَسَطِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ

কিয়ামাত দিবসে সূর্যকে বান্দাদের এক মাইল দূরুত্বের নিকটবর্তী করে দেয়া হবে, আর তার উত্তাপ এত এত বৃদ্ধি করা হবে ফলে পাতিলের পানি যেমন টগবগ করে ফুটতে থাকে তেমনি তাদের মাথার মগজ ফুটতে থাকবে। আর তাদের পাপ অনুযায়ী পানিতে হাবুডুবু খাবে। তাদের মধ্যে কারও কারও ঘাম তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছবে, কারও কারও পৌঁছবে তার হাঁটু পর্যন্ত, কারও কারও পৌঁছবে তার কুঁচকি পর্যন্ত, তাদের মধ্যে কাউকে ঘামের লাগাম লাগানো হবে, (ঘাম তার ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছবে)। ইমাম আহমাদ হাদীস্রটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[২৭৫]

৭১৯১. (স্বহীহ্): অন্য হাদীস্র ঃ ইমাম আহমাদ বলেন, ◊[হাসান][ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন)][আবূ উশ্শানাহ][হায় বিন য়ু'মিন][উকবাহ বিন আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

تَدْنُو الشَّمْسُ مِنَ الْأَرْضِ فَيَعْرَقُ النَّاسُ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَبْلُغُ عَرَقُهُ عَقِبيه، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَي نِصْفِ السَّاقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَي رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ العَجزَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْخَاصِرَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ مَنْكِبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ وَسَطَ فِيهِ-وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَأَلْجَمَهَا فَاهُ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ هَكَذَا-وَمِنْهُمْ مَنْ يُغَطِّيهِ عَرَقُهُ

---

২৭৩. আহমাদ ৪৮৪৭, মুসনাদুস সাহাবাহ ফী কুতুবুস সিত্তাহ ১৬/২৬৯/হাঃ২১৫, তাবারী ৩৬৫৮২, ৩৬৫৮৩। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, হাদীস্রটি সহীহ। সানাদে ইবনু ইসহাক আন আন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তার হাদীস্র সহীহ তবে لعظمة الرحمن কথাটি মুদরাজ অর্থাৎ এটি রাবীর নিজস্ব উক্তি। **তাহকীক আলবানী** ঃ সহীহ।

২৭৪. মুসলিম ২৮৬৪, আহমাদ ২৩৩০১, তুহফাতুল আহওয়াযী ২৪২১, আহমাদ ২৩৩০। **তাহকীক আলবানী** ঃ সহীহ।

২৭৫. আহমাদ ২১৬৮২, আল-মাজমা' ১০/৩৩৫, আহমাদ ২১৬৮২, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৮৩৩৪, মু'জামুল কাবীর ৭৭৭৯, মুসনাদ আল-জামি ৫৩৭৩, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ৩৫৮৮। সানাদে আবূ আবদুর রহমান আল-কাসিম ব্যতীত সকল রাবী স্রিকাহ। তার সম্পর্কে একাধিক মুহাক্কিক বলেছেন, তিনি দুর্বল। তিনি تغلى منها الهوام শব্দ গুলো এককভাবে বর্ণনা করেছেন। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, হাদীস্রটি সহীহ। **তাহকীকঃ** সহীহ।

সূর্যকে পৃথিবীর নিকটবর্তী করে দেয়া হবে। ফলে মানুষ প্রচণ্ড ঘর্মাক্ত হবে। তাদের মধ্যে কারও কারও ঘাম তার পাঁয়ের গোড়ালি পর্যন্ত, কারও কারও পৌঁছবে তার হাঁটু পর্যন্ত, কারও কারও পৌঁছবে তার কুঁচকি পর্যন্ত। তিনি তার হাত দ্বারা ইশারা করে বলেন, তাদের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ তার হাত দ্বারা ইশারা করে বুঝালেন।[২৭৬]

৭১৯২. অন্য এক হাদীস্রে রয়েছে,

أَنَّهُمْ يَقُومُونَ سَبْعِينَ سَنَةً لَا يَتَكَلَّمُونَ. وَقِيلَ: يَقُومُونَ ثَلَاثِمِائَةِ سَنَةٍ. وَقِيلَ: يَقُومُونَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. وَيُقْضَى بَيْنَهُمْ فِي مِقْدَارِ عَشَرَةِ آلَافِ سَنَةٍ،

তারা ৭০ বছর অবস্থান করবে কিন্তু তারা কোন কথা বলবে না। বলা হয়েছে যে, তিনশত বছর তারা দাঁড়িয়ে থাকবে। এটিও বলা হয়েছে যে, চলিশ হাজার বছর দাঁড়িয়ে থাকবে এবং দশ হাজার বছর সমপরিমাণ সময়কাল ধরে তাদের বিচার চলবে।[২৭৭]

৭১৯৩. (স্বহীহ): যেমনটি স্বহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ সেদিনের একদিন সমান ৫০ হাজার বছর।[২৭৮]

৭১৯৪. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊[আমার পিতা (আবূ হাতিম)][আবূ আওন আয যিয়াদী][আবদুস সালাম বিন আজলান][আবূ ইয়াযীদ আল-মাদীনী][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন বাশীর আল-গিফারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন:

كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ فِي يَوْمٍ يَقُومُ النَّاسُ فِيهِ ثَلَاثَمِائَةِ سَنَةٍ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا، لَا يَأْتِيهِمْ فِيهِ خَبَرٌ مِنَ السَّمَاءِ وَلَا يُؤْمَرُ فِيهِ بِأَمْرٍ؟". قَالَ بَشِيرٌ: الْمُسْتَعَانُ اللَّهُ. قَالَ: "فَإِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَسُوءِ الْحِسَابِ

যেদিন মানুষ তিনশত বছর পর্যন্ত আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাদের নিকট আকাশ হতে কোন সংবাদও আসবে না এবং তাদের উপর কোন ফরমানও জারী করা হবে না। সেদিন তুমি কি করবে? উত্তরে বাশীর বললঃ আল্লাহই রক্ষা করবেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, রাতে ঘুমানার সময় তুমি কিয়ামতের বিভীষিকা এবং হিসাবের কঠোরতা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। হাদীস্রটি ইবনু জারীর আবদুস সালাম এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[২৭৯]

৭১৯৫. (হাসান স্বহীহ): সুনান আবী দাউদে বর্ণিত হয়েছে, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তাআলার নিকট কিয়ামাত দিবসে স্থান সংকীর্ণ হয়ে

---

২৭৬. আহমাদ ১৬৯৮৬, মুসতাদরাক ৮৭০৪, স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩২৯, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৮৩৩৫। **তাহকীক ঃ** স্বহীহ।

২৭৭. এভাবে হাদীস্রে বর্ণিত হয়নি। তবে তিনশত বছর দাঁড়িয়ে থাকা মর্মে একটি হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে। সেটিও দুর্বল। এ হাদীস্রটিকে ইবনু আবী হাতেম, ইবনু জারীর (৩০/৫৯), ইবনুল আসীর "উসদুল গাবাহ" গ্রন্থে (১/২৩৪) উলেখ করেছেন। এর সানাদে আবূ ইয়াযীদ মাদানী নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। তাকে ইবনু মা'ঈন ও আহমাদ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর আবূ হাতেম বলেছেন যে, তার হাদীস্র লিখা যাবে। কিন্তু তার শেষ বয়সে রোগের কারণে মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল। ফলে তিনি কিছু হাদীস্র ভুলে যান। আরেক বর্ণনাকারী আব্দুস সালাম ইবনু আজলান সম্পর্কে আবূ হাতেম বলেন : তার হাদীস্র লিখা যাবে। অন্যরা তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন। "লিসানুল মীযান" (৫/১৭৬)। আর তার সম্পর্কে ইবনু হাজার আসকালানী "আলইসাবাহ" গ্রন্থে (১/১৬১) বলেন ঃ তিনি দুর্বল।

২৭৮. সূরাহ সাআলা সাইল ৭০ঃ ৭, মুসলিম ৯৮৭। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।

২৭৯. ইবনু জারীর তার 'তাফসীর' গ্রন্থে (৩০/৫৯) উল্লেখ করেছেন, তাবারী ৩৫৬৯০, এই সানাদে তিনি বর্ণনা করেছেন। সানাদে আবদুস সালাম বিন আজলান রয়েছে। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী তার 'আল-মীযান' গ্রন্থে (৫০৫৭) উল্লেখ করেছেন যে, আবূ হাতিম বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়, অন্যান্যরা তার হাদীস্র দ্বারা দলীলের জন্য উপস্থাপন থেকে বিরত ছিলেন। সানাদে আবূ ইয়াযীদ মাজহূলের মতই। **তাহকীকঃ** দঈফ।

যাওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।[২৮০] আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, লোকেরা চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত আসমানের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে, কেউ তাদের সাথে কথা বলবেনা, তাদের সৎকর্মশীল এবং পাপিষ্ট উভয় লোকেরা ঘামে হাবুডুবু খাবে।[২৮১] আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, একশত বৎসর দাঁড়িয়ে থাকবে, উভয় মতই ইবনু জারীর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।[২৮২]

৭১৯৬. (হাসান স্বহীহ): সুনান আবী দাঊদ, নাসাঈ এবং ইবনু মাজাহ'তে ❮যায়দ ইবনুল হুবাব❯ মু'আবিয়াহ বিন স্বালিহ❯আযহার বিন সাঈদ আল-হাওয়ারী❯আসিম বিন হুমায়দ❯আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)❯ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর তাহাজ্জুদের স্বালাত শুরু করতেন দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার আল-হামদু লিল্লাহ, দশবার সুবহানাল্লাহ এবং দশবার আস্তাগফিরুল্লাহ বলে। তিনি বলতেন ঃ اللَّهُمَّ اغفرلي واهدني وارزقني وعافني "আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়াহদিনী ওয়ারযুক্বনী ওয়াআফিনী" হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমাকে সঠিক পথ দেখান, আমাকে রিয্‌ক প্রদান করুন এবং আমাকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করুন। আর তিনি কিয়ামাত দিবসে স্থান সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।[২৮৩]

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ ﴿٧﴾
৭. (তারা যে সব ধারণা করছে তা) কক্ষণো না, নিশ্চয়ই পাপীদের আমলনামা সিজ্জীনে (সংরক্ষিত) আছে।

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾
৮. তুমি কি জান সিজ্জীন কী

كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾
৯. সীলমোহরকৃত কিতাব।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾
১০. সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের,

ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿١١﴾
১১. যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে।

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾
১২. কেবল সীমালঙ্ঘনকারী, পাপাচারী ছাড়া কেউই তা অস্বীকার করে না।

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾
১৩. তার সামনে যখন আমার আয়াত পড়ে শোনানো হয়, তখন সে বলে, 'এ তো প্রাচীন কালের লোকদের কাহিনী"।

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾
১৪. কক্ষণো না, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং ধরিয়ে দিয়েছে।

كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾
১৫. কক্ষণো না, তারা সেদিন তাদের রব্ব থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে।

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٦﴾
১৬. অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

---

২৮০. আবূ দাঊদ ৭৬৬। সানাদে আযহার বিন সাঈদ আল-হারাযী তিনি হলেন আযহার বিন আবদুল্লাহ আল-হারাযী। আল-আজালী তাকে সিক্বাহ বলেছেন। একটি দল তার থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করেছে। আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি صدوق (সত্যবাদী) অর্থাৎ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। **তাহক্বীক আলবানী** ঃ হাসান স্বহীহ।

২৮১. আত-তাবারী ২৪/২৮১।

২৮২. আত-তাবারী ২৪/২৭০।

২৮৩. আবূ দাঊদ ৭৬৬, সুনান আন-নাসাঈ ১৬১৬, ইবনু মাজাহ ১৩৫৬, আহমাদ ৬/৪৩, মু'জামুল আওসাত ৮৪২৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৭/৫১, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৩৫৮৪। **তাহক্বীক আলবানী** ঃ হাসান স্বহীহ।

১৭. অতঃপর বলা হবে 'এটাই তা যা তোমরা অস্বীকার করতে।'	ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٧﴾

পাপিষ্টদের আমলনামা এবং তাদের কতিপয় অবস্থা

আল্লাহ তাআলা সত্য বলেন: ﴿كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ﴾ **"৭. (তারা যে সব ধারণা করছে তা) কক্ষণো না, নিশ্চয়ই পাপীদের আমলনামা সিজ্জীনে (সংরক্ষিত) আছে"** অর্থাৎ তাদের ঠিকান ও আশ্রয়স্থল হচ্ছে سجين (সিজ্জীন) আর এ শব্দটি سجن সিজ্ন (অর্থাৎ জেলখানা) থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তা হচ্ছে সংকীর্ণ স্থান, যেমন অন্যান্য শব্দ রয়েছে ঃ فسيق، شريب، خمير، سكير ইত্যাদি। এ কারণে আল্লাহ তাআলা এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন: ﴿وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ﴾ **"৮. তুমি কি জান সিজ্জীন কী"** অর্থাৎ এটা এক বিরাট ব্যাপার, চিরস্থায়ী জেলখানা, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, এরপর কেউ কেউ বলেন: এটা হবে সপ্ত জমিনের নিচে।[২৮৪]

৭১৯৭. (সহীহ): ইতোপূর্বে বারা' বিন আযিবের দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي رُوحِ الْكَافِرِ: اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ আল্লাহ তাআলা কাফিরের রূহ সম্পর্কে বলবেন ঃ তার আমলনামা সিজ্জীনে লিপিবদ্ধ কর।[২৮৫] আর সিজ্জীন হচ্ছে সপ্ত জমিনের নিচে। কেউ কেউ বলেন, সিজ্জীন সাত তবক জমিনের নীচে অবস্থিত একটি সবুজ পাথরের নাম। কেউ বলেন, জাহান্নামের একটি কুপের নাম। ইবনু জারীর বলেন, উক্ত হাদীসটি গারীব মুনকার, তা সহীহ নয়।

৭১৯৮. (দঈফ জিদ্দান): ইবনু জারীর বলেন, ইসহাক বিন ওয়াহব আল-ওয়াসিতী মাসঊদ বিন মূসা বিন মুশকান আল-ওয়াসিতী নাসর বিন খুযায়মাহ আল-ওয়াসিতী শুআয়ব বিন সফওয়ান মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "الْفَلَقُ: جُبٌّ فِي جَهَنَّمَ مُغَطًّى، وَأَمَّا سِجِّينٌ فَمَفْتُوحٌ" ফালাক: জাহান্নামের একটি গর্ত যার মুখ বন্ধ; আর সিজ্জীন জাহান্নামের একটি গর্ত যার মুখ উন্মুক্ত।[২৮৬] তবে বিশুদ্ধ মত হল এই যে سجينا শব্দটি السجن হতে গঠিত। যার অর্থ সংকীর্ণ স্থান। কারণ, আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যেগুলো যত উপরে সেগুলো তত বেশি প্রশস্ত আর যেগুলো যত নীচে সেগুলো তত সংকীর্ণ। এজন্য নীচের দিক থেকে উপরের দিকে এক আসমান হতে আরেক আসমান বেশি প্রশস্ত। আর জমিনের উপর থেকে নীচের দিকে এক তবক হতে আরেক তবক বেশী সংকীর্ণ। তাই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রশস্ত হলো সপ্তম আকাশ, সবচেয়ে বেশী সংকীর্ণ হলো সপ্তম জমিন। আর সপ্তম জমিনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংকীর্ণ হল তার মধ্যভাগ। এটা প্রসিদ্ধ যে, পাপিষ্টদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নামে আর তা হচ্ছে সর্বনিম্নস্তরে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ **"আবার উল্টোদিকে তাকে করেছি হীনদের হীনমত (যেমন আল্লাহ-বিদ্রোহী কাফির, অত্যাচারী রাজা-বাদশা-শাসক, খুনী, পুতুল পূজারী ইত্যাদি)। কিন্তু তাদেরকে নয় যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে"**[২৮৭] অত্র স্থানে তিনি বলেন: ﴿كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۝ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ﴾ **"৭. (তারা যেসব ধারণা করছে তা) কক্ষণো না, নিশ্চয়ই পাপীদের আমলনামা সিজ্জীনে (সংরক্ষিত) আছে। ৮. তুমি কি জান সিজ্জীন কী?"** এর মধ্যে দু'টি

---

২৮৪. আত-তুওয়ালু লিত তাবারানী ২৩৮। **তাহকীক আলবানী** ঃ সহীহ।

২৮৫. সহীহ আল-আহাদীস আল-কুদসী ১/৪১, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব , সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ২৫৫৬, সহীহ আল-জামি' ১৬৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৬. আত-তাবারী ২৪/১৯৬, বাগাবী ৮/৩৬৪, সিলসিলাহ দঈফাহ ৪০২৯, সহীহ ও দঈফ আল-জমি' আস-সাগীর ৮৪৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

২৮৭. সূরাহ আত তীন, ৯৫ঃ ৫-৬।

জিনিসের সমন্বয় ঘটেছে সংকীর্ণতা এবং নিম্নস্তর। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَإِذَآ أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ **"যখন তাদেরকে একসঙ্গে বেঁধে জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে"**।[২৮৮]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ﴾ **"৯. সীলমোহরকৃত কিতাব"** এ কথাটি ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ﴾ **"তুমি কি জান সিজ্জীন কী"** এ কথার ব্যাখ্যা নয়, এটা শুধুমাত্র তাদের জন্য লিপিবদ্ধকৃত সিজ্জীনের গন্তব্যস্থলের ব্যাখ্যা অর্থাৎ খোদাইকৃত, লিপিবদ্ধ এবং সমাপ্ত করা হয়েছে। এতে কাউকে নতুন করে ঢুকানো হবেনা এবং এ থেকে কাউকে বের করাও হবেনা। মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী এ মত ব্যক্ত করেছেন।[২৮৯] এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ **"১০. সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের"** যখন তাদেরকে কারারুদ্ধ করা হবে এবং অপমানজনক শাস্তি প্রদান করা হবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যার ভয় দেখিয়েছেন, এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আল্লাহ তাআলার বাণী: ويل সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ধ্বংস, যেমন বলা হয় ঃ ويل لفلان (অর্থাৎ) অমুক ধ্বংস হোক।

৭১৯৯. (হাসান): যেমন মুসনাদ এবং সুনানে বাহায বিন হাকীম বিন মুআবিয়াহ বিন হায়দাহ তাঁর পিতা হতে, তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ، لِيضحِكَ النَّاسَ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে লোকদেরকে হাসানোর উদ্দেশে মিথ্যা কথা বলে, সে ধ্বংস হোক, সে ধ্বংস হোক।[২৯০]

এরপর আল্লাহ তাআলা অস্বীকারকারী পাপিষ্ঠ কাফিরদের ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন: ﴿الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ **"১১. যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে"** অর্থাৎ এটা যে সংঘটিত হবে সেটা তারা বিশ্বাস করেনা, একে তারা অসম্ভব মনে করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ **"১২. কেবল সীমালঙ্ঘনকারী, পাপাচারী ছাড়া কেউই তা অস্বীকার করে না)** অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে সীমালঙ্ঘন করে, হারাম কাজ করে, আর হালাল কাজ করার সময় সীমা ছাড়িয়ে যায়, আর যখন কথা বলে তখন পাপপূর্ণ কথা বলে, যখন ওয়াদা করে তখন তা ভঙ্গ করে, আর যখন সে ঝগড়া করে তখন গালমন্দ করে।

আল্লাহ তাআলার বাণী:﴿إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ **"১৩. তার সামনে যখন আমার আয়াত পড়ে শোনানো হয়, তখন সে বলে, 'এ তো প্রাচীন কালের লোকদের কাহিনী"** অর্থাৎ যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আল্লাহ তাআলার বাণী শ্রবণ করে তখন তাকে অস্বীকার করে, এর সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে, আর এভাবে সে বিশ্বাস করে যে, এটা হচ্ছে প্রাচীন বইপুস্তক হতে জমা করা একটি সংগ্রহ, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓا أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ **"তাদেরকে যখন বলা হয়, 'তোমাদের রব্ব কী নাযিল করেছেন' তখন তারা বলে- 'পূর্ববর্তীদের কল্পকাহিনী"**[২৯১] আল্লাহ তাআলা বলেন:﴿وَقَالُوٓا أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ **"তারা বলে- 'এগুলো পূর্ব যুগের কাহিনী যা সে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) লিখিয়ে নিয়েছে আর এগুলোই তার কাছে সকাল-সন্ধ্যা শোনানো হয়"**[২৯২] আল্লাহ তাআলা বলেন:﴿كَلَّا ۖ بَلْ﴾

---

২৮৮. সূরাহ আল-ফুরকান, ২৫ঃ ১৩।

২৮৯. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৪৪৪।

২৯০. নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৬৫৫, আবূ দাউদ ৪৯৯০, তিরমিযী ২৩১৫, দারিমী ২৭০২, আল-আমালুস সালিহ ১০৬২, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ২৯৪৪, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৩০৯২, সহীহ আল-জামি' ৭১৩৬, গায়াতুল মারাম ৩৭৬। **তাহকীক আলবানী ঃ** হাসান।

২৯১. সূরাহ আন-নাহল, ১৬ঃ ২৪।

২৯২. সূরাহ আল-ফুরকান, ২৫ঃ ৫।

﴿رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ "১৪. কক্ষণো না, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং ধরিয়ে দিয়েছে" অর্থাৎ 'এগুলো পূর্ব যুগের কাহিনী' বলে তারা যা ধারণা করে এবং তারা যা বলে প্রকৃত ব্যাপার তা নয়; বরং তা হচ্ছে আল্লাহর বাণী, তাঁর ওয়াহী, তাঁর অবতীর্ণ গ্রন্থ, যা তিনি তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর উপরে আবতীর্ণ করেছেন। যে বিষয় ঈমানকে তাদের অন্তরে প্রবেশে বাধা দিয়েছে তা হচ্ছে কালো পর্দা যা অত্যাধিক গোনাহ করার কারণের তাদের অন্তরে পড়েছে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন: **﴿كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ "১৪. কক্ষণো না, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং ধরিয়ে দিয়েছে"**। এই কালো আচ্ছাদন رين (রায়ন) হিসেবে পরিচিত যা কাফিরদের অন্তরে পতিত হয়, আর সৎকর্মশীলদের অন্তরে পড়ে 'গায়ন' এবং গায়ন আচ্ছাদিত হয় আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তরে।

৭২০০. (হাসান): ইবনু জারীর, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনু মাজাহ বিভিন্ন সূত্রে ০[মুহাম্মাদ বিন আজলান][কা'কা' বিন হাকীম][আবূ স্বালিহ][আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)]০ তিনি নবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ مِنْهَا صُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَي قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}

বান্দা যখন কোন গোনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে, যখন সে তা থেকে তাওবাহ করে তখন তার অন্তরকে পালিশ করা হয় (পরিমার্জিত করা হয়), আর যখন সে আরও বেশী গোনাহ করে তখন তার অন্তরে আরও বেশী দাগ পড়ে। এ কথাই আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলেছেন ঃ **﴿كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ "কক্ষণো না, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং ধরিয়ে দিয়েছে"**।[২৯৩] ইমাম তিরমিযী বলেন: (হাদীস্বটি) হাসান-স্বহীহ। নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে, বান্দা কোন পাপ করলে অন্তরে কালো দাগ পড়ে যদি সে বিরত হয় এবং তওবা করে তখন তার অন্তর পরিস্কার হয়। আর যদি বারবার পাপ করতে থাকে তাহলে তার অন্তর অবাধ্য হয়। সেটি হচ্ছে الران যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: **﴿كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ "কক্ষণো না, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং ধরিয়ে দিয়েছে"**।[২৯৪]

৭২০১. (হাসান): ইমাম আহমাদ বলেন, ০[স্বফওয়ান বিন ঈসা][ইবনু আজলান][কা'কা' ইবনুল হাকীম][আবূ স্বালিহ][আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)]০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ، فَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّي تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وَذَاكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَي قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}

মু'মিন বান্দা কোন গুনাহের কাজ করলে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর তাওবা করলে ও ক্ষমা প্রার্থনা করলে অন্তর পরিস্কার হয়ে যায়। কিন্তু ক্রমে গুনাহ করতে থাকলে কালো দাগও বাড়তে থাকে। এমনকি এক সময় এই কালো দাগে অন্তর ভরে যায়। এই আয়াতে الران বলতে আল্লাহ তাআলা ﴿كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ একেই বুঝিয়েছেন।[২৯৫]

---

২৯৩. আত-তাবারী ২৪/২৮৭, তিরমিযী ৩৩৩৪, ইবনু মাজাহ ৪২৪৪, সুনান আন-নাসাঈ আল-কুবরা ১১৬৫৮, জামিউল আহাদীস ৬৪৯৯, জামিঈ উসূল ৮৭৩, মুসনাদ আল-জামি' ১৪৪৩৫, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস-স্বাগীর ২৫৫০, স্বহীহ আল-জামি' ১৬৭০, স্বহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১৬২০। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্বটি হাসান স্বহীহ। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

২৯৪. সুনান আল-কুবরা ১১৬৫৮, স্বহীহ আল-জামি' ১৬৭০। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

২৯৫. তিরমিযী ৩৩৩৪, নাসাঈ ৬৭৮, ইবনু মাজাহ ৪২৪৪, আহমাদ ৭৮৯২, আর রাওদুল বাসসাম বি তারতীবে ও ফাওয়াইদে তাখরীজে তাম্মাম ১৩৬৮। **তাহকীকঃ** হাসান স্বহীহ।

হাসান আল-বাসরী বলেন, গুনাহের উপর গুনাহ করতে থাকলে এক সময় অন্তর অন্ধ হয়ে মরে যায়। মুজাহিদ, ইবনু জুবায়র, কাতাদাহ এবং ইবনু যায়দ প্রমুখও এরূপ বলেছেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ **"১৫. কক্ষণো না, তারা সেদিন তাদের রব্ব থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে"** অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে তাদের একটি বাসস্থান থাকবে, সিজ্জীনে বাসগৃহ হবে, তা সত্ত্বেও কিয়ামাত দিবসে তাদের রব্ব এবং তাদের সৃষ্টিকর্তার দর্শন থেকে থাকবে পর্দার অন্তরাল। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ আশ-শাফিঈ বলেন: এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মু'মিনগণ সেদিন আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পাবে। অন্য আয়াতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾ অর্থাৎ কতিপয় মুখমণ্ডল সেইদিন হবে প্রফুল্ল তারা তাদের রব্বের দিকে তাকিয়ে থাকবে। অনুরূপভাবে বহু মুতাওয়াতির হাদীস্ত্র দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে পরকালে কিয়ামতের চত্বরে এবং জান্নামের সুরম্য উদ্যানে জান্নাতীরা স্বচক্ষে আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পাবে।

ইবনু জারীর বলেন, ❖মুহাম্মাদ বিন আম্মার আর রাযী❖আবূ মা'মার আল-মুনকারী❖আবদুল ওয়ারিস্র বিন সাঈদ❖আমর বিন উবায়দ❖হাসান❖ তিনি ﴿كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, পর্দা উন্মুক্ত করা হবে। ফলে মু'মিন, কাফির নির্বিশেষ সকলেই আল্লাহকে দেখবে। অতঃপর আল্লাহ ও কাফিরদের মাঝে আড়াল করে দেয়া হবে। অবশেষে শুধু ঈমানদারগণ প্রত্যহ সকাল-বিকাল আল্লাহর দীদার লাভ করবে।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾ **"১৬. অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে"** অর্থাৎ তারা দয়াময়ের দর্শণ লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পরেও জাহান্নামে প্রবেশ করবে, ﴿ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ **"১৭. অতঃপর বলা হবে 'এটাই তা যা তোমরা অস্বীকার করতে"** হুমকি-ধমকি, অপমান-অপদস্থ করে তাদেরকে এরূপ বলা হবে।

১৮. (ভাল-মন্দের বিচার হবে না, শাস্তি-পুরস্কার কিছুই হবে না তা) কক্ষণো না, নিশ্চয়ই সৎলোকদের আমলমানা 'ইল্লিয়ীনে (সংরক্ষিত) আছে।

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾

১৯. তুমি কি জান ইল্লিয়ীন কী?

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾

২০. সীলমোহরকৃত কিতাব।

كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾

২১. আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত (ফেরেশতারা) তার তত্ত্বাবধান করে।

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾

২২. পূণ্যবান লোকেরা থাকবে অফুরন্ত নি'মাতের মাঝে।

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾

২৩. উচ্চ আসনে বসে তারা (চারদিকের সবকিছু) দেখতে থাকবে।

عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. তুমি তাদের মুখে আরাম আয়েশের উজ্জ্বলতা দেখতে পাবে।

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾

২৫. তাদেরকে পান করানো হবে সীল-আঁটা উৎকৃষ্ট পানীয়।

يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾

২৬. তার সীল হবে মিশ্কের, প্রতিযোগীরা এ বিষয়েই প্রতিযোগিতা করুক।

خِتَٰمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَٰفِسُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. তাতে মেশানো থাকবে 'তাসনীম,	وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ﴿٢٧﴾
২৮. ওটা একটা ঝর্ণা, যাথেকে (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে।	عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٨﴾

পূণ্যবানদের আমলনামা এবং তাদের পুরস্কার

আল্লাহ তাআলা সত্য বলেন: ﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ﴾ **"১৮. নিশ্চয়ই সৎলোকদের আমলমানা"** এরা হচ্ছে পাপিষ্টদের বিপরীত, ﴿لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ **"ইল্লিইয়ীনে (সংরক্ষিত) আছে"** অর্থাৎ তাদের গন্তব্য হচ্ছে ইল্লিইয়ীনে, এটা হচ্ছে সিজ্জীনের বিপরীত, হিলাল বিন ইয়াস্‌সাফ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে সিজ্জীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এ সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন: সেটা হচ্ছে সপ্ত জমিন আর এতে কাফিরদের রূহসমূহ থাকে। এরপর তিনি তাঁকে ইল্লিইয়ীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: সেটা হচ্ছে সপ্ত আসমান, আর তাতে মু'মিনগণের আত্মাসমূহ রয়েছে।[২৯৬] এভাবে একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। সেটা হচ্ছে সপ্ত আসমান।[২৯৭] আলী বিন আবী তালহাহ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ **"(ভাল-মন্দের বিচার হবে না, শাস্তি-পুরস্কার কিছুই হবে না তা) কক্ষণো না, নিশ্চয়ই সৎলোকদের আমলনামা 'ইল্লিয়ীনে (সংরক্ষিত) আছে"** অর্থাৎ জান্নাতে।[২৯৮] অন্যজন বলেন: ইল্লিইয়ীন হচ্ছে সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে।[২৯৯] তবে সবচেয়ে স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে عليين শব্দটি علو শব্দ থেকে থেকে চয়ন করা হয়েছে, (অর্থাৎ সুউচ্চ) যখনই কোন জিনিস উপরে উঠে, বড় ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন, এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর বিষয়কে অত্যন্ত মহান আখ্যায়িত করে বলেন, ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾﴾ **"১৯. তুমি কি জান ইল্লিয়ীন কী)** এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন: ﴿كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾﴾ **"২০. সীলমোহরকৃত কিতাব। ২১. আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত তার তত্ত্বাবধান করে"** তারা হচ্ছে ফেরেশ্‌তামণ্ডলী, কাতাদাহ এ মত ব্যক্ত করেছেন।[৩০০] আওফী বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: প্রত্যেক আসমানের নৈকট্যপ্রাপ্তরা এর তত্ত্বাবধান করে।[৩০১]

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾﴾ **"২২. পূণ্যবান লোকেরা থাকবে অফুরন্ত নি'মাতের মাঝে"** অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে তারা চিরস্থায়ী নিআমাত ও জান্নাতে বসবাস করবে যাতে রয়েছে সকল নিআমতরাজি। ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ **"২৩. উচ্চ আসনে বসে"** এগুলো হচ্ছে শামিয়ানার নিচের সিংহাসনসমূহ, ﴿يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾﴾ **"তারা (চারদিকের সবকিছু"** দেখতে থাকবে)। কেউ কেউ বলেন: তারা তাদের সাম্রাজ্যের দিকে তাকিয়ে থাকবে। আরও তার দিকে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যে কল্যাণ এবং নিআমতরাজি প্রদান করেছেন যা কখনও শেষ হবেনা, লোপ পাবেনা। কেউ কেউ বলেন: এর অর্থ হচ্ছে ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ﴾ **"উচ্চ আসনে বসে তারা (চারদিকের সবকিছু) দেখতে থাকবে"** আল্লাহ তাআলার প্রতি, পাপিষ্টদের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এগুলো হচ্ছে তার বিপরীত, ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ

---

২৯৬. আত-তাবারী ২৪/২৯১।
২৯৭. আত-তাবারী ২৪/২৯০।
২৯৮. আত-তাবারী ২৪/৯২।
২৯৯. আত-তাবারী ২৪/৯২।
৩০০. আত-তাবারী ২৪/২৯৪।
৩০১. আত-তাবারী ২৪/২৯৬।

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ **"কক্ষণো না, তারা সেদিন তাদের রব্ব থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে"** বর্ণিত হয়েছে যে, জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহ তাআলার প্রতি দৃষ্টিপাত করার অনুমতি দেয়া হবে এমতাবস্থায় যে, তারা তাদের সিংহাসন ও গদিতে উপবিষ্ট থাকবে।

৭২০২. (দঈফ): ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে,

إِنَّ أَدْنَي أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ فِي مُلْكِهِ مَسِيرَةَ أَلْفَي سَنَةٍ، يَرَي أَقْصَاهُ كَمَا يَرَي أَدْنَاهُ، وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَي اللهِ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ

সর্বনিম্ন স্তরের একজন জান্নাতীকে যে মর্যাদা (নিয়ামত) দান করা হবে, তা হবে এরূপ যে, সে তার দুই হাজার বছর পথের দূরত্বের রাজত্বে দৃষ্টি দিবে। সে তার দুরকে নিকটের ন্যায় সমভাবে দেখবে। আর সর্বোচ্চ স্তরের একজন জান্নাতী প্রত্যহ দু'বার আলাহ তাআলাকে দেখতে পাবে।[৩০২]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ **"২৪. তুমি তাদের মুখে আরাম আয়েশের উজ্জ্বলতা দেখতে পাবে"** অর্থাৎ যখন তুমি তাদের চেহারার দিকে তাকাবে তখন তাদের চেহারায় আরাম-আয়েশের উজ্জ্বলতা দেখতে পাবে, অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে প্রাচুর্য, শিষ্টতা, সুখ-সাচ্ছন্দ, আত্মসংবরণ এবং কর্তৃত্বের বর্ণনা যে চিরস্থায়ী নিআমতের মধ্যে তারা থাকবে।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ﴾ **"২৫. তাদেরকে পান করানো হবে সীল-আঁটা উৎকৃষ্ট পানীয়"** অর্থাৎ তাদেরকে জান্নাতের সুরা পান করানো হবে। الرحيق হচ্ছে সুরা (শারাব)-এর অন্যমত নাম। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু), আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু), মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ এবং ইবনু যায়দ এ মত পোষণ করেছেন।[৩০৩]

৭২০৩. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ০[হাসান][যুহায়র][সাঈদ আবুল মুজাহিদ আত-তাঈ][আতিয়্যাহ বিন সাঈদ আল-আওফী (দঈফ বা দুর্বল)][আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)]০ (আহমাদ) বলেন, আমি মনে করি, তিনি এই বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। তিনি বলেন: কোন মু'মিন যদি কোন মু'মিনকে তার পিপাসার্ত অবস্থায় পানি পান করায় তবে আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামাত দিবসে সীল-আঁটা উৎকৃষ্ট পানীয় পান করাবেন। কোন মু'মিন যদি কোন মু'মিনকে তার ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহার করায় তবে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। কোন মু'মিন যদি কোন মু'মিনকে তার নাঙ্গা অবস্থায় কাপড় পরিধান করায় আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের সবুজ পোষাক পরিধান করাবেন।[৩০৪]

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) ﴿خِتَامُهُ مِسْكٌ﴾ **"২৬. তার সীল হবে মিশ্‌কের"** এ আয়াত সম্পর্কে বলেন: এটা মিসকের সাথে মিশ্রিত থাকবে।[৩০৫] আওফী বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন: আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য আনন্দদায়ক সুগন্ধিযুক্ত সুরা প্রদান করবেন। সুতরাং সর্বশেষ যে জিনিসটি

---

৩০২. হাদীসটি দুর্বল। এটির সানাদকে শাইখ শু'য়াইব আলআরনাউত দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন "মুসনাদু আহমাদ" (৪৬২৩)। শাইখ আলবানীও হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এর সানাদের মধ্যে সুওয়াইর নামক এক বর্ণনাকারী আছেন তিনি দুর্বল। দেখুন "সিলসিলাহ য'ঈফাহ" (১৯৮৫) ও "য'ঈফু জামে'উস সাগীর" (১৩৮১)।

৩০৩. আত-তাবারী ২৪/২৯৬।

৩০৪. আহমাদ ১০৭১৭, তিরমিযী ২৪৪৯, আল-উমদাতু মিনাল ফাওয়াইদে ওয়াল আসার ১/৯৮, আল-মুসনাদ আল-জামি' ৪৫৩২। ইমাম আহমাদ সন্দেহ করে বলেন, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন কিনা তবে সঠিক কথা হলো তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব। সানাদে আতিয়্যাহ আল-আওফীর দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। ইবনু আবিদ দুনয়া তার 'কাদাউল হাওয়াইদ' এর মাঝে তিনি ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

৩০৫. আত-তাবারী ২৪/২৯৭।

তিনি এতে করে দিবেন তা হবে মিস্‌ক।[৩০৬] কাতাদাহ এবং দহহাকও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[৩০৭] ইবরাহীম ও হাসান বলেন, خِتَامُهُ مِسْكٌ অর্থ শেষ পরণতি সুগন্ধি ময়। ইবনু জারীর বলেন, ০(ইবনু হুমায়দ)(ইয়াহইয়া বিন ওয়াদিহ)(আবূ হামযাহ)(জাবির)(আবদুর রহমান বিন সাবিত)(আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))০ থেকে বর্ণিত, خِتَامُهُ مِسْكٌ অর্থ রৌপ্যের মত সাদা পানিয় এটি তাদেরকে শেষে পান করাবে। যদি দুনিয়ার কেউ তাতে আঙ্গুল প্রবেশ করায় অতঃপর তা থেকে বের করে তাহলে দুনিয়ার সবাই ঘ্রাণ পেত।[৩০৮] মুজাহিদ থেকে বর্ণিত خِتَامُهُ مِسْكٌ অর্থাৎ সুগন্ধি।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ **"প্রতিযোগীরা এ বিষয়েই প্রতিযোগিতা করুক"** এ অবস্থায় গর্বকারীরা গর্ব-অহঙ্কার করুক, বেশী পাওয়ার সংগ্রামে লিপ্ত হোক, যারা প্রতিযোগিতা করে তাদের এ ধরনের জিনিসের জন্যই প্রতিযোগিতা করা উচিত। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾ **"এ রকম সাফল্যের জন্যই আমলকারীদের আমল করা উচিত"**[৩০৯] আল্লাহ তাআলার বাণীঃ ﴿وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ﴾ **"২৭. তাতে মেশানো থাকবে 'তাসনীম'"**। বর্ণিত এই সুরা তাসনীমে মেশানো থাকবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'তাসনীম' নামক শারাব, সেটা হচ্ছে জান্নাতবাসীদের সর্বোৎকৃষ্ট ও উঁচু মানের শারাব, আবূ সালিহ এবং দহ্‌হাক এ মত ব্যক্ত করেছেন।[৩১০] এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ **"২৮. ওটা একটা ঝর্ণা, যাথেকে (আল্লাহর) নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে"** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণ যেমন খুশি এটা পান করবে। আর ডান দিকের বাসিন্দাদের এমন শরাব দেয়া হবে যা এতে মিশ্রিত হবে, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মাসরূক, কাতাদাহ এবং অন্যরা এ মত ব্যক্ত করেছেন।[৩১১]

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۝٢٩

২৯. পাপাচারী লোকেরা (দুনিয়ায়) মু'মিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত।

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۝٣٠

৩০. আর তারা যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত।

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۝٣١

৩১. আর তারা যখন তাদের আপন জনদের কাছে ফিরে আসত, তখন (মু'মিনদেরকে ঠাট্টা ক'রে আসার কারণে) ফিরত উৎফুল্ল হয়ে।

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۝٣٢

৩২. আর তারা যখন মু'মিনদেরকে দেখত তখন বলত, 'এরা তো অবশ্যই গুমরাহ্।'

وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ۝٣٣

৩৩. তাদেরকে তো মু'মিনদের হিফাযাতকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি (মু'মিনদের কৃতকর্মের হিসাব মু'মিনরাই দিবে)।

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ۝٣٤

৩৪. আজ (জান্নাত হতে) মু'মিনরা কাফিরদের (পরিণতির) উপর হাসছে,

---

৩০৬. আত-তাবারী ২৪/২৯৭।
৩০৭. আত-তাবারী ২৪/২৯৭।
৩০৮. আয-যুহদু লি ইবনুল মুবারাক ২৭৬, আত-তাবারী ২৪/২১৮।
৩০৯. সূরাহ আস-সাফফাত, ৩৭ঃ ৬১।
৩১০. আত-তাবারী ২৪/৩০১।
৩১১. আত-তাবারী ২৪/৩০০, ৩০১।

৩৫. উচ্চ আসনে বসে তাদের অবস্থা দেখছে।	عَلَى الْأَرَآئِكِ ۙ يَنْظُرُوْنَ ؕ
৩৬. কাফিররা যা করত তার 'সওয়াব' পেল তো?	هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۧ

অপরাধীদের কষ্ট প্রদান এবং মু'মিনগণকে তাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা

আল্লাহ তা'আলা অপরাধীদের সম্পর্কে বলেন, যে, তারা দুনিয়াতে মু'মিনদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত, অর্থাৎ তাদের সাথে মশকরা করত এবং তাদেরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। যখন তারা মু'মিনদের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করত তখন তারা মু'মিনদের ব্যাপারে পরস্পর চোখ টিপাটিপি করত, অর্থাৎ তাদেরকে অবজ্ঞা করে। ﴿وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ۟ۙ﴾ **"৩১. আর তারা যখন তাদের আপন জনদের কাছে ফিরে আসত, তখন (মু'মিনদেরকে ঠাট্টা করে আসার কারণে) ফিরত উৎফুল্ল হয়ে"** অর্থাৎ এ সমস্ত পাপিষ্টরা যখন তাদের গৃহসমূহে ফিরে যেত তখন তারা সেখানে ফিরত আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়ে, অর্থাৎ তারা যা কিছুই চাইত পেয়ে যেত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের উপরে আল্লাহ তা'আলার নি'আমতের শুকরিয়া আদায় করতনা; বরং তারা মু'মিনগণকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরায় ব্যস্ত থাকত, তাদেরকে হিংসা করত, ﴿وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ۟ۙ﴾ **"৩২. আর তারা যখন মু'মিনদেরকে দেখত তখন বলত, 'এরা তো একেবারেই গুমরাহ্"** অর্থাৎ এ জন্য যে, তারা তাদের দ্বীনের উপরে নেই।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ۟ؕ﴾ **"৩৩. তাদেরকে তো মু'মিনদের হিফাযাতকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি (মু'মিনদের কৃতকর্মের হিসাব মু'মিনরাই দিবে"** অর্থাৎ এ সমস্ত অপরাধীদেরকে এ সকল মু'মিনগণের কাজকর্ম এবং কথাবার্তার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পাঠানো হয়নি, এ সমস্ত পাপিষ্টদেরকে তাদের দায়িত্বশীল করা হয়নি, কাজেই তাদের ব্যাপারে তারা কেন ব্যস্ত হচ্ছে, কেন তারা তাদেরকে তাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে? যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ۝ اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝ فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ۝ اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا ۙ اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝﴾

"আল্লাহ বলবেন– 'তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক, আমার সঙ্গে কোন কথা বল না।' আমার বান্দাহ্দের একদল বলত– 'হে আমাদের রব্ব! আমরা ঈমান এনেছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা হাসি তামাশা করতে এমনকি তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল, তোমরা তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে। আজ আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করলাম তাদের ধৈর্য ধারণের কারণে, আজ তারাই তো সফলকাম"[৩১২]

এ কারণে আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন: ﴿فَالْيَوْمَ﴾ **"৩৪. আজ"** অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে ﴿الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ۟ۙ﴾ **"পাপাচারী লোকেরা (দুনিয়ায়) মু'মিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত"** ওরা যে তাদের সাথে হাসিঠাট্টা করত তার বদলে ﴿عَلَى الْاَرَآئِكِ ۙ يَنْظُرُوْنَ ۟ؕ﴾ **"৩৫. উচ্চ আসনে বসে তাদের অবস্থা দেখছে"** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রতি, যারা তাদের ব্যাপারে ধারণা করত যে, তারা গোমরাহ ছিল তার পরিবর্তে পুরস্কারস্বরূপ, তারা গোমরাহ ছিলনা; বরং তারা ছিল আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বন্ধু, যারা আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত গৃহে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখবে।

৩১২. সূরাহ আল-মু'মিনূন, ২৩ঃ ১০৮-১১১।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ **"৩৬. কাফিররা যা করত তার 'সওয়াব' পেল তো?"** অর্থাৎ কাফিররা মু'মিনগণের সাথে যে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও তাদের মর্যাদাহানি করত তার পরিবর্তে বদলা পেল নাকি পাইনি? অর্থাৎ তারা পরিপূর্ণ বদলা পেয়েছে।

সূরাহ মুতাফ্ফিফীনের তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তা'আলার সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

সূরাহ আল-ইনশিকাকের তাফসীর

মাক্কায় অবতীর্ণ

সূরাহ আল-ইনশিকাকে তিলাওয়াতের সিজদা

৭২০৪. (স্বহীহ): ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ০[আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ][আবূ সালামাহ][বলেন, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ তাদের সম্মুখে ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ **"যখন আসমান ফেটে যাবে"** (সূরাহ আল-ইনশিকাক) তিলাওয়াত করেছেন এবং এতে সাজদাহ করেছেন। তিনি স্বালাত শেষ করেন তখন বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এতে সাজদাহ করেছেন। মুসলিম এবং নাসাঈ মালিকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৩১৩]

৭২০৫. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী বলেন, ০[আবূ নু'মান][মু'তামির][তার পিতা (সুলায়মান)][বাকর][আবূ রাফি'][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ (আবূ রাফি') বলেন: আমি আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে রাতের স্বালাত আদায় করেছি, তিনি তাতে পাঠ করেছেন ঃ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ **"যখন আসমান ফেটে যাবে"** এরপর তিনি তাতে তিলাওয়াতের সিজদা করেছেন। এ সম্পর্কে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: আমি আবুল কাসিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পেছনে এতে সাজদাহ করেছি, আর তাঁর (আল্লাহ) সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত আমি এতে সাজদা করেই যাব।[৩১৪] মূসাদ্দাদ মু'তামির থেকেও ০[মূসাদ্দাদ][ইয়াযীদ বিন যুরায়'][আত-তায়মী][বাকর][আবূ রাফি']০ সূত্রে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। সুলায়মান বিন তারখান আত-তায়মী থেকে ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসাঈ একাধিক সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[৩১৫]

৭২০৬. (স্বহীহ): ইমাম মুসলিম ও আহলুস সুনান তারা সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ অতিরিক্ত হিসেবে সুফইয়ান আস-স্রাওরীর নাম উল্লেখ করেছেন। তারা দু'জনেই (সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ ও সুফইয়ান আস স্রাওরী) আয়্যূব বিন মূসা থেকে তিনি আতা' বিন মীনা' থেকে তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন, إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ও اقرأ باسم ربك الذى خلق এই সূরাদ্বয়ে আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সিজদা করেছি।[৩১৬]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্র নামে।

১. যখন আসমান ফেটে যাবে,	إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾

৩১৩. মুসলিম ৫৭৮, নাসাঈ ফিল কুবরা ১০৩৩, ১১৬৬০, শারহুল মাআনী ১৯৫৭, স্বহীহ ইবনু হিব্বান ২৭৬১, স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ৫৫৯, জামিঈল উস্বূল ৩৭৯৯। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।

৩১৪. স্বহীহুল বুখারী ৭৬৬, মুসলিম ৫৭৮। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।

৩১৫. স্বহীহুল বুখারী ৭৬৬, ৭৬৮, ১০৭৮, মুসলিম ৪০৬, ৪০৭, আবূ দাউদ ১৪০৮, নাসাঈ ৯৬০। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।

৩১৬. মুসলিম ৪০৬, আবূ দাউদ ১৪০৭, তিরমিযী ৫৭৩, নাসাঈ ৯৬৬, ইবনু মাজাহ ১০৫৮। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٢	২. এবং স্বীয় রব-এর নির্দেশ পালন করবে, আর তাই তার করণীয়।
وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝٣	৩. এবং জমিনকে যখন প্রসারিত করা হবে,
وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۝٤	৪. আর তা তার ভেতরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও খালি হয়ে যাবে।
وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٥	৫. এবং স্বীয় রব-এর নির্দেশ পালন করবে আর তাই তার করণীয়।
يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۝٦	৬. হে মানুষ! তোমাকে তোমার রব্ব পর্যন্ত পৌঁছতে বহু কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তুমি তার সাক্ষাৎ লাভ করবে।
فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۝٧	৭. অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে
فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۝٨	৮. তার হিসাব সহজভাবেই নেয়া হবে।
وَّيَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝٩	৯. সে তার স্বজনদের কাছে সানন্দে ফিরে যাবে।
وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۝١٠	১০. আর যাকে তার আমলনামা তার পিঠের পিছন দিক থেকে দেয়া হবে,
فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۝١١	১১. সে মৃত্যুকে ডাকবে,
وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۝١٢	১২. এবং জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।
اِنَّهٗ كَانَ فِيْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝١٣	১৩. সে তার পরিবার-পরিজনের মাঝে আনন্দে মগ্ন ছিল,
اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۝١٤	১৪. সে ভাবত যে, সে কক্ষণো (আল্লাহ্‌র কাছে) ফিরে যাবে না।
بَلٰۤى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۝١٥	১৫. অবশ্যই ফিরে যাবে, তার রব্ব তার প্রতি দৃষ্টি রাখছেন।

কিয়ামাত দিবসে আসমান বিদীর্ণ হওয়া এবং জমিনের প্রসারণ

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: ﴿اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝١﴾ **"১. যখন আসমান ফেটে যাবে"** সেটা কিয়ামাত দিবসে। ﴿وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا﴾ **"২. এবং স্বীয় রব্ব-এর নির্দেশ পালন করবে"** অর্থাৎ তাদের রব্বের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে আর আসমান বিদীর্ণ করা সংক্রান্ত তাঁর নির্দেশের অনুসরণ করে, আর সেটা কিয়ামাত দিবসে। ﴿وَحُقَّتْ ۝٢﴾ **"আর তা-ই তার করণীয়"** আর তাঁর নির্দেশের অনুসরণই তার কর্তব্য, কেননা তিনি মহান যাঁকে কেউ প্রতিহত করতে পারেনা, যাকে কেউ পরাভূত করতে পারেনা; বরং তিনিই সকলকে পরাভূত করেন, সব কিছুই তাঁর সম্মুখে নত হয়। এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: ﴿وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝٣﴾ **"৩. এবং জমিনকে যখন প্রসারিত করা হবে"** অর্থাৎ প্রসারিত করেছেন, মেলে দিয়েছেন, ছড়িয়ে দিয়েছেন।

৭২০৭. ইবনু জারীর বলেন, [ইবনু আবদুল আ'লা] [ইবনু স্রাওর] [মা'মার] [আয-যুহরী] [আলী ইবনুল হুসায়ন] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

"إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، مَدَّ اللهُ الْأَرْضَ مَدَّ الْأَدِيمِ، حَتَّى لَا يَكُونَ لِبَشَرٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَوْضِعُ قَدَمِهِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُدْعَى، وَجِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَاللهِ مَا رَآهُ قَبْلَهَا، فَأَقُولُ رَبِّ، إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ أَرْسَلْتَهُ إِلَيَّ. فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: صَدَقَ، ثُمَّ أُشَفَّعُ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ عِبَادُكَ عَبَدُوكَ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِ"، قَالَ: "فَهُوَ المقام المحمود"

কিয়ামতের দিন আলাহ তাআ'লা পৃথিবীকে চামড়ার ন্যায় টেনে সম্প্রসারিত করবেন। তখন মানুষ মাত্র দু'পায়ে দাঁড়াবার জায়গা পাবে মাত্র। সর্বপ্রথম আমাকে আহ্বান করা হবে। হযরত জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আলাহর ডান পার্শ্বে অবস্থান করবেন। আলাহর শপথ! তিনি তাকে এরপূর্বে দেখেননি। তখন আমি জিজ্ঞেস করব হে আমার প্রতিপালক! ইনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তুমিই তাকে আমার নিকট প্রেরণ করেছিলে? উত্তরে আলাহ বলবেন হ্যাঁ ঠিক। অতঃপর আমি [উম্মতের জন্য] সুপারিশ করে বলব হে আমার প্রতিপালক! আপনার বান্দারা পৃথিবীর আনাচে কানাচে আপনার ইবাদাত করেছে। রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন সেই স্থানই হলো মাকামে মাহমূদ।[৩১৭]

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝﴾ **"৪. আর তা তার ভেতরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও খালি হয়ে যাবে"** অর্থাৎ তার পেটে যেসব মৃত রয়েছে সেগুলোকে বাইরে নিক্ষেপ করবে, আর তাদের থেকে সে খালি হয়ে যাবে। মুজাহিদ, সাঈদ এবং কাতাদাহ এ মত পোষণ করেছেন। ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝﴾ **"৫. এবং স্বীয় রব্ব-এর নির্দেশ পালন করবে আর তা-ই তার করণীয়"** এর ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩১৮]

কর্মসমূহের পুরস্কার সত্য

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿يَأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا﴾ **"৬. হে মানুষ! তোমাকে তোমার রব্ব পর্যন্ত পৌঁছতে বহু কষ্ট স্বীকার করতে হবে"** অর্থাৎ তোমাকে তোমার রব্বের দিকে ছুটে যেতে হবে আর আমল করতে হবে, ﴿فَمُلَاقِيهِ ۝﴾ **"অতঃপর তুমি তার সাক্ষাৎ লাভ করবে"** তুমি যে ভাল ও মন্দ কাজ করেছিলে সেগুলোর সাক্ষাত পাবে, এ বিষয়টির সাক্ষ্য প্রদান করে।

৭২০৮. (হাসান): এই হাদীস্র যা আবূ দাউদ আত-তয়ালিসী বর্ণনা করেছেন, [হাসান বিন আবী জা'ফার] [আবুয যুবায়র] [জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

قَالَ جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ

জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বলেন: হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার যেমন খুশি বসবাস করুন, আপনি মৃত্যুবরণ করবেন, আপনি যাকে খুশি ভালবাসুন, আপনাকে তার থেকে পৃথক হতে হবে, আপনি যা খুশি আমল করুন, সেগুলোর সাথে আপনার সাক্ষাত ঘটবে।[৩১৯] কেউ কেউ ﴿رَبِّكَ﴾ **(তোমার রব্ব)** এর সর্বনাম انت

---

৩১৭. তাবারী ৩৬৭২৫, জামিউল আহাদীস্র ২৬৭৫, তাখরীজুল আহাদীস্র ওয়াল আস্রার ২/২৮৪। **তাহক্বীকঃ** হাদীস্রটি মুরসাল। জামালুদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ আবদুলাহ বিন ইউসুফ বলেন, হাদীস্রটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। উক্ত হাদীস্রটির একাধিক শাওয়াহিদ পাওয়া যায় والله ما راه قبلها এই বাক্যটি ব্যতীত।

৩১৮. আত-তাবারী ১/২৯২।

৩১৯. মুসনাদ আত-তায়ালাসী ১৭৫৫, শুআবুল ঈমান ১০৫৪০। সহীহ আল-জামি' ৪৩৫৫। হাসান বিন আবী জা'ফার এর দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। তবে হাদীস্রটির একাধিক শাওয়াহিদ রয়েছে। ভিন্নসূত্রে বায়হাকী (১০৫৪২) ইবনুল জাওযী তার 'আল-মাওদূআত' (২/১০৮) সাহল বিন সা'দ এর হাদীস্র থেকে বর্ণনা করেছেন। হাকিম ৪/৩২৫, বায়হাকী ১০৫৪২, ইবনু উমার অথবা সাহল বিন সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন। হাকিম সেটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী এ ব্যাপারে নিরব

(তুমি) কে ফিরিয়েছেন অর্থাৎ তোমার রব্ব-এর সাথে সাক্ষাত করতে হবে, এর অর্থ হচ্ছে তিনি তোমাকে তোমার কর্ম অনুসারে প্রতিদান দিবেন, আর তোমার প্রচেষ্টার পুরস্কার প্রদান করবেন। এর ভিত্তিতে উভয় মত একে অপরের পরিপূরক। আওফী বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدۡحًا﴾ **"হে মানুষ! তোমাকে তোমার রব্ব পর্যন্ত পৌঁছতে বহু কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তুমি তার সাক্ষাৎ লাভ করবে"** অর্থাৎ তুমি যা-ই আমল কর ভাল হোক বা মন্দ হোক তা নিয়ে তুমি আল্লাহ তাআ'লা সাথে সাক্ষাত করবে।[৩২০]

কাতাদাহ বলেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدۡحًا﴾ **"হে মানুষ! তোমাকে তোমার রব্ব পর্যন্ত পৌঁছতে বহু কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তুমি তার সাক্ষাৎ লাভ করবে"** (হে আদম সন্তান) তোমরা প্রচেষ্টা দুর্বল। তোমাদের মাঝে যে আল্লাহর অনুগত্যের চেষ্টা করতে চায় সে যেন মনে করে তাওফীক দেয়ার ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নেই।

হিসাব-নিকাশের সময় উপস্থাপন এবং জিজ্ঞাসাবাদ

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿فَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ۝ فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝﴾ **"৭. অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে ৮. তার হিসাব সহজভাবেই নেয়া হবে"** অর্থাৎ কোনরূপ জটিলতা ছাড়া সহজভাবে, অর্থাৎ তার কর্মকাণ্ডের প্রতিটি মিনিটের অনুসন্ধান করা হবেনা। যার এভাবে হিসাব নেওয়া হয়েছে, সে নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

৭২০৯. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

مَنْ نُوقِش الْحِسَابَ عُذِّبَ". قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَالَ اللهُ: (فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا) ؟ ، قَالَ: "لَيْسَ ذَاكَ بِالْحِسَابِ وَلَكِنَّ ذَلِكَ الْعَرْضِ، مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ

'হিসাব-নিকাশের সময় যাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, সে (অবশ্যই) শাস্তি পাবে'। মা আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আমি বলি ঃ আল্লাহ তাআ'লা কি এ কথা বলেননি ﴿فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ **"তার হিসাব সহজভাবেই নেয়া হবে"** তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: এটা হিসাব-নিকাশের সময় নয়, এটা উপস্থাপনের সময়। কিয়ামাত দিবসে যার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হিসাব নেওয়া হবে সেই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।[৩২১] এভাবে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন।[৩২২]

৭২১০. (সহীহ): ইবনু জারীর বলেন, ◊[ইবনু ওয়াকী']⟩[রাওহ বিন উবাদাহ]⟩[আবূ আমির আল-খাযযায]⟩[ইবনু আবী মুলায়কাহ]⟩[আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]◊ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أنه لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مُعَذَّبًا". فَقُلْتُ: أَلَيْسَ اللهُ يَقُولُ: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ ؟ ، قَالَ: "ذَاكَ الْعَرْضُ، إِنَّهُ مَنْ نُوقِش الْحِسَابَ عُذب"، وَقَالَ بِيَدِهِ عَلَى إِصْبَعِهِ كَأَنَّهُ يَنكُتُ

থেকেছেন। ইবনুল জাওযী বলেন, ইবনু আদী বলেছেন, তার হাদীস আমভাবে বর্ণনা করা যাবে না। ইবনুল জাওযী বলেন, সানাদের মাঝে মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ রয়েছেন, তাকে আবূ যুরআহ ও আবূ দাউদ মিথ্যুক বলেছেন। মুহাক্কিকবৃন্দ বলেন, ইমাম হাকিম এর নিকট তার তাওয়াবি' হিসেবে ঈসা বিন সুবায়হ এর বর্ণনা পাওয়া যায়। জা'ফার বিন সুলায়মানসহ একাধিক ব্যক্তি তাকে সিকাহ বলেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

৩২০. আত-তাবারী ২৪/৩১২।

৩২১. আহমাদ ২৩৬৮০। **তাহকীক আলবানী ঃ** সহীহ।

৩২২. ফাতহুল বারী ৬০৫৫, বুখারী ৪৯৩৯, মুসলিম ২৮৭৬, নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৬৫৯, আত-তাবারী ২৪/৩১৩।

কিয়ামাতের দিন যার হিসাব চাওয়া হবে সেই আযাবে নিপতিত হবে। শুনে আমি বললামঃ আল্লাহ তো বলেছেন ﴿فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তা মূলত কোন রকম পেশ করা মাত্র। হিসাবের জন্য যাকে ধরা হবে সেই শাস্তি ভোগ করবে।[৩২৩] ❮আমর বিন আলী❯❮ইবনু আবী আদী❯❮আবূ য়ূনুস আল-কুশায়রী❯❮ইবনু আবী মুলায়কাহ❯❮কাসিম❯❮আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)❯ এই সূত্রে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে। আবূ য়ূনুস আল-কুশায়রীর নাম হাতিম বিন আবী স্রাগীরাহ।[৩২৪]

ইবনু জারীর বলেন, ❮নাস্রর বিন আলী আল-জাহদমী❯❮মুসলিম❯❮আবুয যুবায়র এর ভাই হারীশ ইবনুল খিররিত❯❮ইবনু আবী মুলায়কাহ❯❮আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)❯ বলেন, যার হিসাব নেয়া হবে সে অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহর সমীপে হিসাব সহজভাবে পেশ করা হবে।[৩২৫]

৭২১১. (স্রহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ❮ইসমাঈল❯❮মুহাম্মাদ বিন ইসহাক❯❮আবদুল ওয়াহিদ বিন হামযাহ বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র❯❮আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র❯❮আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)❯ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন নামাযের মধ্যে দুআ' করেন اَللّٰهُمَّ حاسبني حسابا يسيرا অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমার হিসান সহজভাবে গ্রহণ কর।" নামায শেষে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'সহজ হিসাব' অর্থ কী? উত্তরে তিনি বললেন, 'সহজ হিসাব' এর অর্থ হল আমলনামা দেখে ক্ষমা করে দেয়া হবে। শুনো আয়িশাহ! সেদিন হিসাবের জন্য যাকে ধরা হবে তার ধ্বংস অনিবার্য।[৩২৬] হাদীস্রটি ইমাম মুসলিমের শর্তে স্রহীহ।

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿وَيَنۡقَلِبُ اِلٰٓى اَهۡلِهٖ مَسۡرُوۡرًا﴾ **"৯. সে তার স্বজনদের কাছে সানন্দে ফিরে যাবে"** অর্থাৎ জান্নাতে তার পরিবারের কাছে ফিরে যাবে। কাতাদাহ, দহহাক এ মত ব্যক্ত করেছেন। **﴿مَسۡرُوۡرًا﴾ (সানন্দে)** অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা তাকে যা দিয়েছেন তাতে খুশি ও আনন্দিত হয়ে।[৩২৭] তবারানী স্রাওবান থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমরা কিছু আমল করে থাক যা জানা যায় না। অচিরেই বাদককে প্রতিদান দিবে তার পরিবার তখন সে হয় খুশি হবে বা অসন্তুষ্ট হবে।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿وَاَمَّا مَنۡ اُوۡتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهۡرِهٖ﴾ **"১০. আর যাকে তার আমলনামা তার পিঠের পিছন দিক থেকে দেয়া হবে"** অর্থাৎ তার পিঠের পেছন থেকে বাম হাতে, এ সময় তার হাত তার পেছনে বাঁধা থাকবে, আর এ অবস্থায় তাকে তার আমলনামা দেয়া হবে, ﴿فَسَوۡفَ يَدۡعُوۡا ثُبُوۡرًا﴾ **"১১. সে মৃত্যুকে ডাকবে"** অর্থাৎ ক্ষতি ও ধ্বংস, ﴿وَيَصۡلٰى سَعِيۡرًا ۙ اِنَّهٗ كَانَ فِىۡۤ اَهۡلِهٖ مَسۡرُوۡرًا﴾ **"১২. এবং জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। ১৩. সে তার পরিবার-পরিজনের মাঝে আনন্দে মগ্ন ছিল"** অর্থাৎ খুশিতে, সে এর পরিণতি সম্পর্কে কখনও ভাবেনি, আর তার সম্মুখে যা আছে তার ভয়ও সে করেনি, আর সেই সামান্য আনন্দের

---

৩২৩. তাবারী ৩৬৭৩৭, এই সানাদটি সুফইয়ান বিন ওয়াকী' এর দুর্বলতার কারণে দুর্বল কিন্তু ইমাম বুখারী ৪৯৩৯, মুসলিম ২৮৭৬ নং হাদীস্রে আবূ য়ূনুস আল-কুশায়রী থেকে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীকঃ** স্রহীহ।

৩২৪. বুখারী ৪৯৩৯, মুসলিম ২৮৭৬।

৩২৫. ইবনু জারীর তার 'তাফসীর' গ্রন্থে (৩০/৭৪) উল্লেখ করেছেন, মুখতাস্রার তালখীসুয যাহাবী ৭/৩৫৩৫ ইমাম যাহাবী বলেন, এর মূল হাদীস্রটি স্রহীহুল বুখারী ১০৩, ৬৫৩৬, ৬৫৩৭, আহমাদ ২৩৬৮০, আবূ দাউদ ৩০৯৩ নং হাদীস্রে বর্ণিত হয়েছে। হাকিম এই হাদীস্রটির শাওয়াহিদ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন, যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। যাহাবী এই হাদীস্রে একটি ইল্লত বের করেছেন। আর তা হলো সানাদে হারিশ ইবনুল খিররীত আল-বাস্রারী সম্পর্কে বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আবূ য়ুরআহ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাহযীবুত তাহযীব ৩/১১৪) হাকিম এর সূত্রে হারিশ দুর্বল রাবী। কিন্তু ইবনু আবী মুলায়কাহ এর সূত্রে উক্ত হাদীস্রটি স্রহীহ। যেমনটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। **তাহকীকঃ** স্রহীহ।

৩২৬. আহমাদ ৬/৪৮, তাখরীজু আহাদীস্রু ওয়াল আস্রার ৯৩৬, স্রহীহ ইবনু খুযায়মাহ ৮৪৯, মুসতাদরাক ১/৫৭, স্রহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৭২, তাখরীজু আহাদীস্র ওয়া আসারু কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ৯৩৬। **তাহকীকঃ** ইবনু কাস্রীর বলেন, মুসলিমের শর্তে স্রহীহ, অন্যান্য মুহাক্কিকগণ বলেন, হাসান।

৩২৭. আত-তাবারী ২৪/৩১৫।

পরিণতি দাঁড়ায় দীর্ঘ দুঃখ-বেদনায়। ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ﴾ **"১৪. সে ভাবত যে, সে কক্ষণো (আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাবে না"** অর্থাৎ সে ধারণা করত যে, সে আল্লাহ তাআলার নিকট ফিরে যাবেনা, তিনি তাকে তার মৃত্যুর পরে পুনরায় সৃষ্টি করবেন না। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), কাতাদাহ এবং অন্যরা এ মত ব্যক্ত করেছেন।[৩২৮] الحور শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রত্যাবর্তন করা, আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ **"১৫. অবশ্যই ফিরে যাবে, তার রব্ব তার প্রতি দৃষ্টি রাখছেন"** অর্থাৎ অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন যেভাবে তিনি প্রথম তাকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি তাকে তার ভাল-মন্দ কর্মের ভিত্তিতে প্রতিদান দিবেন, কেননা তিনি তার সবকিছু দেখেন অর্থাৎ তিনি সর্বজ্ঞাতা, (তাদের সম্পর্কে) অবগত আছেন।

১৬. আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লালিমার,	فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾
১৭. আর রাতের এবং তা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার,	وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾
১৮. আর চাঁদের যখন তা পূর্ণ চাঁদে পরিণত হয়,	وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾
১৯. অবশ্যই তোমরা (আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সর্বক্ষেত্রে) স্তরে স্তরে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে উর্ধ্বে উঠবে।	لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾
২০. অতএব তাদের কী হল যে তারা ইমান আনে না?	فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾
২১. আর তাদের কাছে যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন সেজদা করে না? [সাজদাহ]	وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾ [السجدة]
২২. (কুরআন শুনে সেজদা করা তো দূরের কথা) বরং কাফিররা ওটাকে অস্বীকারই করে।	بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾
২৩. আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন তারা (তাদের অন্তরে) কী লুকিয়ে রাখে।	وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾
২৪. কাজেই তাদেরকে মর্মান্তিক 'আযাবের সুসংবাদ দাও।	فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾
২৫. কিন্তু যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে তারা বাদে; তাদের জন্য আছে অফুরন্ত প্রতিদান।	إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

লোকদের সফরের বিভিন্ন স্তরের শপথ

আলী, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুম, উবাদাহ ইবনুস সামিত, আবূ হুরায়রাহ, শাদ্দাদ বিন আউস, মুহাম্মাদ বিন আলী ইবনুল হুসায়ন, মাকহুল, বাক্র বিন আবদুল্লাহ আল-মুযানী, বুকায়র ইবনুল আশাজ্জ, মালিক, ইবনু আবী যি'ব, আবদুল আযীয বিন আবী সালামাহ আল মাজিশূন থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন: الشفق (আশ্-শাফাক) হচ্ছে লালিমা।[৩২৯] আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেন, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আশ-শাফাক হচ্ছে শুভ্রতা।[৩৩০] কাজেই শাফাক হচ্ছে দিগন্তের

---

৩২৮. আত-তাবারী ২৪/৩১৭।
৩২৯. তাফসীর আল-কুরতুবী ১৯/২৭৪।
৩৩০. মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক ২১২২

লালিমা, হয় সেটা সূর্যোদয়ের পূর্বে যেমন মুজাহিদ বলেছেন।[৩৩১] আর নয়ত সূর্যাস্তের পরে যেমন সেটা ভাষাবিদগণের কাছে প্রসিদ্ধ। খালীল বিন আহ্‌মাদ বলেন: আশ-শাফাক হচ্ছে সূর্যাস্তের পর থেকে দ্বিতীয় ইশার সময়ের লালিমা, যখন সেটা চলে যায় তখন বলা হয় ঃ শাফাক অদৃশ্য হয়ে গেছে।[৩৩২] জাওহারী বলেন: আশ-শাফাক হচ্ছে রাতের প্রথম শুরুর দিকের সূর্যের রশ্মির অবশিষ্টাংশ এবং এর লালিমা যা প্রকৃত রাত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন ইকরিমাহ ঃ শাফাক মাগরিব এবং ইশার মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে থাকে।

৭২১২. (স্বহীহ): স্বহীহ মুসলিম শরীফে এসেছে ঃ আবদুল্লাহ বিন আম্‌র বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ মাগরিবের সময় ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে যতক্ষণ না শাফাক অদৃশ্য হয়।[৩৩৩] এ সব বর্ণনায় প্রমাণিত হচ্ছে শাফাক হচ্ছে তাই যা জাওহারী এবং খলীল সংজ্ঞা দিয়েছেন। কিন্তু মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, ﴿فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ﴾ এর মধ্যে الشفق অর্থ সমস্ত দিন। আরেক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন: الشفق অর্থ সূর্য, উভয় কথা ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন। আর তা বুঝানোর জন্য তার কিছু আলামত আল্লাহ তাআলার বাণীতে পাওয়া যায় ঃ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ অর্থাৎ আমি শপথ করি রাত্রির এবং যা কিছু সমাবেশ ঘটায় তার। এর দ্বারা সকল কিছুকে বুঝিয়েছেন ও তিনি আলো ও অন্ধকারকে ভাগ করেছেন। ইবনু জারীর বলেন, রাতকে সামনে ও দিনকে পেছনে করে ভাগ করে দিয়েছেন। ইবনু জারীর বলেন, অন্যরা বলেন, الشفق হলোঃ সাদা ও লাল আভার নাম।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা), মুজাহিদ, হাসান ও কাতাদাহ বলেন: ﴿وَمَا وَسَقَ﴾ **"১৭. এবং তা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার"** অর্থাৎ যা কিছু একত্রিত করে।[৩৩৪] কাতাদাহ বলেন: তারকামণ্ডলি এবং জীবজন্তুর সমাবেশ।[৩৩৫] তিনি কবিতার পংক্তির মাধ্যমে তা আরো শক্তিশালী করেছেন, তা হলোঃ

مستوسقات لو تجدن سائقا

অর্থাৎ ঃ উটনীগুলো জোট বেধেই থাকতো, যদি তারা তাদের পরিচালক (রাখাল) পেত।

ইকরিমাহ বলেন: ﴿وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ **"১৭. আর রাতের এবং তা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার"** তিনি বলেন: যে অন্ধকার একত্রিত করে, যখন রাত্রি আসে তখন প্রত্যেকে তার আশ্রয়স্থলে চলে যায়।[৩৩৬]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ **"১৮. আর চাঁদের যখন তা পূর্ণ চাঁদে পরিণত হয়"** আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন: যখন তা একত্রে আসে এবং সম্পূর্ণ হয়।[৩৩৭] অনুরূপ ভাবে ইকরিমাহ, মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়র, মাসরূক, আবূ স্বালিহ, দহহাক ও ইবনু যায়দ বলেন, ﴿القمر إذا اتسق﴾ অর্থাৎ যখন তা সমান হয়। হাসান বলেন: যখন তা একত্রে আসে এবং পূর্ণরূপ ধারণ করে।[৩৩৮] কাতাদাহ বলেন: যখন এর বৃত্ত পরিপূর্ণ হয়।[৩৩৯] এ সমস্ত কথার দ্বারা বুঝানো হয়েছে, এর আলোকে যখন তা পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে এবং পরিপূর্ণ হয়, যেন রাত্রি এবং এটা যা একত্রিত করে তার মুকাবিলায় এভাবে বলা হয়েছে।

---

৩৩১. আত-তাবারী ২৪/৩১৮।
৩৩২. আল-কুরতুবী ১৯/২৭৫।
৩৩৩. মুসলিম ৬১২। **তাহকীক আলবানী** ঃ স্বহীহ।
৩৩৪. আত-তাবারী ২৪/৩১৯।
৩৩৫. আত-তাবারী ২৪/৩২০।
৩৩৬. আত-তাবারী ২৪/৩২১।
৩৩৭. আত-তাবারী ২৪/৩২১।
৩৩৮. আত-তাবারী ২৪/৩২১।
৩৩৯. আত-তাবারী ২৪/৩২২।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ **"১৯. অবশ্যই তোমরা (আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সর্বক্ষেত্রে) স্তরে স্তরে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে উর্ধ্বে উঠবে"** অর্থাৎ এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে।

৭২১৩. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী বলেন, ◊[সাঈদ ইবনুন নাদর]✖[হুশায়ম]✖[আবূ বিশর]✖[মুজাহিদ]✖ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ বলেন, ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ **"অবশ্যই তোমরা (আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সর্বক্ষেত্রে) স্তরে স্তরে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে উর্ধ্বে উঠবে"** অর্থাৎ এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে। তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ বর্ণনা করেছেন, ইমাম বুখারী এই শব্দে এভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩৪০] নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর এই তাফসীর বর্ণনা করার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এটা বলতে শুনেছি। সুতরাং তার কওল نبيكم মারফূ'ভাবে প্রমাণিত। যারা এর কার্যকারিতা সম্পর্কে বলেছেন, তারা বলেন, সেটি হলোঃ সুস্পষ্ট। আল্লাহই ভালো জানেন।

৭২১৪. (স্বহীহ): যেমনটি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি তোমাদের নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেন, لَا يَأْتِي عَامٍ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، কোন বছর ফিরে আসে না তবে যা আসে তা তার চেয়েও খারাপ।[৩৪১]

৭২১৫. (স্বহীহ): ইবনু জারীর বলেন, ◊[ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম]✖[হুশায়ম]✖[আবূ বিশর]✖[মুজাহিদ]✖[ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ (মুজাহিদ) বলেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের নবী বলতেন: حالًا بعد حال অর্থাৎ তোমরা এক অবস্থার পর আরেক অবস্থায় উপনীত হবে।[৩৪২] এই শব্দগুলো ইবনু জারীরের।

আলী বিন আবী তালহাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন, ﴿طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ অর্থাৎ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থা, তেমনি ভাবে ইকরিমাহ বলেনঃ মুররাত তইয়্যাব, মুজাহিদ, হাসান, দহহাক, মাসরুক এবং আবূ স্বালিহ অনুরূপ মত পোষণ করেন।

সম্ভাবনা রয়েছে ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থা, ﴿طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ দ্বারা উদ্দেশ্য তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তখন বাক্যটির মধ্যে هذا টি হবে মারফূ' ও نبيكم হবে মুবতাদা ও খবর। (আল্লাহই অধিক জানেন, এটাই অধিকাংশ রাবীর মত)। যেমনটি বলেন, আবূ দাঊদ আত-তয়ালাসি। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ সম্পর্কে বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলোঃ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। এই মতকে শক্তিশালি করে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সহ অধিকাংশ মক্কাবাসী ও কুফাবাসীর কিরাআত। তারা সকলে لَتَرْكَبُنَّ শব্দের ت ও ب অক্ষরে যবর দিয়ে পাঠ করেন।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊[সাঈদ আল-আশাজ্জ]✖[আবূ উসামাহ]✖[ইসমাঈল]✖[আশ শা'বী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)]◊ বলেন, ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ, অবশ্যই তুমি এক আকাশের পর আরেক আকাশ আরোহণ করবে। ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মাসরূক এবং আবুল আলিয়াহ হতেও অনুরূপ বর্ণনাঃ ﴿طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ অর্থাৎ এক আকাশের পর আরেক আকাশ। ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এর দ্বারা মি'রাজের রজনীকে বুঝানো হয়েছে।

আবূ ইসহাক ও সুদ্দী এক ব্যক্তির মাধ্যমে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, ﴿طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ অর্থাৎ ধাপে ধাপে। অনুরূপভাবে আওফী ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। তবে তাতে কিছু শব্দ বেশি

---

৩৪০. স্বহীহুল বুখারী ৪৯৪০, ফাতহুল বারী ৪৫৫৯। **তাহকীক আলবানী** ঃ স্বহীহ।

৩৪১. বুখারী ৭০৬৮, তিরমিযী ২২০৭, আবূ ইয়া'লা ৪০৩৭। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

৩৪২. তাবারী ৩৬৭৯০, সানাদটি ইমাম মুসলিম এর শর্তে স্বহীহ। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

করেছেন। তিনি বলেন, এক বিষয়ের পর আরেক বিষয়, এক অবস্থার পর আরেক অবস্থা। সুদ্দী বলেন, ﴿لَتَرۡكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٖ﴾ আয়াতের অর্থ হলোঃ তোমরা ধাপে ধাপে পূর্ববর্তীদের মতাদর্শ অনুসরণ করবে।

৭২১৬. (সহীহ): (ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন) আমি মনে করি তিনি এর দ্বারা সহীহ হাদীসের একটি অংশকে উদ্দেশ্য করেছেন, তা হলোঃ

" لتركبن سنن من كان قبلك حذو القذة بالقذة حتي لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالو: يا رسول الله اليهود والنصاري؟ قال: فمن؟ "

অর্থাৎ তোমরা হুবহু পুর্ববর্তীদের আদর্শ অনুসরণ করবে। এমনকি যদি তারা গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করে তোমরাও তাই করবে। একথা শুনে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমরা কি ইয়াহুদী ও নাসারাদের অনুসরণ করব? উত্তরে তিনি বললেন, আর কাদের?[৩৪৩] এটিই হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ≪আমার পিতা (আবূ হাতিম)⟩হিশাম বিন আম্মার⟩সাদাকাহ⟩ইবনু জাবির⟩মাকহূল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)≫ (ইবনে জাবির) বলেন, মাকহূল ﴿لَتَرۡكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٖ﴾ এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রতি বিশ বছর পর তোমরা এমন কিছু কাজ করবে যা ইতিপূর্বে করনি।

আ'মাশ ইবরাহীমের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর লাল বর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর বর্ণ পরিবর্তন হতে থাকবে। সাওরী বলেন, ≪কায়স বিন ওয়াহব⟩মুররাহ⟩ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)≫ তিনি ﴿طَبَقًا عَن طَبَقٖ﴾ সম্পর্কে বলেন, আকাশটি একটি চামড়ার ন্যায়, যখন তা একবার ফেটে যাবে। বাশশার বলেন, ≪জাবির আল-জু'ফী⟩আশ শা'বী⟩আলকামাহ⟩আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)≫ ﴿لَتَرۡكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٖ﴾ সম্পর্কে বলেন, হে মুহাম্মাদ! অর্থাৎ এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থা। বাশশার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ≪জাবির⟩মুজাহিদ⟩ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)≫ সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। সাঈদ জুবায়র ﴿لَتَرۡكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٖ﴾ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, বহুলোক যারা দুনিয়াতে মর্যাদাহীন বলে বিবেচিত। পরকালে তারা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে আবার দুনিয়ার অনেক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক পরকালে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হবে।

ইকরিমাহ বলেন: ﴿لَتَرۡكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٖ﴾ **"অবশ্যই তোমরা (আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সর্বক্ষেত্রে) স্তরে স্তরে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে উর্ধ্বে উঠবে"** পর্যায়ক্রমে এক অবস্থার পর আরেক অবস্থা।[৩৪৪] দুধ পান করার পরে দুধ ছাড়া অবস্থা, যৌবনের পরে বার্ধক্য অবস্থা। হাসান আল-বাসরী বলেন: ﴿طَبَقًا عَن طَبَقٖ﴾ (স্তরে স্তরে) পর্যায়ক্রমে।[৩৪৫] বিপদাপদের পরে স্বাচ্ছন্দ্য অবস্থা, স্বাচ্ছন্দ্য অবস্থার পরে বিপদাপদ, দারিদ্রতার পরে ঐশ্বর্য, এবং ঐশ্বর্যের পরে দারিদ্রতা, অসুস্থতার পরে সুস্থতা, সুস্থতার পরে অসুস্থতা।

৭২১৭. (মুনকার): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ≪আবদুল্লাহ বিন যাহির (তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত)⟩আমার পিতা (যাহির) (তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত)⟩আমর বিন শামির (তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত)⟩জাবির আল-জু'ফী (তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত)⟩মুহাম্মাদ বিন আলী⟩জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)≫ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

---

৩৪৩. সূরাহ বারাআতের ৩৪ নং আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, সহীহুল বুখারী ৩৪৫৬, মুসলিম ২৬৬৯। **তাহকীক আলবানী** ঃ সহীহ।

৩৪৪. আত-তাবারী ২৪/৩২৩।

৩৪৫. আত-তাবারী ২৪/৩২৩।

"إِنَّ ابْنَ آدَمَ لَفِي غَفْلَةٍ مِمَّا خُلِقَ لَهُ؛ إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ خَلْقَهُ قَالَ لِلْمَلِكِ: اكْتُبْ رِزْقَهُ، اكْتُبْ أَجَلَهُ، اكْتُبْ أَثَرَهُ، اكْتُبْ شَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا، ثُمَّ يَرْتَفِعُ ذَلِكَ الْمَلَكُ وَيَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا آخَرَ فَيَحْفَظُهُ حَتَّى يُدْرِكَ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ ذَلِكَ الْمَلَكُ، ثُمَّ يُوكِلُ اللهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَكْتُبَانِ حَسَنَاتِهِ وَسَيِّئَاتِهِ، فَإِذَا حَضَره الموتُ ارْتَفَعَ ذَانِكَ الْمَلَكَانِ، وَجَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَبَضَ رُوحَهُ، فَإِذَا دَخَلَ قَبْرَهُ رَدَّ الرُّوحَ فِي جَسَدِهِ، ثُمَّ ارْتَفَعَ مَلَكُ الْمَوْتِ، وَجَاءَهُ مَلَكَا الْقَبْرِ فَامْتَحَنَاهُ، ثُمَّ يَرْتَفِعَانِ، فَإِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ انْحَطَّ عَلَيْهِ مَلَكُ الْحَسَنَاتِ وَمَلَكُ السَّيِّئَاتِ، فَانْتَشَطَا كِتَابًا مَعْقُودًا فِي عُنُقِهِ، ثُمَّ حَضَرَا مَعَهُ: واحدٌ سَائِقًا وَآخَرُ شَهِيدًا"، ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا} [ق:٢٢] قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ} قَالَ: "حَالًا بَعْدَ حَالٍ". ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ قُدَّامَكُمْ لَأَمْرًا عَظِيمًا لَا تقدرُونه، فَاسْتَعِينُوا بِاللهِ الْعَظِيمِ"

আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন সে ব্যাপারে মানুষ বড়ই উদাসীন। আল্লাহ তাআলা কাউকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলে প্রথমে একজন ফেরেশতাকে তার রিযক, হায়াত, কর্ম এবং সৎ হবে না অসৎ হবে তা লিপিবদ্ধ করতে নির্দেশ দেন। অতঃপর সেই ফেরেশতা চলে যায় এবং তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য আরেকজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। দায়িত্ব পালন করে সেও চলে গেলে তার ভালো-মন্দ আমল লিপিবদ্ধ করার জন্য দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। এভাবে মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে তারা চলে যায় এবং মালাকুল মাওত এসে তার রূহ কবজ করে নেয়। অতঃপর দাফন করার পর তাকে পুনরায় জীবিত করে মালাকুল মাওত চলে যায় এবং কবরের দুই ফেরেশতা আগমন করে। তারা এসে ঐ ব্যক্তির পরীক্ষা নিয়ে চলে যায়। এভাবে কিয়ামতের সময় নেকী ও বদীর দুই ফেরেশতা এসে তার ঘাড় থেকে আমল নামা খুলে নিয়ে তার সঙ্গে চলতে থাকবে। এই দুই ফেরেশতার একজনকে সাইক এবং অপর জনকে শহীদ বলা হয়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেন ﴿لقد كنت فى غفلة من هذا﴾ **"অবশ্যই তুমি এই বিষয়ে উদাসীনতায় ছিলে"**- এই পর্যন্ত বলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়াতটি পাঠ করে বললেন ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ অর্থ حالًا بعد حال অর্থাৎ তোমরা এক অবস্থার পর আরেক অবস্থায় উপনীত হবে। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের সম্মুখে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যা তোমাদের সাধ্যের অতীত। সুতরাং তোমরা মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর।[৩৪৬] এই হাদীসটি মুনকার। কারণ, এর সানাদে অনেক দুর্বল রাবী রয়েছে। তবে হাদীসটির মর্ম সঠিক, আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

তাদের অবিশ্বাসের অনুমোদন না দেয়া, শাস্তির সুসংবাদ প্রদান আর নিআমতরাজি মু'মিনগণের জন্য

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴾[السجدة] **"২০. অতএব তাদের কী হল যে তারা ঈমান আনে না? ২১. আর তাদের কাছে যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন সাজদাহ্ করে না?۩** [সাজদাহ] অর্থাৎ কিসে তাদেরকে আল্লাহ তাআলার প্রতি এবং তাঁর রাসূল ও কিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমান আনায়নে বাধা দেয়। তাদের কী হয়েছে যে, তাদের সম্মুখে যখন আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ এবং তাঁর কালাম অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা সম্মানার্থে সিজদা করেনা? আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ۝﴾ **"২২. বরং কাফিররা ওটাকে অস্বীকারই করে"** অর্থাৎ তাদের স্বভাব-চরিত্র হচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করা, একগুঁয়েমী করা এবং এর বিরোধিতা করা, ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ﴾

---

৩৪৬. তাফসীর আল-কুরতুবী ১৯/২৬৭, আদ-দুররুল মানসুর ৭/৩৩০, হিলইয়াতুল আওলিয়াহ। **তাহকীক:** মুনকার।

﴿بِمَا يُوعُونَ﴾ **"২৩. আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন তারা (তাদের অন্তরে) কী লুকিয়ে রাখে"** মুজাহিদ, কাতাদাহ বলেন: তারা তাদের অন্তরসমূহে গোপন করে রাখে।[৩৪৭] ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ **"২৪. কাজেই তাদেরকে মর্মান্তিক 'আযাবের সুসংবাদ দাও"** অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ আয্‌যা ও জাল্লা তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ **"২৫. কিন্তু যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে তারা বাদে"** (আরবী ব্যাকরণে) ইস্তিস্না মুনকাতি' সংঘটিত হয়েছে, অর্থাৎ কিন্তু যারা ঈমান আনে অর্থাৎ তাদের কথার দ্বারা এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, অর্থাৎ তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে। ﴿لَهُمْ أَجْرٌ﴾ **(তাদের জন্য আছে প্রতিদান)** অর্থাৎ পরকালে। ﴿غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ **(অফুরন্ত)** আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: غير منقوص কমিয়ে দেয়া ছাড়া।[৩৪৮] মুজাহিদ, দহ্হাক বলেন: বেহিসাবী।[৩৪৯] তাদের উভয়ের কথা থেকে যা পাওয়া যায় ঃ এই পুরস্কার শেষ হবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾ **"এ হল এক অব্যাহত পুরস্কার"**[৩৫০] সুদ্দী বলেন, غير ممنون অর্থ হচ্ছে হ্রাস না করে, কেউ কেউ বলেন, غير ممنون অর্থাৎ তাদের।

অপর মতকে বহু পণ্ডিত প্রত্যাখ্যান করেছেন, কেননা প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে। আর তারা তার অনুকম্পার মাধ্যমেই জান্নাতে প্রবেশ করেছেন তাদের কৃতকর্মের দ্বারা নয়। তার অনুগ্রহ তাদের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন সর্বদা, একমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রশংসা, এ কারণে শ্বাস নেওয়ার মত সবর্দা তারা আল্লাহর গুণগান গায়, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين﴾ অর্থাৎ আর তাদের দু'আ'র সর্বশেষ কথা হবে "সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের রব্ব আল্লাহর জন্য।[৩৫১]

সূরাহ আল-ইনশিকাকের তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁর অনুগ্রহ, সামর্থ্য এবং (ভুলভ্রান্তি হতে) নিরাপত্তা দানকারী তিনিই।

সূরাহ আল-বুরূজের তাফসীর

মক্কায় অবতীর্ণ

৭২১৮. (দঈফ): ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, (আবদুস স্বামাদ)(রুযায়ক বিন আবী সালমা (মাজহুল))(আবুল মুহাযযিম (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য))(আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈশার স্বালাতে সুরা বুরূজ ও সূরাহ তারিক পাঠ করতেন।[৩৫২]

৭২১৯. (দঈফ): ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, (আবূ সাঈদ)(হাম্মাদ বিন উবাদাহ আস সাদূসী)(আবুল মুহাযযিম (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য))(আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইশার নামাযে সূরাহ বুরূজ ও সুরা তারিক পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৫৩]

---

৩৪৭. আত-তাবারী ২৪/৩২৭।
৩৪৮. আত-তাবারী ২৪/৩২৭।
৩৪৯. আত-তাবারী ২৪/৩২৭।
৩৫০. সূরাহ হূদ, ১১ঃ ১০৮।
৩৫১. সূরাহ য়ূনুস, ১০ঃ ১০।
৩৫২. আহমাদ ৮১৩২, মুসনাদ আল-জামি' ১৩১৪৭, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ২৭০৬। **তাহকীকঃ** দঈফ।

৩৫৩. আহমাদ ৮১৩৩। **তাহকীকঃ** দঈফ।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্র নামে।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الۡبُرُوۡجِ ۙ﴿۱﴾ — ১. শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের

وَالۡيَوۡمِ الۡمَوۡعُوۡدِ ۙ﴿۲﴾ — ২. আর সেদিনের যার ওআদা করা হয়েছে,

وَشَاهِدٍ وَّمَشۡهُوۡدٍ ؕ﴿۳﴾ — ৩. আর যে দেখে আর যা দেখা যায় তার শপথ

قُتِلَ اَصۡحٰبُ الۡاُخۡدُوۡدِ ۙ﴿۴﴾ — ৪. ধ্বংস হয়েছে গর্ত ওয়ালারা

النَّارِ ذَاتِ الۡوَقُوۡدِ ۙ﴿۵﴾ — ৫. (যে গর্তে) দাউ দাউ করে জ্বলা ইন্ধনের আগুন ছিল,

اِذۡ هُمۡ عَلَيۡهَا قُعُوۡدٌ ۙ﴿۶﴾ — ৬. যখন তারা গর্তের কিনারায় বসে ছিল

وَّهُمۡ عَلٰى مَا يَفۡعَلُوۡنَ بِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ شُهُوۡدٌ ؕ﴿۷﴾ — ৭. আর তারা মু'মিনদের সাথে যা করছিল তা দেখছিল

وَمَا نَقَمُوۡا مِنۡهُمۡ اِلَّاۤ اَنۡ يُّؤۡمِنُوۡا بِاللّٰهِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَمِيۡدِ ۙ﴿۸﴾ — ৮. তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল একমাত্র এই কারণে যে, তারা মহাপরাক্রান্ত প্রসংসিত আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছিল।

الَّذِىۡ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ شَهِيۡدٌ ؕ﴿۹﴾ — ৯. আসমান ও জমিনের রাজত্ব যাঁর, আর সেই আল্লাহ সব কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী।

اِنَّ الَّذِيۡنَ فَتَنُوا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَالۡمُؤۡمِنٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَتُوۡبُوۡا فَلَهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمۡ عَذَابُ الۡحَرِيۡقِ ؕ﴿۱۰﴾ — ১০. যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের প্রতি যুল্ম পীড়ন চালায় অতঃপর তাওবাহ করে না, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে আগুনে দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা।

বুরূজের ব্যাখ্যা

আল্লাহ্ তাআলা আকাশকে সাজিয়েছেন নক্ষত্র দ্বারা। بروج দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বড় বড় নক্ষত্র। যেমনটি ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ **"কতই না কল্যাণময় তিনি যিনি আসমানে নক্ষত্ররাজির সমাবেশ ঘটিয়েছেন আর তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ আর আলো বিকিরণকারী চন্দ্র"**[৩৫৪] আয়াতের ব্যাখ্যায় অতিবাহিত হয়ে গেছে। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), মুজাহিদ, দহ্হাক, হাসান, কাতাদাহ এবং সুদ্দী বলেন: البروج অর্থ হচ্ছে তারকারাজি।[৩৫৫] আল-মিনহাল বিন আম্র বলেন: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ **"১. শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের"** সুন্দর সৃষ্টি।[৩৫৬] ইবনু জারীর এ মত চয়ন

---

৩৫৪. সূরাহ ফুরকান, ২৫: ৬১।
৩৫৫. আল-কুরতুবী ১৯/২০০।
৩৫৬. আল-কুরতুবী ১৯/২৮৩।

করেছেন যে, 'বুরূজ' হচ্ছে সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান, যেগুলোর সংখ্যা হচ্ছে বার, সূর্য এদের প্রতি একটির মধ্য দিয়ে এক মাসে পরিভ্রমণ করে, আর চন্দ্র এদের প্রতি একটির মধ্য দিয়ে দুই দিন বা তিনদিনে পরিভ্রমণ করে, এই হচ্ছে আটাশ অবস্থিতি, আর দুই রাতে এটা লুকায়িত থাকে।[৩৫৭]

اليوم الموعود এবং شاهد و مشهود এর তাফসীর

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِۙ۝ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ۝﴾ **"২. আর সেদিনের যার ওআদা করা হয়েছে, ৩. আর যে দেখে আর যা দেখা যায় তার শপথ"** এই আয়াতের তাফসীর নিয়ে মুফাসসিরগণ ইখতিলাফ করেছেন।

৭২২০. (হাসান): ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেন, ∝(উবায়দুল্লাহ বিন মূসা)(মূসা বিন উবায়দাহ (তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত))(আয়্যুব বিন খালিদ বিন সফওয়ান বিন আওস আল-আনসারী)(আবদুল্লাহ বিন রাফি')(আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু))∘ বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ﴿وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ﴾ হচ্ছে কিয়ামাত দিবস, ﴿وَشَاهِدٍ﴾ হচ্ছে জুম'আর দিন। জুম'আর দিবসের চেয়ে উত্তম কোন দিনে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত হয়নি। এদিনে এমন একটি সময় রয়েছে যে সময়টি যদি আল্লাহ তাআলার নিকট বান্দার ভাল কোন কিছু চাওয়ার সাথে মিলে যায় তবে আল্লাহ তাআলা তাকে তা প্রদান করেন, আর এ সময়ে সে যদি আল্লাহ তাআলার নিকট কোন কিছু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে তা থেকে পরিত্রাণ দেন। ﴿وَمَشْهُوْدٍ﴾ হচ্ছে আরাফাহর দিবস।[৩৫৮] ইবনু খুযায়মাহ এভাবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবূ হুরায়রাহ থেকে মাওকূফ সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে আর সেটিই অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।[৩৫৯]

৭২২১. (মাওকূফ): ইমাম আহমাদ বলেন, ∝(মুহাম্মাদ)(শু'বাহ)(আলী বিন যায়দ ও য়ূনুস বিন উবায়দ)(আম্মার)(আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু))∘ তিনি ﴿وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ﴾ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ﴿شَاهِدٍ﴾ দ্বারা জুমুআর দিন এবং ﴿مَشْهُوْدٍ﴾ দ্বারা আরাফার দিন উদ্দেশ্য।[৩৬০]

আহমাদ বলেন, ∝(মুহাম্মাদ বিন জা'ফার)(শু'বাহ)(য়ূনুস)(আম্মার)(আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু))∘ তিনি وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, شَاهِدٍ দ্বারা জুমুআর দিন, مَشْهُوْدٍ দ্বারা আরাফার দিন এবং الموعود দ্বারা কিয়ামাত দিবস উদ্দেশ্য।[৩৬১] অন্য বর্ণনায় আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, يوم الموعود অর্থঃ يوم القيامة অর্থাৎ কিয়ামাত দিবস। অনুরূপভাবে হাসান, কাতাদাহ ও ইবনু যায়দ বর্ণনা করেন, আল-হামদু লিল্লাহ এ ব্যাপারে কাউকে কোন ইখতিলাফ করতে দেখিনি।

৭২২২. (হাসান): অতঃপর ইবনু জারীর বলেন, ∝(মুহাম্মাদ বিন আওফ)(মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন আয়্যাশ)(আমার পিতা (ইসমাঈল বিন আয়্যাশ))(দমদম বিন যুরআহ)(শুরায়হ বিন উবায়দ)(আবূ মালিক আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু))∘ **يوم الموعود হলো কিয়ামাত দিবস, الشاهد হলো জুমআহ'র দিবস এবং المشهود হলো আরাফার দিবস। আর আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য জুমুআহ'র দিনটিকে একটি বিরাট সম্পদরূপে গচ্ছিত রেখেছেন।**[৩৬২]

---

৩৫৭. আত-তাবারী ২৪/৩৩২।
৩৫৮. আত-তাবারী ২৪/৩৩৩, ৩৩৪, তিরমিযী ৩৩৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। সহীহ আল-জামি' ৮২০১।
৩৫৯. ইবনু খুযায়মাহ ৩/১৬৬।
৩৬০. আহমাদ ৭৯৫৯, সুনানুল বায়হাকী ৫৩৫১, শুআবুল ঈমান ২৯৬৫, মুসনাদ আল-জামি' ১৪৪৯৪, হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/৫১৯। তাহকীক: মাওকূফ।
৩৬১. আত-তাবারী ৩/৮২।
৩৬২. সহীহ আল-জামি' ৮২০০। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

৭২২৩. ইবনু জারীর বলেন, ◊(সাহল বিন মূসা আর রাযী)(ইবনু আবী ফুদায়ক)(ইবনু হারমালাহ)(সাঈদ ইবনুল মূসায়্যাব (রাহিমাহুল্লাহ))◊ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "إِنَّ سَيِّدَ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ الشاهدُ، وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ" সকল দিবসের সরদার হল জুমুআহ'র দিন। কুরআনে الشاهد দ্বারা এই দিবসকে বুঝানো হয়েছে আর المشهود দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আরাফার দিবস। সাঈদ ইবনুল মূসায়্যাব মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৩৬৩] ইবনু জারীর বলেন, ◊(আবূ কুরায়ব)(ওয়াকী')(শু'বাহ)(আলী বিন যায়দ (দঈফ বা দুর্বল))(য়ূসুফ আল-মাক্কী)(ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু))◊ বলেন, الشاهد হল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) المشهود হল কিয়ামত দিবস এই বলে তিনি ﴿ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ আয়াতটি[৩৬৪] পাঠ করেন।[৩৬৫]

◊(ইবনু হুমায়দ)(জারীর)(মুগীরাহ)(শাব্বাক)(হাসান বিন আলী)(ইবনু উমার ও ইবনুয যুবায়র (রাদিয়াল্লাহু আনহুম))◊ (শাব্বাক) বলেন, এক ব্যক্তি হাসান বিন আলীকে وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি কি ইতোপূর্বে অন্য কাউকে এর অর্থ জিজ্ঞেস করেছ? উত্তরে সে বললঃ হ্যাঁ, ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও ইবনুয যুবায়র (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা কুরবানীর দিন এবং জুমুআর দিনকে বুঝিয়েছেন। তিনি বললেন, না বরং الشاهد দ্বারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে, অতঃপর তিনি ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ এ আয়াত[৩৬৬] পঠ করেন। এবং المشهود দ্বারা কিয়ামত দিবস। এরপর তিনি ﴿ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ আয়াতটি[৩৬৭] পাঠ করেন। হাসান আল বাস্রী ও এই কথা বলেছেন। ◊(সুফইয়ান আস স্রাওরী)(ইবনু হারমালা)(ইবনুল মূসায়্যাব (রাহিমাহুল্লাহ))◊ হতে বর্ননা করেন مَشْهُودٍ অর্থ কিয়ামাত দিবস। মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও দহহাক বলেন, الشاهد হলো আদম সন্তান এবং المشهود হলো জুমুআহ'র দিন। ◊(আলী বিন আবী তালহাহ)(............)(ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু))◊ থেকে বর্ণনা করে বলেন, الشاهد হলোঃ আল্লাহ এবং المشهود হলোঃ কিয়ামাত দিবস।[৩৬৮]

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊(আমার পিতা (আবূ হাতিম))(আবূ নুআয়ম আল-ফাদল বিন দুকায়ন)(সুফইয়ান)(আবূ ইয়াহইয়া আল কাত্তাত (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন))(মুজাহিদ)(ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু))◊ তিনি وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ **আয়াতের** شَاهِدٍ দ্বারা মানুষ এবং مَشْهُودٍ **দ্বারা** জুমুআর দিবসকে বুঝিয়েছেন। ইবনু আবী হাতিমও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৩৬৯]

ইবনু জারীর বলেন, ◊(ইবনু হুমায়দ (দঈফ বা দুর্বল))(মিহরান)(সুফইয়ান)(ইবনু আবী নাজীহ)(মুজাহিদ)(ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু))◊ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ আয়াতের شَاهِدٍ দ্বারা আরাফার দিন ও مَشْهُودٍ দ্বারা কিয়ামাত দিবস।[৩৭০] ◊(সুফইয়ান আস স্রাওরী)(মুগীরাহ)(ইবরাহীম)◊ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ দ্বারা কুরবানীর দিন ও আরাফার দিনকে বুঝিয়েছেন।

---

৩৬৩. আর রাওদুল বাসসাম বিতারতীবে ওয়া তাখরীজে ফাওয়াইদি তাম্মাম ১৩৭০, জামিউল আহাদীস্র ১৩২০৯। সানাদের মাঝে কোন সমস্যা নেই তবে ইবনু হারমালাহ'র তা'দীলে কিছুটা গড়মিল রয়েছে। যখন কোন মুরসাল হাদীস্র দুই সূত্রে ও সানাদে বর্ণিত হয় তখন তা হাসান হাদীস্রে পরিণত হয়ে যায়। ওয়াল্লাহু আ'লাম। **তাহকীকঃ** মুরসাল। উলেখ্য এই যে, হাদীস্রটির প্রথম অংশ "সকল দিবসের সরদার হল জুমুআহ'র দিন" হাসান পর্যায়ভূক্ত। দেখুন "স্রহীহ ইবনু মাজাহ" (১০৮৪), "স্রহীহ জামে'উস সাগীর" (২২৭৯) ও "স্রহীহ ইবনু খুযাইমাহ" (১৭২৮)।

৩৬৪. সূরাহ হূদ, ১১ঃ ১০৩।

৩৬৫. ইবনু জারীর হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন (৩০/৮৩)

৩৬৬. সূরাহ নিসা, ৪ঃ ৪১।

৩৬৭. ইবনু জারীর হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন (৩০/৮৩)

৩৬৮. ইবনু জারীর হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন (৩০/৮৩)

৩৬৯. ইবনু জারীর হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন (৩০/৮৩)

৩৭০. ইবনু জারীর হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন (৩০/৮৪)

৭২২৪. (দঈফ): ইবনু জারীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, অনেকে المشهود দ্বারা জুমুআর দিন বলেছেন। ০[আহমাদ বিন আবদুর রহমান][আমার চাচা আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব][আমর ইবনুল হারিস][সাঈদ বিন আবী হিলাল][যায়দ বিন আয়মান][উবাদাহ বিন নুসায়][আবুদ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ জুমুআহ'র দিন তোমরা বেশী বেশি আমার উপর দুরূদ পাঠ কর। কারণ, সেইদিন ফেরেশতাগনের সমাবেশ ঘটে।[৩৭১] সাঈদ বিন জুবায়র বলেন, الشاهد হলোঃ আল্লাহ, এর প্রমাণস্বরূপ তিনি ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ এই আয়াতটি পাঠ করেন। এবং المشهود দ্বারা نحن তথা আমরা। এটি ইমাম বাগাবী বর্ণনা করেছেন কিন্তু অধিকাংশ আলিম বলেন, الشاهد হলোঃ জুমুআহ'র দিবস এবং المشهود দ্বারা আরাফার দিবস।[৩৭২]

মুসলিমবৃন্দের প্রতি গর্তওয়ালাদের নির্যাতন

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ **"৪. ধ্বংস হয়েছে গর্তওয়ালারা"** গর্তওয়ালা অভিশপ্ত হয়েছে, أخدود শব্দের বহুবচন হচ্ছে أخاديد সেটা হচ্ছে জমিনে গর্ত, এটা হচ্ছে কাফির সম্প্রদায়ের সমাচার, তারা তাদের মধ্যেকার মু'মিনগণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেছিল, তারা তাদের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা অস্বীকার করে, ফলে (কাফিররা) তাদের জন্য জমিনে গর্ত খনন করে, এরপর তারা তাতে আগুন জ্বালায়, তারা এর জন্য কিছু জ্বালানী সংগ্রহ করে যেন এটা দীর্ঘ সময় ধরে জ্বলে, এরপর তারা তাদেরকে তাদের দ্বীন ত্যাগ করতে বলে। কিন্তু তাতে তারা সাড়া না দিলে তাদের অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۝ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۝ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾ **"৪. ধ্বংস হয়েছে গর্তওয়ালারা ৫. (যে গর্তে) দাউ দাউ করে জ্বলা ইন্ধনের আগুন ছিল, ৬. যখন তারা গর্তের কিনারায় বসেছিল ৭. আর তারা মু'মিনদের সাথে যা করছিল তা দেখছিল"** অর্থাৎ তারা ঐ সমস্ত মুসলিমবৃন্দের সাথে যা করেছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল, আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ **"৮. তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল একমাত্র এই কারণে যে, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল"** তাদের নিকট তাদের কোন অপরাধ ছিলনা কিন্তু অপরাধ ছিল এই যে, তারা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান এনেছিল যিনি তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করেন না যারা তাঁর সাথে থাকার আকাঙ্খা করে, তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান এবং প্রশংসিত তাঁর সমস্ত কথা, কর্ম, তাঁর বিধিবিধানে এবং ফায়সালায়, যদিও তিনি তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে ফায়সালা প্রদান করেন যা ঐ সমস্ত কাফিরদের হাতে সংঘটিত হয়- তিনি মহাপ্রাক্রমশালী, প্রশংসিত, যদিও তাঁর এই ফায়সালার কারণ অনেক লোকের নিকট গোপন রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ **"৯. আসমান ও জমিনের রাজত্ব যাঁর।"** তার সকল সিফাতের মধ্যে নিশ্চয় তিনি আসমান ও জমিন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার সকল কিছুর মালিক। ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ **"আর সেই আল্লাহ সব কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী।"** অর্থাৎ তার থেকে আসমান ও যমিনের কোন কিছুই অদৃশ্য ও গোপন থাকে না।

এই ঘটনায় উল্লিখিত কুণ্ডের অধিপতি কারা এই ব্যাপারে মুফাসসিরদের মঝে মতভেদ রয়েছে। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে তিনটি তিনটি মত পাওয়া যায়। ১. তারা ছিল পারস্যের অধিবাসী। পারস্যের রাজা

---

৩৭১. ইবনু জারীর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন (৩০/৮৪) দঈফ আল-জামি' ১১১৬। **তাহকীক আলবানী ঃ** দঈফ।

৩৭২. আল-বাগাবী ৪/৪৬৬।

মাহরাম মহিলাদেরকে বিবাহ করা বৈধ করতে চাইলে তৎকালের আলিমগণ তাতে বাধা প্রদান করে। ফলে রাজা একটি অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করে বাধা প্রদানকারী আলিমদেরকে তাতে নিক্ষেপ করে। ২. তারা ছিল ইয়ামানের অধিবাসী। ইয়ামানের মু'মিন কাফিরদের মাঝে একবার যুদ্ধ হয়। আর সেই যুদ্ধে কাফিররা পরাজিত হলে পুনরায় যুদ্ধ হয়। কিন্তু কাফিররা এইবার বিজয় লাভ করে তারা আগুনের কুণ্ড তৈরী করে মু'মিনদেরকে তাতে পুড়িয়ে মারে। ৩. তারা ছিল হাবশার অধিবাসী। আওফী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ননা করেন যে, ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ﴾ তারা ছিলো বানী ইসরাঈলের একদল লোক। এরা মাটিতে কয়েকটি গর্ত খুঁড়ে তাতে আগুন প্রজ্জ্বলিত করে কতিপয় ঈমানদার নারী ও পুরুষকে সেখানে নিক্ষেপ করে। দাহ্হাক বিন মুযাহিমও এরূপ বলেছেন যে, তাঁরা ছিলো দানিয়াল (আলায়হিস সালাম) ও তার সঙ্গীগণ।

যাদুকর, সন্ন্যাসী, বালক আর যাদেরকে গর্তে জোরপূর্বক নিক্ষেপ করা হয়

৭২২৫. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ◊[আফফান][হাম্মাদ বিন সালামাহ][সাবিত][আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা][সুহায়ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী কোন এক জাতির এক বাদশাহ ছিল, তার ছিল এক যাদুকর, যাদুকর যখন বৃদ্ধ হয় তখন বাদশাহকে বলে ঃ আমার বয়স বেড়ে গেছে, আর সময় ফুরিয়ে এসেছে, আমাকে একটি বালক দিন যাতে করে আমি তাকে যাদু শিখাতে পারি, তখন সে তাকে একটি বালক দেয়, সে তাকে যাদু শিখাতো, যাদুকর এবং বাদশাহ (এর বাসস্থান)-এর মাঝে ছিল এক সন্ন্যাসী। বালকটি সন্ন্যাসীর নিকট আসে এবং তার কথাবার্তা শোনে। তাঁকে এবং তাঁর কথাবার্তা বালকটির ভাল লাগে, সে যখন যাদুকরের নিকট আসত তখন সে তাকে প্রহার করত এবং বলত ঃ কিসে তোমাকে আসতে বাধা দিয়েছিল, আবার যখন সে তার পরিবারের নিকট আসত তখন তারা তাকে মারধর করত এবং বলত ঃ কিসে তোমাকে আটকে রেখেছিল? তখন সে এ ব্যাপারে সন্ন্যাসীর কাছে অভিযোগ করে, তখন সন্ন্যাসী বলে ঃ যখন যাদুকর তোমাকে মারতে উদ্যত হবে তখন তুমি বলবে ঃ আমার পরিবার আমাকে ধরে রেখেছিল, আবার তোমার পরিবার যখন তোমাকে মারতে উদ্যত হবে তখন তুমি বলবে ঃ আমাকে যাদুকর আঁটকে রেখেছিল, ফলে এভাবেই বালকটির চলে যাচ্ছিল। (এরই মধ্যে একদিন) একটি বিশাল ভয়ানক জন্তু লোকদের চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে, লোকেরা সেই স্থানটি অতিক্রম করতে পারছিল না। তখন বালকটি বলে ঃ আজকে আমি জানতে পারব সন্ন্যাসীর আমল আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক পছন্দনীয় নাকি যাদুকরের কর্ম? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: সে একটি পাথর নেয় এরপর বলে ঃ হে আল্লাহ, আপনার নিকট যদি যাদুকরের কর্মের চেয়ে সন্ন্যাসীর আমল অধিক পছন্দনীয় ও প্রিয় হয় তবে আপনি এই জন্তুটি হত্যা করুন যাতে করে লোকেরা চলাচল করতে পারে, সে সেই পাথরটি জন্তুর প্রতি নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করে ফেলে, এরপর লোকেরা যাতায়াত শুরু করে।

বালকটি সন্ন্যাসীকে এ ব্যাপারে অবহিত করে। সে বলে ঃ হে আমার পুত্র, তুমি আমার চেয়ে উত্তম, তুমি অচিরেই পরীক্ষায় পড়বে, যদি তোমাকে নির্যাতন করা হয় তবে আমার নাম বলে দিওনা। এই বালকটি অন্ধকে ভাল করত, (আল্লাহর নির্দেশে), কুষ্ঠ ব্যাধি সারাতো, সকল প্রকার ঔষধ দিত এবং লোকেরা আরোগ্য লাভ করত। বাদশাহর সভাসদের মধ্যে এক ব্যক্তি অন্ধ হয়ে যায়। সে এই বালকের সম্পর্কে শুনে তার কাছে প্রচুর উপঢৌকন সহকারে আসে এবং বলে ঃ আমার চোখ ভাল করে দাও, এখানে যা কিছু আছে সব তোমার। বালকটি বলে ঃ আমি কাউকে আরোগ্য দান করতে পারিনা, আরোগ্য দান করেন কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলা, যদি তুমি আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আন, তাঁকে ডাক, তিনি তোমাকে আরোগ্য দান করবেন। ফলে সে আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁকে ডাকে ফলে তিনি তার চোখ ভাল করে দেন।

কিছুক্ষণ পর সে বাদশাহর নিকট আগমন করে এবং সেই স্থানে বসে যেখানে সে ইতোপূর্বে বসত, বাদশাহ্ তাকে বলে ঃ হে অমুক, কে তোমাকে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছে? সে বলে ঃ আমার রব্ব। বাদশাহ বলে ঃ আমি নাকি? সে বলে ঃ না, আমার এবং তোমার রব্ব আল্লাহ। বাদশাহ বলে ঃ আমি ছাড়া তোমার আর অন্য কোন রব্ব আছে নাকি? সে বলে ঃ হাঁ, আমার আর তোমার রব্ব আল্লাহ। এরপর বাদশাহ তার উপরে অত্যাচার করতেই থাকে অবশেষে সে বালকটির কথা বাদশাহকে বলে ফেলে। সে তার নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ হে আমার বৎস, তোমার যাদু বিদ্যার সুনাম আমার কাছে পৌঁছেছে। তুমি নাকি অন্ধ, কুষ্ঠ এবং অন্যান্য রোগী ভাল কর। সে বলে ঃ আমি কাউকে ভাল করতে পারিনা, শিফা দেয়ার মালিক কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলা, বাদশাহ বলে ঃ সে কি আমি? বালক বলল ঃ না। সে বলে ঃ আমি ছাড়া তোমার আর কোন রব্ব আছে নাকি? বালক বলে ঃ আমার এবং তোমার রব্ব আল্লাহ। এরপর তার উপরে নির্যাতন নেমে আসে, তাকে তারা নির্যাতন করতেই থাকে। অবশেষে সে সন্ন্যাসীর কথা বলে দেয়। এরপর সন্ন্যাসীকে ধরে আনা হয়, বাদশাহ তাকে বলে ঃ তোমার দ্বীন থেকে ফিরে এস, কিন্তু সে অস্বীকার করে। ফলে বাদশাহ করাত আনার নির্দেশ দেয় এরপর সেটা তাঁর মাথার মাঝখানে রেখে তাকে দু'টুকরা করে জমিনে ফেলে। এরপর সে অন্ধকে বলে ঃ তোমার দ্বীন থেকে ফিরে এস, কিন্তু সেও অস্বীকার করে ফলে এবারও বাদশাহর নির্দেশে তাঁর মাথার মাঝখানে করাত রেখে তাকে দু'টুকরা করে জমিনে ফেলে, সে বালককে বলে ঃ তোমার দ্বীন থেকে ফিরে এস, কিন্তু সে অস্বীকার করে তখন বাদশাহ তাকে একদল লোক দিয়ে অমুক অমুক পাহাড়ে প্রেরণ করে আর তাদেরকে বলে ঃ তোমরা একে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠবে- সে যদি তার দ্বীন থেকে ফিরে আসে (তবে তো বেশ) অন্যথায় তাকে উপরে থেকে ফেলে দিবে, তারা তাকে নিয়ে যায়, এরপর যখন তারা তাকে নিয়ে পাহাড়ে আরোহণ করে তখন বালকটি বলে ঃ হে আল্লাহ, তুমি যেমন খুশি তাদের থেকে আমাকে হিফাযত কর, ফলে তাদেরকে নিয়ে পাহাড় কেঁপে উঠে এরপর তারা সকলে পাহাড় থেকে পড়ে যায়, এরপর বালকটি পায়ে হেঁটে বাদশাহ্র নিকট ফিরে আসে। বাদশাহ বলে ঃ তোমার সাথিরা কী করেছে? সে বলে ঃ আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে আমাকে হিফাযাত করেছেন। এরপর বাদশাহ একদল লোককে নির্দেশ দেয় তাকে নৌকায় উঠিয়ে সাগরের মাঝে নিয়ে যেতে এবং বলে ঃ সে যদি তার দ্বীন থেকে ফিরে আসে তবে তো (বেশ), অন্যথায় তাকে সাগরে ডুবিয়ে দিবে, ফলে তারা তাকে সাগরের মাঝে নিয়ে যায়। তখন বালকটি বলে ঃ হে আল্লাহ তোমার যেমন খুশি এদের থেকে আমাকে হিফাযাত কর, ফলে তারা সকলে নিমজ্জিত হয়।

বালকটি বাদশাহর দরবারে ফিরে আসে, তখন বাদশাহ বলে ঃ তোমার সাথিরা কী করেছে? সে বলে ঃ আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে আমাকে হিফাযত করেছেন। এরপর সে বাদশাহকে বলে ঃ তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না যতক্ষণ না আমার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ কর। বাদশাহ বলে ঃ সেটা কী? সে বলে, তুমি লোকদেরকে একটি উঁচু ময়দানে একত্রিত কর, এরপর একটি গাছের গুঁড়িতে আমাকে বাঁধ, এরপর আমার তূণ থেকে একটি তীর নাও আর বল ঃ বালকের রব্ব আল্লাহর নামে (নিক্ষেপ করছি)। কেননা তুমি যদি তা কর তবেই আমাকে হত্যা করতে পারবে, ফলে বাদশাহ তাই করে, সে ধনুকে তীর তাক করে নিক্ষেপ করে আর বলে ঃ বালকের রব্ব আল্লাহ তাআলার নামে (নিক্ষেপ করছি), তীর গিয়ে বালকের চোখ ও কানের মধ্যবর্তী স্থানে বিদ্ধ হয়, বালকটি তীরের জায়গাতে তার হাত রাখে এবং সে মৃত্যু বরণ করে। তখন লোকেরা বলে উঠল ঃ আমরা এই বালকের রব্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। বাদশাহকে বলা হয় ঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন? আপনি যে আশঙ্কা করেছিলেন আল্লাহর শপথ! তাই আপনার উপরে এসে আপতিত হয়েছে। লোকেরা সকলে ঈমান আনয়ন করেছে। সে তাদেরকে প্রত্যেক সড়কের মুখে একটি করে পরিখা খনন করার নির্দেশ দেয়। ফলে তাই করা হয় আর তাতে আগুন জ্বালানো হয়। বাদশাহ বলে ঃ যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে তাকে ছেড়ে দিবে, অন্যথায় তাকে

ওতে নিক্ষেপ করবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: লোকেরা আগুনে ধস্তাধস্তি ও হাতাহাতি করে, সেখানে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে এক নারী হাযির হয় যেন সে আগুনে ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করছিল। তখন তার বাচ্চাটি বলে উঠে ঃ ধৈর্য ধারণ করুন হে আম্মা! নিঃসন্দেহে আপনি হকের উপরে রয়েছেন।[৩৭৩] ইমাম মুসলিম তাঁর 'স্বহীহ'-এর শেষের দিকে এভাবে (এই ঘটনা) বর্ণনা করেছেন।[৩৭৪] ইমাম মুসলিম হুদবাহ বিন খালিদ থেকে হাম্মাদ বিন সালামাহ'র সূত্রে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ ০{আহমাদ বিন সুলায়মান}{আফফান}{হাম্মাদ বিন সালামাহ ও হাম্মাদ বিন যায়দ}{স্রাবিত}০ সূত্রে বর্ণনা করেছে। তবে তারা প্রথম অংশটি সংক্ষিপ্ত করেছেন।[৩৭৫]

৭২২৬. (স্বহীহ): ইমাম তিরমিযী এই সূরার তাফসীরে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। ০{মাহমূদ বিন গায়লান ও আবদ বিন হুমায়দ}{আবদুর রায্যাক}{মা'মার}{স্রাবিত আল-বুনানী}{আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা}{সুহায়ব (রাঃ)}০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফিসফিস আওয়াজে আস্বরের স্বালাত আদায় করতেন। হামস হচ্ছেঃ ঠোঁট দুটো এমন ভাবে নাড়ানো যেন তিনি কথা বলছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলা হল, যখন আস্বরের স্বালাত আদায় করেন তখন ফিসফিস আওয়াজ করেন? তিনি বললেন, এক নবী (ﷺ) তার উম্মত নিয়ে গর্বিত[৩৭৬] ছিলেন, তিনি বললেন, এমন কেউ কি আছে তার উম্মাতের মত? তখন আল্লাহ তাকে অহী করলেন যে, তাদেরকে স্বাধীনতা দাও, হয় আমি তাদের শাস্তি দিব অথবা তাদের শত্রুকে তাদের উপর কর্তৃত্বদিব, তারা শাস্তিকে চয়ন করে নিল তখন আল্লাহ একদিনে ৭০ হাজার কে মৃত্যু দিলেন। রাবী বলেন, এর সাথে আরেকটি হাদীস্র বর্ণনা করেন: এক রাজার গণক ছিল। সে গণক বলল, একজন বুদ্ধিমান বালক নিয়ে আস, আমি আমার বিদ্যা তাকে শিক্ষা দিব। তার পর ঘটনা পুরোটুকু বর্ণনা করেন। শেষে বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ﴾ থেকে ﴿الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ পর্যন্ত পৌঁছলেন। আর ছেলেটিকে দাফন করা হয়। রাবী বলেন, উমার (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তাকে বের করা হয়ে ছিল। নিহত অবস্থায় থুতনিতে আঙ্গুল রেখেছিল তেমনি ভাবে তাকে উঠানো হয়।[৩৭৭] এই ঘটনার ব্যাপারে নাবী (ﷺ) থেকে স্পষ্ট কোন কথা উক্তি নেই। রাবী বলেন, আমাদের উসতায আবুল হাজ্জাজ আল মিয্যী (রহঃ) সুহায়ব আর রূমী থেকে এসকল ঘটনা ধারণ করেছেন। কেননা সুহায়ব আর রূমী নাস্বারাদের সংবাদ সম্পর্কে অধিক অবগত ছিলেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম (আল্লাহই ভালো জানেন)।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার এই ঘটনাটি তাঁর 'আস-সীরাহ' গ্রন্থে ভিন্ন বর্ণনাভঙ্গিতে নিয়ে এসেছেন; যেখানে পূর্বের বর্ণনার সাথে কিছু বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেন, ০{ইয়াযীদ বিন যিয়াদ}{মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী}{নাজরানের এক অধিবাসী}০ বলেন, নাজরান অধিবাসীরা মূর্তিপূজা করত, নাজরানের নিকটবর্তী এক বড় গ্রামে একজন যাদুকর বসবাস করত। সে নাজরানের বাচ্চাদের যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। তারা তাদের সন্তানদেরকেও তার নিকট পাঠাতে লাগল, তাই স্রামির তার সন্তান আবদুল্লাহকে তার নিকট পাঠালেন। আবদুল্লাহ যখন একটি তাঁবুর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল তাঁবুর লোকটির ইবাদত এবং সালাত আদায় তার ভালো লাগে। সে তাঁর নিকট বসত এবং শুনত- এমন কি সে ইসলাম গ্রহণ করল। একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে লাগল। তাকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করে অবগত হল। তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করল ইসমে আযম সম্পর্কে। তিনি জানতেন ইসমে আযম

---

৩৭৩. আহমাদ ২৩৪১৩। **তাহকীক আলবানী** ঃ স্বহীহ।
৩৭৪. সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৬৬১, শুআবুল ঈমান ১৬৩৪, মুসনাদ আল-বায্যার ২০৯০।
৩৭৫. মুসলিম ২২৯৯, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৬৬১, আহমাদ ২৩৪১৩।
৩৭৬. দ্রুত মুখ নড়ানোর ক্ষেত্র বুদ্ধিমান বা বিচক্ষণতার দিক থেকে।
৩৭৭. তিরমিযী ৩৩৪০। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্রটি হাসান গরীব।

কোন বিষয়টি। তিনি তা গোপন করেন। তিনি বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র তুমি এটা বহন করতে পারবে? আমি আশংকা বোধ করি তুমি দুর্বল হয়ে যাবে। স্বামির বিশ্বাস ছিল অন্য ছেলেদের মত তার ছেলেও যাদুকরের নিকট যাতায়াত করছে। আবদুল্লাহ যখন দেখল উত্তর দিলনা, সে তখন তীর একত্রিত করল। অতঃপর তার মনে থাকা নামগুলো লেখল। তারপর আগুন প্রজ্বলিত করে তাতে তীর নিক্ষেপ করে। ধারাবাহিকভাবে তীর মারতে মারতে যখন ইসমে আযমের নাম আসল তা আগুন থেকে বের হয়ে আসল। তা পুড়ে যায়নি, তখন সে তা নিয়ে যে উত্তর বলেনি তার কাছে যায়। আবদুল্লাহ বলল, গোপন করা নাম জেনেছি। সে বলল কী সেটা? আবদুল্লাহ বলল এই এই। সে বলল কিভাবে জানতে পারলে? আবদুল্লাহ ঘটনা খুলে বলল। তখন সে বলল, ভাতিজা তুমি সঠিক জিনিস পেয়েছ। আমার বিশ্বাস তুমি পারবে। তখন থেকে আবদুল্লাহ নাজরানের অসুস্থ ব্যক্তির সাথে দেখা হলে বলে, তুমি কী তাওহীদবাদী হবে? আমার ধর্মে প্রবেশ করবে? তাহলে আমি তোমার জন্য দুআ' করলে তুমি সুস্থ হয়ে যাবে? অসুস্থ ব্যক্তি বলে, হ্যাঁ। তখন সে তাওহীদবাদী হয়ে যায় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তাই আবদুল্লাহ তার জন্য দুআ করলে সে সুস্থ হয়ে যায়। এভাবে নাজরানের সকল অসুস্থ ব্যক্তি তার কাছে আসল। পরবর্তীতে রাজা তার বিষয়ে অবগত হয়। তখন রাজা তাকে ডেকে বলল, তুমি আমার গ্রামে বিপর্যয় সৃষ্টি করছ, আমার ধর্ম ও পূর্ব পুরুষের ধর্মের বিরোধীতা করছ। আমি তোমাকে হত্যা করব। আবদুল্লাহ বলল: তুমি সক্ষম হবে না। রাজা তাকে উঁচু পাহাড়ে পাঠিয়ে দিল এবং সেখান থেকে নিক্ষেপ করল। কিন্তু জমিনে পড়েও তার কোন ক্ষতি হলো না। তাকে এমন সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলো যেখানে ফেলে দিলে কেউ রক্ষা পেত না, এরপরও তার কিছুই হল না। যখন আবদুল্লাহ তার উপর বিজয় পেল বললঃ তুমি আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না যতক্ষণ না তাওহীদবাদী হও ও ঈমান আনো। যদি এমন কর তাহলে হত্যা করতে সক্ষম হবে। রাবী বলেন, সে তাওহীদ গ্রহণ করে আবদুল্লাহর মত সাক্ষ্য প্রদান করল। তারপর তাকে লাঠি দ্বারা আস্তে আঘাত করে হত্যা করল। ঐ রাজা পদ হারালে নাজরানবাসী সবাই আবদুল্লাহ বিন স্বামির-এর ধর্ম গ্রহণ করে যে ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন ঈসা (আলায়হিস সালাম)। অতঃপর তাদের ধর্মে বিভিন্ন পরিবর্তন আসে; এটাই হচ্ছে নাজরানে নাসারা ধর্মের ইতিহাস।

ইবনু ইসহাক বর্ণনা করার পরে বলেন, যে, নাজরানবাসীরা বালকটির নিহত হবার পরে তার দ্বীন দ্বীনে নাসরানী গ্রহণ করে। তিনি বলেন: তখন (বাদশাহ) যু নাওয়াস তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের নিকট আসে আর তাদেরকে ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করতে বলে, আর সে তাদেরকে দু'টির একটি বেছে নিতে বলে, হয় ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ আর নয়ত হত্যা। তারা হত্যাকে চয়ন করে নেয়। সে গর্ত খনন করে তাতে (কতককে) আগুনে পুড়িয়ে মারে আর কতককে তরবারি দ্বারা হত্যা করে, সে তাদের একটি দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে (তাদেরকে জবাই করে) এমনকি সে তাদের বিশ হাজার লোককে হত্যা করে। এই যূ নাওয়াস এবং তার সৈন্যসামন্তদের উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপরে অবতীর্ণ হয় ঃ

﴿ قُتِلَ اَصۡحٰبُ الۡاُخۡدُوۡدِ ۙ﴿۴﴾ النَّارِ ذَاتِ الۡوَقُوۡدِ ۙ﴿۵﴾ اِذۡ هُمۡ عَلَیۡهَا قُعُوۡدٌ ۙ﴿۶﴾ وَّ هُمۡ عَلٰی مَا یَفۡعَلُوۡنَ بِالۡمُؤۡمِنِیۡنَ شُهُوۡدٌ ؕ﴿۷﴾ وَ مَا نَقَمُوۡا مِنۡهُمۡ اِلَّاۤ اَنۡ یُّؤۡمِنُوۡا بِاللّٰهِ الۡعَزِیۡزِ الۡحَمِیۡدِ ۙ﴿۸﴾ الَّذِیۡ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ شَهِیۡدٌ ؕ﴿۹﴾ ﴾

"৪. ধ্বংস হয়েছে গর্তওয়ালারা ৫. (যে গর্তে) দাউ দাউ করে জ্বলা ইন্ধনের আগুন ছিল, ৬. যখন তারা গর্তের কিনারায় বসেছিল ৭. আর তারা মু'মিনদের সাথে যা করছিল তা দেখছিল ৮. তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল একমাত্র এই কারণে যে, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছিল। ৯. আসমান ও জমিনের রাজত্ব যাঁর, আর সেই আল্লাহ সব কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী।" এভাবে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক তাঁর 'আস-সীরাহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি গর্তের লোকদের হত্যা

করেছিল সে হচ্ছে যূ নাওয়াস। তার নাম হচ্ছে 'স্বারআহ'। তার সাম্রাজ্যের সময় তাকে ইউসুফ বলে ডাকা হত, সে হচ্ছে তুবান আসআদ আবূ কারিবের পুত্র। সে ছিল তুব্বা যে মদীনা আক্রমণ করেছিল, কা'বায় কাপড় পরিয়েছিল। সে তার সাথে মদীনার দু'জন ধর্মযাজক নিয়ে এসেছিল। এরপর ইয়ামেনের কতিপয় লোক এই দু'জন ধর্মজাযকের হাতে ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করে, যা ইবনু ইসহাক বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যূ নাওয়াস এক সকালে বিশ হাজার লোককে গর্তে হত্যা করেছিল। তাদের কেউ বাঁচতে সক্ষম হয়নি তবে একজন ব্যক্তি ছাড়া তার নাম হচ্ছে দাউস যূ স্রা'লাবা। সে ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে পলায়ন করে। যূ নাওয়াসের লোকেরা তার পশ্চাদ্ধাবন করে, কিন্তু তাকে ধরতে ব্যর্থ হয়। সে (শামের সম্রাট) কায়সারের কাছে যায়। কায়সার আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীকে একটি পত্র লিখে পাঠায়। সে তার সাথে আবিসিনিয়ার একটি খ্রিস্টান বাহিনীকে প্রেরণ করে, যার নেতৃত্ব দেয় আরইয়াত এবং আবরাহাহ। তারা ইয়াহুদীদের কবল থেকে ইয়ামানকে উদ্ধার করে। যূ নাওয়াস পলায়ন করে, তবে অবশেষে সে সাগরে ডুবে মরে। এরপর আবিসিনিয়ার সাম্রাজ্য খ্রিস্টান শক্তির অধিনে সাত বৎসর টিকে থাকে। এরপর খ্রিস্টানদের থেকে সায়ফ বিন যূ ইয়াযন আল হিমায়রী ক্ষমতা কেড়ে নেয় যখন পারস্য সম্রাট কিসরা সেখানে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে, কিসরা সাইফ আল হিমইয়ারীর প্রতি জেলখানায় থাকা লোকদেরকে প্রেরণ করে, তাদের সংখ্যা সাতশ'র কাছাকাছি। সায়ফ তাদের সাথে ইয়ামেন জয় করে আর তার সাম্রাজ্যকে ইয়ামেনে নিয়ে আসে। এ ঘটনার কিছু অংশ আমরা ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ অর্থাৎ সূরাহ ফীলে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।[৩৭৮]

ইবনু ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ বিন আবী বাকর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাযম আমাকে হাদীস্র শুনিয়েছেন, তিনি বর্ণনা করেন যে, উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর খিলাফতকালে নাজরানের এক ব্যক্তি অনাবাদ একটি স্থানে গর্ত খনন করেছিল। তখন সেখানে আবদুল্লাহ ইবনুস্র স্রামিরকে মাটিতে বসা অবস্থায় দাফনকৃত পেল। তাঁর হাত মাথার এক স্থানে আটকানো ছিল। হাতটি সরিয়ে নিলে রক্ত প্রবাহিত হয়। আবার স্বস্থানে ফিরিয়ে দিলে তা বন্ধ হয়ে যায়। তার হাতে একটি আংটি ছিলো আর তাতে লিখা ছিলো رَبِّيَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ আমার রব্ব। চিঠির মাধ্যমে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে এই ঘটনা জানানো হলে তিনি এভাবেই তাকে মাটিতে চাপা দিয়ে রাখতে নির্দেশ দিলেন।[৩৭৯] এখানে সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হল। বিস্তারিত কিতাবে দ্রষ্টব্য।

❮আবূ বাকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবীদ দুনয়া❯❮আবূ বিলাল আল-আশআরী❯❮ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন জা'ফার বিন আবী তালিব❯বলেন, কিছু আহলুল ইলম হাদীস্র বর্ণনা করেছেন যে,❮আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ তিনি স্পেন দখল করার পর শহরের একটি দেয়াল পড়ে থাকতে দেখে তা মেরামত করে দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেটি আবার ভেঙ্গে গেল। তিনি পুনরায় মেরামত করে দিলে আবার তা পড়ে যায়। অতঃপর তিনি জানতে পারলেন যে, এই দেয়ালের নীচে এজন সৎকর্ম পরায়ন লোকের লাশ রয়েছে। তার সঙ্গে একটি তরবারী, তরবারীর গায়ে লিখা আছে আমি হারিস্র বিন মুদাদ। কুণ্ডের

---

৩৭৮. আত-তাবারী ২৪/৩৪৩, ৩৪৪।

৩৭৯. আত-তাবারী ১/৪৩৬। ❮ইবনু হুমায়দ❯❮সালামাহ❯❮ইবনু ইসহাক❯ সূত্রে হাদীস্র বর্ণিত রয়েছে, এই সানাদের মাঝে দুটি সমস্যা রয়েছে, ১. হুমায়দ আর রাযী দুর্বল। ২. সালামাহ ইবনুল ফাদল, তিনি ইবনু ইসহাক থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন, যেমনটি তার ব্যাপারে আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার আত-তাকরীব গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। ইবনু রাহওয়ায় তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী মুনকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু ইসহাকের সানাদটি ইবনু হিশামের নিকট আমর বিন হাযম পর্যন্ত সহীহ। ইবনু ইসহাক কথার মাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন যে, তা তাদলীস এর সদৃশ।

অধিপতিদের নির্যাতনে আমার এই দশা হয়েছে। অতঃপর তাকে বের করে আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দেয়ালটি ঠিক করে দেন।[৩৮০]

আমি (ইবনু কাসীর) **বলি**, তিনি হলেন হারিস বিন মুদাদ বিন আমর বিন মুদাদ বিন আমির আল-জুরহুমী। জুরহুম গোত্র যারা নাবত বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম-এর সন্তানের পর কা'বার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন সেই গোত্রের তিনি একজন নেতা। আর তার সন্তান হলো হারিস অর্থাৎ আমর বিন হারিস বিন মুদাদ। তিনি ছিলেন মক্কায় জুরহুম গোত্রের সর্বশেষ নেতা। পরে তাদেরকে অপমানিত লাঞ্ছিত করে ইয়ামেনের দিকে বের করে দেয়া হয়েছিলো। ইবনু হিশাম সেটিকে কবিতার মাধ্যমে বলেনঃ

كأن لم يكن بين الحجون إلي الصفا   أنِيس ولم يَسمُر بمكة سَامِرُ

بلي نحن كنا أهلها فأبادنا   صُروفُ الليالي والجُدود العَوَاثِرُ

অর্থাৎ মাক্কাহ নগরীর হাজুন পাহাড় হতে সাফা পাহাড় পর্যন্ত কোন একজন পরিচিত বলতে কেউ ছিল না, আর সেদিন মাক্কায় রাতের খোশ গল্পে কেউ মত্ত ছিল না। তবে হ্যাঁ, আমরা তার এমন অধিবাসী ছিলাম যাদেরকে রাতের বিবর্তন ও যাবতীয় পদস্খলন ধ্বংস করে দিল।

এই ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল যে, কুন্ডের অধিপতির ঘটনাটি ইসমাইল (আলায়হিস সালাম) এর প্রায় পাঁচশত বছর পরের ঘটনা। অন্য বর্ণনায় বুঝা যায় যে, এটি মূসা (আলায়হিস সালাম) ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মধ্যকার ঘটনা, তবে এরূপ ঘটনা পৃথিবীতে বহুবার ঘটতে পারে। যেমন ইবনু হাতিম বলেন, আমার পিতা (আবূ হাতিম) আবুল ইয়ামান সাফওয়ান আবদুর রহমান জুবায়র (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, উখদুদের ঘটনা একটি তুব্বার আমলে ইয়ামানে এবং ইরাকের কাবিল শহরে সংঘটিতে হয়েছে। আরেকটি কনস্টানটিন রাজার আমলে শাম দেশে। তারা চুলা তৈরি করে এবং তাতে নিক্ষেপ করা হয় নাসারাদেরকে– যারা ঈসা (আলায়হিস সালাম) এর ধর্ম পালন করত। ইরাকের বাবেল শহরে বুখতেনাসর মূর্তি তৈরি করে এবং সেজদা করার নির্দেশ প্রদান করে। দানিয়েল ও তার দু' সাথী আযরীয়া ও মিশাইল সেজদা করতে অস্বীকার করে। তাই তারা চুলা প্রজ্জ্বলিত করে তাতে নিক্ষেপ করে। আল্লাহ সেই আগুনকে তাদের জন্য শান্তিময় করে দেন এবং তাদেরকে রক্ষা করেন। আর তাতে নিক্ষেপ করা হয় ৯ জনকে যারা বাড়াবাড়ি করেছিল। তখন আগুন তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়।[৩৮১] আসবাত সুদ্দী থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আয়াতে উল্লেখিত কুণ্ডের সংখ্যা ছিল তিনটি। একটি ইরাকে, একটি শামে ও একটি ইয়ামানে। ইবনু আবী হাতিম মুকাতিল থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কুণ্ড ছিল তিনটি। এই সব কাজের মধ্যে শামের ঘটনার নায়ক ইন্তনানূস আর রুমী। পারস্যের নায়ক বুখতেনাসর ও আরবের ইউসুফ যু নাওয়াস। তবে পারস্য ও শামের ঘটনা সম্পর্কে কুরআনে কিছু বলা হয় নাই। শুধু নাজরানের ঘটনা সম্পর্কে কুরাআন অবতীর্ণ হয়েছে।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, আমার পিতা (আবূ হাতিম) আহমাদ বিন আবদুর রহমান আদ দাশতাকী আবদুল্লাহ বিন আবী জা'ফার তার পিতা (আবূ জা'ফার) রাবী' বিন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আমরা শুনেছি যে, এটি ঈসা (আলায়হিস সালাম) ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যামানার মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনা। তখনকার কতিপয় লোক সমাজের অধঃপতন ও বিপর্যয় দেখে লোকালয় ত্যাগ

---

৩৮০. আবূ বিলাল আল-আশআরী আবূ মূসা আল-আশআরীর ছেলে। ইবনু আবী হাতিম তার তারজামাহ'র মাঝে তার জারাহ তা'দীল সম্পর্কে কিছুই বলেননি। ইবরাহীম ও আবূ মূসার মাঝে রাবীদের জাহালাতের কারণে সানাদটি দুর্বল।

৩৮১. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩৩২। হাদীসটি মাওকূফ।

করে জনমানবশূন্য এক গ্রামে বসবাস করতে শুরু করে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে শুরু করে। কিন্তু তৎকালের অত্যাচারী বাদশাহ এই সংবাদ পেয়ে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে এবং আল্লাহর ইবাদাত ছেড়ে মূর্তি পূজা করতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু তারা সকলেই মূর্তি পূজা করতে অস্বীকার করে বলেঃ এর পরিণাম যাই হোক আমরা শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাত করতে থাকব। ফলে বাদশাহ আগুনের কুণ্ড তৈরী করে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে বলে সময় থাকতে এখনই ঐ সব ত্যাগ করে মূর্তি পূজা করতে শুরু কর। কিন্তু ঈমানের বলে বালিয়ান সেই লোকগুলো ঈমানের উপর অটল থাকে। অবশেষে নারী, পুরুষ ও শিশু কিশোর নির্বশেষে সকলকেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। কিন্তু অগ্নি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তাদের রূহ কবজ করে নেয়া হয়। আর আগুন কুণ্ড হতে বের হয়ে অত্যাচারী বাদশাহ এবং তার সহচরদেরকে গ্রাস করে ফেলে। এই প্রসঙ্গেই আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেনঃ

﴿قُتِلَ أَصْحٰبُ الْأُخْدُوْدِ ۙ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۙ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۙ وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۗ وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ إِلَّآ أَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۗ﴾

"৪. ধ্বংস হয়েছে গর্ত ওয়ালারা ৫. (যে গর্তে) দাউ দাউ করে জ্বলা ইন্ধনের আগুন ছিল, ৬. যখন তারা গর্তের কিনারায় বসেছিল ৭. আর তারা মু'মিনদের সাথে যা করছিল তা দেখছিল ৮. তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল একমাত্র এই কারণে যে, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছিল। ৯. আসমান ও জমিনের রাজত্ব যাঁর, আর সেই আল্লাহ সব কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী।" ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, (আম্মার)(আবদুল্লাহ বিন আবী জা'ফার) থেকেও অনুরূপ হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে।[৩৮২]

গর্তওয়ালাদের পরিণতি

আল্লাহ তাআলার বাণী ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ﴾ **"১০. যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের প্রতি যুল্‌ম পীড়ন চালায়"** অর্থাৎ পুড়িয়ে ফেলে, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মুজাহিদ, কাতাদাহ, দহ্‌হাক এবং ইবনু আবষা এ মত ব্যক্ত করেছেন। ﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا﴾ **(অতঃপর তাওবাহ করে না)** অর্থাৎ তারা যা করেছে তা থেকে ক্ষান্ত হয়না, ইতোপূর্বে তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করেনা, ﴿فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۗ﴾ **(তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে আগুনে দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা)** কেননা যেমন কর্ম তেমন ফল, হাসান আল-বাস্‌রী এ মত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলার উদারতা ও দয়ার প্রতি লক্ষ্য কর, তারা আল্লাহ তাআলার বন্ধুদের হত্যা করেছে অথচ তিনি তাদেরকে তাওবা ও ক্ষমার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۗ

১১. যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার পাদদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে নির্ঝরিণী, এটা বিরাট সাফল্য।

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۗ

১২. তোমার রব্বের পাকড়াও অবশ্যই বড় কঠিন।

إِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۚ

১৩. তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন অতঃপর সৃষ্টির আবর্তন ঘটান।

---

৩৮২. **ইবনু জারীর ৩০/৮৬। সানাদের রাবী আবদুল্লাহ বিন জা'ফার প্রসঙ্গে ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত-তাকরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আর তার পিতা আবূ জা'ফার আর রাবী (ঈসা বিন আবী ঈসা বিন মাহান) সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল।**

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ﴿۱۴﴾

১৪. তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়,

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ﴿۱۵﴾

১৫. ‘আরশের অধিপতি, মহা সম্মানিত।

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿۱۶﴾

১৬. যা করতে চান তাই করেন।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ﴿۱۷﴾

১৭. তোমার কাছে কি সৈন্য বাহিনীর খবর পৌঁছেছে?

فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ﴿۱۸﴾

১৮. ফেরাউন ও সামূদের? (আল্লাহ্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে তাদের লোক-লস্কর কোন কাজে আসেনি)।

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ﴿۱۹﴾

১৯. তবুও কাফিররা সত্য প্রত্যাখ্যান করেই চলেছে।

وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ﴿۲۰﴾

২০. আর আল্লাহ আড়াল থেকে ওদেরকে ঘিরে রেখেছেন।

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿۲۱﴾

২১. (কাফিররা অমান্য করলেও এ কুরআনের কোনই ক্ষতি হবে না) বস্তুতঃ এটা সম্মানিত কুরআন,

فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿۲۲﴾

২২. সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

সৎকর্মশীলদের পুরস্কার, আর আল্লাহ তা‘আলার শত্রু কাফিরদের কঠিন পাকড়াও

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মু’মিন বান্দাগণ সম্পর্কে অবহিত করে বলেন, যে, ﴿لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ﴾ **“১১. তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার পাদদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে নির্ঝরিণী”** এটা তার বিপরীত আল্লাহ তা‘আলা তাঁর শত্রুদের জন্য যে দহন ও জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন। এ কারণে তিনি বলেন: ﴿ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ﴾ **(এটা বিরাট সাফল্য)** এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন: ﴿اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ﴾ **“১২. তোমার রব্বের পাকড়াও অবশ্যই বড় কঠিন”** অর্থাৎ শত্রুদেরকে আল্লাহ তা‘আলার পাকড়াও বড় কঠিন এবং তাদের থেকে তিনি চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করেন যারা তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং তাঁর নির্দেশকে অমান্য করে। তিনি মহা শক্তিধর, প্রবল পরাক্রান্ত যিনি এক পলক বা তার চেয়ে কম সময়ে যা ইচ্ছা করেন তাই হয় আর যেভাবে ইচ্ছা করেন। এ কারণে আল্লাহ তা‘আলা বলেন: ﴿اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ﴾ **“১৩. তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন অতঃপর সৃষ্টির আবর্তন ঘটান”** অর্থাৎ তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার নিদর্শন হচ্ছে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তার পুনরুত্থান ঘটান যেভাবে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, এ ক্ষেত্রে কেউ তাকে বাধা দিতে পারেনা, প্রতিরোধ করতে পারেনা। ﴿وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ﴾ **“১৪. তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়”** অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাঁর নিকট তাওবাহ করে, তাঁর নিকট নত হয় তিনি তাকে ক্ষমা করেন, গোনাহ যাই হোক না কেন। الودود সম্পর্কে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) এবং অন্যরা বলেন: প্রিয়তম।[৩৮৩] ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ **“১৫. আরশের অধিপতি”** অর্থাৎ সুউচ্চ ও মহান আরশের মালিক যা সকল সৃষ্টির উপরে অবস্থিত। ﴿الْمَجِيْدُ﴾ **“মহা সম্মানিত”** এ শব্দটিতে দু’টি কিরা’আত রয়েছে: المجيد। শব্দের উপরে পেশ সহকারে এ হিসেবে সেটা আল্লাহ তা‘আলার সিফাত বা গুণ বুঝায়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে কাসরা বা যের সহকারে আর এ হিসেবে এটি আরশের সিফাত বা গুণ। উভয় অবস্থায় অর্থ সঠিক, ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ﴾ **“১৬.**

৩৮৩. আত-তাবারী ২৪/৩৪৬।

যা করতে চান তাই করেন" অর্থাৎ তিনি যা কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করেন তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারী কেউ নেই, আর তাঁর ইনসাফ, তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর দমন, তাঁর মহত্ত্বের কারণে তিনি যা কিছুই করেন সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করার কেউ নেই। যেমন আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁকে তাঁর মৃত্যুশয্যায় জিজ্ঞেস করা হয় ঃ ডাক্তার আপনাকে দেখে গেছেন কি? তিনি বলেন: হাঁ। তারা বলল ঃ তিনি আপনাকে কী বলে গেছেন? তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: তিনি আমাকে বলেছেন ঃ ﴿إني فعال لما أريد﴾ **'আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি'**।[৩৮৪]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۝﴾ **"১৭. তোমার কাছে কি সৈন্য বাহিনীর খবর পৌঁছেছে? ১৮. ফির'আওন ও সামূদের? (আল্লাহ্‌র ক্ষমতার বিরুদ্ধে তাদের লোক-লস্কর কোন কাজে আসেনি"** অর্থাৎ তোমার কাছে কি (এ সংবাদ) পৌঁছেছে যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কী ধরনের শাস্তি দিয়েছিলেন, তাদের উপরে কী ধরনের আযাব প্রেরণ করেছিলেন যা কেউ তাদের থেকে ফিরাতে সক্ষম হয়নি? এটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার এ বাণীঃ ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝﴾ **"তোমার রবের পাকড়াও অবশ্যই বড় কঠিন"** এর ব্যাখ্যা, অর্থাৎ যখন তিনি কোন অত্যাচারিকে পাকড়াও করেন তখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন কঠিন যন্ত্রণা দিয়ে, প্রবল শক্তিতের পাকড়াওয়ের মত করে।

৭২২৭. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, «[আমার পিতা (আবূ হাতিম)][আলী বিন মুহাম্মাদ আত-তানাফিসী][আবূ বাকর বিন আয়্যাশ][আবূ ইসহাক][আমর বিন মায়মূন]» বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে শুনতে পেলেন যে, এক মহিলা ﴿هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ﴾ আয়াতটি পাঠ করছে। শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, আমি তাদের সংবাদ পেয়েছি।[৩৮৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝﴾ **"১৯. তবুও কাফিররা সত্য প্রত্যাখ্যান করেই চলেছে"** অর্থাৎ তারা সংশয়-সন্দেহ, কুফরী ও একগুঁয়েমীর মধ্যে রয়েছে, ﴿وَاللّٰهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ۝﴾ **"২০. আর আল্লাহ আড়াল থেকে ওদেরকে ঘিরে রেখেছেন"** অর্থাৎ তিনি তাদের উপরে ক্ষমতাবান, বিজয়ী, তারা তাঁর থেকে পালিয়ে যেতে অথবা তাঁকে অপরাগ করতে সক্ষম নয়। ﴿بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيدٌ ۝﴾ **"২১. (কাফিররা অমান্য করলেও এ কুরআনের কোনই ক্ষতি হবে না) বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআন"** অর্থাৎ মহান, মর্যাদাবান ﴿فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝﴾ **"২২. সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ"** অর্থাৎ সেটা ঊর্দ্ধজগতে কম-বেশী সঠিক বিকৃতি-পরিবর্তন থেকে সুরক্ষিত।

ইবনু জারীর বলেন, «[আমর বিন আলী][কুররাহ বিন সুলায়মান][হারব বিন সুরায়জ][আবদুল আযীয বিন সুহায়ব][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]» বলেন ﴿بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيدٌ ۝ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝﴾ এই আয়াতে যে লাওহে মাহফূযের কথা বলা হয়েছে তা ইসরাফীল (আলাইহিস সালাম) এর কপালের উপর অবস্থিত।[৩৮৬]

---

৩৮৪. আল-কুরতুবী ১৯/২৯৭।

৩৮৫. তাখরীজু আহাদীস্ব ওয়া আসার ফী যিলালিল কুরআন ৯৫৭। আবূ বাকর বিন আয়্যাশ তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভুল করেন এবং বৃদ্ধ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছিলো, তার উর্ধ্বতন রাবী আবূ ইসহাক থেকে আন আন সূত্রেও বর্ণনা করতে দেখাগেছে, এজন্য অনেকে তাকে দুর্বলও বলেছেন। তবে হ্যাঁ, তার লিখিত কিতাব সহীহ। আবূ ইসহাক, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আমর বিন মায়মূন, তিনি একজন মুখাদরাম রাবী তিনি জাহিলিয়াত অবস্থায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পেয়েছিলেন, কিন্তু ঈমান আনার পরে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাক্ষাৎ পাননি। তিনি প্রসিদ্ধ ও স্নিকাহ। **তাহকীকঃ** মুরসাল ও মুনকার।

৩৮৬. ইবনু জারীর ৩০/৯০, ইলালুল হাদীস্ব ১৬৮৯, ইবনু আবী হাতিম বলেন, আমার পিতা বলেছেন, সানাদে কুররাহ মাজহূল ও হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। সিলসিলাতুত তাফসীর ৮৯/১০, তিনি বলেন, অনেকে উক্ত উক্তিটির ব্যাপারে বলেছেন, উক্ত উক্তিটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। আল্লাহর কিতাব কিংবা সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাঝে কোথায় পাওয়া যায় না। **তাহকীকঃ** মুনকার।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, (আমার পিতা (আবূ হাতিম)) (আবূ সালিহ) (মুআবিয়াহ বিন সালিহ) (আবুল আ'য়াশ আবদুর রহমান বিন সালমান) বলেন, দুনিয়াতে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে বা হচ্ছে ও হবে সবই লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত রয়েছে। আর এই লাওহে মাহফূয ইসরাফীল (আলাইহিস সালাম)-এর দুই চোখের সামানে অবস্থিত। কিন্তু সেটি তার দেখার অনুমতি নেই।

হাসান বাসরী বলেন, এই কুরআন আল্লাহর নিকট লাওহে মাহফূজে সংরক্ষিত, তা হতে তিনি যখন যার উপর যতটুকু ইচ্ছা নাযিল করেন।

ইমাম বাগাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, (ইসহাক বিন বিশর) (মুকাতিল ও ইবনু জুরায়জ) (মুজাহিদ) (ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)) বলেন, লাওহে মাহফূজে লিখা আছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই। তার দীন হল ইসলাম, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল। যে ব্যক্তি আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে তার ওয়াদাসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করবে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, লাওহে মাহফূয সাদা মুক্তার তৈরি একটি ফলক। তার দৈর্ঘ্য আকাশ জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাণ প্রস্থ পৃথিবীর পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত দূরত্ব পরিমাণ। তার কিনারা ইয়াকূত ও মুক্তার দুই আবরণী লাল ইয়াকূতের তৈরি, তার কলম হল নুর, তার কালাম আরশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।[৩৮৭] মুকাতিল বলেন, লাওহে মাহফুয আরশের ডান পার্শ্বে অবস্থিত।

৭২২৮. (দঈফ): তাবারানী বলেন, (মুহাম্মাদ বিন উসমান বিন আবী শায়বাহ (দুর্বল)) (মিনজাব ইবনুল হারিস) (ইবরাহীম বিন ইউসুফ) (যিয়াদ বিন আবদুল্লাহ (দুর্বল)) (লায়স (দুর্বল)) (আবদুল মালিক বিন সাঈদ বিন জুবায়র) (তার পিতা (সাঈদ বিন জুবায়র)) (ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لَوْحًا مَحْفُوظًا مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ، صَفَحَاتُهَا مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ، قَلَمه نُورٌ وَكِتَابُهُ نُورٌ، لِلَّهِ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سِتُّونَ وَثَلَاثُمِائَةُ لَحْظَةٍ، يَخْلُقُ وَيَرْزُقُ، وَيُمِيتُ وَيُحْيِي، وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ، وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফূযকে সাদা মুক্তা দ্বারা তৈরী করেছেন। তার পাতাগুলো লাল ইয়াকূতের তৈরি। তার কলম নূর, হস্তাক্ষর নূর। আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ তিনশত ষাটবার তা পরিদর্শন করেন। তিনি সৃষ্টি করেন, জীবিকা দান করেন, জীবন দান করেন, মৃত্যু দান করেন, সম্মান দান করেন, অপমানিত করেন এবং যা ইচ্ছা তাই করেন।[৩৮৮]

সূরাহ বুরূজের তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তাআলার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

---

৩৮৭. মাআলিমুত তানযীল ৮/৩৮৯, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এর কোন ভিত্তি নেই। সানাদে ইসহাক বিন বিশর আবু হুযায়ফাহ তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত।

৩৮৮. কানযুল উম্মাল ৬/১৫১ হাদীস নং ১৫১৯৪, আল-আলাইল মাসনুআহ ১/২০, আত-তাবারী ২২/২১৫, মুসতাদরাক ৩৭৭১, মু'জামুল কাবীর ১০৬০৫, ১২৫১১, জামিউল আহাদীস ৬৮৩৬,। তাবারানী ও হাকিম ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবার অন্য দুটি স্থানে তাবারানী ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফূ' সূত্রে ষিকাহ রাবী থেকেও বর্ণনা করেছেন। সানাদে মুহাম্মাদ বিন উসমান বিন আবী শায়বাহ তিনি দুর্বল। যিয়াদ ও লায়স তারা উভয়েই দুর্বল। উক্ত সংবাদটি বানোয়াট কথার মতই। তাহকীক আলবানীঃ দঈফ। সহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস-সাগীর ৩৫৩১, দঈফ আল-জামি' ১৬০৪।

সূরাহ্ আত্-তারিকের তাফসীর

মাক্কায় অবতীর্ণ

সূরাহ আত্-তারিকের মর্যাদা

৭২২৯. (সহীহ): আবদুল্লাহ ইবনুল ইমাম আহমাদ বলেন, আমার পিতা (ইমাম আহমাদ) আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ আল-ফাযারী আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আত-তাইফী আবদুর রহমান বিন খালিদ বিন আবী জাবাল আল-উদওয়ানী (মাজহূল বা অপরিচিত) তার পিতা (খালিদ বিন আবী জাবাল আল-উদওয়ানী) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বানী স্রাকীফের পূর্ব প্রান্তে একটি ধনুক বা লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সূরাহ আত-তারিক পড়তে শুনেছেন। তিনি বলেন, আমি শুনে শুনে জাহেলি যুগে মুশরিক অবস্থায়ই সূরাটি মুখস্ত করে ফেলেছি। অতঃপর মুসলমান হয়ে আমি সুরাটি পাঠ করি। সুরাটি শুনে স্রাকীফ গোত্রের নিকট আসলে তারা জিজ্ঞেস করল ঐ লোকটির কাছে তুমি কি শুনলে? আমি সূরাটি পাঠ করে তাদেরকে শুনালাম। তথায় উপস্থিত কতিপয় কুরাইশ বলে উঠল এই লোকটিকে আমরা ভাল করে জানি। তার কথা সত্য হলে সর্বাগ্রে আমরাই তা গ্রহণ করতাম।[৩৮৯]

৭২৩০. (সহীহ): ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, আমর বিন মানসূর আবূ নুআয়ম মিসআর মুহারিব বিন দিস্রার জাবির (রাঃ) বলেন: মুআয (রাঃ) মাগরিবের স্বলাতে সূরাহ বাকারা এবং সূরাহ নিসা পাঠ করেন, ফলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বলেন: হে মুআয! তুমি কি ফিৎনা সৃষ্টিকারী, তোমার জন্য কি এটা যথেষ্ট ছিলনা যে, তুমি السماء والطارق (অর্থাৎ সূরাহ আত-তারিক,) والشمس وضحاها (অর্থাৎ সূরাহ শাম্‌স) অথবা এ ধরনের সুরাহ্ পাঠ করবে?[৩৯০]

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্র নামে।

১. শপথ আসমানের আর যা রাতে আসে তার,	وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۙ﴿۱﴾
২. তুমি কি জান যা রাতে আসে তা কী?	وَمَآ اَدۡرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۙ﴿۲﴾
৩. উজ্জ্বল নক্ষত্র।	النَّجۡمُ الثَّاقِبُ ۙ﴿۳﴾
৪. প্রত্যেক আত্মার সাথে একজন সংরক্ষক আছে।	اِنۡ كُلُّ نَفۡسٍ لَّمَّا عَلَيۡهَا حَافِظٌ ؕ﴿۴﴾
৫. অতঃপর মানুষ চিন্তা করে দেখুক কোন্ জিনিস থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।	فَلۡيَنۡظُرِ الۡاِنۡسَانُ مِمَّ خُلِقَ ؕ﴿۵﴾
৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে বের হয়ে আসা পানি থেকে।	خُلِقَ مِنۡ مَّآءٍ دَافِقٍ ۙ﴿۶﴾

---

৩৮৯. আহমাদ ১৮৪৭৯, হায়স্রামী তার 'আল-মাজমা" গ্রন্থে (৭/১৩৬) উল্লেখ করেছেন, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১৭৭৮। উক্ত হাদীসের সানাদটি দুর্বল তবে হাদীসটি প্রমাণিত। **তাহকীক আলবানী ঃ** সহীহ।

৩৯০. সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৬৬৪। উক্ত হাদীসটির ৫৩৯টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে তন্মধ্যে ৭টি জাল, ১৪টি খুবই দুর্বল, ১১৪টি দুর্বল, ১৯৯টি হাসান, ২০৫টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। **তাহকীক:** সহীহ।

৭. যা বের হয় শিরদাঁড়া ও পাঁজরের মাঝখান থেকে।	يَّخۡرُجُ مِنۡۢ بَيۡنِ الصُّلۡبِ وَالتَّرَآئِبِؕ﴿۷﴾
৮. তিনি মানুষকে আবার (জীবনে) ফিরিয়ে আনতে অবশ্যই সক্ষম।	اِنَّهٗ عَلٰى رَجۡعِهٖ لَقَادِرٌؕ﴿۸﴾
৯. যেদিন (কাজকর্ম আকীদা বিশ্বাস ও নিয়্যাত সম্পর্কিত) গোপন বিষয়াদি যাচাই পরখ করা হবে।	يَوۡمَ تُبۡلَى السَّرَآئِرُۙ﴿۹﴾
১০. সেদিন মানুষের না থাকবে নিজের কোন সামর্থ্য, আর না থাকবে কোন সাহায্যকারী।	فَمَا لَهٗ مِنۡ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍؕ﴿۱۰﴾

মানবজাতি আল্লাহ তা'আলার নিয়ম-কানুনের অধীনে রয়েছে-এর শপথ

আল্লাহ তা'আলা শপথ করছেন আসমানের এবং এতে আরও যে সমস্ত উজ্জ্বল নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন তার। এ কারণে তিনি বলেন: ﴿وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِۙ﴾ **"১. শপথ আসমানের আর যা রাতে আসে তার"** এরপর তিনি বলেন: ﴿وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الطَّارِقُۙ﴾ **"২. তুমি কি জান যা রাতে আসে তা কী?"** একে ব্যাখ্যা করছেন তাঁর এ বাণীর দ্বারা ﴿النَّجۡمُ الثَّاقِبُۙ﴾ **"৩. উজ্জ্বল নক্ষত্র"** কাতাদাহ এবং অন্যরা বলেন: তারকাকে তারিক বলার কারণ হচ্ছে একে রাতে দেখা যায় আর দিবসে আড়ালে থাকে।[৩৯১] এ মতটিকে শক্তিশালী করেছে নিম্নোক্ত হাদীস্র:

৭২৩১. (স্বহীহ): স্বহীহ হাদীস্রের বর্ণনা ঃ কোন ব্যক্তিকে রাতের বেলায় তার পরিবারের নিকটে আসতে নিষেধ করা হয়েছে, অর্থাৎ রাতের বেলায় হঠাৎ যেন তাদের নিকট না আসে।[৩৯২]

৭২৩২. (হাসন): অন্য হাদীস্রে এসেছে, দু'আর ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত্রি বুঝানোর জন্য তারিক শব্দটি ব্যবহার করেছেন: إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ অর্থাৎ হে দয়াময় প্রভু, আমাদেরকে কল্যাণের পথ দেখাও।[৩৯৩]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿الثَّاقِبُ﴾ সম্পর্কে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: এর অর্থ হচ্ছে উজ্জ্বল।[৩৯৪] ইকরিমাহ বলেন: এটা হচ্ছে উজ্জ্বল এবং এর দ্বারা শয়তানকে জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌۙ﴾ **"৪. প্রত্যেক জীবের সাথে একজন সংরক্ষক আছে"** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যেক জীবের সাথে একজন সংরক্ষক রয়েছে যে তাকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ﴾ **"মানুষের সামনে ও পেছনে পাহারাদার নিযুক্ত আছে যারা আল্লাহ্‌র হুকুম মোতাবেক তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে"**[৩৯৫]

মানব সৃষ্টির ধরনই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনরায় সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَؕ﴾ **"৫. অতঃপর মানুষ চিন্তা করে দেখুক কোন্ জিনিস থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে"** এখানে মানুষকে সচেতন করে বলা হচ্ছে যে, কত দুর্বল মূল

---

৩৯১. আত-তাবারী ২৪/৩৫১।
৩৯২. ফাতহুল বারী ১৫/৬০ নং পৃষ্ঠা, আহমাদ ১৫০৩৫, মুনযিরী তার 'আত-তারগীব' (২/৪৫৭) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন । **তাহক্বীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।
৩৯৩. আহমাদ ১৫০৩৪, আবূ ইয়া'লা ৬৮৪৪। **তাহক্বীকঃ** হাসান।
৩৯৪. আত-তাবারী ২৪/৩২৫।
৩৯৫. সূরাহ্ আর রা'দ ১৩ঃ ১১।

থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর তাদেরকে দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে পুনরুত্থান দিবসকে স্বীকার করে নিতে। কেননা যিনি সৃষ্টির সূচনা করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে অধিকরূপে সক্ষম। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন:﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ **"তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করেন আর তা তার জন্য খুবই সহজ"**[৩৯৬] আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ **"৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে বের হয়ে আসা পানি থেকে"** অর্থাৎ বীর্য থেকে যা পুরুষ এবং নারী থেকে সবেগে বের হয়, আর এভাবে উভয় থেকে আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশে সন্তান উৎপাদিত হয়। এ কারণে আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ **"৭. যা বের হয় শিরদাঁড়া ও পাঁজরার মাঝখান থেকে"** অর্থাৎ পুরুষের শিরদাঁড়া এবং নারীর পাঁজরা অর্থাৎ তার বুক থেকে। শাবীব বিন বিশ্‌র বর্ণনা করেন, ইকরিমাহ বলেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন ঃ ﴿يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ **"যা বের হয় শিরদাঁড়া ও পাঁজরার মাঝখান থেকে"** পুরুষের শিরদাঁড়া এবং নারীর পাঁজরা। এটা (বীর্য) হয় হলুদ এবং পাতলা, নারী-পুরুষ (এদের বীর্য) ছাড়া সন্তান জন্ম লাভ করেনা।[৩৯৭] সাঈদ বিন জুবায়র, ইকরিমাহ, কাতাদাহ ও সুদ্দীসহ অন্যরাও অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ‹আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ›‹আবূ উসামাহ›‹মিসআর›‹হাকাম›‹ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)› ﴿يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ এই আয়াত প্রসঙ্গে তিনি নিজের বুকে হাত রেখে বললেন, এই যে এটা তারাইব।

দহহাক ও আতীয়্যাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন, মহিলার বক্ষ হলো হাড়ের স্থান। ইকরিমাহ ও সাঈদ বিন জুবায়র অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আলী বিন আবী তালহাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মহিলাদের দুই স্তনের মধ্যবর্তী জায়গাকে তারাইব বলা হয়। মুজাহিদ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, দুই কাঁধ ও বুকের মধ্যবর্তী স্থানকে তারাইব বলা হয়। মুজাহিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুই কাঁধ ও বুকের মধ্যবর্তী স্থানকে তারাইব বলা হয়। সুফইয়ান আস্-স্রাওরী বলেন, দুই স্তনযুগলের উপরিভাগকে তারাইব বলা হয়। সাঈদ বিন জুবায়র হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই দেহের দিক হতে চারটি পাঁজরের হাড্ডিকে তারাইব বলা হয়। দহহাক হতে বর্ণিত আছে যে দুই স্তন দুই পা এবং দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানকে তারাইব বলা হয়। লায়স্র বিন সাদ মা'মার বিন আবী হাবীবাহ থেকে বর্ণনা করে বলেন, এমনকি তিনি ﴿يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ আয়াতটি পর্যন্ত পৌঁছে বলেন, সেটি হলো অন্তরের নির্যাস। এখানে সন্তান উদ্দেশ্য। কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, ﴿يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ অর্থাৎ শিরদাঁড়া ও বক্ষ থেকে।

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ **"৮. তিনি মানুষকে আবার (জীবনে) ফিরিয়ে আনতে অবশ্যই সক্ষম"** এই আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে, **প্রথমতঃ** সবেগে স্খলিত পানি যে স্থান হতে বের হয়েছে সেখানে ফিরিয়ে নিতে আল্লাহ তাআ'লা সম্পূর্ণ সক্ষম। মুজাহিদ ও ইকরিমাহ প্রমুখ এই ব্যাখ্যা করেছেন। **দ্বিতীয়তঃ** তিনি সবেগে বের হওয়া পানি থেকে সৃষ্ট এই মানুষকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম, অর্থাৎ পরকালে তাকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করতে সক্ষম। কেননা যিনি সৃষ্টির সূচনা করতে সক্ষম তিনি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন, আল্লাহ তাআ'লা কুরআনের একাধিক স্থানে এর দলীল-প্রমাণাদি উল্লেখ করেছেন।

---

৩৯৬. সূরাহ আর রূম, ৩০ঃ ২৮।
৩৯৭. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৪৭৫।

কিয়ামাত দিবসে মানুষের থাকবেনা কোন ধরনের ক্ষমতা এবং সাহায্য

এ কারণে আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ﴾ **"৯. যেদিন (কাজকর্ম আকীদা বিশ্বাস ও নিয়্যাত সম্পর্কিত) গোপন বিষয়াদি যাচাই পরখ করা হবে"** অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে তার গোপন বিষয়াদি যাচাই করা হবে, অর্থাৎ সেগুলো অনাবৃত ও স্পষ্ট করা হবে। এভাবে গোপন বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়বে আর যা অজানা তা প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে।

৭২৩৩. (স্বহীহ): বুখারী ও মুসলিমে প্রমাণিত, আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য তার পিঠের পেছনে একটি পতাকা উত্তোলন করা হবে। বলা হবে ঃ এটা হচ্ছে উমুক ব্যক্তির ছেলে উমুক ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতা।[৩৯৮]

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿فَمَا لَهُ﴾ **"১০. তার না থাকবে"** অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে মানুষের ﴿مِنْ قُوَّةٍ﴾ **"নিজের কোন সামর্থ্য"** অর্থাৎ তার নিজের সাথে ﴿وَلَا نَاصِرٍ﴾ **"আর না থাকবে কোন সাহায্যকারী"** অর্থাৎ নিজের চেয়ে অন্য কেউ, অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লার শাস্তি থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেনা, আর অন্য কেউও তার জন্য সেটা পারবেনা।

১১. ঘুরে ঘুরে আসা বৃষ্টিবাহী আকাশের শপথ,	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾
১২. এবং গাছপালার চারা গজানোর সময় বক্ষ দীর্ণকারী জমিনের শপথ, (বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে বৃক্ষলতার উৎপাদন যেমন অকাট্য সত্য, তেমনি কুরআন যা ঘোষণা করে তাও অকাট্য সত্য)	وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾
১৩. কুরআন (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কারী বাণী,	إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾
১৪. এবং তা কোন হাসি-ঠাট্টামূলক কথা নয়।	وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾
১৫. এবং তারা (সত্যের বিরুদ্ধে) ষড়যন্ত্র করছে,	إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ﴿١٥﴾
১৬. আর আমিও (তাদের অন্যায় ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্র ভণ্ডুল করার) কৌশল করছি।	وَّأَكِيْدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾
১৭. কাজেই (এই ষড়যন্ত্রকারী) কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও।	فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

কুরআন সত্য হওয়া এবং তার বিরুদ্ধাচরণকারীর ব্যর্থ হওয়ার শপথ

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: الرجع এর অর্থ হচ্ছে বৃষ্টি।[৩৯৯] তাঁর থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, সেটা এমন মেঘ তার ভেতরে রয়েছে বৃষ্টি, তাঁর থেকে আরও বর্ণিত রয়েছে ঃ ﴿وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ **"১১. ঘুরে ঘুরেই আসা বৃষ্টিবাহী আকাশের শপথ"** বৃষ্টির পর বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া। কাতাদাহ বলেন: প্রতি বৎসর

---

৩৯৮. বুখারী ৬১৭৭, ৬১৭৮, মুসলিম ১৭৩৫। **তাহকীক আলবানী ঃ** সহীহ।
৩৯৯. আত-তাবারী ২৪/৩৬০।

বান্দাদের খাদ্যপানীয় ফিরে আসে, যদি এমন না হয় তবে তারা এবং তাদের জীবজন্তু মারা যাবে।[৪০০] ইবনু যায়দ বলেন, শপথ সেই আকাশের যা তার নক্ষত্ররাজি ও চন্দ্র সূর্যকে এক স্থান হতে অন্য স্থান নিয়ে যায়। ﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾ **"১২. এবং গাছপালার চারা গজানোর সময় বক্ষ দীর্ণকারী জমিনের শপথ"** আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: উদ্ভিদ থেকে গজানোর জন্য এর ভেঙ্গে টুকরো হওয়া।[৪০১] অনুরূপ মত পোষণ করেছেন সাঈদ বিন জুবায়র, ইকরিমাহ, আবূ মালিক, দহ্হাক, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী প্রমুখ।[৪০২]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ﴾ **"১৩. কুরআন (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কারী বাণী"** আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: সত্য।[৪০৩] অনুরূপ মত পোষণ করেছেন কাতাদাহ। অন্য কেউ বলেন: ন্যায় বিচার। ﴿وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾ **"১৪. আর তা কোন হাসি-ঠাট্টামূলক কথা নয়"** বরং এটা গুরুতর এবং সত্য, এরপর আল্লাহ তাআলা কাফিরদের সম্পর্কে অবহিত করেন যে, তারা তাঁকে অস্বীকার করে এবং তাঁর পথে বাধা দেয়। তিনি বলেন: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ **"১৫. এবং তারা (সত্যের বিরুদ্ধে) ষড়যন্ত্র করছে"** অর্থাৎ কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করার আহ্বানে তারা লোকদের সাথে চক্রান্ত করে। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ﴾ **"১৭. কাজেই (এই ষড়যন্ত্রকারী) কাফিরদেরকে অবকাশ দাও"** অর্থাৎ তাদেরকে অবকাশ দাও, আর তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করোনা। ﴿أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا﴾ **"তাদেরকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও"** অর্থাৎ অল্প, অর্থাৎ অচিরেই দেখতে পাবে তাদেরকে কী ভয়ানক শাস্তি ও ধ্বংস পাকড়াও করেছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ **"অল্প সময়ের জন্য তাদেরকে ভোগ করতে দেব, অবশেষে তাদেরকে গুরুতর শাস্তিতে (প্রবেশ করতে) বাধ্য করব"**[৪০৪]

সূরাহ আত্-ত্বরীক্বের তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তাআলা জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ

সূরাহ সাব্বিহিসমা (সূরাহ 'আল-আ'লা)-এর তাফসীর

সূরাহ আল-আলার মর্যাদা

মক্কায় অবতীর্ণ

(এই সূরা) হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রমাণঃ

৭২৩৪. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, (আবদুল্লাহ বিন উস্মান বিন জাবালাহ) (উপাধি) আবদান (আমার পিতা (উস্মান বিন জাবালাহ বিন আবী রাওয়াদ)) (শু'বাহ) (আবূ ইসহাক) (বারা' বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্বাহাবীগণের মধ্যে প্রথম দিকে আমাদের নিকট আগমন করেন মুস্আব বিন উমায়র, আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম, তাঁরা আমাদের নিকট কুরআন পাঠ করে শুনাতে থাকেন। এরপর আসেন আম্মার, বিলাল, সা'দ, এরপর বিশজনের একটি কাফিলায় উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আগমন করেন। এরপর আসেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আমি মদীনাবাসিগণকে তাঁকে পাওয়ার খুশির চাইতে আর

---

৪০০. আত-তাবারী ২৪/৩৬০।
৪০১. আত-তাবারী ২৪/৩৬১।
৪০২. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৪৭৭।
৪০৩. আত-তাবারী ২৪/৩৬২।
৪০৪. সূরাহ লুকমান, ৩১ঃ ২৪।

কোন কিছুতে এত খুশি হতে দেখিনি, এমনকি আমি দেখি মদীনার শিশুরা বলছিল ঃ এই হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তিনি আগমন করেছেন, এভাবে তিনি এসেছেন, কিন্তু তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত আগমণ করেননি যে পর্যন্ত আমি ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ **"তোমার মহান রব্বের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর"** পাঠ করি।[৪০৫]

৭২৩৫. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ওয়াকী'—ইসরাঈল—সুওয়ায়র বিন আবী ফাখিতাহ—তার পিতা (আবূ ফাখিতাহ)—আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ **"তোমার মহান রব্বের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর"** এই সূরাটি খুব পছন্দ করতেন।[৪০৬] হাদীসটি ইমাম আহমাদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৭২৩৬. (স্বহীহ): বুখারী ও মুসলিমে প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বলেন: তুমি কেন ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ **"১. তোমার মহান রব্বের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর"** ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ **"শপথ সূর্যের ও তার (উজ্জ্বল) কিরণের"** এবং ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ **"১. শপথ রাতের যখন তা (আলোকে) ঢেকে দেয়"** এ সূরাগুলো পাঠ করলেনা?[৪০৭]

৭২৩৭. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, সুফইয়ান—ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির—তার পিতা (মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির)—হাবীব বিন সালিম—তার পিতা (সালিম)—নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই ঈদের স্বলাতে ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ **"১. তোমার মহান রব্বের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর"** এবং ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ **"(সব কিছুকে) আচ্ছন্নকারী কিয়ামাতের খবর তোমার কাছে পৌঁছেছে কি?"** (এ দু'টি সূরা) পাঠ করতেন, আর যদি একই দিনে জুমুআহ হত তবে উভয় স্থানে তিনি এ সূরাহ দু'টি পাঠ করতেন।[৪০৮] ইমাম মুসলিম তাঁর 'স্বহীহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ তারা আবূ আওয়ানাহ, জারীর ও শু'বাহ—ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির—তার পিতা (মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির)—হাবীব বিন সালিম—নু'মান বিন বাশীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, অনুরূপভাবে স্বাওরী ও মিসআর—ইবরাহীম—তার পিতা (মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির)—হাবীব বিন সালিম—তার পিতা (সালিম)—নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ—ইবরাহীম—তার পিতা (মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির)—হাবীব বিন সালিম—তার পিতা (সালিম)—নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনু মাজাহ মুহাম্মাদ ইবনুস স্বাব্বাহ—সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ—ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির—তার পিতা (মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির)—হাবীব বিন সালিম—নু'মান বিন বাশির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৭২৩৮. (স্বহীহ): ইমাম মুসলিম এবং সুনান চতুষ্টয়ের শব্দগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই ঈদ এবং জুমআহর দিন পাঠ করতেন ঃ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ **"১. তোমার মহান রব্বের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর"** এবং ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ **"(সব কিছুকে) আচ্ছন্নকারী কিয়ামাতের খবর তোমার কাছে পৌঁছেছে কি?"**। আবার কখনও একই দিনে ঈদের স্বালাত এবং জুম'আহ একত্রিত হলে উভয় স্থানে তিনি এই সূরাদ্বয় পাঠ করতেন।[৪০৯]

---

৪০৫. স্বহীহুল বুখারী ৪৯৪১। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।
৪০৬. আহমাদ ৭৪৪। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।
৪০৭. স্বহীহুল বুখারী ৭০৫, মুসলিম ৪৬৫। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।
৪০৮. আহমাদ ১৭৯২০। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।
৪০৯. মুসলিম ৮৭৮, আবূ দাউদ ১১২২, তিরমিযী ৫৩৩, ইমাম নাসাঈ তার তাফসীরে (৬৮৫) ও সুনানে ১৪২৪, ১৫৬৮, ১৫৯০, ইবনু মাজাহ ১২৮১। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

৭২৩৯. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেন, তন্মধ্যে রয়েছে উবাই বিন কা'ব, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), আবদুর রহমান বিন আবযা, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদীস্ব, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিত্‌রের স্বলাতে ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝١﴾ অর্থাৎ (সূরাতুল 'আ'লা), ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (সূরাতুল কাফিরূন) এবং ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (সূরাতুল ইখলাস্ব) পাঠ করতেন। মা আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সূরাতুল ফালাক এবং সুরাতুন নাস এর সাথে সংযোজন করেছেন।[৪১০] অনুরূপভাবে জাবির, আবূ উমামাহ সুদ্দী বিন আজলান, আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ, ইমরান বিন হুস্বায়ন এবং আলী বিন আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে এই হাদীস্বটি বর্ণিত হয়েছে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

১. তোমার মহান রব্বের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝١
২. যিনি সৃষ্টি করেছেন অতঃপর করেছেন (দেহের প্রতিটি অঙ্গকে) সামঞ্জস্যপূর্ণ।	الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝٢
৩. যিনি সকল বস্তুকে পরিমাণ মত সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (জীবনে চলার) পথনির্দেশ করেছেন।	وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۝٣
৪. যিনি তৃণ ইত্যাদি বের করেছেন।	وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۝٤
৫. অতঃপর তাকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন।	فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ۝٥
৬. আমি তোমাকে পড়িয়ে দেব, যার ফলে তুমি ভুলে যাবে না।	سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۝٦
৭. তবে ওটা বাদে যেটা আল্লাহ (রহিত করার) ইচ্ছে করবেন। তিনি জানেন যা প্রকাশ্য আর যা গোপন।	إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۝٧
৮. আমি তোমার জন্য সহজপথ (অনুসরণ করা) আরো সহজ করে দেব।	وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۝٨
৯. কাজেই তুমি উপদেশ দাও যদি উপদেশ উপকার দেয়।	فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ۝٩
১০. যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে।	سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ۝١٠
১১. আর তা উপেক্ষা করবে যে চরম হতভাগা।	وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۝١١
১২. যে ভয়াবহ আগুনে প্রবেশ করবে।	الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۝١٢
১৩. অতঃপর সেখানে সে না (মরার মত) মরবে, আর না (বাঁচার মত) বাঁচবে।	ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝١٣

৪১০. আহমাদ ২৭১৫, ১৪৯২৯, ২০৬৩৯, মু'জামুল আওসাত ১৬৬৫, মু'জামুল কাবীর ৫৩৮, সুনান আন-নাসাঈ ১৭৩১, শারহুল মাআনী ওয়াল আস্বার ১৫৯৫, মুসনাদ আল-বায্‌যার ৫৩৮১, জামিঈল উস্বূল ৪১৪৬। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।

তাসবীহ পাঠের নির্দেশ এবং তার জওয়াব

৭২৪০. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বলেন, ◊আবূ আবদুর রহমান◊মূসা বিন আয়্যুব আল-গাফিকী◊আমার চাচা ইয়াস বিন আমির◊উকবাহ বিন আমির আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)◊ যখন ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ নাযিল হলো তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের বললেন, এটি তোমরা রুকুতে পাঠ করো। অতঃপর যখন ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ নাযিল হলো তখন তিনি বললেন, এটি তোমরা সিজদায় পাঠ করো। আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ ইবনুল মুবারাক থেকে মূসা বিন আয়্যুব এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৪১১]

৭২৪১. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ◊ওয়াকী'◊ইসরাঈল◊আবূ ইসহাক◊মুসলিম আল-বাতীন◊সাঈদ বিন জুবায়র◊ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)◊ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝﴾ **"১. তোমার মহান রব্বের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর"** পাঠ করতেন তিনি বলতেন ঃ سبحان ربي الأعلى **(আমার মহান রব্বের পবিত্রত ঘোষণা করছি)।**[৪১২] অনুরূপভাবে ইমাম আবূ দাঊদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ◊যুহায়র বিন হারব◊ওয়াকী' ও শু'বাহ◊আবূ ইসহাক◊সাঈদ◊ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)◊ মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৪১৩] ◊সাওরী◊সুদ্দী◊আবদ খায়র◊আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)◊ (আবদ খায়র) বলেন, আমি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পাঠ করার পর سبحان ربي الأعلى "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" বলতে শুনেছি।

ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, ◊ইবনু হুমায়দ◊হাকাম বিন আমবাসাহ◊আবূ ইসহাক আল-হামদানী◊বলেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)◊ যখন﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝﴾ **"১. তোমার মহান রব্বের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর"** (এই আয়াতটি) পাঠ করতেন তিনি বলতেন ঃ سبحان ربي الأعلى (আমার মহান রব্বের পবিত্রতা ঘোষণা করছি) আর যখন তিনি পাঠ করতেন ঃ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ﴾ **"তোমার মহান রব্বের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর"** অবশেষে যখন ﴿أَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى﴾ **"এহেন স্রষ্টা কি মৃতকে আবার জীবিত করতে সক্ষম নন?"**[৪১৪] এ আয়াতে পৌঁছতেন তখন তিনি বলতেন ঃ سبحانك وبلي আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, অবশ্যই (জীবিত করতে সক্ষম)।[৪১৫]

৭২৪২. (হাসান):কাতাদাহ বলেনঃ আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝﴾ এ আয়াত পাঠ করতেন তখন তিনি বলতেন ঃ سبحان ربي الأعلى ।[৪১৬]

সৃষ্টি, ভাগ্য এবং উদ্ভিদের বের করা

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ﴿الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝﴾ **"২. যিনি সৃষ্টি করেছেন অতঃপর করেছেন (দেহের প্রতিটি অঙ্গকে) সামঞ্জস্যপূর্ণ"** অর্থাৎ তিনি সৃষ্টিকূলকে সৃষ্টি করেছেন, প্রতিটি সৃষ্টিকে সুন্দর কাঠামো প্রদান করেছেন। আল্লাহ তাআ'লার বাণীঃ ﴿وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۝﴾ **"৩. যিনি সকল বস্তুকে পরিমাণ মত সৃষ্টি**

---

৪১১. সূরাহ ওয়াকিয়াহর তাফসীরের মাঝে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের রাবী মূসা বিন আয়্যুব আল-গাফিকী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও আল-উকায়লী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। যাকারিয়া বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। ইমাম যাহাবী বলেন, ঃ ليس بالمعروف । **তাহকীক আলবানী** ঃ দঈফ।

৪১২. আহমাদ ২০৬৭। **তাহকীক আলবানী** ঃ সহীহ।

৪১৩. আহমাদ ২০৬৭। সানাদটি সহীহ।

৪১৪. সূরাহ কিয়ামাহ, ৭৫ঃ ৪০।

৪১৫. আত-তাবারী ২৪/৩৬৭।

৪১৬. আত-তাবারী ৩৬৯৭২, হাদীসটি মুরসাল আর মুরসাল হচ্ছে দুর্বলতার একটি প্রকার মাত্র। কিন্তু এর পূর্ব উসূলে শাওয়াহিদ পাওয়া যায়, সেটি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সহীহ সূত্রে মাওকূফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। **তাহকীকঃ** হাসান।

করেছেন, অতঃপর (জীবনে চলার) পথনির্দেশ করেছেন"। মুজাহিদ বলেন: মানুষকে দুর্দশা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পথ বলে দেয়া হয়েছে আর গবাদি পশুগুলোকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে সেগুলোর চারণভূমি।[৪১৭] এই আয়াতটি আল্লাহ তাআলার ঐ আয়াতের মত যেখানে তিনি মূসা (আলায়হিস সালাম) এর সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেন, যে, তিনি ফিরআওনকে বলেন: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ **"মূসা বলল, 'আমাদের রব্ব তিনি যিনি সকল (সৃষ্ট) বস্তুকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন"**[৪১৮] অর্থাৎ তিনি পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন আর সৃষ্টিকূলকে এর দিশা দিয়েছেন।

৭২৪৩. (সহীহ): যেমন সহীহ মুসলিম শরীফে এসেছে, আবদুল্লাহ বিন আম্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

إِنَّ اللهَ قَدَّرَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ خلق السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

আল্লাহ তাআলা আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে সৃষ্টিকূলের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন, এ সময় তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে।[৪১৯]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَالَّذِيٓ اَخۡرَجَ الۡمَرۡعٰى ۙ﴾ **"৪. যিনি তৃণ ইত্যাদি বের করেছেন"** অর্থাৎ সব ধরনের উদ্ভিদ ও শস্য।, ﴿فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحۡوٰى ؕ﴾ **"৫. অতঃপর তাকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন"** আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: শুকানো হয়েছে, পরিবর্তন করা হয়েছে।[৪২০] মুজাহিদ, কাতাদাহ এবং ইবনু যায়দ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৪২১]

ইবনু জারীর বলেন, কোন কোন আরবী ভাষা পণ্ডিতের ধারণা, এই আয়াতের ইবারত মূলত এরূপ যে, ﴿والذى أخرج المرعى أحوى﴾ অর্থাৎ যিনি কালোপনা সবুজ তৃণ উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর তাকে শষ্ক খড় কুটায় পরিণত করেন। ইবনু জারীর বলেন, তবে এই ব্যাখ্যাটি সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ, এটি অন্য সকল মুফাসসিরের ব্যাখ্যার পরিপন্থী।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়াহী ভুলে যাননা

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿سَنُقۡرِئُكَ﴾ **"৬. আমি তোমাকে পড়িয়ে দেব"** অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ, ﴿فَلَا تَنۡسٰٓى ۙ﴾ **"যার ফলে তুমি ভুলে যাবে না"** এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে অবহিত করছেন এবং তাঁর সাথে অঙ্গিকার করছেন যে, তিনি তাঁকে এমনভাবে পড়িয়ে দিবেন যে, তিনি তা ভুলে যাবেন না। ﴿اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ﴾ **"৭. তবে ওটা বাদে যেটা আল্লাহ (ভুলিয়ে দেয়ার) ইচ্ছে করবেন"** কাতাদাহ বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন কিছু ভুলে যেতেন না, তবে আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করেন (তার কথা ভিন্ন)। কেউ কেউ বলেনঃ ﴿فَلَا تَنۡسٰٓى ۙ﴾ **"যার ফলে তুমি ভুলে যাবে না"** এর অর্থ হচ্ছে ঃ এখানে নবীর নিকট আবেদন জানানো হচ্ছে (যে, তুমি ভুলে যেওনা) আর ﴿اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ﴾ বলে যা বাদ রাখা হয়েছে তা হচ্ছে যা রহিত করে দেয়া হয়েছে সেগুলো। অর্থাৎ আমরা তোমাকে যা পড়িয়ে দেই তা ভুলে যেওনা তবে আল্লাহ তাআলা যা উঠিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন (তার কথা ভিন্ন)। তুমি যদি সেগুলো পরিহার কর তবে এতে তোমার কোন গোনাহ নেই।

---

৪১৭. আত-তাবারী ২৪/৩৬৯।
৪১৮. সূরাহ তাহা, ২০ঃ ৫০।
৪১৯. মুসলিম ২৬৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
৪২০. আত-তাবারী ২৪/৩৬৯।
৪২১. আত-তাবারী ২৪/৩৬৯।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ﴾ **"তিনি জানেন যা প্রকাশ্য আর যা গোপন"** অর্থাৎ বান্দারা তাদের যেসব কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ড প্রকাশ করে আর যা কিছু গোপন করে তার সবকিছুই তিনি জানেন, কোন কিছুই তাঁর থেকে গোপন থাকেনা।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ﴾ **"৮. আমি তোমার জন্য সহজপথ (অনুসরণ করা) আরো সহজ করে দেব"** অর্থাৎ আমরা তোমার জন্য ভাল কাজ এবং কথাবার্তা সহজ করে দিব। আর তোমার জন্য এমন শরীয়ত প্রণয়ন করব যা তোমার জন্য হবে সহজ, সহনশীল, সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত, আর এতে থাকবেনা কোন প্রকার বক্রতা, জটিলতা এবং কষ্ট।

উপদেশ প্রদানের নির্দেশ

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ﴾ **"৯. কাজেই তুমি উপদেশ দাও যদি উপদেশ উপকার দেয়"** অর্থাৎ এমনভাবে উপদেশ দাও যাতে করে উপদেশ কাজে আসে। ইল্‌ম প্রসারের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার কেমন হবে এখান থেকে আমরা তা গ্রহণ করতে পারি। অপাত্রে তা প্রদান করা উচিত হবেনা, যেমন আমীরুল মু'মিনীন আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: তুমি লোকদেরকে এমন কোন কথা বলোনা যা তাদের বিবেকবুদ্ধি উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। কেননা এটা তাদের কারও কারও জন্য ফিৎনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তিনি আরও বলেন: তুমি লোকদেরকে তাই বল যে সম্পর্কে তারা জানে, তুমি কি চাও যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করা হোক?।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ﴾ **"১০. যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে"** অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমার তাবলীগের মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করবে তো সে ব্যক্তি যার অন্তর আল্লাহকে ভয় পায়, আর সে জানে যে, তাকে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাত করতে হবে, ﴿وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۝ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ **"১১. আর তা উপেক্ষা করবে চরম হতভাগা। ১২. যে ভয়াবহ আগুনে প্রবেশ করবে। ১৩. অতঃপর সেখানে সে না (মরার মত) মরবে, আর না (বাঁচার মত) বাঁচবে"** অর্থাৎ সে মৃত্যুবরণ করবে না যাতে করে সে আরাম পেতে পারে, আবার এমনভাবেও বেঁচে থাকবেনা যা তার কোন উপকারে আসবে; বরং সেটা তার জন্য ক্ষতিকর হবে। কেননা এর মাধ্যমে তাকে যে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে তা সে অনুভব করবে।

৭২৪৪. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ❮ইবনু আবী আদী❯❮সুলায়মান আত-তায়মী❯❮আবূ নাদরাহ❯❮আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا لَا يَمُوتُونَ وَلَا يَحْيَوْنَ، وَأَمَّا أُنَاسٌ يُرِيدُ اللهُ بِهِمُ الرَّحْمَةَ فَيُمِيتُهُمْ فِي النَّارِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الشُّفَعَاءُ فَيَأْخُذُ الرَّجُلُ أَنْصَارَهُ فَيُنْبِتُهُمْ-أَوْ قَالَ: يَنْبُتُونَ-فِي نَهَرِ الْحَيَاءِ-أَوْ قَالَ: الْحَيَاةِ-أَوْ قَالَ: الْحَيَوَانِ-أَوْ قَالَ: نَهَرِ الْجَنَّةِ فَيَنْبُتُونَ-نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ". قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَا تَرَوْنَ الشَّجَرَةَ تَكُونُ خَضْرَاءَ، ثُمَّ تَكُونُ صَفْرَاءَ أَوْ قَالَ: تَكُونُ صَفْرَاءَ ثُمَّ تَكُونُ خَضْرَاءَ؟". قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْبَادِيَةِ

জাহান্নামবাসীরা যারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে তারা মৃত্যুবরণও করবে না আবার বেঁচেও থাকবে না, আর একদল লোক যাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা দয়া করতে চান, তাদেরকে তিনি জাহান্নামে মৃত্যু দান করবেন এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য সুপারিশের অনুমোদন দিবেন। এক ব্যক্তি তার অনুসারীবৃন্দকে গ্রহণ করে তাদেরকে গজাবে, অথবা তিনি বলেন- তারা হায়া (জীবন)-এর নদীতে গজিয়ে উঠবে, অর্থাৎ তিনি বলেন: হায়াত, অথবা বলেন: حيوان (জন্তু) অথবা বলেন: জান্নাতের নদীতে, এরপর

তারা স্রোতস্বিনী নদীর ভেজা তীরে বীজ গজানোর মত করে গজিয়ে উঠবে। (আবূ সাঈদ) বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমরা কি বৃক্ষকে প্রথমে সবুজ অবস্থায় দেখনা, এরপর তা হলুদ বর্ণ ধারণ করে, এরপর তা আবারও সবুজ অবস্থায় ফিরে আসে (পুনরায় তা গজানোর পরে)। (আবূ সাঈদ) বলেন: তাদের কেউ কেউ বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (এমনভাবে একথা বলেন) যেন মরুভূমিতে বাস করতেন।[৪২২]

৭২৪৫. (সহীহ): ইমাম আহমাদ আরও বর্ণনা করেন, {ইসমাঈল}{সাঈদ বিন ইয়াযীদ}{আবূ নাদ্‌রাহ}{আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)} বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ، وَلَكِنْ أُنَاسٌ-أَوْ كَمَا قَالَ-تُصِيبُهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ-أَوْ قَالَ: بِخَطَايَاهُمْ-فَيُمِيتُهُمْ إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا صَارُوا فَحْمًا أُذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ، فَنَبَتُوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، افِيضُوا عَلَيْهِمْ. فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحَبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ". قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ حِينَئِذٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْبَادِيَةِ

জাহান্নামবাসীরা যারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে তারা মৃত্যুবরণও করবেনা আবার বেঁচেও থাকবেনা, কিন্তু একদল লোক -অথবা যেভাবে তিনি বলেছেন-তাদের গোনাহের কারণে তাদেরকে জাহান্নাম স্পর্শ করবে-অথবা তিনি বলেন- তাদের ভুলত্রুটির কারণে-এরপর তিনি তাদেরকে মৃত্যু দিবেন এমনকি যখন তারা কয়লায় পরিণত হবে তাদের জন্য শাফায়াতের অনুমতি দেয়া হবে। এরপর তাদের এক দলের পর আরেক দলকে নিয়ে আসা হবে, এরপর তাদেরকে জান্নাতের নদীতে ছড়িয়ে দেয়া হবে, এরপর বলা হবে ঃ হে জান্নাতবাসীগণ, তাদের উপরে পানি ঢেলে দাও, এরপর তারা স্রোতস্বিনী নদীর ভেজা তীরে বীজ গজানোর মত করে গজিয়ে উঠবে। আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: তখন উপস্থিত এক ব্যক্তি বলে ঃ যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মরুভূমিতে বাস করতেন।[৪২৩] মুসলিমও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৪২৪] {বিশর বিন মুফাদ্দাল ও শু'বাহ}{আবূ মাসলামাহ}{সাঈদ বিন যায়দ} অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭২৪৬. (সহীহ): ইমাম আহমাদ অনুরূপভাবে {ইয়াযীদ}{সাঈদ বিন ইয়াস আল-জুরায়রী}{আবূ নাদ্‌রাহ}{আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)} বর্ণনা করেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إِنَّ أَهْلَ النَّارِ الَّذِينَ لَا يُرِيدُ اللهُ إِخْرَاجَهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ، وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ الَّذِينَ يُرِيدُ اللهُ إِخْرَاجَهُمْ يُمِيتُهُمْ فِيهَا إِمَاتَةً، حَتَّى يَصِيرُوا فَحْمًا، ثُمَّ يَخْرُجُونَ ضَبَائِرَ فَيُلْقَوْنَ عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، أَوْ: يُرَشُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ

জাহান্নামীদের আল্লাহ বের করার ইচ্ছা করেন না, তারা মৃত্যুও বরণ করেন না। জীবতও থাকবেনা আর যাদেরকে বের করার ইচ্ছা করেন তাদরেকে মৃত্যু দিবেন। তারা পুড়ে কয়লা হবে অতঃপর তাদেরকে দলে দলে বের করে জান্নাতের নদীতে নিক্ষেপ করা হবে অথবা জান্নাতের নদীর পানি ছিটিয়ে দেয়া হবে তাতে তারা নতুন ভাবে গজিয়ে উঠবে।[৪২৫] আল্লাহ তাআলা জাহান্নামীদের সম্পর্কে বলেন,

---

৪২২. আহমাদ ১০৬৩৩, সূরাহ তাহা ঃ ৭৪ নং আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, দারিমী ২৮১৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৪২৩. আহমাদ ১০৬৯৩। "সহীহ ইবনু মাজাহ" (ভাষায় সামান্য পার্থক্য রয়েছে : ৪৩০৯), "আত তালীকাতুল হিসান আলা সহীহ ইবনু হিব্বান" (১৮৪), "সহীহ জামে'উস সাগীর" (১৩৫০) ও "সিলসিলাহ সহীহাহ" (১৫৫১)। **তাহকীক আলবানী ঃ** সহীহ।

৪২৪. মুসলিম ১৮৫। **তাহকীক আলবানী ঃ** সহীহ।

৪২৫. আহমাদ ১০৭৬৭, মুসনাদুস সাহাবাহ ফী কুতুবুস সিত্তাহ ২১/৩১৪, আল-মুসনাদ আল-মুসতাখরিজ আলা সহীহুল ইমাম মুসলিম ৪৬৪, মুসনাদ আবী ইয়া'লা ১৩৭০। **তাহকীকঃ** সহীহ।

﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ﴾ **"তারা চীৎকার করে বলবে– 'হে মালেক (জাহান্নামের দারোয়ান)! তোমার রব্ব যেন আমাদের দফারফা করে দেন। সে জওয়াব দিবে- 'তোমরা (এ অবস্থাতেই পড়ে) থাকবে।"**[৪২৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ **"তাদের জন্য কোন সময় নির্ধারণ করা হবে না যে, তারা (নির্ধারিত সময় আসলে) মরে যাবে, আর তাদের থেকে শাস্তিও কমানো হবে না।"** প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।[৪২৭]

১৪. সাফল্য লাভ করবে সে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে,	قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾
১৫. আর তার রব্বের নাম স্মরণ করে ও নামায কায়েম করে।	وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾
১৬. কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দাও,	بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾
১৭. অথচ আখিরাতই অধিক উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।	وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٧﴾
১৮. আগের কিতাবগুলোতে এ কথা (লিপিবদ্ধ) আছে,	إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٨﴾
১৯. ইব্রাহীম ও মূসার কিতাবে।	صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾

সাফল্য অর্জনকারীদের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ﴾ **"১৪. সাফল্য লাভ করবে সে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে"** অর্থাৎ মন্দ স্বভাব-চরিত্র থেকে নিজেকে পবিত্র রাখে, আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপরে যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ করে। ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ﴾ **"১৫. আর তার রব্বের নাম স্মরণ করে ও স্বালাত কায়েম করে"** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির আশা, তাঁর নির্দেশের অনুসরণ এবং তাঁর শরীয়ত পালনার্থে যথাসময়ে স্বালাত প্রতিষ্ঠা করে।

৭২৪৭. (দঈফ): আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, ০[আব্বাদ বিন আহমাদ আল-আযরামী (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য)][আমার চাচা মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান (মাকবূল)][তার পিতা (আবদুর রহমান) (মাকবূল)][আতা' ইবনুস সাইব (صدوق حسن الحديث)][আবদুর রহমান বিন স্বাবিত][জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ)]০ বলেন, ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ﴾ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আয়াতে অর্থ হলঃ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন ইলাহ নেই সে সর্বপ্রকার ভুয়া উপাস্যকে প্রত্যাখ্যান করল এবং আমি আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দিল সে সাফল্য অর্জন করল। আর ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ﴾ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এখানে পাঁচওয়াক্ত স্বলাত ও তার গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে।[৪২৮]

ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, ০[আমর বিন আবদুল হামীদ আল-আমিলী][মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ][আবূ খালদাহ][আবুল আলিয়াহ]০ (আবূ খালদাহ) বলেন, একদিন আমি আবুল আলিয়ার নিকট গমন করি। আমাকে দেখে তিনি বললেন, আগামীকাল ঈদের মাঠে আমার সাথে তুমি দেখা করবে। নির্দেশ অনুযায়ী

---

৪২৬. সূরাহ যুখরুফ, ৪৩ঃ ৭৭।
৪২৭. সূরাহ ফাতির, ৩৫ঃ ৩৬।
৪২৮. মুসনাদ আল-বায্যার ২২৮৪, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১১৪৮৮। দারাকুতনী বলেন, সানাদে আব্বাদ বিন আহমাদ আল-আযরামী তিনি মাতরূক। নূরুদ্দীন আল-হায়স্বামী বলেন, তিনি দুর্বল। তাহকীক ঃ দঈফ।

পরদিন আমি তার সাথে দেখা করলে জিজ্ঞেস করলেন কিছু আহার করেছ। আমি বললাম হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলেন গোসল করেছ? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, যাকাত (ফিতরা) দিয়েছ? আমি বললাম: হ্যাঁ দিয়েছি। এবার তিনি বললেন, ঠিক আছে যাও, এই কথাগুলো জিজ্ঞেস করার জন্যই আসতে বলেছিলাম। অতঃপর তিনি ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝﴾ আয়াতটি পাঠ করে বলেন, মদীনাবাসীগণ ফিতরা প্রদান করা আর পানি পান করানোর চেয়ে উত্তম সাদাকাহ আর আছে বলে মনে করে না।

আমীরুল মু'মিনীন উমার বিন আবদুল আযীয (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে আমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে ঃ তিনি জনগণকে যাকাতুল ফিৎর বের করার এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিতেন, ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝﴾ **"সাফল্য লাভ করবে সে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, আর তার রব্বের নাম স্মরণ করে ও স্বালাত কায়েম করে"**

আবুল আহওয়াস বলেন: যখন তোমাদের কারও নিকট ভিক্ষুক আসে এমতাবস্থায় যে সে ঐ সময় সলাত আদায়ের ইচ্ছা করে তখন যেন সে সলাতের উপরে যাকাতকে প্রাধান্য দেয়। কেননা আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝﴾ **"সাফল্য লাভ করবে সে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, আর তার রব্বের নাম স্মরণ করে ও সলাত কায়েম করে"**।[৪২৯] কাতাদাহ এই আয়াত সম্পর্কে বলেন: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝﴾ **"সাফল্য লাভ করবে সে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, আর তার রব্বের নাম স্মরণ করে ও স্বালাত কায়েম করে"** তার সম্পদকে পবিত্র করে আর তার স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করে।[৪৩০]

পরকালের তুলনায় দুনিয়ার কোন মূল্য নেই

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেন, ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝﴾ **"১৬. কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দাও"** অর্থাৎ পারলৌকিক বিষয়ের উপরে একে প্রাধান্য দাও, আর একে তোমরা অধিকতর পছন্দ কর কেননা এতে রয়েছে তোমাদের উপকারিতা, ফায়দা তোমাদের জীবনকালে ও তোমাদের প্রত্যাবর্তনে। ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝﴾ **"১৭. অথচ আখিরাতই অধিক উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী"** অর্থাৎ পারলৌকিক জীবনের আল্লাহর সাওয়াব দুনিয়ার চেয়ে উত্তর এবং অধিক স্থায়ী। কেননা দুনিয়া হচ্ছে ধ্বংসশীল, আর আখিরাত হচ্ছে সম্মানিত স্থায়ী। কিভাবে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্থায়ীর উপরে ধ্বংসশীলকে প্রাধান্য দিতে পারে, আর তাকে গুরুত্ব দিতে পারে যা তার থেকে অচিরেই দূর হয়ে যাবে, আর চিরস্থায় গৃহের গুরুত্ব প্রদান করা পরিত্যাগ করতে পারে।

৭২৪৮. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বলেন, ◊[হুসায়ন বিন মুহাম্মাদ][যুওয়াদ][আবূ ইসহাক][উরওয়াহ][আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]◊ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ، وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ দুনিয়া তার ঘর আখিরাতে যার কোন ঘর নেই। তার সম্পদ (আখিরাতে) যার কোন সম্পদ নাই আর এই দুনিয়ার জন্য সঞ্চয় সেই করে যার কোন বুদ্ধি নাই।[৪৩১]

---

৪২৯. আত-তাবারী ২৪/৩৭৪।

৪৩০. আত-তাবারী ২৪/৩৭৭।

৪৩১. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩৫৭০৭, জামিউল আহাদীস ৪১৫৭৬, জামউল জাওয়ামি' ১২৬৭৩, সিলসিলাতুল আহাদীস আল-ওয়াহিয়াহ ১/২৪১/হাঃ৮৯, সিলসিলাহ দঈফাহ ১৯৩৩, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৮০৭৮, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৬৭৫৭, দঈফ আল-জামি' ২০১২। উক্ত হাদীসের রাবী ১. যুওয়ায়দ বিন নাফি সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ২. আবূ ইসহাক সম্পর্কে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় তাদলীস ও সংমিশ্রণ করেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

ইবনু জারীর ◊{ইবনু হুমায়দ}{ইয়াহইয়া বিন ওয়াদিহ}{আবূ হামযাহ}{আতা'}{আরফাজাহ স্নাকাফী}◊ বলেন, একদিন আমি ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মুখে সূরাহ আ'লা শুছিলাম ﴿بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا﴾ পর্যন্ত পৌঁছে তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করে সঙ্গীদের দিকে মুখ করে বললেন, বাস্তবিকই আমরা দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছি। একথা শুনে সকলেই নিরব রইল। তিনি পুনরায় বললেন, সত্যিই দুনিয়া, সাজ-সজ্জা, নারী, খাদ্য, পানীয় ইত্যাদির মোহে পড়ে আমরা দুনিয়কেই আখিরাতের উপর প্রাধ্যন্য দিয়ে বসেছি এবং আখিরাতের ব্যাপারে আমাদের চোখ আড়ালে চলে গেছে। ফলে পরকালকে ছেড়ে আমরা নগদ দুনিয়োকেই গ্রহণ করছি। উল্লেখ্য যে, ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর এই কথাগুলো তার যার পর নাই বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ। অন্যথায় তিনি নিজে মূলত এরূপ ছিলেন। অথবা মানুষের সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তিন এ্ কথাগুলো বলেছেন।

৭২৪৯. (হাসান): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ◊{সুলায়মান বিন দাউদ আল-হাশিমী}{ইসমাঈল বিন জা'ফার}{আমর বিন আবী আমর}{মুত্তালিব বিন আবদুল্লাহ}............{আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}◊ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

مِنْ أَحَبِّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَن أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، فَآثِرُوا مَا يبقَي عَلَي مَا يَفْنِي

যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে সে তার আখিরাতের ক্ষতি করে, আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভালবাসে সে তার দুনিয়ার ক্ষতি করে, কাজেই যা চিরস্থায়ী তাকে প্রাধান্য দাও তার উপরে যা ধ্বংস হয়ে যাবে।[৪৩২] হাদীস্নটি ইমাম আহমাদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[৪৩৩]

ইবরাহীম এবং মূসার স্নহীফাহ্

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلۡأُولَىٰ ۝ صُحُفِ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾ **"১৮. আগের কিতাবগুলোতে এ কথা (লিপিবদ্ধ) আছে, ১৯. ইব্‌রাহীম ও মূসার কিতাবে"**

৭২৫০. (দঈফ): হাফিয আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, ◊{নাস্নর বিন আলী}{মু'তামির বিন সুলায়মান}{তার পিতা (সুলায়মান)}{আতা' ইবনুস সাইব}{ইকরিমাহ}{ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}◊ বলেন, যখন ﴿إِنَّ هَٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلۡأُولَىٰ ۝ صُحُفِ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾ এই আয়াতটি নাযিল হবার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হুবহু একথাগুলোই ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) ও মূসা (আলায়হিস সালাম) এর গ্রন্থে ছিল।[৪৩৪]

---

৪৩২. দঈফ আল-জামি' ২০১২, সিলসিলাতুদ দঈফাহ ৫৬৫০, স্নহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস-স্নাগীর ১২১১৯। **তাহকীক আলবানী ঃ** দঈফ।

৪৩৩. আহমাদ ১৯১৯৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ৬৭৫১, ইবনু হিব্বান ৭০৯, জামিউল আহাদীস্ন ৪৫৩১৪, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৭৮২৫, সিলসিলাহ দঈফাহ ৫৬৫০, দঈফ আল-জামি' ৫৩৪০, আত তা'লীকাতুল হিসান আলা স্নহীহ ইবনু হিব্বান ৭০৭। এসকল গ্রন্থে শায়খ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) প্রথমে হাদীস্নটিকে দাঈফ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি বলেন, উক্ত হাদীস্নটি হাসান। কারণ এর বিশুদ্ধ শাওয়াহিদ পাওয়া যায়। যা উল্লেখ করেছেন: তারাজুআতুল আল্লামাতুল আলবানী ফিত তাস্নহীহ ওয়াত তাদঈফ ১১১, স্নহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ৩২৪৭, মুখতাস্নার তালখীসুয যাহাবী ৯৯৮, সিলসিলাহ স্নহীহাহ ৩২৮৭, এখানে তিনি من طلب الدنيا أضر بالآخرة ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا، فأضروا بالفاني للباقي শব্দে নিয়ে এসেছেন। সানাদে মুত্তালিব তিনি আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে হাদীস্ন শ্রবণ করেননি এবং আমর তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। **তাহকীকঃ** হাসান।

৪৩৪. মুসনাদ আল-বাযযার ২২৮৫, সানাদে আতা' ইবনুস সাইব রয়েছেন, তার সম্পর্কে হায়স্নামী তার মাজমা' (১১৪৮৯) এর মাঝে বলেন, তিনি হাদীস্ন বর্ণনায় সংমিশ্রণ করে থাকেন। তিনি হাদীস্নটিকে মারফূ' তথা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। বিধায় সানাদটি দুর্বল হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। **তাহকীকঃ** দঈফ। তবে সঠিক হচ্ছে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম নাসাঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ⟨যাকারিয়া বিন ইয়াহইয়া⟩⟨নাস্র বিন আলী⟩⟨মু'তামির বিন সুলায়মান⟩⟨তার পিতা সুলায়মান⟩⟨আতা' ইবনুস সাইব⟩⟨ইকরিমাহ⟩⟨ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ বলেন, ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, এই পুরা সুরাটিই ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে ছিল। অতঃপর যখন নাযিল হলোঃ ﴿إبراهيم الذى وفى﴾ পরিপূর্ণ। ﴿ألا تزر وازة وزر أخرى﴾ ।[৪৩৫] অর্থাৎ এই আয়াতটি সূরাহ আন-নাজমের আল্লাহ তাআলার বাণীর মত ঃ

﴿اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِيْ صُحُفِ مُوْسٰى ۙ وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰۤى ۙ اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۙ وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۙ وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ۙ ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ۙ وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ۙ﴾

"নাকি মূসার কিতাবের তথ্য তার কাছে পৌঁছানো হয়নি, আর ইব্‌রাহীমের (কিতাবের খবর) যে (ইব্‌রাহীম) ছিল পুরোপুরি দায়িত্ব পালনকারী। (সে খবর এই) যে, কোন বোঝা বহনকারী বইবে না অপরের বোঝা। আর এই যে, মানুষ যা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে তা ছাড়া কিছুই পায় না, আর এই যে, তার চেষ্টা সাধনার ফল শীঘ্রই তাকে দেখানো হবে, অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিফল, আর এই যে, শেষ গন্তব্য হল তোমার রব্ব পর্যন্ত"।[৪৩৬] এ আয়াতের শেষ পর্যন্ত, অনুরূপভাবে ইকরিমাহ বলেন, ইবনু জারীর বলেন, ⟨ইবনু হুমায়দ⟩⟨মিহরান⟩⟨সুফইয়ান আস স্বাওরী⟩⟨তার পিতা⟩⟨ইকরিমাহ⟩ ﴿إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۙ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۙ﴾ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সূরাহ আলায় যে কয়টি আয়াত আছে তার সবই ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) ও মূসা (আলায়হিস সালাম) এর গ্রন্থে আছে।

আবুল আলিয়াহ বলেনঃ এই সূরার ঘটনা আগের কিতাবগুলোতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৪৩৭] ইবনু জারীর পছন্দ করেছেন যে, ﴿إِنَّ هٰذَا﴾ (এ কথা)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ﴿قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۙ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۙ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۙ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۙ﴾ **"সাফল্য লাভ করবে সে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, আর তার রব্বের নাম স্মরণ করে ও স্বালাত কায়েম করে, কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাতই অধিক উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।"** এরপর আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ﴿إِنَّ هٰذَا﴾ (এ কথা)- এ কথার সম্পর্ক ﴿لَفِي الصُّحُفِ الأولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ **"আগের কিতাবগুলোতে এ কথা (লিপিবদ্ধ) আছে, ইব্‌রাহীম ও মূসার কিতাবে"**।[৪৩৮] আর এই মতকে তিনি পছন্দ করেছেন যা সুন্দর এবং শক্তিশালী। কাতাদাহ এবং ইবনু যায়দ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৪৩৯] আল্লাহ তাআলা ভাল জানেন।

সূরাহ سبح (সূরাতুল আলা)-এর তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তাআলার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ, এবং তিনি তাওফীক দানকারী এবং (ভুলত্রুটি থেকে) নিরাপত্তাদাতা।

---

৪৩৫. সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৬৬৮, মাজমা' আয্‌-যাওয়াইদ ১১৪৮৯। বায্‌যার বলেন, সানাদের সকল রাবী স্বিকাহ।
৪৩৬. সূরাহ আন-নাজম ৫৩ঃ ৩৬-৪২।
৪৩৭. আত-তাবারী ২৪/৩৭৬।
৪৩৮. আত-তাবারী ২৪/৩৭৭।
৪৩৯. আত-তাবারী ২৪/৩৭৬।

সূরাহ্ আল-গাশিয়াহ্র তাফসীর

মক্কায় অবতীর্ণ

জুমুআর স্বলাতে সূরাহ আ'লা এবং সূরাহ গাশিয়াহ তিলাওয়াত

৭২৫১. (স্বহীহ): ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদের স্বলাতে ও জুমুআর দিনে সূরাহ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ "**১. তোমার মহান রব্বের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর**" এবং ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ "**(সব কিছুকে) আচ্ছন্নকারী কিয়ামাতের খবর তোমার কাছে পৌঁছেছে কি?**" (এই সূরাহ দু'টি) পাঠ করতেন।[৪৪০]

৭২৫২. (স্বহীহ): ইমাম মালিক বর্ণনা করেন, দমরাহ বিন সাঈদ, উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ, দহ্হাক বিন কায়স, তিনি নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞেস করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমুআহ'র দিন সূরাহ জুমুআহ'র সাথে আর কী সূরাহ পড়তেন? তিনি বলেন: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ "**(সব কিছুকে) আচ্ছন্নকারী কিয়ামাতের খবর তোমার কাছে পৌঁছেছে কি**"।[৪৪১] আবূ দাউদ আল-কা'নাবীর সূত্রে এবং নাসাঈ কুতায়বাহ'র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম ও ইবনু মাজাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ'র সূত্রে দমরাহ বিন সাঈদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্র নামে।

১. (সব কিছুকে) আচ্ছন্নকারী কিয়ামাতের খবর তোমার কাছে পৌঁছেছে কি?	هَلْ أَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝١
২. কতক মুখ সেদিন নীচু হবে	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝٢
৩. হবে কর্মক্লান্ত, শ্রান্ত।	عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣
৪. তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।	تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝٤
৫. টগবগে ফুটন্ত ঝর্ণা থেকে তাদেরকে পান করানো হবে।	تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝٥
৬. কাঁটাযুক্ত শুকনো ঘাস ছাড়া তাদের জন্য আর কোন খাদ্য থাকবে না।	لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝٦
৭. যা পুষ্টিসাধন করবে না, আর ক্ষুধাও মিটাবে না।	لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ۝٧

---

৪৪০. মুসলিম ৮৭৮। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।

৪৪১. মুওয়াত্তা মালিক ২৪৭, আবূ দাউদ ১১২৫, নাসাঈ ১৪২৩, মুসলিম ৮৭৮, ইবনু মাজাহ ১১১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ। সানাদটি স্বহীহ।

কিয়ামাত দিবস আর তাতে জাহান্নামীদের যা অবস্থা হবে

الغاشية ঃ হচ্ছে কিয়ামাতের অন্যতম একটি নাম, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), কাতাদাহ এবং ইবনু যায়দ এ মত ব্যক্ত করেছেন।[৪৪২] কেননা সেটা লোকদেরকে আচ্ছন্ন করবে, তাদেরকে পরাভূত করবে।

৭২৫৩. (দঈফ জিদ্দান): ইবনু আবী হাতিম বলেন, আমার পিতা (আবূ হাতিম) আলী বিন মুহাম্মাদ আত-তানাফিসী আবূ বাকর বিন আয়্যাশ আবূ ইসহাক আমর বিন মায়মূন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক মহিলা ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ তিলাওয়াত করছিল। তিনি দাঁড়িয়ে তা শুনতে লাগলেন এবং বললেন হ্যাঁ, আমার নিকট সেই সংবাদ এসেছে।[৪৪৩]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ﴾ **"২. কতক মুখ সেদিন নীচু হবে"** অর্থাৎ নত হবে, কাতাদাহ এ মত ব্যক্ত করেছেন।[৪৪৪] ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: মুখমণ্ডল সেদিন অবনত হবে এবং তাদের আমল কোন কাজ আসবে না।﴿عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ﴾ **"৩. হবে কর্মক্লান্ত, শ্রান্ত"** অর্থাৎ তারা বহু কাজ করেছে, আর তাদের কর্মকাণ্ডে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তথাপি তারা কিয়ামাত দিবসে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে।

হাফিয আবূ বাক্র আল-বুরকানী বর্ণনা করেন, ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আর মুযাকী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক আস সিরাজ হারূন বিন আবদুল্লাহ সায়্যার জা'ফার আবূ ইমরান আল-জাওনী বলেন: উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সন্ন্যাসীর মাঠের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে ডেকে বলেন: ওহে সন্ন্যাসী। তখন সন্ন্যাসী বের হয়ে আসে, আবূ ইমরান বলেন: তখন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার দিকে তাকাতে থাকেন আর ক্রন্দন করেন। তাঁকে বলা হল ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বলেন: আমি আল্লাহ তাআলার কিতাবের একটি আয়াতের কথা স্মরণ করে কাঁদছি (তা হচ্ছে) ﴿عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً﴾ **"হবে কর্মক্লান্ত, শ্রান্ত। তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে"** এই জিনিসটি আমাকে কাঁদিয়েছে।[৪৪৫]

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: ﴿عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ﴾ **"হবে কর্মক্লান্ত, শ্রান্ত"** (তারা হচ্ছে) খ্রিস্টানরা।[৪৪৬] ইকরিমাহ এবং সুদ্দী থেকে বর্ণিত আছে ঃ পার্থিব জীবনে অবাধ্যতা বা নাফরমানির সাথে তাদের কায়িক পরিশ্রম, আর শাস্তি ও ধ্বংসের মাধ্যমে জাহান্নামে ক্লান্তি শ্রান্তি। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হাসান এবং কাতাদাহ বলেন: ﴿تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً﴾ **"৪. তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে"** অর্থাৎ প্রচণ্ড উত্তাপ। ﴿تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ﴾ **"৫. টগবগে ফুটন্ত ঝর্ণা থেকে তাদেরকে পান করানো হবে"** অর্থাৎ সর্বোচ্চ পর্যায়ের উত্তাপ এবং এর স্ফুটনাঙ্ক। আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মুজাহিদ, হাসান এবং সুদ্দী এ মত পোষণ করেছেন।[৪৪৭]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ﴾ **"৬. কাঁটাযুক্ত শুকনো ঘাস ছাড়া তাদের জন্য আর কোন খাদ্য থাকবে না"** আলী বিন আবী তলহাহ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: জাহান্নামের আগুনের বৃক্ষ।[৪৪৮] আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মুজাহিদ, ইকরিমাহ, আবুল জাওযা',

---

৪৪২. আত-তাবারী ২৪/৩৮১।
৪৪৩. দ্রষ্টব্য: ৭২২৭ নং হাদীস। **তাহকীকঃ** দঈফ জিদ্দান।
৪৪৪. আত-তাবারী ২৪/৩৮২।
৪৪৫. মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী কৃত মুসতাদরাক আলাস সাহীহায়ন (মুসতাদরাক আল-হাকিম) হাদীস নাম্বার ৩৯২৫, প্রকাশনায়: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ বৈরূত, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০ ঈসায়ী। উক্ত হাদীসের সানাদে আবূ ইমরান আল-জাওনী তিনি উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাক্ষাৎ পাননি। অথচ তিনি এখানে এমনভাবে বলছেন, যেন তিনি তাঁর সাথেই উপস্থিত ছিলেন।
৪৪৬. সহীহুল বুখারী: সূরাহ গাশিয়ার তাফসীর, ফাতহুল বারী ১৪/১০৭।
৪৪৭. আত-তাবারী ২৪/৩৮৩।

৪৪৮. আত-তাবারী ২৪/৩৮৫।

কাতাদাহ বলেন: এটা হচ্ছে আশ্-শিবরিক (এক ধরনের উদ্ভিদ) কুরাইশরা একে বসন্তকালে আশ-শাবরাক এবং গ্রীষ্মকালে আদ-দরী' বলে। যেমন: ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ﴾ **"কাঁটাযুক্ত শুকনো ঘাস ছাড়া তাদের জন্য আর কোন খাদ্য থাকবে না।"** ইকরিমাহ বলেন: এটা হচ্ছে কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ যা জমিন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।[৪৪৯] ইমাম বুখারী বলেন: মুজাহিদ বলেন: আদ-দরী' হচ্ছে একটি উদ্ভিদ যাকে আশ্-শিবরীক বলা হয়, হিজাযের লোকেরা এ গাছটি শুকিয়ে গেলে তাকে আদ দরী' বলে আর তখন তা বিষে পরিণত হয়।[৪৫০] মা'মার কাতাদাহ থেকে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৪৫১] সাঈদ বর্ণনা করেন কাতাদাহ থেকে ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ﴾ **"কাঁটাযুক্ত শুকনো ঘাস ছাড়া তাদের জন্য আর কোন খাদ্য থাকবে না"** এটা হচ্ছে নিকৃষ্ট, তীব্র বিরক্তিকর ও জঘন্য খাদ্য।[৪৫২]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ﴾ **"৭. যা পুষ্টিসাধন করবে না, আর ক্ষুধাও মিটাবে না"** এতে উদ্দেশ্য পুরণ হবেনা, আর ক্ষতিকর বিষয় এর দ্বারা দূর হয়ে যাবেনা।

৮. কতক মুখ সেদিন হবে আনন্দে উজ্জ্বল।	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ﴿٨﴾
৯. নিজেদের চেষ্টা-সাধনার জন্য সন্তুষ্ট।	لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾
১০. উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ জান্নাতে,	فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾
১১. সেখানে শুনবে না কোন অনর্থক কথাবার্তা,	لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾
১২. সেখানে থাকবে প্রবহমান ঝর্ণা,	فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾
১৩. সেখানে থাকবে উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন আসন,	فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾
১৪. পানপাত্র থাকবে প্রস্তুত।	وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾
১৫. সারি সারি বালিশ,	وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾
১৬. আর থাকবে বিছানো মখমল।	وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾

কিয়ামাত দিবসে জান্নাতবাসীদের অবস্থা

ইতোপূর্বে আল্লাহ তা'আলা হতভাগাদের অবস্থা বর্ণনা করেন। জান্নাতবাসীদের আলোচনা করে তিনি বলেন: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ﴾ **"৮. কতক মুখ সেদিন হবে"** অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে, ﴿نَاعِمَةٌ﴾ **"আনন্দে উজ্জ্বল"** অর্থাৎ আনন্দ তাদের চেহারায় বুঝা যাবে, আর এটা ঘটবে তাদের প্রচেষ্টার কারণে, সুফইয়ান বলেন: ﴿لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ﴾ **"৯. নিজেদের চেষ্টা-সাধনার জন্য সন্তুষ্ট"** তারা তাদের কাজে সন্তুষ্ট হবে।

---

৪৪৯. আত-তাবারী ২৪/৩৮৪।
৪৫০. সহীহুল বুখারী: সূরাহ গাশিয়ার তাফসীর, ফাতহুল বারী ১৪/১০৭।
৪৫১. আত-তাবারী ২৪/৩৮৪।
৪৫২. আত-তাবারী ২৪/৩৮৪।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ "১০. উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ জান্নাতে" অর্থাৎ সুউচ্চ, চমৎকার নিরাপদ গৃহসমূহে। ﴿لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً﴾ "১১. সেখানে শুনবে না কোন অনর্থক কথাবার্তা" অর্থাৎ তারা জান্নাতে (অর্থাৎ) যাতে তারা বাস করবে তাতে শুনবেনা কোন প্রকার অনর্থক কথাবার্তা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾ **"সেখানে তারা শান্তির সম্ভাষণ ছাড়া কোন অপবাক্য শুনবে না"**[৪৫৩] আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿لَا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَأْثِيْمٌ﴾ **"থাকবে না সেখানে কোন বেহুদা বকবকানি, থাকবে না কোন পাপের কাজ"**[৪৫৪] আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيْمًا إِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ **"সেখানে তারা শুনবে না কোন অনর্থক কথাবার্তা, আর পাপের বুলি, এমন কথা ছাড়া যা হবে শান্তিময়, নিরাপদ"**[৪৫৫] ﴿فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ **"১২. সেখানে থাকবে প্রবহমান ঝর্ণা"** বাধাহীনভাবে প্রবাহিত। এখানে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা দেয়ার জন্য এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, সেখানে একটি মাত্র ঝর্ণা থাকবে, বরং শ্রেণী বুঝানোর জন্য ﴿عين جارية﴾ বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে অনেক ঝর্ণা প্রবাহিত হবে।

৭২৫৪. (সহীহ): ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেন, রাবী' বিন সুলায়মান আসাদ বিন মূসা ইবনু স্বাওবান আতা' বিন কুররাহ আবদুল্লাহ বিন দমরাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জান্নাতের নদীসমূহ পাহাড় অথবা মিস্‌ক পর্বতের তলদেশ থেকে প্রবাহিত হবে।[৪৫৬]

﴿فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ﴾ **"১৩. সেখানে থাকবে উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন আসন"** সুউচ্চ, আনন্দদায়ক বহু গদি আঁটা আসনে, সেখানে ছাদের তলদেশ থাকবে সুউচ্চে, যার উপরে ডাগর চোখবিশিষ্ট সুন্দরীরা বসে থাকবে। তাঁরা বলেন: আল্লাহ তাআলার বন্ধু যখন এ সমস্ত উঁচু আসনসমূহে বসতে চাইবে তখন সেটা তার জন্য নুয়ে পড়বে ﴿وَّأَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ﴾ **"১৪. পানপাত্র থাকবে প্রস্তুত"** অর্থাৎ পানপাত্র যেগুলো প্রস্তুত করে ও উপস্থিত করে রাখা হয়েছে এগুলোর অধিকারীদের জন্য যারা তা কামনা করে, (অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের জন্য)। ﴿وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ﴾ **"১৫. সারি সারি তাকিয়া"** আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: النمارق হচ্ছে বালিশ।[৪৫৭] অনুরূপ মত পোষণ করেছেন ইকরিমাহ, কাতাদাহ, দহ্হাক, সুদ্দী, স্বাওরী এবং অন্যরা, আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ﴾ **"১৬. আর থাকবে মখমল– বিছানো"** আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: الزرابي শব্দের অর্থ হচ্ছে গালিচা। অনুরূপ মত পোষণ করেছেন দহ্হাক প্রমুখ। مَبْثُوْثَةٌ (বিছানো) অর্থাৎ এখানে-ওখানে যারা এগুলোর উপরে বসতে চায়।

৭২৫৫. (দঈফ): আমরা এখানে আবূ বাকর বিন আবী দাউদের হাদীসটি বর্ণনা করব ঃ আমর বিন উস্মান আমার পিতা (উস্মান) মুহাম্মাদ বিন মুহাজির দহহাক আল- মাআফিরী সুলায়মান বিন মূসা কুরায়ব উসামাহ বিন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

"أَلَا هَلْ مِنْ مُشَمِّرٍ لِلْجَنَّةِ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا، هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُوْرٌ يَتَلَأْلَأُ وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ، وَقَصْرٌ مَشِيْدٌ، وَنَهْرٌ مُطَّرِدٌ، وَثَمَرَةٌ نَضِيْجَةٌ وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيْلَةٌ، وحُلَلٌ كَثِيْرَةٌ، وَمَقَامٌ فِي أَبَدٍ فِي دَارٍ سَلِيْمَةٍ، وَفَاكِهَةٍ وَخُضْرَةٍ، وَحَبْرَةٍ وَنَعْمَةٍ، فِي مَحَلَّةٍ عَالِيَةٍ بَهِيَّةٍ؟". قَالُوْا: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، نَحْنُ الْمُشَمِّرُوْنَ لَهَا. قَالَ: " قُوْلُوْا: إِنْ شَاءَ اللهُ". قَالَ الْقَوْمُ: إِنْ شَاءَ اللهُ.

---

৪৫৩. সূরাহ মারইয়াম, ১৯ঃ ৬২।

৪৫৪. সূরাহ আত-তূর ৫২ঃ ২৩।

৪৫৫. সূরাহ ওয়াকিয়াহ, ৫৬ঃ ২৫-২৬।

৪৫৬. ইবনু হিব্বান ২৬২২, ৭৩৬৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩৪১০৬, মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক ২০৮৭৩, জামিউল আহাদীস ৪০১২৫। সানাদটি হাসান। **তাহকীকঃ** সহীহ

৪৫৭. আত-তাবারী ২৪/৩৮৭।

জান্নাতের জন্য প্রস্তুত কেউ আছো কী? কেননা জান্নাত কল্পনায় আসবে না। কা'বার প্রভূর কসম! এর রয়েছে ঝলকানো আলো, শস্য-কুল, আন্দোলিত হয় এমন সাজানো প্রাসাদ, চলমান নদী, তাজা ফল, সুন্দরী নারী, অসংখ্য কাপড়, চির সুখের স্থান, সবুজ ফল-ফলাদি, অসংখ্যা নিআমত, পর্দানশীন বউ, উঁচু মনোরাম স্থান। তারা বলল ঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল আমরা তার জন্য প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ ইনশা আল্লাহ বল, তখন তারা ইনশা আল্লাহ বলল।[৪৫৮] ইমাম ইবনু মাজাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদীসটি ❮আব্বাস বিন উস্‌মান আদ দিমাশকী❯❮আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম❯❮মুহাম্মাদ বিন মুহাজির❯ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৪৫৯]

১৭. (কিয়ামত হবে একথা যারা অমান্য করে) তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না, (সৃষ্টি কুশলতায় ভরপুর ক'রে) কী ভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে?	أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾
১৮. এবং আসমানের দিকে, কীভাবে তা উর্ধ্বে উঠানো হয়েছে?	وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾
১৯. এবং পর্বতমালার দিকে, কী রকম দৃঢ়ভাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে?	وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾
২০. আর জমিনের দিকে, কীভাবে তাকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে?	وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾
২১. কাজেই তুমি তাদেরকে উপদেশ দাও, তুমি একজন উপদেশদাতা মাত্র।	فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾
২২. তুমি তাদের ওপর জবরদস্তিকারী নও।	لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾
২৩. তবে কেউ কুফুরি করলে এবং মুখ ফিরিয়ে নিলে	إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾
২৪. আল্লাহ তাকে মহাশাস্তিতে শাস্তি দেবেন।	فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾
২৫. তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।	إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾
২৬. অতঃপর তাদের হিসাব নেয়া তো আমারই কাজ।	ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾

উট, আসমান, পাহাড় এবং জমিনের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করে দেখার প্রতি আহ্বান

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর সৃষ্টিকূলের প্রতি লক্ষ্য করে দেখার নির্দেশ দিচ্ছেন যেগুলো তাঁর ক্ষমতা এবং তাঁর মহত্বের প্রমাণ বহন করে। ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾﴾ **"১৭. (কিয়ামাত হবে একথা যারা অমান্য করে"** তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না, (সৃষ্টি কুশলতায় ভরপুর ক'রে) কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে?) কেননা এটা হচ্ছে বিস্ময়কর সৃষ্টি। যে পদ্ধতিতে একে সৃষ্টি তা অদ্ভূত,

৪৫৮. দঈফ আল-জামি' ২১৮০, দঈফাহ ৩৩৫৮, আদ-দুররুল মানসূর ১/৯১, ইবনু হিব্বান ৭৩৮১, আল-বায়হাকী ফিল বা'স্রে ওয়াল মানসূর ৪৩৩। **তাহকীক আলবানী ঃ** দঈফ।

৪৫৯. সূরাহ ইয়াসীন ৫৭ নং আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

কেননা এটা অতিরিক্ত শক্তিশালী অথচ শান্ত, ভারী বোঝা বহনে সক্ষম। সে তার তুলনায় দুর্বল আরোহীর দ্বারা পরিচালিত হওয়াকে মেনে নেয়, একে খাওয়া যায়, এর পশম দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, এর দুধ পান করা যায়। তাদেরকে এই পশুর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে কেননা আরবদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গৃহপালিত জন্তু হচ্ছে উট। কাদী শুরায়হ বলতেন ঃ আমাদের সাথে বের হয়ে আসো যাতে আমরা দেখতে পারি উটকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, আসমানকে কিভাবে উপরে তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কিভাবে একে জমিন থেকে এই মহাশূন্যে উত্তোলন করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ﴾ **"তারা কি তাদের উপরে অবস্থিত আকাশের দিকে তাকায় না, কিভাবে আমি তাকে বানিয়েছি, তাকে সুশোভিত করেছি আর তাতে নেই কোন ফাটল?"**[৪৬০]

﴿وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ **"১৯. এবং পর্বতমালার দিকে, কিরকম দৃঢ়ভাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে?"** অর্থাৎ একে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এটা স্থির, যাতে করে এটা এর অধিবাসীদের নিয়ে হেলে না পড়ে। তিনি এতে উপকারী বস্তু এবং খনিজসম্পদ দিয়ে রেখেছেন। ﴿وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ **"২০. আর জমিনের দিকে, কিভাবে তাকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে?"** অর্থাৎ কিভাবে একে বিছিয়েছেন, প্রসারিত করেছেন এবং মসৃন করেছেন। তিনি একজন বেদুইনকে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন যেন সে মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করে উটের প্রতি যার উপরে সে সওয়ার হয়, আসমানের প্রতি যা তার উপরে রয়েছে, পাহাড়ের প্রতি যা তার সামনে আসে এবং জমিনের প্রতি যা তার তলদেশে রয়েছে। এ সব কিছু এগুলোর সৃষ্টিকর্তার শক্তি-ক্ষমতা প্রমাণ করে, আর আল্লাহ তা'আলা মহান রব্ব, স্রষ্টা, অধিপতি, কর্তৃত্বকারী, আর তিনি উপাস্য যিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদাতের উপযুক্ত নয়।

দিমাম বিন স্না'লাবার ঘটনা

এভাবে দিমাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে জিজ্ঞেস করার পর শপথ করেছিল,

৭২৫৬. (স্বহীহ): যেমন ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, হাশিম ইবনুল কাসিম সুলায়মান ইবনুল মুগীরাহ স্নাবিত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কোন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। আমাদের এটা পছন্দ হত যে, কোন গ্রাম্য বিচক্ষণ ব্যক্তি এসে তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করুক আর আমরা তা শ্রবণ করি। জনৈক গ্রাম্য লোক এসে জিজ্ঞেস করে ঃ হে মুহাম্মাদ, আমাদের নিকট আপনার দূত এসে দাবি করেছে, আপনি নাকি দাবি করেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে প্রেরণ করেছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: সে সত্য বলেছে। সে বলল ঃ আসমান সৃষ্টি করেছেন কে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ। সে বলল ঃ কে জমিন সৃষ্টি করেছেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ। কে এই পাহাড়-পর্বত খাড়াভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন? আর এতে যা কিছু সৃষ্টি করার করেছেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ। সে বলল ঃ সেই সত্তার শপথ, যিনি আসমান-জমিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং এ সমস্ত পাহাড়-পর্বত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে পাঠিয়েছেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: হ্যাঁ। সে বলল ঃ আপনার দূত দাবি করেছে ঃ আমাদের উপরে নাকি দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্তের স্বলাত আদায় করা আবশ্যক? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: সে সত্য বলেছে। সে বলল ঃ সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন: হ্যাঁ। সে বলল ঃ আপনার দূত দাবি করেছে ঃ আমাদের উপরে নাকি আমাদের সম্পদের যাকাত আদায় করা আবশ্যক? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: সে

৪৬০. সূরাহ কাফ, ৫০ঃ ৬।

সত্য বলেছে। সে বলে ঃ সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ তাআলা কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন: হ্যাঁ। সে বলে ঃ আপনার দূত দাবি করেছে ঃ আমাদের উপরে নাকি বছরে রমাদান মাসে সিয়াম পালন করা আবশ্যক? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: হ্যাঁ। সে সত্য বলেছে, সে বলে ঃ সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ তাআলা কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন: হ্যাঁ। সে বলে ঃ আপনার দূত দাবি করেছে ঃ আমাদের মাঝে যে সামর্থ্য রাখে তার উপরে নাকি বায়তুল্লাহর হজ্জ করা আবশ্যক? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: সে সত্য বলেছে। স্নাবিত বলেন: এরপর সে এ কথা বলতে বলতে ফিরে যায় ঃ তাঁর শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমি এর চেয়ে কোন কিছু বেশীও করব না। আবার এর চেয়ে কোন কিছু কমও করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যদি সে সত্য বলে থাকে তবে অবশ্য অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৪৬১] এই হাদীস্র ইমাম বুখারী তা'লীকভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম ☆[আমর বিন নাকিদ][আবূ নাদর হাশিম ইবনুল কাসিম]☆ এর সূত্রে, ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ সুলায়মান ইবনুল মুগীরাহ'র সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৭২৫৭. (স্রহীহ): ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ তারা সকলে ☆[লায়স্র বিন সা'দ][সাঈদ আল-মাকবূরী][শারীক বিন আবদুল্লাহ বিন আবী নামির][আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]☆ এর সূত্রে দীর্ঘ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। অন্যরা বলেন, দিমাম বিন সা'লাবা ছিলেন বানী সা'দ বিন বাকর এর ভাই।[৪৬২]

৭২৫৮. (মুনকার): আল-হাফিয আবূ ইয়া'লা বলেন, ☆[ইসহাক][আবদুল্লাহ বিন জাফার][আবদুল্লাহ বিন দীনার][ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]☆ বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ امْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ، مَعَهَا ابْنٌ لَهَا تَرْعَى غَنَمًا، فَقَالَ لَهَا ابْنُهَا: يَا أُمَّهْ، مَنْ خَلَقَكِ؟ قَالَتِ: اللهُ. قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ أَبِي؟ قَالَتِ: اللهُ. قَالَ: فَمَنْ خَلَقَنِي؟ قَالَتِ: اللهُ. قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَتِ: اللهُ. قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ قَالَتِ: اللهُ. قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْجَبَلَ؟ قَالَتِ: اللهُ. قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ هَذِهِ الْغَنَمَ؟ قَالَتِ: اللهُ. قَالَ: إِنِّي لَأَسْمَعُ لِلَّهِ شَأْنًا. وَأَلْقَى نَفْسَهُ مِنَ الْجَبَلِ فَتَقَطَّعَ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا يُحَدِّثُنَا هَذَا.

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রায়ই আমাদেরকে একটি ঘটনা শুনাতেন যে, জাহেলী যুগে জনৈকা মহিলা কোন এক পাহাড়ের উপর ছাগল চরাত। সঙ্গে ছিল তার ছোট্ট একটি ছেলে। একদিন ছেলে জিজ্ঞেস করল, মা তোমাকে কে সৃষ্টি করেছে? সে বলল আল্লাহ। ছেলে জিজ্ঞেস করল, আমার আব্বাকে কে সৃষ্টি করেছেন? মহিলা উত্তর দিল, আল্লাহ। ছেলে জিজ্ঞেস করল, আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন? মহিলা বলল ঃ আল্লাহ। ছেলে জিজ্ঞেস করল, পর্বত কে সৃষ্টি করেছেন? মহিলা বলল ঃ আল্লাহ। ছেলে জিজ্ঞেস করল, এই বকরীগুলো কে সৃষ্টি করেছেন? মহিলা বলল ঃ আল্লাহ। উত্তর শুনে শিশুটি বলে উঠল তবে তো আল্লাহ পবিত্র মহান ও নিরতিশয় মর্যাদার অধিকারী। এই বলে শিশুটি আল্লাহর প্রেমে ও মহত্বে বিমোহিত হয়ে পাহাড়ের চূড়া হতে গড়িয়ে পড়ে এবং ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মারা যায়। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রায়শই আমাদেরকে এ ঘটনাটি শুনাতেন।[৪৬৩] ইবনু দীনার বলেন, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও আমাদেরকে প্রায়শই এই ঘটনাটি শুনাতেন।

---

৪৬১. মুসলিম ১২, আহমাদ ৩/১৪৩। **তাহকীক আলবানী** ঃ সহীহ।

৪৬২. সহীহুল বুখারী ৬৩, মুসলিম ১২, সুনান আন-নাসাঈ ২০৯১, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ২৪০১, তিরমিযী ৪১৯। **তাহকীক আলবানী** ঃ সহীহ।

৪৬৩. এ হাদীস্রটি দুর্বল। কারণ উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ (সঠিক হচ্ছে ওবাইদুলাহ) বিন জা'ফার হলেন আল-মাদীনী। তিনি ইমাম আলী ইবনুল মাদীনীর পিতা। তার সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল- উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপরে শুধুমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে প্রচার করা

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿فَذَكِّرْ ۗ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ۝ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۝﴾ **"২১. কাজেই তুমি তাদেরকে উপদেশ দাও, তুমি একজন উপদেশদাতা মাত্র। ২২. তুমি তাদের ওপর জবরদস্তিকারী নও"** অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ, তুমি তাদের নিকট যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ তা স্মরণ করিয়ে দাও, ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ **"তোমার দায়িত্ব হল প্রচার করে দেয়া, আর হিসেব নেয়ার কাজ হল আমার"**[৪৬৪] এজন্যই তিনি বলেন, ﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ﴾ অর্থাৎ **তুমি তাদের ওপর জবরদস্তিকারী নও**। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মুজাহিদ প্রমুখ বর্ণনা করেন ঃ তুমি তাদের উপরে জবরদস্তকারী নও।[৪৬৫] অর্থাৎ তুমি তাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করাতে পারবে না। ইবনু যায়দ বলেন: তুমি সেই ব্যক্তি নও যে তাদেরকে ঈমান গ্রহণে জরবদস্তি করতে পার।[৪৬৬]

৭২৫৯. (সহীহ্): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ০[ওয়াকী'][সুফইয়ান][আবুয যুবায়র][জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০ বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা বলে ঃ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। যখন তারা এ কথা বলে তখন আমার থেকে তাদের জান ও মাল নিরাপদ। তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে (তাদেরকে হত্যা করা যাবে) আর তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহ তা'আলার নিকট।[৪৬৭] এরপর তিনি পাঠ করেন ঃ ﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ﴾ **"তুমি তাদের ওপর জবরদস্তিকারী নও"**।[৪৬৮] এভাবে ইমাম মুসলিম 'কিতাবুল ঈমানে' এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ তাঁদের সুনান গ্রন্থদ্বয়ে 'তাফসীর অধ্যায়ে' এ হাদীস উল্লেখ করেছেন।[৪৬৯] এই হাদীস বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।[৪৭০]

যে ব্যক্তি সত্য থেকে ফিরে যায় তার প্রতি হুঁশিয়ারী

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۝﴾ **"২৩. তবে কেউ কুফুরি করলে এবং মুখ ফিরিয়ে নিলে"** অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল করা থেকে ফিরে যায় এবং অন্তর ও জবান দ্বারা সত্যকে অস্বীকার করে। এটা আল্লাহ তা'আলার এ আয়াতের মত ঃ ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ **"কিন্তু না, সে বিশ্বাসও করেনি, স্বালাতও আদায় করেনি। বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছিল আর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।"**[৪৭১] এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝﴾ **"২৪. আল্লাহ তাকে মহাশাস্তিতে শাস্তি দেবেন"**

বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে সন্দেহ করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসাঈ বলেন, তিনি মিথ্যা বলার বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল হিসেবে উলেখ করেছেন। আবদুর রহমান বিন মাহদী তার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩২০৬)। ওকাইলী "আযযু'আফা" গ্রন্থে (নং ৭৯২-২/২৩৯) বলেন ঃ এ হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। শাইখ আলবানী বলেন ঃ হাদীসটি মুনকার জিদ্দান (খুবই মুনকার)। দেখুন "সিলসিলাহ দঈফাহ" (৬৫০১)।

৪৬৪. সূরাহ আর-রা'দ, ১৩ঃ ৪০।
৪৬৫. আত-তাবারী ২৪/৩৯০।
৪৬৬. আত-তাবারী ২৪/৩৯০।
৪৬৭. মুসলিম ২১। **তাহকীক আলবানী** ঃ সহীহ।
৪৬৮. আহমাদ ১৩৭৯৭।
৪৬৯. মুসলিম ২১, তিরমিযী ৩৩৪১, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৬৭০, সুনান ইবনু মাজাহ ৩৯২৮, আবূ দাউদ ২৬৪২।
৪৭০. সহীহুল বুখারী ২৫, মুসলিম ২১।

৪৭১. সূরাহ কিয়ামাহ, ৭৫ঃ ৩১-৩২।

৭২৬০. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ❮কুতায়বাহ❯❮লায়স্ব❯❮সাঈদ বিন আবী হিলাল❯❮আলী বিন খালিদ ❯❮আবূ উমামাহ আল-বাহিলী❯❮তিনি একদিন খালিদ বিন ইয়াযীদ বিন মুআবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ কে জিজ্ঞেস করলেন আপনার কাছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখ হতে শুনা সবচেয়ে সহজ হাদীস্ব কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলেত শুনেছি যে, তিনি বলেন, শোনো! প্রত্যেক মানুষই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে সেই ব্যক্তি নয় যে মালিকের সঙ্গে অবাধ্যতাকারী উটের ন্যায় তার সঙ্গে অবাধ্যতা করে। হাদীস্বটি ইমাম আহমাদ এককভাবে বর্ণনা করেছে। আলী বিন খালিদ ও হাদীস্বটি ইবনু আবী হাতিম থেকে তার পিতা (আবূ হাতিম) এর সূত্রে হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাতে কোন কিছু বর্ধিত করেননি। হাদীস্বটি আবূ উমামাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে আর তার থেকে সাঈদ বিন আবী হিলাল হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।[৪৭২]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ﴾ **"২৫. তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে"** অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যবর্তনস্থল ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۝﴾ **"২৬. অতঃপর তাদের হিসাব নেয়া তো আমারই কাজ"** অর্থাৎ আমরা তোমাদের আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করব, আর এগুলোর প্রতিদান দিব। যদি আমল ভাল হয় তবে পুরস্কার, আর যদি মন্দ হয় তবে শাস্তি।

সূরাহ আল-গাশিয়ার তাফসীর সমাপ্ত। আল্লাহ তাআলার সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

সূরাহ্ আল-ফাজ্‌রের তাফসীর

মক্কায় অবতীর্ণ

স্বালাতে সূরা-আল ফাজ্‌র পাঠ

৭২৬১. (স্বহীহ): নাসাঈ বর্ণনা করেন, ❮আবদুল ওয়াহহাব ইবনুল হাকাম❯❮ইয়াহইয়া বিন সাঈদ❯❮ সুলায়মান❯❮মুহারিব বিন দীস্বার ও আবূ স্বালিহ❯❮জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ বলেন: মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) স্বালাত আদায় করেন, এক ব্যক্তি এসে তাঁর সাথে স্বলাতে অংশ নেয়। কিন্তু স্বালাত লম্বা হওয়ায় লোকটি মসজিদের এক পার্শ্বে স্বালাত আদায় করে চলে যায়। এ কথা যখন মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট পৌঁছে তখন তিনি বলেন: (লোকটি) মুনাফিক, এরপর মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অবহিত করলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুবককে জিজ্ঞেস করেন। ফলে সে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাঁর সাথে স্বালাত আদায় করতে এসেছি। কিন্তু তিনি আমার জন্য (কিরাআত) অত্যন্ত দীর্ঘ করে। ফলে আমি ফিরে গিয়ে মসজিদের এক পার্শ্বে স্বালাত আদায় করে নেই। এরপর আমি আমার উটনীকে খাদ্য খাওয়াতে চলে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: হে মুআয! তুমি কি ফিৎনা সৃষ্টিকারী? তুমি ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ **"তোমার মহান রব্বের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর"**,﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ **"শপথ সূর্যের ও তার (উজ্জ্বল) কিরণের"** ﴿وَالْفَجْرِ﴾ **"১. উষার শপথ"**﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ **"শপথ রাতের যখন তা (আলোকে) ঢেকে দেয়"** এ সমস্ত সূরাহ পড়া থেকে কোথায় ছিলে?[৪৭৩]

---

৪৭২. মুসতাদরাক ১৮৪, ৭৬২৭, জামিউল আহাদীস্ব ৪৬৫৭, মুসনাদ আল-জামি' ৫৩৪৭, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৮৬৯৯, স্বহীহ আল-জামি' ৪৫৭০, সিলসিলাতুস স্বহীহাহ ২০৪৩, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৬৭২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৪৭৩. সুনান আন সানায়ী ফিল কুবরা ১১৬৭৩। সূরাহ ইনফিতার ও সূরাহ আত-তারিক এর মাঝে এর ফাদিলাত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। **তাহকীক ঃ** স্বহীহ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

وَالْفَجْرِ ① — ১. ঊষার শপথ,

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ② — ২. (জিলহাজ্জ মাসের প্রথম) দশ রাতের শপথ,

وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ③ — ৩. জোড় ও বেজোড়ের শপথ,

وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ④ — ৪. আর রাতের শপথ যখন তা গত হতে থাকে,

هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ⑤ — ৫. অবশ্যই এতে জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য শপথ আছে।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ⑥ — ৬. তুমি কি দেখনি তোমার রব্ব 'আদ জাতির সঙ্গে কী ব্যবহার করেছিলেন?

اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ⑦ — ৭. উচ্চ স্তম্ভ নির্মাণকারী ইরাম গোত্রের প্রতি?

الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ⑧ — ৮. যার সমতুল্য অন্য কোন দেশে নির্মিত হয়নি।

وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ⑨ — ৯. এবং সামূদের প্রতি যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল?

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ⑩ — ১০. এবং (সেনা ছাউনী স্থাপনের কাজে ব্যবহৃত) কীলক-এর অধিপতি ফেরাউনের প্রতি?

الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ⑪ — ১১. যারা দেশে সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ করেছিল,

فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ⑫ — ১২. আর সেখানে বহু বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ⑬ — ১৩. অতঃপর তোমার রব্ব তাদের উপর শাস্তির চাবুক হানলেন

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ⑭ — ১৪. তোমার রব্ব অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন (যেমন ঘাঁটিতে শত্রুর প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়)।

الفجر শব্দটি প্রসিদ্ধ, তা হচ্ছে ভোর বা সকাল। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), ইকরিমাহ, মুজাহিদ এবং সুদ্দী এ মত পোষণ করেছেন।[৪৭৪] মাসরূক এবং মুহাম্মাদ বিন কা'ব থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরবানির দিনের সকাল বেলা, এটি হচ্ছে দশটি রাত্রির শেষ।[৪৭৫]

আর ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ দশ রাত্রির দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যিলহজ্জ মাসের দশ দিন। এ মত পোষণ করেছেন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), ইবনু যুবায়র, মুজাহিদ এবং আরও পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণ।[৪৭৬]

---

৪৭৪. আত-তাবারী ২৪/৩৯৫, আল-বাগাবী ৪/৪৮১।
৪৭৫. আল কুরতুবী ২০/৩৯।
৪৭৬. আত-তাবারী ২৪/৩৯৬।

৭২৬২. (স্বহীহ): স্বহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেন, এ সমস্ত দিবসের চেয়ে এমন কোন দিবস নেই যাতে আল্লাহ তাআলার নিকট সৎ কর্মসমূহ অধিক পছন্দনীয় হয়। অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের দশদিন। স্বাহাবীরা বলেন: আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদও নও? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদও নয়, তবে ঐ ব্যক্তির কথা ভিন্ন যে তার জান-মাল সহকারে বের হয় এরপর সে ওগুলোর আর কিছুই নিয়ে ফিরে আসেনা।[৪৭৭] কেউ বলেন, দশ দিবস দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুহাররামের দশ দিন। আবূ জা'ফর বিন জারীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এটি বর্ণনা করেছেন। ⟨আবূ কুদায়নাহ⟩⟨কাবূস বিন আবী যিবইয়ান⟩⟨তার পিতা (আবূ যিবইয়ান)⟩⟨ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ দ্বারা উদ্দেশ্যে হল রমাদানের প্রথম দশদিন।

৭২৬৩. (মাওকূফ স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ⟨যায়দ ইবনুল হুবাব⟩⟨আয়্যাশ বিন উকবাহ⟩⟨খায়র বিন নুআয়ম⟩⟨আবুয যুবায়র⟩⟨জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ العشر হচ্ছে ঈদুল আদহার দিবস, الوتر হচ্ছে আরাফাহর দিবস এবং الشفع হচ্ছে কুরবানীর দিবস।[৪৭৮] ইমাম নাসাঈ এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[৪৭৯] এ হাদীস্রের সনদের ব্যক্তিদের ব্যাপারে অসুবিধা নেই। আমার (ইবনু কাস্রীরের) নিকট এ হাদীস্রের মূল ভাষ্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হওয়ার ক্ষেত্রে نكارة (চতুরতা) রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ভাল জানেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ **"৩. জোড় ও বেজোড়ের শপথ"**

প্রথম কওল (বক্তব্য) ঃ এই হাদীস্রে ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, الوتر হচ্ছে আরাফার দিন, কেননা তা নবম দিনে এবং الشفع হচ্ছে কুরবানীর দিবস। কেননা তা দশম দিবসে, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইকরিমাহ, দহ্হাকও এ মত ব্যক্ত করেছেন।[৪৮০] (অবশ্য) এ দু'টো শব্দের ব্যাপারে আরও উক্তি রয়েছে।

দ্বিতীয় কওল ঃ ইবনু আবী হাতিম বলন, ⟨আমার পিতা (আবূ হাতিম)⟩⟨আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ⟩⟨উকবাহ বিন খালিদ⟩⟨ওয়াস্বিল ইবনুস সাইব⟩⟨তিনি বলেন, আতা' (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)⟩ কে ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করছিলাম যে الْوَتْرِ দ্বারা উদ্দেশ্যে কি আমাদের এই বিতর নামায? উত্তরে তিনি বললেন, না তা নয়; বরং الْوَتْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য কুরবানীর রাত আর وَالشَّفْعِ দ্বারা উদ্দেশ্যে আরাফার দিন।

তৃতীয় কওল ঃ ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⟨মুহাম্মাদ বিন আমির বিন ইবরাহীম আল-আস্বাহী⟩⟨আমার পিতা (আমির বিন ইবরাহীম)⟩⟨নু'মান বিন আবদুস সালাম⟩⟨আবূ সাঈদ বিন আওফ⟩⟨মক্কার জনৈক ব্যক্তি⟩⟨বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ একদিন জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! وَالشَّفْعِ ও الْوَتْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? তিনি বললেন ঃ ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ এই আয়াতে যে দুই দিবসের কথা বলা হয়েছে। وَالشَّفْعِ দ্বারা সেই দুই দিবস উদ্দেশ্য। আর الْوَتْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হল সেই এক দিবস যার কথা ومن تأخر فلَا إثم عليه এই আয়াতে বলা হয়েছে। ইবনু

---

৪৭৭. সহীহুল বুখারী ৯৬৯, আবূ দাউদ ২৪৪০, তিরমিযী ৭৫৭। **তাহকীক আলবানী ঃ** সহীহ।

৪৭৮. আহমাদ ১৪১০২, বাযযার ২২৮৬, তিনি জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস্র থেকে বর্ণনা করেছেন। হাকিম উক্ত হাদীস্রটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী সেটিকে সমর্থন করেছেন। হায়স্রামী তার আল-মাজমা' ৭/১৩৭ এর মাঝে বলেন, সানাদের সকল রাবী স্রিকাহ তবে আয়্যাশ বিন উকবাহ ব্যতীত। মুহাক্কিকবৃন্দ বলেন, আবুয যুবায়র থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। যদিও তিনি মুসলিমের রাবী হয়ে থাকেন তিনি একজন মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আন আন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীকঃ** মাওকূফ সহীহ।

৪৭৯. সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ৪১০১।

৪৮০. আত-তাবারী ৩৭০৭৩।

জুরায়জ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, মুহাম্মদ বিন মুরতাফি' আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ইবনুয যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলতে শুনেছেন, الشفع দ্বারা উদ্দেশ্য আইয়্যামে তাশরীকের মধ্য দিন আর الوتر দ্বারা উদ্দেশ্য শেষ দিন। ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু জারীর তারা ইবনু জুরায়জ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৭২৬৪. (দঈফ): অতঃপর ইবনু জারীর বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত, যা আমাদের পূর্বোক্ত কওলটিকে শক্তিশালী করে। আমাদের কাছে উল্লেখ করা হয়েছে ০{ইবনুয যুবায়র}{আবদুল্লাহ বিন আবী যিয়াদ আল-কাতওয়ানী}{যায়দ ইবনুল হুবাব}{আয়্যাশ বিন উকবাহ}{খায়র বিন নুআয়ম}{আবুয যুবায়র}{জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, الشفع দ্বারা উদ্দেশ্য আইয়্যামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিন আর الوتر দ্বারা উদ্দেশ্য শেষ দিন।[৪৮১]

৭২৬৫. (স্বহীহ): স্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اِسْمًا، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وهو وتر يحب الوتر আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম আছে, যে ব্যক্তি সেগুলো মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন।[৪৮২]

চতুর্থ কওল ঃ হাসান বাসরী ও যায়দ বিন আসলাম বলেন, ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ দ্বারা উদ্দেশ্য সৃষ্টিকুল যাতে জোড়ও আছে বেজোড়ও আছে। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা গোটা সৃষ্টির নামে শপথ করেছেন। এ মতটি মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তবে প্রথম মতটিই প্রসিদ্ধ। আওফী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা বেজোড় ও এক আর তোমরা জোড়। কেউ কেউ বলেন, الشَّفْعِ অর্থঃ ফজর সলাত আর الْوَتْرِ অর্থঃ মাগরিব সলাত।

পঞ্চম কওলঃ ০{ইবনু আবী হাতিম}{আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জু}{উবায়দ বিন মূসা}{ইসরাঈল}{আবূ ইয়াহইয়া}{মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)}০ বলেন, الشَّفْعِ অর্থঃ জোড় এবং الْوَتْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা। আবূ আবদুল্লাহ মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ বলেন, বেজোড় আর সমগ্র সৃষ্টি জগত জোড় কেউ পুরুষ কেউ নারী। ইবনু আবী নাজীহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতে বর্ণনা করেন, তিনি ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবই জোড়। আসমান-জমিন, নদী-সমুদ্র, জিন-মানুষ ও চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি সবই জোড়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون আমি প্রত্যেকটি জিনিস জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছি যাতে করে তোমরা উপলব্ধি করতে পারো।[৪৮৩]

ষষ্ঠ কওল ঃ কাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাসান (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ দ্বারা জোড় ও বেজোড় সংখ্যা উদ্দেশ্য।

সপ্তম কওল ঃ আয়াতে কারীমার ব্যাপারে ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু জারীর তারা ইবনু জুরায়জ থেকে বর্ণনা করেন, অতঃপর ইবনু জারীর বলেন, ইবনুয যুবায়র কর্তৃক নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, ০{আবদুল্লাহ বিন আবী যিয়াদ আল কাতওয়ানী}{যায়দ ইবনুল হুবাব}{আয়্যাশ বিন উকবাহ}{খায়র বিন নুআয়ম}{আবুয যুবায়র}{জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, الشفع দ্বারা দুই

---

৪৮১. তাবারী ৩৭১০২, তিনি জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন। আর সেখানে আবুয যুবায়র একজন মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও আন আন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীকঃ** দঈফ। একাধিক রাবী ভিন্ন শব্দে হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন, যা পূর্বোল্লেখ করা হয়েছে।

৪৮২. সূরাহ আল-আ'রাফ, ৭ঃ ১৮ নং আয়াতে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৪৮৩. সূরাহ আয-যারিয়াত, ৫১ঃ ৪৯।

দিন এবং الْوَتْرِ দ্বারা তৃতীয় দিবস উদ্দেশ্য।[৪৮৪] এই বর্ণনাটি এই শব্দেই বর্ণিত হয়েছে, আর তা আহমাদ, নাসাঈ ও ইবনু আবী হাতিম এবং অন্যরাও যারা তা বর্ণনা করেছেন তাদের রেওয়ায়াতের বিপরীত। এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বজ্ঞ। আবুল আলিয়াহ ও রাবী' বিন আনাস প্রমুখ বলেন, এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্বালাত। আর তা হলো وَالشَّفْعِ দ্বারা চার বা দুই রাকাআত বিশিষ্ট স্বলাত, আর الْوَتْرِ দ্বারা মাগরীবের সালাতকে বুঝায়। কেননা এটি তিন রাকাত বিশিষ্ট আর তা হলো দিনের বেজোড়। অনুরূপভাবে রাতে তাহাজ্জুদের শেষের বিতর। ০{আবদুর রায্যাক}{মা'মার}{কাতাদাহ}{ইমরান হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ বলেন, {وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} দ্বারা উদ্দেশ্য পাঁচ ওয়াক্ত ফারদ স্বলাত, যার কিছু জোড় ও কিছু বেজোড়। এটি মুনকাতি' ও মাওকূফ। তার শব্দ ফারদ এর সাথে খাস। আর মারফূ' সূত্রে মুত্তাস্বিল সানাদে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যে হাদীস্বটি বর্ণিত হয়েছে তা আম।

৭২৬৬. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বলেন, ০{আবূ দাউদ আত-তায়ালাসী}{হাম্মাম}{কাতাদাহ}{ইমরান বিন ইস্বাম}{বাস্বরার এক উসতায (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত)}{ইমরান বিন হুস্বায়ন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে {وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এর দ্বারা স্বালাত উদ্দেশ্য, এর কিছু জোড় ও কিছু বেজোড়।[৪৮৫] ইবনু জারীর ০{বুনদার}{আফফান}{হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া}{কাতাদাহ}{ইমরান বিন ইস্বাম}{কোন এক উসতায (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত)}{ইমরান বিন হুস্বায়ন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ ০{আবূ কুরায়ব}{উবায়দুল্লাহ বিন মূসা}{হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া}{কাতাদাহ}{ইমরান বিন ইস্বাম}{কোন এক উসতায (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত)}{ইমরান বিন হুস্বায়ন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ অনুরূপভাবে আবূ ঈসা আত-তিরমিযী ০{আমর বিন আলী}{ইবনু মাহদী ও আবূ দাউদ}{হাম্মাম}{কাতাদাহ}{ইমরান বিন ইস্বাম}{বাস্বরাহ'র এক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত)}{ইমরান বিন হুস্বায়ন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। খালিদ বিন কায়স কাতাদাহ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমরান বিন ইস্বাম নিজে ইমরান বিন হুস্বায়ন থেকেও বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৭২৬৭. আমি (ইবনু কাস্রীর) **বলবঃ** ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেন, ০{আহমাদ বিন সিনান আল-ওয়াসিতী}{ইয়াযীদ বিন হারূন}{হাম্মাম}{কাতাদাহ}{ইমরান বিন ইস্বাম আদ দবঈ – বাসরাহ'র এক শায়খ}{ইমরান বিন হুস্বায়ন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদীস্ব উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে আমি তার তাফসীর গ্রন্থে লক্ষ্য করেছি যে, বাসরাহ'র সেই শায়খ হলোঃ ইমরান বিন ইস্বাম আদ দবঈ।[৪৮৬]

৭২৬৮. (দঈফ): অনুরূপভাবে ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, ০{নাস্র বিন আলী}{আমার পিতা (আলী)}{খালিদ বিন কায়স}{কাতাদাহ}{ইমরান বিন ইস্বাম}{ইমরান বিন হুস্বায়ন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে {وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} সম্পর্কে বলেন, তা হলো স্বালাত, তার মাঝে জোড় ও বেজোড় রয়েছে।[৪৮৭] সুতরাং এখন সেই ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত শায়খ রহিত হয়ে গেল। ইমরান বিন ইস্বাম আদ দবঈ আবূ উমারাহ আল-বাস্বারী তিনি এককভাবে হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বানী দুবায়আহ'র মাসজিদের ইমাম ছিলেন, আর তিনি ছিলেন আবূ জামরাহ নাস্র বিন ইমরান আদ দুবাঈ এর পুত্র। তার থেকে কাতাদাহ, তার পুত্র আবূ জামরাহ, আল মুস্বান্না বিন সাঈদ ও আবুত তায়্যাহ ইয়াযীদ বিন হুমায়দ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তাকে স্বিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। খালীফা বিন খায়্যাত বাসরাহ'র তাবিঈনদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

---

৪৮৪. ইবনু জারীর ৩০/১০৯।

৪৮৫. আহমাদ ১৯৪১৮, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/৫২২, মু'জামুল কাবীর ১৪৯৮২, তিরমিযী ৩৩৪২, মুসনাদ আল-জামি' ১০৮৯৫, জামিউল উসূল ৮৭৭, ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতিম বলেন, উক্ত হাদীস্বের রাবী ইমরান বিন ঈসাম কে ইবনু হিব্বান ব্যতীত কেউ স্বিকাহ বলেননি। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্বটি গরীব। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

৪৮৬. সানাদটি দুর্বল।

৪৮৭. ইবনু জারীর আত-তাবারী তার 'তাফসীর' গ্রন্থে ৩৭০৯৭, তিরমিযী (৩৩৪২) উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্যঃ বিস্তারিত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট ছিলেন নম্র, ভদ্র ও গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তি। অতঃপর তারা ইবনুল আসআশের সাথে বের হওয়ার কারণে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাকে ৮৩ হিজরীতে যাবিয়াহ'র দিন হত্যা করে। তিরমিযীতে তার এই একটি হাদীস্র ব্যতীত আর কোন হাদীস্র নেই। আর আমার নিকট তার তাওয়াক্কুফ করাটি ইমরান বিন হুসায়ন এর সাদৃশ্য। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। উল্লেখ যে, ইবনু জারীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ এর এসব কয়টি ব্যাখ্যার কোন একটির প্রতিও দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেননি।

الليل শব্দের এর তাফসীর

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۝﴾ **"৪. আর রাতের শপথ যখন তা গত হতে থাকে"** আওফী বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: অর্থাৎ যখন সেটা চলে যায়।[৪৮৮] আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র বলেন: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ **"আর রাতের শপথ যখন তা গত হতে থাকে"** যখন এর এক অংশ অপর অংশকে মিটিয়ে দেয়।[৪৮৯] মুজাহিদ, আবুল আলিয়াহ, কাতাদাহ এবং মালিক যায়দ বিন আসলাম এবং ইবনু যায়দ থেকে বর্ণনা করেন, ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ "আর রাতের শপথ যখন তা গত হতে থাকে" যখন তা চলে যায়।[৪৯০] এই অর্থ ইবনে আব্বাসের অর্থ সমর্থন করে। অর্থাৎ দূর হয়ে গেল, সম্ভাবনা রয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য আগমন। বলা হয়েছে এটিই যুক্তিযুক্ত। কেননা এটি والفجر এর বিপরীতে এসেছে আর والفجر এর অর্থ হচ্ছে দিনের আগমন ও রাতের বিদায়। দহহাক বলেন, إِذَا يَسْرِ অর্থ إذا يجري অর্থাৎ যখন চলতে থাকে। ইকরিমাহ বলেন, ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ দ্বারা উদ্দেশ্য মুযদালিফার রাত্রি। ইবনু জারীর এবং ইবনু আবী হাতিম এটি বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊[আহমাদ বিন ইসাম][আবূ আমির][কাস্রীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর][মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী]◊ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতে অর্থঃ শপথ রাতের যখন উহা অতিবাহিত হতে থাকে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۝﴾ **"৫. অবশ্যই এতে জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য শপথ আছে"** অর্থাৎ জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেক এবং দ্বীনি বোধশক্তির অধিকারী জ্ঞানকে حجر নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, সেটা মানুষকে ঐ সমস্ত কর্মকাণ্ড এবং কথাবার্তা থেকে বাধা দেয় যা তার জন্য মানানসই নয়। এ থেকে আমরা লক্ষ্য করি حجر البيت শব্দটি, কেননা সেটা তাওয়াফকারীকে তার সিরিয়ার দিকে মুখ করে থাকা দেয়ালে এঁটে থাকার কারণে বাধা দেয়, অনুরূপভাবে حجر اليمامة (ঘুঘুর খাঁচা) এই অর্থে পাওয়া যায়, (অর্থাৎ বাধা দেয়া)। অনুরূপভাবে বলা হয় حجر الحاكم على فلان অমুক ব্যক্তিকে শাসক বাধা দিয়েছে, যখন সে তাকে তার স্ব-ইচ্ছায় কাজকর্ম এবং চলাফিরা করতে বিরত রাখে। ﴿وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا﴾ **"আর (ফেরেশতাগণ বলবে তোমাদের সুখ-শান্তির পথে আছে) দুর্লঙ্ঘ বাধা"**[৪৯১] এ সবগুলো একই দিক থেকে এসেছে, আর এগুলোর অর্থ কাছাকাছি। এই শপথ ইবাদাতের সময় সম্পর্কে এবং হজ্জ, স্বালাত এছাড়া আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের অন্যান্য ইবাদাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা করেছেন যার মাধ্যমে মুত্তাকী ও তাঁর অনুগত, তাঁর ভয়ে ভীত, তাঁর নিকট নত এবং তাঁর সম্মানিত চেহারার সম্মুখে বিনীত বান্দাগণ তাঁর নৈকট্য অর্জন করে থাকে।

---

৪৮৮. আত-তাবারী ২৪/৪০১।
৪৮৯. আত-তাবারী ২৪/৪০১।
৪৯০. আত-তাবারী ২৪/৪০১।
৪৯১. সূরাহ ফুরকান, ২৫ঃ ২২।

আদ জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার ঘটনা

ইতোপূর্বে আল্লাহ তাআলা তাঁর নৈকট্য অর্জনকারী বান্দা, তাদের ইবাদাত-বন্দেগী এবং তাদের আনুগত্যের কথা আলোচনা করেন। এরপর তিনি বলেন:﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ **"৬. তুমি কি দেখনি তোমার রব্ব আদ জাতির সঙ্গে কী ব্যবহার করেছিলেন?"** তারা ছিল অবাধ্য, বিদ্রোহী, পরাক্রমশালী, আল্লাহ তাআলার আনুগত্য পরিত্যাগকারী, তার রাসূলগণকে অস্বীকারকারী, তাঁর গ্রন্থসমূহকে অমান্যকারী। এরপর আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেন কিভাবে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, আর তাদেরকে করেছেন মানুষের আলোচনা এবং উপদেশ গ্রহণের বিষয়বস্তু। তিনি বলেন: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ **"তুমি কি দেখনি তোমার রব্ব আদ জাতির সঙ্গে কী ব্যবহার করেছিলেন? ৮. উচ্চ স্তম্ভ নির্মাণকারী ইরাম গোত্রের প্রতি?"** এরা হচ্ছে প্রথম দিকের আদ জাতি। এরা হচ্ছে আদ বিন ইরাম বিন আওস বিন সাম বিন নূহ (আলাইহিস সালাম) এর বংশধর। ইবনু ইসহাক এ মত ব্যক্ত করেছেন।[৪৯২] এরা হচ্ছে ঐ জাতি যাদের মাঝে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল হূদ (আলাইহিস সালাম)-কে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করে, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্য থেকে তাঁকে এবং যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের বাঁচিয়ে দেন, আর তাদেরকে এক প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া দিয়ে ধ্বংস করে দেন।

﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾

"যা তাদের উপর প্রবাহিত হয়েছিল সাত রাত আট দিন বিরামহীনভাবে, তুমি দেখতে তারা পড়ে আছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, যেন তারা পুরাতন শুকনো খেজুর গাছের কাণ্ড। তুমি তাদের কাউকে রক্ষা পেয়ে বেঁচে থাকতে দেখছ কি?)[৪৯৩] আল্লাহ তাআলা কুরআনে একাধিক স্থানে তাদের ঘটনা উল্লেখ করেছেন যাতে করে মু'মিনগণ তাদের মৃত্যুর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ **"৭.উচ্চ স্তম্ভ নির্মাণকারী ইরাম গোত্রের প্রতি?"** এখানে তাদের পরিচিতি আরও বেশী করে তুলে ধরার জন্য (আরবী ব্যাকরণে) عطف بيان সংঘটিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ **"উচ্চ স্তম্ভ নির্মাণকারী"** কেননা তারা পশমের ঘরবাড়ীতে বসবাস করত যেগুলো শক্ত খুঁটির মাধ্যমে উঁচুতে তুলে ধরা হত। তারা ছিল তাদের সময়কালে শারীরিক কাঠামগত দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ। এ কারণে হূদ (আলাইহিস সালাম) তাদেরকে এ সমস্ত নিআমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন আর তাদেরকে দিক-নির্দেশনা দেন যেন তারা এগুলো ব্যবহার করে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন:

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

"তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছ যে, তোমাদেরই মধ্যে একজন লোকের উপর তোমাদের রব্বের নিকট হতে উপদেশ এসেছে তোমাদেরকে সাবধান করার উদ্দেশে। আরো স্মরণ কর তিনি তোমাদেরকে নূহের কওমের পর তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন আর দৈহিক গঠনে অধিকতর বলিষ্ঠ করেছেন, কাজেই আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যাতে তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হতে পার"[৪৯৪]

---

৪৯২. আত-তাবারী ২৪/৪০৪, ইবনু হিশাম তার 'আস সীরাহ' গ্রন্থে (১/২৬) উল্লেখ করেছেন।
৪৯৩. সূরাহ আল-হাক্কাহ, ৬৯ঃ ৭-৮।
৪৯৪. সূরাহ আল-আ'রাফ, ৭ঃ ৬৯।

তিনি আরও বলেন:

﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾

"আর আদ-এর অবস্থা ছিল এই যে, দুনিয়াতে তারা না-হক অহঙ্কার করেছিল, আর বলেছিল- আমাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী আর কে আছে? তারা কি চিন্তা করে দেখেনি যে, আল্লাহ্‌- যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন- শক্তিতে তাদের চেয়ে প্রবল?"[৪৯৫] এখানে তিনি বলেন: ﴿الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ﴾ **"যার সমতুল্য অন্য কোন দেশে নির্মিত হয়নি"** অর্থাৎ এ ধরনের গোত্র তাদের দেশে সৃষ্টি করা হয়নি কেননা তারা ছিল শক্তিমত্তায়, কঠিনতায়, বিশাল কাঠামোতে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, মুজাহিদ বলেন: إرم হচ্ছে একটি প্রাচীন জাতি অর্থাৎ প্রথম আদ জাতি, কাতাদাহ বিন দাআমাহ এবং সুদ্দী বলেন: إرم হচ্ছে আদের রাজপ্রাসাদ। এ উক্তি সুন্দর এবং শক্তিশালী। আওফী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট ছিল বলে তাদেররকে ذات العمد বলা হয়।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ﴾ **"৮. যার সমতুল্য অন্য কোন দেশে নির্মিত হয়নি"** ইবনু যায়দ مثلها এর ها সর্বনামটি খুঁটির দিকে ফিরিয়েছেন এর উচ্চতার কারণে। অর্থাৎ তারা পর্বতে এমন খুঁটি বানিয়েছিল দেশে যার অনুরূপ আর তৈরী করা হয়নি।[৪৯৬] আর কাতাদাহ এবং ইবনু জারীর ها সর্বনামটিকে ফিরিয়েছেন গোত্রের দিকে অর্থাৎ দেশে তাদের সময়কালে অনুরূপ গোত্র আর সৃষ্টি করা হয়নি।[৪৯৭] এই উক্তিটি সঠিক। ইবনু যায়দ এবং তাঁর যারা অনুসরণ করেছে তাদের উক্তি দুর্বল, যদি এই উদ্দেশ্য হত তবে আল্লাহ তাআলা বলতেন ঃ দেশে অনুরূপ তৈরী করা হয়নি (অর্থাৎ لم يخلق না বলে বলতেন لم يعمل কিন্তু তিনি বলেছেন ঃ ﴿الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ﴾ **"যার সমতুল্য অন্য কোন দেশে নির্মিত হয়নি"**।

৭২৬৯. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ≪আমার পিতা (আবূ হাতিম)≫আবূ স্বালিহ তিনি লায়স্র এর কাতিব বা লেখক (দঈফ বা দুর্বল)≫মুআবিয়াহ বিন স্বালিহ≫মিকদাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)≫ বলেন,

أَنَّهُ ذَكَرَ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ فَقَالَ: "كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَأْتِي عَلَى صَخْرَةٍ فَيَحْمِلُهَا عَلَى الْحَيِّ فَيُهْلِكُهُمْ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ﴿إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾এর ব্যাখ্যায় বলেন তাদের এত শক্তি ছিল যে তাদের এক একজন লোক দুরদুরান্ত হতে বড় বড় পাথর বহন করে এনে গোত্রের লোকদের উপর নিক্ষেপ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিত।[৪৯৮] কেউ কেউ বলেন, ﴿إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ দ্বারা উদ্দেশ্য দামেস্ক। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও ইকরিমাহ বলেন, ইসকান্দারিয়া শহর। যেমনটি কুরাযী ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ, এই সময় ইবারাতের সঠিক মর্ম পাওয়া যায় না। কেনন ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ হয়ত পূর্ব হতে বদল বা আতফুল বায়ান। এর কোন অবস্থাতেই আলোচ্য অর্থ করা যায় না। দ্বিতীয়ত এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হল একথা বলা যে, আদ নামক যেসব লোক আল্লাহর অবাধ্যতা করেছিল তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। বিশেষ কোন শহরকে নয়। এ কথাটি আমি এজন্য বললাম যে, যেসব মুফাসসির এই আয়াতের এই ব্যাখ্যা করেছেন তাদ্বারা যেন কেউ প্রতারিত না হয়। তারা বলেন,

---

৪৯৫. সূরাহ ফুসসিলাত।

৪৯৬. আত-তাবারী ২৪/৪০৬।

৪৯৭. আত-তাবারী ২৪/৪০৬।

৪৯৮. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩৪৭, ফাতহুল বারী ৮/৭০১। সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল। সানাদে একজন রাবীর নাম অজ্ঞাত। দ্বিতীয় ইল্লাত হল: আবদুল্লাহ বিন স্বালিহ তিনি একাধিক হাদীস্র মুনকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন তার প্রতিবেশির কারণে, তিনি তার কিতাবে তাদলীস করতেন। আর এটি স্বাহাবী ও অথবা তাবিঈর উপর ওয়াকফ করার মত। এসব কারণে হাদীস্রটি খুবই দুর্বল।

ইরাম একটি শহরের নাম যার একটি ইট সোনার, একটি ইট রূপার। তার ঘর-দরজা ও বাগ-বাগিচা সবই সোনা-রূপার। পাথর হল মুক্তা ও হীরার, মাটি হল মিসক যাতে নদী-নালা প্রবাহিত হচ্ছে এবং রকমারী ফলমূল উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু তাতে কোন লোকের বসতি নেই। শহরটি সর্বদা স্থানান্তরিত হতে থাকে। কখনো শামে, কখনো ইয়ামানে, কখনো ইরাকে, কখনো অন্য কোথাও ইত্যাদি। এসবই বনী ইসরাইলের মনগড়া আজগুবী গল্প। ইবনু আবী হাতিমও এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এমন সব কাহিনী বর্ণনা করেছেন যার কোন ভিত্তি নেই।

স্না'লাবী ও অন্যরা একটি ঘটনা উল্লেখ করেন যে, আরাবী এক ব্যক্তি যার নাম আবদুল্লাহ বিন কিলাবা। তিনি মুআবিয়ার যুগে তার ছুটে যাওয়া উটের সন্ধানে বের হলেন। ফলে তিনি এমন এক স্থানে এসে গেলেন যেখানে রয়েছে একটি বড় শহর। তার বিশাল দেয়াল ও দরজা রয়েছে। তিনি তার মাঝে প্রবেশ করে ইতোপূর্বে শহরের যেসকল বৈশিষ্ট্য বলা হলো এমন জিনিস দেখলেন। অতঃপর বের হয়ে এসে তিনি মানুষদের মাঝে সে সংবাদ দিলেন। অতঃপর মানুষেরা তার সাথে তা দেখতে গেল, কিন্তু তারা কিছুই দেখতে পেলনা। ইবনু আবী হাতিম ﴿إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ এর ব্যাখ্যায় এখানে খুব লম্বা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ বর্ণনাটির সানাদ বিশুদ্ধ নয়। যদি ঐ আরাবীর কথা সঠিকও হয় তবে তিনি তা মিথ্যা বলেছেন অথবা তিনি হতবুদ্ধ বা পাগল। সুতরাং তা বাস্তবিক হওয়া থেকে বের হয়ে যায়। এই সংবাদটি জাহিল ও নির্বোধের সংবাদের কাছাকাছি।

ইবনু জারীর এর বক্তব্য ঃ إرم শব্দ দ্বারা গোত্র বা শহর উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। যেখানে আদ জাতি বসবাস করত। একথার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ **"৯. এবং সামূদের প্রতি যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল?"** অর্থাৎ তারা উপত্যকায় পাথর কাটত। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: তারা সেগুলো খোদাই করত, কুপিয়ে কাটত।[৪৯৯] মুজাহিদ, কাতাদাহ, দহ্হাক এবং ইবনু যায়দ এ মত ব্যক্ত করেছেন।[৫০০] এই পরিভাষা থেকে (আরবী ভাষাতে) বলা হয় ঃ مجتابي النمار চিতাবাঘের ফাড়া চামড়া, যখন একে ফাড়া হয়। অনুরূপভাবে اجتاب الثوب কাপড়টি খুলতে গিয়ে ফেড়ে গিয়েছে। অনুরূপভাবে পকেটকে বলা হয় جيب (কেননা সেটা দেখতে ফাড়া মনে হয়)। আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ﴾ **"এবং তোমরা দক্ষতার সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ"**[৫০১]। এখানে ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতিম একটি কবিতাংশ উল্লেখ করেছেনঃ

أَلَا كُلّ شيء ما خلَا اللهَ بائدٌ كما باد حيٌّ من شنيف ومارد

هم ضربوا في كلِّ صمّاء صَعدة بأيد شِدَادٍ أَيْدَات الشَّواعد

অর্থ: মহান আল্লাহ ব্যতিরেকে নিঃসন্দেহে সবকিছুই ধ্বংসশীল। যেমন ধ্বংস হয়েছিল (আদ গোত্রের) শানীফ ও মারেদ গোত্রদ্বয়। যারা মার খেয়েছিল সা'দা নগরীর সুকঠিন প্রস্তরখণ্ডের মাধ্যমে, শক্তিশালী হাতের দ্বারা যাকে বাহু আরও শক্তি যুগিয়েছিল।

ইবনু ইসহাক বলেন, তারা ছিলো আরাবী। তারা ওয়াদি নামক স্থানে বসবাস করত। আমরা আদ জাতির ঘটনা সূরাহ আ'রাফ এর মাঝে উল্লেখ করেছি যা পুনরায় বর্ণনা করার প্রয়োজন পড়ে না।

---

৪৯৯. আত-তাবারী ২৪/৪০৮।
৫০০. আত-তাবারী ২৪/৪০৮।
৫০১. সূরাহ আশ-শুআরা' ২৬ঃ ১৬৯।

ফিরআউনের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَفِرۡعَوۡنَ ذِی الۡاَوۡتَادِ ۪ۙ﴾ **"১০. এবং (সেনা ছাউনী স্থাপনের কাজে ব্যবহৃত" কীলক-এর অধিপতি ফিরআওনের প্রতি?)** আওফী বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: الۡاَوۡتَادِ হচ্ছে (ফিরআউনের) সৈন্যবাহিনী যাদেরকে তার জন্য তার নির্দেশ পালনে বাধ্য করা হত।[৫০২] বলা হয় ঃ ফিরআওন তাদের হাতে পায়ে লোহার পেরেক মারত আর এর মাধ্যমে তাদেরকে ঝুলাত। অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন মুজাহিদ, সে লোকদেরকে পেরেকবিদ্ধ করত।[৫০৩] সাঈদ বিন জুবায়র, হাসান এবং সুদ্দী অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[৫০৪]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿الَّذِیۡنَ طَغَوۡا فِی الۡبِلَادِ ۪ۙ فَاَکۡثَرُوۡا فِیۡهَا الۡفَسَادَ ۪ۙ﴾ **"১১. যারা দেশে সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ করেছিল, ১২. আর সেখানে বহু বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল"** অর্থাৎ সীমালঙ্ঘন করেছিল, বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল, লোকদের ক্ষতি করত। ﴿فَصَبَّ عَلَیۡهِمۡ رَبُّکَ سَوۡطَ عَذَابٍ ۚۙ﴾ **"১৩. অতঃপর তোমার রব্ব তাদের উপর শাস্তির চাবুক হানলেন"** অর্থাৎ তাদের উপরে আসমান থেকে আযাব অবতীর্ণ করেন, আর তাদেরকে শাস্তি দেন, যা অপরাধী সম্প্রদায় থেকে অপ্রতিরোধ্য ছিল।

রব্ব সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿اِنَّ رَبَّکَ لَبِالۡمِرۡصَادِ ؕ﴾ **"১৪. তোমার রব্ব অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন (যেমন ঘাঁটিতে শত্রুর প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়"** আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: শ্রবণ করেন এবং দেখেন[৫০৫] সৃষ্টিকূল কী করছে সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। প্রত্যেককে দুনিয়া ও আখিরাতে তার প্রচেষ্টা অনুযায়ী প্রতিদান প্রদান করবেন। সৃষ্টিকূল সকলে তাঁর সম্মুখে উপস্থাপিত হবে, তিনি তাদের মাঝে ন্যায়বিচার করবেন, আর প্রত্যেককে তাই দিবেন সে যার উপযুক্ত। তিনি যুলম-অত্যাচার করা হতে মুক্ত। ইবনু আবী হাতিম এখানে একটি খুবই গরিব হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। এর সানাদের বিশুদ্ধতা নিয়ে সমালোচনা রয়েছে।

৭২৭০. (দঈফ): ০(আবূ হাতিম)(আহমাদ বিন আবীল হাওয়ারী)(য়ূনুস আল-হায়যা' (মাজহুল বা অপরিচিত)(আবূ হামযাহ আল-বায়সানী (মাজহুল বা অপরিচিত)(মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হে মুআয! ঈমানদারগণ আল্লাহর হাতে বন্দী। হে মুআয! পুলসিরাত পার না হওয়া পর্যন্ত ঈমানদারের মনে শান্তি আসতে পারে না। হে মুআয! কুরআন ঈমানদারদেরকে আগের অনেক আশা-আকাঙ্খা হতে বিরত রেখেছে– যাতে তারা ধ্বংস হয়ে না যায়। সুতরাং কুরআন তার পথ প্রদর্শক, আল্লাহভীতি তার দলিল, আগ্রহ তার বাহন, স্বলাত তার আশ্রয়, স্বিয়াম তার ঢাল, স্বাদকাহ তার মুক্তি, সততা তার আমীর, লজ্জা তার মন্ত্রী এবং এত কিছুর পরও তার রব্ব তার প্রতি তীক্ষ্ম ও সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।[৫০৬] ইব্‌নু আবূ হাতিম বলেন, এই হাদীস্রের রাবী ইউনুস আল-হয্‌যা' ও আবূ হামযাহ অজ্ঞাত

---

৫০২. আত-তাবারী ২৪/৪০৯।

৫০৩. আত-তাবারী ২৪/৪০৯।

৫০৪. আত-তাবারী ২৪/৪০৯।

৫০৫. আত-তাবারী ২৪/৪১১।

৫০৬. আয-যুবায়দী তার 'আল-ইতহাফ' নামক গ্রন্থে (১০/১০৩) উল্লেখ করে এক স্থানে বলেন, আওফী বলেন, এর মূল ভিত্তি আমি খুঁজে পাইনি। আয-যুবায়দীর সাথে আবূ নুআয়মও তার 'আল-হিলইয়াহ' এর মাঝে লম্বা হাদীস্র বর্ণনা করেন। হায়স্রামী তার 'আল-মাজমা'' গ্রন্থে (১/১৭০) উল্লেখ করেছেন। আত-তাবারানী তার 'আল-আওসাত' গ্রন্থে বলেন, উক্ত হাদীস্রের সানাদে আমর বিন হুস্রায়ন নামক একজন রাবী আছেন যিনি মাতরুক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু কাস্রীর (রাহিমাহুল্লাহ) শুরুতে এটিকে দুর্বলতার

পরিচয়। আবূ হামযাহ মুআ'য (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যদি তিনি নিজের কথা থেকে বর্ণনা করতেন তবে তা হাসান হতো। অতঃপর ইবনু আবী হাতিম বলেন, «আমার পিতা (আবূ হাতিম) স্বফওয়ান বিন আমর আওফা' বিন আবদুল কিলাঈ» (স্বফওয়ান) বলেন, আমি আওফা'কে মানুষদের উপদেশ দিতে শুনেছি। তিনি বলেন, হে লোক সকল! জাহান্নামের সাতটি পুল আছে। সব কয়টির উপর পুলসিরাত অবস্থিত। প্রথম পুলের কাছে লোকদেরকে থামিয়ে স্বালাতের হিসাব নেয়া হবে। এতে একদল মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। একদল মুক্তি পাবে। দ্বিতীয় পুলের কাছে পৌঁছলে এই মুক্তিপ্রাপ্তদের নিকট হতে আমানাতের হিসাব নেয়া হবে। এতে কিছু লোক মুক্তি পাবে ও কিছু লোক ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর তৃতীয় পুলের নিকট পৌঁছলে আত্মীয়তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এতে একদল মুক্তি লাভ করবে এবং একদল ধ্বংস হয়ে যাবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক তখন বলবে, হে আল্লাহ! যে আমাকে বজায় রেখেছে তুমি তাকে বজায় রাখ আর যে আমাকে যিনি ছিন্ন করেছে তুমি তাকে ছিন্ন কর। তিনি বলেন, ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ এ এই কথাগুলোই বলা হয়েছে।[৫০৭]

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾

১৫. মানুষ এমন যে, তার রব্ব যখন তাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান ক'রে, তখন সে বলে, 'আমার রব্ব আমাকে সম্মানিত করেছেন।'

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾

১৬. আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন তার রিয্ক সঙ্কুচিত ক'রে, তখন সে বলে, 'আমার রব্ব আমাকে লাঞ্ছিত করেছেন।'

كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾

১৭. না (রিয্ক) কক্ষণো (মান-সম্মানের মানদণ্ড) নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমের প্রতি সম্মানজনক আচরণ কর না,

وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾

১৮. আর তোমরা ইয়াতীম মিসকিনকে খাদ্য দেয়ার জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত কর না,

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾

১৯. আর তোমরা উত্তরাধিকারীদের সব সম্পদ খেয়ে ফেল।

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

২০. আর তোমরা ধনসম্পদকে অতিরিক্ত ভালবাস।

ধন-দৌলত এবং অভাব হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার পরীক্ষা, সেটা বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে সম্মান এবং অপমানস্বরূপ নয়

আল্লাহ তাআ'লা মানুষের ধারণা-বিশ্বাসকে ভ্রান্ত আখ্যায়িত করে বলেন, যে ঃ আল্লাহ তাআ'লা যখন তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য জীবিকার প্রশস্ততা দান করেন, তখন তারা মনে করে যে, আল্লাহ তাআ'লা সম্মান করে তাদেরকে এ সবকিছু দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়; বরং এটা হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾﴾

দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইবনু আবী হাতিম উক্ত হাদীসটিকে দঈফ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ, সানাদে যূনুস আল-হাযযা' ও আবূ হামযাহ এবং ইনকিতা' রয়েছে। মুআ'য পর্যন্ত সানাদটি বিশুদ্ধ নয়। তাহকীকঃ দঈফ।

৫০৭. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩৪৮।

"তারা কি ভেবে নিয়েছে, আমি যে তাদেরকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তানাদির প্রাচুর্য দিয়ে সাহায্য করেছি, এর দ্বারা কি তাদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝে না।"[৫০৮] অপর দিকে আল্লাহ তাআলা যখন তাকে বালা-মসীবত দান করেন এবং জীবিকার সংকীর্ণতা আরোপ করেন তখন সে মনে করে এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার প্রতি অপমানস্বরূপ। আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿كَلَّا﴾ **"কক্ষণো নয়"** আসলে সেরকম ব্যাপার নয় যেমন তারা ধারণা করে, এ ক্ষেত্রেও নয় আবার সে ক্ষেত্রেও নয়। আল্লাহ তাআলা যাকে ভালবাসেন আর যাকে ভালবাসেননা উভয়কে সম্পদ দিয়ে থাকেন, আবার যাকে ভালবাসেন আর যাকে ভালবাসেননা উভয়ের উপরে সংকীর্ণতা আনয়ন করেন। কিন্তু এখানে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, সে উভয় অবস্থাতে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করছে কিনা, যদি সে ধনি হয় তবে তার কর্তব্য হচ্ছে এ জন্য আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা, আর যদি সে দরিদ্র হয় তবে তার কর্তব্য হচ্ছে ধৈর্য ধারণ করা।

আল্লাহ তাআলার বাণী:﴿بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ **"১৭. বরং তোমরা ইয়াতীমের প্রতি সম্মানজনক আচরণ কর না"** এখানে ইয়াতীমকে সম্মান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৭২৭১. (দঈফ): যেমনটি হাদীসে এসেছে, [আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক][সাঈদ বিন আবী আয়্যুব][ইয়াহইয়া বিন সুলায়মান (দঈফ বা দুর্বল)][যায়দ বিন আত্তাব][আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুসলিম সমাজের সর্বাপেক্ষা উত্তম ঘর হল সেই ঘর যাতে ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি সদাচরণ করা হয়, আর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘর হল সেই ঘর যাতে ইয়ামতীম আছে কিন্তু তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়। অতঃপর তিনি আঙুলি নির্দেশ করে বলেন, আমি এবং ইয়াতীম লালন পালনকারী জান্নাতে এইভাবে থাকবে।[৫০৯]

৭২৭২. (সহীহ): আবূ দাউদ বর্ণনা করেন, [মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ বিন সুফইয়ান][আবদুল আযীয বিন আবী হাযিম][আমার পিতা (আবূ হাযিম)][সাহল বিন সা'দ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি এবং ইয়াতীমের দেখাশুনাকারী জান্নাতে এভাবে বসবাস করব– এ কথা বলে তিনি তাঁর মধ্যমা এবং তর্জনী অঙ্গুলিদ্বয়কে একত্রিত করেন।[৫১০] ﴿وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ **"১৮. আর তোমরা ইয়াতীম মিসকীনকে খাদ্য দেয়ার জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত কর না"** অর্থাৎ তারা ফকীর ও মিসকীনদের প্রতি দয়া করার নির্দেশ দেয়না এবং পরস্পর পরস্পরকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দেয়না।

সম্পদের ব্যাপারে সবচেয়ে খারাপ যে কর্ম মানুষ করে

﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ﴾ **"১৯. আর তোমরা খেয়ে ফেল উত্তরাধিকারীদের"** অর্থাৎ উত্তরাধিকার ﴿أَكْلًا لَّمًّا﴾ **"সব সম্পদ"** তা হালাল অথবা হারাম যে দিক থেকে অর্জিত হোক না কেন ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ **"২০. আর তোমরা ধনসম্পদ অতিরিক্ত ভালবাস"** অর্থাৎ প্রচুর, কেউ কেউ আরও বাড়িয়েছে ঃ অসৎ।

২১. এটা মোটেই ঠিক নয়, যখন পৃথিবীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে বালি বানিয়ে দেয়া হবে,	كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا

৫০৮. সূরাহ মু'মিনূন, ২৩ঃ ৫৫-৫৬।

৫০৯. আয-যুহদ লি ইবনুল মুবারাক ৬৫৪, ইবনু মাজাহ ৩৬৭৯, আদাবুল মুফরাদ ৬১, ১৩৭, জামিউল আহাদীস ১২১০৯। আল-বুসায়রী বলেন, উক্ত হাদীসের সানাদটি দুর্বল, কেননা সানাদের মাঝে ইয়াহইয়া বিন সুলায়মান তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, মুনকার, আবূ হাতিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ। সহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস-সাগীর ৬৬৫০, দঈফ আল-জামি' ২৯০৫।

৫১০. আবূ দাউদ ৫১৫০, সহীহুল বুখারী ৬০০৫, শুআবুল ঈমান ১১০২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২. আর যখন তোমার রব্ব আসবেন আর ফেরেশতারা আসবে সারিবদ্ধ হয়ে,	وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾
২৩. আর জাহান্নামকে সেদিন (সামনাসামনি) আনা হবে। সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে, কিন্তু তখন এ উপলব্ধি তার কী কাজে আসবে?	وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾
২৪. সে বলবে, 'হায়! আমার (এখনকার) জীবনের জন্য যদি আমি (সৎকর্ম) আগে পাঠাতাম!	يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿٢٤﴾
২৫. অতঃপর সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না	فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٥﴾
২৬. এবং তাঁর বাঁধনের মত কেউ বাঁধতে পারবে না।	وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾
২৭. (অপর দিকে নেক্কার লোককে বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা!	يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾
২৮. তোমার রব্ব-এর দিকে ফিরে এসো সন্তুষ্ট হয়ে এবং (তোমার রব্ব-এর) সন্তুষ্টির পাত্র হয়ে।	ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾
২৯. অতঃপর আমার (নেক) বান্দাহদের মধ্যে শামিল হও	فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿٢٩﴾
৩০. আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।	وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿٣٠﴾

কিয়ামাত দিবসে প্রত্যেককে তার ভাল-মন্দ আমল অনুসারে বিনিময় দেয়া হবে

কিয়ামাত দিবসে যে প্রচণ্ড ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হবে এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অবহিত করে বলেন: ﴿ كَلَّآ ﴾ অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে ﴿اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ **"২১. যখন পৃথিবীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে বালি বানিয়ে দেয়া হবে"** অর্থাৎ ধ্বংস করে দেয়া হবে। পৃথিবী এবং পাহাড়-পর্বতকে সমতল করে দেয়া হবে। সকল সৃষ্টি তাদের রব্বের জন্য তাদের কবরসমূহ থেকে উঠে দাঁড়াবে ﴿وَّجَآءَ رَبُّكَ﴾ **"২২. আর যখন তোমার রব্ব আসবেন"** অর্থাৎ সৃষ্টিকূলের মাঝে ফায়সালা করার জন্য আর সেটা আদম সন্তানগণের সর্দার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আমভাবে তাদের সুপারিশ প্রার্থনার পরে। তারও পরে যখন লোকেরা মহান নবীগণের একের পর একের নিকট সুপারিশ চাইবে। কিন্তু প্রত্যেকে বলবে ঃ আমি এর উপযুক্ত নই। অবশেষে তাদের সবিনয় অনুরোধ গিয়ে পৌঁছবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট। তখন তিনি বলবেন ঃ 'আমি এর উপযুক্ত' 'আমি এর উপযুক্ত' এরপর তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশ করবেন যেন তিনি বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করে দেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে তাঁর ফায়সালা গ্রহণ করবেন।[৫১১]

এটা হবে প্রথম সুপারিশ, আর এটা হবে বেহেশ্তের শ্রেষ্ঠতম প্রশংসনীয় স্থান যার বর্ণনা সূরাহ ইসরায় ইতোপূর্বে প্রদান করা হয়েছে। এরপর রব্ব যেমন খুশি বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য আগমন করবেন। এরপর ফেরেশ্তাগণ তাঁর সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে আগমন করবে।

---

৫১১. আহমাদ ২৫৪২। **তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।**

৭২৭৩. (স্বহীহ): আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَجِايْٓءَ يَوۡمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ﴾ **"২৩. আর জাহান্নামকে সেদিন (সামনাসামনি) আনা হবে"** ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ তাঁর 'স্বহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, উমার বিন হাফস্ব বিন গিয়াস্ব আমার পিতা হাফস্ব বিন গিয়াস্ব আল-আলা' বিন খালিদ আল-কাহিলী শাকীক আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জাহান্নামকে নিকটে নিয়ে আসা হবে আর সেই দিন এর সত্তর হাজার লাগাম হবে, এর প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা ধরে একে টানবে।[৫১২] অনুরূপভাবে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আদ দারিমী উমার বিন হাফস্ব আল-আলা' বিন খালিদ শাকীক বিন সালামাহ আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবদ বিন হুমায়দ আবূ আমির সুফইয়ান আস স্বাওরী আল-আলা' বিন খালিদ শাকীক বিন সালামাহ আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার কওল নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছায়নি। অনুরূপভাবে ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, হাসান বিন আরাফাহ মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ আল-ফাযারী আল-আলা' বিন খালিদ শাকীক আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূত্রে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।[৫১৩]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿يَوۡمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الۡاِنۡسَانُ﴾ **"সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে"** অর্থাৎ তার কর্ম সম্পর্কে, আর তার অতীতে সে যা করেছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে। ﴿وَاَنّٰى لَهُ الذِّكۡرٰى﴾ **"কিন্তু তখন এ উপলব্ধি তার কী কাজে আসবে?"** অর্থাৎ কিভাবে স্মৃতি তার উপকারে আসবে? ﴿يَقُوۡلُ يٰلَيۡتَنِيۡ قَدَّمۡتُ لِحَيَاتِيۡ﴾ **"২৪. সে বলবে, 'হায়! আমার (এখনকার) জীবনের জন্য যদি আমি (সৎকর্ম) আগে পাঠাতাম"** অর্থাৎ অতীতে সে যেসব নাফরমানির কাজ করেছে তার জন্য অনুশোচনা করবে যদি সে নাফরমান হয়। সে আশা করবে সে যদি বেশী বেশী আনুগত্যের কাজ করত যদি সে অনুগত হয়।

৭২৭৪. (মাওকূফ): যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বর্ণনা করেন, আলী বিন ইসহাক আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক স্বাওর বিন ইয়াযীদ খালিদ বিন মা'দান জুবায়র বিন নুফায়র মুহাম্মাদ বিন আবী আমীরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্যতম সাহাবী তিনি বলেন: কোন বান্দা যদি তার জন্মের দিন থেকে শুরু করে বৃদ্ধ হয়ে মারা যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে (সিজদায়) মুখের ভরে পড়ে থাকে তবুও কিয়ামাত দিবসে সে তা অতি তুচ্ছ মনে করবে। সে আকাঙ্খা করবে দুনিয়ায় যদি তাকে আরও বেশী পুরস্কার ও সাওয়াব অর্জন করার জন্য ফেরত পাঠানো হত।[৫১৪] বাহীর বিন সা'দ খালিদ বিন মা'দান উতবাহ বিন আবদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿فَيَوۡمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗۤ اَحَدٌ﴾ **"২৫. অতঃপর সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না"** আল্লাহ তাআলার যে নাফরমানি করে তাকে তাঁর চেয়ে বেশী কঠিন শাস্তি কেউ দিতে সক্ষম নয়, ﴿وَّلَا يُوۡثِقُ وَثَاقَهٗۤ اَحَدٌ﴾ **"২৬. এবং তাঁর বাঁধনের মত কেউ বাঁধতে পারবে না"** আর আযাবের ফেরেশ্‌তাদের চেয়ে অধিক কঠিনভাবে পাকড়াওকারী ও বাঁধতে পারে এমন কেউ নেই তার

---

৫১২. মুসলিম ২৮৪২। **তাহকীক আলবানীঃ স্বহীহ।**

৫১৩. তিরমিযী ২৫৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ স্বহীহ।**

৫১৪. আহমাদ ১৭১৯৮, ইবনুল মুবারাক (রাহিমাহুল্লাহ) এর 'আয্‌-যুহদ' ৩৪, সানাদটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ। আহমাদ ৪/১৮৫, ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) এর 'আত-তারীখ' ১/১/১৫, আবূ নুআয়ম ২/১৫, ৫/২১৯, বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ থেকে তিনি বাহীর বিন সা'দ তিনি খালিদ বিন মা'দান তিনি উতবাহ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সানাদটি দুর্বল। সানাদে খালিদ স্বিকাহ কিন্তু অধিক ইরসালকারী। তিনি উতবাহ থেকে হাদীস্বটি শ্রবণ করেননি। তিনি জুবায়র থেকে শ্রবণ করেছেন যা পূর্বের রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়। শায়খ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) তার এই দোষের কারণে তেমন সতর্ক করেননি। তিনি বিষয়টি তার আস-স্বাহীহাহ (৪৪৬) এর মাঝে উল্লেখ করেছেন কিন্তু সেখানে একাধিক সানাদ নেই ও তার কোন শাওয়াহিদও নেই। সঠিক হচ্ছে যে, উক্ত হাদীস্বটি মাওকূফ। মারফূ' সূত্রে সেটি দুর্বল। আর ঠিক তেমনি মাওকূফ সূত্রে বিভিন্ন সানাদে হাদীস্বটি বর্ণিত হয়েছে যেমন, আল-ইস্বাবাহ ৩/৩৮১/৭৭৯৮।

জন্য যে তাদের রব্বকে অস্বীকার করে, এটা হচ্ছে অপরাধী এবং অত্যাচারীদের ব্যাপারে। আর পবিত্র, শান্ত এবং বিশ্বস্ত আত্মাকে বলা হবে ঃ ﴿يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ﴾ **"২৭. হে প্রশান্ত আত্মা! ২৮. তোমার রব্ব-এর দিকে ফিরে এসো"** অর্থাৎ তাঁর সান্নিধ্যে এবং তাঁর সাওয়াবের দিকে, আর জান্নাতে যা কিছু তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।﴿رَاضِيَةً﴾ **(সন্তুষ্ট হয়ে)** অর্থাৎ স্বয়ং নিজে, ﴿مَّرْضِيَّةً﴾ **"এবং (তোমার রব্ব-এর) সন্তুষ্টির পাত্র হয়ে"** আল্লাহ তাআলার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে, আর তিনিও এর প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, তাকে খুশি করবেন, ﴿فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ﴾ **"২৯. অতঃপর আমার (নেক) বান্দাহদের মধ্যে শামিল হও"** তাদের সারিতে ﴿وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ﴾ **"৩০. আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর"** এ কথা তাকে বলা হবে মৃত্যুর সময় এবং কিয়ামাত দিবসেও, যেভাবে ফেরেশ্তাগণ মু'মিনকে তার মৃত্যুর সময়, কবর থেকে তার উঠে দাঁড়ানোর সময় সুসংবাদ দিবে, অনুরূপ এখানেও।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার ব্যাপারে মুফাসসিরদের বিভিন্ন মত রয়েছে। যেমন দহ্হাক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি উস্মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। বুরায়দাহ বিন হুসায়ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, এই আয়াতটি হামযাহ বিন আবদুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আল-আওফী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন প্রশান্ত আত্মাদেরকে ﴿يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ এই কথা বলা হবে। ইকরিমা এবং কালবীও এরূপ বলেছেন। ইবনু জারীরও এটি পছন্দ করেছেন। তবে প্রথম মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ﴾ ﴿وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللهِ﴾ অর্থাৎ অতঃপর তাদেরকে তাদের সত্য মাওলার দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে। আল্লাহর নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।

৭২৭৫. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেন, [আলী ইবনুল হুসায়ন][আহমাদ বিন আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আদ-দাশতাকী][আমার পিতা (আবদুর রহমান)][তার পিতা (আবদুল্লাহ আদ-দাশতাকী)][আশআস][জা'ফার][সাঈদ বিন জুবায়র][আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] আল্লাহ তাআলার এই আয়াত ঃ ﴿يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ **"হে প্রশান্ত আত্মা! তোমার রব্ব-এর দিকে ফিরে এসো সন্তুষ্ট হয়ে এবং (তোমার রব্ব-এর) সন্তুষ্টির পাত্র হয়ে"** সম্পর্কে বলেন: এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় সে সময় আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ, কতইনা চমৎকার এটা? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আর তোমাকেও এ কথা বলা হবে।[৫১৫]

৭২৭৬. [আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ][ইবনু ইয়ামান][আশআস][সাঈদ ইবনুয যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন,

قَرَأْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنْ هَذَا حَسَنٌ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَا إِنَّ الْمَلَكَ سَيَقُولُ لَكَ هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্মুখে একদিন আমি ﴿يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ এই আয়াতটি পাঠ করলে শুনে আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এটি কত সুন্দর কথা। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেনঃ মৃত্যুর সময় তোমাকে এই কথা বলা হবে। অনুরূপ ইবনু জারীর আবূ কুরায়ব থেকে ইবনু ইয়ামান এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর এটি মুরসাল ও হাসান।[৫১৬]

---

৫১৫. ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু মারদুবিয়্যাহ আদ দিয়াআল মুকাদ্দাসী ফিল মুখতারাহ আদ-দুররুল মানসূর ৮/৫১৩। **তাহকীকঃ** দঈফ।

৫১৬. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩৫০, ইবনু জারীর ৩০/১২২, জামিউল আহাদীস ২৭৭৪৫, তাফসীরু ইবনু আবী হাতেম : ১২/৪০৫। **তাহকীকঃ** হাদীসটি মুরসাল হিসেবে হাসান। সানাদ হাসান পর্যায়ভুক্ত হলেও মুরসাল হওয়ার কারণে হাদীসটি দুর্বল।

ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেন, ◊হাসান বিন আরাফাহ্◊মারওয়ান বিন শুজা' আল-জাযারী◊সালিম আল-আফতাস◊সাঈদ বিন জুবায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)◊ বলেন, আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তায়েফ নগরীতে মৃত্যুবরণ করার পর অভিনব আকৃতির একটি পাখি এসে তাঁর লাশের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যায়। লাশ কবরে দাফন করার পর কবরের এক কোন হতে ﴿يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ এই আয়াতটি তিলাওয়াত শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু পাঠকারী কে তা জানতে পারা যায়নি। আত-তাবারানী ◊আবদুল্লাহ বিন আহমাদ◊তার পিতা (আহমাদ)◊মারওয়ান বিন শুজা')◊সালিম বিন আজলান আল-আফতাস◊ কর্তৃক ঘটনাটি উল্লেখ করেন।

আল-হাফিয মুহাম্মাদ ইবনুল মুনযির আল-হারাবী 'আল-আজাইব' গ্রন্থে কুবাস্র বিন রযীন আবূ হাশিম এর সানাদে বর্ণনা করেন যে, আমরা কতিপয় মুসলমান একবার রুমদের হাতে বন্দী হলে বাদশাহ আমাদেরকে দরবারে ডেকে বলল ঃ আমার খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ কর, অন্যথায় তোমাদের মস্তক উড়িয়ে দেয়া হবে। এতে আমাদের তিনজন মুরতাদ হয়ে গেল। কিন্তু চতুর্থজন ধর্মত্যাগ করার ব্যাপারে অস্বীকার করায় তার মস্তক ছিন্ন করে তা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। সমুদ্রে নিক্ষেপ করার পর মাথাটা প্রথমে পানিতে ডুবে যায় এবং কিছুক্ষণ পর পানির উপর ভেসে উঠে দীন ত্যাগকারী তিনজনের প্রতি লক্ষ্য করে তাদের নাম উল্লেখ করে বলেনঃ হে অমুক! হে অমুক! হে অমুক! আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন ﴿يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ অতঃপর মাথাটা আবার ডুবে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, এই ঘটনা দেখে খ্রিস্টানগণ মুসলমান হযে যায় এবং মুরতাদ হয়ে যাওয়া তিন ব্যক্তি পুনরায় মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর খলিফা আবূ জা'ফর মানসুরের পণ্যের বিনিময়ে আমরা মুক্তি লাভ করি।

৭২৭৭. (দঈফ): আল-হাফিয ইবনুল আসাকির বর্ণনা করেন ◊রাওহাহ বিনতু আবী আমর আল-আওযাঈ◊তার পিতা (আবূ আমর আল-আওযাঈ)◊সুলায়মান বিন হাবীব আল-মুহারিবী◊আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)◊ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে বলেন, তুমি আল্লাহর নিকট এই দুআ বল ঃ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك، وترضع بقضائك، وتقنع بعطائك ، অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এমন চিত্ত দান কর যা তোমার সাক্ষাতে বিশ্বাসী করবে, তোমার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকবে এবং তোমার দানে তৃপ্ত থাকবে।[৫১৭]

সূরাহ আল-ফাজ্‌রের তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তাআলার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

সূরাহ্ আল-বালাদ-এর তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. (কাফিররা বলছে দুনিয়ার জীবনই সবকিছু) না, আমি এই (মক্কা) নগরের শপথ করছি (যে নগরে সকলেই নিরাপদ),	لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝١
২. আর তুমি এই নগরের হালালকারী।	وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝٢

৫১৭. হাদীসটি দুর্বল দেখুন "য'ঈফু জামে'উস সাগীর" (৪০৯৯) ও "সিলসিলাহ য'ঈফাহ" (৪০৬০)। শাইখ আলবানী বলেন ঃ ইবনু আসাকিরের শাইখ আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল গাফফার বাইরূতী এবং তার শাইখ রাওয়াহাহ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আম্র আওয়া'ঈ তাদের উভয়কেই আমি চিনি না অর্থাৎ তারা দু'জন অপরিচিত তাদের পরিচয় জানা যায় না। আর হাইসামী বলেন ঃ এর সানাদে এমন সব বর্ণনাকারী রয়েছেন যাদেরকে আমি চিনি না। তাহক্বীক আলবানীঃ দঈফ।

৩. শপথ জন্মদাতা (আদম)-এর আর যা সে জন্ম দিয়েছে (সেই সমস্ত মানুষের),	وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۙ﴿۳﴾
৪. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অত্যন্ত কষ্ট ও শ্রমের মাঝে, (দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ কোন না কোন কষ্টের মধ্যে পতিত আছে)।	لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ كَبَدٍ ؕ﴿۴﴾
৫. সে কি মনে করে যে তার উপর কেউ ক্ষমতাবান নেই?	اَیَحْسَبُ اَنْ لَّنْ یَّقْدِرَ عَلَیْهِ اَحَدٌ ۘ﴿۵﴾
৬. সে (গর্বের সঙ্গে) বলে যে, আমি প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়েছি।	یَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ؕ﴿۶﴾
৭. সে কি মনে করে যে তাকে কেউ দেখেনি?	اَیَحْسَبُ اَنْ لَّمْ یَرَهٗۤ اَحَدٌ ؕ﴿۷﴾
৮. আমি কি তাকে দু'টো চোখ দিইনি?	اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَیْنَیْنِ ۙ﴿۸﴾
৯. আর একটা জিহ্বা আর দু'টো ঠোঁট?	وَلِسَانًا وَّشَفَتَیْنِ ۙ﴿۹﴾
১০. আর আমি তাকে (পাপ ও পুণ্যের) দু'টো পথ দেখিয়েছি।	وَهَدَیْنٰهُ النَّجْدَیْنِ ۚ﴿۱۰﴾

কষ্টের মাঝে মানুষের সৃষ্টির ব্যাপারে মক্কা এবং অন্যান্য বিষয়ের সম্মানের শপথ

এখানে আল্লাহ তা'আলা নগরীসমূহের জননী মক্কার শপথ করছেন। এর অধিবাসীদের প্রতি সম্বোধন করে। (হারাম মাস ভিন্ন অন্য মাসে) যখন তারা নগরীতে স্বাধীন, যাতে করে তিনি এর মহান মর্যাদা সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে, যখন এর অধিবাসীগণ পবিত্র অবস্থায় থাকে (পবিত্র মাসে থাকে)। খাস্বীফ বর্ণনা করেন, মুজাহিদ বলেন: ﴿لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ﴾ "**১. (কাফিররা বলছে দুনিয়ার জীবনই সবকিছু) না, আমি এই (মাক্কাহ) নগরের শপথ করছি**" (যে নগরে সকলেই নিরাপদ) لَا শব্দটি কাফিরদের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়েছে, আমি এই (মাক্কাহ) নগরের শপথ করছি।[৫১৮] শাবীব বিন বিশ্‌র বর্ণনা করেন, ইকরিমাহ বলেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন ঃ ﴿لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ﴾ "**কাফিররা বলছে দুনিয়ার জীবনই সবকিছু) না, আমি এই (মাক্কাহ) নগরের শপথ করছি**" (যে নগরে সকলেই নিরাপদ) অর্থাৎ মক্কার। ﴿وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ﴾ "**২. অথচ তোমাকে (হত্যা করা) এ নগরে হালাল বানিয়ে নেয়া হয়েছে**" তিনি বলেন: হে মুহাম্মাদ! তোমার জন্য এতে যুদ্ধ করা বৈধ।[৫১৯] সাঈদ বিন জুবায়র, আবূ স্বালিহ, আতিয়্যাহ, দহ্হাক, কাতাদাহ, সুদ্দী এবং ইবনু যায়দ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৫২০] হাসান আল বাস্বরী বলেন: আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য এতে যুদ্ধ করা এক ঘন্টার জন্য বৈধ করেছিলেন।[৫২১] আর এই যে অর্থ তারা বলেছেন:

৭২৭৮. (স্বহীহ): এ ব্যাপারে হাদীস্ব এসেছে যার বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছে,

---

৫১৮. আদ-দুররুল মানস্থর ৭/৫১৭।
৫১৯. কুরতুবী ২০/৬০আদ-দুররুল মানস্থর ৭/৫১৮।
৫২০. আল-কুরতুবী ২০/৬০, আদ-দুররুল মানস্থর ৮/৫১৮।
৫২১. আদ-দুররুল মানস্থর ৮/৫১৮।

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعضَد شَجَرُهُ وَلَا يُخْتَلَي خَلَاهُ. وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ". وَفِي لَفْظٍ [آخَرَ] فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّص بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ فَقُولُوا: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আসমান-জমিন সৃষ্টির সময় থেকেই এই নগরীকে পবিত্র করেছেন আর এটা কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার সম্মানে সম্মানিত। কাজেই এর বৃক্ষ উৎপাটন করা যাবেনা, এর গুল্ম এবং ঘাস কাটা যাবেনা, একে আমার জন্য এক ঘন্টার জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছিল (যুদ্ধ করার জন্য), আজ এর পবিত্রতা ফিরে এসেছে, যেভাবে এটা গতকাল পবিত্র ছিল। কাজেই এখানে যারা উপস্থিত আছে তারা যেন অনুপস্থিতদেরকে জানিয়ে দেয়।[৫২২] অপর এক শব্দে রয়েছে ঃ কাজেই কেউ যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর লড়াইকে মক্কায় লড়াই করার বৈধতার দলীল মনে করে, তবে তোমরা বল ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাদেরকে অনুমতি দেননি।[৫২৩]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ﴾ **"৩. শপথ জন্মদাতা আর যা সে জন্ম দিয়েছে (সেই সমস্ত মানুষের"** ইবনু জারীর বলেন, ৫[আবূ কুরায়ব][ইবনু আতিয়্যাহ][শারীক][খাসীফ][ইকরিমাহ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, الوالد অর্থ যার সন্তান হয় আর ما ولد অর্থ যার সন্তান হয় না। ইকরিমাহ বলেন, الوالد অর্থ যার সন্তান হয় না আর ما ولد অর্থ যার সন্তান হয়। মুজাহিদ, আবূ সালিহ, কাতাদাহ, দহহাক, সুফইয়ান আস-সাওরী, সাঈদ বিন জুবায়র, সুদ্দী, হাসান আল-বাসরী, খাসীফ, শুরাহবীল বিন সা'দসহ আরও অনেকে বলেন: জন্মদাতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আদম (আলায়হিস সালাম), আর যা সে জন্ম দিয়েছে তা হচ্ছে তাঁর সন্তান।[৫২৪] এই মতের দিকে গেছেন মুজাহিদ এবং তাঁর অনুসারীবৃন্দ। (আর তা) সুন্দর-শক্তিশালী। কেননা ইতোপূর্বে আল্লাহ তা'আলা শপথ করেছিলেন নগরীসমূহের জননীর আর তা হচ্ছে বাসস্থান। এরপর তিনি শপথ করেন এর অধিবাসীদের, যিনি আদম (আলায়হিস সালাম), মানবজাতির পিতা আর তাঁর সন্তানাদির। আবূ ইমরান আল-জাওনী বলেন: তিনি হচ্ছেন ইবরাহীম এবং তাঁর সন্তানাদি। ইবনু জারীর[৫২৫] এবং ইবনু আবী হাতিম এটা বর্ণনা করেছেন। ইবনু জারীর এই মত চয়ন করেছেন যে, এখানে সকল পিতা এবং তাদের সন্তানাদির কথা বলা হয়েছে, এই অর্থেরও সম্ভাবনা রয়েছে।[৫২৬]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ﴾ **"৪. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অত্যন্ত কষ্ট ও শ্রমের মাঝে, (দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ কোন না কোন কষ্টের মধ্যে পতিত আছে"** ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং ইকরিমাহ, মুজাহিদ, ইবরাহীম আন-নাখঈ, খায়সামাহ ও দহহাকসহ বলেন: আলোচ্য অর্থ হল মানুষকে আমি অত্যন্ত সুঠাম সুদেহী ও ঠিকঠাক করে সৃষ্টি করেছি। মায়ের পেটে থাকতে আমি এরূপ করে থাকি। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۝ فِيْٓ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝﴾ অর্থাৎ **"হে মানুষ! কিসে তোমাকে মহান রব্ব সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমাকে সুঠাম ও সুসামঞ্জস করেছেন যেই আকৃতিতে চেয়েছেন যেন তোমাকে গঠন করেছেন।"** অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ﴾ অর্থাৎ **"আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে"**।

---

৫২২. ফাতহুল বারী ৬/৫৫ নং পৃষ্ঠা, হাদীস নাম্বার ১৭০৩।

৫২৩. সহীহুল বুখারী ১০৪, ১০৫, ১৮৩২, ৪২৯৫, মুসলিম ১৩৫৩, ইরওয়াউল গালীল ৪/২৪৮, তাখরীজু আহাদীসিল ওয়া আসার কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ১৪০, জামিউল উসূল ৬৯০০। **তাহকীকঃ** সহীহ।

৫২৪. আল-কুরতুবী ২০/৬১, আদ-দুররুল মানসূর ৮/৫১৯, আত-তাবারী ২৪/৪৩২।

৫২৫. আত-তাবারী ২৪/৪৩৩।

৫২৬. আত-তাবারী ২৪/৪৩৩।

ইবনু জুরায়জ আতা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে (فِي كَبَدٍ) "অত্যন্ত কষ্ট ও শ্রমের মাঝে" সম্পর্কে বলেন: তিনি সৃষ্ট হয়েছেন কঠিন অবস্থায়। তুমি কি তাকে দেখনি– এরপর তিনি তার জন্ম এবং তার দাঁত গজানোর বর্ণনা দেন।[৫২৭] মুজাহিদ বলেনঃ (فِي كَبَدٍ) **"অত্যন্ত কষ্ট ও শ্রমের মাঝে"** শুক্র এরপর রক্তপিণ্ড এরপর গোস্তপিণ্ড, তার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া কষ্টকর। মুজাহিদ বলেন: এটা আল্লাহ তাআ'লার এই আয়াতের মত (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا) **"তার মা তাকে বহন করেছে কষ্টের সাথে, আর তাকে প্রসব করেছে কষ্টের সাথে"**[৫২৮] সে তাকে দুধ পান করিয়েছে কষ্টের সাথে, তার জীবন-যাপন কষ্টের, ফলে সে এ সবকিছুর কষ্ট সহ্য করে। সাঈদ বিন জুবায়র বলেন: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ) **"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অত্যন্ত কষ্ট ও শ্রমের মাঝে"** কষ্ট এবং জীবিকার অনুসন্ধানে। ইকরিমাহ বলেন: কষ্ট ও দীর্ঘ ভোগান্তি।[৫২৯] কাতাদাহ বলেন: কষ্টের মাঝে।[৫৩০]

ইবনু আবী হাতিম বলেন, আহমাদ বিন ইসাম আবূ আসিম আবদুল হামীদ বিন জা'ফার মুহাম্মাদ বিন আলী আবূ জা'ফার আল-বাকির জনৈক আনসারকে (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ) এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে উত্তরে বললেন ঃ এ আয়াতের অর্থ হল, আল্লাহ তাআ'লা মানুষকে সুঠাম ও সুদেহী করে সৃষ্টি করেছেন। আবূ জা'ফার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এই ব্যাখ্যাটি অস্বীকার করেননি।

হাসান আল-বাসারী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষ একদিকে দুনিয়ার জন্য ক্লেশ ভোগ করে অপরদিকে আখিরাতের জন্য কষ্ট করে। দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার সংকীর্ণতা এবং আখিরাতের প্রচণ্ডতা। ইবনু যায়দ বলেন, আল্লাহ তাআ'লা আদামকে আসমানে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার নাম দিয়েছেন কাবাদ। ইবনু জারীরের মতে كبد দ্বারা ক্লেশ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা মানুষকে ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর নিআ'মতে বেষ্টিত মানুষ

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: (أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ) **"৫. সে কি মনে করে যে তার উপর কেউ ক্ষমতাবান নেই?"** হাসান আল-বাস্রী বলেন: অর্থাৎ (أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ) **"সে কি মনে করে যে তার উপর কেউ ক্ষমতাবান নেই?"** যে তার সম্পদ কেড়ে নিবে। কাতাদাহ বলেন: (أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ) **"সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান নেই?"** আদম সন্তান কি ধারণা করে যে, তাকে এই সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবেনা যে, সে কোথায় থেকে তা উপার্জন করেছে আর কোথায় সে ব্যয় করেছে।[৫৩১]

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: (يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا) **"৬. সে (গর্বের সঙ্গে) বলে যে, আমি প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়েছি"** অর্থাৎ আদম সন্তান বলে আমি প্রচুর ধন-দৌলত খরচ করেছি। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দীসহ অন্যরা এ মত ব্যক্ত করেছেন।[৫৩২] (أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ) **"৭. সে কি মনে করে যে তাকে কেউ দেখেনি?"** মুজাহিদ বলেন: অর্থাৎ সে কি ধারণা করে যে, আল্লাহ তাআ'লা তাকে দেখেননি? একাধিক পূর্ববর্তী আলেম এ মত ব্যক্ত করেছেন।

---

৫২৭. আত-তাবারী ২৪/৪৩৪
৫২৮. সূরাহ আহকাফ, ৪৬ঃ ১৫।
৫২৯. আদ-দুররুল মুনসূর ৮/৫১০।
৫৩০. আত-তাবারী ২৪/৪৩৩।
৫৩১. আত-তাবারী ২৪/৪৩৬।
৫৩২. আত-তাবারী ২৪/৪৩৬।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ﴾ **"৮. আমি কি তাকে দু'টো চোখ দিইনি?"** অর্থাৎ এর দ্বারা সে প্রত্যক্ষ করে, ﴿وَلِسَانًا﴾ **"৯. আর একটা জিহ্বা"** অর্থাৎ এর মাধ্যমে সে কথা বলে, যাতে করে তার অভ্যন্তরীণ বিষয় প্রকাশ করতে পারে, ﴿وَشَفَتَيْنِ﴾ **"আর দু'টো ঠোঁট?"** এর দ্বারা সে কথা বলতে, খাদ্য খেতে এবং তার মুখ ও মুখমণ্ডলকে সুন্দর করতে সাহায্য নিয়ে থাকে।

৭২৭৯. (দঈফ): হাফিয ইবনুল আসাকির (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আবূ রাবী' আদ দিমাশকীর জীবনীতে মাকহূল হতে বর্ণনা করেন যে, মাকহূল বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا ابْنَ آدَمَ، قَدْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكَ نِعَمًا عِظَامًا لَا تُحْصِي عَدَدَهَا وَلَا تُطِيقُ شُكْرَهَا، وَإِنَّ مِمَّا أَنْعَمْتُ عَلَيْكَ أَنْ جَعَلْتُ لَكَ عَيْنَيْنِ تَنْظُرُ بِهِمَا، وَجَعَلْتُ لَهُمَا غِطَاءً، فَانْظُرْ بِعَيْنَيْكَ إِلَي مَا أَحْلَلْتُ لَكَ، وَإِنْ رَأَيْتَ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَأَطْبِقْ عَلَيْهِمَا غِطَاءَهُمَا. وَجَعَلْتُ لَكَ لِسَانًا، وَجَعَلْتُ لَهُ غُلَافًا، فَانْطِقْ بِمَا أَمَرْتُكَ وأحللت لَكَ، فَإِنْ عَرَضَ لَكَ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَأَغْلِقْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ. وَجَعَلْتُ لَكَ فَرْجًا، وَجَعَلْتُ لَكَ سِتْرًا، فَأَصِبْ بِفَرْجِكَ مَا أَحْلَلْتُ لَكَ، فَإِنْ عَرَضَ لَكَ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَأَرْخِ عَلَيْكَ سِتْرَكَ. يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَا تَحْمِلُ سُخْطِي، وَلَا تُطِيقُ انْتِقَامِي

হে আদম সন্তান! আমি তোমাদেরকে বড় বড় এত নিআমত দান করেছি যা তোমারা গুণে শেষ করতে পারবে না এবং যার তোমরা যথাযথ কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারবে না। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি নিআমত হল ঃ আমি তোমাদেরকে দু'টি চক্ষু দান করেছি তোমরা দেখ আবার তার উপর আবরণ দান করেছি। অতএব আমি তোমাদের জন্য যা বৈধ করেছি তা দেখ, আর আমি তোমাদের জন্য যা হারাম করেছি যদি তা চোখের সামনে চলে আসে তাহলে পর্দা দ্বারা চোখ ঢেকে ফেল। আমি তোমাদেরকে কথা বলবার জন্য রসনা দিয়েছি এবং তার গেলাফ দান করেছি। সুতরাং আমি তোমাদেরকে যে কথা বলার আদেশ ও অনুমতি দিয়েছি তা বল, কিন্তু যে বিষয়গুলো তোমাদের জন্য হারাম করেছি সেগুলোর মুখোমুখী হলে কথা বলা থেকে বিরত থাক। আমি তোমাদেরকে যৌনাঙ্গ দান করেছি। অনুমোদিত পন্থায় তোমরা তা ব্যবহার কর আর নিষিদ্ধ পন্থায় তা দ্বারা ঢেকে রাখ। হে আদম সন্তান! আমার রোষ ও শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা তোমাদের নাই।[৫৩৩]

ভাল ও মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে পারাটা একটি অনুগ্রহ

﴿وَهَدَيْنَٰهُ النَّجْدَيْنِ﴾ **"১০. আর আমি তাকে (পাপ ও পুণ্যের) দু'টো পথ দেখিয়েছি"** এখানে দু'টো পথের কথা বলা হয়েছে, সুফইয়ান আস্র-স্রাওরী আসিম যির (বিন হুবায়শ) আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে। ﴿وَهَدَيْنَٰهُ النَّجْدَيْنِ﴾ **"১০. আর আমি তাকে (পাপ ও পুণ্যের) দু'টো পথ দেখিয়েছি"** তিনি বলেন: ভাল এবং মন্দ।[৫৩৪] অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মুজাহিদ, ইকরিমাহ, আবূ ওয়াইল, আবূ স্রালিহ, মুহাম্মাদ বিন কা'ব, দহ্হাক, 'আতা' আল খুরাসানী প্রমুখ থেকে।[৫৩৫]

৭২৮০. (দঈফ): আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব বলেন, ইবনু লাহীআহ ইয়াযীদ বিন আবী হাবীব সিনান বিন সা'দ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মানুষের জন্য ভালো ও মন্দ দু'টি পথ

---

৫৩৩. জামিউল আহাদীস্র আল-কুদসিয়াহ ১০৮৩, জামউল জাওয়ামি' ২৭৭০, মাজমা' আয্-যাওয়াইদ ৭৩৫৫, জামিউল আহাদীস্র ৭৩২৩। হাদীস্রটি মুরসাল, এটি তার দুর্বলতার একটি কারণ, সানাদে মাকহূলের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। যদিও তার নিকট হাদীস্র পৌঁছে থাকে তথাপিও মুস্রান্নিফ সানাদে উল্লেখ করেননি। মাতানটি অত্যন্ত গরীব, এটি ইসরাঈলী রেওয়ায়াতের সাথে সাদৃশ্য রাখে। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

৫৩৪. আত-তাবারী ২৪/৪৩৭।

৫৩৫. আত-তাবারী ২৪/৪৩৭, ৪৩৮, আদ-দুররুল মানসূর ৮/৫২১, ৫২২।

রয়েছে। সুতরাং কেন তোমরা ভালো পথ ত্যাগ করে মন্দ পথে চল?[৫৩৬] সিনান বিন সা'দ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেন, তিনি হলেন, সা'দ বিন সিনান। আহমাদ বলেন, আমি তার হাদীস বর্জন করেছি তার ইদ্‌তিরাব করার কারণে। তিনি ১৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন যার সবগুলোই মুনকার। তার হাদীস হাসান আল-বাসরীর সাদৃশ্য, আনাস বিন মালিক এর হাদীসের সাদৃশ্য নয়।

৭২৮১. (দঈফ জিদ্দান): ইবনু জারীর বলেন, {ইয়া'কূব}{ইবনু উলায়্যাহ}{আবূ রাজা'}{হাসান (রহিমাহুল্লাহ)} ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: হে মানবমণ্ডলী! দুটি পথ হচ্ছে (ক) ভালোর পথ (খ) খারাপের পথ। খারাপ পথটি ভালো পথের চেয়ে তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় নয়।[৫৩৭] অনুরূপভাবে হাবীব ইবনুশ শাহীদ, য়ূনুস বিন উবায়দ, আবূ ওয়াহব, কাতাদাহ ও হাসান তারা সকলে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, {আহমাদ বিন ইসাম আল-আনসারী}{আবূ আহমাদ আয-যুবায়দী}{ঈসা বিন ইকাল}{তার পিতা (ইকাল)}{ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)} ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ: দুটি স্তন। রাবী' বিন খুসায়ম, কাতাদাহ এবং আবূ হাযিমও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। {ইবনু জারীর}{আবূ কুরায়ব}{ওয়াকী'}{ঈসা বিন ইকাল} সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, প্রথম কওলটিই বিশুদ্ধ। এই আয়াতের মত আয়াত রয়েছে আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝﴾

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত শুক্রবিন্দু থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্য, এজন্য তাকে করেছি শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে হবে অকৃতজ্ঞ"।[৫৩৮]

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝

১১. (মানুষকে এত গুণবৈশিষ্ট্য ও মেধা দেয়া সত্ত্বেও) সে (ধর্মের) দুর্গম গিরি পথে প্রবেশ করল না।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝

১২. তুমি কি জান দুর্গম গিরিপথ কী?

فَكُّ رَقَبَةٍ ۝

১৩. (তা হচ্ছে) দাসমুক্তি।

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝

১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝

১৫. নিকটাত্মীয় ইয়াতীমকে,

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝

১৬. অথবা দারিদ্র ক্লিষ্ট মিসকীনকে।

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

১৭. তদুপরি সে মু'মিনদের মধ্যে শামিল হয় আর

---

৫৩৬. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩৫৩, আল-কামিলু লিদ-দুআফা' ৩/৩৫৬, জামিউল আহাদীস ২৫৭৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ। দঈফ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১৮৭৯। সানাদে ইবনু লাহীআহ দুর্বল ও সিনান বিন সা'দ মুনকার।

৫৩৭. মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৩৬২২, তাবারী ৩৭২৯৯, ৩৭৩৩০২, বিভিন্ন সূত্রে হাসান থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটি একটি দুর্বলতার ইল্লাত। হাসান উক্ত হাদীসটি মুরসালরূপে সন্দেহের সাথে উল্লেখ করেছেন। আর মাতানটি মারফূ' সূত্রে গারীব। **তাহকীকঃ** দঈফ জিদ্দান।

৫৩৮. সূরাহ আল-ইনসান, ৭৬ঃ ২-৩।

وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾	পরস্পরকে ধৈর্য ধারণ ও দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়।
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾	১৮. তারাই ডানপন্থী (সৌভাগ্যবান লোক)।
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١٩﴾	১৯. আর যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করে তারাই বামপন্থী (হতভাগা)।
عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾	২০. তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অবরুদ্ধকারী আগুন।

সৎপথে চলার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান

ইবনু জারীর বলেন, ০(উমার বিন ইসমাঈল বিন মুজালিদ)(আবদুল্লাহ বিন ইদরীস)(তার পিতা (ইদরীস))(আতিয়্যাহ)(ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))০ ﴿فَلَا اقْتَحَمَ﴾ সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ: প্রবেশ করা। ﴿الْعَقَبَةَ﴾ সম্পর্কে বলেন, এটি একটি জাহান্নামের পাহাড়।[৫৩৯] কা'ব আল-আহবার বলেন, ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঃ জাহান্নামে অবস্থিত সত্তরটি স্তর বিশিষ্ট পর্বত। হাসান আল-বাস্‌রী বলেন, জাহান্নামের গিরিপথ। কাতাদাহ বলেন, এটি একটি বন্ধুর ও দুর্গম গিরিপথ। আল্লাহর আনুগত্য করে তা অতিক্রম কর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সেই আকাবা অতিক্রমের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ﴾ অর্থাৎ দাস মুক্ত করা এবং আল্লাহর নামে আহার করানো। ইবনু যায়দ বলেন: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ **"১১. (মানুষকে এত গুণবৈশিষ্ট্য ও মেধা দেয়া সত্ত্বেও) সে (ধর্মের) দুর্গম গিরি পথে প্রবেশ করল না"** অর্থাৎ সে পথে চলল না যে পথে মুক্তি ও কল্যাণ নিহীত রয়েছে। এরপর এই পথের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾ **"১২. তুমি কি জান দুর্গম গিরিপথ কী?"**[৫৪০]

৭২৮২. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ০(আলী বিন ইবরাহীম)(আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন আবী হিন্দ)(ইসমাঈল বিন আবী হাকীম)(সাঈদ বিন মারজানাহ)(আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))০-কে বলতে শুনেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একজন মু'মিন গোলাম আযাদ করবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি অঙ্গের বদলে তার (আযাদকারীর) প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাবেন। এমনকি আল্লাহ তা'আলা একটি হাতের বদলে একটি হাত, একটি পায়ের বদলে একটি পা, লজ্জাস্থানের বদলে লজ্জাস্থানকে মুক্ত করবেন। তখন আলী ইবনুল হুসায়ন বলেন: আপনি কি এ কথা আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে শুনেছেন? সাঈদ বলেন: হ্যাঁ, তখন আলী ইবনুল হুসায়ন তার ভৃত্যকে বলেন, যাকে তিনি জয় করেছিলেন, যে ছিল তার ভৃত্যদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষিপ্র গতির (চালু), তাকে তিনি 'মুতার্‌রিফ' বলে ডাকতেন। যখন তাকে তাঁর সম্মুখে নিয়ে আসা হয় তখন তিনি তাকে বলেন: যাও, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাকে মুক্ত করে দিলাম।[৫৪১] এ হাদীস্র ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসাঈ সাঈদ বিন মারজানা থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৫৪২] আর মুসলিমের নিকট আলী ইবনুল হাসান যাকে মুক্ত করেছে তার নাম ছিলো যায়নুল আবিদীন, তিনি তাকে ১০ হাজার দিরহাম প্রদান করেছিলেন।

---

৫৩৯. আত-তাবারী ৩০/১২৮-১২৯, আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩৫৪।

৫৪০. আত-তাবারী ২৪/৪৪০।

৫৪১. আহমাদ ৯১৫৪, জামিউল আহাদীস্র ২১৩৩৪, মুসনাদ আল-জামি' ১৩৫৮৯, মুখতাসার ইরওয়াউল গালীল ১৭৪২। **তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।**

৫৪২. সহীহুল বুখারী ২৫৩১, মুসলিম ১৬৫৯, তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/১৪৪, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ৩/১৬৮। **তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।**

৭২৮৩. (স্বহীহ): কাতাদাহ বলেন, ◊(সালিম বিন আবুল জা'দ)(মা'দান বিন আবী তালহাহ)(আবূ নাজীহ)◊ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কোন মুসলিম পুরুষ যদি কোন মুসলিম গোলামকে আযাদ করে দেয় তাহলে আল্লাহ তাআলা সেই আযাদকৃত গোলামের এক একটি হাড়ের বিনিময়ে তার এক একটি হাড়কে জাহান্নাম হতে মুক্ত করে দিবেন। আর যদি কোন মুসলিম নারী কোন মুসলিম দাসীকে আযাদ করে দেয় তাহলে আল্লাহ তাআলা তার একটি একটি হাড়ের বিনিময়ে তার এক একটি হাড়কে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দিবেন।[৫৪৩] আবূ নাজীহ হলেন: আমর বিন আবাসাহ আস সুলামী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।

৭২৮৪. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ◊(হায়ওয়াহ বিন শুরায়হ)(বাকিয়্যাহ)(বাহীর বিন সা'দ)(খালিদ বিন মা'দান)(কাস্বীর বিন মুররাহ)(আমর বিন আবাসাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))◊ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহর নাম স্মরণ করার জন্য কেউ একটি মসজিদ নির্মাণ করে দিলে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করে রাখবেন। কেউ একজন মুসলিম দাসীকে আযাদ করলে তার বিনিময়ে তাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দেয়া হয় এবং কেউ ইসলামের অবস্থায় বৃদ্ধ হয়ে কেশ সাদা হয়ে গেলে কিয়ামতের দিন তা তার জন্য নূর হয়ে যায়।[৫৪৪]

৭২৮৫. (স্বহীহ): অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ◊(হাকাম বিন নাফি')(হারীয)(সুলায়ম বিন আমির)(শুরাহবীল ইবনুস সিমত)(আমর বিন আবাসাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))◊ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কেউ কোন মুসলিম দাসীকে আযাদ করে দিলে তার একটি অংগের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা আযাদকারীর এক একটি অঙ্গকে জাহান্নাম হতে মুক্ত করে দেন। কেউ আল্লাহর পথে বৃদ্ধ হয়ে কেশ সাদা হয়ে গেলে কিয়ামতের দিন তা তার জন্য নূরের রূপ ধারণ করে এবং কোন ব্যক্তি শত্রুর গায়ে তীর ছুড়ে লক্ষ্য অর্জন করলে বা লক্ষভ্রষ্ট হল এতেও সে বনী ইসমাঈলের একজন দাস মুক্তির স্বাওয়াব পাবে।[৫৪৫]

৭২৮৬. (হাসান): অন্য বর্ণনায় : ইমাম আহমাদ বলেন, ◊(হাশিম ইবনুল কাসিম)(আল-ফারাজ)(লুকমান)(আবূ উমামাহ)(তিনি আমর বিন আবাসাহ আস সুলামী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))◊ কে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি আমাকে এমন একটি হাদীস্ব বর্ণনা করুন যা আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছেন যাতে কোন প্রকার কমতি এবং ভ্রম (আন্দাজ) নেই, তখন তিনি বলেন: আমি তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি ঃ ইসলামে যার তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু তারা সাবালক হওয়ার পূর্বে মারা গেছে আল্লাহ তাআলা তাকে তাদের প্রতি তাঁর দয়ার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করে আর সেটা গিয়ে শত্রুর নিকট পৌঁছে, সেটা শত্রুকে আঘাত করুক বা নাই করুক সে একটি গোলাম আযাদ করার পরিমাণ সাওয়াব অর্জন করবে। যে ব্যক্তি একজন মু'মিন গোলাম আযাদ করবে আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বদলে আযাদকারীর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার পথে দু'টি বাহন জন্তু দান করবে, জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাকে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[৫৪৬] বিভিন্ন সূত্রে এ হাদীস্ব বর্ণিত হয়েছে। এর সনদগুলো চমৎকার শক্তিশালী। আল্লাহ তাআলার জন্য সকল প্রশংসা।

---

৫৪৩. ইবনু জারীর ৩০-১২৯, নাসাঈ ফিস সুনানিল কুবরা ৪৮৭৯। হাদীস্বটি মুরসাল। **তাহকীক আলবানীঃ স্বহীহ।**

৫৪৪. আহমাদ ৪/৩৮৬, মিশকাত ৩৩৮৫, নাসাঈ ৬৭৮। সানাদ স্বহীহ। স্বহীহ আল-জামি' ৬০৫০, ৬১৩০, ৬৩০৮। **তাহকীক আলবানীঃ স্বহীহ।**

৫৪৫. আবূ দাঊদ ৩৯৬৬, নাসাঈ ৩১৪২, আহমাদ ৪/১১৩। সানাদ স্বহীহ।

৫৪৬. আহমাদ ১৮৯৪৪, জামিউল আহাদীস্ব ২৪১৩১, মুসনাদ আল-জামি' ১০৭৯৫, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৩৯৬৯, সিলসিলাতুস স্বহীহাহ ২৬৮১, ১৭৫৬, স্বহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ২০০২। সানাদটি ফারাজ বিন ফাদালাহ এর দুর্বলতার কারণে দুর্বল। কিন্তু এর শাওয়াহিদ থাকায় হাদীস্বটি হাসান। **তাহকীক আলবানীঃ হাসান।**

৭২৮৭. (দঈফ): অপর হাদীস্রঃ আবূ দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, ঈসা বিন মুহাম্মাদ আর রামলী দমরাহ ইবনু আবী আবলাহ গারীফ বিন আয়্যাশ আদ দায়লামী বলেন, ওয়াস্রিলাহ ইবনুল আসকা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি আমাদের এমন একটি হাদীস্র শুনালেন যার মাঝে কোন কম বা বেশি করা হয়নি। তিনি বলেন, সেই ব্যক্তির ধ্বংস। তিনি (রাবী) বলেন, নিশ্চয় তোমাদের একজন তার মুস্রহাফ পাঠ করার জন্য ঘর বন্ধ করে। অতঃপর তাতে সে কম বা বেশি করে। আমরা বললামঃ তিনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শ্রবণ করে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে আসলাম আমাদের এক সাথীর ব্যাপারে যার জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে হত্যার অপরাধে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তার পক্ষ থেকে একটি দাস মুক্ত কর তাহলে সে তার দাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনেময়ে জাহান্নম থেকে মুক্তি পাবে। ইমাম নাসাঈ ইবরাহীম বিন আবলাহ গারীফ বিন আয়্যাশ আদ-দায়লামী ওয়াস্রীলাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[৫৪৭]

৭২৮৮. (স্রহীহ): অন্য হাদীস্রঃ আহমাদ বলেন, আবদুস্র স্রামাদ হিশাম কাতাদাহ কায়স আল-জাষামী উকবাহ বিন আমির আল-জুহানী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি একজন মুসলিম দাসীকে আযাদ করে দিবে তার উসিলায় তাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দেয়া হবে।[৫৪৮]

৭২৮৯. (স্রহীহ): আবদুল ওয়াহহাব আল-খাফফাফ সাঈদ কাতাদাহ কায়স আল-জাষামী উকবাহ বিন আমির রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি একজন মু'মিন গোলামকে আযাদ করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। হাদীস্রটি ইমাম আহমাদ এ সূত্রে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[৫৪৯]

৭২৯০. (স্রহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ইয়াহইয়া বিন আদাম ও আবূ আহমাদ বিন ঈসা বিন আবদুর রহমান আল-বাজালী তালহাহ বিন মুস্রাররাফ আবদুর রহমান বিন আওসাজাহ বারা' বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এমন একটি আমল সম্পর্কে বলে দিন যাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করে পারি। শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তুমি তো অল্প কথায় অনেক বড় প্রশ্ন করে বসেছ। আচ্ছা তুমি গোলাম আযাদ কর আর দাস মুক্ত কর।" লোকটি বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দু'টি কাজ একই জিনিস নয় কি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, না এক নয়। প্রথমটির অর্থ হল তোমার একাই একটি গোলাম আযাদ করে দেয়া আর দ্বিতীয়টি হল গোলাম আযাদ করার ব্যাপারে সহযোগিতা করা, গরীব মিসকিনকে দুধ পান করার জন্য গাভী দান করা ও অত্যাচারী আত্মীয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। এগুলো যদি না পার তো ক্ষুধার্তকে আহার দান কর, পিপাসার্তকে পানি পান করাও। সৎ কাজের আদেশ কর ও অসৎ কাজ করতে নিষেধ কর। যদি এটাও না পার তাহলে ভালো ছাড়া কোন কথা বলো না।[৫৫০]

---

৫৪৭. আবূ দাউদ ৩৯৬৪, সুনান আন-নাসাঈ আল-কুবরা ৪৮৯০, ৪৮৯১, মুসতাদরাক ২৮৪৩, মু'জামুল আওসাত ৩১৮১, সিলসিলাতুদ দঈফাহ ৯০৭, স্রহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস্র-সাগীর ২৮৫৪, দঈফ আল-জামি' আস্র-সাগীর ৯২৯, দঈফ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১১৯১, জামিঈল উস্রূল ৭২৬৮, খুলাস্রাতু বাদরুল মুনীর ২৩১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

৫৪৮. আহামদ ৪/৪৫০, আল-মুসনাদ আল-জামি' ৯৮৪৩, হায়স্রামী তার 'আল-মাজমা' গ্রন্থে (৪/২৪৩) من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار শব্দে উল্লেখ করেছেন। **তাহকীকঃ** স্রহীহ।

৫৪৯. আহমাদ ৪/১৪৭, মাজমা' আয্‌-যাওয়াইদ ৭২৫৩, হায়স্রামী তার 'আল-মাজমা' গ্রন্থে (৪/২৪২) উল্লেখ করেছেন, স্রহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব (১৮৯৩)। আহমাদ, আবূ ইয়া'লা, আত-তাবারানী বলেন, সানাদের সকল রাবী স্রহীহ। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি দুর্বল। কারণ উক্ত সানাদে কাতাদাহ ও কায়স আল-জুযামী এর মাঝে ইনকেতা' হয়েছে। কাতাদাহ কায়স আল-জুযামীর সাথে সাক্ষাৎ পাননি। তাবারানী বলেন, কায়স আল-জুযামীর অনুপস্থিতির জন্য কেউ হাদীস্রটিকে দুর্বল হিসেবে সাব্যস্ত করেননি। **তাহকীকঃ** স্রহীহ লিগায়রিহি।

৫৫০. আহমাদ ৪/২৯৯, আল-মাজমা' ৪/২৪০। ইমাম আহমাদ বলেন, সানাদের সকল রাবী স্রিকাহ। আদাবুল মুফরাদ ৬৯, আস সুনান আস্র-সুগরা ৪৭৫৮, মুসতাদরাক ২৮৬১, শুআবুল ঈমান ৪৩৩৫, স্রহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭৪, মুসনাদ আল-জামি' ১৭৫৫,

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾ "১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান" আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: ক্ষুধার্তকে।[৫৫১] ইকরিমাহ, মুজাহিদ, দহ্হাক, কাতাদাহসহ একাধিক আলেম অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৫৫২] السغب শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষুধা, ইবরাহীম আন-নাখঈ বলেন, ক্ষুধার্ত থাকার দিনের খাবার। কাতাদাহ বলেন, আহারের চাহিদার সময়ের খাবার।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿يَتِيمًا﴾ "১৫. ইয়াতীমকে" অর্থাৎ অনুরূপ দিনে ইয়াতীমকে খাদ্য খাওয়ায়, ﴿ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ "নিকটাত্মীয়" অর্থাৎ যার সাথে তার আত্মীয়তা রয়েছে। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), ইকরিমাহ, হাসান, দহ্হাক এবং সুদ্দী এ মত ব্যক্ত করেছেন।[৫৫৩]

৭২৯১. (স্বহীহ): যেমন হাদীস্ব শরীফে এসেছে যা ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন ☆ইয়াযীদ☆হিশাম☆ হাফসাহ বিনতু সীরীন☆সুলায়মান বিন আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)☆ বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ মিসকীনকে স্বাদাকাহ করা একটি মাত্র স্বাদাকাহ বলে বিবেচিত আর আত্মীয়কে স্বাদাকাহ করা দু'টি বলে গণ্য (এক) স্বাদাকাহ করা এবং (দুই) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।[৫৫৪] তিরমিযী এবং নাসাঈ এ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।[৫৫৫] এই হাদীস্বের সানাদ স্বহীহ।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ "১৬. অথবা দারিদ্রক্লিষ্ট মিসকীনকে" অর্থাৎ দরিদ্র, দুঃস্থ, ধুলিমলিন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে চরম দরিদ্র। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: ذا متربة এর অর্থ হচ্ছে যে পথে পথে বিমর্ষ হয়ে ঘুরে বেড়ায় যার কোন ঘরবাড়ী নেই, নেই কোন কিছু যা তাকে ধুলাবালি লেগে যাওয়া থেকে হিফাযত করবে।[৫৫৬] ইবনু আবী হাতিম বলেন, ذا متربة অর্থ মুসাফির। ইকরিমাহ বলেন, ঋণগ্রস্ত অসহায় দরিদ্র। সাঈদ বিন জুবায়র বলেন, যার কেউ নেই।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ "১৭. তদুপরি সে মু'মিনদের মধ্যে শামিল হয়" এই সমস্ত সুন্দর ও পবিত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সে অন্তরে মু'মিন আল্লাহ তা'আলার নিকট এ সবের স্বাওয়াব কামনা করে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ **"আর যে ব্যক্তি আখিরাত কামনা করে আর তার জন্য চেষ্টা করে যতখানি চেষ্টা করা দরকার আর সে মু'মিনও, এরাই হল তারা যাদের চেষ্টা সাধনা সাদরে গৃহীত হবে"**[৫৫৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ **"পুরুষ আর নারীদের মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে আর সে মু'মিনও, তাকে আমি অবশ্য অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব আর তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই তাদের উত্তম কাজ অনুপাতে প্রতিফল দান করব"**[৫৫৮]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ **"আর পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়"** অর্থাৎ মু'মিন, সৎকর্ম সম্পাদনকারী, আর লোকেরা যখন কষ্ট দেয় তখন এ জন্য একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়, আর তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে বলে।

আত তা'লীকাতুল হিসান আলা স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৪২৯৮, স্বহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১৮৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৫৫১. আত-তাবারী ২৪/৪৪২।
৫৫২. আত-তাবারী ২৪/৪৪২, ৪৪৩।
৫৫৩. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৫২৫।
৫৫৪. আহমাদ ১৭৪১৬। স্বহীহ আল-জামি' ৩৮৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
৫৫৫. সুনান আন-নাসাঈ ২৫৮২, তিরমিযী ৬৫৮। তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/২৬১ নং পৃষ্ঠা হাদীস্ব নাম্বার ৬৫৮।
৫৫৬. আত-তাবারী ২৪/৪৪৪।
৫৫৭. সূরাহ আল-ইসরা', ১৭ঃ ১৯।
৫৫৮. সূরাহ নাহল ১৬ঃ ৯৭।

৭২৯২. (সহীহ্): যেমন হাদীসে এসেছে ঃ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ‘দয়াবানদেরকে পরম দয়াময় দয়া করবেন, জমিনবাসীদের প্রতি তোমরা দয়া কর, আসমানে যিনি আছে তোমাদের প্রতি দয়া করবেন’।[৫৫৯]

৭২৯৩. (সহীহ্): অন্য এক হাদীসে আছে, لَا يَرْحَمِ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না আল্লাহও তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন না।[৫৬০]

৭২৯৪. (সহীহ্): সুনান আবূ দাউদে [আবূ বাকর বিন আবী শায়বাহ][সুফইয়ান ইবনু আবী নাজীহ][ইবনু আমির][আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] থেকে বর্ণিত হয়েছে, مَنْ لَمْ يَرْحَم صَغِيرَنَا وَيَعْرِف حَقَّ كَبِيرِنَا، فَلَيْسَ مِنَّا ‘যারা ছোটদের প্রতি দয়া করে না, আর বড়দের অধিকার সম্পর্কে অবগত নয় তারা আমাদের কেউ নয়’।[৫৬১]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ **“১৮. তারাই ডানপন্থী (সৌভাগ্যবান লোক”**। অর্থাৎ যারা এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে তারা হবে ডানপন্থী।

বামপন্থী এবং তাদের পরিণতি

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ **“১৯. আর যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করে তারাই বামপন্থী”** অর্থাৎ বাম দিকের দল। ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ﴾ **“২০. তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে আগুন”** এটা তাদের সাথে এঁটে থাকবে, এ থেকে তাদের পালাবার কোন উপায় থাকবে না। এ থেকে তাদের বের হওয়ারও কোন রাস্তা থাকবে না। আবূ হুরায়রাহ, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), ইকরিমাহ, সাঈদ বিন জুবায়র, মুজাহিদ, মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী, আতিয়্যাহ আল-আওফী, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী এ মত ব্যক্ত করেছেন ﴿مُؤْصَدَةٌ﴾ **(অবরুদ্ধকারী)** রুদ্ধকারী।[৫৬২] আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: রুদ্ধদ্বার।[৫৬৩] দহ্হাক বলেন: ﴿مُؤْصَدَةٌ﴾ **(অবরুদ্ধকারী)** এটা তাদের উপরে বায়ুরোধী করে বন্ধ করে দেয়া হবে আর এর দরজা থাকবে না, কাতাদাহ বলেন: ﴿مُؤْصَدَةٌ﴾ **(অবরুদ্ধকারী)** এটা অবরুদ্ধ করে দেয়া হবে। ফলে এর ভেতরে না আলো প্রবেশ করবে, এতে না কোন ছিদ্র থাকবে আর না এ থেকে তারা কোন দিন বের হতে পারবে।[৫৬৪] আবূ ইমরান আল-জাওনী বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ আদেশ করেন অবাধ্য অহংকার এবং যারা মানুষের অনিষ্ট করত দুনিয়াতে তাদের ব্যাপারে শিকলে তাদেরকে বাধা হবে। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে অতঃপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। আল্লাহর কসম! তাদের পা স্থির থাকবে না, উপরের দিকে তাকাতে পারবে না। এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমাতে পারবে না এবং ঠাণ্ডা কোন কিছু পান করতে পারবে না। (ইবনু আবী হাতিম)

সূরাহ আল-বালাদের তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তাআলার সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

---

৫৫৯. আবূ দাউদ ৪৯৪৩। সহীহ আল-জামি' ৩৫২২। **তাহকীকঃ আলবানীঃ** সহীহ।
৫৬০. সহীহুল বুখারী ৭৩৭৬। **তাহকীকঃ আলবানীঃ** সহীহ।
৫৬১. আবূ দাউদ ৪৯৪৩। সহীহ আল-জামি' ৫৪৪৪। **তাহকীকঃ আলবানীঃ** সহীহ।
৫৬২. আত-তাবারী ২৪/৪৪৭, আদ-দুররুল মানসূর ৮/৫২৬।
৫৬৩. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৫২৬।
৫৬৪. আত-তাবারী ২৪/৪৪৭।

সূরাহ্ আশ্-শামসের তাফসীর

মক্কায় অবতীর্ণ

ইশা'র স্বলাতে আশ্-শামস্ ওয়াদদুহা-হা পাঠ

৭২৯৫. (স্বহীহ): ইতোপূর্বে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত, জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীস্র বর্ণনা করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'আয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বললেন ঃ তুমি কেন ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ **"তোমার মহান রব্বের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর"**﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ **"শপথ সূর্যের ও তার (উজ্জ্বল) কিরণের"** এবং ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ **"শপথ রাতের যখন তা (আলোকে) ঢেকে দেয়"** এ সমস্ত সূরাগুলো পড়লে না?[৫৬৫]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্র নামে।

১. শপথ সূর্যের ও তার (উজ্জ্বল) কিরণের,	وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۞
২. শপথ চাঁদের যখন তা সূর্যের পিছনে আসে,	وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۞
৩. শপথ দিনের যখন তা সূর্যকে উদ্ভাসিত করে,	وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۞
৪. শপথ রাতের যখন তা সূর্যকে ঢেকে নেয়,	وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۞
৫. শপথ আসমানের আর সেটা যিনি বানিয়েছেন তাঁর,	وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۞
৬. শপথ জমিনের আর সেটা যিনি বিছিয়েছেন তাঁর,	وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۞
৭. শপথ প্রাণের আর তাঁর যিনি তা সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন,	وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۞
৮. অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।	فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۞
৯. সেই সফলকাম হয়েছে যে নিজ আত্মাকে পবিত্র করেছে।	قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۞
১০. সেই ব্যর্থ হয়েছে যে নিজ আত্মাকে কলূষিত করেছে।	وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۞

যারা নিজেকে পবিত্র করেছে তাদের সফলতা আর যারা নিজেকে কলূষিত করেছে তাদের ব্যর্থতার উপরে আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকূলের শপথ করেছেন

মুজাহিদ বলেন: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ **"১. শপথ সূর্যের ও তার (উজ্জ্বল) কিরণের"** অর্থাৎ তার রশ্মির।[৫৬৬] কাতাদাহ বলেন: ﴿وَضُحَاهَا﴾ **"তার (উজ্জ্বল) কিরণের"** সম্পূর্ণ দিবসের।[৫৬৭] ইবনু জারীর বলেন: আল্লাহ তাআলা সূর্যের শপথ করেছেন এবং এর দিবসের। কেননা সূর্যের আলো পরিস্কার, আর তা হচ্ছে দিবস। ﴿وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۞﴾ **"২. শপথ চাঁদের যখন তা সূর্যের পিছনে আসে"** ﴿وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا﴾ **"শপথ**

৫৬৫. স্বহীহুল বুখারী ৭০৫, মুসলিম ৪৬৫, ফাতহুল বারী ৩/৪৫ নং পৃষ্ঠা, হাদীস্র নাম্বার ৬৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৫৬৬. আত-তাবারী ২৪/৪৫১।

৫৬৭. আত-তাবারী ২৪/৪৫১।

চাঁদের যখন তা সূর্যের পিছনে আসে" মুজাহিদ বলেন: এটা সূর্যকে অনুসরণ করে।[৫৬৮] আওফী বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন: এটা দিবসকে অনুসরণ করে (অর্থাৎ পেছনে পেছনে আসে)।[৫৬৯] কাতাদাহ বলেন: تلاها এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে চন্দ্রের রাত্রি, যখন সূর্য অস্ত যায় তখন চাঁদ দৃশ্যমান হয়।[৫৭০]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا﴾ **"৩. শপথ দিনের যখন তা সূর্যকে উদ্ভাসিত করে"** মুজাহিদ বলেন: আলোকিত করে।[৫৭১] কাতাদাহ বলেন,﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا﴾ অর্থাৎ দিন যখন সূর্যকে বেষ্টন করে নেয়। ইবনু জারীর বলেন, কতিপয় আরবীভাষী ব্যক্তিরা ব্যাখ্যা করে থাকেন, দিন যখন অন্ধকার প্রকাশ করে।

আমি বলব ঃ যদিও এই কথক ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا﴾ এর অর্থ (দিন যখন পৃথিবীকে বেষ্টন করে নেয়) এই অর্থ করত তাহলে উত্তম হতো। তাহলে ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ এর ব্যাখ্যা সঠিক ও উত্তম হতো। এ কারণে মুজাহিদ বলেন: ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ﴾ **"৩. শপথ দিনের যখন তা সূর্যকে উদ্ভাসিত করে"** এই আয়াতটি ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ **"শপথ দিনের যখন তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে"**[৫৭২] ইবনু জারীর সর্বাবস্থায় আয়াতের দমিরটি শামস তথা সূর্যের দিকে নিতে পছন্দ করেন এ আয়াতের মত, তাঁরা ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ **"৪. শপথ রাতের যখন তা সূর্যকে ঢেকে নেয়"** এ আয়াত সম্পর্কে বলেন: যখন তা সূর্যকে ঢেকে ফেলে, এর অর্থ হচ্ছে যখন সূর্য অদৃশ্য হয়, তখন দিগন্তসমূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তাআলার বাণীঃ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ অর্থাৎ শপথ রাত্রির যখন উহা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে জগতকে অন্ধকারময় করে তোলে। ০[বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ][সফওয়ান][ইয়াযীদ ইবনু যী হামামাহ]০ বলেন, রাত এলে আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দাদেরকে আমার বৃহৎ এক সৃষ্টি ঢেকে ফেলেছে। মানুষ রাতকে ভয় করে। অথচ যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তাকে আরো ভয় করা উচিত। (ইবনু আবী হাতিম)

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ **"৫. শপথ আসমানের আর সেটা যিনি বানিয়েছেন তাঁর"** হতে পারে এখানে ما শব্দটি مصدرية (বর্ণনামূলক হিসেবে ব্যবহৃত) এ হিসেবে এর অর্থ হচ্ছে আসমান এবং এর গঠন, এটা হচ্ছে কাতাদাহর মত। আবার এরকম অর্থের সম্ভাবনাও রয়েছে যে, আসমান এবং এর নির্মাতা। মুজাহিদ এরূপ মত ব্যাক্ত করেছেন।[৫৭৩] উভয় মত পারস্পরিক সম্পূর্ণযুক্ত, البناء এর অর্থ হচ্ছে উত্তোলন করা, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ **"আমি নিজ হাত দ্বারা আসমান সৃষ্টি করেছি"** অর্থাৎ শক্তির দ্বারা[৫৭৪], ﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾ **"আর আমি অবশ্যই মহা প্রশস্তকারী। আর জমিন– তাকে আমিই বিছিয়েছি, আমি কতই না সুন্দর (সমতল) প্রসারণকারী"**[৫৭৫] অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا﴾ **"৬. শপথ জমিনের আর সেটা যিনি বিছিয়েছেন তাঁর"** মুজাহিদ বলেন: طحاها এর অর্থ হচ্ছে এটা বাইরে সম্প্রসারিত করেছেন।[৫৭৬] আওফী

---

৫৬৮. আত-তাবারী ২৪/৪৫২।
৫৬৯. আত-তাবারী ২৪/৪৫২।
৫৭০. আত-তাবারী ২৪/৪৫২।
৫৭১. আত-তাবারী ২৪/৫২৯।
৫৭২. সূরাহ লাইল, ৯২ঃ ২।
৫৭৩. আত-তাবারী ২৪/৪৫৩।
৫৭৪. এ ব্যাপারে সূরাহ যারিয়াত এর মাঝে আলোচনা করা হয়েছে।
৫৭৫. সূরাহ যারিয়াত, ৫১ঃ ৪৭-৪৮।
৫৭৬. আত-তাবারী ২৪/৪৫৪।

বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: ﴿طَحٰهَا﴾ (আর সেটা যিনি বিছিয়েছেন তাঁর) অর্থাৎ এতে তৈরী করেছেন।[৫৭৭] আলী বিন আবী তলহাহ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: طحاها এর অর্থ হচ্ছে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন।[৫৭৮] মুজাহিদ, কাতাদাহ, দহহাক, সুদ্দী, স্রাওরী, আবূ স্রালিহ এবং ইবনু যায়দ বলেন: طحاها এর অর্থ হচ্ছে একে বিছিয়েছেন।[৫৭৯] এই মতটিই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ মুফাস্সিরের মত এটাই। জাওহারী বলেন, طحوته এর অর্থ دحوته অর্থাৎ بسطه তথা তাকে বিছিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا﴾ **"৭. শপথ প্রাণের আর তাঁর যিনি তা সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন"** অর্থাৎ তিনি সঠিক স্বভাব-প্রকৃতির উপরে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তাকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ﴾ **"কাজেই দ্বীনের প্রতি তোমার মুখমণ্ডল নিবদ্ধ কর একনিষ্ঠভাবে। এটাই আল্লাহ্‌র প্রকৃতি, যে প্রকৃতি তিনি মানুষকে দিয়েছেন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কার্যে কোন পরিবর্তন নেই"**[৫৮০]

৭২৯৬. (স্রহীহ): রাসূলুল্লাহ (স্রাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ প্রতিটি শিশু ইসলামী স্বভাব-প্রকৃতির উপরে জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী অথবা খ্রিস্টান অথবা অগ্নি উপাসক বানায়, যেভাবে চতুষ্পদ জন্তু প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহকারে পূর্ণভাবে জন্ম গ্রহণ করে, তুমি কি তার মধ্যে কোন প্রকার অঙ্গহানি দেখতে?[৫৮১] বুখারী ও মুসলিম আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[৫৮২]

৭২৯৭. (স্রহীহ): স্রহীহ মুসলিমে ইয়াদ বিন হিমার আল-মুজাশী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স্রাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন: আমি আমার বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু শয়তান এসে তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে ভিন্নমুখী করে দিয়েছে।[৫৮৩]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا﴾ **"৮. অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন"** অর্থাৎ তিনি তাকে তার পাপাচার এবং তার তাকওয়ার প্রতি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি তাকে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আর তিনি তাকে তার প্রতি পথ দেখিয়েছেন যা তার জন্য স্থির করেছেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا﴾ **"অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন"** তার জন্য ভাল-মন্দ বর্ণনা করেছেন।[৫৮৪] মুজাহিদ, কাতাদাহ, দহ্হাক এবং স্রাউরী অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[৫৮৫] সাঈদ বিন জুবায়র বলেন: তিনি তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন (লক্ষ্য করার জন্য) কোনটি ভাল এবং কোনটি মন্দ। ইবনু যায়দ বলেন: তিনি এর ভেতরে এর পাপাচার এবং এর তাকওয়া তৈরী করেছেন।[৫৮৬]

৭২৯৮. (স্রহীহ): ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, [ইবনু বাশশার] [স্রফওয়ান বিন ঈসা ও আবূ আস্রিম আন-নাবীল] [আযরাহ বিন স্রাবিত] [ইয়াহইয়া বিন আকীল] [ইয়াহইয়া বিন ইয়া'মার] [আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালী] বলেন:

---

৫৭৭. আত-তাবারী ২৪/৪৫৩।
৫৭৮. আত-তাবারী ২৪/৪৫৪।
৫৭৯. আত-তাবারী ২৪/৪৫৪, আদ-দুররুল মানসূর ৮/৫২৯, ৫৩০।
৫৮০. সূরাহ রূম, ৩০ঃ ৩০।
৫৮১. সহীহুল বুখারী ১৩৮৫, মুসলিম ২৬৫৮। **তাহকীক আলবানী** ঃ সহীহ।
৫৮২. সহীহুল বুখারী ১৩৫৮, মুসলিম ২৬৫৮।
৫৮৩. মুসলিম ২৮৬৫। **তাহকীক আলবানী** ঃ সহীহ।
৫৮৪. আত-তাবারী ২৪/৪৫৪।
৫৮৫. আত-তাবারী ২৪/৪৫৫।
৫৮৬. আত-তাবারী ২৪/৪৫৫।

ইমরান বিন হুসায়ন)॰ আমাকে বলেছেন ঃ লোকেরা যা করে এবং যার জন্য তারা প্রচেষ্টা চালায় সে সম্পর্কে তোমার অভিমত কি, সেটা তাদের জন্য ফায়সালা করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের জন্য স্থির করে দেয়া হয়েছে, নাকি এটা এমন একটি বিষয় যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের নিকট নিয়ে আসায় তারা গ্রহণ করেছে, আর তাদের বিরুদ্ধে দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? তখন আমি বলি ঃ বরং এটা এমন বিষয় যা তাদের জন্য ফায়সালা করা হয়েছে। তিনি বলেন: এটা কি কোন বেইনসাফী? এ সময় আমি তাঁকে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাই (তিনি যা বলেছেন তার জন্য) তখন আমি তাঁকে বলি ঃ যে কোন জিনিসের স্রষ্টা এবং তার মালিকস্বত্ব আল্লাহ তাআলার হাতে। তিনি যা করেন সে জন্য তিনি জিজ্ঞেসিত নন; বরং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তিনি (ইমরান বিন হুসায়ন) বলেন: আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি শুধুমাত্র তোমার জ্ঞানগরিমা পরীক্ষা করার জন্য। মুযাইনাহ বা জুহাইনাহ গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা যা করে এবং যার জন্য তারা প্রচেষ্টা চালায় সে সম্পর্কে আমার অভিমত কী? সেটা তাদের জন্য ফায়সালা করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের জন্য স্থির করে দেয়া হয়েছে, নাকি এটা এমন একটি বিষয় যা তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের নিকট নিয়ে আসায় তারা গ্রহণ করেছে, আর তাদের বিরুদ্ধে দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? তিনি বলেন: বরং এটা এমন এক বিষয় যা তাদের জন্য ফায়সালা দেয়া হয়েছে। তখন সে বলে ঃ তাহলে আমাদের আমল করার কী প্রয়োজন? তিনি বলেন: যার জন্য আল্লাহ তাআলা দু'টি স্থান (জান্নাত অথবা জাহান্নাম)-এর একটি তৈরী করেছেন, সেটা তার জন্য সহজ করে দেন। এ কথার সত্যায়ন পাওয়া যায় আল্লাহ তাআলার গ্রন্থে ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝﴾ **"শপথ প্রাণের আর তাঁর যিনি তা সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।"**[৫৮৭] আহমাদ এবং মুসলিম এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[৫৮৮]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝﴾ **"৯. সেই সফলকাম হয়েছে যে নিজ আত্মাকে পবিত্র করেছে। ১০. সেই ব্যর্থ হয়েছে যে নিজ আত্মাকে কলূষিত করেছে"** হতে পারে এর অর্থ এমন ঃ সে সফলকাম হয়েছে যে তার আত্মাকে পবিত্র করেছে অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে যেমন কাতাদাহ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নিচু ও ঘৃণ্য চরিত্র থেকে তাকে পরিচ্ছন্ন করে। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, সাঈদ বিন জুবাইর থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ **"সেই ব্যর্থ হয়েছে যে নিজ আত্মাকে কলূষিত করেছে"** অথাৎ লুকিয়ে রেখেছে, একে করে রেখেছে নিষ্প্রভ, একে অগ্রাহ্য করে, হিদায়াত গ্রহণে একে অবহেলা করার মাধ্যমে, অবশেষে সে নাফরমানিতে লিপ্ত হয় আর আল্লাহ তাআলার আনুগত্য পরিহার করে। আবার এমনও অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে ঃ সে সফল হয়েছে আল্লাহ তাআলা যার অন্তরকে পবিত্র করেছেন। আর সে ব্যর্থ হয়েছে আল্লাহ তাআলার যার অন্তরকে কলূষিত করেছেন, আওফী, আলী বিন আবী তলহাহ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[৫৮৯]

৭২৯৯. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ॰(আমার পিতা (আবূ হাতিম) ও আবূ যুরআহ)(সাহল বিন উস্রমান)(আবূ মালিক (আমর বিন হিশাম))(জুওয়াবির (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য))(দহহাক)(............)(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু))॰ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন: أَفْلَحَتْ نفس

---

৫৮৭. আত-তাবারী ২৪/৪৫৫।

৫৮৮. মুসলিম ২৬৫০, আহমাদ ১৯৪৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৫৮৯. আত-তাবারী ২৪/৪৫৭।

زكاها الله সফল সেই আত্মা যাকে আল্লাহ তাআলা পবিত্র করেছেন।[৫৯০] ইবনু আবী হাতিম আবূ মালিক থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসের সানাদে জুওয়ায়বির নামক এক রাবী আছে তিনি হলেন ইবনু সাঈদ যিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত, আর দহহাক ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ পাননি।

৭৩০০. (সহীহ): তাবারানী বর্ণনা করেন, ইয়াহইয়া বিন উসমান বিন সালিহ আমার পিতা (উসমান বিন সালিহ) ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) আমর বিন দীনার আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখনই এই আয়াতকে (পাঠ করে) অতিক্রম করতেন ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ **"সেই সফলকাম হয়েছে যে নিজ আত্মাকে পবিত্র করেছে। সেই ব্যর্থ হয়েছে যে নিজ আত্মাকে কলুষিত করেছে"** তখন তিনি এখানে থেমে গিয়ে বলতেন ঃ হে আল্লাহ, আপনি আমার অন্তরকে এর কল্যাণ দান করুন, আপনি হচ্ছেন এর অভিভাবক এবং মালিক, একে পবিত্র করতে উত্তম।[৫৯১]

৭৩০১. (হাসান): অপর হাদীসঃ ইবনু আবী হাতিম বলেন, আবূ যুরআহ ইয়া'কূব বিন হুমায়দ আল-মাদীনী আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ আল-উমাবী মা'ন বিন মুহাম্মাদ আল-গিফারী হানযালাহ বিন আলী আল-আসলামী আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে পাঠ করতে শুনেছি ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ তিনি বলেন, اللَّهُمَّ آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها হে আল্লাহ আপনি আমার অন্তরে তাকওয়া প্রদান কর আপনি তাকে পরিশুদ্ধ করুন আপনি উত্তম পরিশুদ্ধ কারী, আপনি এর মালিক, অভিভাবক।[৫৯২]

৭৩০২. (হাসান): ইমাম আহমাদ বলেন, ওয়াকী' নাফি' বিন উমার সালিহ বিন সুআয়দ আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে আমি বিছানায় দেখতে না পেয়ে অন্ধকারে হাত দ্বারা অনুসন্ধান করে পেলাম সেজদায় নবী (সাঃ) বলছেন, رب أعط نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. "হে আল্লাহ! আমাকে তুমি তাকওয়া দান কর। তুমি আমার হৃদয়ের অধিকর্তা। আমার হৃদয়কে তুমি পবিত্র করে দাও, **তুমি উত্তম পবিত্রকারী। তুমি সকল অভিভাবকের ও অভিভাবক।**[৫৯৩]

৭৩০৩. (সহীহ): অপর হাদীস ঃ ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, আফফান আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ আসিম আল-আহওয়াল আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস যায়দ বিন আরকাম (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই অপারগতা থেকে, অলসতা থেকে, জরাগ্রস্ততা থেকে,

---

৫৯০. দায়লামী কর্তৃক রচিত মুসনাদুল ফিরদাউস ৪৬০০, । সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল। সানাদে জুওয়ায়বির নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন, তিনি হচ্ছেন ইবনু সা'ঈদ আযদী আবুল কাসেম বালখী। তিনি খুবই দুর্বল এবং মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, হাফিয যাহাবী বলেন ঃ তাকে মুহাদ্দিসগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর দহহাক তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। অর্থাৎ সানাদে বিচ্ছিন্নতাও রয়েছে। জুওয়ায়বির সম্পর্কে জানতে দেখুন "সিলসিলাহ য'ঈফাহ" (৫২৫৮, ৬২৩৭, ৭০১৫)। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

৫৯১. আত-তাবারানী ১১১৯১, মু'জামুল কাবীর ১১/১০৬, আল-মাজমা' ৭/১৩৮ মু'জামুল কাবীর ১১১৯১। সানাদে ইবনু লাহীআহ তিনি দুর্বল কিন্তু তার শাওয়াহিদ হাদীস পাওয়া যায় যা পরবর্তীতে আসবে। হায়সামী তার মাজমা' (১১৪৯৫) এর মাঝে বলেন, সানাদটি হাসান। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৫৯২. ইবনু আবী আসিম এর 'আস-সুন্নাহ' ৩১৮, সানাদে আবদুল্লাহ আল-উমাবী রয়েছেন, তিনি দুর্বল। কিন্তু পুর্বোক্ত তার শাওয়াহিদ হাদীস দ্বারা বিশুদ্ধতার পর্যায়ভুক্ত করে। উক্ত হাদীসটির শাওয়াহিদ জানতে দেখুনঃ মুসলিম ২৭২২, ইবনু আবী হাতিম ১৯৩৩৯, নাসাঈ ৫৪৫৮, জামিউল উসূল ২৪১৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪০০৫। এগুলো স্পষ্টত সহীহ হাদীস। **তাহকীকঃ** হাসান।

৫৯৩. আহমাদ (৬/২০৯), জামিউল আহাদীস ১২৬৪৯, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৬৯৬৮। সানাদে আবদুল্লাহ বিন সালিহ তিনি আয়িশাহ (রাঃ) এর সাক্ষাৎ পাননি। তিনি মাজহূল বা অপরিচিত। আবদুল্লাহ বিন সালিহ তিনি নাফি' বিন উমার ব্যতীত অন্য কারো থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি। এর শাওয়াহিদ হিসেবে মারফূ' সূত্রে পরবর্তীতে আসবে, সেটিও আয়িশাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তবে সেটি দুআ' হিসেবে নয়। **তাহকীকঃ** হাসান।

কাপুরুষতা থেকে, কৃপণতা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরকে এর কল্যাণ দান করুন, একে পবিত্র করুন আর আপনি একে পবিত্র করতে উত্তম। আপনি হচ্ছেন এর অভিভাবক এবং মালিক, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই এমন অন্তর থেকে যা বিনয়ী হয়না, এমন আত্মা থেকে যা পরিতৃপ্ত হয়না, এমন জ্ঞান থেকে যা কোন উপকার করেনা এবং এমন দুআ' থেকে যা কবূল করা হয়না। যায়দ বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এগুলো আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন, আর আমরা তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছি।[৫৯৪] ইমাম মুসলিম এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন {আবূ মুআবিয়াহ}{আসিম আল আহওয়াল}{আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস্র ও আবূ উস্রমান আন-নাহদী}{যায়দ বিন আরকাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)} সূত্রে।[৫৯৫]

১১. সামূদ জাতি সীমালঙ্ঘন ক'রে (তাদের নবীকে মেনে নিতে) অস্বীকার করেছিল।
১২. যখন তাদের সবচেয়ে হতভাগা লোকটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।
১৩. তখন আল্লাহর রাসূল (সালিহ) তাদেরকে বলল, 'এটা আল্লাহর উটনি, একে পানি পান করতে বাধা দিও না।
১৪. কিন্তু তারা রসূলের কথা অগ্রাহ্য করল এবং উটনির পায়ের রগ কেটে দিল। শেষ পর্যন্ত তাদের পাপের কারণে তাদের রব্ব তাদেরকে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন।
১৫. আর তিনি (তাঁর এ কাজের) কোন খারাপ পরিণতির ভয় মোটেই পোষণ করেন না।

স্রামূদ জাতির অস্বীকৃতি এবং তাদের ধ্বংসসাধন

আল্লাহ তাআ'লা স্রামূদ (জাতি) সম্পর্কে অবহিত করে বলেন, যে, তারা তাদের রাসূলকে অস্বীকার করেছিল, কেননা তারা যুলুম ও অবাধ্যতায় নিমজ্জিত ছিল। মুজাহিদ, কাতাদাহসহ অন্যরা এ মত ব্যক্ত করেছেন।[৫৯৬] তাদের রাসূলগণ তাদের নিকট যে হিদায়াত ও ঈমান এনেছিল সেটিতে তাদের অস্বীকৃতি তাদের এ পরিণতি ডেকে এনেছিল, ﴿إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ **"১২. যখন তাদের সবচেয়ে হতভাগা লোকটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল"** অর্থাৎ গোত্রের সবচেয়ে হতভাগা লোকটি, তার নাম হচ্ছে কুদার বিন সালিফ। সে উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল, সে ছিল স্রামূদ গোত্রের নেতা, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার কথা আল্লাহ তাআ'লা বর্ণনা করেন এই আয়াতে ঃ ﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ﴾ **"শেষে তারা তাদের এক সঙ্গীকে ডাকল আর সে তাকে (অর্থাৎ উষ্ট্রীটিকে) ধরে হত্যা করল"**[৫৯৭] সে ছিল তাদের মধ্যে পরাক্রমশালী, গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তি, উচ্চ বংশীয়, অনুসরণীয় নেতা।

৭৩০৪. (স্রহীহ): যেমন ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, {ইবনু নুমায়র}{হিশাম (উরওয়াহ)}{তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)}{আবদুল্লাহ বিন যামআহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)} বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (একদিন) খুৎবা প্রদান করেন, তিনি উষ্ট্রির কথা উল্লেখ করেন এরপর উল্লেখ করেন এর হত্যাকারীর কথা। এরপর তিনি বলেন:

---

৫৯৪. আহমাদ ১৮৮২১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
৫৯৫. মুসলিম ২৭২২।
৫৯৬. আত-তাবারী ২৪/৪৫৮।
৫৯৭. সূরাহ কামার, ৫৪ঃ ২৯।

﴿إِذِ انۢبَعَثَ اَشۡقٰىهَا ۪ۙ﴾ **"যখন তাদের সবচেয়ে হতভাগা লোকটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল"** একজন শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী ব্যক্তি যে তার গোত্রের মধ্যে ছিল অজেয়, যেমন আবূ যামআহ।[৫৯৮] ইমাম বুখারী তাফসীরের মধ্যে এবং ইমাম মুসলিম জাহান্নামের বর্ণনায়, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ তাঁদের সুনানদ্বয়ে তাফসীরে এ হাদীস্ব উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতিম হিশাম বিন উরওয়াহ থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।[৫৯৯]

৭৩০৫. (স্বহীহ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ‹‹আবূ যুরআহ››ইবরাহীম বিন মূসা››ঈসা বিন য়ূনুস››মুহাম্মাদ বিন ইসহাক››ইয়াযীদ বিন মুহাম্মাদ বিন খুস্বায়ম››মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী››মুহাম্মাদ বিন খুস্বায়ম আবূ ইয়াযীদ››আম্মার বিন ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)›› বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন, আমি হতভাগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সংবাদ দিব? তিনি বলেন, হ্যাঁ বলুন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক হতভাগ্য হল দুই ব্যক্তি, একজন হল স্বামুদ সম্প্রদায়ের আল্লাহর উষ্ট্রী হত্যাকারী, অপরজন হল সেই ব্যক্তি যে তোমার কপালে আঘাত করবে এমনকি রক্তে তোমার দাঁড়ি ভিঁজে যাবে।[৬০০]

স্বালিহ (আলায়হিস সালাম)-র উষ্ট্রী

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فَقَالَ لَهُمۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقۡيٰهَا ؕ﴾ **"১৩. তখন আল্লাহর রাসূল (স্বালিহ) তাদেরকে বলল"** অর্থাৎ স্বালিহ (আলায়হিস সালাম), আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿نَاقَةَ اللّٰهِ﴾ **(এটা আল্লাহর উটনি)** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার উষ্ট্রীর কোন অনিষ্ট করা থেকে সতর্ক থাক। ﴿وَسُقۡيٰهَا﴾ **(একে পানি পান করতে বাধা দিও না)** অর্থাৎ এর পানি পানের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করোনা, কেননা একদিন এর পানি পানের পালা আরেক দিন তোমাদের পানি পানের পালা নির্ধারিত। আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿فَكَذَّبُوۡهُ فَعَقَرُوۡهَا ۪ۙ﴾ **"১৪. কিন্তু তারা রসূলের কথা অগ্রাহ্য করল এবং উটনির পায়ের রগ কেটে দিল"** তিনি তাদের নিকট যা নিয়ে এসেছিলেন তাকে তারা অস্বীকার করে। এর পরিণতি এই ছিল যে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য দলীল-প্রমাণস্বরূপ প্রস্তর থেকে যে উষ্ট্রীকে বের করে এনেছিলেন তাকে তারা হত্যা করে। ﴿فَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَبُّهُمۡ بِذَنۡۢبِهِمۡ﴾ **"শেষ পর্যন্ত তাদের পাপের কারণে তাদের রব্ব তাদেরকে ধ্বংস করে"** তাদের উপরে রাগান্বিত হয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন, ﴿فَسَوّٰىهَا ۪ۙ﴾ **"মাটিতে মিশিয়ে দিলেন"** আল্লাহ তাআলা তাদের সকলের উপরে শাস্তি অবতীর্ণ করেন। কাতাদাহ বলেন: আমাদের নিকট পৌঁছেছে যে, স্বামূদ জাতির নেতা ততক্ষণ পর্যন্ত উষ্ট্রিকে হত্যা করেনি যতক্ষণ না তাদের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ উষ্ট্রিকে হত্যা করার ব্যাপারে একমত হয়। যখন গোটা জাতি উষ্ট্রিকে হত্যা করতে সহযোগিতা করে তখন তাদের পাপের কারণে তাদের রব্ব তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।[৬০১]

---

৫৯৮. আহমাদ ৪/১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৫৯৯. স্বহীহুল বুখারী ৪৯৪২, মুসলিম ২৮৫৫, তিরমিযী ৩৩৪৪, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৬৭৫।

৬০০. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩৫৭, আত তারীখুল কাবীর ১/৭১, জামিউল আহাদীস্ব ৪০৬৯৬, মুসনাদ আল-জামি' ১০৪৩৫, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৪৭৭৫, সিলসিলাতুস স্বহীহাহ ১৭৪৩, । তাবারানী ও বাযযার বলেন, সানাদের সকল রাবী স্বিকাহ তবে তাবেঈ খুস্বায়ম বিন ইয়াযীদ আম্মার বিন ইয়াসার থেকে হাদীস্বটি শ্রবণ করেনি। ইবনু আবী হাতিম, ইবনু মারদুবিয়্যাহ, আল-বাগাবী ও আবূ নুআয়ম 'আদ দলাইল' গ্রন্থে বলেন, আম্মার বিন ইয়াসার.... ও ইয়াযীদ বিন মুহাম্মাদ বিন খুস্বায়ম সূত্রটি মাকবূল বা গ্রহণীয় যেমনটি আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার আত-তাকরীব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৬০১. আত-তাবারী ২৪/৪৬০।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا﴾ **"১৫. আর তিনি ভয় মোটেই পোষণ করেন না"** এভাবেও পঠিত হয়েছে فَلَا يخاف عُقْبَاهَا (তাঁর এ কাজের কোন খারাপ পরিণতির)। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আল্লাহ তাআলা কারও থেকে কোন পরিণতির আশঙ্কা করেন না।[৬০২] মুজাহিদ, হাসান, বাক্‌র বিন আবদুল্লাহ আল মুযানী প্রমুখও এরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[৬০৩] দহ্‌হাক ও সুদ্দী বলেন, এই আয়াতের অর্থ হল উষ্ট্রী হত্যাকারী লোকটি এর পরিণামের আশংকা করেনি। তবে প্রথম কথাটিই উত্তম।

সূরাহ আশ্-শাম্‌শি ওয়াদ্দু হা-হা-এর তাফসীর সমাপ্ত, সকল সুখ্যাতি আল্লাহ তাআলার এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

সূরাহ্ আল-লায়ল-এর তাফসীর

ইশার স্বলাতে সূরাহ আল-লাইল পাঠ করা

৭৩০৬. (স্বহীহ): পূর্বে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেন: তুমি কেন ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا﴾ ﴿وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى﴾ (এ সূরাগুলো দিয়ে) স্বালাত আদায় করলেনা?[৬০৪]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

১. শপথ রাতের যখন তা (আলোকে) ঢেকে দেয়, — وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى ①

২. শপথ দিনের যখন তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। — وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلّٰى ②

৩. আর শপথ তাঁর যিনি সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারী, — وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى ③

৪. তোমাদের চেষ্টা সাধনা অবশ্যই বিভিন্নমুখী। — إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ④

৫. অতএব যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য) দান করে ও (আল্লাহকে) ভয় করে, — فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى ⑤

৬. এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, — وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ⑥

৭. আমি তার জন্য সহজ পথে চলা সহজ করে দেব। — فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى ⑦

৮. আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করে আর (আল্লাহ্‌র প্রতি) বেপরোয়া হয়, — وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ⑧

৯. আর যা উত্তম তা অমান্য করে, — وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ⑨

১০. আমি তার জন্য কঠিন পথ (অর্থাৎ অন্যায়, অসত্য, হিংসা ও হানাহানির পথ) সহজ করে দিব। — فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى ⑩

---

৬০২. আত-তাবারী ২৪/৪১৬।
৬০৩. আত-তাবারী ২৪/৪৬১।
৬০৪. সহীহুল বুখারী ৭০৫, মুসলিম ৪৬৫, ফাতহুল বারী ৩/৪৫ নং পৃষ্ঠা, হাদীস নাম্বার ৬৬০। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

১১. যখন সে ধ্বংস হবে (অর্থাৎ মরবে) তখন তার (সঞ্চিত) ধন-সম্পদ কোনই কাজে আসবে না।	وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝

প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে মানুষের বৈচিত্র্যের শপথ এবং এর বিভিন্ন ফলাফলের অবগতি

৭৩০৭. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, {ইয়াযীদ বিন হারূন}{শু'বাহ}{মুগীরাহ}{ইবরাহীম}{আলকামাহ} তিনি একদিন শামে এসে দামেস্কের মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত নামায পড়লেন অতঃপর বলেন, اللَّهُمَّ جليسا صالحا "হে আল্লাহ আমাকে একজন সৎ সংগী দান কর।" অতঃপর উঠে আবুদ্দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর পাশে গিয়ে বসলেন। দেখে আবুদ্দারদা জিজ্ঞেস করেন, তোমার বাড়ী কোথায়? তিনি বলেন, কুফায়। আবুদ্দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা তুমি কি বলতে পার যে ইবনু উম্মে আবদ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝﴾ এই সুরাটি কিভাবে পড়েন? আলকামাহ বলেন, তিনি ﴿وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى﴾ পড়তেন। শুনে আবুদ্দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, হ্যাঁ আমিও তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এরূপ পড়তে শুনেছি। কিন্তু এ লোকগুলো আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।[৬০৫]

৭৩০৮. (স্বহীহ): এই হাদীসটি সহীহুল বুখারীতে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সঙ্গী ও শিষ্যগণ আবুদ্দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট আগমন করলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কিরাআতের সমর্থক কে? তারা বলল: আমরা সকলেই তার কিরাআতের সমর্থক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! তোমাদের মধ্যে মুখস্থ শক্তি বেশী কার? উত্তরে সকলে আলকামাকে দেখিয়ে দিলেন। আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলতো, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ এই সুরাটি কিভাবে পড়তেন? উত্তরে তিনি বলেন, ﴿وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى﴾ পাঠ করতেন। শুনে তিনি বলেন, সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কেও এরূপ পড়তে শুনেছি আর এরা চায় যে আমি وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى পড়ি। আল্লাহর শপথ! আমি তাদের অনুসরণ করবো না।[৬০৬] এটি ইবনু মাসউদ ও আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কিরাত। পক্ষান্তরে জমহুর আলিমগণ ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ পড়ে থাকেন। বিশ্বের সর্বত্র প্রচলিত মুসহাফে উসমানীতে এটাই লিখা আছে।

আল্লাহ তাআলা ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ۝﴾ **"১.রাত যখন তা (আলোকে) ঢেকে দেয়"**-এর শপথ করেছেন। অর্থাৎ যখন সৃষ্টিজগতকে এর অন্ধকার দিয়ে ঢেকে দেয় ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝﴾ **"২. শপথ দিনের যখন তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে"** অর্থাৎ এর আলো এবং রশ্মি দিয়ে। ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ۝﴾ **"৩. আর শপথ তাঁর যিনি সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারী"** যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ **"আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়"**[৬০৭] যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ **"আমি প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর"**[৬০৮] যখন আল্লাহ তাআলা এ সমস্ত বিপরীতধর্মী বিষয়াদির শপথ করেছেন যার উপরে শপথ করেছেন সেগুলোও বিপরীতধর্মী। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۝﴾ **"৪. তোমাদের চেষ্টা সাধনা অবশ্যই বিভিন্নমুখী"** অর্থাৎ বান্দাদের কর্মসমূহ যেগুলো তারা পালন করে সেগুলোও বিপরীতমুখী তাদের মধ্যে কেউ সৎকর্মশীল আবার কেউ অসৎ কর্ম করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝﴾ **"৫.**

---

৬০৫. আহমাদ ৬/৪৪৯। সানাদটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।
৬০৬. বুখারী ৪৯৪৪, মুসলিম ৫৬৬, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৬৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
৬০৭. সূরাহ নাবা', ৭৮ঃ ৮।
৬০৮. সূরাহ আয যারিয়াত, ৫১ঃ ৪৯।

অতএব যে ব্যক্তি (আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য) দান করে ও (আল্লাহকে) ভয় করে" অর্থাৎ প্রদান করে যা আল্লাহ তাআলা বের করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর আল্লাহ তাআলার বিষয়গুলোতে তাঁকে ভয় করে। ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ **"৬. এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে"** অর্থাৎ এর ক্ষতিপূরণকে। কাতাদাহ এ মত ব্যক্ত করেছেন।[৬০৯] খাস্রীফ বলেন: সাওয়াবকে। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মুজাহিদ, ইকরিমাহ, আবূ স্বালিহ ও যায়দ বিন আসলাম বলেন, বিপরীত। আবূ আবদুর রহমান ও দহহাক বলেন, ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অর্থাৎ যে কালেমা তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করল। ইকরিমাহ হতে এক বর্ণনায় আছে যে, ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ অর্থ আল্লাহর দেয়া নিআমত। যায়দ বিন আসলাম হতে এক বর্ণনায় আছে ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ অর্থ সলাত, যাকাত ও সওম।

৭৩০৯. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০[আবূ যুরআহ][স্বফওয়ান বিন স্বালিহ আদ দিমাশকী][আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম][যুহায়র বিন মুহাম্মাদ][তাকে সেই ব্যক্তি হাদীস্র বর্ণনা করেছেন][যিনি আবুল আলিয়াহ আর রিয়াহী][হতে শুনেছেন, উবায় বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০ বলেন,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم عَنِ الْحُسْنَى قَالَ: "الْحُسْنَى: الْجَنَّةُ"

আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম الحسنى অর্থ কী? উত্তরে তিনি বলেন, হুসনা হল জান্নাত।[৬১০]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ﴾ **"৭. আমি তার জন্য সহজ পথে চলা সহজ করে দেব"** আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: কল্যাণকে।[৬১১] যায়দ বিন আসলাম বলেন, জান্নাতের জন্য। অর্থাৎ আমি তার জান্নাতের পথ সুগম করে দিব। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ﴾ **"৮. আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করে"** অর্থাৎ তার নিকট যা আছে তা থেকে ﴿وَاسْتَغْنَىٰ﴾ **"আর (আল্লাহ্র প্রতি) বেপরোয়া হয়"** ইকরিমাহ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: সে তার সম্পদের ব্যাপারে কৃপণতা করে, আর নিজেকে আল্লাহ তাআলা থেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে।[৬১২] ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেন ঃ ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ **"৯. আর যা উত্তম তা অমান্য করে"** অর্থাৎ পরকালে পুরস্কারকে, ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ﴾ **"১০. আমি তার জন্য কঠিন পথ সহজ করে দিব"** অর্থাৎ মন্দের পথকে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ **"কাজেই আমি তাদের বিবেক আর অন্তর্দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেব আর তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার ঘূর্ণিপাকে অন্ধের মত ঘুরে মরার সুযোগ দেব"**[৬১৩] এ অর্থবোধক বহু আয়াত রয়েছে যেগুলো প্রমাণ করে, যে ভাল নিয়ত রাখে তাকে তিনি পুরস্কৃত করেন সফলতার সাথে, আর যে মন্দ নিয়ত রাখে তাকে অপমানিত করেন, আর এ সবকিছু তাঁর পূর্ব নির্ধারিত ফায়সালা অনুসারে হয়ে থাকে। আর এ অর্থের প্রমাণবাহী বহু হাদীস্র বিদ্যমান রয়েছে।

৭৩১০. (স্বহীহ): আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বর্ণনা ঃ ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন:

قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَعْمَلُ عَلَى مَا فُرِغَ مِنْهُ أَوْ عَلَى أَمْرٍ مُؤْتَنِفٍ؟ قَالَ: "بَلْ عَلَى أمر قد فرغ منه

---

৬০৯. আত-তাবারী ২৪/৪৭০।

৬১০. এটিকে ইবনু আবী হাতেম তার তাফসীর গ্রন্থে "তাফসীরু ইবনু আবী হাতেম" (নং ৫৮৫৪, ৩/১০৪৪) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সানাদে অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রয়েছেন, যার নাম নেয়া হয়নি। তিনি হচ্ছেন যুহায়ের বিন মুহাম্মাদের শাইখ। এ কারণেই হাদীস্রটি দুর্বল। **তাহকীকঃ** দঈফ।

৬১১. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৫৩৫।

৬১২. আত-তাবারী ২৪/৪৭২।

৬১৩. সূরাহ আনআম, ৬ঃ ১১০।

আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যে ফায়সালা দেয়া হয়ে গেছে সে অনুযায়ী আমরা আমল করি নাকি এগুলো নতুন নতুন সব বিষয়, (অর্থাৎ এখন পর্যন্ত ফায়সালা দেয়া হয়নি) তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: বরং যার ফায়সালা দেয়া হয়ে গেছে সে অনুযায়ী, তখন আবূ বাক্‌র (রাঃ) বলেন: তবে কিসের জন্য আমাদের আমল ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি (ﷺ) বলেন: প্রত্যেককে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাই তার জন্য সহজ করে দেয়া হয়েছে।[৬১৪]

৭৩১১. (স্বহীহ): আলী (রাঃ)-এর বর্ণনা ঃ ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, [আবূ নুআয়ম] [সুফইয়ান] [আ'মাশ] [সাঈদ বিন উবায়দাহ] [আবূ আবদুর রহমান আস সুলামী] [আলী বিন আবী তালিব (রাঃ)] বলেছেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সঙ্গে বাকীয়ে গারকাদে জানাযার নামাযে গিয়েছিলাম। তখন কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী তা পূর্ব হতে লিখে রাখা হয়েছে। একথা শুনে সাহাবাগণ বলেন, তাহলে তো আমরা আমল ছেড়ে দিয়ে তার উপরই ভরসা করে থাকতে পারি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, না, আমল করতে থাক। আল্লাহ তা'আলা যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাকে সেই কাজের সুযোগ দিয়ে রেখেছেন। অতঃপর তিনি:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۝ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۝ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۝﴾

পর্যন্ত পাঠ করেন।[৬১৫] অনুরূপভাবে শু'বাহ ও ওয়াকী' এর মাধ্যমে আ'মাশ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

৭৩১২. (স্বহীহ): [উসমান বিন আবী শায়বাহ] [জারীর] [মানসূর] [সা'দ বিন উবায়দাহ] [আবূ আবদুর রহমান] [আলী বিন আবী তালিব (রাঃ)] বলেন: আমরা বাকী' আল-গারকাদে এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম, এ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এসে বসেন, আমরাও তাঁর চারপাশে বসি। তাঁর সাথে ছিল লাঠি, তিনি সেটিকে নোয়ান, এরপর লাঠির দ্বারা মাটিতে আঁচড় দিতে শুরু করেন আর বলেন: এমন কেউ নেই -অথবা এমন কোন সদ্যজাত শিশু নেই যার জন্য জান্নাত এবং জাহান্নামে তার স্থান লিপিবদ্ধ করা হয়না, সে হতভাগা নাকি সৌভাগ্যবান তা লিখা হয়না। তখন এক ব্যক্তি বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি আমল ছেড়ে দিয়ে আমাদের জন্য যা লিখা হয়েছে তার উপরে নির্ভর করব না? আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান সে তো শীঘ্রই সৌভাগ্যবান হবে, আর আমাদের মধ্যে যে হতভাগা সে তো শীঘ্রই হতভাগা হবে। তখন তিনি (ﷺ) বলেন: সৌভাগ্যবানদের জন্য সৌভাগ্যবানদের আমলকে সহজ করে দেয়া হবে, আর হতভাগাদের জন্য হতভাগাদের কাজকে সহজ করে দেয়া হবে। এরপর তিনি পাঠ করেন ঃ **﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۝﴾** **"অতএব যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য) দান করে ও (আল্লাহকে) ভয় করে এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তার জন্য সহজ পথে চলা সহজ করে দেব"**।[৬১৬] এ হাদীস্র অন্যান্য হাদীস্র সংকলকগণ বর্ণনা করেছেন।[৬১৭]

৭৩১৩. (স্বহীহ): আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)-এর বর্ণনা ঃ ইমাম আহমাদ বলেন: [আবদুর রহমান] [শু'বাহ] [আসিম বিন আবদুল্লাহ] [সালিম বিন আবদুল্লাহ] [আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)] থেকে বর্ণনা করেন ঃ

---

৬১৪. আহমাদ ২০, জামিউল আহাদীস্র ২৭৬৪৬, আল-মুসনাদ আল-জামি' ৭১৫৩। সানাদটি দুর্বল, কারণ, সানাদে অজ্ঞাতনামা একজন রাবী রয়েছেন, কিন্তু তার একাধিক শাওয়াহিদ পাওয়া যায়। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

৬১৫. স্বহীহুল বুখারী ৪৯৪৫, সিলসিলাতুত তাফসীর ৯৪/৫, স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৩৩৫, মুসনাদ আবূ ইয়া'লা ৬১০, আত তা'লীকাতুল হিসান আলা স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৩৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৬১৬. স্বহীহুল বুখারী ৪৯৪৮।

৬১৭. মুসলিম ২৬৪৭, তিরমিযী ৩৩৪৪, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৬৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি মনে করেন, আমরা যে আমল করি সেগুলো কি পূর্বেই স্থির করে দেয়া হয়েছে, নাকি সেগুলো নতুন নতুনভাবে শুরু হচ্ছে? তিনি বলেন: এগুলো পূর্বেই স্থির করে দেয়া হয়েছে। আমল করে যাও হে খাত্তাবের পুত্র, প্রত্যেকের এমন কিছু হবে যা তার জন্য সহজ করা হয়েছে। কাজেই যে সৌভাগ্যবান সে সৌভাগ্যবানের মত আমল করবে, আর যে হতভাগা সে হতভাগার মত আমল করবে।[৬১৮] ইমাম তিরমিযী ভাগ্য সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেন: হাদীস্রটি হাসান-স্বহীহ।[৬১৯]

৭৩১৪. (স্বহীহ): জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বর্ণনার অপর একটি হাদীস্র ঃ ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, ০[য়ূনুস][ইবনু ওয়াহব][আমর ইবনুল হারিস্র][আবুয যুবায়র][জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০ বলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি এমন বিষয়ের জন্য আমল করব যা পূর্বে স্থির হয়ে গেছে, নাকি নতুন নতুন বিষয়ের জন্য? তখন তিনি বলেন: এমন বিষয়ের জন্য যা পূর্বে স্থির করে দেয়া হয়েছে। তখন সুরাকা বলেন: তবে আমরা আমল করব কী জন্য? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: প্রত্যেক আমলদারের আমলকে তার জন্য সহজ করে দেয়া হয়েছে।[৬২০] হাদীস্রটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।[৬২১]

৭৩১৫. (স্বহীহ): অপর হাদীস্রঃ ইবনু জারীর বলেন, ০[য়ূনুস][সুফইয়ান][আমর বিন দীনার][তালক বিন হাবীব][বাশীর বিন কা'ব আল আদাবী]০ বলেন, দুজন যুবক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! কলম যা লিখেছে ভাগ্যে যা নির্ধারিত হয়েছে সেই অনুযায়ী আমল করি নাকি আমরা যা আমল করি তা নতুন ভাবে ঘটছে? তিনি বললেন, কলম যা লিখেছে এবং ভাগ্যে যা নির্ধারিত হয়েছে। সেই অনুযায়ী, তারা বলল: তাহলে আমলের কী হবে? তিনি বললেন, তোমরা আমল করে যাও যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে সেই কাজ সহজ করে দেয়া হয়েছে। তারা বললঃ এখন অন্তরে প্রশান্তি পেলাম এবং আমল করবো।[৬২২]

৭৩১৬. (স্বহীহ): আবূ দারদার বর্ণনাঃ ইমাম আহমাদ বলেন, ০[হুশায়ম বিন খারিজাহ][আবুর রাবী' সুলায়মান বিন উতবাহ আস সুলামী][য়ূনুস বিন মায়সারাহ বিন হালবাস][আবূ ইদরীস][আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সাহাবারা বললেন হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদরে কর্ম সম্পর্কে অবগত করুন। লেখা শেষ না কি আমরা যা করি তা নতুন? তিনি বললেন, কর্ম পূর্বনির্ধারিত। তারা বলল: তাহলে আমল দিয়ে কী হবে হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, প্রত্যেকে প্রস্তুত ঐ কর্ম করতে যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৬২৩]

৭৩১৭. (স্বহীহ): অপর হাদীস্রঃ ইবনু জারীর বলেন: ০[হাসান বিন সালামাহ বিন আবী কাবশাহ][আবদুল মালিক বিন আমর][আব্বাদ বিন রাশিদ][কাতাদাহ][খুলায়দ আল-আস্রী][আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় তার দু'পার্শ্বে দুজন ফেরেশতা উচু আওয়াজ করেন যা মানুষ ও জ্বীন ব্যতীত সবাই শ্রবণ করেন, আওয়াজ করে বলতে থাকে, اللَّهُمَّ أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا "হে

---

৬১৮. আহমাদ ৫১১৮।
৬১৯. তিরমিযী ২১৩৫। **তাহকীকঃ** হাসান সহীহ।
৬২০. আত-তাবারী ২৪/৪৭৫, আত তা'লীকাতুল হিসান আলা সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
৬২১. মুসলিম ২৬৪৮।
৬২২. ইবনু জারীর ৩০/১৪৪, রওদাতুল মুহাদ্দিস্রীন ২৭৩৮। **তাহকীক ঃ** সহীহ।
৬২৩. মুসনাদ আল-বায্যার ১/২২৭, মুসনাদ আল-জামি' ১১০৭৫, আহমাদ ২৬৯৪১, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১১৮১৭। আত-তাবারানী বলেন, সানাদে সুলায়মান বিন উতবাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম ও একটি জামাআত তাকে স্রিকাহ বলেছেন কিন্তু ইবনু মাঈন তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সানাদটি সুলায়মান এর কারণে হাসান কিন্তু তার শাওয়াহিদ রয়েছে। **তাহকীকঃ** সহীহ।

আল্লাহ ব্যয়কারীকে পূরণ করে দাও। আর কৃপন কে ধ্বংস করে দাও।" আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়েই নাযিল করেনঃ ﴿فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۝ وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۝ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۝ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۝﴾ ইবনু আবী হাতিম তার পিতা তিনি ইবনু আবী কাবশাহর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৬২৪]

৭৩১৮. (দঈফ): অপর হাদীসঃ ইবনু আবী হাতিম বলেন, ‹আবূ আবদুল্লাহ আত-তাহরানী›‹হাফস বিন উমার আল-আদানী›‹হোকাম বিন আবান›‹ইকরিমাহ›‹ইবনু আব্বাস (রাঃ)› হতে বর্ণিত এক ব্যক্তির খেজুর বাগান ছিল, তার খেজুর গাছের একটি শাখা এক সৎ দরিদ্র ব্যক্তির ঘরের সাথে ঝুলে ছিল। মালিক এসে ফল পড়ল। ফল মাটিতে পতিত হওয়ায় দরিদ্র ব্যক্তির সন্তানেরা সেগুলো নেয়। তাই মালিক গাছে থেকে নেমে আসে এবং ফল কেড়ে নেয়। কেউ গলায় প্রবেশ করালেও সেখান থেকেও ফল টেনে বের করেছে। এই ব্যক্তি নবী (ﷺ) এর নিকটে অভিযোগ করল এবং বাগান মালিকের বিষয়টি অবগত করলেন। নবী (ﷺ) তাকে বললেন "তুমি যাও"। আল্লাহর নবী (ﷺ) মালিকের সাথে সাক্ষাত করে বলেন, আমাকে দাও সেই গাছটি যা অমুকের ঘরের সাথে লাগানো আর এর বিনিময়ে তুমি জান্নাত একটি বাগান পাবে। মালিক বলল, দিলাম। কিন্তু তার ফল আমার কাছে পছন্দনীয়। আমার অনেক বাগান রয়েছে, কিন্তু অন্য বাগানের ফল আমার এত ভালো লাগে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চলে গেলেন। যে লোকটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ও বাগানের মালিকের কথোপকথন শ্রবণ করেছিল যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পিছু নিল। অতঃপর ঐ ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! বাগান গ্রহণ করলে তা আমি মালিক তারপর আমি যদি আপনাকে দান করি তাহলে আমিও কি জান্নাতে বাগান পাব? তিনি বললেন হ্যাঁ। অতঃপর লোকটি বাগান মালিকের সাথে সাক্ষাত করল। উভয়ের বাগান ছিল। বাগানের মালিক তাকে বলল, আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে মুহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে আমার বাগানের বিনিময়ে জান্নাতে বাগান দান করতে চেয়েছেন। আমি তাকে বলেছিলাম, আমি দান করেছি তবে এর ফল আমার কাছে ভালো লাগে। একথা শ্রবণ করে, লোকটি চুপ করল। লোকটি তাকে বলল, তুমি কী মনে কর আমি যদি ক্রয় করি? সে বলল না, আমি বিনিময়ের মাধ্যমে দিতে চাই। মালিক বলল, আমি এর মূল্য ধারণা করতে পারছি না। ক্রেতা বলল, তোমার কত ইচ্ছা? মালিক বলল, ৪০টি খেজুর গাছ। লোকটি বলল, তুমি আশ্চর্য কথা বললে, একটি গাছের বিনিময়ে ৪০টি গাছ দাবি করছ? অতঃপর ২ জনই চুপ রইল, পরে অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। তারপর ক্রেতা বলল, আমি ৪০টি গাছ-ই দিব। মালিক বলল, সাক্ষি রাখ কিছু মানুষকে। তিনি সাক্ষী রাখলেন এবং বললেন, তোমারা সাক্ষ্য থাক আমার ৪০টি গাছ তাকে দিলাম ১টি গাছের জন্য। ক্রেতা বলল, এবার তুমি কী বল? বিক্রেতা বলল, আমি সন্তুষ্ট। অতঃপর বলল, ক্রয়-বিক্রয় করে আমরা আলাদা হয়নি। লোকটি বলল, একটি কাণ্ডের বিনিময়ে গাছ দিব? মালিক বললঃ হ্যাঁ, তারপর তারা দু'জন আলাদা হয়ে গেল। লোকটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকটে গিয়ে বলল, গাছটি আমার। আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে লোকটির ঘরের কাছে গাছটি ছিল তাকে দিয়ে দিলেন। ইকরিমাহ বলেন, ইবনু আব্বাস বলেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন: ﴿وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۝﴾

---

৬২৪. আত-তাবারী ৩৭৪৫৬, ইবনু আবী হাতিম ১৯৩৬৫, আত তা'লীকাতুল হিসান আলা সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪৪৩। **তাহকীকঃ** সহীহ। বুখারী (১৪৪২), মুসলিম (২৩৮৩) প্রমুখ হাদীস গ্রন্থে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۝ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۝﴾ থেকে শেষ পর্যন্ত।[৬২৫] হাদীসটি অত্যন্ত গরীব।

৭৩১৯. ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, এই আয়াতগুলো আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

৹হারূন বিন ইদরীস আল-আসাম্ম৹আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ আল-মুহারিবী৹মুহাম্মাদ বিন ইসহাক৹ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন আবী বাকর সিদ্দীক৹আমির বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র৹ বলেন:

كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُعْتِقُ عَلَى الْإِسْلَامِ بِمَكَّةَ، فَكَانَ يُعْتِقُ عَجَائِزَ وَنِسَاءً إِذَا أَسْلَمْنَ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: أَيْ بُنَيَّ، أَرَاكَ تَعْتِقُ أُنَاسًا ضُعَفَاءَ، فَلَوْ أَنَّكَ تَعْتِقُ رِجَالًا جُلَدَاءَ يَقُومُونَ مَعَكَ وَيَمْنَعُونَكَ وَيَدْفَعُونَ عَنْكَ؟! فَقَالَ: أَيْ أَبَتِ، إِنَّمَا أُرِيدُ -أَظُنُّهُ قَالَ- مَا عِنْدَ اللهِ. قَالَ: فَحَدَّثَنِي بعض أهل بيتي أن هذه الآية أُنزِلَتْ فِيهِ: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى}

আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মক্কাতে ইসলাম গ্রহণের শর্তে তার দাসদের আযাদ করে দিতেন। তিনি বৃদ্ধ ও নারীদের আযাদ করতেন যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করত, তখন তাঁর পিতা তাঁকে বলেন: হে আমার বৎস, আমি দেখছি তুমি কতগুলো দুর্বল লোককে আযাদ করছ। যদি তুমি শক্তিশালী পুরুষদের আযাদ করতে তবে তারা তোমার পাশে দাঁড়াত, তোমার পক্ষে অন্যকে বাধা দিতে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলত, তখন তিনি বলেন: আমি চাই- (বর্ণনাকারী বলেন) আমার ধারণা যে, তিনি বলেছেন- যা আল্লাহর নিকটে আছে (অর্থাৎ আমি আল্লাহ তাআলার সাওয়াবের আকাঙ্ক্ষী), আমার গৃহবাসীদের কেউ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতটি তাঁর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۝ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۝﴾ **"আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করে আর (আল্লাহ্‌র প্রতি) বেপরোয়া হয়, আর যা উত্তম তা অমান্য করে, আমি তার জন্য কঠিন পথ (অর্থাৎ অন্যায়, অসত্য, হিংসা ও হানাহানির পথ) সহজ করে দিব।"**[৬২৬]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۝﴾ **"১১. যখন সে ধ্বংস হবে (অর্থাৎ মরবে) তখন তার (সঞ্চিত) ধন-সম্পদ কোনই কাজে আসবে না"** মুজাহিদ বলেন: অর্থাৎ যখন মৃত্যুবরণ করবে।[৬২৭] আবূ সালিহ এবং মালিক যায়দ বিন আসলাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ যখন সে জাহান্নামে ধ্বংস হবে।[৬২৮]

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۝١٢	১২. সঠিক পথ দেখানো অবশ্যই আমারই কাজ
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۝١٣	১৩. আর পরকাল ও ইহকালের একমাত্র মালিক আমি।
فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۝١٤	১৪. কাজেই আমি তোমাদেরকে দাউ দাউ ক'রে জ্বলা আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি।
لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝١٥	১৫. চরম হতভাগা ছাড়া কেউ তাতে প্রবেশ করবে না।

---

৬২৫. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৫৩২, আল-ওয়াহিদী তিনি তার 'আল-আসবাব' (৮৫২) এর মাঝে উল্লেখ করেছেন। সানাদের মাঝে হাফস বিন উমার আল-আদানী রয়েছে, তিনি দুর্বল। তার সংবাদটি মদীনার অথচ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সুয়ূতী তার 'আদ-দুররুল মানসূর' (৬/৬২) এর মাঝে বলেন, হাদীসটি দুর্বল। **তাহক্বীক ঃ** দঈফ।

৬২৬. আত-তাবারী ৩৭৪৫৭, আল-ওয়াহিদী ৮৫৫, তিনি আমর এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাকিম ২/৫২৫, ইবনুয যুবায়র এর উল্লেখের সাথে। উক্ত হাদীসটির কাতাদাহ কর্তৃক মুরসাল হাদীস থেকে শাহিদ হিসেবে পাওয়া যায়। যা তাবারী ৩৭৪৯১ নং হাদীসে বর্ণনা করেছেন। এ রেওয়ায়াতগুলো সামষ্টিগতভাবে শক্তিশালী করে তবে সঠিক কথা হচ্ছে আয়াতটি আম ও আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদের একজন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

৬২৭. আত-তাবারী ২৪/৪৭৬।

৬২৮. আত-তাবারী ২৪/৪৭৬, আল-কুরতুবী ২০/৮৫।

১৬. যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়	الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾
১৭. তাথেকে দূরে রাখা হবে এমন ব্যক্তিকে যে আল্লাহকে খুব বেশি ভয় করে,	وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾
১৮. যে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশে নিজের ধন-সম্পদ দান করে,	الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾
১৯. (সে দান করে) তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়,	وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾
২০. একমাত্র তার মহান রব্বের চেহারা (সন্তোষ) লাভের আশায়।	إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾
২১. সে অবশ্যই অতি শীঘ্র (আল্লাহ্র নি'মাত পেয়ে) সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।	وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

হিদায়াত এবং অন্যান্য বিষয় আল্লাহর হাতে

কাতাদাহ বলেন: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ﴾ **"১২. সঠিক পথ দেখানো অবশ্যই আমারই কাজ"** অর্থাৎ আমরা হালাল-হারাম বর্ণনা করে দিব।[৬২৯] অন্যরা বলেন: যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথে চলে, সে আল্লাহ তাআলার নিকট পৌঁছবে (অর্থাৎ পরকালে)। তাঁর এই আয়াতটিকে আল্লাহ তাআলার এই আয়াতের মত মনে করেন ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ **"৯. আল্লাহ্রই দায়িত্বে রয়েছে সরল পথপ্রদর্শন"**[৬৩০]। ইবনু জারীর কর্তৃক এটা বর্ণিত হয়েছে।[৬৩১] আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ﴾ **"১৩. আর পরকাল ও ইহকালের একমাত্র মালিক আমি"** অর্থাৎ উভয়টির মালিক আমরা, আর আমি এ দু'য়ের মধ্যে কর্তৃত্বকারী।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ﴾ **"১৪. কাজেই আমি তোমাদেরকে দাউ দাউ ক'রে জ্বলা আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি"** মুজাহিদ বলেন: প্রজ্বলিত।[৬৩২]

৭৩২০. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ সিমাক বিন হারব থেকে বর্ণনা করেন, আমি নু'মান বিন বাশীরকে খুৎবায় বলতে শুনেছি ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে খুৎবায় বলতে শুনেছি ঃ (আমি তোমাদেরকে আগুনের ভয় দেখাচ্ছি) তিনি এত উচ্চ আওয়াজে এ কথা বলেন, যে, যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে যে বাজারে ছিল সেও এ কথা শুনতে পেয়েছিল। তিনি বলেন: আর তিনি (এত শক্তি দিয়ে) এ কথা বলেন, যে, তাঁর কাঁধে থাকা কাপড়টি তাঁর পায়ের উপরে পড়ে যায়।[৬৩৩]

৭৩২১. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ০[মুহাম্মাদ বিন জা'ফার][শু'বাহ][আবূ ইসহাক][নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ (আবূ ইসহাক) বলেন: আমি নু'মান বিন বাশীরকে খুৎবায় বলতে শুনেছি ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ জাহান্নামের সবচেয়ে কম শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হচ্ছে সে যার পাঁয়ের তলায় দু'টো আগুনের অঙ্গার রাখা হবে আর তা থেকে তার মগজ টগবগ করে ফুটবে। বুখারী।[৬৩৪]

---

৬২৯. আত-তাবারী ২৪/৪৭৭।
৬৩০. সূরাহ নাহল, ১৬ঃ ৯।
৬৩১. আত-তাবারী ২৪/৪৭৭।
৬৩২. আত-তাবারী ২৪/৪৭৭।
৬৩৩. আহমাদ ১৭৯৩১। **তাহকীকঃ** সহীহ। সানাদটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।
৬৩৪. আহমাদ ১৭৯৪৬, সহীহুল বুখারী ৬৫৬২।। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৭৩২২. (স্বহীহ): ইমাম মুসলিম বলেনঃ ০{আবূ বাকর বিন আবী শায়বাহ}{আবূ উসামাহ}{আ'মাশ}{আবূ ইসহাক}{নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জাহান্নামের সবচেয়ে কম শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হচ্ছে সে, যার আগুনের দু'টি জুতা এবং এর ফিতা হবে, এ থেকে তার মগজ টগবগ করবে যেভাবে হাড়ি টগবগ করে। সে মনে করবেনা যে, তার চেয়ে কেউ বেশী শাস্তি পাচ্ছে, অথচ সেই হচ্ছে সবচেয়ে লঘু শাস্তির অধিকারী।[৬৩৫]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿لَا يَصْلَىٰهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى﴾ **"১৫. চরম হতভাগা ছাড়া কেউ তাতে প্রবেশ করবে না"** চরম হতভাগা ছাড়া কেউ এতে প্রবেশ করবে না যাকে চারদিক থেকে তা ঘিরে ধরবে। এরপর তিনি এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন: ﴿ٱلَّذِى كَذَّبَ﴾ **"১৬. যে অস্বীকার করে"** অর্থাৎ অন্তরে, ﴿وَتَوَلَّىٰ﴾ **"ও মুখ ফিরিয়ে নেয়"** অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করা হতে।

৭৩২৩. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বলেন, ০{হাসান বিন মূসা}{ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন)}{আবদ রাব্ব বিন সাঈদ}{মাকবূরী}{আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন لَا يدخل النار إلَّا شقي 'شقي ছাড়া কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।' স্বাহাবীগণ বললেনঃ شقي কারা ? তিনি বলেন, যারা আনুগত্যের সাথে আমল করে না এবং আল্লাহর সাথে অবাধ্যতাও পরিত্যাগ করে না।[৬৩৬]

৭৩২৪. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ০{য়ূনুস ও সুরায়জ}{ফুলায়হ}{হিলাল বিন আলী}{আতা' বিন ইয়াসার}{আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কিয়ামাত দিবসে আমার উম্মাতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু সে অস্বীকার করে। স্বাহাবীগণ বলেন: কে অস্বীকার করে ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বলেন: যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য সে অস্বীকার করেছে।[৬৩৭] বুখারী।[৬৩৮]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى﴾ **"১৭. তাথেকে দূরে রাখা হবে এমন ব্যক্তিকে যে আল্লাহকে খুব বেশি ভয় করে"** অর্থাৎ সৎ, খাঁটি এবং সবচেয়ে পরহেযগার ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে হিফাযত করা হবে। এরপর তিনি তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন: ﴿ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ﴾ **"১৮. যে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশে নিজের ধন-সম্পদ দান করে"** অর্থাৎ সে তার সম্পদকে তার রব্বের আনুগত্যে ব্যয় করে, যাতে করে সে তার নিজেকে, তার সম্পদকে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে যে দ্বীন ও দুনিয়াবী বিষয় দান করেছেন তা পবিত্র করতে পারে। ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰٓ﴾ **"১৯. (সে দান করে) তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়"** তার এই সম্পদ ব্যয় এ জন্য নয় যে, সে কারও হতে অনুগ্রহ অর্জন করবে, তারা এর বদলে তাকে ভাল কিছু ফিরিয়ে দিবে, বরং সে দান করে ﴿إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ **"২০. একমাত্র তার মহান রব্বের সন্তোষ লাভের আশায়"** সে পরকালে জান্নাতে তাঁকে দেখার নিআমত অর্জনের আশায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ﴾ **"২১. সে অবশ্যই অতি শীঘ্র (আল্লাহ্‌র নি'মাত পেয়ে) সন্তুষ্ট হয়ে যাবে"** অর্থাৎ যে ব্যক্তি এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে শীঘ্রই সে খুশি হয়ে যাবে।

---

৬৩৫. মুসলিম ২১৩, মুসতাদরাক ৮৭৩০, ৮৭৩৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩৪১৩২, জামিউল আহাদীস্র ৭৬২৪, জামিউল উসূল ৮০৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ। স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস্স-সাগীর ৩৭৯৬, স্বহীহ আল-জামি' ২০৩৩।

৬৩৬. আহমাদ ২/৩৪৯। সানাদে ইবনু লাহীআহ'র কারণে হাদীস্রটিকে দুর্বল বলা হয়েছে। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

৬৩৭. আহমাদ ৮৫১১। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৬৩৮. স্বহীহুল বুখারী ৭২৮০।

ঐতিহাসিক পটভূমি এবং আবূ বাক্রের মর্যাদা

একাধিক তাফসীরকারক উল্লেখ করেছেন, এই আয়াতগুলো আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর শানে অবতীর্ণ হয়, এমনকি তাদের কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, তাফসীরকারদের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, তিনি এ আয়াতের মাঝে শামিল রয়েছেন, আর তিনি হচ্ছেন সার্বিক দিক থেকে উম্মাতের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি। তবে আয়াতের এ শব্দটি সাধারণ, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۝﴾ **"তাথেকে দূরে রাখা হবে এমন ব্যক্তিকে যে আল্লাহকে খুব বেশি ভয় করে, যে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশে নিজের ধন-সম্পদ দান করে, (সে দান করে) তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়"** তবে এ সমস্ত গুণাবলি, এবং যাবতীয় প্রশংসনীয় গুণাবলীর ক্ষেত্রে তিনি উম্মাতের সবার আগে এবং অগ্রবর্তী, কেননা তিনি ছিলেন সিদ্দীক (অধিক সত্যবাদী), পরহেযগার, সম্মানিত, দানশীল, তাঁর রব্বের অনুগত্যে এবং তাঁর রাসূলের সাহায্যার্থে আপন সম্পদ খরচকারী, কত দিনার ও দিরহাম তিনি তাঁর সম্মানিত রব্বের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খরচ করেছেন। এমন কোন লোক ছিলনা যে কোন অনুগ্রহের অধিকারী হলে সে তার দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ করেনি, কিন্তু তিনি সকল গোত্রের নেতৃবৃন্দ ও সর্দারদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করেছিলেন। এ কারণে হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন স্বাকীফ গোত্রের সর্দার উরওয়াহ বিন মাসউদ বলেন: জেনে রাখ, আল্লাহর শপথ করে বলছি ঃ তোমার দেয়া কিছু ঋণ রয়েছে যা তোমাকে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয় আর (এ কারণে যদি আমি তোমার কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ না থাকতাম) তবে আমি তোমার কথার জবাব দিতাম। কেননা আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে অত্যন্ত কড়া কথা বলেন, এই যদি হয় আরব সর্দার এবং বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের প্রতি তাঁর অবস্থা তবে অন্যদের ব্যাপারে কেমন হতে পারে (তা বলা বাহুল্য)। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝﴾ **"(সে দান করে) তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়, একমাত্র তার মহান রব্বের চেহারা (সন্তোষ) লাভের আশায়। সে অবশ্যই অতি শীঘ্র (আল্লাহর নি'মাত পেয়ে) সন্তুষ্ট হয়ে যাবে"**।

৭৩২৫. (সহীহ): বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার পথে দু'টি বাহন (জন্তু) দান করবে জান্নাতের প্রহরী তাকে ডেকে বলবে ঃ হে আল্লাহর বান্দা, (এই দরজা দিয়ে এস) এটা উত্তম' তখন আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ, যাকে এ দরজাগুলো থেকে ডাকা হচ্ছে তার কি কোন প্রয়োজন হবেনা, কাউকে কি সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: হ্যাঁ, আর আমি আশা করি তুমি তাদের অন্যতম।[৬৩৯]

সূরাহ আল-লাইলের তাফসীর সমাপ্ত।

---

৬৩৯. সহীহুল বুখারী ৩৬৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

সূরাহ আদ-দুহার তাফসীর

মক্কায় অবতীর্ণ

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

৭৩২৬. (দঈফ): আমাদের কাছে আবুল হাসান আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আবী বায্যা আল-মুকরী সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি ইকরিমাহ বিন সুলায়মান এর কাছে কিরাআত পাঠ করলাম। তিনি ইসমাঈল বিন কুসতুনতীন ও শিবল বিন আব্বাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তিলাওয়াত করতে করতে এই সূরাহ পর্যন্ত পৌঁছার পর তারা দু'জন বললেন, এখান হতে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি সুরার শেষে আল্লাহু আকবার বলবে। আমরা ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর সামনে তিলাওয়াত করছিলাম। তিনিও আমাদেরকে এই কথা বলেছেন।[৬৪০] আবার {ইবনু কাসীর}{মুজাহিদ}{ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)} বলেন, উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)} কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই শিক্ষা দিয়েছেন। আবুল হাসান আহমাদ বিন মুহাম্মদ কেবল এই সুন্নাতের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি কিরাআত শাস্ত্রের ইমাম বলে স্বীকৃত ছিলেন। আমি তার হাদীস্র গ্রহণ করিনা। অনুরূপভাবে আবূ জা'ফর উকায়লী বলেন, তার হাদীস্র অগ্রহণযোগ্য। তবে শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ শামা বর্ণনা করেন যে, ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) একদিন এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে এই তাকবীর দিতে শুনে বলেন, তুমি ঠিকই করেছ এবং সুন্নাত অনুযায়ী আমল করেছ। এতে হাদীস্রটি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।

আবার এই তাকবীর কোন জায়গায় কিভাবে পাঠ করতে হবে। তাতে ক্বারীদের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, সূরাহ লায়লের শেষ হতে। কেউ বলেন, সুরা দুহার শেষ হতে তাকবীর পড়তে হবে। তাকবীরের পদ্ধতি সম্পর্কে কেউ বলেন, শুধু আল্লাহু আকবার বলবে। কেউ বলেন, 'আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' বলতে হবে।

৭৩২৭. সুরা দুহা হতে এই তাকবীর বলার কারণ প্রসঙ্গে কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ওহী আগমন স্থগিত থাকার পর জিবরীল (আলায়হিস সালাম) সুরা দুহা ও নিয়ে আগমন করলে তিনি খুশী ও আনন্দে 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠেন। তবে এই তথ্যের কোন সনদ পাওয়া যায় না; যার উপর ভিত্তি করে তার বাস্তবতা ও দুর্বলতা বিবেচনা করা যেতে পারে।[৬৪১]

وَالضُّحٰى ۙ﴿١﴾

১. সকালের উজ্জ্বল আলোর শপথ,

وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ﴿٢﴾

২. রাতের শপথ যখন তা হয় শান্ত-নিঝুম,

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ؕ﴿٣﴾

৩. তোমার রব্ব তোমাকে কক্ষণো পরিত্যাগ করেননি, আর তিনি অসন্তুষ্টও নন।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ؕ﴿٤﴾

৪. অবশ্যই পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে তোমার জন্য হবে অধিক উৎকৃষ্ট।

---

৬৪০. হাকিম ৩/৩০৪, আল-ওয়াসীত ৪/৫১৩-৫১৪। সানাদটি আবুল হাসান আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-বাযযীর দুর্বলতার কারণে দুর্বল। তার সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন, 'দঈফুল হাদীস্র' তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করা হয়নি। আল-উকায়লী বলেন, 'মুনকারুল হাদীস্র'। **তাহকীকঃ** দঈফ।

৬৪১. এর কোন ভিত্তি নেই। এমনকি তার সানাদও আমি খুঁজে পাইনি।

৫. শীঘ্রই তোমার রব্ব তোমাকে (এত নি'মাত) দিবেন যার ফলে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।	وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝٥
৬. তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন।	أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝٦
৭. তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন পথের দিশা-হীন, অতঃপর দেখালেন সঠিক পথ।	وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝٧
৮. তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব, অতঃপর করলেন অভাবমুক্ত।	وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝٨
৯. কাজেই তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোরতা করবে না।	فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩
১০. এবং ভিক্ষুককে ধমক দিবে না।	وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠
১১. আর তুমি তোমার রব-এর নি'মাতকে (তোমার কথা, কাজকর্ম ও আচরণের মাধ্যমে) প্রকাশ করতে থাক।	وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١

সূরাহ আদ-দুহার শানে নুযূল

৭৩২৮. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ▷আবূ নুআয়ম▷সুফইয়ান▷আসওয়াদ বিন কায়স▷জুনদুব ◁ বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অসুস্থ হওয়ার কারণে এক বা দুই দিন তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে পারেননি। তখন এক নারী এসে বলে ঃ তোমার শয়তান দেখি তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। তখন আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেন ঃ ﴿وَالضُّحَىٰ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝﴾ **"১. সকালের উজ্জ্বল আলোর শপথ, ২. রাতের শপথ যখন তা হয় শান্ত-নিঝুম, ৩. তোমার রব্ব তোমাকে কক্ষণো পরিত্যাগ করেননি, আর তিনি অসন্তুষ্টও নন"।**[৬৪২] বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু আবী হাতিম এবং ইবনু জারীর এই হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।[৬৪৩]

অন্য রেওয়ায়াতে সুফইয়ান বিন উওয়ায়নাহ তিনি আসওয়াদ বিন কায়স থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি জুনদুব বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালীকে বলতে শুনেছি, জিবরীল (আলায়হিস সালাম) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আসতে বিলম্ব করলে মুশরিকরা বলাবলি করতে শুরু করে ঃ মুহাম্মাদের রব্ব তাকে পরিত্যাগ করেছে, তখন আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেন ঃ ﴿وَالضُّحَىٰ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝﴾ **"১. সকালের উজ্জ্বল আলোর শপথ, ২. রাতের শপথ যখন তা হয় শান্ত-নিঝুম, ৩. তোমার রব্ব তোমাকে কক্ষণো পরিত্যাগ করেননি, আর তিনি অসন্তুষ্টও নন"।**[৬৪৪] ﴿وَالضُّحَىٰ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝﴾ **"১. সকালের উজ্জ্বল আলোর শপথ, ২. রাতের শপথ যখন তা হয় শান্ত-নিঝুম"**

---

৬৪২. আহমাদ ১৮৩১৯। শায়খ মাকবুল বিন হাদী কর্তৃক 'আস্র-সহীহুল মুসনাদ মিন আসবাবিন নুযূল' ২৩৩ পৃ.। **তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ**

৬৪৩. সহীহুল বুখারী ৪৯৮৩, মুসলিম ১৭৯৭, তিরমিযী ৩৩৪৫, আত-তাবারী ২৪/৪৮৫, ৪৮৬।

৬৪৪. বুখারী ৪৯৫০, ৪৯৫১, ৪৯৮৩, মুসলিম ১৭৯৭, মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী ১৬৯১, জামিউল উসূল ৮৭৯। **তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ**

৭৩৩০. (সহীহ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⟨আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ ও আমর বিন আবদুল্লাহ আল-আওদী⟩⟨আবূ উসামাহ⟩⟨সুফইয়ান⟩⟨আসওয়াদ বিন কায়স⟩⟨জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আঙ্গুলে এক খন্ড পাথর নিক্ষেপ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন আঙ্গুলটির প্রতি লক্ষ্য করে বললেনঃ

هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ   وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ؟

"তুমি তো একটি আঙ্গুল মাত্র আল্লাহর রাহে তোমাকে যখম করা হয়েছে।" বর্ণনাকারী বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'রাত বা তিন রাত তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারেননি। ফলে এক মহিলা বললঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার শয়তানটা তোমাকে ছেড়ে গিয়েছে বুঝি! এই প্রসঙ্গে ﴿وَالضُّحٰى ۙ وَالَّيۡلِ اِذَا سَجٰى ۙ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ؕ﴾ নাযিল হয়।[৬৪৫] কেউ কেউ বলেন, এই মহিলাটি ছিল আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল।

৭৩৩১. (দঈফ): তবে ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, ⟨ইবনু আবীশ শাওয়ারিব⟩⟨আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ⟩⟨সুলায়মান আশ শায়বানী⟩⟨আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ⟩⟨হতে বর্ণনা করে বলেন, খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিমর্ষ অবস্থায় দেখে বলেন, মনে হয় আপনার রব্ব আপনার প্রতি বিরূপ হয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা ﴿وَالضُّحٰى ۙ وَالَّيۡلِ اِذَا سَجٰى ۙ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ؕ﴾ নাযিল করেন।[৬৪৬]

৭৩৩২. অনুরূপভাবে ⟨আবূ কুরায়ব⟩⟨ওয়াকী'⟩⟨হিশাম বিন উরওয়াহ⟩⟨তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)⟩ বলেন, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট থেকে কিছুদিন (আল্লাহর নির্দেশক্রমে) বিরত থাকলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। ফলে খাদীজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) দেখে বললেন, আপনাকে চিন্তিত দেখে মনে হচ্ছে আপনার রব্ব আপনাকে অব্যাহতি দিয়েছে? এতে আল্লাহ তাআ'লা নাযিল করলেন, ﴿وَالضُّحٰى ۙ وَالَّيۡلِ اِذَا سَجٰى ۙ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ؕ﴾ সূরাটি।[৬৪৭] এই হাদীসটি দু'টি কারণে মুরসাল হতে পারে। ১ম: এখানে খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর উল্লেখ সঠিক নয়। ২য়: মুসান্নিফ এর সন্দেহ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইবনু ইসহাক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সহ কোন কোন পূর্বসূরী আলিম বলেন, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে নিজের প্রকৃত আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করার এবং 'আবতাহ' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একান্ত সন্নিকটে আগমন করার পরবর্তী সময়ে এই সুরাটি নাযিল হয়। আওফী বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপরে যখন কুরআন অবতীর্ণ হয় (এরই মধ্যে) জিবরীল (আলাইহিস সালাম) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অনেক দিন আসা থেকে বিরত থাকেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপরে এর প্রভাব পড়ে। তখন মুশরিকরা বলাবলি শুরু করে, তার রব্ব তাকে পরিত্যাগ করেছে, আর তার প্রতি অসন্তুষ্ট। তখন আল্লাহ তাআ'লা অবতীর্ণ করেন ঃ ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ؕ﴾ **"৩. তোমার রব্ব তোমাকে কক্ষণো পরিত্যাগ করেননি, আর তিনি অসন্তুষ্টও নন"**[৬৪৮] আল্লাহ তাআ'লা সকালবেলা এবং তাতে যে উজ্জ্বল আলো দিয়েছেন তার শপথ করেছেন। ﴿وَالَّيۡلِ اِذَا سَجٰى ۙ﴾ **"২. রাতের শপথ যখন তা হয় শান্ত-নিঝুম"** অর্থাৎ শান্ত হয়, অন্ধাকারচ্ছন্ন হয়, তাদেরকে পরাভূত করে, মুজাহিদ, কাতাদাহ, দহ্হাক, ইবনু যায়দ প্রমুখ এ মত ব্যক্ত করেছেন। এতে এ দু'য়ের স্রষ্টার ক্ষমতার সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿وَالَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰى ۙ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۙ﴾ **"শপথ রাতের যখন তা (আলোকে) ঢেকে**

---

৬৪৫. বুখারী ২৮০২, ৬১৪৬, ৪৯৫০, মুসলিম ১৭৯৬, তিরমিযী ৩৩৪৫, সুনান আন-নাসাঈ আল-কুবরা ১০৪৫৬, আত-তা'লীকাতুল হিসান আলা সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৪৩, জামিউল উসূল ৩২৩৫। **তাহকীকঃ** সহীহ।

৬৪৬. তাবারী ৩৭৫০৭, সানাদে আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ তিনি তাবেঈ ও হাদীস ইরসাল কারী। তার সংবাদটি দুর্বল। **তাহকীকঃ** দঈফ।

৬৪৭. তাবারী ৩৭৫১২, উরওয়াহ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি একজন মু'দাল রাবী। সঠিক হচ্ছে: উক্ত সম্বোধনকারিণী মহিলাটি ছিল কুরায়শ গোত্রের একজন। যেমনটি কিছু পূর্বে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

৬৪৮. আত-তাবারী ২৪/৪৮৪, ৪৮৬।

দেয়, শপথ দিনের যখন তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে"[৬৪৯] আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ **"তিনি উষার উন্মেষ ঘটান, তিনি রাত সৃষ্টি করেছেন শান্তি ও আরামের জন্য, সূর্য ও চন্দ্র বানিয়েছেন গণনার জন্য। এসব মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞাতা কর্তৃক নির্ধারিত"**[৬৫০] আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾ **"৩. তোমার রব্ব তোমাকে কক্ষণো পরিত্যাগ করেননি"** অর্থাৎ ছেড়ে যাননি ﴿وَمَا قَلَىٰ﴾ **"আর তিনি অসন্তুষ্টও নন"** তিনি তোমার উপর অসন্তুষ্টও নন।

পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে উত্তম

﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ﴾ **"৪. অবশ্যই পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে তোমার জন্য হবে অধিক উৎকৃষ্ট"** অর্থাৎ তোমার জন্য পরকাল ইহকাল হতে উত্তম। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকদের মাঝে দুনিয়াবী বিষয়ে সবচেয়ে বেশী সংযম সাধনা করতেন, তিনি ছিলেন দুনিয়াবী বিষয় অগ্রাহ্য করার ব্যাপারে তাদের মাঝে সবচেয়ে মহান, যেমন সেটা তাঁর জীবন-চরিত থেকে অত্যাবশকীয় প্রসিদ্ধ বিষয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যখন তাঁর জীবনের শেষ সময়ে এসে বেছে নিতে বলা হয়, হয় দুনিয়াতে অনন্তকাল বসবাসের পরে জান্নাতে যাওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করুন অথবা আল্লাহ তাআলার সংসর্গে যাত্রা করা গ্রহণ করুন, তখন তিনি এই নিচু দুনিয়ার উপরে আল্লাহ তাআলার নিকটে যা আছে তা পছন্দ করে নেন।

৭৩৩৩. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ◊[ইয়াযীদ][আল-মাসউদী][আমর বিন মুররাহ][ইবরাহীম আন-নাখঈ][আলকামাহ][আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাটাইয়ের উপরে নিদ্রা যান, ফলে এতে তার পার্শ্বে দাগ পড়ে যায়। যখন তিনি জাগ্রত হন তখন আমি তার পার্শ্ব ঘষতে থাকি আর বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে চাটাইয়ের উপরে নরম কিছু বিছানোর অনুমতি দেবেন? তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: দুনিয়ার ব্যাপারে আমার করার কিছু নেই, দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক হচ্ছে বৃক্ষের ছায়ার তলে বসা ঐ পথিকের ন্যায় যে বিশ্রাম গ্রহণ করে এরপর তা পরিত্যাগ করে (চলে যায়)।[৬৫১] মাসউদী থেকে এই হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তিরমিযী এবং ইবনু মাজাহ। তিরমিযী বলেন: (হাদীস্রটি) হাসান-স্বহীহ।[৬৫২]

আখিরাতের প্রচুর পরিমাণ নিআমত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য অপেক্ষা করছে

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ **"৫. শীঘ্রই তোমার রব্ব তোমাকে (এত নি'মাত) দিবেন যার ফলে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে"** অর্থাৎ পরকালে তিনি তাঁকে প্রদান করবেন এমনকি তিনি তাঁর উম্মাতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আবার সে জন্যও তিনি তাঁর জন্য সে উদারতা প্রস্তুত করে রেখেছেন। তন্মধ্যে হাউযে কাউস্রার, এর উভয় তীরে মণিমুক্তা খচিত অনেক গম্বুজ হবে, এর তীরের মাটি হবে মিশ্‌ক আম্বরের শক্তিশালী ঘ্রাণযুক্ত, এর বর্ণনা অচিরেই আসবে।

৭৩৩৪. (স্বহীহ): ইমাম আবূ আম্‌র আল-আওযাঈ বর্ণনা করেন, ◊[ইসমাঈল বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবুল মুহাজির আল-মাখযূমী][আলী বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস][তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন আব্বাস) (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)]◊ বলেন:

عُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَا هُوَ مَفْتُوحٌ عَلَى أُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ كَنْزًا كَنْزًا، فَسُرَّ بِذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ

---

৬৪৯. সূরাহ লাইল, ৯২ঃ ১-২।
৬৫০. সূরাহ আনআম, ৬ঃ ৯৬।
৬৫১. আহমাদ ৩৭০১, স্বহীহ আল-জামি' ৫৬৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৬৫২. তিরমিযী ২৩৭৭, ইবনু মাজাহ ৪১০৯।

فَتَرْضَىٰ﴾ فَأَعْطَاهُ فِي الْجَنَّةِ أَلْفَ أَلْفَ قَصْرٍ، فِي كُلِّ قَصْرٍ مَا يَنْبَغِي لَهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَالْخَدَمِ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখানো হয় তাঁর পরে তাঁর উম্মত সম্পদের উপর সম্পদের দ্বারা সৌভাগ্যশালী হবে। ফলে এ কারণে তিনি খুশি হন, তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ **"শীঘ্রই তোমার রব্ব তোমাকে (এত নি'মাত) দিবেন যার ফলে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে"** আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতে হাজার হাজার প্রাসাদ প্রদান করেছেন, যার প্রত্যেকটি প্রাসাদে প্রয়োজনীয় অনেক স্ত্রী এবং খাদেম রয়েছে।[৬৫৩] ইবনু জারীর এবং ইবনু আবী হাতিম তাঁর সূত্রে এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[৬৫৪] আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে হাদীস্রের সনদ বিশুদ্ধ, তাওকীফ হতে কেবল এ জাতীয় যা বলা হয়েছে তা হতে পারে।

সুদ্দী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ এটাও যে তাঁর পরিবার পরিজনের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতিম এটি বর্ণনা করেন। হাসান বলেন, অর্থাৎ শাফাআতের মাধ্যমে। আবূ জা'ফারও অনুরূপ বলেছেন।

৭৩৩৫. (দঈফ): আবূ বাক্‌র বিন আবী শায়বাহ বলেন, ◊[মুআবিয়াহ বিন হিশাম][আলী বিন স্বালিহ][ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ][ইবরাহীম][আলকামাহ][আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

أنا أهلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللهُ لَنَا الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾

আমরা সেই পরিবার যাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার উপর আখিরাতকে পছন্দ করেছেন। অতঃপর তিনি ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।[৬৫৫]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপরে আল্লাহ তা'আলার কতিপয় নিআমতের উল্লেখ

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপরে তাঁর কতিপয় নিআমতের উল্লেখ করে বলেন: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ﴾ **"৬. তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন"** তা এভাবে যে, তাঁর পিতা মারা যায় এমতাবস্থায় যে, তিনি তাঁর মায়ের গর্ভে ছিলেন। এরপর তাঁর মা আমিনাহ বিনতু ওয়াহাব মারা যায় যখন তাঁর বয়স ছিল ছয় বৎসর। এরপর তিনি তাঁর দাদার তত্ত্বাবধানে আসেন। অবশেষে তাঁর বয়স যখন আট বৎসর তখন তাঁর দাদাও মারা যায়। এরপর তার তত্ত্ববধান করে তাঁর চাচা আবূ তালিব। তাঁর দেখাশুনা চালিয়ে যায়, তাঁকে সাহায্য করতে থাকে, তাঁর মর্যাদা তুলে ধরে, তাকে সম্মানিত করে। এরপর যখন তাঁর চল্লিশ বৎসরের মাথায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত দান করেন তখন সে জাতির অত্যাচার-নির্যাতন থেকে তাঁকে আগলে রাখে, আবূ তালিব তার জাতির ধর্ম পালনে নিরবচ্ছিন্ন থাকে। মূর্তিপ্রতিমা পূজা, এ সবকিছু হয় আল্লাহ তা'আলার ফায়সালায়, আর তাঁর ফায়সালা হচ্ছে সর্বোত্তম। অবশেষে আবূ তালিব হিজরতের অল্প সময়

---

৬৫৩. সহীহ আল-মুসনাদ মিন আসবাবিন নুযূল ২৩৩ পৃ. হাকিম ২/৫২৬, তাবারানী ১০৬৫০, মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ১০৬৫০, আল-ওয়াহিদী ফিল আসবাব ৮৬১, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১১৪৯৮, সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৭৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৬৫৪. আত-তাবারী ২৪/৪৮৭।

৬৫৫. শারহুস সুন্নাহ ১৪/২৮৪, তাফসীর আল-বাগাবী ৮/৪৫৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১৫/২৩৬, কানযুল উম্মাল ৩৮৬৭৭। সানাদে ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। তিনি কূফার অধিবাসী, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করে থাকেন। হাদীস্রটি দুর্বল। অনুরূপ হাদীস্র ভিন্ন শব্দে একাধিক স্থানে পাওয়া যায় যেমন, মুসতাদরাক (৮৪৩৪), মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী (৯৮৮৯), ইবনু মাজাহ (৪০৮২), সিলসিলতুদ দঈফাহ (৫২০৩)। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

পূর্বে মারা যায়। এরপর কুরাইশের নির্বোধ ও মূর্খরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আক্রমণ করা শুরু করে, এরপর আল্লাহ তাআ'লা তাদের মধ্য থেকে তাঁর জন্য আউস ও খাযরাজ গোত্রের আনসারদের দেশে হিজরত করাকে নির্বাচন করে নেন। যেমন আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নিয়মনীতিকে অত্যন্ত নিখুঁত এবং পূর্ণাঙ্গরূপে চালিত করেন। এরপর যখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের নিকট গিয়ে পৌঁছেন, তাঁরা তাঁকে আশ্রয় দেন, তাঁকে সাহায্য করেন, তাঁর নিরাপত্তা বিধান করেন, তাঁর সম্মুখে (ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করেন, (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) আজমাঈন, আর এসব কিছুই হয় আল্লাহ তাআ'লার রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে।

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَىٰ﴾ **"৭. তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন পথের দিশা-হীন, অতঃপর দেখালেন সঠিক পথ"** যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلْنَٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾

"এভাবে (উপরোক্ত ৩টি উপায়েই) আমার নির্দেশের মূল শিক্ষাকে তোমার কাছে আমি ওয়াহী যোগে প্রেরণ করেছি। তুমি জানতে না কিতাব কী, ঈমান কী, কিন্তু আমি একে (অর্থাৎ ওয়াহী যোগে প্রেরিত কুরআনকে) করেছি আলো, যার সাহায্যে আমার বান্দাহদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছে আমি সঠিক পথে পরিচালিত করি"।[৬৫৬] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিশুকালে একবার মক্কার গলিতে হারিয়ে যান। তখন আল্লাহ তাআ'লা তাকে অভিভাবকদের কাছে ফিরিয়ে দেন। কেউ বলেন, একদা চাচার সঙ্গে উটে চড়ে শামে যাওয়ার পথে ইবলীস বাহানা করে তাকে জঙ্গলে নিয়ে যায়। তখন জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এক ফুৎকারে ইবলীসকে হাবশায় ফেলে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পথে উঠিয়ে দেন। ইমাম বাগাবী উভয় ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ﴾ **"৮. তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব, অতঃপর করলেন অভাবমুক্ত"** অর্থাৎ তুমি ছিলে পরিবার পরিজন হতে নিঃস্ব, এরপর আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে তাঁকে ছাড়া আর সকলের থেকে অমুখাপেক্ষী করেন। আল্লাহ তাআ'লা তাঁর জন্য দু'টি স্থান একত্রিত করেন, ধৈর্যধারণকারী দরিদ্র এবং কৃতজ্ঞতা আদায়কারী সম্পদশালী, তাঁর উপর আল্লাহর তাআ'লার রহমত ও শান্তিধারা বর্ষিত হোক। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেনঃ এগুলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নবুওয়াত লাভের পূর্বের অবস্থা ছিল। ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতিম এটা বর্ণনা করেছেন।[৬৫৭]

৭৩৩৬. (সহীহ): বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে ঃ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সম্পদের প্রাচূর্য ধনাঢ্যতা নয়; বরং অন্তরের প্রাচূর্য হচ্ছে ধনাঢ্যতা।[৬৫৮]

৭৩৩৭. (সহীহ): সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তি সফলতা অর্জন করেছে, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, যার মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা হয়েছে, আর আল্লাহ তাআ'লা তাকে যা দিয়েছেন তা দিয়েই তাকে পরিতৃপ্ত করেছেন।[৬৫৯]

---

৬৫৬. সূরাহ শূরা, ৪২ঃ ৫২।

৬৫৭. আত-তাবারী ৩০/১৪৯।

৬৫৮. সহীহুল বুখারী ৬৪৪৬, মুসলিম ১০৫১, আহমাদ ২৭৩৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৬৫৯. মুসলিম ১০৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

এ সব নিআমতের কারণে সাড়া দেয়া হবে কিভাবে

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ **"৯. কাজেই তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোরতা করবে না"** অর্থাৎ যেভাবে তুমি ইয়াতীম ছিলে এরপর আল্লাহ তাআলা তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, অনুরূপভাবে তুমি তাকে অন্যায়ভাবে শাসন-গর্জন করোনা, অর্থাৎ তাকে অপদস্থ করোনা, তাকে অবজ্ঞা অথবা তাচ্ছিল্য করোনা; বরং তার প্রতি দয়া কর, সদয় হও। কাতাদাহ বলেন: ইয়াতীমের জন্য দয়াশীল পিতা হও।[৬৬০] ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ **"১০. এবং সওয়ালকারীকে ধমক দিবে না"** অর্থাৎ যেভাবে তুমি ছিলে পথহারা এরপর আল্লাহ তাআলা তোমাকে হিদায়াত করেছেন। কাজেই যে হিদায়াত লাভের আশায় তোমার নিকট ইলম তালাশ করে তাকে তাচ্ছিল্য করোনা। ইবনু ইসহাক এ মত ব্যক্ত করেছেন, ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ **"এবং সওয়ালকারীকে ধমক দিবে না"** অর্থাৎ তুমি অত্যাচারী শাসক, অহঙ্কারী, অসৎ এবং আল্লাহ তাআলার বান্দাদের মধ্য থেকে দুর্বলদের উপরে জঘন্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়োনা। কাতাদাহ বলেন: দয়া ও নম্রতার সাথে দরিদ্রদের প্রতি সাড়া দাও।[৬৬১] ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ **"১১. আর তুমি তোমার রব্ব-এর নি'মাতকে (তোমার কথা, কাজকর্ম ও আচরণের মাধ্যমে) প্রকাশ করতে থাক"** অর্থাৎ যেভাবে তুমি দরিদ্র ও অভাবি ছিলে, এরপর আল্লাহ তাআলা তোমার অভাব পূরণ করেছেন, কাজেই তুমি নিজের উপরে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের কথা বর্ণনা কর।[৬৬২]

৭৩৩৮. (সহীহ): যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই নির্দেশ বাস্তবায়নার্থে এই দুআ' করতেন: وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا، قَابِلِيهَا، وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا অর্থাৎ হে আমার রব্ব! আমাদেরকে তোমার নিআমতের শোকরগুজার, তার কারণে তোমার গুণকীর্তণকারী ও তার স্বীকৃতি দানকারী বানাও এবং আমাদের উপর তোমার নিআমত পূর্ণ কর।[৬৬৩] ইবনু জারীর বলেন, <ইয়া'কূব>ইবনু উলায়্যাহ>সাঈদ বিন ইয়াস আল-জুরায়রী>আবূ নাদরাহ (রাহিমাহুল্লাহ)> বলেন, প্রথম যুগের মুসলমানরা মনে করেন যে, নিআমতের কথা প্রকাশ করাও শোকর গুজারির অন্তর্ভুক্ত।[৬৬৪]

৭৩৩৯. (হাসান): আবদুল্লাহ ইবনুল ইমাম আহমাদ বলেন, <মানসূর বিন আবী মুযাহিম>জাররাহ বিন মালীহ>আবূ আবদুর রহমান>আশ শা'বী>নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)> বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্ট না হয় সে বেশী পেয়েও তুষ্ট হতে পারবে না। যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও আদায় করতে পারে না। আল্লাহর দেয়া নিআমতের কথা মানুষের কাছে বলাও কৃতজ্ঞতার এবং না বলা অকৃতজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত এবং দলবদ্ধ হয়ে থাকা আল্লাহর রহমত ও বিচ্ছিন্ন থাকা আযাব স্বরূপ।[৬৬৫] সানাদটি দুর্বল।

---

৬৬০. আল-কুরতুবী ২০/১০০।
৬৬১. আল-বাগাবী ৪/৫০০।
৬৬২. দঈফ আল-জামি' ১১৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
৬৬৩. আদাবুল মুফরাদ ৬৩০, আবূ দাউদ ৯৬৯, জামিউল আহাদীস ৪৮৪২। **তাহকীক আলবানী ঃ** সহীহ।
৬৬৪. তাহযীবুল আসার লিত-তাবারী ৯৮, আর-রাওদুল বাসসাম বিতারতীবে ওয়া তাখরীজে ফাওয়াইদে তাম্মাম ১৩৭১। **তাহকীক ঃ** সানাদ সহীহ।
৬৬৫. আহমাদ ৪/৩৭৫, তারা পিতা ও সন্তান উভয়ে নু'মান বিন বাশীর থেকে বর্ণনা করেছেন। সানাদটি দুর্বল, সানাদের মাঝে আল-জাররাহ বিন মালীহ রয়েছেন, তিনি দুর্বল। হায়সামী তার 'আল-মাজমা" (১৩৬৪৮) এর মাঝে আবূ আবদুর রহমান তিনি শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন। যার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় না। কিন্তু উক্ত হাদীসটির একাধিক শাওয়াহিদ পাওয়া যায় যা পরবর্তীতে আসবে।

৭৩৪০. (সহীহ): সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন, মুহাজিরগণ একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অভিযোগ করে বললেন:

يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ الْأَنْصَارُ بِالْأَجْرِ كُلِّهِ. قَالَ: "لَا مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ، وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ

হে আল্লাহর রাসূল! সব সওয়াব তো আনসাররাই নিয়ে গেল। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ' করবে এবং তাদের প্রশংসা করবে।[৬৬৬]

৭৩৪১. (সহীহ): আবূ দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ∞মুসলিম বিন ইবরাহীম⟩রাবী' বিন মুসলিম⟩মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ⟩আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩∞ বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়না সে আল্লাহ তাআ'লার কৃতজ্ঞতা আদায় করেনা।[৬৬৭] তিরমিযী এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন আর তিনি বলেন: (হাদীস্রটি) সহীহ।[৬৬৮]

৭৩৪২. (সহীহ): আবূ দাউদ আরও বর্ণনা করেন, ∞আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ⟩জারীর⟩আল-আ'মাশ⟩ আবূ সুফইয়ান⟩জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩∞ বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ مَنْ أُبْلِيَ بَلَاءً فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ যাকে অনুগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয় এরপর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে সে কৃতজ্ঞ বান্দা, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি (নিআমতের কথা) গোপন করে সে অকৃজ্ঞ বান্দা।[৬৬৯] আবূ দাউদ এককভাবে এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।

৭৩৪৩. (হাসান): ইমাম আবী দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ∞মুসাদ্দাদ⟩বিশর⟩উমারাহ বিন গাযিয়্যাহ⟩বলেন, আমার গোত্রের এক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম)⟩জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩∞ হতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

مَنْ أُعطِي عَطاء فَوَجَد فَليَجزِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ

কেউ কোন নিআমত পেয়ে যদি তা প্রকাশ করে তাহলে সে সেই নিআমতের কৃতজ্ঞতা আদায় করল আর যদি গোপন রাখে তাহলে সে অকৃতজ্ঞ বলে বিবেচিত হল।[৬৭০] অন্য এক হাদীস্রে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কাউকে কোন কিছু দান করা হলে তার উচিত তার বিনিময় প্রদান করা। আর যদি বিনিময় দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে দানকারীর প্রশংসা করা। যে প্রশংসা করল সে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করল আর যে গোপন রাখল সে অকৃতজ্ঞ বলে বিবেচিত হল।[৬৭১] মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আলোচ্য আয়াতে নিআমত দ্বারা উদ্দেশ্য হল নবুওয়াত। অর্থাৎ আপনি আপনার নবুওয়াতের কথা প্রচার করতে থাকুন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, নিআমত দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন। হাসান বিন আলী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হল আপনি যেসব ভালো আমল করেন তা মানুষের কাছে প্রকাশ করে দিন।

সুরা আদ-দুহার তাফসীর সমাপ্ত, সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআ'লার জন্য এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

---

৬৬৬. আবূ দাউদ ৪৮১২, তিরমিযী ২৪৮৭, আদাবুল মুফরাদ ২১৭, মুসতাদরাক ২৩৬৮, জামিউল উসূল ১০৩৫, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ৯৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৬৬৭. আবূ দাউদ ৪৮১৩। সহীহ আল-জামি' ৬৬০১, ৭৭১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৬৬৮. তিরমিযী ১৯৫৪।

৬৬৯. আবূ দাউদ ৪৮১৪, আল-আমালুস সালিহ ৮৭৯, জামিউল আহাদীস্র ৪৫২১০, মুসনাদ আল-জামি' ২৭৭৩, কানযুল উম্মাল ৬৪৩৬, ৬৪৭২, সিলসিলাতুস সহীহাহ ৬১৮, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস্র-সাগীর ১০৮৭৭, সহীহ আল-জামি' ৫৯৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৬৭০. আস সুনানুল কুবরা ১১৮১০, তিরমিযী ২০৩৪, সিলসিলাতুস সহীহাহ ৬১৭, জামিউল আহাদীস্র ৩৬৯৫২, আল-মুসনাদ আল-জামি' ২৭৭২, ইলালুল হাদীস্র ২৪৬৯, কানযুল উম্মাল ১৬৮২৪, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ৯৬৮, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস্র-সাগীর ১১০০১, সহীহ আল-জামি' ৬০৫৬। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্রটি হাসান গরীব, ইবনু হিব্বান বলেন, হাসান লিগায়রিহি, আবী দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে সহীহ বলেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

৬৭১. আবূ দাউদ ৪৮১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

সূরাহ্ আলাম নাশরাহ-এর তাফসীর

মাক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

১. (হে নবী! ওয়াহীর মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান ও মানসিক শক্তি দিয়ে) আমি কি তোমার বক্ষদেশকে প্রসারিত করে দেইনি?	اَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ ۙ﴿۱﴾
২. আর আমি তোমার হতে সরিয়ে দিয়েছি (সমাজের অনাচার, অশ্লীলতা ও পঙ্কিলতা দেখে তোমার অন্তরে জেগে উঠা দুঃখ, বেদনা, উদ্বেগ ও অস্থিরতার) ভার,	وَ وَضَعۡنَا عَنۡكَ وِزۡرَكَ ۙ﴿۲﴾
৩. যা তোমার কোমরকে ভেঙ্গে দিচ্ছিল।	الَّذِیۡۤ اَنۡقَضَ ظَهۡرَكَ ۙ﴿۳﴾
৪. এবং আমি (মু'মিনদের যাবতীয় আবশ্যিক ইবাদাত আযান, ইকামাত, নামায, খুৎবাহ ইত্যাদির মাধ্যমে) তোমার স্মৃতিকে উচ্চ মর্যাদায় তুলে ধরেছি।	وَ رَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ ؕ﴿۴﴾
৫. কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে,	فَاِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ یُسۡرًا ۙ﴿۵﴾
৬. নিঃসন্দেহে কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।	اِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ یُسۡرًا ؕ﴿۶﴾
৭. কাজেই তুমি যখনই অবসর পাবে, 'ইবাদাতের কঠোর শ্রমে লেগে যাবে,	فَاِذَا فَرَغۡتَ فَانۡصَبۡ ۙ﴿۷﴾
৮. এবং তোমার রব-এর প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দিবে।	وَ اِلٰی رَبِّكَ فَارۡغَبۡ ﴿۸﴾

বক্ষদেশকে প্রসারিত করার অর্থ

আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿اَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ﴾ **"১. (হে নাবী! ওয়াহীর মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান ও মানসিক শক্তি দিয়ে) আমি কি তোমার বক্ষদেশকে প্রসারিত করে দেইনি?"** অর্থাৎ আমরা কি তোমার বক্ষকে প্রসারিত করিনি, অর্থাৎ আমরা একে উদ্ভাসিত করেছি, আমরা একে করেছি প্রশস্ত এবং বিশাল। যেমন তিনি বলেনঃ ﴿فَمَنۡ یُّرِدِ اللّٰهُ اَنۡ یَّهۡدِیَهٗ یَشۡرَحۡ صَدۡرَهٗ لِلۡاِسۡلَامِ﴾ **"আল্লাহ যাকে সৎপথ দেখাতে চান, তার অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দেন"।**[৬৭২] যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বক্ষকে প্রসারিত করেছেন অনুরূপভাবে তিনি তাঁর শরীয়তকে করেছেন প্রশস্ত, মহান, সহজ, যাতে নেই কোন অসুবিধা, বোঝা এবং সংকীর্ণতা। কেউ কেউ বলেন, এখানে বক্ষ প্রসারিত করা দ্বারা মি'রাজ রজনীর বক্ষ প্রশস্ত করা উদ্দেশ্য। যেমন মালিক বিন স্বা'স্বাআহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এরূপ বর্ণণা করেছেন।

৭৩৪৪. (স্বহীহ): আবদুল্লাহ ইবনুল ইমাম আহমাদ বলেন, ≪মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আবূ ইয়াহইয়া আল-বাযযার≫≪ইউনুস বিন মুহাম্মাদ≫≪মুআয বিন মুহাম্মাদ বিন মুআয বিন মুহাম্মাদ বিন উবায় বিন কা'ব≫≪আমার পিতা (মুহাম্মাদ বিন মুআয)≫≪মুআয≫≪মুহাম্মাদ≫≪উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)≫ বলেন, অন্যদের তুলনায় আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করার সাহস বেশী ছিল। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে

৬৭২. সূরাহ আনআম, ৬ঃ ১২৫।

আল্লাহর রাসূল! (ﷺ) আপনার নবুওয়াতের প্রথম লক্ষণ আপনি কি দেখেছিলেন? প্রশ্ন শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সোজা হয়ে বসে বলেন, শুন, আবূ হুরায়রাহ! আমার বয়স তখন দশ বছর কয়েক মাস। আমি মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। ইত্যবসরে মাথার উপর শুনতে পেলাম যে, একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করছে ইনিই কি তিনি? এর পর তারা দু'জন আমার দিকে এগিয়ে আসে। তাদের চেহারা ও তাদের পোশাকের লোক জীবনে কখনো আমি দেখতে পাইনি। তারা দু'জন আমার কাছে এসে আমার বাহু ধরে একজন অপরজনকে বলল, একে শুইয়ে দাও। কিন্তু আমি তাদের কাউকেই স্পর্শ করতে পারছিলাম না। তারা আমাকে শুইয়ে দিল। আমি টেরও পেলাম না। অতঃপর একে অপরকে বলল, এর বক্ষ বিদীর্ণ কর। নির্দেশ শুনে একজন আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে ফেলল। কিন্তু এতে রক্তও বের হয়নি। আমি ব্যথাও পায়নি। অতঃপর একজন বলল: এর মধ্য হতে ধোঁকাবাজী ও হিংসা বিদ্বেষ বের করে ফেল। ফলে সে আমার ভিতর হতে জমাট রক্তের ন্যায় কী যেন বের করে তা দূরে ফেলে দিল। অতঃপর একজন অপরজনকে বলল, এর ভিতরে দয়া-মায়া প্রবেশ করিয়ে দাও। সবশেষে আমার ডান পায়ের আঙ্গুল নাড়িয়ে বলল: যাও শান্তিতে, নিরাপদে বসবাস কর। আমি সেখান থেকে রওয়ানা হলে আমার অন্তরে ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি দয়া অনুভূত হল।[৬৭৩]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপরে আল্লাহ তাআলার নিআমতরাজির বর্ণনা

আল্লাহ তাআলার বাণী:﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ﴾ **"২. আর আমি তোমা হতে সরিয়ে দিয়েছি ভার"** এর অর্থ হচ্ছে ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ **"যাতে আল্লাহ তোমার আগের ও পিছের যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করেন"**[৬৭৪] ﴿الَّذِيْٓ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾ **"৩. যা তোমার কোমরকে ভেঙ্গে দিচ্ছিল"** الْانقاض শব্দের অর্থ হচ্ছে আওয়াজ, একাধিক পূর্ববর্তী আলেম ﴿الَّذِيْٓ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾**"যা তোমার কোমরকে ভেঙ্গে দিচ্ছিল"** এ আয়াত সম্পর্কে বলেন: তোমার বোঝা তোমার উপরে খুব ভারি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তোমার স্মৃতিকে উচ্চ মর্যাদায় তুলে ধরার অর্থ

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ **"৪. এবং আমি তোমার স্মৃতিকে উচ্চ মর্যাদায় তুলে ধরেছি"** মুজাহিদ বলেন: আমার (আল্লাহ তাআলার) কথা আলোচনা করার সাথে সাথে তোমারও কথা আলোচনা করা হবে, أشهد أن لَا إِلَهَ إِلَّا الله وأشهد أن محمدا رسول الله আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।[৬৭৫] কাতাদাহ বলেন: আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর স্মৃতিকে উচ্চ মর্যাদায় তুলে ধরেন, যে কোন খুৎবা প্রদানকারী, তাশাহ্হুদ পাঠকারী, স্বালাত আদায়কারী ঘোষণা করেন ঃ أشهد أن لَا إِلَهَ إِلَّا الله وأشهد أن محمدا رسول الله আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।[৬৭৬]

---

৬৭৩. আহমাদ ৫/১৩৯, জামিউল আহাদীস্ব ৯৪৩৮, মুসনাদ আল-জামি' ৮৫, জামউল জাওয়ামি' আল-কাবীর ৩৫৪৮, মাজমা' আয্-যাওয়াইদ ১৩৮৪৩, সিলসিলাতুস স্বহীহাহ ৪/৬০, কানযুল উম্মাল ৩১৮২৭, মুসনাদ আল-জামি' ৮৫, জামউল ফওয়াইদ মিন জামিইল উসূল ও মাজমা' আয্-যাওয়াইদ ৬৩৬৯। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৬৭৪. সূরাহ ফাতহ, ৪৮ঃ ২।

৬৭৫. আত-তাবারী ২৪/৪৯৪।

৬৭৬. আত-তাবারী ২৪/৪৯৮।

৭৩৪৫. (দঈফ): ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, ...ইউনুস...ইবনু ওয়াহব...আমর ইবনুল হারিস...দাররাজ...আবুল হায়সাম...আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন আমার নিকট এসে বললেনঃ আপনার ও আমার রব্ব বলেছেন, তিনি আপনার মর্যাদা কিভাবে উচ্চ করবেন। উত্তরে আমি বললাম, আল্লাহই ভালো জানেন। অতঃপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) নিজেই বলেন, যখন আল্লাহর নাম স্মরণ করা হবে সঙ্গে সঙ্গে আপনার নামও স্মরণ করা হবে।[৬৭৭]

৭৩৪৬. (হাসান): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ...আবূ যুরআহ...আবূ উমার আল-হাওদী...হাম্মাদ বিন যায়দ...আতা' ইবনুস সাইব...সাঈদ বিন জুবায়র...ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

سَأَلْتُ رَبِّي مَسْأَلَةً وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ، قُلْتُ: قَدْ كَانَتْ قَبْلِي أَنْبِيَاءُ، مِنْهُمْ مَنْ سُخِّرَتْ لَهُ الرِّيحُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْيِي الْمَوْتَى. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَلَمْ أَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَيْتُكَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَبِّ. قَالَ: أَلَمْ أَجِدْكَ ضَالًّا فَهَدَيْتُكَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَبِّ. قَالَ: أَلَمْ أَجِدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَيْتُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَبِّ. قَالَ: أَلَمْ أَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ؟ أَلَمْ أَرْفَعْ لَكَ ذِكْرَكَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَبِّ

আমি একদা আল্লাহর নিকট একটি প্রার্থনা করছিলাম যা না করাই ভালো ছিল। আমি বলছিলাম: হে আমার রব্ব! আপনি তো আমার পূর্বের নবীদের মধ্যে কারো জন্য বায়ুকে অনুগত করে দিয়েছেন এবং কাউকে মৃত প্রাণী জীবিত করার শক্তি দিয়েছেন। উত্তরে আল্লাহ বলেন: কেন? হে মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পেয়ে আশ্রয় দেইনি? আমি বললাম, হ্যাঁ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, আমি তোমাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পেয়ে পথের সন্ধান দেইনি? আমি বললাম, হ্যাঁ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, আমি কি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়ে অভাবমুক্ত করে দেইনি? আমি বললাম, হ্যাঁ? দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, আমি কি তোমার বক্ষ প্রশস্ত করে দেইনি এবং তোমার মর্যাদাকে উচ্চ করিনি? আমি বললাম, হ্যাঁ করেছেন।[৬৭৮]

৭৩৪৭. আবূ নুআয়ম বলেন, ...আবূ আহমাদ আল-গাতরীফী...মূসা বিন সাহল আল-জুওয়ায়নী... আহমাদ ইবনুল কাসিম বিন বাহয আল-হায়তী...নাস্‌র বিন হাম্মাদ ...উসমান বিন আতা'...যুহরী...আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

"لَمَّا فَرَغْتُ مِمَّا أَمَرَنِي اللهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْتُ: يَا رَبِّ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا وَقَدْ كَرَّمْتَهُ، جَعَلْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَمُوسَى كَلِيمًا، وَسَخَّرْتَ لِدَاوُدَ الْجِبَالَ، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى، فَمَا جَعَلْتَ لِي؟ قال: أو ليس قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، أَنِّي لَا أُذْكَرُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي، وَجَعَلْتُ صُدُورَ أُمَّتِكَ أَنَاجِيلَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ ظَاهِرًا، وَلَمْ أُعْطِهَا أُمَّةً، وَأَعْطَيْتُكَ كَنْزًا مِنْ كُنُوزِ عَرْشِي: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ"

আল্লাহ আমাকে যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন আসমান ও যমিনের ব্যাপারে সেগুলো যখন শেষ হলো তখন আমি বললামঃ হে আমার রব্ব! নিশ্চয় আপনি আমার পূর্বে অনেক নবীকে হিকমত দান করেছেন। আপনি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)কে খলীল, মূসা (আলাইহিস সালাম)কে কালিমা বানিয়েছিলেন এবং দাউদ (আলাইহিস সালাম)কে পাহাড় ও

---

৬৭৭. আত-তাবারী ৩০/১৫০-১৫১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৩৮২ (আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি দুর্বল), মুসনাদ আবী ইয়া'লা ১৩৮০, ইতহাফুল খায়রিয়্যাহ ৬৫০৪, তুহফাতুল মুহতাজ ২৭৩, রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন ১৬৬৬, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৩৯২২, আত তা'লীকাতুল হিসান আলা সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৩৭৩, জামউল ফাওয়াইদ মিন জামিঈল উসূল ও মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৮৩৭২ (হায়সামী বলেন, সানাদটি হাসান)। সিলসিলাতুদ দঈফাহ ১৭৪৬। আবুল হায়সাম থেকে দাররাজ এর রেওয়ায়াতটি দুর্বল। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

৬৭৮. আত-তাবারী ১২/৬২৭, হা/৩৭৫৩২, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৮/২৫৭, মুসতাদরাক ২/৫২৬, তিনি বলেন, সানাদটি সহীহ, আত-তাবারানী ফিল আওসাত ৩৬৫১, জামেউল আহাদীস ৩০১৪, কানযুল উম্মাল ৩২১৪১, জামিউল আহাদীস ১২৯৭৬। **তাহকীকঃ** হাসান, (ইনশাআল্লাহ)।

সুলায়মান (আলায়হিস সালাম)কে বাতাস ও জীনদেরকে তার আয়ত্তাধিন করে দিয়েছিলেন। ঈসা (আলায়হিস সালাম) কে মৃত থেকে জীবিত করার ক্ষমতা দান করেছেন, কিন্তু আমাকে আপনি কী দান করেছেন? আল্লাহ বলেন, আমি কি ঐসকল নবী রাসূলদের চাইতে আপনাকে উত্তম বিষয় দান করিনি? নিশ্চয় আমি আপনাকে আমার সাথে আপনার নাম উচ্চারণের মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি। আর আমি আপনার উম্মাতকে ইনজীলসমূহের উপর কুরআন প্রকাশ্যে পড়ার ব্যবস্থা করেছি। যা অন্য কাউকে দেইনি এবং আমি আপনাকে আরশের ধনভাণ্ডারসমূহের একটি ধনভাণ্ডার দান করেছি আর তা হলোঃ "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিউয়ুল আযীম।"[৬৭৯]

ইমাম আল-বাগাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্যে হল আযান। অর্থাৎ আযানের মধ্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নাম উচ্চারণ করা।

হাসসান বিন সাবিত-এর কবিতায় উল্লেখ করেছেন:

أغـر عليه لـلـنـبـوة خـاتـم   من الله من نـــور يلوح ويشهد

وضم الإله إسم النبي إلي أسمه   إذا قال في الخمس المؤذن: أشهد

وشـق لـه من اسـمـه ليجله   فذو العرش محـمـود وهـذا محمد

অর্থ: তাঁর (মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) নুবুওয়্যাতের সুস্পষ্ট ও ঔজ্জ্বল দলীল হচ্ছে তাঁর (দু কাঁধের মাঝে) নুবুওয়াতের মোহর যা আল্লাহ প্রদত্ত ও নূর, যা উজ্জ্বলতা ছড়ায় আর সাক্ষী দেয় (তাঁর নুবওয়্যাতের সত্যবাদিতার)।

মহান ইলাহ নবীর নাম স্বীয় নামের সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন। যখন মুযাজ্জিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ঘোষণা করেন আশহাদু।

আর সেই মহান সত্তা নিজ নাম হতে তার নামকে তাকে সম্মানিত করার লক্ষ্যে নির্গত করেছেন। সুতরাং আরশের অধিপতি মাহমূদ, আর ইনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ।

অন্য মুফাসসিরগণ বলেন, এর অর্থ হল পূর্ব যুগের নবীগণের মধ্যে আল্লাহ আপনার নাম আলোচনার ব্যবস্থা করে এবং সমস্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে আপনার উপর ঈমান আনার ও উম্মতদেরকে আপনার উপর ঈমান আনার নির্দেশ দেয়ার অঙ্গীকার নিয়ে আপনার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছি। অতঃপর আপনার উম্মতের মধ্যে আপনার নাম প্রসিদ্ধ করে দিয়েছে। ফলে আপনার নাম ব্যতীত আমার নাম স্মরণ করা হয় না।

কষ্টের পরে স্বস্তি

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۙ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاؕ﴾ **"৫. কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে, ৬. নিঃসন্দেহে কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে"** আল্লাহ তাআলা অবহিত করছেন যে, কষ্টের পরে স্বস্তি পাওয়া যায়, এরপর তিনি এ সংবাদটি আরও নিশ্চিত করেন।

৭৩৪৮. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, আবূ যুরআহ, মাহমূদ বিন গায়লান, হুমায়দ বিন হাম্মাদ বিন খাওয়ার আবুল জাহম (দুর্বল), আইয বিন শুরায়হ (দুর্বল), আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন বসা ছিলেন, তার সম্মুখে ছিল একখন্ড পাথর। তিনি বললেন,

---

৬৭৯. ইমাম ইবনু কাসীর তার 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ' গ্রন্থে (৬/২৭৭) বলেন, এর সানাদে গারাবাত তথা অপরিচিতি রয়েছে। সানাদে উসমান বিন আতা' সম্পর্কে ইবনু মাঈন ও ইমাম মুসলিমসহ অন্যরা তাকে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পূর্বে হাদীসটির সহীহ শাওয়াহিদ বর্ণিত হয়েছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لَجَاءَ الْيُسْرُ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْهِ فَيُخْرِجَهُ"، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾

যদি কষ্ট এসে এই পাথরটিতে ঢুকে পড়ে তাহলে অবশ্যই স্বস্তি এসে এতে প্রবেশ করে কষ্টকে বের করে ফেলবে। তখন আল্লাহ তাআলা ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞﴾ আয়াতটি নাযিল করেন।[৬৮০]

৭৩৪৯. (দঈফ): আবূ বাকর আল-বায্যার তার 'আল-মুসনাদ' এর মাঝে {মুহাম্মাদ বিন মা'মার} {হুমায়দ বিন হাম্মাদ} এর সূত্রে বলেন, যদি 'কঠিন' এই পাথরের মাঝে এসে প্রবেশ করে তবে অবশ্যই 'সহজতা' এসে তাকে বের করে ফেলবে। অতঃপর তিনি বলেন, ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞﴾।[৬৮১] অতঃপর আল-বায্যার বলেন, আনাস থেকে আইয বিন শুরায়হ ছাড়া অন্য কেউ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন এ মর্মে আমাদের জানা নেই।

ইবনু আবী হাতিম বলেনঃ {হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ} {আবূ কাতান} {মুবারাক বিন ফুদালাহ} {হাসান} বলেন, মুসলমানগণ বলত যে, এক কষ্ট দুই স্বস্তির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।[৬৮২]

৭৩৫০. (দঈফ): ইবনু জারীর বলেন, {ইবনু আবদিল আ'লা} {ইবনু স্বাওর} {মা'মার} {হাসান} বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদিন হাস্যোজ্জ্বল মুখে আনন্দচিত্তে ঘর হতে বাইরে আসছিলেন এবং বললেন, শোন! এক কষ্ট কখানো দুই স্বস্তির উপর বিজয় লাভ করতে পারে না। এক কষ্ট কখনো দুই স্বস্তির উপর বিজয় লাভ করতে পারে না। কষ্টের পর স্বস্তি আছে অবশ্য কষ্টের পর স্বস্তি আছে। অনুরূপ আওফ আল-আরাবী ও য়ূনুস বিন উবায়দ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাসান থেকে মুরসাল সূত্রে হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন।[৬৮৩]

৭৩৫১. (দঈফ): সাঈদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কাতাদাহর সূত্রে বর্ণনা করেন, আমাদের নিকট উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার স্বাহাবীদের এই আয়াত দ্বারা সুসংবাদ দিলেন যে, এক কষ্ট দুই স্বস্তির উপর বিজয় লাভ করতে পারে না।[৬৮৪]

এর অর্থ হলোঃ নিশ্চয় العسر তথা কষ্টটি দু' অবস্থায় নির্দিষ্ট। একটি নির্দিষ্ট অপরটি অপেক্ষাকৃত সহজ ফলে তাকেও গণনা করা হয়। এজন্য তিনি বলেছেন, কক্ষণো এক কষ্ট দুই স্বস্তির উপর বিজয় লাভ

---

৬৮০. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩৬৪, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৩০১০, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১০২৮৮, দঈফ আল-জামি' ৪৮২০। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

৬৮১. বায্যার ২২৮৮, ইমাম তাবারানীর 'আল-আওসাত' ১৫৪৮, হাকিম ২/২৫৫০, ইমাম বায়হাকীর 'আশ শুআব' ২/১০০, সানাদটি দুর্বল। এর দুটি কারণ রয়েছে। সানাদে হুমায়দ বিন হাম্মাদ ও তার উসতায আইয বিন শুরায়হ উভয়েই দুর্বল। হাকিম বলেন, হাদীস্রটি একটি আশ্চর্যজনক হাদীস্র। হুমায়দ বিন হাম্মাদ তার উসতায আইয থেকে এককভাবে হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন। হুমায়দও আইয এর ন্যায় মুনকার। অনুরূপ পূর্ব রেওয়ায়াতে ইমাম বায়হাকী তাদের দুর্বল বলেছেন। হায়স্রামী তার 'আল-মাজমা' গ্রন্থে ১১৫০১ নং হাদীস্রে আইয থেকে হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন, তিনি দুর্বল, সাথে ইবনু হাম্মাদও দুর্বল। অতঃপর মাতানটিও ত্রুটিযুক্ত। উক্ত হাদীস্রে স্পষ্ট যে, উক্ত ঘটনাটি ঘটেছে মদীনায় আর সূরাটি নাযিল হয়েছে মক্কায়। যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাবারানী ৯৯৭৭, হায়স্রামী এখানে তার মাজমা' (১১৫০০) এর মাঝে ইল্লাত বর্ণনা করেছেন যে, সানাদে আবূ মালিক আন-নাখঈ তিনি দুর্বল, অনুরূপভাবে আবূ হামযাহ তিনিও দুর্বল। **তাহকীকঃ** দঈফ।

৬৮২. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৫৫১, তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১২/৪২৭।

৬৮৩. হাকিম ২/৫২৮, তাবারী ৩৭৫৩৩, ৩৭৫৩৪, ৩৭৫৩৫, ৩৭৫৩৬, হাসান থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন, সানাদটি মুরসাল। সানাদে হাসানের ইরসাল করা ও তার সন্দেহ করা এ দু'টি ইল্লাতের কারণে হাদীস্রটি দুর্বল। **তাহকীকঃ** দঈফ।

৬৮৪. তাবারী ৩৭৫৩৭, কাতাদাহ থেকে মুরসাল সূত্রে, তাযকিরাতুল মাওদূআহ ১/১৯০, সিলসিলাহ দঈফাহ ৪৩৪২, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১০২৫৪, দঈফ আল-জামি' ৪৭৮৪। হাদীস্রটি কাতাদাহ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর হাদীস্রের মাঝে ইরসাল করাটি হাদীস্র দুর্বল হওয়ার একটি অন্যতম কারণ। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

করতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ নিশ্চয় কষ্টের পর রয়েছে স্বস্তি, নিশ্চয় কষ্টের পরে রয়েছে স্বস্তি। প্রথম কষ্ট হলো সাধারণ কষ্ট, দ্বিতীয়টি হলো অশ্রুপূর্ণ কষ্ট এবং সহজ হলো বিভিন্ন রকম।

৭৩৫২. হাসান বিন সুফইয়ান বলেন, ইয়াযীদ বিন স্বালিহ খারিজাহ আব্বাদ বিন কাস্রীর আবুয যিনাদ আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

نَزَّلَ الْمَعُونَةَ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى قَدْرِ الْمَؤُونَةِ، وَنَزَّلَ الصَّبْرَ عَلَى قَدْرِ الْمُصِيبَةِ

আকাশ হতে শ্রম অনুযায়ী সাহায্য এবং বিপদ অনুযায়ী ধৈর্য নাযিল হয়ে থাকে।[৬৮৫]

ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কবিতাকারে বলেন:

صبر جميلًا ما أقرب الفرجا   من راقب الله في الأمور نجا

من صدق الله لم ينله اذي   ومن رجاه يكون حيث رجا

অর্থাৎ উত্তম ধৈর্য স্বচ্ছলতার কতই না নিকটবর্তী। যে ব্যক্তি প্রতিটি কাজে আল্লাহর প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখে সেই নাজাত পায়। যে আল্লাহর বানীকে সত্য বলে বিশ্বাস করে তাকে কোন কষ্ট ভোগ করতে হবে না এবং আল্লাহর কাছে যে যেমন আশা রাখে তেমনই হয়ে থাকে।

অবসর সময়ে যিকর্-আয্কার করার নির্দেশ

আল্লাহ তাআলাব বাণী: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ **"৭. কাজেই তুমি যখনই অবসর পাবে, ইবাদাতের কঠোর শ্রমে লেগে যাবে, ৮. এবং তোমার রব্ব-এর প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দিবে"** অর্থাৎ যখন তুমি দুনিয়াবী বিষয় এবং এর ব্যস্ততা থেকে অবসর হও, আর এর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন কর, তখন কঠোর শ্রম দিয়ে ইবাদাতে লেগে যাও, আর সক্রিয় হয়ে উঠে দাঁড়াও চিন্তামুক্ত হয়ে, আর তোমার রব্বের জন্য তোমরা সংকল্প ও আকাঙ্ক্ষাকে খাঁটি কর। এ দিক থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছে সেটি–

৭৩৫৩. (স্বহীহ): বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছেঃ لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ খাদ্য উপস্থিত হলে স্বালাত নেই, পেশাব-পায়খানার বেগ চেপেও স্বালাত নেই।[৬৮৬]

৭৩৫৪. (স্বহীহ): রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ 'যখন স্বলাতের জন্য ইকামত দেয়া হয় আবার (এ সময়) খাদ্য উপস্থিত হয় তখন খানা দ্বারাই শুরু করো।[৬৮৭]

মুজাহিদ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন: যখন তুমি দুনিয়াবী বিষয় থেকে অবসর লাভ কর, আর স্বলাতে দণ্ডায়মান হও তখন তুমি তোমার রব্বের ইবাদাতের কঠোর শ্রমে লেগে যাবে।[৬৮৮] ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ﴿فَانْصَبْ ۝ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ এই আয়াতের অর্থ হল যখন ফরয নামায হতে

---

৬৮৫. উক্ত হাদীস্রের সানাদটি খুবই দুর্বল, সানাদের রাবী আব্বাদ বিন কাস্রীর সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার আত-তাকরীব গ্রন্থে বলেন, তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম আহমাদ বলেন, তিনি একাধিক হাদীস্র মিথ্যার সাথে বর্ণনা করেছেন। শায়খ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন, হাদীস্রটি হাসান, স্বহীহ। উক্ত রাবীর মুতাবাআত পাওয়া যায়। বাযযার ফিল মুসনাদ ১৫০৬, স্বহীহ আল-জামি' ৩০০১, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস্-স্বাগীর ১২/২৫৯।

৬৮৬. মুসলিম ৫৬০, আবূ দাউদ ৮৯। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৬৮৭. স্বহীহুল বুখারী ৫৪৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৬৮৮. আত-তাবারী ২৪/৪৯৭।

অবসর গ্রহণ কর তখন তাহাজ্জুদ নামাযে আত্মনিয়োগ কর। আলী বিন আবী তালহাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করে বলেন, ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾ অর্থাৎ যখন ফরদ নামায থেকে অবসর গ্রহণ কর তখন দু'আয় আত্মনিয়োগ কর।

যায়দ বিন আসলাম ও দাহ্হাক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ﴾ অর্থ: জিহাদ হতে ফারেগ হয়ে তুমি ﴿فَانْصَبْ﴾ অর্থাৎ ইবাদাতে আত্মনিয়োগ কর। স্রাওরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ অর্থ: তোমার নিয়্যাত ও মনোযোগ আল্লাহর পানেই রাখ।

সূরাহ আলাম-নাশরাহ এর তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

সূরাহ্ আত্-তীনের তাফসীর

মাক্কায় অবতীর্ণ

সফরে স্বলাতে সূরাহ তীন পাঠ

৭৩৫৫. (স্বহীহ): মালিক এবং শু'বাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আদী বিন স্রাবিত থেকে বর্ণনা করেন, বারা' বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সফরে দুই রাকআতের একটিতে ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ পাঠ করেন। আমি তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর আওয়াজ এবং তাঁর চেয়ে বেশি সুন্দর করে আর কাউকে পাঠ করতে শুনিনি, (হাদীস্র সংকলক) দল এই হাদীস্র তাঁদের গ্রন্থসমূহে বর্ণনা করেছেন।[৬৮৯]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ①

১. শপথ তীন ও যায়তূন-এর (যা জন্মে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন এলাকায় যে স্থান বহু পুণ্যময় নবী ও রসূলের স্মৃতিতে ধন্য)।

وَطُورِ سِينِينَ ②

২. শপথ সিনাই পর্বতের (যা নবী মূসার স্মৃতি বিজড়িত),

وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ③

৩. আর (ইবরাহীম ও ইসমাঈল কর্তৃক নির্মিত কা'বার) এই নিরাপদ নগরীর শপথ,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ④

৪. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতি উত্তম আকার আকৃতি দিয়ে, (এবং জ্ঞান ও যোগ্যতা দিয়ে যার সুন্দরতম নমুনা হল নবী রসূলগণ)।

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ⑤

৫. আবার উল্টোদিকে তাকে করেছি হীনদের হীনমত (যেমন আল্লাহ বিদ্রোহী কাফির, অত্যাচারী রাজা-বাদশা-শাসক, খুনী, পুতুল পূজারী ইত্যাদি)।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ⑥

৬. কিন্তু তাদেরকে নয় যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, তাদের জন্য তো আছে অফুরন্ত প্রতিদান।

---

৬৮৯. সহীহুল বুখারী ৭৬৯, ৭৫৪৬, মুসলিম ৪৬৪, ইবনু মাজাহ ৮৩৪, তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

৭. (ভাল কাজের পুরস্কার দেয়া আর অন্যায় কাজের শাস্তি দেয়াই ইনসাফপূর্ণ কথা) কাজেই শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করতে কিসে তোমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে?	فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۞
৮. আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম (বিচারক) নন?	اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۞

তীন এবং এর পরে যা রয়েছে-এগুলোর ব্যাখ্যা

তীন দ্বারা উদ্দেশ্য এই ব্যাপারে মুফসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, তীন দ্বারা উদ্দেশ্য দামেস্কের মসজিদ। কেউ বলেন, দামেস্ক। কেউ বলেন, দামেস্কের একটি পাহাড়। কুরতুবী বলেন, তীন দ্বারা উদ্দেশ্য আসহাবে কাহফের মসজিদ।[৬৯০]

التِّيْن দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল-আওফী বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, সেটা হচ্ছে যূদী পর্বতের উপরে অবস্থিত নূহ (আলায়হিস সালাম) এর মাসজিদ। মুজাহিদ বলেন: সেটা হচ্ছে তোমাদের তীন (ফল), ﴿وَالزَّيْتُوْنِ﴾ (যায়তূন) কা'ব আল আহবার, কাতাদাহ, ইবনু যায়দ প্রমুখ বলেন: সেটা হচ্ছে বাইতুল মাকদিসের মাসজিদ, মুজাহিদ এবং ইকরিমাহ বলেন: এটা এই যায়তূন যা তোমরা নিংড়ে রস বের কর। ﴿وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۞﴾ **"২. ও শপথ সিনাই পর্বতের"** কা'ব আল-আহবার এবং অন্যরা বলেন: সেটা হচ্ছে ঐ পাহাড় যার উপরে আল্লাহ তাআলা মূসা (আলায়হিস সালাম) এর সাথে কথা বলেছেন, ﴿وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۞﴾ **(৩. আর এই নিরাপদ নগরীর শপথ)** অর্থাৎ মক্কার আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মুজাহিদ, ইকরিমাহ, হাসান, ইবরাহীম আন-নাখঈ, ইবনু যায়দ এবং কা'ব আল আহবার এ মত ব্যক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে কোন মতনৈক্য নেই।

কতিপয় ইমাম বলেন: এ তিনটি স্থানের প্রতিটিতে আল্লাহ তাআলা উলুল আযম নবীগণকে প্রেরণ করেন যারা ছিলেন মহান শরীয়তের অধিকারী।

প্রথমটি হচ্ছে ঃ তীন এবং যায়তূনের স্থান, তা হচ্ছে বায়তুল মাকদিস যাতে আল্লাহ তাআলা ঈসা বিন মারইয়াম (আলায়হিস সালাম)-কে প্রেরণ করেন। **দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঃ** সিনাই পর্বত। সেটা হচ্ছে ঐ সিনাই পর্বত যাতে আল্লাহ তাআলা মূসা বিন ইমরান (আলায়হিস সালাম)-এর সাথে কথা বলেছেন। **তৃতীয়টি হচ্ছে ঃ** মাক্কা। তা হচ্ছে নিরাপদ নগরী, তাতে যে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। এই নগরীতে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রেরণ করেন। তাঁরা বলেন: তাওরাতের শেষের দিকে এই তিনটি স্থানের নাম উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা সিনাই পর্বত থেকে এসেছেন- অর্থাৎ যার উপরে তিনি মূসা বিন ইমরান (আলায়হিস সালাম) এর সাথে কথা বলেছেন এবং 'সাঈর'[৬৯১] থেকে আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন। অর্থাৎ বায়তুল মাকদিসের পাহাড় যা থেকে আল্লাহ তাআলা ঈসা (আলায়হিস সালাম)-কে প্রেরণ করেন, এবং ফারান পাহাড় থেকে তিনি স্বশরীরে এসে উপস্থিত হন, অর্থাৎ মক্কার পাহাড় থেকে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রেরণ করেন, এবং বিভিন্ন যামানার তাদের আগমনের ধারাবাহিকতা অনুসারে তাদের আবির্ভাবের ধারাবাহিকতার উপরে তাঁদের সম্পর্কে খবর দেন। এ কারণে তিনি এ স্থানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে যেটা সম্মানিত তার শপথ করেছেন, এরপর যেটা সম্মানিত তার, তারপরে যেটা সম্মানিত তার (শপথ করেছেন)।

---

৬৯০. কুরতুবী ২০/১১১ সূরাহ তীন।

৬৯১. ساعير হলো: তাওরাতে বর্ণিত ফিলিস্তিনের নাসিরাহ নামক গ্রামে তাবরিয়্যাহ ও আকা'র মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি পাহাড়। মু'জামুল বুলদান (৩/১৭১)।

মানুষকে উত্তম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করার পরেও তার হীনদের হীনতম হয়ে যাওয়া এবং তার ফলাফল

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ **"৪. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতি উত্তম আকার আকৃতি দিয়ে"** এর উপরে শপথ করা হয়েছে। তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন উত্তম কাঠামো, আকার-আকৃতি, খাড়া গঠন, সোজা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা যাতে করে সে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ **"৫. আবার উল্টোদিকে তাকে করেছি হীনদের হীনতম"** অর্থাৎ জাহান্নামে। মুজাহিদ, আবুল আলিয়াহ, হাসান, ইবনু যায়দসহ অন্যরা এ মত ব্যক্ত করেন, এরপর এই আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যের পরে তাদের গন্তব্য হবে জাহান্নামে যদি তারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য না করে এবং রাসূলের অনুসরণ না করে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ **"৬. কিন্তু তাদেরকে নয় যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে"** তাদের কেউ কেউ বলেন: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ **"আবার উল্টোদিকে তাকে করেছি হীনদের হীনতম"** (এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে) অতিশয় বৃদ্ধ। এটা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), ইকরিমাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি ইকরিমাহ বলেন: যে ব্যক্তি কুরআনকে একত্রিত করে, (অর্থাৎ একে সম্পূর্ণরূপে মুখস্ত করে) যে অতিশয় বৃদ্ধ হবেনা। ইবনু জারীর এ মত পছন্দ করেছেন। যদি (অতিশয় বৃদ্ধ) এই অর্থ গ্রহণ করা হয় তবে মু'মিনগণকে এ আয়াতের আওতার বাইরে রাখা ঠিক হবেনা, কেননা বার্ধক্য তাদের অনেককে পেয়ে বসে; বরং এর অর্থ হবে যা আমরা এ সূরাতে বর্ণনা করেছি ঃ﴿وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ **"কালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (ডুবে) আছে, কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়"**[৬৯২] আরও এ আয়াতে ﴿فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ **"তাদের জন্য তো আছে অফুরন্ত প্রতিদান"** অর্থাৎ যা শেষ হবেনা, যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ﴾ **"অস্বীকার করতে কিসে তোমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে?"** অর্থাৎ হে আদম সন্তান। ﴿بَعْدُ بِالدِّينِ﴾ **"কাজেই শেষ বিচারের দিনকে"** অর্থাৎ পরকালে বিনিময়ের, বস্তুত তোমরা সূচনা সম্পর্কে অবগত আছ, আর তোমরা জান যে, যিনি কোন কিছুর সূচনা করতে সক্ষম তিনি সেটা পুনরায় সৃষ্টি করার ক্ষমতার রাখেন আরও উত্তমরূপে। কাজেই কোন জিনিস তোমাদের পরকালকে অবিশ্বাস করতে প্ররোচিত করছে, অথচ যখন তোমরা এ বিষয়টি ভালভাবে জান?

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ৹[আহমাদ বিন সিনান][আবদুর রহমান][সুফইয়ান][মানসূর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)]৹ বলেন, একদা আমি মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ﴾ এই আয়াতে কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বুঝানো হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, 'নাউযুবিল্লাহ' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নয় বরং সাধারণ মানুষকে বুঝানো হয়েছে। ইকরিমাহ প্রমুখও এই ব্যাখ্যা করেছেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ **"৮. আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম (বিচারক) নন?"** অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন বিচারকদের শ্রেষ্ঠতম বিচারক যিনি কারও প্রতি কোনরূপ যুলুম-অত্যাচার করেন না, আর তাঁর ন্যায়বিচারের অংশ হিসেবে তিনি কিয়ামাত প্রতিষ্ঠা করবেন, আর তিনি দুনিয়ায় যে অত্যাচারিত হয়েছিল তার জন্য যালেম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

---

৬৯২. সূরাহ আল-আসর, ১০৩ঃ ১-৩।

৭৩৫৬. (দঈফ): ইতোপূর্বে আমরা আবূ হুরায়রাহ কর্তৃক মারফূ' সূত্রে একটি হাদীসে বর্ণনা করেছি ঃ যখন তোমাদের কেউ ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ **"শপথ তীন ও যায়তূন-এর"** (অর্থাৎ সূরাহ তীন পাঠ করে) এরপর সে সর্বশেষ আয়াতে পৌঁছে (অর্থাৎ এ আয়াতে) ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ **"আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম (বিচারক) নন?"** তখন যেন বলে ঃ بلي وأنا علي ذلك من الشاهدين অর্থাৎ অবশ্যই, আর আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করছি।[৬৯৩]

সূরাহ তীন ওয়াষ্ যায়তূনের তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

সূরাহ্ আল-আলাকের তাফসীর

কুরআনে এই সূরাটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

১. পাঠ কর তোমার রব্বের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾

২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিণ্ড হতে। خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ عَلَقٍ ۚ﴿۲﴾

৩. পাঠ কর, আর তোমার রব্ব বড়ই অনুগ্রহশীল। اِقۡرَاۡ وَ رَبُّکَ الۡاَکۡرَمُ ۙ﴿۳﴾

৪. যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে, الَّذِیۡ عَلَّمَ بِالۡقَلَمِ ۙ﴿۴﴾

৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না, عَلَّمَ الۡاِنۡسَانَ مَا لَمۡ یَعۡلَمۡ ؕ﴿۵﴾

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুয়তের সূচনা, কুরআনে সর্বপ্রথম যা অবতীর্ণ হয়

৭৩৫৭. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, (আবদুর রাযযাক) (মা'মার) (আয-যুহরী) (উরওয়াহ) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট সর্ব প্রথম ওয়াহীর সূচনা হয় ঘুমের মাঝে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তাই প্রভাতের মত উদ্ভাসিত হত। এরপর নির্জনতা তাঁর নিকট প্রিয় করে দেয়া হয়। তিনি হেরা গুহায় আসতেন আর তাতে নিজেকে ইবাদাতে মশগুল রাখতেন। আর তা বেশ কিছু রাত্রি জেগে। এ জন্য তাঁর খাদ্য-পানীয়র ব্যবস্থা করা হত, তিনি হেরা গুহায় আছেন এমতাবস্থায় তাঁর নিকট ওয়াহী আসে। এতে তাঁর নিকট ফেরেশ্‌তা এসে তাঁকে বলেনঃ 'পড়ুন', রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আমি বলিঃ 'আমি তো পড়তে জানিনা'। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ফেরেশ্‌তা আমাকে ধরে জোরে চাপ দেন। এমনকি এতে আমার কষ্ট হয়। এরপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলেনঃ 'পড়ুন'। আমি বলি ঃ 'আমি পড়তে জানিনা'। দ্বিতীয়বার আমাকে চাপ দেন। এমনকি এতে আমার কষ্ট হয়। এরপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলেনঃ 'পড়ুন'। আমি বলি ঃ 'আমি পড়তে জানিনা'। এরপর তিনি তৃতীয়বারের মত আমাকে চেপে ধরেন। ফলে এতে আমার কষ্ট হয়। এরপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলেনঃ ﴿اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي

---

৬৯৩. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩৬৭, দঈফ আবূ দাউদ ১৫৬, তিরমিযী ৩৩৪৭, সহীহ ও দঈফ সুনান আত-তিরমিযী ৭/৩৪৭, দঈফ আল-জামি' ৫৭৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

﴿خَلَقَ﴾ **"১. পড়ুন আপনার রব্বের নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন"** এমনকি ﴿مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ **"যা সে জানত না"** এ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করেন। কাজেই আমি এ আয়াতগুলো সহকারে কম্পিত হৃদয় নিয়ে খাদীজার নিকট চলে আসি আর তাকে বলি ঃ 'আমাকে ঢেকে দাও, আমাকে ঢেকে দাও'। তারা আমাকে ঢেকে দেয়। এরপর আমার থেকে ভয় দূরিভূত হয়। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: 'হে খাদীজাহ! আমার কী হয়েছে? তিনি তাঁকে ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: 'আমি আমার নিজের উপরে ভয় করছি'।

তিনি বলেন: কখনও না, আপনি খুশি হোন, আল্লাহর শপথ, তিনি আপনাকে কখনও অপদস্থ করবেন না, আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, সত্য কথা বলেন, দরিদ্র ও দুস্থদের সাহায্য করেন, মেহমানদারি করেন, দুস্থ ও পীড়িত লোকদের যথাযথ সাহায্য করেন, এরপর খাদীজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিয়ে ওয়ারাকাহ বিন নাওফাল বিন আসাদ বিন আবদুল উয্যা, ইবনু কুসাই এর নিকট যান, তিনি হচ্ছেন খাদীজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর চাচাত ভাই। তিনি জাহেলী যুগে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী ভাষার লিপিকার ছিলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় আরবীতে তাওরাত লিপিবদ্ধ করতেন। তিনি ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধ, তাঁর চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। খাদীজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: হে চাচাত ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন তো। ওয়ারাকাহ বললেন: ভাতিজা! বলুন, আপনি কী দেখেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দেখা ঘটনা খুলে বললেন। তখন ওয়ারাকা বলেন: এই হচ্ছে সেই দূত যিনি মূসা (আলাইহিস সালাম) এর নিকট অবতীর্ণ হতেন। হায়! আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি যৌবনে ফিরে যাই আর সে পর্যন্ত বেঁচে থাকি যখন আপনাকে আপনার লোকেরা বের করে দিবে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তারা কি আমাকে বের করে দিবে? ওয়ারাকা বলেন: আপনি যা নিয়ে এসেছেন যখনই কোন ব্যক্তি তা নিয়ে ইতোপূর্বে আগমন করেছে তাকেই বের করে দেয়া হয়েছে। আপনার সেদিন যদি আমি জীবিত থাকি তবে বলিষ্ঠরূপে আমি আপনাকে সাহায্য করব।

কিন্তু ওয়ারাকাহ পরে বেঁচে থাকেননি। তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর কিছুদিন ওয়াহী বন্ধ থাকে, এমনকি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চিন্তিত হয়ে পড়েন, আমাদের জানা মতে, এই দুঃখে তিনি কয়েকবার পাহাড়ের উঁচু থেকে নিজেকে নিচে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন। যখনই তিনি নিজেকে নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করতেন, তখনই জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট প্রকাশিত হয়ে তাঁকে বলতেন ঃ হে মুহাম্মাদ, সত্যিই আপনি আল্লাহর রাসূল। এতে তিনি দুশ্চিন্তায় স্বস্তি পেতেন। তাঁর অন্তর প্রশান্তি লাভ করত। এরপর তিনি ফিরে আসতেন। এরপর যখনই দীর্ঘ সময় ওয়াহী বন্ধ থাকত তখনই তিনি পূর্বের মত করতেন। কাজেই যখনই তিনি পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছতেন তখনই জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাঁর সম্মুখে প্রকাশিত হতেন আর পূর্বের মতো বলতেন (সত্যিই আপনি আল্লাহর রাসূল)।[৬৯৪] ইমাম যুহরীর সূত্রে এ হাদীস্র ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাদের 'সহীহ' গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ করেছেন।[৬৯৫] হাদীস্রটির সানাদ (বর্ণনাসূত্র), মাতান (মূল ভাষ্য) এবং এর অর্থ সম্পর্কে আমরা আমাদের কৃত বুখারীর ব্যাখ্যার শুরুর দিকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে জানতে চায় তবে সেখানে এর গবেষণার উপকরণ রয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর এবং তাঁরই অনুগ্রহ। সর্বপ্রথম এই বরকতময় ও সম্মানিত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তাআলার প্রথম রহমত যা তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি বর্ষণ করেছেন এবং প্রথম অনুগ্রহ যা তিনি তাদের উপরে করেছেন।

---

৬৯৪. আহমাদ ২৫৪২৮, মুসতাদরাক ৪৮৪৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ১/২১৬ হা/৩৩, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৯৭১৯, জামিউল উসূল ৮৮৪৪, মুসনাদ আল-জামি' ১৭১৪৪, আত-তা'লীকাতুল হিসান আলা সহীহ ইবনু হিব্বান ১/১৬৩ হা/৩৩, আত তাজরীদুস সহীহ ৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৬৯৫. সহীহুল বুখারী ৬৯৮২, মুসলিম ১/১৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের সম্মান ও মর্যাদা

এখানে বলা হয়েছে শুক্র থেকে মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। আল্লাহ তা'আলার দয়ার নিদর্শনের অন্যতম হচ্ছে তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যা ইতোপূর্বে তার ছিলনা। তিনি তাকে জ্ঞানের মাধ্যমে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন। এই হচ্ছে মানবজাতির পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-র মর্যাদা যার মাধ্যমে ফেরেশ্‌তাদের উপরে তাঁকে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করা হয়েছে। জ্ঞান কখনও থাকে মনের মধ্যে, কখনও জবানে, কখনও আঙ্গুলির মাধ্যমে লিখনিতে। এভাবে এটা বুদ্ধিবৃত্তিক, কথন, এবং লিখিত (-এর মাধ্যমে হয়)। যখন শেষেরটি (লিখার জ্ঞান)-এর জন্য প্রথম দু'টি অপরিহার্য তখন তার বিপরীত সঠিক নয়, (অর্থাৎ প্রথম দু'টির জন্য) (লিখার জ্ঞান) অপরিহার্য নয়। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْؕ﴾ **"৩. পাঠ কর, আর তোমার রব্ব বড়ই অনুগ্রহশীল। ৪. যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে, ৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না"**

৭৩৫৮. এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابَةِ লিখার মাধ্যমে জ্ঞানকে সংরক্ষণ কর।[৬৯৬]

৭৩৫৯. (মাওদূ'): তাতে আরও রয়েছে ঃ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَكُنْ যে ব্যক্তি জ্ঞান অনুসারে আমল করে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন জ্ঞানের অধিকারী করেন যা সে জানত না।[৬৯৭]

كَلَّاۤ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَیَطْغٰۤیۙ ⑥
৬. না (এমন আচরণ করা) মোটেই ঠিক নয়, মানুষ অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করে,

اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰیؕ ⑦
৭. কারণ, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে,

اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ الرُّجْعٰیؕ ⑧
৮. নিঃসন্দেহে (সকলকে) ফিরে যেতে হবে তোমার রব্বের দিকে।

اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یَنْهٰیۙ ⑨
৯. তুমি কি তাকে (অর্থাৎ আবূ জাহলকে) দেখেছ যে নিষেধ করে,

عَبْدًا اِذَا صَلّٰیؕ ⑩
১০. এক বান্দাহকে [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে] যখন সে নামায আদায় করতে থাকে?

اَرَءَیْتَ اِنْ كَانَ عَلَی الْهُدٰۤیۙ ⑪
১১. তুমি কি ভেবে দেখেছ (যাকে নিষেধ করা হচ্ছে) সে যদি সৎ পথে থাকে,

---

৬৯৬. হাকিম ১০/১০৬, আল-খাতীব কর্তৃক রচিত "তাকয়ীদুল ইলম" ৬৯ পৃ. ইবনু আবদির বার্র কর্তৃক রচিত "জামিউল ইলম" ১/৭৩, ইবনুল জাওযী কর্তৃক রচিত "আল-ইলাল" ৯৫-৯৬, তারা সকলে আবদুললাহ সিলসিলাতুস সহীহাহ ২০২৬, সহীহ আল-জামি' আস-সাগীর ওয়াযিয়াদাতুহু ৪৪৩৪, আল-ইলালুল মুতানাহি ৯৪, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৬৮১, কাশফুল খাফা ১৯০৬। উপরোক্ত শব্দে হাদীসটি মাওকূফ সহীহ। তবে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী থেকে উক্ত হাদীসটির শাওয়াহিদ পাওয়া যায়। সেগুলো জানতে দেখুন: সিলসিলাহ সহীহায় (১৫৩২) اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق। তাছাড়াও কাশফুল খাফা' এর মাঝে قيدوا العلم بالكتاب শব্দে হাদীসটিকে সহীহ বলা হয়েছে। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। বিস্তারিত জানতে দেখুন সিলসিলাহ সহীহাহ ২০২৬।

৬৯৭. মারফূ' সূত্রে এর কোন ভিত্তি নেই। আবূ নুআয়ম ১০/১৪-১৫, আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল উল্লেখ করেছেন যে, এই হাদীসটি কোন এক তাবেঈ থেকে তিনি ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর নামে বর্ণনা করেছেন। ফলে কিছু রাবী সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন। আল-ইরাকী তার 'তাখরীজুল ইয়াহইয়া' গ্রন্থে (১/৭১) বলেন, আবূ নুআয়ম উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। অন্যত্র من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم শব্দে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সেটিও আবূ নুআয়মের কারণে দুর্বল। জানতে দেখুন তাযকিরাতুল মাওদূআত (১/২০), সিলসিলাতুদ দঈফাহ (৪২২)। **তাহকীক আলাবীনঃ** মাওদূ' (জাল বা বানোয়াট)।

১২. আর তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেয় (তাহলে তার এ কাজগুলো কেমন মনে কর?)	أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ﴿١٢﴾
১৩. তোমার কী ধারণা যদি সে (অর্থাৎ নিষেধকারী ব্যক্তি) সত্যকে অস্বীকার করে আর মুখ ফিরিয়ে নেয় (তাহলে তার এ কাজ কেমন মনে কর?)	أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٣﴾
১৪. সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন?	أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾
১৫. না, (সে যা করতে চায়) তা কক্ষণো করতে পারবে না, সে যদি বিরত না হয় তাহলে আমি অবশ্যই তার মাথার সামনের চুলগুচ্ছ ধরে হেঁচড়ে নিয়ে যাব–	كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾
১৬. মিথ্যাচারী পাপাচারী চুলগুচ্ছ	نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾
১৭. কাজেই সে তার সভাষদদের ডাকুক।	فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾
১৮. আমিও 'আযাবের ফেরেশতাদেরকে ডাকব,	سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾
১৯. না, তুমি কক্ষণো তার অনুসরণ করো না, তুমি সেজদা কর আর (আল্লাহ্‌র) নৈকট্য লাভ কর। [সাজদাহ]	كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ﴿١٩﴾ [السجدة]

সম্পদের জন্য মানুষের সীমালঙ্ঘন-এর উপরে হুঁশিয়ারী

আল্লাহ তাআ'লা মানুষের সম্পর্কে অবহিত করেন যে, যখন সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী, প্রচুর সম্পদের অধিকারী দেখে তখন সে অত্যন্ত আনন্দিত, সবচেয়ে মন্দ, ঘৃণ্য এবং সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে উঠে। এরপর তিনি তাকে হুমকি-ধমকি দিয়ে এবং উপদেশ দিয়ে বলেন: ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ "**৮. নিঃসন্দেহে (সকলকে) ফিরে যেতে হবে তোমার রবের দিকে**" অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রত্যাবর্তনস্থল। তিনি তোমার সম্পদের হিসাব গ্রহণ করবেন যে, তুমি কোথা হতে তা সংগ্রহ করেছিলে আর কোথায় তা ব্যয় করেছিলে।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ‹ যায়দ বিন ইসমাঈল আস-সাইগ ‹ জা'ফার বিন আওন ‹ আবূ উমায়স ‹ আওন ‹ আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) › বলেছেন, দুই লোভী ব্যক্তি যাদের পেট কখনো ভরে না। আলিম ও দুনিয়ার এই দুই ব্যক্তির মাঝে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। আলিম ব্যক্তির আল্লাহর সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পেতে থাকে আর দুনিয়াদারের বৃদ্ধি পায় অবাধ্যতা। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ তাআ'লা দুনিয়াদারদের সম্পর্কে বলেছেন ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾ অর্থাৎ মানুষ সীমালংঘন করে থাকে কারণ, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। আর আলিমদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলিমরাই তাঁকে ভয় করে থাকে।

৭৩৬০. (সহীহ): অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: طَالِبُ عِلْمٍ، وَطَالِبُ دُنْيَا দুই লোভী ব্যক্তি তৃপ্ত হতে পারে না। ইলম অন্বেষণকারী ও দুনিয়া অন্বেষণকারী।[৬৯৮]

৬৯৮. মুসতাদরাক ৩১২, মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ১০২৩৫, জামিউল আহাদীস ২৪৩৩১, তাযকিরাতুল মাওদূআত ১/২১, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১১৫৭০, সহীহ আল-জামি' ৬৬২৪। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

আবূ জাহালের প্রতি নিন্দা, আর তাকে পাকড়াওয়ের হুঁশিয়ারী

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰىۙ۝ عَبْدًا اِذَا صَلّٰىؕ۝﴾ **"৯. তুমি কি তাকে (অর্থাৎ আবূ জাহালকে) দেখেছ যে নিষেধ করে, ১০. এক বান্দাহকে (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে) যখন সে স্লালাত আদায় করতে থাকে?"** এই আয়াত আবূ জাহালের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, তার উপরে আল্লাহ তাআলার অভিশাপ বর্ষিত হোক। সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বায়তুল্লাহর নিকট স্লালাত আদায় করা থেকে হুমকি দেয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে প্রথমে উত্তম পন্থায় উপদেশ প্রদান করে বলেন: ﴿اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰۤىۙ۝﴾ **"১১. তুমি কি ভেবে দেখেছ (যাকে নিষেধ করা হচ্ছে) সে যদি সৎ পথে থাকে"** তোমার ধারণা কী, এই লোক যাকে তুমি নিষেধ করছ সে যদি তার কর্মের মাধ্যমে সঠিক পথের উপরে থাকত অথবা ﴿اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰىؕ۝﴾ **"১২. আর তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেয়?"** অর্থাৎ তার কথার দ্বারা তুমি তাকে তার স্লালাতের জন্য তিরস্কার কর এবং ধমক দাও। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰىؕ۝﴾ **"১৪. সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন?"** অর্থাৎ সঠিক পথপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাধা দানকারী এই ব্যক্তি কি জানে না যে, আল্লাহ তাআলা তাকে দেখছেন এবং তার কথা শ্রবণ করছেন, তিনি তাকে তার কর্মের পূর্ণ বিনিময় প্রদান করবেন, এরপর আল্লাহ তাআলা হুমকি-ধমকি প্রদান করে বলেন: ﴿كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ۝﴾ **"১৫. সে যদি বিরত না হয়"** অর্থাৎ সে যে সংশয়-সন্দেহ ও একগুঁয়েমীতে লিপ্ত রয়েছে তা থেকে যদি ফিরে না আসে ﴿لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِۙ۝﴾ **"তাহলে আমি অবশ্যই তার মাথার সামনের চুলগুচ্ছ ধরে হেঁচড়ে নিয়ে যাব"** অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে আমরা অবশ্যই একে অতিরিক্ত কালো করে দিব। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍۚ۝﴾ **"১৬. মিথ্যাচারী পাপাচারী চুলগুচ্ছ"** অর্থাৎ আবূ জাহালের চুলগুচ্ছ, যে তার কথাবার্তায় মিথ্যাবাদী আর কর্মকাণ্ডে ত্রুটিবিচ্যুতিকারী। ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗۙ۝﴾ **"১৭. কাজেই সে তার সভাষদদের ডাকুক"** অর্থাৎ তার জাতিকে, তার আত্মীয়স্বজনকে। অর্থাৎ সে যেন তাদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকে ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَۙ۝﴾ **"১৮. আমিও আযাবের ফেরেশতাদেরকে ডাকব"** তারা হচ্ছে আযাবের ফেরেশ্‌তা, যাতে করে সে অবগত হতে পারে কে বিজয়ী হয় আমাদের দল নাকি তার দল?

৭৩৬১. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেন, [ইয়াহইয়া][আবদুর রাযযাক][মা'মার][আবদুল কারীম আল-খাযারী][ইকরিমাহ][আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, আবূ জাহাল বলে, আমি যদি মুহাম্মাদকে গিয়ে দেখি যে, সে কা'বায় স্লালাত আদায় করছে তবে আমি তার কাঁধ মাড়াব। এ কথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শোনার পর বলেন: 'যদি সে এ কাজ করত তবে অবশ্যই ফেরেশতামণ্ডলী তাকে গ্রেফতার করত।'[৬৯৯] ইমাম তিরমিযী এবং নাসাঈ তাঁদের তাফসীর গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৭০০] অনুরূপভাবে ইবনু জারীরও তা বর্ণনা করেছেন।[৭০১]

৭৩৬২. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, তিনি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এ শব্দে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাকামে ইবরাহীমের নিকট স্লালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় আবূ জাহাল বিন হিশাম তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন সে বলে ঃ হে মুহাম্মাদ, তোমাকে না আমি এ থেকে নিষেধ করেছি? সে তাঁকে হুমকি-ধমকি দেয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তাকে কড়া কথা শুনিয়ে দেন, তাকে ধমক দেন। তখন সে বলে ঃ হে মুহাম্মাদ কী নিয়ে তুমি আমাকে ধমক দিচ্ছ? জেনে রাখ, আল্লাহর শপথ, এই উপত্যকায় আমার ডাকে বেশি

---

৬৯৯. সহীহুল বুখারী ৪৯৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
৭০০. তিরমিযী ৩৩৪৮, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১১০৬১।
৭০১. আত-তাবারী ১২/৬৪৯।

সংখ্যক লোক এসে জড় হবে। তখন আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেন ঃ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۙ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۙ﴾ **"কাজেই সে তার সভাষদদের ডাকুক। আমিও 'আযাবের ফেরেশতাদেরকে ডাকব"** আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: সে যদি তার লোকদেরকে জড় করত তবে অবশ্যই ফেরেশ্তামণ্ডলি তৎক্ষণাৎ তাকে পাকড়াও করত। তিরমিযী বলেন: হাদীস্রটি হাসান-সহীহ।[৭০২]

৭৩৬৩. (স্রহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ◊[ইসমাঈল বিন যায়দ বিন আবী ইয়াযীদ][ফুরাত][আবদুল কারীম][ইকরিমাহ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ বলেন, আবূ জাহাল বলে, যদি আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কা'বায় স্রালাত আদায় করতে দেখি তবে অবশ্যই আমি তার কাঁধকে পদধূলিত করব। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সে যদি এই কাজ করতো তবে অবশ্যই ফেরেশতামণ্ডলীরা তাকে পাকড়াও করত। আর তোমরা যদি সত্যবাদী হও তো মৃত্যু কামনা কর। এই কথার জবাবে যদি ইয়াহূদীরা মৃত্যু কামনা করতো তো অবশ্যই তারা মারা যেত এবং জাহান্নামে নিজের আবাস দেখত এবং নাস্রারারা যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে মুবাহালায় অসত তাহলে তারা ধন-জন সবই হারিয়ে ফেলত।[৭০৩]

৭৩৬৪. (স্রহীহ): ইবনু জারীর বলেন, ◊[ইবনু হুমায়দ][ইয়াহইয়া বিন ওয়াদিহ][য়ূনুস বিন আবী ইসহাক][আল-ওয়ালীদ ইবনুল ঈযার][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ বলেন, আবূ জাহাল বলে, যদি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাকামের নিকট পুনরায় ফিরে আসে তবে অবশ্যই আমি তাকে হত্যা করবো। ফলে আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন, ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۙ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۚ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۙ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۙ﴾ **"অবশ্যই তার মাথার সামনের চুলগুচ্ছ ধরে হেঁচড়ে নিয়ে যাব– মিথ্যাচারী পাপাচারী চুলগুচ্ছ, কাজেই সে তার সভাষদদের ডাকুক। আমিও আযাবের ফেরেশতাদেরকে ডাকব।"** নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বায় এসে স্রালাত আদায় করলেন, জনতা আবূ জাহলকে জিজ্ঞাসা করল কি হে বসে রইলে কেন? উত্তরে সে বলল: ফেরেশতারা আমাকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, সে যদি বিন্দুমাত্র অগ্রসর হতো তবে ফেরেশতারা মানুষের চোখের সামনে তাকে ধরে ফেলত।[৭০৪]

৭৩৬৫. (স্রহীহ): ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, ◊[ইবনু আবদিল আ'লা][আল-মু'তামির][তার পিতা (সুলায়মান)][নুআয়ম বিন আবী হিন্দ][আবূ হাযিম][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ বলেন: আবূ জাহাল বলে, যখন মুহাম্মাদ তোমাদের মাঝে থাকে তখন সেকি তার মুখমণ্ডল ধূলায় ঢেকে নেয়, (অর্থাৎ সিজদার কারণে) তখন লোকেরা বলে ঃ হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন: তখন আবূ জাহাল বলে, লাত-উয্যার শপথ, আমি যদি তাকে এরূপ স্রালাত আদায় করতে দেখি তবে অবশ্যই তার কাঁধের উপরে পাড়া দিব, আর তার মুখমণ্ডল ধূলায় ঢেকে দিব। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে স্রালাত আদায় শুরু করেন। এরপর যখন আবূ জাহালের জন্য তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাঁধ মাড়ানোর অবস্থা আসে (অর্থাৎ যখন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিজদায় যান) তখন আবূ জাহাল তার পায়ের গোড়ালির উপর ভর করে পেছনে হটতে থাকে আর তার হাত দিয়ে মাথা ঢেকে নেয়। বর্ণনাকারী বলেন: তাকে বলা হয় ঃ তোমার কী হয়েছে? তখন সে বলে ঃ আমার আর তার মাঝে আগুনের গর্ত, অদ্ভুত প্রাণী এবং পাখা দেখতে পেলাম। বর্ণনাকারী বলেন: তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যদি সে আমার নিকটবর্তী হত তবে ফেরেশ্তাগণ তার একটা একটা করে অঙ্গ কেড়ে নিত। ইবনু জারীর বলেন: -আমার জানা নেই আবূ হুরায়রার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এই হাদীস্র সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত

---

৭০২. তিরমিযী ৩৩৪৯, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৬৮৪, আহমাদ ২৩১৭, আত-তাবারী ১২/৬৪৮, স্রহীহ আল-মুসনাদ মিন আসবাবিন নুযূল ২৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।

৭০৩. আহমাদ ১/২৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।

৭০৪. তাবারী ৩৭৬৮৮। ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে স্রহীহ। **তাহকীকঃ** স্রহীহ।

অবতীর্ণ করেন ﴿كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ﴾ **"৬. না (এমন আচরণ করা) মোটেই ঠিক নয়, মানুষ অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করে"** সূরার শেষ পর্যন্ত।[৭০৫] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, মুসলিম, নাসাঈ এবং ইবনু আবী হাতিম এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[৭০৬]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য সান্ত্বনা

আল্লাহ্ তাআলার বাণী: ﴿كَلَّا لَا تُطِعۡهُ﴾ **"১৯. না, তুমি কক্ষণো তার অনুসরণ করো না"** অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ, তোমার আল্লাহর ইবাদাতে নিরবচ্ছিন্ন থাকা এবং তা বেশি বেশি সম্পাদন করা থেকে সে যে তোমাকে নিষেধ করছে। এ ব্যাপারে তাকে মেনে নিওনা। তোমার যেখানে খুশি স্বালাত আদায় কর, আর তাকে পরওয়া করোনা। কেননা আল্লাহ তাআলা তোমাকে হিফাযত করবেন, তোমাকে সাহায্য করবেন, তিনি তোমাকে লোকদের থেকে নিরাপদে রাখবেন। ﴿وَٱسۡجُدۡ وَٱقۡتَرِب۩﴾ [السجدة] **"তুমি সাজদাহ্ কর আর (আল্লাহ্র) নৈকট্য লাভ কর।** ۩ [সাজদাহ্] **"**

৭৩৬৬. (স্বহীহ্): যেমন স্বহীহ্ মুসলিমে প্রমাণিত হয় ০(আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব)(আমর ইবনুল হারিস্ব)(উমারাহ বিন গাযিয়্যাহ)(সুমায়্যা)(আবূ স্বালিহ)(আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))০ বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বান্দা তার রব্বের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সে যখন সিজদায় থাকে, কাজেই তাতে তোমরা বেশি বেশি দুআ' কর।[৭০৭]

৭৩৬৭. (স্বহীহ্): ইতোপূর্বে আরও বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتۡ﴾ **"যখন আসমান ফেটে যাবে"** (সূরাহ ইনশিকাক) এবং ﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾ **"পাঠ কর তোমার রব্বের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন"** (সূরাহ আলাকে) সিজদাহ করতেন।[৭০৮]

সূরাহ اقرأ (সূরাহ আলাক)-এর তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তাআলার জন্য সমস্ত প্রশংসা ও তাঁরই অনুগ্রহ, এবং সামর্থ্যদাতা ও (ভুলত্রুটি থেকে) নিরাপত্তা দানকারী তিনিই।

সূরাহ্ আল-কাদ্র-এর তাফসীর

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্র নামে।

১. আমি কুরআনকে কাদ্রের রাতে নাযিল করেছি,	إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ ١
২. তুমি কি জান কাদ্রের রাত কী?	وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ ٢
৩. কাদ্রের রাত হাজার মাসের চেয়েও অধিক উত্তম,	لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ ٣
৪. এ রাতে ফেরেশতা আর রূহ তাদের রব-এর অনুমতিক্রমে প্রত্যেক কাজে অবতীর্ণ হয়।	تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ ٤

৭০৫. আত-তাবরী ১২/৬৪৯। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।
৭০৬. মুসলিম ২৭৯৭, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৬৮৩, আহমাদ ৮৬১৩। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।
৭০৭. মুসলিম ৪৮২, আবূ দাউদ ৮৭৫, নাসাঈ ১১৩৭, আহমাদ ৯১৬৫, ইবনু হিব্বান ১৯২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
৭০৮. মু'জামুল আওসাত ২২৪। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

৫. (এ রাতে বিরাজ করে) শান্তি আর শান্তি– ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। | سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

লাইলাতুল কদরের ফযীলত

আল্লাহ তাআলা অবহিত করেন যে, তিনি কদরের রজনীতে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তা হচ্ছে বরকতময় রজনী যে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ﴾ **"আমি একে অবতীর্ণ করেছি এক কল্যাণময়ী রাতে, (কেননা) আমি (মানুষকে) সতর্ক করতে চাই"** তা হচ্ছে কদরের রজনী, আর সেটা রামাদান মাসে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ **"রমাযান মাস– যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে"**[৭০৯] আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং অন্যরা বলেন: আল্লাহ তাআলা কুরআনকে লাউহে মাহফূয থেকে দুনিয়ার আসমানে অবস্থিত বাইতুল ইয্‌যাতে একবারে অবতীর্ণ করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে তেইশ বৎসরে খণ্ড খণ্ড করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপরে তা অবতীর্ণ করেন। এরপর আল্লাহ তাআলা লাইলাতুল কদরের উচ্চ মর্যাদা বর্ণনা করেন এবং এতে মহান কুরআন অবতীর্ণ করার দ্বারা একে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে বলেন: ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝﴾ **"২. তুমি কি জান কাদ্‌রের রাত কী? ৩. কাদ্‌রের রাত হাজার মাসের চেয়েও অধিক উত্তম"**।[৭১০]

৭৩৬৮. (দঈফ): আবূ ঈসা আত-তিরমিযী এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, ০[মাহমূদ বিন গায়লান]※ আবূ দাউদ আত-তায়ালাসী]※[কাসিম ইবনুল ফাদল আল-হুদ্দানী]※[ইউসুফ বিন সা'দ]※[হাসান বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০ (ইউসুফ বিন সা'দ) বলেন, মুআবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সঙ্গে সন্ধি চুক্তি করার পর হাসান বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনি মুসলমানদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছেন। কিংবা বললঃ হে মুসলমানদের মুখে কলঙ্ক লেপনকারী? উত্তরে হাসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আল্লাহ তোমাকে রহম করুন আমাকে তুমি ধিক্কার দিও না। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখানো হয়েছে যে, বনু উমাইয়া তার মিম্বারে অবস্থান করছে। এতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যথিত হন। ফলে আল্লাহ তাআলা সুরা কাউস্রার ও সুরা কদর অবতীর্ণ করে তাতে সান্ত্বনা দেন যে, তারা এক হাজার মাস রাজত্ব করবে। কাসিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আমরা হিসাব করে দেখেছি যে, বনু উমাইয়ার রাজত্বকাল ছিল ঠিক এক হাজার মাস। একদিন কমও নয় বেশীও নয়। অর্থাৎ লায়লাতুল কাদর হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার অর্থ হল, হে মুহাম্মাদ! আপনার পর বনূ উমাইয়া যে এক হাজার মাস রাজত্ব করবে। লায়লাতুল কাদর তা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আপনার মনক্ষুণ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই।[৭১১]

আমি (ইবনু কাস্রীর) **বলছি,** কাসিম ইবনুল ফাদল আল-হুদ্দানীর উক্তিঃ বানী উমাইয়ার খেলাফতকাল হিসাব করে সে ১ হাজার মাস পেয়েছে, ১দিন কম বা বেশী নয়, উক্তিটি সঠিক নয়। কেননা হাসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পদত্যাগ করার পর সুফইয়ান ৪০ বছর রাজত্ব করেছেন। সবাই তার হাতে বায়আত করেছিল। ধারাবাহিকভাবে তাদের মোট খেলাফত ছিল ৯২ বছর যা ১ হাজার মাসের চেয়ে বেশী। তবে কাসিম ইবনুল ফাদল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইবনুয্ যুবায়র এর খেলাফতকালকে বাদ দিয়ে হিসাব করেছেন। তাই তা ১ হাজার মাসের কাছাকাছি। আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী।

---

৭০৯. সূরাহ বাকারা, ২ঃ ১৮৫।

৭১০. আত-তাবারী ২৪/৫৩১, আল-কুরতুবী ২০/১৩০।

৭১১. তিরমিযী ৩৩৫০, তাবারী ৩৩৭১৪, মুসতাদরাক ফিল-হাকিম ৩/১৭৫। সানাদে ইউসুফ বিন সা'দের জাহালাতের কারণে সানাদটি দুর্বল। তাকে ইবনু মাযিনও বলা হয়। তিনি হাদীস্র বর্ণনায় পরিচিত ও প্রশিদ্ধ কিন্তু তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করে থাকেন। যার ফলে ইমাম ইবনু কাস্রীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দঈফ ইদতিরাব ও মতনটি মুনকার।

৭৩৬৯. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ৹[আবূ যুরআহ][ইবরাহীম বিন মূসা][মুসলিম বিন খালিদ][ইবনু আবী নাজীহ][মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)]৹ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন বানী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, যে সে এক হাজার মাস পর্যন্ত সশস্ত্র অবস্থায় আল্লাহর পথে জিহাদে কাটিয়েছে। এটি শুনে মুসলমানগণ অবাক হয়ে যায়। তখন আল্লাহ তাআলা সুরা কাদর নাযিল করেন। অর্থাৎ লায়লাতুল কাদর ঐ এক হাজার মাস হতে শ্রেষ্ঠ যাতে বনী ইসরাঈলের লোকটি অস্ত্র পরিহিত অবস্থায় জিহাদ করে কাটিয়েছে।[৭১২]

ইবনু জারীর বলেন, ৹[ইবনু হুমায়দ][হাকাম বিন সালম][মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ][মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)]৹ বলেন, বানী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি সারারাত্রি জেগে ইবাদাত করতো এবং দিনভর আল্লাহর দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করত। এভাবে সে দীর্ঘ এক হাজার মাস কাটিয়ে দেয় । আল্লাহ তাআলা আলোচ্য সূরাটি নাযিল করে জানিয়ে দিলেন, উম্মেতে মুহাম্মাদির কদরের এক রাত বনী ইসরাঈলের উক্ত ব্যক্তির এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৭৩৭০. (বাতিল): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ৹[য়ূনুস][ইবনু ওয়াহব][মাসলামাহ বিন উলায়্যা][আলী বিন উরওয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)]৹ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন আইয়ূব, যাকারিয়া, হিযকীল ইবনুল আজূয ও ইয়াউশ বিন নূন (আলায়হিস সালাম) নামক বনী ইসরাঈলের এই চার ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন যে, তারা সুদীর্ঘ আশি বছর যাবত একাধারে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকেন। এক মুহূর্তের জন্য তারা আল্লাহর কোন নাফরমানী করেননি। একথা শুনে সাহাবাগণ অবাক হয়ে যান। ইত্যবসরে জিবরীল (আলায়হিস সালাম) এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মত চার ব্যক্তির ইবাদাতের কাহিনী শুনে তো অবাক হয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নাযিল করেছেন– এই বলে তিনি ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۝ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝﴾ শুনিয়ে দিলেন। শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনন্দিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে সাহাবাগণও আনন্দিত হলেন।[৭১৩]

মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, এই রাতের আমল এক হাজার মাসের আমল অপেক্ষা উত্তম। ইবনু জারীর এটা বর্ণনা করেছেন।[৭১৪] ইবনু আবী হাতিম বলেন, ৹[আবূ যুরআহ][ইবরাহীম বিন মূসা][ইবনু আবী যাইদাহ][ইবনু জুরায়জ][মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)]৹ বলেন, লায়লাতুল কদর এরূপ এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যেসব মাস লায়লাতুল কদর নেই। কাতাদাহ বিন দাআমাহ এবং শাফিঈ প্রমুখও এ কথা বলেছেন।

আমর বিন কায়স আল-মুলায়ী বলেন, এক রাতের আমল অন্য ১ হাজার মাসের আমলের চেয়ে উত্তম যার মাঝে লাইলাতুল কদর নেই। ইবনু জারীর এ মত পছন্দ করেছেন।

৭৩৭১. (হাসান): যেমন এছাড়াও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, رِبَاطُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ আল্লাহর রাস্তায় এক রাত কাটানো বাড়িতে ১ হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।[৭১৫]

---

৭১২. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩৭১, ইবনুল মুনযির, ইবনু আবী হাতিম ও বায়হাকী তার সুনান গ্রন্থে মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। সানাদটি মুরসাল। **তাহকীকঃ** দঈফ।

৭১৩. হাদীসটি মারফু' সূত্রে এর কোন ভিত্তি নেই। সানাদে আলী বিন উরওয়া রয়েছেন। তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন দিমাশক শহর থেকে। আর তিনি মিথ্যা কথা বলা ও হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করার অভিযোগে অভিযুক্ত। তিনি একজন মু'দাল রাবী। সানাদে তৃতীয় ইল্লাহ হচ্ছেঃ সানাদে মাসলামাহ বিন উলায়্যা আল-খুশানী আশ-শামী তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **তাহকীকঃ** বাতিল।

৭১৪. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩৭১

৭১৫. আহমাদ ৪৬৩, দঈফ আল জামে' ২৭০৪, আত-তাআক্কুবুল মুতাওয়ানী আলা সিলসিলাতুদ দঈফাহ ১/১২৬, সহীহ ও দঈফ আল- জামি' আস-সাগীর ৬৮২৯। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ, হাসান, গরীব। **তাহকীক আলবানী ঃ** শায়খ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উক্ত হাদীসটি সম্পর্কে প্রথমে দঈফ বললেও পরবর্তীতে তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। দেখুন আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৫২, আত-তা'লীকু আলা আহাদীসুল মুখতারাহ ৩০৫-৩১০।

৭৩৭২. (স্বহীহ): যেমন জুমুআহ'য় যাওয়ার ইচ্ছা পোষণকারী ব্যক্তির ভালো অবস্থান ও নেক নিয়্যাত হওয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, "তার আমলনামায় এক বছরের সিয়াম ও কিয়াম করার সমতুল্য স্রওয়াব লিখে দেয়া হবে।"[৭১৬]

৭৩৭৩. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ...ইসমাঈল বিন ইবরাহীম... আয়্যূব... আবূ কিলাবাহ... আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) বলেন: রমাদান মাস যখন উপস্থিত হয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বলেন: তোমাদের সম্মুখে রমাদান মাস উপস্থিত হয়েছে, বরকতময় মাস, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপরে এর সিয়ামকে ফরয করেছেন। এতে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, আর জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। এতে এমন একটি রজনী রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম, যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে প্রকৃতই বঞ্চিত হয়েছে।[৭১৭] নাসাঈ এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[৭১৮]

৭৩৭৪. (স্বহীহ): লাইলাতুল কাদরের ইবাদাত যখন হাজার মাসের ইবাদাতের সমতুল্য, স্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মু'মিন হয়ে এবং স্রাওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরে (সলাতে) দণ্ডায়মান হয় তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৭১৯]

লাইলাতুল কদরে ফেরেশ্‌তামণ্ডলির অবতরণ এবং প্রত্যেক ভাল কাজের ফায়সালা প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ **"৪. এ রাতে ফেরেশতা আর রূহ তাদের রব্ব-এর অনুমতিক্রমে প্রত্যেক কাজে অবতীর্ণ হয়"** অর্থাৎ এই রজনীগুলোতে অধিক বরকতের কারণে অধিক সংখ্যক ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হয়, বরকত ও রহমত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে ফেরেশ্‌তাগণও অবতীর্ণ হয়, যেভাবে তারা কুরআন তিলাওয়াতের সময় অবতীর্ণ হয়। তারা আল্লাহর যিক্‌রকারীদের মজলিসকে পরিবেষ্টন করে রাখে। তারা ইলম অন্বেষণকারীদের জন্য তাদের প্রকৃত সম্মানের সাথে তাদের পাখা বিছিয়ে দেয়। আর কারও কারও মতে روح দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে জিবরীল (আলাইহিস সালাম), ফলে সার্বিকভাবে ফেরেশ্‌তাদের উল্লেখের সাথে সাথে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) কে সংযুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ **"প্রত্যেক কাজে"** মুজাহিদ বলেন: অর্থাৎ যে কোন বিষয়ে শান্তি, সাঈদ বিন মানসূর বলেন: আমাদের নিকট ঈসা বিন ইউনুস হাদীস্র বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) হাদীস্র বর্ণনা করেছেন আমাদের নিকট আ'মাশ (তিনি) মুজাহিদ থেকে, তিনি ﴿سَلٰمٌ ۛ هِيَ﴾ **"৫. (এ রাতে বিরাজ করে) শান্তি আর শান্তি"** এ আয়াত সম্পর্কে বলেন: তা হচ্ছে নিরাপদ, এতে শয়তান কোন অনিষ্ট করতে পারে না, কোন কষ্ট দিতেও পারে না। কাতাদাহ এবং অন্যরা বলেন: এ সময়ে বিষয়াবলীর সিদ্ধান্ত স্থির করা হয়। বয়স এবং জীবিকা নির্ধারণ করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ﴾ **"এ রাতে প্রতিটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয়"**।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ **"৫. (এ রাতে বিরাজ করে) শান্তি আর শান্তি– ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত"** সাঈদ বিন মানসূর বলেন: হাদীস্র বর্ণনা করেছেন আমাদের নিকট হুশায়ম,

---

৭১৬. দ্রষ্টব্য: সূরাহ জুমুআয় অতিবাহিত হয়েছে।

৭১৭. আহমাদ ৭১০৮। সানাদটি স্বহীহ। স্বহীহ আল-জামি' ৫৫। **তাহকীক আলবানী** ঃ স্বহীহ।

৭১৮. সুনান আন-নাসাঈ ২১০৬।

৭১৯. স্বহীহুল বুখারী ১৯০১, মুসলিম ৭৬০। **তাহকীক আলবানী** ঃ স্বহীহ।

(তিনি) আবূ ইসহাক থেকে (তিনি) শা'বী থেকে, (তিনি) এ আয়াত ﴿مِن كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝﴾ **"প্রত্যেক কাজে অবতীর্ণ হয়। (এ রাতে বিরাজ করে) শান্তি আর শান্তি– ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত"** সম্পর্কে বলেন: ক্বদরের রজনীতে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত মসজিদে অবস্থানকারীদের উপরে ফেরেশতাগণ সালাম বর্ষণ করেন। ইবনু জারীর (রহিমাহুল্লাহ আলায়হি) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি ﴿سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾। ইমাম বায়হাকী 'ফাদাইলূল আওকাত' নামক গ্রন্থে আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে কাদরের রাত্রে ফেরেশতাদের অবতরণ মুসল্লিদের পরিদর্শন ও মুসল্লিদের বরকত লাভ সম্পর্কিত একটি অভিনব আস্রার বর্ণনা করেছেন এবং ইবনু আবী হাতিম কা'ব আল-আহবার হতে, সিদরাতুল মুনতাহা থেকে জিবরীল (আলায়হিস সালাম) এর সঙ্গে ফেরেশতাদের পৃথিবীতে অবতরণ এবং তাদের ঈমানদার নর-নারীর জন্য দু'আ' করা সংক্রান্ত দীর্ঘ একটি হাদীস্র বর্ণনা করেছিলেন।

৭৩৭৫. (হাসান): আবূ দাঊদ আত-তায়ালাসী বলেন, ইমরান আল-কাত্তান, কাতাদাহ, আবূ মায়মূনাহ, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, রমাদানের সাতাশ কিংবা উনত্রিশতম রাত হলো লায়লাতুল ক্বদর। এই রাতে অগণিত ফেরেশতা পৃথিবীতে আগমন করেন।[৭২০] আ'মাশ, মিনহাল, আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা (রহিমাহুল্লাহ আলায়হি) বলেন, ﴿مِن كُلِّ أَمْرٍ﴾ অর্থ এই রাত্রে নতুন কোন ঘটনা ঘটে না। কাতাদাহ এবং ইবনু যায়দ ﴿سَلَٰمٌ هِيَ﴾ **"শান্তি আর শান্তি"** এ আয়াত সম্পর্কে বলেন: এর সম্পূর্ণটাই শান্তি, ফজর হওয়া পর্যন্ত এতে কোন অমঙ্গল নেই।

লাইলাতুল কাদ্‌র নির্ধারণ এবং এর নিদর্শণসমূহ

৭৩৭৬. (স্বহীহ): এ বিষয়টিকে শক্তিশালি করে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, হায়ওয়াহ বিন শুরায়হ, বাকিয়্যাহ, বাহীর বিন সা'দ, খালিদ বিন মা'দান, উবাদাহ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ লাইলাতুল কাদর রমাদানের শেষ দশ দিনে হয়, যারা এ দিনগুলোতে স্বলাতে দণ্ডায়মান হয় এর সাওয়াব লাভের আশায়, আল্লাহ তাআ'লা তার পূর্বের এবং পরের সকল (ছোট) গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন, এগুলো হচ্ছে বেজোড় রাত, নবম অথবা সপ্তম অথবা পঞ্চম অথবা তৃতীয় অথবা রমাদানের সর্বশেষ রাত।[৭২১] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন: লাইলাতুল কদরের নিদর্শন হচ্ছে এতে খাঁটি এবং উত্তাপবিহীন আলো (প্রভাতের আলোর মত) হবে, যেন এতে আলো বিকিরণকারী চাঁদের আলো হবে, শান্ত, স্থির, এটা না ঠাণ্ডা, না গরম, সকাল পর্যন্ত এতে কোন নিক্ষিপ্ত তারকাকে অনুমতি দেয়া হবেনা, এর নিদর্শনের অন্যতম হচ্ছে পরের দিন সকাল বেলায় সূর্য দেখা যাবে কিন্তু এর রশ্মি থাকবেনা, পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত, সেদিন শয়তানকে এর (সূর্যের) সাথে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হবেনা।[৭২২] এ হাদীস্রের সানাদ হাসান, এর মূল ভাষ্যে কিছু غرابة অদ্ভুত ব্যাপারে আছে, আর এর কতিপয় শব্দে আপত্তি রয়েছে।

৭৩৭৭. (স্বহীহ): আবূ দাঊদ আত-তায়ালাসী বলেন, যামআহ, সালামাহ বিন ওয়াহরাম, ইকরিমাহ, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, লায়লাতুল কদরের লক্ষণ হল: এই রাতটি অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জ্যোতির্ময় ও শান্ত থাকে। না গরম থাকে, না ঠাণ্ডা। এ রাতে ফজর পর্যন্ত কোন নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হয় না। আরেকটি লক্ষণ হল, সে রাতের সকাল বেলা যে সুর্য উদিত হয় তাতে কিরণ থাকে না। ঠিক পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় শান্ত শীতল থাকে। সেদিন সূর্যের সাথে শয়তান আত্মপ্রকাশ করেনা।[৭২৩]

---

৭২০. সহীহ আল-জামি' ৫৪৭৩। **তাহকীক আলবানী** ঃ হাসান।
৭২১. সহীহ আল-জামি' ৩২২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
৭২২. আহমাদ ২২২৫৯, সহীহ আল-জামি' ৫৪৭২, দঈফ আল-জামি' ৪৯৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
৭২৩. সহীহ আল-জামি' ৫৪৭৫, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস-সাগীর ৯৬০৬, সহীহ আল-জামি' আস-সাগীর ও যিয়াদাতুহু ৫৪৭৫। **তাহকীক আলবানী** ঃ সহীহ।

৭৩৭৮. ইবনু আবী আস্সিম আন-নাবীল জাবির বিন আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, এবার আমি লায়লাতুল কাদরের সন্ধান পেয়েছিলাম, কিন্তু পরে আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সেটি রমাদানের শেষ দশ রাতের কোন এক রাতে হয়ে থাকে। রাতটি হয় খুব আকর্ষণীয় ও উজ্জ্বল। না থাকে গরম, না ঠাণ্ডা যেমন আকাশে চন্দ্র বিরাজমান। ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এই রাতে শয়তানের আবির্ভাব হয় না।[৭২৪]

লায়লাতুল কদর পূর্ববর্তী উম্মতদের আমলেও ছিল কিনা এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে

৭৩৭৯. (দঈফ মু'দাল): আবূ মুস্‌আব আহমাদ বিন আবী বাক্‌র আয্‌-যুহরী রাসূলুল্লাহ এর একটি হাদীস্র বর্ণনা করেন,

إن رسول الله صلي الله عليه و سلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر

তিনি হিসাব করে দেখলেন যে, এ উম্মতের হায়াত পূর্ববর্তী উম্মতের চেয়ে অনেক কম। বিধায় এ উম্মত আমলের দিক থেকে পূর্ববর্তীদের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে না। ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে একটি রাত দান করেছেন যা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।[৭২৫] এ হাদীস্র দ্বারা বুঝা যায় যে, উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার পূর্বের উম্মতের আমলে শবে কদরের এ রাতটি ছিল না। শাফিঈ মাজহাবের অনুসারী জনৈক ইমাম 'উদ্দা' নামক গ্রন্থ রচয়িতা এটাকেই জমহুর উলামার সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। খাত্তাবী এটিকে সকলের ঐক্যমত বলে ব্যক্ত করেছেন।

৭৩৮০. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, ০[ইয়াহইয়া বিন সাঈদ][ইকরিমাহ বিন আম্মার][আবূ যুমায়ল সিমাক আল-হানাফী][মালিক বিন মারস্রাদ বিন আবদুল্লাহ][মারস্রাদ][আবূ যার]০ (মারস্রাদ) বলেন, আমি আবূ যার কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনি লায়লাতুল কদর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে তিনি বলেন, আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ কে প্রশ্ন করতাম। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম: হে আল্লাহ রাসূল! আমি জানতে চাই যে লায়লাতুল কদর কি রমাদানেই হয়ে থাকে না অন্য কোন মাসে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ বলেন, রমাদান মাসে। আমি বললাম এটা কি শুধু নবীদের জীবিত থাকা পর্যন্তই সীমিত, নাকি কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে? তিনি বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রমাদানের কোন্ তারিখে? তিনি বললেন, রমাদানের প্রথম ও শেষ দশ দিন অনুসন্ধান কর। এরপর আমি আর কোন কথা বললাম না এবং তিনি অন্য কথায় চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর সুযোগ পেয়ে আমি আবারা জিজ্ঞাসা করলাম, এই দুই দশকের কোন দশকে সেটি তালাশ করব? তিনি বললেন, শেষ দশকে তালাশ কর। এরপর আর কোন কথা আমাকে জিজ্ঞেস করোও না। এই বলে তিনি অন্য কথা বলতে শুরু করেন। পুনরায় সুযোগ পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বলুননা, দশ দিনের কোন্ দিনে সেটি অনুসন্ধান করব। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ চরমভাবে রেগে গেলেন। ইতোপূর্বে এমন রাগান্বিত হতে কখনো দেখা যায়নি। অতঃপর বললেন, যাও শেষ সপ্তাহে তালাশ কর। আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।[৭২৬] এই হাদীস্র দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শবে কদর উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার জন্য বিশিষ্ট নয় বরং পূর্ববর্তী

---

৭২৪. আহমাদ ৩/২৪, ইবনু খুযায়মাহ ২১৯০। হাদীস্রটির একাধিক শাওয়াহিদ রয়েছে।

৭২৫. মুয়াত্তা মালিক ৭০৭, ইমাম বায়হাকীর 'আশ শু'ব' ৩৬৬৭, জামিউল উসূল ৬৮৩৭, দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৬০৪। হাদীস্রটি কাতাদাহ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ মু'দাল।

৭২৬. আহমাদ ৫/১৭১, মুসনাদ আল-বায্‌যার ১০৩৫, ১০৩৬, সানাদটি দুর্বল। মারস্রাদ থেকে তার ছেলে ব্যতীত কেউ হাদীস্র বর্ণনা করেননি। হাদীস্রের মূল কথাটি সংরক্ষিত, কিন্তু এই শব্দে হাদীস্রটি দুর্বল।

নবীদের আমলেও ছিল। আরো প্রমাণিত হয় যে, শবে কদর কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আরো প্রমাণিত হয় যে, শবে কদর শুধুমাত্র রমাদান মাসেই হয়ে থাকে।

৭৩৮১. (দঈফ): আবূ দাউদ তাঁর 'সুনান'-এ একটি অধ্যায় বর্ণনা করেন, যার নামকরণ করেছেন ঃ প্রত্যেক রামাযান মাসে লাইলাতুল কাদর রয়েছে-এর বর্ণনা, এরপর তিনি আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে লাইলাতুল কাদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় আর আমি তা শ্রবণ করি ঃ তিনি বলেন: সেটা প্রত্যেক রমাদান মাসেই।[৭২৭] এই সানাদের সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য, তবে আবূ দাউদ বলেন: এ হাদীস্র শু'বা এবং সুফইয়ান আবূ ইসহাক থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছাননি। তিনি ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন।

আবূ রাযীন বলেন, শবে কদর রমাদানের প্রথম রাতেই হয়ে থাকে, কেউ বলেন, রমাদানের সপ্তদশ রাতে। এ মতের স্বপক্ষে ইমাম আবূ দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে একটি মরফূ' হাদীস্র বর্ণনা করেন। মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফিঈ এবং হাসান বাস্রী হতেও এরূপ মতামত পাওয়া যায়। আর তাঁরা তাঁর পর্যন্তই একে পৌঁছিয়েছেন।

৭৩৮২. (স্বহীহ): আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমাদানের প্রথম দশদিন ই'তিকাফ করেন, আমরাও তাঁর সাথে ই'তিকাফ করি, তাঁর নিকট জিবরীল (আলায়হিস সালাম) এসে বলেন: আপনি যা অনুসন্ধান করছেন তা আপনার সম্মুখে রয়েছে, ফলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (রমাদানের) মাঝের দশদিন ই'তিকাফ করেন, আর আমরাও তাঁর সাথে ই'তিকাফ করি, এরপর জিবরীল (আলায়হিস সালাম) এসে বলেন: আপনি যা অনুসন্ধান করছেন তা আপনার সম্মুখে রয়েছে, এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশ রমাদান সকাল বেলা লোকদের মাঝে ভাষণ প্রদান করে বলেন: যারা আমার সাথে ই'তিকাফ করেছে তারা যেন ফিরে যায় (এবং আবার ই'তিকাফ করে) কেননা আমি লাইলাতুল কাদর প্রত্যক্ষ করেছি, এরপর আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে, আর সেটা (রমাদানের) শেষ দশকের বেজোড় দিনগুলোতে, আমি দেখি, যেন আমি মাটি ও পানির মধ্যে সিজদা করছি। মসজিদে নাবাবীর ছাদ ছিল খেজুর গাছের শুকনা পাতা, আর আমরা আসমানে কিছু দেখিনি, (কোন মেঘ দেখিনি), এরপর এক ফালি মেঘ এসে আমাদের উপরে বৃষ্টিবর্ষণ করে, এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিয়ে স্বালাত আদায় করেন এমনকি আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কপালে পানি ও মাটির চিহ্ন প্রত্যক্ষ করি আর এভাবে তাঁর স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়।[৭২৮] অপর এক শব্দে রয়েছে ঃ একুশতম রাত্রির সকাল বেলা, বুখারী ও মুসলিম তাঁদের 'স্বহীহ' গ্রন্থে এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[৭২৯] ইমাম শাফিঈ বলেন: এ হাদীস্রটি বর্ণনাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ। কেউ কেউ বলেন: তা হচ্ছে তেইশের রাতে। কেননা স্বহীহ মুসলিমে এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ বিন উনাইসের হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে।[৭৩০]

কেউ বলেন, লায়লাতুল কদর হল রমাযানের চব্বিশতম রাত:

---

৭২৭. আবূ দাউদ ১৩৮৯, দঈফ আবূ দাউদ ১/২৯৬, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস্-স্বাগীর ১৪২৬০, স্বহীহ ও দঈফ সুনান আবী দাউদ ১৩৮৭, দঈফ আল-জামি' আস্-স্বাগীর ৬১০২, আল-জামি' আস্-স্বাগীর ও যিয়াদাতুহু ১৪২৬০। **তাহক্বীক আলবানী ঃ** দঈফ তবে মাওকূফ সূত্রে স্বহীহ। ইমাম আবূ দাউদ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উপর মাওকূফ করেছেন, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছাননি।

৭২৮. বুখারী ৮১৩, আহমাদ ১১৭০৪। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৭২৯. স্বহীহুল বুখারী ২০২৭, মুসলিম ১১৬৭।

৭৩০. মুসলিম ১১৬৮।

৭৩৮৩. (দঈফ): আবূ দাউদ আত-তায়ালাসী বলেন, ◊{হাম্মাদ বিন সালমাহ}{আল-জুরায়রী}{আবূ নাদরাহ}{আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}◊ কর্তৃক এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "লায়লাতুল কদর চব্বিশতম রাত"।[৭৩১]

৭৩৮৩. ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ◊{মূসা বিন দাউদ}{ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন)}{ইয়াযীদ বিন আবী হাবীব}{আবুল খায়র}{আস সুনাবিহী}{বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}◊ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, লায়লাতুল কদর চব্বিশতম রাত।[৭৩২] এ হাদীসের রাবী ইবনু লাহীআহ দুর্বল। ◊{ইবনু ওয়াহব}{আমর ইবনুল হারিস}{ইয়াযীদ বিন আবী হাবীব}{আবুল খায়র}{আবদুল্লাহ আস-সুনাবিহী}{বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}◊ তিনি নিজেই এর বিপক্ষে মত পেশ করেছেন। যেমন ইমাম বুখারী বলেন, বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, লায়লাতুল কদর সাতাশতম রাত। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), জাবির, হাসান, কাতাদাহ এবং আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহব এর মতেও লায়লাতুল কদর চব্বিশতম রাত।

৭৩৮৫. সুরা বাকারায় ওয়াসিলাহ ইবনুল আশকা' এর হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কুরআন রমাদানের চব্বিশতম রাত্রিতে অবতীর্ণ হয়েছে।[৭৩৩]

কেউ কেউ বলেন: তা হচ্ছে পঁচিশতম রাত্রিতে:

৭৩৮৬. (সহীহ): কেননা এ ব্যাপারে বুখারী বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা একে রমাদানের শেষ দশকে খোঁজ কর, নয়দিন বাকি থাকতে, সাতদিন বাকি থাকতে, পাঁচদিন বাকি থাকতে।[৭৩৪] অনেকে এর ব্যাখ্যা করেছেন বেজোড় রাতসমূহের দ্বারা, এটাই অধিক স্পষ্ট এবং প্রসিদ্ধ।

কেউ কেউ বলেন: এটা সাতাশের রাত্রিতে:

৭৩৮৭. (সহীহ): কেননা ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ 'সেটা হচ্ছে সাতাশের রাত্রিতে'।[৭৩৫]

৭৩৮৮. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, যির্ বলেন: আমি উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে জিজ্ঞেস করি ঃ হে আবুল মুনযির, আপনার ভাই ইবনু মাসঊদ বলেন: যে ব্যক্তি সারা বৎসর তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে সেই লাইলাতুল কাদর পাবে, তখন তিনি বলেন: আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর রহম করুন, তাঁর জানা যে সেটা রমাদান মাসে, বস্তুত সেটা সাতাশের রাতে। এরপর তিনি শপথ করেন, আমি বলি ঃ আপনারা কিভাবে সেটা জানেন? তিনি বলেন: আলামত দেখে অথবা যে নিদর্শণের কথা আমাদেরকে বলা হয়েছে তার মাধ্যমে, সেদিন সূর্য উদিত হবে কিন্তু তার উজ্জ্বল আলো থাকবেনা।[৭৩৬]

---

৭৩১. মুসনাদ আবী দাউদ আত-তায়ালাসী ২১৬৭, মু'জামুল কাবীর ১১০২, শারহুল মাআনী আল-আসার ৪২৮৫, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস-সাগীর ১০৪২৩, দঈফ আল-জামি' ১১৫১, ৪৯৫৭। **তাহকীক আলবানী** ঃ দঈফ।

৭৩২. আল-মাজমা' লিল হায়সামী ৩৬/১৭৬। ইমাম আহমাদ সানাদটিকে সহীহ বলেছেন। হাদীসটি মাওকূফ সূত্রে সঠিক, যেমনটি ইমাম ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন।

৭৩৩. দ্রষ্টব্য: এর তাখরীজ পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

৭৩৪. সহীহুল বুখারী ২০২১, শুআবুল ঈমান ৩৬৭৯, ৩৬৮০, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস-সাগীর ২১২৪। **তাহকীক আলবানী** ঃ সহীহ।

৭৩৫. মুসলিম ৭৬২, মু'জামুল আওসাত ৪৩৫৩, তিরমিযী ৭৯৩। **তাহকীক আলবানী**ঃ সহীহ।

৭৩৬. মুসলিম ২২০, ৮২৮, আহমাদ ২০৬৮৮, মুসনাদ আল-হুমায়দী ৩৭৫, ইবনু খুযায়মাহ ১২৯১, ইবনু হিব্বান ৩৬৮৯, আল-বাগাবী ১৮২৮। **তাহকীকঃ** সহীহ।

৭৩৮৯. (স্বহীহ): মুসলিম এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন, সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ, ০{শু'বাহ ও আওযাঈ}{যির বিন হুবায়শ}{আমার পিতা (হুবায়শ)}০ বর্ণনা করেন, আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই! নিশ্চয় রমাদান মাসেই লাইলাতুল কদর রয়েছে। তিনি শপথ দ্বারা ইস্তেসনা করেছেন যে, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমি লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জানি যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে কিয়াম করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর সেই রাত্রিটি হলো সতাশতম রাত্রি। আর এর আলামত হলোঃ সেই দিনের সূর্যটি শুভ্র আলো বিশিষ্ট ও উত্তপ্ত হবে না।[৭৩৭] মুআবিয়াহ, ইবনু উমার ও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রমুখও বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, লায়লাতুল কদর রমাদানের সাতাশতম রাত। পূর্বসূরী বহুসংখ্যক আলিমের মতও তা-ই। ইমাম আহ্‌মাদ ইবনু হাম্বালের মাসলাহও এটাই এবং ইমাম আবূ হানীফা হতে এরূপ মত পাওয়া যায়। অনেকে এই সূরার هِيَ শব্দ দ্বারা লায়লাতুল কদর সাতাশতম তারিখে হওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান করেছেন। কারণ, এটি সূরার সাতাশতম শব্দ।

হাফিয আবুল কাসিম আত-তাবারানী বলেন, ০{ইসহাক বিন ইবরাহীম আদ দাবারী}{আবদুর রায্যাক}{মা'মার}{কাতাদাহ ও আসিম}{ইকরিমাহ}{আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ বলেছেন, উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদিন স্বাহাবাদেরকে একত্রিত করে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তরে উপস্থিত সকলেই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, এটি রমাদানের শেষ দশকে হয়ে থাকে। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তখন আমি উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললাম: শুধু তাই নয় শেষ দশকের কোন্ রাত সেটিও আমার জানা আছে। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, তাহলে বলুন, কোন্ রাত? আমি বললাম: শেষ দশকের সাতদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর বা সাতদিন অবশিষ্ট থাকবে। শুনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) জিজ্ঞাসা করলেন, এটি আপনি কী করে বুঝলেন? আমি বললাম: আকাশ সাতটি, জমিন সাতটি, মানুষের খাদ্য সাত প্রকার, সিজদা করা হয় সাত অঙ্গের উপর, তাওয়াফ করতে হয় সাত বার এবং কংকর নিক্ষেপ করা হয় সাতটি। এভাবে তিনি সাত সংখ্যার আরো অনেক কিছু উল্লেখ করেছেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, আপনি আসলে এমন কিছু বুঝতে পেরেছেন যা আমাদের বুদ্ধিতে আসেনি। উল্লেখ্য যে, খাদ্য সাতটি বলে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. وَعِنَبًا وَقَضْبًا﴾ এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কারণ, এই আয়াতে সাত প্রকার খাদ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ বলেন, উনত্রিশতম রাত।

কেউ কেউ বলেন: সেটা হচ্ছে উনত্রিশের রাত্রিতে:

৭৩৯০. (হাসান): ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বর্ণনা করেন, ০{বানী হাশিমের আযাদকৃত দাস আবূ সাঈদ}{সাঈদ বিন সালামাহ}{আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল}{উমার বিন আবদুর রহমান}{উবাদাহ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে লাইলাতুল কাদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন ঃ তখন তিনি (ﷺ) বলেন: সেটা হচ্ছে রমাদান মাসে, কাজেই তোমরা একে শেষ দশদিনে তালাশ কর, সেটা হচ্ছে বেজোড় রাতে একুশের অথবা তেইশের অথবা পঁচিশের অথবা সাতাশের অথবা শেষ রাত্রিতে।[৭৩৮]

৭৩৯১. (হাসান): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ০{সুলায়মান বিন দাউদ}{ইমরান আল-কাত্তান}{কাতাদাহ}{আবূ মায়মূনাহ}{আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) লাইলাতুল কাদর সম্পর্কে বলেন: সেটা সাতাশ অথবা উনত্রিশতম রাত্রিতে, এ সমস্ত রাত্রিতে পৃথিবীতে অবস্থানকারী ফেরেশ্তাগণের সংখ্যা নুড়ি

---

৭৩৭. মুসলিম ৭৬২, আত-তা'লীকাতুল হিসান আলা সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬৮২, কিয়ামু রামাদান ১/১৩। **তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।**

৭৩৮. আহমাদ ২২২০৫। **তাহকীকঃ** হাসান। সানাদে ইবনু আকীলের কারণে হাসান।

পাথরের সংখ্যার চেয়েও বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে।[৭৩৯] ইমাম আহমাদ এককভাবে এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন, আর এর সানাদের কোন সমস্যা নেই।

৭৩৯২. (স্বহীহ্): তিরমিযী বর্ণনা করেন, আবূ কিলাবাহ বলেন: লাইলাতুল কাদর শেষ দশকে ২৩শে রাত, ২৫শে রাত, ২৭শে রাত, ২৯শে রাতে হয়, (একেক বৎসরে একেক দিনে হয়)[৭৪০] ইমাম তিরমিযী হাদীস্রটিকে হাসান স্বহীহ বলেছেন। অন্য রেওয়ায়াতে আবূ সালামাহ এর সূত্রে আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, লাইলাতুল কাদর শেষ রাত্রে।

আর ইমাম তিরমিযী আবূ কিলাবাহ থেকে যা বর্ণনা করেছেন এ ব্যাপারে মালিক, স্রাওরী, আহমাদ বিন হাম্বাল, ইসহাক বিন রাহওয়াই, আবূ স্রাওর, মুযানী, আবূ বাক্‌র বিন খুযায়মাহ এবং অন্যান্যদের ভাষ্য রয়েছে, এ বিষয়টি ইমাম শাফিঈ থেকে বর্ণিত হয়েছে, কাযী তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন আর এটাই সবচেয়ে পছন্দনীয়, আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন।

৭৩৯৩. (স্বহীহ্): বুখারী ও মুসলিমের এই হাদীস্রে আছে যে, আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, কতিপয় স্বাহাবী লায়লাতুল ক্বদর রমাদানের শেষ সপ্তমে স্বপ্নযোগে দেখতে পায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের সকলের স্বপ্ন একই মতের হয়েছে, কেউ এই রাত্রি অনুসন্ধান করতে চাইলে যেন সে শেষ সপ্তমে অনুসন্ধান করে।[৭৪১]

৭৩৯৪. (স্বহীহ্): বুখারী ও মুসলিমে এটিও আছে যে, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা লায়লাতুল ক্বদর রমাদানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিতে অনুসন্ধান কর।[৭৪২]

ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মতের নিম্নের হাদীস্রটি পেশ করা যায়:

৭৩৯৫. (স্বহীহ্): ইমাম বুখারী তাঁর স্বহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, উবাদাহ ইবনুস্র স্বামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন আমাদেরকে লায়লাতুল ক্বদর সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ঘর হতে বের হয়ে আসেন। এসে দুই ব্যক্তিকে ঝগড়া করতে দেখতে পেলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদেরকে লায়লাতুল ক্বদর সম্পর্কে সংবাদ দেয়ার জন্য আসছিলাম। কিন্তু অমুক অমুকের ঝগড়ার কারণে আমার অন্তর হতে তা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তবে সম্ভবত এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। অতএব তোমরা পঁচিশ, সাতাশ বা ঊনত্রিশ তারিখে তা অনুসন্ধান কর।[৭৪৩] এই হাদীস্র দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লায়লাতুল ক্বদর সুনির্দিষ্ট। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কী করে তার দিন তারিখ সম্পর্কে সংবাদ দিতে চেয়েছিলেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, হয়তো বা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধু সেই বছরের লায়লাতুল ক্বদরের তারিখ সম্পর্কে সংবাদ দিতে চেয়েছিলেন, চিরদিনের জন্য নয়। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রমাদানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করেছেন। ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণ এই দশদিন ই'তিকাফ করতেন।

---

৭৩৯. আহমাদ ১০৩৫৬, আল-মাজমা' লিল হায়স্রামী ৩/১৭৬, সিলসিলাতু আহাদিস্রুস্র স্বহীহাহ ২২০৫, স্বহীহ আল-জামি' ৫৪৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

৭৪০. তিরমিযী ৭৯৪, স্বহীহ আল-জামি' ১২৪৩। ইমাম তিরমিযী হাদীস্রটিকে হাসান স্বহীহ বলেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৭৪১. মু'জামুল আওসাত ৩৮৩, শুআবুল ঈমান ৩৬৭৭, স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ২১৮২, ২২২২, বুখারী ২০১৫, মুসলিম ১১৬৫, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস্র-স্রাগীর ৮৬৯, আত তা'লীকাতুল হিসান আলা স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬৬৭, আত-তাজরীদুস স্বহীহ লি আহাদিস্রুল জামি' আস্র-স্বহীহ ৯৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৭৪২. বুখারী ২০১৭, মুসলিম ২১৯, সিলসিলাতুস্র স্বহীহাহ ৩৬১৬, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস্র-স্রাগীর ৫২৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৭৪৩. বুখারী ২০২৩, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস্র-স্রাগীর ৪২২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৭৩৯৬. (দঈফ): যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, إِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ "নিশ্চয় বান্দা তার নিজের রিযিক কমিয়ে দেয় তার অর্জিত পাপাচারের মাধ্যমে।"[৭৪৪]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কওল: "فَرُفِعَتْ" অর্থ: উঠিয়ে নেয়া হবে। অর্থাৎ তোমাদের পরিচিত ইলমগুলো উঠিয়ে নেয়া হবে আর তা একবারে নয়; বরং তা ধিরে ধিরে। যেমন তিনি তার অনুসারীদের জাহালাতের কারণে একথা বলার পর বলেছেন, তোমরা কদরের রাত্রী খোঁজ কর শেষ নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাত্রে। 'সম্ভবত তোমাদের জন্য সেটি কল্যাণকর হবে' কথাটির অর্থ হচ্ছে: যা তোমাদের দৃষ্টিশক্তির বাইরে। যখন সেটি অস্পষ্ট থেকে যায় তখন তা খোঁজ করার জন্য অত্যন্ত প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকবে। ফলে সেটি হবে একটি বড় ইবাদত।

৭৩৯৭. (সহীহ): রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনের শেষ পর্যন্ত রমাদানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করেছেন। অতঃপর তার স্ত্রীগণও অনুরূপ করেছেন।[৭৪৫] হাদীসটি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

৭৩৯৮. (সহীহ): ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমাদানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করেছেন।[৭৪৬]

৭৩৯৯. (সহীহ): আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রমাদানের শেষ দশকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত জেগে ইবাদাত করতেন, পরিবার পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন এবং তিনি কোমর বেঁধে নিতেন।[৭৪৭]

৭৪০০. (সহীহ): মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রমাদানের শেষ দশদিনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিশ্রম করে ইবাদাত করতেন যা অন্য সময়ে করতেন না।[৭৪৮] বস্তুত এটাই কোমর বাঁধার অর্থ। কেউ বলেন, কোমর বাঁধার অর্থ রমনী সংশ্রব বর্জন করা, আবার উভয়টিও উদ্দেশ্য হতে পারে যেমনঃ

৭৪০১. ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ‹‹শুরায়জ››আবূ মা'শার››হিশাম বিন উরওয়াহ››তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)››আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)›› বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَقِيَ عَشْرٌ مِنْ رَمَضَانَ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَاعْتَزَلَ نِسَاءَهُ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমাদানের শেষ দশদিনে প্রতি রাত্রে সমানভাবে লায়লাতুল কদর তালাশ করতেন। এক রাতের উপর অন্য রাতকে প্রাধান্য দিতেন না।[৭৪৯]

লাইলাতুল কদরের দুআ'

সবসময় বেশি বেশি দুআ' করা মুস্তাহাব (পছন্দনীয়), রমাদান মাসে আরও বেশী, তন্মধ্যে শেষ দশকে এবং বেজোড় রাত্রিগুলোতে আরও বেশী পরিমাণে, আর এই দুআ'টি বেশি বেশি পড়া মুস্তাহাব ঃ

---

৭৪৪. সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৬৭৫১, দঈফ আল-জামি' ৩০০৬, দঈফ আত তারগীবক ওয়াত তারহীব ১৪৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

৭৪৫. বুখারী ২০২৬, মুসলিম ১১৭২, আবূ দাউদ ২৪৬২, তিরমিযী ৭৯১, ইবনু মাজাহ ১৭৭১, ইবনু হিব্বান ৩৬৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৭৪৬. বুখারী ২০২৫, মুসলিম ১১৭১। **তাহকীকঃ** সহীহ।

৭৪৭. বুখারী ২০২৪, মুসলিম ১১৭৪। **তাহকীকঃ** সহীহ।

৭৪৮. মুসলিম ১১৭৫। **তাহকীকঃ** সহীহ।

৭৪৯. আহমাদ ৬/৬৬, মুসনাদ আল-জামি' ১৬৬৪৯। সানাদটি দুর্বল, সানাদের রাবী আবূ মা'শার সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি ইবনু আবদির রহমান আস সুনদী, তিনি দুর্বল হিসেবে পরিচিত। কিন্তু হাদীসটির মূল কথার শাওয়াহিদ রয়েছে, এ সম্পর্কে সহীহ হাদীস জানতে দেখুন সহীহুল বুখারী (২০২৪), সহীহ ইবনু খুযায়মাহ (২২১৬)।

اَللّٰهُمَّ إنك عفو تحب العفو فاعف عني "হে আল্লাহ, নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে পছন্দ করেন, কাজেই আমায় ক্ষমা করুন"।

৭৪০২. (স্বহীহ্‌): কেননা এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ০{ইয়াযীদ বিন হারূন}{সাঈদ বিন ইয়াস আল-জুরায়রী}{আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ}{আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)}০ বলেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি যদি লাইলাতুল কাদর পেয়ে যাই তবে এতে আমি কোন দু'আ'টি পাঠ করব? তিনি বলেন: তুমি বল ঃ اَللّٰهُمَّ إنك عفو تحب العفو فاعف عني "হে আল্লাহ নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাসেন, কাজেই আমাকে ক্ষমা করে দিন"।[৭৫০]

৭৪০৩. (স্বহীহ্‌): তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনু মাজাহ ০{কাহমাস ইবনুল হাসান}{আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ}{আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)}০ বলেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি যদি লাইলাতুল কাদর পেয়ে যাই তবে এতে আমি কোন দু'আ'টি পাঠ করব? তিনি বলেন: তুমি বল ঃ اَللّٰهُمَّ إنك عفو تحب العفو فاعف عني "হে আল্লাহ নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাসেন, কাজেই আমাকে ক্ষমা করে দিন"। ইমাম তিরমিযী বলেন: এই হাদীস্বটি হাসান-স্বহীহ্‌।[৭৫১] হাকিম তাঁর মুস্তাদরাকে হাদীস্বটি নিয়ে এসেছেন আর বলেছেন ঃ হাদীস্বটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তের মধ্যে পড়ে।[৭৫২]

৭৪০৪. (স্বহীহ্‌): ইমাম নাসাঈও হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন: ০{সুফইয়ান আস্ব স্বাওরী}{আলকামাহ বিন মারস্বাদ}{সুলায়মান বিন বুরায়দাহ}{আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)}০ বলেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি যদি লাইলাতুল কাদর পেয়ে যাই তবে এতে আমি কোন দু'আ'টি পাঠ করব? তিনি বলেন: তুমি বল ঃ اَللّٰهُمَّ إنك عفو تحب العفو فاعف عني "হে আল্লাহ নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাসেন, কাজেই আমাকে ক্ষমা করে দিন"।[৭৫৩]

আবূ মুহাম্মাদ বিন আবী হাতিম এই সূরার তাফসীরে বর্ণনা করেন, ০{আমার পিতা (আবূ হাতিম)}{আবদুল্লাহ বিন আবী যিয়া আল-কাতওয়ানী}{সায়্যার বিন হাতিম}{মূসা বিন সাঈদ আর রাসিবী}{হিলাল আবূ জাবালাহ}{আবূ আবদুস সালাম}{তার পিতা}{কা'ব (রাহিমাহুল্লাহ)}০ বলেন, সিদরাতুল মুনতাহা জান্নাত সংলগ্ন সপ্তম আকাশের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। তার চূড়া জান্নাতে এবং ডাল পালা কুরসির নীচে বিস্তৃত। এটা এত সংখ্যক ফেরেশতার অবস্থান যার সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নেই। তারা ডালে ডালে আল্লাহর ইবাদাত করে। চুল পরিমাণ এতটুকু জায়গাও খালি নেই। যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা অবস্থান করেন। তার মধ্যখানে জিবরীল (আলায়হিস সালাম) এর আসন। কদরের রাত্রির সেখানকার সকল ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করার জন্য আল্লাহ তাআলা জিবরীল (আলায়হিস সালাম)কে নির্দেশ দেন। এদের প্রত্যেকের হৃদয়েই আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের প্রতি দয়া ও করুনা দান করেছেন। ফলে শবে কদরে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তারা জিবরীল (আলায়হিস সালাম) এর সঙ্গে অবতরণ করে পৃথিবীর প্রতিটি ভূখন্ডে ছড়িয়ে পড়ে এবং দণ্ডায়মান কিংবা সিজদারত অবস্থায় ঈমানদার নর-নারীর জন্য দু'আ' করে তবে গীর্জা, মন্দির, অগ্নিপূজার ঘর, আবর্জনা ফেলার স্থান, যে ঘরে নেশাদার দ্রব্য থাকে, যে ঘরে মূর্তি স্থাপন করা হয়ে থাকে ইত্যাদি অপবিত্র স্থানে তারা গমন করেন না। রাতভর তারা ঈমানদারদের জন্য দু'আ' করে থাকে। জিবরীল (আলায়হিস সালাম) প্রত্যেক

---

৭৫০. আহমাদ ২৪৯৬৭, তিরমিযী ৩৫১৩, ইবনু মাজাহ ৩৮৫০, মুসতাদরক ১/৩৫০। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্বটি হাসান স্বহীহ্‌। স্বহীহ আল-জামি' ৪৪২৩। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ্‌।

৭৫১. তিরমিযী ৩৫১৩, ইবনু মাজাহ ৩৮৫০, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১০৭০৯। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ্‌।

৭৫২. আল-হাকিম ৫৩০।

৭৫৩. সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১০৭০৯, আমালুল ইয়াওম ওয়াল লায়লাহ ৮৮৩। সানাদটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ্‌। **তাহক্বীকঃ** স্বহীহ্‌।

ঈমানদারের সাথে মুসাফাহা করেন। এর লক্ষণ হল সেই রাত্রে আল্লাহর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া, হৃদয় বিগলিত হওয়া ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হওয়া। জিবরীল (আলায়হিস সালাম) এর মূসাফাহার ফলেই এমন হয়ে থাকে। কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এই রাতে কেউ তিনবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করলে একবারের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। একবারের বিনিময়ে জাহান্নাম হতে মুক্তি দান করেন এবং একবারের বিনিময়ে জান্নাত দান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি কা'ব আল-আহবারকে জিজ্ঞেস করলাম, যে সঠিক বিশ্বাসে এটি পাঠ করবে তার জন্য এই পুরস্কার? উত্তরে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, সঠিক বিশ্বাসী ছাড়া কি কেউ লায়লাতুল কদরের রাতে এটি পাঠ করতে পারে? লায়লাতুল কাদরের রাতে এটি কাফির মুশরিক ও মুনাফিকদের জন্য বড় ভারী হয়ে থাকে। যেন তাদের মাথার উপর পাহাড় চড়ে বসে। ঠিক সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত ফেরেশতারা এভাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকে। এবার ফেরার পালা সর্বপ্রথম জিবরীল (আলায়হিস সালাম) উপরে আরোহণ করে ঊর্ধ্ব দিগন্তে নিজের পালক ছড়িয়ে দেন। তার সবুজ বর্ণের দু'টি পালক এমন আছে যা এই দিন ব্যতীত অন্য কখনো বিস্তার করেন না। এতে সূর্য নিস্প্রভ হয়ে পড়ে। অতঃপর একে একে অন্যান্য ফেরেশতারা উপরে চলে যান। জিবরীল (আলায়হিস সালাম) এর দুই পালকের নূর এবং অন্যান্য ফেরেশতাদের নূর একত্রিত হয়ে সেদিন সূর্যের আলোকে ম্লান করে দেয়। জিবরীল (আলায়হিস সালাম) ও অন্যান্য ফেরেশতারা সেদিন পৃথিবী ও প্রথম আকাশের মাঝে অবস্থান করে ঈমানদার নর-নারী ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমাদানের রোজা পালনকারীদের জন্য ইসতিগফার ও রহমতের দুআ' করতে থাকে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলে তারা প্রথম আকাশে প্রবেশ করে বৃত্তাকারে বসে পড়ে। তখন প্রথম আকাশের ফেরেশতারা এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক এক করে দুনিয়ার সকল নারী-পুরুষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে এরা উত্তর দিতে থাকে। জিজ্ঞাসা করা হয় যে, অমুক ব্যক্তি কী কাজ করেছে? অমুক ব্যক্তিকে তোমরা কী অবস্থায় পেয়েছ? উত্তরে তারা বলেন, গত বছর তো অমুককে ইবাদাতে লিপ্ত পেয়েছিলাম, কিন্তু এবার পেয়েছি বিদআতে লিপ্ত অবস্থায়। আর অমুক ব্যক্তিকে বিগত বছর বিদআতে লিপ্ত পেয়েছিলাম আর এবার রুকু'-সিজদা অবস্থায় পেয়েছি। একদিন একরাত তাঁরা প্রথম আকাশে থেকে দ্বিতীয় আকাশে চলে যান। এভাবে প্রত্যেক আকাশে একদিন একরাত অবস্থান করতে করতে এক সময় নিজেদের আসল আবাস সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছে যায়। সিদরাতুল মুনতাহা তাদেরকে বলে, হে আমার অধিবাসীগণ! আমারও তোমাদের উপর অধিকার রয়েছে। আমিও তাদেরকে ভালোবাসি যারা আল্লাহকে ভালোবাসে। দুনিয়ার লোকদের ভালো-মন্দ সংবাদ আমাকেও শুনাও। কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তখন ফেরেশতারা এক এক করে তাদের নিজের ও বাপের নাম ধরে দুনিয়ার সকল নারী ও পুরুষের অবস্থা তুলে ধরবে। অতঃপর জান্নাত বলবে অমুক পুরুষের উপর আল্লাহর রহম হউক অমুক নারীর উপর আল্লাহ রহম হোক। হে আল্লাহ! অতি সত্ত্বর তাদেরকে আমাদের কোলে পৌঁছিয়ে দাও। অতঃপর জিবরীল (আলায়হিস সালাম) সকলের পূর্বে আসন গ্রহণ করে বলবেন, হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তিকে আমি তোমার উদ্দেশ্যে সিজদারত পেয়েছি, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে আরশ বহনকারী ফেরেশতারা বলে উঠবে, অমুক নর ও অমুক নারীর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। অমুককে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর জিবরীল (আলায়হিস সালাম) বলবেন, হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তিকে গত বছর ইবাদাতে লিপ্ত দেখেছিলাম, কিন্তু এই বছর তাকে বিদআত ও অপকর্মে লিপ্ত পেয়েছি। সে তোমার হুকুম আহকাম ছেড়ে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, শুন জিবরীল! যদি সে মৃত্যুর তিন ঘন্টা আগেও তাওবা করে তবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। এ কথা শুনে জিবরীল (আলায়হিস সালাম) বলেন, ইলাহী সকল প্রশংসার মালিক তুমি। তুমি তোমার সকল সৃষ্টি অপেক্ষা দয়ালু। তোমার সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টির যতটুকু দয়া

তাদের উপর তোমার দয়া অনেক বেশী। তখন আরশ ও তার চতুষ্পার্শ্ব এবং আকাশমণ্ডলী ও সেখানে যা আছে সবই দুলে উঠে। সকলেই বলে উঠে, সমস্ত প্রশংসা দয়াময় আল্লাহরই প্রাপ্য, সকল প্রশংসা দয়ময় আল্লাহরই প্রাপ্য। রাবী বলেন, কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরো উল্লেখ করেন যে, যে ব্যক্তি রমাদান মাসে রোযা রাখে এবং রমাদানের পরেও গুনাহ হতে বিরত থাকার সংকল্প রাখে, সে সওয়াল-জওয়াব ও হিসাব-কিতাব ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সূরাহ লাইলাতুল কদরের তাফসীর সমাপ্ত, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

সূরাহ لم يكن (আল-বাইয়্যিনাহ)-এর তাফসীর

মদীনায় অবতীর্ণ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট এ সূরাটি পাঠ করেন

৭৪০৫. (স্বহীহ লি গায়রিহি): ইমাম আহমাদ বলেন, ⟨আফফান⟩⟨হাম্মাদ বিন সালামাহ⟩⟨আলী বিন যায়দ⟩⟨আম্মার বিন আবী আম্মার⟩⟨আবূ হায়্যাহ আল-বাদরী (মালিক বিন আমর বিন সাবিত) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ বলেন,

لَمَّا نَزَلَتْ: " لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ " إِلَى آخِرِهَا، قَالَ جِبْرِيلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَهَا أُبَيًّا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَيٍّ: "إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَنِي أَنْ أُقْرِئَكَ هَذِهِ السُّورَةَ". قَالَ أُبَيٌّ: وَقَدْ ذُكِرْتُ ثَمَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: فَبَكَى أُبَيٌّ

সুরা বায়্যিনাহ শুরু হতে শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হওয়ার পর জিবরীল (আলায়হিস সালাম) এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই সূরাটি উবাই (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)কে পড়ে শুনানোর জন্য আপনার রব্ব আপনাকে নির্দশে দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উবাইকে ডেকে বললেন, জিবরীল (আলায়হিস সালাম) এসে এই সূরাটি তোমাকে পড়ে শুনানোর জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন। একথা শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে উবাই (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আল্লাহর নিকট কি আমার কথা আলোচিত হয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হ্যাঁ। এতে উবাই (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কেঁদে ফেলেন।[৭৫৪]

৭৪০৬. (স্বহীহ): অপর হাদীসঃ ইমাম আহমাদ বলেন, ⟨মুহাম্মাদ বিন জা'ফার⟩⟨শু'বাহ⟩⟨কাতাদাহ⟩⟨আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বললেন ঃ আল্লাহ তাআ'লা আমাকে তোমার সম্মুখে ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ (সূরাহ বাইয়্যিনাহ) পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন: তিনি কি আপনাকে আমার নাম ধরে বলেছেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কেঁদে ফেলেন। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসাঈ শুবার সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৭৫৫]

---

৭৫৪. আহমাদ ৩০/৪৮৯, হায়সামী তার 'আল-মাজমা'' গ্রন্থে (৯/৩১১, ৩১২) উল্লেখ করেছেন, আদ-দুররুল মানসূর ৮/৫৮৬, আল-মুসনাদ আল-জামি' ১২২১৮, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৫৭১৭। জামহূর উলামাহ তার দুর্বলতার ব্যাপারে একমত তবে উক্ত হাদীসটির একাধিক শাওয়াহিদ হাদীস পাওয়া যায় যা পরবর্তীতে আসবে। **তাহকীকঃ** শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, হাদীসটি স্বহীহ লি গায়রিহি।

৭৫৫. **স্বহীহুল বুখারী** ৩৮০৯, মুসলিম ৭৯৯, তিরমিযী ৩৭৯২, নাসাঈ ১৬৯১, আহমাদ ১১৯১১। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।

৭৪০৭. (সহীহ): অন্য হাদীসঃ ইমাম আহমাদ বলেন, মুআম্মাল সুফইয়ান আসলাম আল মুনকারী আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবযা তার পিতা (আবদুর রহমান বিন আবযা) উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন আমাকে বলেন, তোমাকে অমুক অমুক সুরা পাঠ করে শুনাতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সেখানে কি আমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হ্যাঁ। আবদুর রহমান বিন আব্যা বলেন, উবাই (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মুখে আমি এই ঘটনা শুনে বললাম: হে আবুল মুনযির! এতে তুমি পরম আনন্দিত হয়েছিলে? উত্তরে উবাই (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, কেন আনন্দিত হব না? আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ **"আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত লাভ করে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত তারা যা সঞ্চয় করে তা অপেক্ষা ওটা উত্তম"**।[৭৫৬]

৭৪০৮. (সহীহ): অন্য রেওয়ায়াতেঃ ইমাম আহমাদ বলেন, মুহাম্মাদ বিন জা'ফার ও হাজ্জাজ শু'বাহ আসিম বিন বাহদালাহ যির বিন হুবায়শ উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমার নিকট এই সূরাহ পাঠ করে শুনাতে অতঃপর তিনি পাঠ করলেনঃ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾।[৭৫৭] রাবী বলেন, অতঃপর তিনি বললেন, যদি আদম সন্তান এক উপত্যকা সমপরিমাণ সম্পদ চায়, অতঃপর তাকে তা দেয়া হয়, তবে অবশ্যই সে ২য় বার আবার চাইবে। আর ২য় বার তাকে তা দেয়া হলে অবশ্যই সে ৩য় বার পুনঃরায় তা কামনা করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি (মৃত্যু) ব্যতীত কোন কিছু পুরণ করতে পারেনা। যে ব্যক্তি অনুশোচনা করে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন। কেননা দীন (ইসলাম) আল্লাহর একনিষ্ঠ সরল-সঠিক পথ। মুশরিক, ইয়াহুদী, নাসারা ব্যতীত যে কোন (মু'মিন) বান্দা সৎ কর্ম করলে তার প্রতিদান দিতে কখনো অস্বীকার করা হবে না।

৭৪০৯. অন্য রেওয়ায়াতেঃ হাফিয আবুল কাসিম আত-তাবারানী বলেন, আহমাদ বিন খুলায়দ আল-হালাবী মুহাম্মাদ বিন ঈসা আত-তাব্বা' মুআয বিন মুহাম্মাদ বিন মুআয বিন উবাই বিন কা'ব তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন মুআয বিন উবাই) (মাজহূল বা অপরিচিত) দাদা (মুআয বিন উবাই বিন কা'ব) উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ". قَالَ: بِاللهِ آمَنْتُ، وَعَلَى يَدِكَ أَسْلَمْتُ، وَمِنْكَ تَعَلَّمْتُ. قَالَ: فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْلَ. [قَالَ] فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَذُكِرْتُ هُنَاكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ، بِاسْمِكَ وَنَسَبِكَ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى". قَالَ: فَاقْرَأْ إِذًا يَا رَسُولَ اللهِ

হে আবুল মুনযির! তোমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাবার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। শুনে আমি বললাম, আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি, আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আপনার নিকট হতে ইলম শিক্ষা করেছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্বের কথাটি পুনর্ব্যক্ত করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট কি আমার নাম আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ। উর্ধ্বজগতে তোমার নাম ও বংশ উল্লেখ করে তোমার কথা আলোচনা করা হয়েছে। আমি বললাম:

---

৭৫৬. আহমাদ ২০৬৩৪, মুসনাদ আল-জামি' ৬৪, সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৯০৮, জামিউল মাসানীদ ১৩৭। **তাহকীক আলবানী ঃ** সহীহ।

৭৫৭. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৫৮৬, মুসতাদরাক ২৮৮৯, তিরমিযী ৩৭৯৩, জামিউল আহাদীস ৩৫৭৯৭, জামিউল উসূল ৯৭২, সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৯০৮, ইতহাফুল মুহাররাহ ১/১৯৯ হা/৩৬, জামউল ফাওয়াইদ ৭৪৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

তাহলে পড়ুন হে আল্লাহর রাসূল।[৭৫৮] এ হাদীসটি গারীব তবে পূর্বের বর্ণনানুযায়ী তা প্রমাণিত। নিশ্চয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিকট এই সূরাটি পাঠ করেছেন তার ঈমানকে বৃদ্ধি করার জন্য আর এটি প্রমাণিত। যেমনটি ইমাম আহমাদ ও ইমাম নাসাঈ আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৭৫৯] আহমাদ ও আবূ দাউদ সূলায়মান বিন সুরদ এর সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৭৬০] [আহমাদ][আফফান][হাম্মাদ][হুমায়দ][আনাস][উবাদাহ ইবনুস সামিত] সূত্রে[৭৬১]

৭৪১০. (সহীহ): ইমাম আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসাঈ তারা সকলে [ইসমাঈল বিন আবী খালিদ][আবদুল্লাহ বিন ঈসা][আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

كَانَ قَدْ أَنْكَرَ عَلَى إِنْسَانٍ، وَهُوَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قِرَاءَةَ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى خِلَافِ مَا أَقْرَأَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْرَأَهُمَا، وَقَالَ، لِكُلٍّ مِنْهُمَا: "أَصَبْتَ". قَالَ أُبَيٌّ: فَأَخَذَنِي مِنَ الشَّكِّ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِهِ، قَالَ أُبَيٌّ: فَفِضْتُ عَرَقًا، وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللهِ فَرَقًا. وَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ. فَقُلْتُ: "أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ". فَقَالَ: عَلَى حَرْفَيْنِ. فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى قَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. كَمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَ هَذَا الْحَدِيثِ بِطُرُقِهِ وَأَلْفَاظِهِ فِي أَوَّلِ التَّفْسِيرِ. فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ الْكَرِيمَةُ وَفِيهَا: " رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ " قَرَأَهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةَ إِبْلَاغٍ وَتَثْبِيتٍ وَإِنْذَارٍ، لَا قِرَاءَةَ تَعَلُّمٍ وَاسْتِذْكَارٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

একবার আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এক ব্যক্তির কিরাত অস্বীকার করলেন, কুরআনের কিরাত যা তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে করা হয়নি। অতঃপর তিনি তাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হাযির করলে উভয়কে তিনি পাঠ করতে বলেন। তাদের কেরাত শ্রবণ করে বললেন, উভয়ের কিরাত ঠিক আছে। উবায় বলেন, একথা শুনে আমার মনে সন্দেহ ঢুকলো যে, যদি আমি এখন জাহিলি যুগে না হতাম তবেই ভালো ছিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার বুকে একটা মৃদু আঘাত করলেন। উবায় বললেন, আমি ঘর্মাক্ত হয়ে গেলাম যেন আল্লাহর দিকে পৃথক হয়ে যাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবাদ প্রদান করলেন যে, নিশ্চয় জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে বললেন, নিশ্চয় আপনি আপনার উম্মাতের নিকট একটি হরফে তথা পদ্ধতিতে কুরআন পাঠ করুন। আমি বললাম, আমি আল্লাহ নিকট এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ফলে তিনি বললেন, তাহলে দু'টি, এটিও নয়, এমনকি জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আপনার উম্মাতের নিকট সাতটি হরফে তথা পদ্ধতিতে কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৭৬২] যেমনটি আমরা পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। অতঃপর এই সূরার ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝﴾ আয়াতটি

---

৭৫৮. মু'জামুল কাবীর ১/২০০, মু'জামুল আওসাত ৪৪৭, সানাদে মুহাম্মাদ বিন মুআয রয়েছেন, তিনি মাজহূল বা অপরিচিত। এর মূল কথার শাওয়াহিদ। আল-আহাদীস আদ দঈফাহ আল-মাওদূআহ আল্লাতী হাকামা আলায়হাল হাফিয ইবনু কাসীর (রহ.) ফী তাফসীরিহি ৮৮৬। তিনি বলেন, হাদীসটি উক্ত সূত্রে গরীব কিন্তু এর শাহিদ হিসেবে একাধিক হাদীস পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে সহীহ হাদীস জানতে দেখুন সহীহুল বুখারী (৩৮০৯, ৪৯৫৯, ৪৯৬০), মুসলিম (৭৯৯), তিরমিযী (৩৮৯৮), সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা (৮২৩৮)।

৭৫৯. আহমাদ ৫/১২২, ১২৩।

৭৬০. আহমাদ ৫/১২৪, আবূ দাউদ ১৪৭৭, নাসাঈ ৬৭০।

৭৬১. আহমাদ ৫/১১৪, নাসাঈ ৯৪০।

৭৬২. আহমাদ ৫/১২৭, মুসলিম ৮২০, আবূ দাউদ ১৪৭৮, নাসাঈ ৯৩৮, মিশকাত ২২১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

জিবরীল (আলাইহিস সালাম) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট পূর্ণ, স্রাবিত ও ভীতিপ্রদর্শণ পূর্বক তিলাওয়াত করেন, শুধু জ্ঞান ও উল্লেখ করণের জন্য নয়। এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বোজ্ঞ।

৭৪১১. এমনিভাবে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হুদায়বিয়ার দিন ঐ প্রশ্নগুলো করেছিলেন আর সেখানে তিনি বলেন, আপনি কি আমাদেরকে এ সংবাদ দিবেন না যে অতি শিঘ্রই বায়তুল্লাহ'র দিকে যাব এবং তার তাওয়াফ করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই, আমি কি তোমাকে সংবাদ প্রদান করবো না যে, নিশ্চয় তুমি এই বছরে সেখানে আসবে? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, নিশ্চয় তুমি আসবে ও তার তাওয়াফ করবে। অতঃপর যখন হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দুআয় আল্লাহ তাআলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর সূরাহ 'আল-ফাত্‌হ' নাযিল করেন। আর সেখানে রয়েছে, ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِيْنَ.....﴾ **"আল্লাহ তাঁর রসূলকে প্রকৃত সত্য স্বপ্নই দেখিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্য অবশ্যই মাসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে"**........ ।[৭৬৩]

৭৪১২. হাফিয আবূ নুআয়ম তার 'আসমাউস্‌ স্বাহাবাহ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ◊{মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-জা'ফারী আল মাদীনী}{আবদুল্লাহ বিন সালামাহ বিন আসলাম}{ইবনু শিহাব}{ইসমাঈল বিন আবী হাকীম আল মাদীনী}{ফুদায়ল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}◊ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ তথা সূরাহ বায়্যিনাহ পাঠ শ্রবণ করে আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি আমার ইযযতের শপথ করে বলছি যে, অবশ্যই আমি তোমাকে জান্নাতে স্থান দিব যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।[৭৬৪] হাদীস্রটি অধিক গরিব।

৭৪১৩. ◊{হাফিয আবূ মূসা আল-মাদীনী ও ইবনুল আসীর}{যুহরী}{ইসমাঈল বিন আবী হাকীম}{ নাযীর আল-মুযানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}◊ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা সূরাহ বায়্যিনাহ পাঠ শুনে বলেন, বান্দা সুসংবাদ গ্রহণ কর আমি আমার ইযযতের শপথ করে বলছি যে, দুনিয়ায় কোন অবস্থাতেই আমি তোমাকে ভুলবো না এবং অবশ্যই আমি তোমাকে জান্নাতে স্থান দিব ফলে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।[৭৬৫]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ①

১. কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফির ছিল তারা আর মুশরিকরা (তাদের ভ্রান্ত মত ও পথ হতে) সরে আসত না যতক্ষণ না তাদের কাছে আসত সুস্পষ্ট প্রমাণ।

رَسُوْلٌ مِّنَ اللهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ②

২. (অর্থাৎ) আল্লাহর নিকট হতে একজন রসূল, যে পাঠ করে পবিত্র গ্রন্থ।

---

৭৬৩. দ্রষ্টব্য: সূরাহ ফাত্‌হ, ২৭ নং এর তাখরীজ অতিবাহিত হয়েছে।

৭৬৪. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩৭৭, সানাদে মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-জা'ফারী রয়েছেন, তিনি মুনকার। উক্ত কওলটি আবূ হাতিম বলেছেন যা ইমাম যাহাবী তার 'আল-মীযান' গ্রন্থে (৯২২৩) উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় ইল্লত হচ্ছে: সানাদে আবদুল্লাহ বিন সালামাহ বিন আসলাম রয়েছেন, তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী তার 'আল-মীযান' গ্রন্থে (৪৩৬৩) উল্লেখ করেছেন যে, আবূ যুরআহ তার ব্যাপারে বলেন, তিনি মুনকারুল হাদীস্র। অন্য রেওয়ায়াতে রয়েছে যিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

৭৬৫. সানাদটি পূর্বের মতই অত্যন্ত দুর্বল। ইবনুল আসীর এর আসদুল গাবাহ ৪/৫৪৯, আল-হাফিয ইবনু হাজার এর 'আল-ইস্রাবাহ' (৩/৫৫৮/৮৭২১) তিনি আবূ মূসার সানাদে বর্ণনা করেছেন। আর সানাদে আবদুল্লাহ বিন সালামাহ তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল।

فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝

৩. যাতে আছে সঠিক বিধান।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

৪. যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছিল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর।

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

৫. তাদেরকে এ ছাড়া অন্য কোন হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ্র ইবাদাত করবে খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে। আর তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে আর যাকাত দিবে। আর এটাই সঠিক সুদৃঢ় দ্বীন।

কিতাবধারী এবং মুশরিকদের মধ্যে যারা অস্বীকারকারী তাদের অবস্থার বর্ণনা

আহলে কিতাব হচ্ছে ইয়াহূদী-নাসারারা আর মুশরিক হচ্ছে আরব ও অনারব মূর্তি ও আগুনের পুজারীরা, মুজাহিদ বলেন: তারা مُنفَكِّينَ (সরে) আসতনা, অর্থাৎ শেষ হতনা, যে পর্যন্ত না তাদের নিকট সত্য স্পষ্ট হত।[৭৬৬] কাতাদাহ এভাবেই এর ব্যাখ্যা করেছেন।[৭৬৭] ﴿حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ **"যতক্ষণ না তাদের কাছে আসত সুস্পষ্ট প্রমাণ"** অর্থাৎ এই কুরআন, এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝﴾ **"১. কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফির ছিল তারা আর মুশরিকরা (তাদের ভ্রান্ত মত ও পথ হতে) সরে আসত না যতক্ষণ না তাদের কাছে আসত সুস্পষ্ট প্রমাণ"** এরপর আল্লাহ তাআলা 'সুস্পষ্ট প্রমাণের'-এর ব্যাখ্যা প্রদান করেন এভাবে ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝﴾ **"২. (অর্থাৎ) আল্লাহর নিকট হতে একজন রসূল, যে পাঠ করে পবিত্র গ্রন্থ"** অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আরও তিনি যে মহান আল-কুরআন পাঠ করেন যা উর্দ্ধজগতে পবিত্র পাতাসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ **"(এটা লিপিবদ্ধ আছে) মর্যাদাসম্পন্ন কিতাবসমূহে, সমুন্নত, পবিত্র। (এমন) লেখকদের হাতে, (যারা) মহা সম্মানিত পূত-পবিত্র"**[৭৬৮]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝﴾ **"৩. যাতে আছে সঠিক বিধান"** ইবনু জারীর বলেন: অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আগত পবিত্র পাতা ও গ্রন্থসমূহে যেগুলো সরল-সোজা এবং সঠিক, এতে নেই কোন প্রকার ভুলত্রুটি, কেননা এগুলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আগত।[৭৬৯]

জ্ঞান আসার পরে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে

﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝﴾ **"৪. যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছিল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর"** যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ **"তোমরা সেই লোকদের মত হয়ে**

---

৭৬৬. আত-তাবারী ২৪/৫৩৯।
৭৬৭. আত-তাবারী ২৪/৫৩৯।
৭৬৮. সূরাহ আবাসাহ, ৮০ঃ ১৩-১৬।
৭৬৯. আত-তাবারী ২৪/৫৪০।

যেয়ো না যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন পৌছার পরে বিভক্ত হয়েছে ও মতভেদ করেছে এবং এ শ্রেণীর লোকদের জন্য আছে মহা শাস্তি"[৭৭০] এখানে ঐ সমস্ত লোকদের কথা বলা হয়েছে আমাদের পূর্বে যাদের উপরে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআ'লা দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করার পরেও তিনি তাদের কিতাব থেকে যা চেয়েছেন সে ব্যাপারে তারা দলে দলে পৃথক হয়ে গেছে, চরম মতভেদে লিপ্ত হয়েছে,

৭৪১৪. (স্বহীহ): যেমন হাদীস্রে এসেছে যা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ইয়াহূদীরা একাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, খ্রিস্টানরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আর এই উম্মাত অচিরেই তেয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে, একটি দল বাদে সবকটা দল যাবে জাহান্নামে, স্বাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ সেই দলটি কারা হে আল্লাহর রাসূল!? তিনি (ﷺ) বলেন: আমি আর আমার স্বাহাবীগণ যার (যে তরীকার) উপরে রয়েছি। (এই তরীকার উপরে যারা থাকবে তারাই এই একদলে শামিল)।[৭৭১]

আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ হচ্ছে দ্বীনকে একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য করা

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ "**৫. তাদেরকে এ ছাড়া অন্য কোন হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ইবাদাত করবে খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে**" যেমন তিনি বলেন: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ﴾ "**আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রসূলই পাঠাইনি যার প্রতি আমি ওয়াহী করিনি যে, আমি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। কাজেই তোমরা আমারই ইবাদাত কর**"[৭৭২] এ কারণে তিনি বলেন: ﴿حُنَفَآءَ﴾ "**তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে**" অর্থাৎ শির্ককে পরিহার করে একনিষ্ঠভাবে তাওহীদপন্থি হয়ে, যেমন তিনি বলেন: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ﴾ "**প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর ইবাদাত কর আর তাগুতকে বর্জন কর**"[৭৭৩] সূরাহ 'আন'আমে ইতোপূর্বে الحنيف (একনিষ্ঠ) শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কাজেই অত্র স্থানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করছি, ﴿وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ "**আর তারা স্বালাত আদায় করবে**" এটা হচ্ছে শারীরিক ইবাদাতের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত, ﴿وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ "**আর যাকাত দিবে**" এটা হচ্ছে দরিদ্র ও অভাবিদের প্রতি দয়া ﴿وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ﴾ "**আর এটাই সঠিক সুদৃঢ় দ্বীন**" অর্থাৎ ন্যায়পরায়ন, ও সরল জাতি, অর্থাৎ ভারসাম্যপূর্ণ ও সোজা উম্মাত।

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾

৬. কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কুফুরী করে তারা আর মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। এরাই সৃষ্টির অধম।

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

৭. যারা ঈমান আনে আর সৎ কাজ করে তারা সৃষ্টির উত্তম।

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن

৮. তাদের রব্বের কাছে তাদের প্রতিদান আছে স্থায়ী জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত,

---

৭৭০. সূরাহ আল ইমরান, ৩ঃ ১০৫।
৭৭১. কুরতুবী ৪/১৫৯, ১৬০। **তাহকীক আলবানী** ঃ সহীহ।
৭৭২. সূরাহ আম্বিয়াহ, ২১ ঃ ২৫।
৭৭৩. সূরাহ নাহল, ১৬ঃ ৩৬।

تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۟

তাতে তারা চিরকাল স্থায়ীভাবে থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এ সব কিছু তার জন্য যে তার রব্বকে ভয় করে।

সৃষ্টির অধম এবং সৃষ্টির উত্তমদের আলোচনা এবং তাদের বিনিময় (কার) কেমন হবে তার উল্লেখ

আল্লাহ তাআলা পাপিষ্ঠদের গন্তব্য সম্পর্কে অবহিত করছেন অর্থাৎ আহলে কিতাবের যারা কাফির, মুশরিক আল্লাহ তাআলার অবতীর্ণ করা কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করে, যারা আল্লাহর নবী ও রাসূলগণকে অস্বীকার করে তারা কিয়ামাত দিবসে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে, ﴿فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ﴾ **"৬. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে"** অর্থাৎ অবস্থান করবে, সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করবেনা আর শেষও হয়ে যাবেনা

﴿اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۟﴾ **"এরাই সৃষ্টির অধম"** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এরপর আল্লাহ তাআলা পুণ্যবানদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করছেন যারা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে, আর তাদের শরীরের দ্বারা সৎকর্ম সম্পাদন করে,-এরা হচ্ছে সৃষ্টির উত্তম। এ আয়াত দ্বারা আবূ হুরায়রাহ এবং একদল আলেম দলীল প্রদান করেছেন যে, সৃষ্টির মধ্যে মু'মিনগণ ফেরেশ্তাগণের চেয়ে উত্তম, কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۟﴾ **"৭. এরাই সৃষ্টির উত্তম"**

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ **"৮. তাদের রব্বের কাছে তাদের প্রতিদান আছে"** অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে,﴿جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا أَبَدًا﴾ **"স্থায়ী জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল স্থায়ীভাবে থাকবে"** (জান্নাত থেকে) বিচ্ছিন্ন হবেনা, তা শেষও হবেনা, ফুরিয়েও যাবেনা,﴿رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ﴾ **"আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট"** অর্থাৎ তাদের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টি তাদেরকে প্রদত্ব তাঁর চিরস্থায়ী নিআমতরাজি থেকেও উন্নত হবে[৭৭৪], ﴿وَرَضُوْا عَنْهُ﴾ **"আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট"** সমন্বিত অনুগ্রহরাজির জন্য যা তিনি তাদেরকে প্রদান করেছেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী:﴿ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ﴾ **"এ সব কিছু তার জন্য যে তার রব্বকে ভয় করে"** এই পুরস্কার সে অর্জন করবে যে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, যেরূপভাবে ভয় করা উচিত সেভাবে ভয় করে, এমনভাবে তাঁর ইবাদাত করে যেন সে তাঁকে দেখছে, আর সে জানেও যে, যদি সে তাঁকে দেখতেও না পায় তবে তিনি তো তাকে দেখছেন।

৭৪১৫. (স্বহীহ লি গায়রিহি): ইমাম আহমাদ বলেন, ইসহাক বিন ঈসা আবূ মা'শার (দঈফ বা দুর্বল) (আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর আযাদকৃত গোলাম) আবূ ওয়াহ্ব আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (একদিন) বলেন:

"أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الْبَرِيَّةِ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ. قَالَ: "رَجُلٌ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، كُلَّمَا كَانَتْ هَيْعَةً اسْتَوَى عَلَيْهِ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الْبَرِيَّةِ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ. قَالَ: "رَجُلٌ فِي ثُلَّةٍ مِنْ غَنَمِهِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ (٢) الْبَرِيَّةِ؟ ". قَالُوا: بَلَى. قَالَ: "الَّذِي يَسْأَلُ بِاللّٰهِ، وَلَا يُعْطِي بِهِ

আমি কি তোমাদেরকে বলে দিবনা যে, সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে? স্বাহাবীগন বলেন: অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ, তিনি বলেন: আল্লাহ তাআলার রাস্তায় তার ঘোড়ার লাগাম ধারণকারী ব্যক্তি, যখনই সে শত্রু থেকে ভীতিপূর্ণ চিৎকার শুনে তখন সে সেখানে অবতরণ করে, আমি কি বলবনা এর পরে কার স্থান,

৭৭৪. শায়খ আল-উসায়মিন কর্তৃক রচিত শারহু লি মুআত্তা আল-ই'তিকাদ।

তাঁরা বলেন, অবশ্যই (বলবেন) ইয়া রাসূলাল্লাহ, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যার এক পাল ভেড়া রয়েছে, আর সে সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে। আমি কি তোমাদেরকে বলবনা সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কে? তাঁরা বলেন: অবশ্যই (বলুন) ইয়া রাসূলাল্লাহ, তিনি বলেন: যে ব্যক্তির নিকট আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চাওয়া হয় কিন্তু তার পরেও সে তার মাধ্যমে দেয়া থেকে বিরত থাকে।[৭৭৫]

সূরাহ লাম-ইয়াকুন (অর্থাৎ সূরাহ বাইয়্যিনা)-এর তাফসীর সমাপ্ত। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

সূরাহ্ আয্-যিলযাল-এর তাফসীর

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরাহ যিলযালের ফাদীলাত

৭৪১৬. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ০আবূ আবদুর রহমান০সাঈদ০আয়্যাশ বিন আব্বাস০ ঈসা বিন হিলাল আস্‌-সাদাফী (সুদুক বা সত্যবাদী)০আবদুল্লাহ বিন আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)০ বলেন: জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে যা পড়তে হবে তা শিখিয়ে দিন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন: 'আলিফ-লাম-র' দিয়ে যে সমস্ত সূরাহ শুরু হয়েছে সেগুলো থেকে তিনটি পড়'। তখন সে বলে ঃ আমার বয়স বেড়ে গেছে, অন্তরও শক্ত হয়ে গেছে, যবানও ভারি হয়ে গেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তাহলে যেসব সূরাহ হা-মীম দিয়ে শুরু হয়েছে সেখান থেকে পড়, বর্ণনাকারী বলেন: সে আগের মতই (ওযর) পেশ করে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তাহলে যে সূরাগুলো 'সাব্বাহা' দিয়ে শুরু হয়েছে সেখান থেকে তিনটি পড়, বর্ণনাকারী বলেন: সে আগের মতই (ওযর) দেখায়। তখন লোকটি বলে ঃ বরং ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি সূরাহ শিক্ষা দিন যাতে সবকিছু রয়েছে, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ (সূরাহ যিলযাল) শিক্ষা দেন। যখন তিনি সূরাহ শেষ করেন তখন লোকটি বলে ঃ যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ ঃ আমি এ থেকে বেশি করবনা, যখন লোকটি পেছন ফিরে চলে যায় তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: এই ছোট্ট ব্যক্তিটি সফল হয়ে গেছে, এই ছোট্ট ব্যক্তিটি সফল হয়ে গেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: 'লোকটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন তো'। সে তাঁর নিকট আসলে তিনি বলেন: আমাকে কুরবানীর দিন কুরবানী করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তাআলা একে তাঁর উম্মাতের জন্য আনন্দের দিন করেছেন, লোকটি তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলে ঃ আপনি এ সম্পর্কে কী মনে করেন, যদি আমি ধার করা দুধাল উষ্ট্রি পাই তবে কি আমার এটা দ্বারা কুরবানীর করা উচিত হবে? তিনি বলেন: না, তবে তুমি যদি তোমার চুল কাট, নখ কাট, মোচ ছাঁট,

---

৭৭৫. আল-মাজমা' লিল হায়সামী ৫/২৭৯, আহমাদ ৮৮৯৭, সহীহ আল-জামি' ২৬০১। আহমাদ শাকির বলেন, উক্ত হাদীসের সানাদটি দুর্বল কারণ, সানাদে ১. আবূ মা'শার রাবী যিনি দুর্বল। তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন, আমার নিকট তিনি বিশুদ্ধ নন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল, দুর্বল। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেছেন ও তা বর্ণনা করেন। ২. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর আযাদকৃত গোলাম আবূ ওয়াহব সম্পর্কে আহমাদ শাকির বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে আমার জানা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার তাওয়াবি পাওয়া যায় সেই সূত্রে মাকবুল। **তাহকীক আলবানীঃ** শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, হাদীসটি সহীহ কিন্তু সানাদটি দুর্বল।

লজ্জাস্থানের উপরের চুল মুণ্ডন কর, তবে এতেই আল্লাহ তাআলার নিকট তোমার কুরবাণী পূর্ণ হবে। আবূ দাউদ ও নাসাঈ আবদুর রহমান আল-মুকরীর হাদীস্র থেকে বর্ণনা করেছেন।[৭৭৬]

৭৪১৭. ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ বিন মূসা আল হারাশী আল বাস্রারী (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) হাসান বিন সালম বিন স্বালিহ আল আজালী (মাজহূল বা অপরিচিত) স্বাবিত আল-বুনানী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কেউ সূরাহ যিলযাল পাঠ করলে সে অর্ধেক কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব পাবে।[৭৭৭] এই হাদীস্রটি গরিব, এই হাদীস্র ছাড়া অন্য কোথাও তার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় না।

৭৪১৮. আল-বাযযার বলেন, মুহাম্মাদ বিন মূসা আল হারাশী আল বাস্রারী (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) হাসান বিন সালম বিন স্বালিহ আল আজালী (মাজহূল বা অপরিচিত) স্বাবিত আল-বুনানী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সূরাহ ইখলাস্র পূর্ণ এক তৃতীয়াংশের সমান আর সূরাহ যিলযাল এক-চতুর্থাংশের সমান।[৭৭৮]

৭৪১৯. ইমাম তিরমিযী বলেন, আলী বিন হুজর ইয়াযীদ বিন হারূন ইয়ামান ইবনুল মুগীরাহ আল আনাযী আতা ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সূরাহ যিলযাল পাঠ করলে সে অর্ধেক, সূরাহ ইখলাস্র পাঠ করলে এক-তৃতীয়াংশ এবং সূরাহ কাফিরূন পাঠ করলে এক-চতুর্থাংশ কুরআন পাঠ করার সওয়াব পাবে। অতঃপর তিনি বলেন, হাদীস্রটি গরিব।[৭৭৯]

৭৪২০. (দঈফ): ইমাম তিরমিযী অনুরূপভাবে বলেন, উকবাহ বিন মুকাররাম আল-আম্মী আল বাস্রারী ইবনু আবী ফুদায়ক সালামাহ বিন ওয়ারদান আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক স্বাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বিবাহ করেছ? উত্তরে লোকটি বলল, না হে আল্লাহর রাসূল! আর করবই বা কি দিয়ে, আমার কিছুই তো নেই। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, কেন তোমার কাছে কি সূরাহ ইখলাস্র নেই? লোকটি বলল হ্যাঁ, তা আছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এটা হলো কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। তোমার কাছে কি সূরাহ নাস্রর নেই। লোকটি বলল: হ্যাঁ আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এটি কুরআনের এক চতুর্থাংশ। আচ্ছা, তোমার কাছে কি সূরাহ কাফিরুন নেই? লোকটি বলল, হ্যাঁ আছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এটাতো কুরআনের এক চতুর্থাংশ। তোমার কাছে কি সূরাহ যিলযাল নেই? লোকটি বলল হ্যাঁ আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এটিও কুরআনের এক চতুর্থাংশ। যাও বিবাহ করে ফেল।[৭৮০] অতঃপর তিনি বলেন, হাদীস্রটি হাসান।

---

৭৭৬. আবূ দাউদ ১৩৯৯, নাসাঈ ৪৩৬৫, আল-আমালুল ইয়াওম ওয়াল লায়লাহ ৭২১, আহমাদ ৬৫৩৯, ইবনু হিব্বান ৭৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

৭৭৭. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৫৯১, তিরমিযী ২৮৯৩। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্রটি গরীব। এই সানাদটি দুর্বল। সানাদে হাসান বিন সালম বিন স্বালিহ রাবী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহূল বা অপরিচিত। **তাহকীক আলবানীঃ** সূরাহ যিলযালের ফাদিলাত ব্যতীত হাসান।

৭৭৮. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৫৯১, মুসনাদ আল-বাযযার ৭০০৬। উক্ত সানাদের দু'জন রাবী দুর্বল মুহাম্মাদ বিন মূসা তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। অপর রাবী হাসান বিন সালম তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **তাহকীক আলবানীঃ** সূরাহ যিলযালের ফাদিলাত ব্যতীত হাসান।

৭৭৯. তিরমিযী ২৮৯৪, ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীস্র ছাড়া অন্যত্র কোথাও ইমান ইবনুল মুগীরার সম্পর্কে জানা যায় না। **তাহকীক আলবানীঃ** সূরাহ যিলযালের ফাদিলাত ব্যতীত স্বহীহ। দঈফাহ ১৩৪২, দঈফ আত তিরমিযী ৫৫০।

৭৮০. তিরমিযী ২৮৯৫, শুআবুল ঈমান ২৫১৫, মুসনাদ আল-বাযযার ৬২৪৭, জামিউল উস্বূল ৬২৭৩, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১১৫৪৫, সিলসিলাহ দঈফাহ ১৪৮৪, দঈফ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ৮৯০, মুসনাদ আল-জামি' ১১৮৪, জামউল ফাওয়াইদ ৬৭৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

১. পৃথিবীকে যখন তার প্রচণ্ড কম্পনে কাঁপিয়ে দেয়া হবে,	إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١
২. পৃথিবী তার (ভেতরের যাবতীয়) বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে,	وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝٢
৩. এবং মানুষ বলবে 'এর কী হয়েছে?'	وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ۝٣
৪. সে দিন পৃথিবী তার (নিজের উপর সংঘটিত) বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে,	يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝٤
৫. কারণ তোমার রব্ব তাকে আদেশ করবেন,	بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝٥
৬. সেদিন মানুষ বের হবে ভিন্ন ভিন্ন দলে যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়,	يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝٦
৭. অতএব কেউ অণু পরিমাণও সৎ কাজ করলে সে তা দেখবে,	فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝٧
৮. আর কেউ অণু পরিমাণও অসৎ কাজ করলে সেও তা দেখবে।	وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨

কিয়ামাত দিবস, আর তাতে পৃথিবী ও লোকদের যা অবস্থা হবে

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ **"১. পৃথিবীকে যখন তার প্রচণ্ড কম্পনে কাঁপিয়ে দেয়া হবে"** এ আয়াত সম্পর্কে বলেন: নিচে থেকে নড়ে উঠবে।[৭৮১] ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ **"২. পৃথিবী তার (ভেতরের যাবতীয়) বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে"** অর্থাৎ এর ভেতরকার মৃতদেরকে নিক্ষেপ করবে, একাধিক সালাফ এ মত ব্যক্ত করেছেন, এ আয়াতটি এই আয়াতের মত ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ **"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রব্বকে ভয় কর, কিয়ামাতের কম্পন এক ভয়ানক জিনিস"**[৭৮২] আরও এ আয়াতের মত ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝﴾ **"এবং জমিনকে যখন প্রসারিত করা হবে, ৪. আর তা তার ভেতরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও খালি হয়ে যাবে"**[৭৮৩]

৭৪২১. (স্বহীহ): ইমাম মুসলিম তাঁর 'স্বহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, ওয়াসিল বিন আবদিল আ'লা মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল তার পিতা (ফুদায়ল) আবূ হাযিম আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ পৃথিবী তার বাইরে তার কলিজা (অভ্যন্তরস্থ বস্তু) নিক্ষেপ করবে, স্বর্ণ-রৌপ্য যেভাবে স্তম্ভাকারে বের হয়ে আসে, তখন হত্যাকারী এসে বলবে ঃ আমি এরই জন্য হত্যা করেছিলাম। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বলবে ঃ আমি এরই জন্য সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলাম। চোর এসে বলবে ঃ এরই জন্য আমার হাত কাটা হয়েছিল। এরপর তারা সেগুলো সেখানে ছেড়ে চলে যাবে, কেউ সেখান থেকে কিছু গ্রহণ করবেনা।[৭৮৪]

---

৭৮১. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৫৯২।
৭৮২. সূরাহ হাজ্জ, ২২ঃ ১।
৭৮৩. সূরাহ ইনশিকাক ৮৪ঃ ৩-৪।
৭৮৪. মুসলিম ৬২, ১০১৩, তিরমিযী ২২০৮। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا﴾ **"৩. এবং মানুষ বলবে 'এর কী হয়েছে?"** সে এ অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে যাবে অথচ ইতোপূর্বে তা শান্ত ছিল, সেটা তার পৃষ্ঠের উপরে ছিল স্থির, অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তা প্রকম্পিত ও অশান্ত হয়ে উঠেছে, আল্লাহ তাআলা এর জন্য যে ভুমিকম্প তৈরী করে রেখেছিলেন তাঁর সেই নির্দেশ এসে পড়েছে যা থেকে পালাবার কোন সুযোগ নেই, এরপর এটা তার অভ্যন্তরস্থ আগের ও পরের সমস্ত মৃতদেহ বের করে দিবে, সে সময় এ কারণে লোকেরা হতভম্ব হয়ে যাবে, পৃথিবীকে সেদিন ভিন্ন এক পৃথিবীতে রূপান্তরিত করা হবে, এবং আসমানসমূহও, তারা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার সম্মুখে উপস্থিত হবে।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ **"৪. সে দিন পৃথিবী তার (নিজের উপর সংঘটিত) বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে"** অর্থাৎ এর পৃষ্ঠদেশে আমলকারীরা যে আমল করেছিল,

৭৪২২. (দঈফ): ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, আবূ আবদুর রহমান আন-নাসাঈ বর্ণনা করেন, শব্দগুলো তাঁরই –তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন,

قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟". قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، أَنْ تَقُولَ: عَمِلَ كَذَا وَكَذَا، يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াত পাঠ করেন, ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ **"সে দিন পৃথিবী তার (নিজের উপর সংঘটিত) বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে"** তিনি বলেন: তোমরা কি জান তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে- সেটা কী? স্বাহাবীগণ বলেন: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন, তিনি বলেন: এর বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে-সেটা হচ্ছে প্রত্যেক বান্দা ও বান্দী ভূপৃষ্ঠে যে আমল করেছে তার সাক্ষ্য দিয়ে বলা যে, 'সে অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক কাজ করেছে,-এটাই হচ্ছে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করা। এরপর তিরমিযী বলেন: এ হাদীস্র হাসান-স্বহীহ-গরীব।[৭৮৫]

৭৪২৩. (দঈফ): মু'জামুত তাবারানীতে বর্ণিত, ¤{ইবনু লাহীআহ}{হারিস্র বিন ইয়াযীদ}{রাবীআহ আল-জুরশী}¤ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

تَحَفَّظُوا مِنَ الْأَرْضِ، فَإِنَّهَا أُمُّكُمْ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ عَامِلٌ عَلَيْهَا خَيْرًا أَوْ شَرًّا، إِلَّا وَهِيَ مُخْبِرَة

তোমরা পৃথিবী হতে আত্মরক্ষা কর। এটি তোমাদের মা, এর পৃষ্ঠে থেকে ভালো মন্দ যাই করুক একদিন সে সব খুলে বলে দিবে। এটিই পৃথিবীর সংবাদ।[৭৮৬]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ **"৫. কারণ তোমার রব্ব তাকে আদেশ করবেন"** ইমাম বুখারী বলেন: তিনি তাকে আদেশ করবেন, তিনি তাকে আদেশ করবেন।[৭৮৭] আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[৭৮৮] তিনি তাকে আদেশ করবেন, অর্থাৎ তার প্রতি আদেশ করবেন,

---

৭৮৫. তিরমিযী ২৪২৯, ৩৩৫৩, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৬৯৩, আহমাদ ৮৬৫০, জামিউল উসূল ৮৮২, সিলসিলাহ দঈফাহ ৪৮৩৪, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৪৫৮৫, দঈফ আল-জামি' ৬৪৫০, দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২১০৪। ইমাম তিরমিযী হাদীস্রটিকে হাসান গরীব বলেছেন কিন্তু শায়খ আল্লামাহ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) বলেন, সানাদে ইয়াহইয়া মুনকারুল হাদীস্র। ইমাম বুখারী বলেন, হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ। বিস্তারিত জানতে দেখুন মাওয়ারিদুয যামান ইলা যাওয়াইদে ইবনু হিব্বান (২৫৮৬)।

৭৮৬. মু'জামুল কাবীর ৪৫৯৬, জামিউল আহাদীস্র ৩৩২২, জামউল জাওয়ামি' ৭৭, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১২৪২, সিলসিলাহ দঈফাহ ৫৮০৬, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৬১৫৭, দঈফ আল-জামি' ২৪০৭, দঈফ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

৭৮৭. স্বহীহুল বুখারী ৪৯৬১।

৭৮৮. আত-তাবারী ২৪/৫৪৯।

স্পষ্টত বুঝা যায়, এর অর্থ একে অনুমতি দেয়ার সাথে সম্পৃক্ত, শাবীব বিন বিশ্‌র বর্ণনা করেন, ইকরিমাহ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বলেন: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ **"সে দিন পৃথিবী তার (নিজের উপর সংঘটিত) বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে"**। এর রব্ব একে বলবে ঃ কথা বল, তখন সে কথা বলবে।[৭৮৯] মুজাহিদ বলেন: এর প্রতি প্রত্যাদেশ করবে অর্থাৎ তাকে নির্দেশ দিবে, কুরাযী বলেন: তিনি এটাকে ওদের থেকে পৃথক হয়ে যেতে নির্দেশ দিবেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا﴾ ৬. **"সেদিন মানুষ বের হবে ভিন্ন ভিন্ন দলে"** অর্থাৎ তারা হিসাবের অবস্থান থেকে পৃথক পৃথক দলে ফিরে আসবে, অর্থাৎ তারা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে যেমন, কেউ হবে হতভাগা কেউ সৌভাগ্যবান, কাউকে জান্নাতে প্রবেশের নির্দেশ দেয়া হবে, কাউকে নির্দেশ দেয়া জাহান্নামে প্রবেশের, সুদ্দী বলেন: أَشْتَاتًا শব্দের অর্থ দলে দলে, আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ﴿لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ **"যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়"** অর্থাৎ যাতে করে তারা আমল করতে পারে আর তারা দুনিয়াতে যে ভাল ও মন্দ আমল করেছিল তার বিনিময় দেয়া যায়।

প্রত্যেক অণু পরিমাণ আমলের প্রতিদান দেয়া হবে

এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ৭. **"অতএব কেউ অণু পরিমাণও সৎ কাজ করলে সে তা দেখবে, ৮. আর কেউ অণু পরিমাণও অসৎ কাজ করলে সে তা দেখবে"**।

৭৪২৪. (সহীহ): ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, ০[ইসমাঈল বিন আবদুল্লাহ][মালিক বিন ইয়াযীদ বিন আসলাম][আবূ সালিহ আস সাম্মান][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০ বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ঘোড়া হচ্ছে তিন ব্যক্তির জন্য, এক ব্যক্তির জন্য তা পুরস্কারস্বরূপ, আরেক ব্যক্তির জন্য ঢালস্বরূপ, এবং আরেক ব্যক্তির উপরে তা বোঝাস্বরূপ। যার জন্য সেটা পুরস্কারস্বরূপ সে ঐ ব্যক্তি যে তাকে আল্লাহর পথে (ব্যবহারের জন্য) বেঁধে রেখেছে, এভাবে তার পুরো জীবনটাকে ব্যয় করে চারণভুমি অথবা বাগানে পশু পালনের মাধ্যমে, (জিহাদের জন্য প্রস্তুতিতে অপেক্ষা করে) কাজেই চারণভুমি অথবা বাগানে সে এই দীর্ঘ সময়ে যে ক্লেশ অনুভব করে তার জন্য তাঁর সাওয়াব হতে থাকে, তাদের এই দীর্ঘ সময় যদি শেষ হয়ে যায়, এরপর সেগুলো একটি অথবা দু'টি মহান যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর ক্ষুরের ছাপ, মল সব সাওয়াব হিসেবে গণ্য হয়। যদি এ অশ্ব কোন নদীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার পানি পান করে আর এ ব্যক্তি যদিও তাকে পানি পান করানোর ইচ্ছা না থাকে এ সবের কারণে ঐ ব্যক্তির জন্য সাওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি সম্পদশালী হওয়ার জন্য এবং অন্যের কাছে যাতে চাইতে না হয়-এ জন্য ঘোড়া পালে, আর এগুলোর ঘাড়ের এবং পিঠের উপরে আল্লাহ তা'আলার অধিকারের কথা ভুলে যায়না, (অর্থাৎ যাকাত প্রদান করে) তবে সেগুলো হবে তার জন্য ঢালস্বরূপ (জাহান্নাম থেকে বাঁচার)। আর যে ব্যক্তি গর্ব-অহঙ্কার, লোক দেখানোর জন্য তবে সেগুলো হবে তার জন্য বোঝাস্বরূপ (কিয়ামাত দিবসে)। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা এদের সম্পর্কে কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি তবে এই একক সমন্বিত আয়াতটি ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ৭. **"অতএব কেউ অণু পরিমাণও সৎ কাজ করলে সে তা দেখবে, ৮. আর কেউ অণু পরিমাণও**

৭৮৯. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৫৯২।

অসৎ কাজ করলে সে তা দেখবে"। মুসলিম এ হাদীস্রটি যায়দ বিন আসলাম এর হাদীস্র থেকে বর্ণনা করেছেন।[৭৯০]

৭৪২৫. (স্রহীহ্): ইমাম আহমাদ বলেন: ◊(ইয়াযীদ বিন হারূন)(জারীর বিন হাযিম)(হাসান)(স্রা'স্রাআহ বিন মুআবিয়াহ)◊ বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ قَالَ: حَسْبِي، لَا أُبَالِي أَلَّا أَسْمَعَ غَيْرَهَا

একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট আসলে তিনি তাকে ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۞﴾ এ আয়াত পাঠ করে শুনান। শুনে সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য এই আয়াতটিই যথেষ্ট। এটা ছাড়া অন্য কোন আয়াত না হলেও আমার চলবে।[৭৯১] ইমাম নাসাঈ তাফসীর অধ্যায়ে ◊(ইবরাহীম বিন য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ আল-মুআদ্দিব)(তার পিতা (য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ))(জারীর বিন হাযিম)(হাসান আল-বাস্রারী)(স্রা'স্রাআহ)◊ সূত্রে এ হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন।

৭৪২৬. (স্রহীহ্): স্রহীহ বুখারীতে এসেছে ঃ আদী কর্তৃক মারফূ' সূত্রে বর্ণিত ঃ তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ, এক টুকরো খেজুর দান করে হলেও, একটি ভাল কথা বলার মাধ্যমে হলেও।[৭৯২]

৭৪২৭. (স্রহীহ্): স্রহীহতে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ তোমরা কোন ভাল কাজকেই তুচ্ছ মনে করোনা, পানি প্রার্থির পাত্রে তোমার বালটি থেকে পানি ঢেলে দেয়াকেও নয় অথবা কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে দেখা করাও হয় তাও সাওয়াবের কাজ বলে মনে করবে।[৭৯৩]

৭৪২৮. (স্রহীহ্): স্রহীহ হাদীস্রে এসেছে ঃ হে মু'মিন নারীরা! তোমাদের প্রতিবেশীর দেয়া কোন উপঢৌকনকেই তোমাদের তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়, যদি তা বকরির দুই পাঁয়ের ক্ষুরের মধ্যস্থিত গোস্তের টুকরাও হয়।[৭৯৪]

৭৪২৯. (স্রহীহ্): অপর একটি হাদীস্রে এসেছে ঃ তোমরা ভিক্ষুককে কিছু প্রদান কর, যদিও তা একটি পোড়া ক্ষুর হয়।[৭৯৫]

৭৪৩০. (স্রহীহ্): ইমাম আহমাদ বলেন, ◊(মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল আনস্রারী)(কাস্রীর বিন যায়দ)(মুত্তালিব বিন আবদুল্লাহ)(আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা))◊ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, হে আয়িশাহ! তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত কর যদিও একটি খেজুরের বিনিময়ে হয়। কেননা নিশ্চয় তা ক্ষুধার্তকে পরিতৃপ্ত করে।[৭৯৬] আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একটি আঙ্গুর স্রাদাকাহ করেন আর বলেন: এতে কতই না কণা (অণু) রয়েছে।[৭৯৭]

৭৪৩১. (স্রহীহ্): ইমাম আহমাদ বলেন, ◊(আবূ আমির)(সাঈদ বিন মুসলিম)(আমির বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র)(আওফ ইবনুল হারিস্র ইবনুত তুফায়ল)(আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা))◊ তিনি (আওফ ইবনুল হারিস্রকে) বলেছেন ঃ

---

৭৯০. স্রহীহুল বুখারী ৪৯৬২, মুসলিম ৯৮৭। **তাহকীক আলবানী** ঃ স্রহীহ।

৭৯১. ইমাম নাসাঈ কর্তৃক রচিত তার তাফসীর (৭১৪), সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১১৬৯৪, আহমাদ ২০০৭২ (৫/৫৯), হাকিম ৩/৬১৩, তাবারানী ৭৪১১, আল-মাজমা' ৭/১৪১, ইতহাফুল খায়রাহ আল-মুহাররা বেযাওয়াইদিল মাসানীদ আল-আশারাহ (৫৮৯৯/১)। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, সানাদটি স্রহীহ। **তাহকীকঃ** স্রহীহ।

৭৯২. স্রহীহুল বুখারী ৭৫১২। **তাহকীক আলবানী** ঃ স্রহীহ।

৭৯৩. মুসলিম ২৬২৬। **তাহকীক আলবানী** ঃ স্রহীহ।

৭৯৪. স্রহীহুল বুখারী ২৫৬৬।

৭৯৫. আহমাদ ২২৭২২। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।

৭৯৬. আহমাদ ৬/৭৯, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ২/২২, আস স্রহীহাহ ২/৪৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।

৭৯৭. আল-মুয়াত্তা ১৮৭৮।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন ঃ হে আয়িশাহ! তুমি যে কোন গোনাহকেই ছোট করে দেখা থেকে বেঁচে থাক, আল্লাহ তাআলা তোমার থেকে এগুলোর হিসাব গ্রহণ করবেন।[৭৯৮]

৭৪৩২. ইবনু জারীর বলেন, [আবুল খাত্তাব আল হাসসানী][হায়সাম ইবনুর রাবী' (দুর্বল)][সিমাক বিন আতিয়্যাহ][আয়্যুব][আবূ কিলাবাহ][আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন,

كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُجزى بِمَا عملت مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْ شَرٍّ؟ فَقَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا رَأَيْتَ فِي الدُّنْيَا مِمَّا تَكْرَهُ فَبِمَثَاقِيلِ ذَرِّ الشَّرِّ وَيَدَّخِرُ اللهُ لَكَ مَثَاقِيلَ ذَرِ الْخَيْرِ حَتَّى تُوفَاه يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে আহার করছিলেন। ইত্যবসরে ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝﴾ এই আয়াতটি নাযিল হয়। শুনে আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খাবার পাত্র থেকে হাত উঠিয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমি অণু পরিমাণ যে পাপ করি আমাকে তার প্রতিফল দেয়া হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, দুনিয়াতে তুমি ছোট খাট যেসব বিপদে পড়ে থাক তা সেই অণু পরিমাণ পাপের প্রতিফল। আর তোমার অণু পরিমাণ নেকগুলো আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য রেখে দেন। কিয়ামতের দিন তার প্রতিফল তোমাকে দেয়া হবে। হাদীসটি ইবনু আবী হাতিম তার পিতার মাধ্যমে আবূল খাত্তাবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৭৯৯]

৭৪৩৩. ইবনু জারীর বলেন, [ইবনু বাশশার][আবদুল ওয়াহ্হাব][আয়্যুব][আবূ কিলাবাহ][আবূ ইদ্রীস] বর্ণনা করেন, أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَأْكُلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَهُ আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে আহার করছিলেন, অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসানুযায়ী বর্ণনা করেছেন[৮০০] অনুরূপভাবে [ইয়া'কূব][ইবনু উলায়্যাহ][আবূ কিলাবাহ] আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৭৪৩৪. (হাসান): অন্য বর্ণনাঃ ইবনু জারীর বলেন, [য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা][ইবনু ওয়াহব][হুইয়ায় বিন আবদুল্লাহ][আবূ আবদুর রহমান আল-হুবুলী][আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, সুরা যিলযাল যখন নাযিল হয় তখন আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উপবিষ্ট ছিলেন। শুনে তিনি কাঁদতে শুরু করেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার তুমি কাঁদছ কেন? উত্তরে আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এই সূরাটি আমাকে কাঁদিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, শোন! তোমরা যদি কোন গুনাহ না কর, ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে না পারেন তাহলে তিনি অন্য এমন একটি জাতিকে সৃষ্টি করবেন যারা গুনাহ করবে এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন।[৮০১]

---

৭৯৮. আদ-দুররুল মানসূর ৫/৪০১, মু'জামুল আওসাত ২৩৭৭, সুনান আদ দারিমী ২৭২৬, শুআবুল ঈমান ৭২৬১, মুসনাদুশ শিহাব ৯৫৫, আয-যুহদ লি ইবনু হাম্বাল ১/১৪, জামউল আহাদীস ২৬০২৫, জামউল জাওয়ামি' ৯৫৪, সিলসিলাতু আহাদীসুস সহীহাহ ২৭৩১, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ২৪৭২, ইতহাফুল মুহাররাহ ২২৫৭৫, কানযুল উম্মাল ১০২৯৫, রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন ২৬৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৭৯৯. আত-তাবারী ৩০/১৭৩, মু'জামুল আওসাত ৩৪১৮, তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১৯৪৩৮, দুআফাউল উকায়লী ১৯৬০, ইলালু দারাকুতনী ১/২২৭ মাজমা' আল-বাহরায়নে উল্লেখ আছে সানাদের রাবী 'আয়্যুব' 'সিমাক' ছাড়া অন্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি আর তার থেকে হায়সাম ব্যতীত কেউ হাদীস বর্ণনা করেনি। হায়সাম ইবনুর রাবী' দুর্বল।

৮০০. তাফসীর আত-তাবারী ৩৭৭৪৮, বায়হাকী ফী শুআবুল ঈমান৭১০৩, মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ৮৭। হাদীসটি মুরসাল এর শাওয়াহিদ পাওয়া যায়, আদ-দুররুল মানসূর ৬/৬৪৬।

৮০১. হায়সামী তার 'আল-মাজমা'' গ্রন্থে (৭/১৪১) উল্লেখ করে বলেন, সানাদের সকল রাবী সিকাহ। আত-তাবারানী ৩০/১৭৫, আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩৮০, ৩৮১, মাতালিবুল আলিয়াহ ১৫/৪৪৩। **তাহকীকঃ** হাসান।

৭৪৩৫. অন্য হাদীসঃ ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊আবূ যুরআহ ও আলী বিন আবদুর রহমান ইবনুল মুগীরাহ☓আমর বিন খালিদ আল-হাররানী☓ইবনু লাহীআহ☓হিশাম বিন সা'দ☓যায়দ বিন আসলাম☓আতা' বিন ইয়াসার☓আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাঃ)◊ বলেন,

لَمَّا أُنْزِلَتْ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَرَاءٍ عَمَلِي؟ قَالَ: "نَعَمْ". قُلْتُ: تِلْكَ الْكِبَارُ الْكِبَارُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قُلْتُ: الصِّغَارُ الصِّغَارُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قُلْتُ: واثُكلَ أُمي. قَالَ: "أَبْشِرْ يَا أَبَا سَعِيدٍ؛ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بعشر أمثالها -يعني إلى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ -وَيُضَاعِفُ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا أَوْ يَغْفِرُ اللهُ، وَلَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ". قُلْتُ: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: "وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ"

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ۝﴾ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার আমল দেখতে পাব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম ছোট ছোট আমলও কি দেখতে পাব? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, হ্যাঁ। শুনে আমি বললাম, হায় আফসোস। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, শোন আবূ সাঈদ! দুঃখের কোন কারণ নেই। ভালো কাজের সওয়াব দশ গুণ হতে সাত শত গুণ পর্যন্ত দেয়া হবে। তারপর যাকে ইচ্ছা আল্লাহ আরো বাড়িয়ে দিবেন। আর অন্যায় কাজ যা করবে তার প্রতিফল পাবে কিংবা আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। শোন, কেউ নিজের আমলের গুণে মুক্তি পাবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও নন? তিনি বললেন, না আমিও নই, আল্লাহ আমাকে স্বীয় রহমতে ঢেকে নেয়া ব্যতীত আমার কোন উপায় নেই।[৮০২] আবূ যুরআহ বলেন, ইবনু লাহীআহ ব্যতীত কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেনি।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊আবূ যুরআহ☓ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ বিন বুকায়র☓ইবনু লাহীআহ☓আতা' বিন দীনার☓সাঈদ জুবায়র (রহঃ)◊ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ۝﴾ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, যখন ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا﴾ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানরা মনে করতে লাগল যে, কোন তুচ্ছ ও ছোট জিনিস দান করলে সওয়াব পাওয়া যাবে না। ফলে উন্নত ও ভালো জিনিস দান করা সম্ভব না হলে তারা ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লাগল। অপরদিকে একদল লোকের ধারণা ছিল যে ছোট ছোট গুনাহে কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। জাহান্নামের শাস্তি কেবল কবীরাগুনাহের সাথেই সম্পৃক্ত। এই দুই ভুল ধারণা অপনোদনের জন্য আল্লাহ তাআলা ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ এ আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ যা ওযনে পিঁপড়ার চেয়েও হালকা, ﴿خَيْرًا يَرَهُۥ﴾ অর্থাৎ তার আমলনামায়। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি ভাল ও খারাপ কাজ লিখে রাখা হয়। খারাপ কাজের জন্য একটি পাপ আর ভালো কাজের জন্য এক থেকে দশটি নেকী লিখা হয়। অতঃপর যখন কিয়ামত দিবস আসবে তখন আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের পুন্যকে দ্বিগুণ করে দিবেন। একটির বিনিময়ে দশটি। আর একটি সওয়াবের বিনময়ে দশটি পাপকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি পাপ কাজের চেয়ে সামান্য বা অণু পরিমাণ বেশি ভালো কাজ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৭৪৩৬. (হাসান): ইমাম আহমাদ বলেন, ◊সুলায়মান বিন দাউদ☓ইমরান☓কাতাদাহ☓আবদু রাব্ব☓আবূ ইয়াদ☓আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)◊ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: তোমরা গোনাহসমূহকে তুচ্ছ জ্ঞান করা থেকে বেঁচে থাক, কেননা সেগুলো ব্যক্তির উপরে জমা হয়ে অবশেষে তাকে ধ্বংস করে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের জন্য একটি একটি কওমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যারা অনুর্বর এলাকায় এসে অবতরণ করে, এরপর তাদের নেতা এসে (তাদের ডাল সংগ্রহ করে আনতে বলে) এরপর এক ব্যক্তি গিয়ে

৮০২. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩৮১, ৮/৫৯৪। শেষাংশের আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে সহীহ শাহিদ হাদীস পাওয়া যায়।

একটি ডাল নিয়ে আসে এরপর আরেক ব্যক্তি গিয়ে আরেকটি ডাল নিয়ে আসে, এভাবে তারা বহু ডাল জমা করে তাতে তারা আগুন জ্বালায় আর সে সব জিনিস পুড়িয়ে ফেলে যা তারা তাতে নিক্ষেপ করে।[৮০৩]

সূরাহ إِذَازُلْزِلَتْ (যিলযালের) তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

সূরাহ্ আল-'আদিয়াত এর তাফসীর

মাক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

১. শপথ সেই (ঘোড়া) গুলোর যারা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়, وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ﴿١﴾

২. অতঃপর (নিজের ক্ষুরের) ঘর্ষণে আগুন ছুটায়, فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ﴿٢﴾

৩. অতঃপর সকালে হঠাৎ আক্রমণ চালায়, فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ﴿٣﴾

৪. আর সে সময় ধূলি উড়ায়, فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ﴿٤﴾

৫. অতঃপর (শত্রু) দলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে (এভাবে মানুষ নিজের শক্তি-সামর্থ্য ও আল্লাহ্‌র এক অতি বড় নি'মাত ঘোড়াকে অপরের সম্পদ লুণ্ঠন ও অন্যের প্রতি যুল্‌মের কাজে ব্যবহার করে), فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ﴿٥﴾

৬. বস্তুতঃ মানুষ তার রব-এর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ﴿٦﴾

৭. আর সে নিজেই (নিজের কাজ-কর্মের মাধ্যমে) এ বিষয়ের সাক্ষী। وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ﴿٧﴾

৮. আর ধন-সম্পদের প্রতি অবশ্যই সে খুবই আসক্ত। وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ﴿٨﴾

৯. সে কি জানে না, কবরে যা আছে তা যখন উত্থিত হবে, اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ﴿٩﴾

১০. আর অন্তরে যা (কিছু লুকানো) আছে তা প্রকাশ করা হবে, وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ﴿١٠﴾

১১. নিঃসন্দেহে তাদের রব্ব সেদিন তাদের সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকবেন। اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ﴿١١﴾

---

৮০৩. আহমাদ ৩৮০৮, মু'জামুল আওসাত ২৫২৯, শুআবুল ঈমান ২৮৫, মুসনাদ আত তায়ালাসী ৪০০, তারতীব আহাদীস্র আল-জামি' আস্-স্বাগীর ৪/৫০, জামিউল আহাদীস্র ৯৮১৪, জামিউল জাওয়ামি' ৮৪৯২, কানযুল উম্মাল ১০২০৪, সহীহ আল-জামি' আস্-স্বাগীর ২৬৮৭, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ২৪৭০, ইত্তিহাফুল মুহাররাহ ১৩৩৮২, মুসনাদ আল-জামি' ৯৪১৯, আল-জামিউস সাগীর ৪৪৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

মানুষের অকৃতজ্ঞতা এবং সম্পদের প্রতি লোভ-লালসার ব্যাপারে যুদ্ধের ঘোড়ার মাধ্যমে শপথ

আল্লাহ তা'আলা ঘোড়ার শপথ করেন, যখন তাদেরকে তৈরী করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার পথে যুদ্ধে চার পায়ে দ্রুতবেগে দৌড়ানোর জন্য, এবং এভাবে তারা দৌড়ায় এবং হাঁপাতে থাকে, ঘোড়া থেকে এই শব্দ তখন শোনা যায় যখন সে দৌড়ায়।﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾ ২. **"অতঃপর (নিজের ক্ষুরের) ঘর্ষণে আগুন ছুটায়"** অর্থাৎ তারা পাথরের উপরে তাদের ক্ষুর দ্বারা ঘর্ষণ করে, যার মাধ্যমে তাদের থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾ ৩. **"অতঃপর সকালে হঠাৎ আক্রমণ চালায়"** অর্থাৎ ভোর বেলায় আক্রমণ চালায়, যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকাল বেলায় আক্রমণ করতেন, তিনি আযান শোনার জন্য অপেক্ষায় থাকতেন, যদি তিনি আযান শুনতে পেতেন (তবে বিরত থাকতেন) নতুবা আক্রমন করতেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا﴾ ৪. **"আর সে সময় ধূলি উড়ায়"** অর্থাৎ ঘোড়ার দ্বারা সংঘটিত যুদ্ধের ময়দানের ধুলা, ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ ৫. **"অতঃপর (শত্রু) দলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে"** অর্থাৎ সে সময় তাদের সকলে যুদ্ধের ময়দানের মাঝখানে একত্রে অবস্থান করে।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊(ইউনুস)(ইবনু ওয়াহব)(আবূ সাখর)(আবূ মুআবিয়াহ আল-বাজালী)(সাঈদ বিন জুবায়র)(আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))◊ বলেন, ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ অর্থ সম্পর্কে বলেন, উট, আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও বলেন, উট। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, ঘোড়া। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর এ মতের কথা শুনে আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, ঘোড়া হয় কী করে? বদরের দিন তো আমাদের নিকট ঘোড়া ছিলই না। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, ঘোড়া ছিল অন্য ছোট একটি অভিযানে।

ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊(ইউনুস)(ইবনু ওয়াহব)(আবূ সাখরাহ)(আবূ মুআবিয়াহ আল-বাজালী)(সাঈদ বিন জুবায়র)(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))◊ বলেন, আমি একদিন হাতিমে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি এসে আমাকে ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ এর অর্থ জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে আমি বললাম, এর অর্থ ঘোড়া যখন আল্লাহর পথে অভিযান চালিয়ে আবার রাত্রিকালে আপন স্থানে ফিরে আসে। অতঃপর লোকটি আমার নিকট হতে আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কাছে গমন করে, তিনি তখন যামযাম কুপের নিকট বসা ছিলেন। লোকটি তাকে ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ এর অর্থ জিজ্ঞাসা করে । আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, আমার পূর্বে কি তুমি আর কাউকে এর অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিলে? লোকটি বললঃ হ্যাঁ, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, মুজাহিদের ঘোড়া। শুনে আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আচ্ছা যাও তাকে আমার কাছে ডেকে আন। সংবাদ পেয়ে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আলী এর নিকট এসে তাঁর মাথার কাছে দাঁড়ান। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মানুষকে এমন বিষয়ে ফতোয়া দাও যা তুমি জান না। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ ছিল বদর যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধে যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর একটি এবং মিকদাদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর একটি এই দুটি ঘোড়া ব্যতীত আর কোন ঘোড়াই ছিল না। সুতরাং বল ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ অর্থ ঘোড়া হয় কী করে। ঘোড়া নয়, এ আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য আরাফাহ হতে মুযদালিফা এবং মুযদালিফা হতে মিনার পথ। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, অতঃপর আমি আমার মত প্রত্যাহার কারে আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করি।[৮০৪] এই একই সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-

---

৮০৪. উক্ত আস্সার এর সানাদে আবূ মুআবিয়াহ আল-বাজালী রয়েছেন, তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী তার 'আল-মীযান' গ্রন্থে (১০৬১৯) বলেন, তাকে আম্মার আদ দাহনীর পিতা বলা হয়। তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও জামহূর উলামাহ যা বর্ণনা করেছেন সেটি দ্বারা আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গকে শক্তিশালী করা হয়েছে। কিন্তু এই আস্সারটি আল-বাজালীর জাহালাতের কারণে বিশুদ্ধ নয়।

এর মতে ﴿وَالْعَادِيَاتِ﴾ অর্থ আরাফাহ হতে মুযদালিফা পর্যন্ত পথ। মুযদালিফায় পৌঁছে হাজীরা খাদ্য পাকানোর জন্য আগুন জ্বালাতে পারে। আওফী প্রমুখ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এর অর্থ ঘোড়া। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও কাতাদাহ হতে এও বর্ণিত আছে যে, চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে ঘোড়া আর কুকুর ছাড়া কেউ ধাবমান হয় না। ইবনু জুরায়জ আ'তা' হতে বর্ণনা করেন যে, ইবনু আব্বাস বলেন, ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি আওয়াজকে ضَبْح বলা হয়। ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾ অনেকের মতেই এর অর্থ ঘোড়ার ক্ষুরাঘাতে অগ্নি স্ফূলিংগ বিচ্ছুরণ করা। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতের অর্থ প্রতারণা করা। কেউ কেউ বলেন, অভিযান শেষে রাতে ঘরে ফিরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা। কারো মতে এর অর্থ অগ্নিসংযোগ করে বস্তী জ্বালিয়ে দেয়া। কারো মতে মুযদালিফায় আগুন জ্বালানো। ইবনু জারীর বলেন, সব কয়টি মতের মধ্যে প্রথম মতটিই সঠিক। অর্থাৎ ঘোড়ার ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিংগ বিচ্ছুরণ করা।

আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ ﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾ **"৩. অতঃপর সকালে হঠাৎ আক্রমণ চালায়"** আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মুজাহিদ, কাতাদাহ বলেনঃ অর্থাৎ আল্লাহর পথে (জিহাদে) সকাল বেলায় ঘোড়ার আক্রমণ।[৮০৫] আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ ﴿فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا﴾ **"৪. আর সে সময় ধূলি উড়ায়"** এটা ঐ স্থান যেখানে আক্রমণ হয়, আর এ কারণে ধূলি উড়ে, আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ **"৫. অতঃপর (শত্রু) দলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে (এভাবে মানুষ নিজের শক্তি-সামর্থ্য ও আল্লাহ্র এক অতি বড় নিয়ামাত ঘোড়াকে অপরের সম্পদ লুণ্ঠন ও অন্যের প্রতি যুল্মের কাজে ব্যবহার করে"**। আওফী বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), 'আতা', ইকরিমাহ, কাতাদাহ, দহ্হাক বলেনঃ এর অর্থ হচ্ছে কাফির শত্রুদের মধ্যস্থলে।[৮০৬]

৭৪৩৭. (দঈফ): আবূ বাকর আল-বাযযার বর্ণনা করেন, (এ হাদীসটি অত্যন্ত গরীব) তিনি বলেন, [আহমাদ বিন আবদাহ][হাফস বিন জুমায়' (দুর্বল)][সিমাক][ইকরিমাহ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা একটি অশ্বারোহী বাহিনীকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন। কিন্তু দীর্ঘ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও তাদের কোন সংবাদ পাননি। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেনঃ

﴿وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۝ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۝ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝﴾

"শপথ সেই (ঘোড়া) গুলোর যারা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়, অতঃপর (নিজের ক্ষুরের) ঘর্ষণে আগুন ছুটায়, অতঃপর সকালে হঠাৎ আক্রমণ চালায়, আর সে সময় ধূলি উড়ায়, অতঃপর (শত্রু) দলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে (এভাবে মানুষ নিজের শক্তি-সামর্থ্য ও আল্লাহ্র এক অতি বড় নি'মাত ঘোড়াকে অপরের সম্পদ লুণ্ঠন ও অন্যের প্রতি যুল্মের কাজে ব্যবহার করে)"। এ আয়াতগুলো নাযিল করে তাদের সংবাদ জানিয়ে দেন।[৮০৭]

আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ **"৬. বস্তুতঃ মানুষ তার রব্ব-এর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ"** এর উপরে শপথ করা হয়েছে, (এই বাক্য হচ্ছে (এতগুলো) শপথ করার কারণ) অর্থাৎ সে তার রব্বের নিআমতরাজির অস্বীকারকারী, অকৃতজ্ঞ। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মুজাহিদ, ইবরাহীম আন-নাখঈ, আবুল জাউযা', আবুল আলিয়াহ, আবুদ দুহা, সাঈদ বিন জুবায়র, মুহাম্মাদ বিন কায়স, দহ্হাক, হাসান, কাতাদাহ, আর-রাবী' বিন আনাস এবং ইবনু যায়দ বলেনঃ الكنود। শব্দের অর্থ হচ্ছে

---

৮০৫. আত-তাবারী ২৪/৫৬২।
৮০৬. আত-তাবারী ২৪/৫৬৪, ৫৬৫।
৮০৭. মুসনাদ আল-বাযযার ২২৯১, আল-মাজমা' ৫/১১৫। সনদে হাফস বিন জুমায়' তিনি দুর্বল।

الكفور অকৃতজ্ঞ।[৮০৮] হাসান বলেন: الكنود হচ্ছে (অর্থাৎ যে দুঃখ কষ্টে পড়লে) আল্লাহ তাআলার নিআমতের কথা ভুলে যায়।[৮০৯]

৭৪৩৮. ইবনু আবী হাতিম বলেন, আবূ কুরায়ব, উবায়দুল্লাহ, ইসরাঈল, জা'ফার ইবনুয যুবায়র, কাসিম, আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ সে ব্যক্তিকে বলা হয় যে একা একা আহার করে, দাস দাসীকে প্রহার করে এবং অধীনস্থদের সাথে দুর্ব্যবহার করে।[৮১০] এই হাদীস্রের সনদ দুর্বল। ইবনু জারীর হারীয বিন উস্রমান, হামযাহ বিন হানী, আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মওকূফ পদ্ধতিতে এই হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ **"৭. আর সে নিজেই (নিজের কাজ-কর্মের কারণে) এ বিষয়ের সাক্ষী"** কাতাদাহ, সুফিয়ান আস্র-স্রাওরী বলেন: আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ের সাক্ষী।[৮১১] হতে পারে إنه এর ه সর্বনাম দ্বারা মানুষকে বুঝানো হয়েছে, মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী এ মত ব্যক্ত করেছেন, কাজেই এখানে উহ্য যে বাক্য তা হচ্ছে ঃ মানুষ তার নিজের অকৃতজ্ঞ হওয়ার উপরে নিজেই সাক্ষী, এটা তার অবস্থাতেই বুঝা যায়, অর্থাৎ এটা তার কথা ও কাজেই প্রকাশ পায়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ﴾ **"মুশরিকদের এটা কাজ নয় যে, তারা আল্লাহর মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারী সেবক হবে যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ্য দেয়"**।[৮১২]

আল্লাহ তাআলার বাণী: আল্লাহ তাআলার বাণীঃ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ **"৮. আর ধন-সম্পদের প্রতি অবশ্যই সে খুবই আসক্ত"** অর্থাৎ সে خير অর্থাৎ ধনসম্পদের প্রতি আসক্ত, এ ব্যাপারে দুই ধরনের মতামত রয়েছে ঃ প্রথমটি হচ্ছে ঃ অর্থাৎ সে ধন-সম্পদের প্রতি খুবই আসক্ত, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঃ সে সম্পদের ভালবাসায় লোভী এবং কৃপণ। উভয় অর্থাৎ সঠিক।

পরকালের ভয় প্রদর্শন

এরপর আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে সংযমী হতে এবং আখিরাতের প্রতি আগ্রহী হতে উৎসাহ প্রদান করেন, আরও অবহিত করেন এ অবস্থার পরে যা ঘটবে, আর মানুষ যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সম্মুখিন হবে। ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ **"৯. সে কি জানে না, কবরে যা আছে তা যখন উত্থিত হবে"** অর্থাৎ এতে যে সব মৃত রয়েছে তাদেরকে বের করে দেয়া হবে, ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ **"১০. আর অন্তরে যা (কিছু লুকানো) আছে তা প্রকাশ করা হবে"** আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং অন্যরা বলেন: অর্থাৎ তারা তাদের অন্তরসমূহে যা কিছু গোপন করত তা প্রকাশ করে দেয়া হবে।[৮১৩] ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ **"১১. নিঃসন্দেহে তাদের রব্ব সেদিন তাদের সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকবেন"** অর্থাৎ তারা যা কিছু করত সে সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন, তিনি তাদেরকে পুরোপুরি সাওয়াব প্রদান করবেন, কণা পরিমাণও যুলুম করবেননা,

সূরাহ আদিয়াতের তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তাআলার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

---

৮০৮. আত-তাবারী ২৪/৫৬৬।
৮০৯. আত-তাবারী ২৪/৫৬৬।
৮১০. তাবারানী ৭৭৭৮, ৮৯৫৮, আত-তাবারী ৩০/১৮০। উক্ত হাদীস্রটি মাওকূফ সূত্রে সহীহ কিন্তু মারফূ' সূত্রে অত্যন্ত দুর্বল।
৮১১. আত-তাবারী ২৪/৫৭৬।
৮১২. সূরাহ তাওবাহ, ৯ঃ ১৭।
৮১৩. আত-তাবারী ২৪/৫৬৯।

সূরাহ্ আল-কারিআহর তাফসীর

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্র নামে।

১. মহা বিপদ	اَلۡقَارِعَةُ ۙ﴿۱﴾
২. কী সেই মহা বিপদ?	مَا الۡقَارِعَةُ ۚ﴿۲﴾
৩. মহা বিপদ সম্পর্কে তুমি কী জান?	وَ مَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الۡقَارِعَةُ ؕ﴿۳﴾
৪. সে দিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত	یَوۡمَ یَکُوۡنُ النَّاسُ کَالۡفَرَاشِ الۡمَبۡثُوۡثِ ۙ﴿۴﴾
৫. আর পর্বতগুলো হবে ধুনা রঙ্গিন পশমের মত।	وَ تَکُوۡنُ الۡجِبَالُ کَالۡعِهۡنِ الۡمَنۡفُوۡشِ ؕ﴿۵﴾
৬. অতঃপর যার (সৎ কর্মের) পাল্লা ভারি হবে।	فَاَمَّا مَنۡ ثَقُلَتۡ مَوَازِیۡنُهٗ ۙ﴿۶﴾
৭. সে সুখী জীবন যাপন করবে।	فَهُوَ فِیۡ عِیۡشَۃٍ رَّاضِیَۃٍ ؕ﴿۷﴾
৮. আর যার (সৎকর্মের) পাল্লা হালকা হবে,	وَ اَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَازِیۡنُهٗ ۙ﴿۸﴾
৯. (জাহান্নামের) অতলস্পর্শী গর্তই হবে তার বাসস্থান।	فَاُمُّهٗ هَاوِیَۃٌ ؕ﴿۹﴾

﴿اَلۡقَارِعَةُ ۙ﴾ **"১. মহা বিপদ"** হচ্ছে কিয়ামতের অন্যতম একটি নাম, যেমন حاقة , طامة , صاخة , غاشية এ ছাড়াও আরও অন্যান্য নাম। এরপর আল্লাহ তাআলা এর তীব্রতা এবং এর ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করেন, ﴿وَ مَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الۡقَارِعَةُ ؕ﴾ **"৩. মহা বিপদ সম্পর্কে তুমি কী জান?"** এরপর তিনি একে ব্যাখ্যা করেন এভাবে ﴿یَوۡمَ یَکُوۡنُ النَّاسُ کَالۡفَرَاشِ الۡمَبۡثُوۡثِ ۙ﴾ **"৪. সে দিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত"** অর্থাৎ তাদের বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়া, পৃথক পৃথক হয়ে যাওয়া, আর তারা যে পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে তাতে হতভম্ব হয়ে তাদের আসা-যাওয়া, যেন তারা বিক্ষিপ্ত পতঙ্গ, যেমন আল্লাহ তাআলা অপর এক আয়াতে বলেন: ﴿کَاَنَّهُمۡ جَرَادٌ مُّنۡتَشِرٌ﴾ **"যেন তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল"**[৮১৪] আল্লাহ তাআলার বাণীঃ ﴿وَ تَکُوۡنُ الۡجِبَالُ کَالۡعِهۡنِ الۡمَنۡفُوۡشِ ؕ﴾ **"৫. আর পর্বতগুলো হবে ধুনা রঙ্গিণ পশমের মত"** অর্থাৎ পরিণত হবে, সেগুলো যেন ধুনা উলের মত যা তারা পরিধান করতে এবং ছিঁড়তে শুরু করেছে। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, সাঈদ বিন জুবাইর, হাসান, কাতাদাহ, আতা' আল খুরাসানী, দহ্হাক এবং সুদ্দী বলেনঃ ﴿کَالۡعِهۡنِ﴾ **"পশমের ন্যায়"** উল।[৮১৫] এরপর আল্লাহ তাআলা যে দিকে আমলকারীদের আমলের ব্যাখ্যা করেছেন- আর লোকেরা তাদের আমল অনুসারে যে সম্মান ও অপমান অর্জন করবে সে সম্পর্কে অবহিত করছেন, তিনি বলেন: ﴿فَاَمَّا مَنۡ ثَقُلَتۡ مَوَازِیۡنُهٗ ۙ﴾ **"৬. অতঃপর যার (সৎ কর্মের) পাল্লা ভারি হবে"** অর্থাৎ তার গোনাহসমূহের

---

৮১৪. সূরাহ কমার, ৫৪ঃ ৭।

৮১৫. আত-তাবারী ২৪/৫৭৪।

উপরে তার পুণ্যসমূহ প্রাধান্য লাভ করে ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ **"৭. সে সুখী জীবন যাপন করবে"** অর্থাৎ জান্নাতে, ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ **"৮. আর যার (সৎকর্মের) পাল্লা হালকা হবে"** অর্থাৎ তার পুণ্যসমূহের উপরে তার গোনাহসমূহ প্রাধান্য লাভ করে, আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ **"৯. (জাহান্নামের) অতলস্পর্শী গর্তই হবে তার বাসস্থান"** কেউ কেউ বলেন: এর অর্থ হচ্ছে জাহান্নামের আগুনে সে মাথার ভরে হুড়মুড় করে পতিত হবে। এখানে أمه তার মা দ্বারা তার মগজ বুঝানো হয়েছে, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), ইকরিমাহ, আবূ স্বালিহ এবং কাতাদাহ থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৮১৬] কাতাদাহ বলেন: অর্থাৎ তার মাথার ভরে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৮১৭] অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আবূ স্বালিহ, তাদেরকে তাদের মাথার ভরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৮১৮] কেউ কেউ বলেন: এর অর্থ হচ্ছে ঃ তার মা যার নিকট সে ফিরে যাবে আর পরকালে যেখানে তার শেষ ঠিকানা হবে (হাবিয়ায়) এটা হচ্ছে জাহান্নামের অন্যতম একটি নাম। ইবনু জারীর বলেন: 'হাবিয়া'কে তার মা বলা হয়েছে কেননা এটা ছাড়া তার আর কোন ঠিকানা নেই।[৮১৯] ইবনু যায়দ বলেন: الهاوية এর অর্থ হচ্ছে আগুন, সেটা তার মা, আর তাই হচ্ছে তার ঠিকানা যেদিকে সে ফিরে যাবে, আর সেখানে সে আশ্রয় নিবে। তিনি পাঠ করেন ঃ ﴿وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾ **"তাদের নিবাস হবে জাহান্নাম"**।[৮২০] ইবনু আবী হাতিম বলেন: কাতাদাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন: সেটা হচ্ছে জাহান্নাম।[৮২১] আর তাই তাদের ঠিকানা, এ কারণে তিনি الهاوية এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ۝ نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ **"১০. তুমি কি জান তা কী? ১১. জ্বলন্ত আগুন"**।

ইবনু জারীর বলেন, ০[ইবনু আবদিল আ'লা][ইবনু স্বাওর][মা'মার][আল আশআস্ব বিন আবদুল্লাহ আল-আ'মা]০ বলেন, কোন ঈমানদার লোক মারা গেলে তার রূহকে পূর্বে মৃত ঈমানদারদের রুহের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর ফেরেশতারা বলে তোমাদের ভাইকে তোমরা প্রবোধ ও সান্ত্বনা প্রদান কর। কারণ সে এতদিন যাবত দুনিয়ার চিন্তা পেরেশানীতে লিপ্ত ছিল। অতঃপর ঈমানদারদের রূহগণ তাকে জিজ্ঞাসা করে যে অমুক ব্যক্তির খবর কী? উত্তরে সে বলে কেন সে তো মারা গেছে। সে কি তোমাদের কাছে আসেনি? উত্তরে তারা বলবে, সে আমাদের কাছে আসেনি। তাকে তার মা-সহ হাবিয়া জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।[৮২২]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ **"১১. জ্বলন্ত আগুন"** অর্থাৎ প্রচণ্ড উত্তাপ, শক্তিশালী অগ্নিশিখা এবং আগুন।

৭৪৩৯. (স্বহীহ): ০[আবূ মুস্বআব][মালিক][আবুয যিনাদ][আল-আ'রাজ][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০ থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মানুষের আগুন যা তোমরা জ্বালিয়ে থাক (সেটা) জাহান্নামের আগুনের সত্তরভাগের একভাগ। স্বাহাবীগণ বলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই (দুনিয়ার) আগুন কি যথেষ্ট নয়? তিনি

৮১৬. আত-তাবারী ২৪/৫৭৫, ৫৭৬, আল-কুরতুবী ২০/১৬৭।
৮১৭. আত-তাবারী ২৪/৫৭৬।
৮১৮. আত-তাবারী ২৪/৫৭৫।
৮১৯ .আত-তাবারী ২৪/৫৭৫।
৮২০. আল ইমরান ১৫১, আত-তাবারী ২৪/৫৭৬।
৮২১. আত-তাবারী ২৪/৫৭৫।
৮২২. আত-তাবারী ৩০/১৮২, তাখরীজু আহাদীস্ব ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন ৬/২৬২৮।

বলেন: একে ঊনসত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।[৮২৩] ইমাম বুখারী ইসমাঈল বিন আবী উওয়ায়স থেকে আবূ মালিক এর সূত্রে এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[৮২৪]

৭৪৪০. (স্বহীহ): ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন, কুতায়বাহ, মুগীরাহ বিন আবদুর রহমান, আবুয যিনাদ এর সূত্রে বর্ণনা করেন, সেখানে কোন কোন শব্দে রয়েছে ঃ একে ঊনসত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে এর প্রতিটির উত্তাপ এর উত্তাপের মত।[৮২৫]

৭৪৪১. ইমাম আহমাদ বলেন, আবদুর রহমান, হাম্মাদ, ইবনু সালামাহ, মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ, আবূ হুরায়রাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, তোমাদের এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। এক ব্যক্তি বলল এই আগুনই কি শাস্তির জন্য যথেষ্ট ছিল না? অবশ্যই এর উত্তাপ ৬৯ গুণ উত্তপ্ততায় বেশী হবে।[৮২৬] হাদীস্রটি ইমাম আহমাদ এই সূত্রে মুসলিমের শর্তে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৭৪৪২. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, সুফইয়ান, আবুয যিনাদ, আল-আ'রাজ, আবূ হুরায়রাহ আল-আ'রাজ, আমর, ইয়াহইয়া বিন জা'দাহ বলেন, তোমাদের এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। দু'বার সমুদ্রে ডুবিয়ে তা দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। অন্যথায় কেউ এর দ্বারা উপকৃত হতে পারত না।[৮২৭] হাদীস্রটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ কিন্তু তারা উভয়ে তা এই সূত্রে বর্ণনা করেননি। ইমাম মুসলিম ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৭৪৪৩. (স্বহীহ): বাযযার আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ও আবূ সাঈদ আল-খুদরী -এর হাদীস্র থেকে বর্ণনা করেন, নবী বলেন, নিশ্চয় তোমাদের এই আগুন জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের একভাগ।[৮২৮]

৭৪৪৪. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, কুতায়বাহ, আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ দারাওয়ারদী, সুহায়ল, তার পিতা (আবূ স্বালিহ যাকওয়ান), আবূ হুরায়রাহ নাবী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জাহান্নামের আগুনের চেয়ে দুনিয়ার আগুন ১০০ (একশত) ভাগের এক ভাগ। মুসলিমের শর্তে ইমাম আহমাদ এককভাবে হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন।[৮২৯]

৭৪৪৫. (স্বহীহ): আবুল কাসিম আত-তাবারানী বলেন, আহমাদ বিন আমর আল-খাল্লাল, ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী, মা'ন বিন ঈসা আল কাযযায, মালিক, তার চাচা আবূ সুহায়ল, তার পিতা (আবূ স্বালিহ), আবূ হুরায়রাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন তোমরা কি জান যে জাহান্নামের আগুনের তুলনায় তোমাদের এই আগুন কিরূপ? শোন! জাহান্নামের আগুন তোমাদের এই আগুনের ধুঁয়ার চেয়েও সত্তরগুণ বেশি কালো।[৮৩০] আবূ মুস্রআব মালিক হতে এই হাদীস্রটি বর্ণনা করেন।

---

৮২৩. দ্রষ্টব্য: সূরাহ ওয়াকিয়াহ এর ৭১ নং আয়াতে অতিবাহিত হয়েছে।

৮২৪. স্বহীহুল বুখারী ৩২৬৫, মুসলিম ২৮৪৩।

৮২৫. মুসলিম ২৮৪৩। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

৮২৬. আহমাদ ২/৪৬৭, মুয়াত্তা' মালিক ৫৭৫। **তাহকীকঃ** আহমাদ শাকির বলেন, সানাদটি স্বহীহ।

৮২৭. আহমাদ ২/২৪৪। সানাদটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

৮২৮. মুসনাদ আল-বাযযার ২/২২,৩৪৯০, তাবারানী ১০৫৩২। সানাদে উবায়দ বিন ইসহাক দুর্বল। কিন্তু হাদীস্রটির শাওয়াহিদ রয়েছে। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৮২৯. আহমাদ ২/৩৭৯, কানযুল উম্মাল ৩৯৪৭৫, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৮৫৭৫, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস্র-স্রাগীর ১২৯৬২। দঈফ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ২১২৯, স্বহীহ আল-জামি' আস্র-স্রাগীর ৭০০৪। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৮৩০. আল-মাজমা' লিল হায়স্রামী ১০/৩৭৮, মু'জামুল আওসাত ৪৮৫, ৪৮৪৩, জামিউল আহাদীস্র ৪১৩, জামউল জাওয়ামি' ৪১১, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৮৫৭৫। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

৭৪৪৬. (দঈফ): তিরমিযি ও ইবনু মাজাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন জাহান্নামের আগুনকে এক হাজার বছর যাবত প্রজ্জ্বলিত করার পর তা লাল বর্ণ ধারণ করে অতঃপর আরো এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলিত করার পরে সাদা হয়ে যায়। সবশেষে আরো এক হাজার বছর জ্বালানো হলে কালো হয়ে যায়, ফলে এখন তা ঘোর অন্ধকার তুল্য কালো[৮৩১]

৭৪৪৭. (স্বহীহ): হাদীস্রে এসেছে যা ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ... আবূ উস্রমান আন-নাহদী ... আনাস ও আবূ নাদরাহ আল-আবদী ... আবূ সাঈদ ও আজলান ... আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ... বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জাহান্নামে যার সবচেয়ে কম শাস্তি হবে (সে হচ্ছে) যে দু'টি জুতা পরিহিত থাকবে, তাতে তার মগজ টগবগ করে ফুটবে।[৮৩২]

৭৪৪৮. (স্বহীহ): বুখারী ও মুসলিমে প্রমাণিত হয় ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: জাহান্নাম তার রব্বের নিকট অভিযোগ করে বলে ঃ হে আমার রব্ব! আমার কোন অংশ কোন অংশকে গ্রাস করে ফেলছে, তখন তিনি তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি দেন, একটি নিঃশ্বাস হচ্ছে শীতকালে, অপর নিঃশ্বাসটি হচ্ছে গ্রীষ্মকালে, এ কারণে তোমরা শীতকালে এর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পেয়ে থাক, আর গ্রীষ্মকালে এর প্রচণ্ড উত্তাপ তোমরা অনুভব কর।[৮৩৩]

৭৪৪৯. (স্বহীহ): বুখারী-মুসলিমে রয়েছে ঃ যখন কঠিন গরম থাকে তখন তোমরা ঠাণ্ডা করে স্বালাত আদায় কর, বস্তুত প্রচণ্ড উত্তাপ হচ্ছে জাহান্নামের শ্বাস-প্রশ্বাসের অংশ।[৮৩৪]

সূরাহ আল-কারিয়ার তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তাআলার জন্য সকল প্রশংসা এবং অনুগ্রহ তাঁরই।

সূরাহ আত-তাকাসুর-এর তাফসীর

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

১. অধিক (পার্থিব) সুখ সম্ভোগ লাভের মোহ তোমাদেরকে (অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে) ভুলিয়ে রেখেছে।

---

৮৩১. তিরমিযী ২৫৯১, ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি মাওকূফ হাদীস্র, ইবনু মাজাহ ৪৩২০, সিলসিলাহ দঈফাহ ১৩০৫, জামিউল আহাদীস্র ৯৫৮৮, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে মাওকূফ সূত্রে স্বহীহ। জামিউল উসূল ৮০৫৬, আল-মুসনাদ আল-জামি' ১৫৩৫৫, জামউল জাওয়ামি' ৭৯২৮, সিলসিলাতু আহাদীস্রুল ওয়াহীয়াহ ১৩৫, কানযুল উম্মাল ৩৯৪৮৩। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্রটি হাসান গরীব। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াহইয়া যখন ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম থেকে হাদীস্র বর্ণনা করবে তখন তিনি স্রিকাহ তাছাড়া তিনি দুর্বল। আর তার উর্ধতন রাবী শারীক বিন আবদুল্লাহ তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়া হাদীস্রের একটি ইল্লাত। হাদীস্রের মাঝে ইদতিরাব করাটি তার দুর্বলতাকে আরো বেশি অকাট্য করে দেয়। আবার তিনি হাদীস্র বর্ণনার ক্ষেত্রে কখনো বলেন, আবূ স্বালিহ থেকে আবার কখনো বলেন, কোন এক ব্যক্তি থেকে সন্দেহের সাথে তা বর্ণনা করে থাকেন। এসকল কিছু তার দবত কম হওয়ার নিদর্শন। তাই আহলে ইলমগণ তার এসকল দিককে কেন্দ্র করে সকলে তাকে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। (সিলসিলাহ দঈফাহ ১৩০৫) **তাহকীক আলবানী ঃ** দঈফ।

৮৩২. আহমাদ ৯২৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৮৩৩. স্বহীহুল বুখারী ৫৩৭, মুসলিম ৬১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৮৩৪. স্বহীহুল বুখারী ৫৩৩, ৫৩৪, মুসলিম ৬১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢

২. এমনকি (এ অবস্থাতেই) তোমরা কবরে এসে পড়।

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣

৩. (তোমরা যে ভুল ধারণায় ডুবে আছো তা) মোটেই ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে,

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤

৪. আবার বলি, মোটেই ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥

৫. কক্ষণো না, তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে জানতে! (তাহলে সাবধান হয়ে যেতে)

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝٦

৬. তোমরা অবশ্য অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে,

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧

৭. আবার বলি, তোমরা তা অবশ্য অবশ্যই দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাবে,

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٨

৮. তারপর তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই (যা কিছু দেয়া হয়েছে এমন সব) নি'য়ামাত সম্পর্কে সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে।

দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার ফলাফল হচ্ছে আখিরাত থেকে উদাসীনতা

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আখিরাতের অনুসন্ধান এবং এর প্রতি আসক্তি বাদ দিয়ে দুনিয়ার ভালবাসা, এর নিআমতরাজি এবং এর চাকচিক্য তোমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে, এটা তোমাদের কালক্ষেপন করছে, অবশেষে তোমাদের মৃত্যু এসে পড়ে এবং তোমরা কবরে চলে যাও, আর এর অধিবাসী হও।

৭৪৫০. ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊[আমার পিতা (আবূ হাতিম)][যাকারিয়্যাহ বিন ইয়াহইয়া আল-ওয়াক্কার আল-মিস্‌রী][খালিদ বিন আবদুদ্‌ দাইম][(আবদুর রহমান) ইবনু যায়দ বিন আসলাম (দঈফ বা দুর্বল)][তার পিতা (আসলাম) (রাহিমাহুল্লাহ)]◊ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,﴿أَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١﴾ **"১. অধিক (পার্থিব) সুখ সম্ভোগ লাভের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে (অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে) ভুলিয়ে রেখেছে।"** অর্থাৎ আনুগত্য থেকে। ﴿حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢﴾ **"২. এমনকি (এ অবস্থাতেই) তোমরা কবরে এসে পড়।"** অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু আসা পর্যন্ত।[৮৩৫] হাসান আল-বাস্‌রী বলেন,﴿أَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١﴾ **"১. অধিক (পার্থিব) সুখ সম্ভোগ লাভের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে (অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে) ভুলিয়ে রেখেছে।"** অর্থাৎ মাল ও সন্তানের প্রতিযোগিতা।

৭৪৫১. (স্বহীহ): স্বহীহ বুখারীতে কিতাবুর রিকাকে এসেছে ঃ ◊[আবুল ওয়ালীদ][হাম্মাদ বিন সালামাহ][স্বাবিত][আনাস বিন মালিক][উবায় বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ (আনাস বিন মালিক) বর্ণনা করেন ঃ আমরা لو كان لابن آدم واد من ذهب (অর্থাৎ আদম সন্তানের যদি এক উপত্যকা পরিমাণ স্বর্ণ থাকত) এ কথাটিকে কুরআনের

---

৮৩৫. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এর কোন ভিত্তি নেই। তবে ধারণা করা হয় যে, উক্ত বাক্যটি আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম এর। হাদীস্রটির দুর্বলতার **প্রথম কারণ** হচ্ছেঃ হাদীস্রটি মুরসাল, **দ্বিতীয় কারণঃ** ইবনু যায়দ তিনি আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ বা উসামাহ। তবে ইবনু মাঈন বলেন, যায়দের একাধিক সন্তান ছিল কিন্তু এদের কেউ তার সন্তানের মধ্যে নয়। **তৃতীয় কারণঃ** খালিদ বিন আবদুদ দাইমকে ইবনু হিব্বান দুর্বল বলেছেন। **চতুর্থ কারণঃ** এটি আরো খারাপ, যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আল-মিস্‌রী আল-ওয়াক্কার সম্পর্কে সালিহ জাযারা বলেন, তিনি মিথ্যুক। তিনি আরও বলেন, তিনি বড় বড় মিথ্যুকদের একজন। ইবনু আদী তার ব্যাপারে বলেন, তিনি হাদীস্র নিজে থেকে বানিয়ে বর্ণনা করতেন।

অংশ মনে করতাম, অবশেষে অবতীর্ণ হয় ঃ ﴿أَلْهَىٰكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ **"অধিক (পার্থিব) সুখ সম্ভোগ লাভের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে (অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে) ভুলিয়ে রেখেছে"**।[৮৩৬]

৭৪৫২. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ কোতাদাহ মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর তার পিতা (আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর) বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে শুনি তিনি বলছেনঃ ﴿أَلْهَىٰكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ **"অধিক (পার্থিব) সুখ সম্ভোগ লাভের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে (অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে) ভুলিয়ে রেখেছে"** মানুষ বলে ঃ আমার সম্পদ, আমার সম্পদ, তোমার সম্পদ তো সেটাই যা তুমি খেয়ে শেষ করে দিয়েছ, অথবা পরিধান করে ক্ষয় করে ফেলেছ, অথবা সাদাকাহ করে খরচ করে ফেলেছ।[৮৩৭] মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসাঈ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৮৩৮]

৭৪৫৩. (সহীহ): ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ'-তে বর্ণনা করেছেন, সুওয়ায়দ বিন সাঈদ হাফস বিন মায়সারাহ আল-আলা' (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবদুর রহমান বিন ইয়া'কূব) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ বান্দা বলে ঃ আমার সম্পদ, আমার সম্পদ, তার সম্পদ তো তিন ধরনের ঃ যা সে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে অথবা পরিধান করে ক্ষয় করে ফেলেছে, অথবা সাদাকাহ করে খরচ করে ফেলেছে, এ ছাড়া আর যা কিছু আছে তা চলে যাবে অথবা লোকদের জন্য ছেড়ে যাবে। মুসলিম এককভাবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৮৩৯]

৭৪৫৪. (সহীহ): ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, হুমায়দী সুফইয়ান আবদুল্লাহ বিন আবী বাকর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাযম আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তিনজন মৃত ব্যক্তির পেছনে পেছনে যায়, তার পরিবার-পরিজন, তার সম্পদ এবং তার আমল, তার পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ ফিরে আসে আর তার আমল (তার সাথে) থেকে যায়।[৮৪০] অনুরূপভাবে এ হাদীস সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ থেকে বর্ণনা করেছেন মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসাঈ।[৮৪১]

৭৪৫৫. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ইয়াহইয়া শু'বাহ কোতাদাহ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ লোকেরা বুড়ো হয়, তন্মধ্যে দু'টো জিনিস অবশিষ্ট থাকে ঃ লোভ-লালসা এবং আকাঙ্ক্ষা।[৮৪২] বুখারী ও মুসলিম তাঁদের 'সহীহ' গ্রন্থদ্বয়ে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৮৪৩]

আল-হাফিয ইবনু আসাকির তার 'তারজামাতুল আহনাফ বিন কায়স' গ্রন্থে বলেন, তিনি এক ব্যক্তির দিরহাম দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এই টাকা কার? উত্তরে লোকটি বলল আমার, দহহাক বলেন, তোমার তো তখন হবে যখন তুমি তা কোন কাজে ব্যয় করবে কিংবা আল্লাহর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দান করে দিবে। এই বলে দহহাক নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেনঃ

أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالمال لك

---

৮৩৬. ফাতহুল বারী ১১/৪৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
৮৩৭. আহমাদ ১৫৮৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
৮৩৮. মুসলিম ২৯৫৮, তিরমিযী ২৩৪২, সুনান আন-নাসাঈ ৩৬১৬।
৮৩৯. মুসলিম ২৯৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
৮৪০. সহীহুল বুখারী ৬৫১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
৮৪১. মুসলিম ২৯৬০, তিরমিযী ২৩৭৯, সুনান আন-নাসাঈ ১৯৩৭।
৮৪২. আহমাদ ১১৭৩২।
৮৪৩. সহীহুল বুখারী ৬৪২১, মুসলিম ১০৪৭।

অর্থাৎ সম্পদ আটক করে বসে থাকা পর্যন্ত সম্পদ তোমার মালিক, আর যখন তা খরচ করে ফেলবে তখন তুমি সম্পদের মালিক হয়ে যাবে।

ইবনু আবী হাতিম বলন, ◊(আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ)X(আবূ উসামাহ)X(সালিহ বিন হায়্যান)X(ইবনু বুরায়দাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◊ বলেন, বনু হারিস্রা ও বনু হারিস্র নামক দুই আনসারীর দু'টি গোত্র পরস্পর গৌরব ও প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা করত। একদল বলতো দেখ, আমাদের গোত্রের অমুক ব্যক্তি এত বড় বীর, অমুক এত বড় শক্তিশালী কিংবা অমুক এত বড় সম্পদশালী ইত্যাদি। অপর গোত্রও তাদের জবাবে অনুরূপ কথা বলত। এমনকি এভাবে জীবিতদের নিয়ে বড়াই করা শেষ হলে কবরে গিয়েও মৃতদের নিয়ে উভয় গোত্র একইভাবে বড়াই করে বেড়াত। এদের ব্যাপারে আলোচ্য আয়াতগুলো নাযিল হয়।

কাতাদাহ বলেন, মানুষ নিজেদের ধনবল ও জনবল নিয়ে একে অপরের উপর বড়াই দেখাত। এভাবে একে একে সকলেই কবরে চলে যায়। ﴿زُرۡتُمُ ٱلۡمَقَابِرَ﴾ এর সঠিক অর্থ হলে অবশেষে তোমরা কবরের বাসিন্দা হয়েছো।

৭৪৫৬. (স্বহীহ): যেমন স্বহীহ হাদীস্রে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন জনৈক অসুস্থ বেদুঈনকে দেখতে যেয়ে বলেন, لَا بأس طهورلَا إن شاء الله অর্থাৎ ভয়ের কিছু নাই ইনশাআল্লাহ গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। একথা শুনে লোকটি বলল قلت: طهور؟ بل هي حمي تفور، علي شيخ كبير، تزيره القبر অর্থাৎ আপনি গুনাহ হতে পবিত্র হওয়ার কথা বলছেন? তা বরং এমন প্রচন্ড জ্বর যা প্রবীণ বৃদ্ধের গায়ে টগবগ করছে যা তাকে কবরে উপনীত করবে। শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন, তবে তাই। এখানে تزير শব্দটি উপনিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৮৪৪]

৭৪৫৭. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊(আবূ যুরআহ)X(মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আল-আস্রবাহানী)X(হাকাম বিন সালম আর রাযী)X(আমর বিন আবী কায়স)X(হাজ্জাজ)X(মিনহাল)X(যির বিন হুবায়শ)X(আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◊ বলেন, এককালে আমরা আযাব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলাম। অতঃপর আলোচ্য সুরাটি নাযিল হয়ে আমাদের সন্দেহ দূর করে দেয়। ইমাম তিরমিযী আবূ কুরায়ব থেকে হাক্কাম বিন সালম এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হাদীস্রটি গারীব।[৮৪৫]

জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে এবং নিআমতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হবে মর্মে হুঁশিয়ারি

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ۙ﴿۳﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ؕ﴿۴﴾﴾ **"(তোমরা যে ভুল ধারণায় ডুবে আছো তা) মোটেই ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, আবার বলি, মোটেই ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে"** হাসান আল-বাস্রী বলেন: এখানে আল্লাহ তাআলা হুঁশিয়ারির পরে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।[৮৪৬] দহ্হাক বলেন: ﴿كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ۙ﴿۳﴾﴾ **"৩. (তোমরা যে ভুল ধারণায় ডুবে আছো তা) মোটেই ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে"** অর্থাৎ হে কাফেরের দল, ﴿ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ؕ﴿۴﴾﴾ **"৪. আবার বলি, মোটেই ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে"** অর্থাৎ হে মু'মিনগণ।[৮৪৭] ﴿كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُوۡنَ عِلۡمَ الۡیَقِیۡنِ ؕ﴿۵﴾﴾ **"৫. কক্ষণো না, তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে জানতে"** অর্থাৎ তোমরা যদি যথাযথভাবে জানতে তবে আখিরাতের অনুসন্ধান থেকে অধিক (পার্থিব) সুখ সম্ভোগ লাভের পারস্পরিক

৮৪৪. বুখারী ৫৬৫৬, মুসনাদ আহমাদ ৩/২৫০। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

৮৪৫. তিরমিযী ৩৩৫৫, দঈফ আত তিরমিযী ৪৩৮। ইমাম তিরমিযী হাদীস্রটিকে গরীব বলেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ

৮৪৬. আল-বাগাবী ৪/৫২০।

৮৪৭. আত-তাবারী ২৪/৫৮১।

প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে (অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে) ভুলিয়ে দিতনা, অবশেষে কবরবাসি হতেনা। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝﴾ **"৬. তোমরা অবশ্য অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে, ৭. আবার বলি, তোমরা তা অবশ্য অবশ্যই দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাবে"** এই হচ্ছে পূর্বের হুঁশিয়ারির ব্যাখ্যা তা হচ্ছে ঃ ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝﴾ **"৪. আবার বলি, মোটেই ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। ৩. (তোমরা যে ভুল ধারণায় ডুবে আছো তা) মোটেই ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে"** তাদেরকে এ অবস্থার মাধ্যমে ভয় দেখিয়েছেন, তা হচ্ছে জাহান্নামবাসীরা যা প্রত্যক্ষ করবে, এটা হচ্ছে অগ্নি, এটা যখন নিঃশ্বাসের সাথে বাতাস বের করবে তখন প্রত্যেক নৈকট্য অর্জনকারী ফেরেশ্তা এবং প্রেরিত রাসূল তাঁর হাঁটুর উপরে পড়ে যাবে, ভয়ে, তীব্রতায়, বিভীষিকাময় পরিস্থিতি দেখে, এ ব্যাপারে বর্ণনা পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝﴾ **"৮. তারপর তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই (যা কিছু দেয়া হয়েছে এমন সব) নিআমত সম্পর্কে সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে"** অর্থাৎ সেদিন আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন তিনি তোমাদেরকে যে সব নিআমত দিয়েছিলেন তোমরা কি তার শুকরিয়া আদায় করেছিলে? যেমন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া, নিরাপত্তা, জিবীকা সহ অন্যান্য বিষয়াবলি। তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে তোমরা কি আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায় করে এবং তাঁর ইবাদাত করে তার নিআমতকে গ্রহণ করেছিলে।

৭৪৫৮. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, [আবূ যুরআহ][যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আল খায্যায আল মুকরী][আবদুল্লাহ বিন ঈসা আল খায্যায][য়ূনুস বিন উবায়দ][ইকরিমাহ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলতে শুনেছেন যে,

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ، فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: "مَا أَخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟" قَالَ: أَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: وَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: "مَا أَخْرَجَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟" قَالَ أَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا. قَالَ: فَقَعَدَ عُمَرُ، وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُهُمَا، ثُمَّ قَالَ: "هَلْ بِكُمَا مِنْ قُوَّةٍ، تَنْطَلِقَانِ إِلَى هَذَا النَّخْلِ فَتُصِيبَانِ طَعَامًا وَشَرَابًا وَظِلًّا؟" قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: "مُروا بِنَا إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ التَّيهان أَبِي الْهَيْثَمِ الْأَنْصَارِيِّ". قَالَ: فتقدم رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَأُمُّ الْهَيْثَمِ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ تَسْمَعُ الْكَلَامَ، تُرِيدُ أَنْ يَزِيدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السَّلَامِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ خَرَجَتْ أُمُّ الْهَيْثَمِ تَسْعَى خَلْفَهُمْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ -وَاللهِ- سَمِعْتُ تَسْلِيمَكَ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَزِيدَنَا مِنْ سَلَامِكَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرًا". ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ أَبُو الْهَيْثَمِ؟ لَا أَرَاهُ". قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ قَرِيبٌ ذَهَبَ يَستعذبُ الْمَاءَ، ادْخُلُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي السَّاعَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَبَسَطَتْ -بِسَاطًا تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَجَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ فَفَرِحَ بِهِمْ وَقَرَّتْ عَيْنَاهُ بِهِمْ، فَصَعِدَ عَلَى نَخْلَةٍ فَصَرَمَ لَهُمْ أَعْذَاقًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حَسْبُكَ يَا أَبَا الْهَيْثَمِ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَأْكُلُونَ مِنْ بُسره، وَمِنْ رُطَبِهِ، وَمِنْ تَذْنُوبِه، ثُمَّ أَتَاهُمْ بِمَاءٍ فَشَرِبُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন দুপুর বেলা ঘর থেকে বের হয়ে দেখতে পেলেন যে, আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মসজিদে বসে আছেন। দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আবূ বকর এই সময় কিসে তোমাকে এখানে বের করে এনেছে? আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আপনাকে যে জিনিস বের করেছে আমাকেও সে জিনিসেই বের করে এনেছে হে আল্লাহর রাসুল! কিছুক্ষণ পর উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আগমন করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে একই কথা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আপনাদের দুজনকে যে জিনিসে এনেছে আমাকেও সেই

জিনিসেই এনেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বসে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, চল আমরা বাগানে গিয়ে বসি সেখানে খাওয়ার কিছু পাওয়া যেতে পারে। অতঃপর তারা আবুল হায়সামের বাড়িতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাম করলেন এবং একে একে তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হতেই আবুল হায়সামের স্ত্রী আড়াল হতে বের হয়ে পিছনে পিছনে দৌড়ে এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমরা প্রতিটি সালামের আওয়াজ শুনতে পেয়েও আমি এই আশায় উত্তর দেয়া থেকে বিরত ছিলাম যাতে আপনি আমার জন্য বেশী করে শান্তি ও নিরাপত্তার দুআ' করেন। শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন আচ্ছা ভালো। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আবুল হায়সাম কোথায়? সে বলল, নিকটেই একস্থান থেকে পানি আনতে গেছে। আপনারা ঘরে এসে বসুন, উনি এক্ষুনি এসে যাবেন। কিছুক্ষণ পর আবুল হায়সাম ঘরে এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখে খুশীতে বাগবাগ হয়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে বাগানে গিয়ে গাছে উঠে হরেক রকম কতগুলো খেজুর পেড়ে এনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খিদমতে হাজির করলেন। সঙ্গীদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তৃপ্তি সহকারে সেগুলো আহার করলেন এবং পানি পান করে বলেন, কিয়ামতের দিন এই নিআমত সম্পর্কেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[৮৪৮]

৭৪৫৯. (সহীহ): ইবনু জারীর বর্ণনা করেন ঃ ≪হুসায়ন বিন আলী আস সাদাঈ⟩⟨আল ওয়ালীদ ইবনুল কাসিম⟩⟨ইয়াযীদ বিন কায়সান⟩⟨আবূ হাযিম⟩⟨আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)≫ বলেনঃ আবূ বাক্র এবং উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বসেছিলেন, হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বলেনঃ কিসে তোমাদেরকে এখানে বসিয়েছে? তাঁরা উভয়ে বলেনঃ যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ, কেবলমাত্র ক্ষুধাই আমাদেরকে আমাদের গৃহ থেকে বের করে এনেছে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, আমাকেও সেটা ছাড়া আর কিছু বের করে আনেনি, তাঁরা সকলে চলতে চলতে জনৈক আনসারীর বাড়ীতে আসেন। গৃহকর্তী তাঁদেরকে সাদরে গ্রহণ করেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেনঃ অমুক কোথায়? মহিলা বলল ঃ আমাদের জন্য পানি সংগ্রহ করতে গেছে, এরপর লোকটি বালতি বহন করে ফিরে আসে আর বলে ঃ স্বাগতম, আজকের দিনে আমার নিকট আল্লাহর রাসূলের আগমনের চেয়ে উত্তম কোন আগমন কোন বান্দার দ্বারা আর ঘটেনি, এরপর সে একটি খেজুর বৃক্ষের নিকটে তার বালতিটি ঝুলিয়ে রাখে, সে উঠে গিয়ে তাঁদের নিকট এক গুচ্ছ খেজুর নিয়ে আসে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তুমি বেছে নিয়ে আসনি কেন? সে বলে ঃ আমি চেয়েছি যে, আপনারা স্বচক্ষে বেছে নিন, এরপর সে ব্লেড হাতে নেয় ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেনঃ 'যেটা দুধ দেয় সেটাকে যবেহ করা থেকে বিরত থাক'। লোকটি সেদিন তাঁদের জন্য যবেহ করে, তাঁরা সকলে আহার করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেনঃ কিয়ামাত দিবসে তোমাকে অবশ্যই এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, ক্ষুধায় তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ী থেকে বের করে এনেছে, তোমরা এটা না পাওয়া

---

৮৪৮. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩৮৯, মু'জামুল কাবীর ১৯/২৫৩, আল-মাজমা' লিল হায়সামী ১০/৩১৭, শুআবুল ঈমান ৪৬০৬, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৮২৫৯, মাতালিবুল আলিয়াহ ৩১৫৩, আল-আহাদীস আদ দঈফাহ আল-মাওদূআহ আল্লাতী হাকামা আলায়হাল হাফিয ইবনু কাসীর ফী তাফসীরিহি ৮৯৩। হায়সামী তার আল-মাজমা' (১০/৫৭০) এর মাঝে বলেন, বাযযার ও আবূ ইয়া'লা এবং ইমাম তাবারানী ঘটনাটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন তারা সকলে একই সানাদে আবদুল্লাহ বিন ঈসা আবূ খালফ থেকে বর্ণনা করেছেন অথচ তিনি দুর্বল। এ সম্পর্কে জানতে দেখুন সিলসিলাহ দঈফাহ (৫২০৬) তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত পোষণ করেছেন। আল-উকায়লী তার আদ-দুআফা গ্রন্থে (২১৬ পৃ.) বলেন, তার কোন তাবি' পাওয়া যায় না। **তাহকীকঃ দঈফ।**

পর্যন্ত তোমাদের বাড়ীঘরে ফিরে যাওনি, এটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার অন্যতম নিআমত।[৮৪৯] ইমাম মুসলিম ইয়াষীদ বিন কায়সান থেকে হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন।[৮৫০] আবূ ইয়া'লা ও ইবনু মাজাহ ০[আল-মুহারিবী]X[ইয়াহইয়া বিন উবায়দুল্লাহ]X[তার পিতা (উবায়দুল্লাহ)]X[আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]X[আবূ বাকর আস্স্বিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর চারটি সুনানগ্রন্থ ০[আবদুল মালিক বিন উমায়র]X[আবূ সালামাহ]X[আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ এর সূত্রে অনুরূপ ঘটনা উল্লেখের সাথে হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন।

৭৪৬০. (হাসান): ইমাম আহমাদ বলেন, ০[সুরায়জ]X[হাশরাজ (বিন নুবাতাহ) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন)]X[আবূ নুসায়রাহ]X[রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আযাদকৃত দাস আবূ আসীব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ বলেন,

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلًا فَمَرَّ بِي، فَدَعَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى حَائِطًا لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ: "أَطْعِمْنَا". فَجَاءَ بِعِذْقٍ فَوَضَعَهُ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ بَارِدٍ فَشَرِبَ، وَقَالَ: "لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ". قَالَ: فَأَخَذَ عُمَرُ الْعِذْقَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُسْرُ قِبَلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَمَسْئُولٌ (٢) عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: خِرْقَةٌ لَفَّ بِهَا الرَّجُلُ عَوْرَتَهُ، أَوْ كِسْرَةٌ سَدَّ بِهَا جَوْعَتَهُ، أَوْ جُحْرٌ تَدَخَّلَ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْقَرِّ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকটে আগমন করেন। অতঃপর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে গিয়া তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে জনৈক আনসারী স্বাহাবীর বাগানে আসলেন এবং বাগানের মালিককে বলেন, আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা কর। সঙ্গে সঙ্গে সে কয়েকটি আঙ্গুরের ছড়া নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে রেখে দিলে সাথীদের নিয়ে আহার করে পানি আনিয়ে তৃপ্তি সহকারে পান করেন। অবশেষে তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন এসব সম্পর্কেই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। শুনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একটি ছড়া হাতে নিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসব সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হব? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হ্যাঁ। তিনটি জিনিস ছাড়া বাকী সব কিছু সম্পর্কেই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। ১) শরীর ঢেকে রাখার পোশাক ২) ক্ষুধা নিবারণ পরিমাণ খাদ্য এবং ৩) রোদ-বৃষ্টি হতে মাথা গোঁজার বাসস্থান।[৮৫১]

৭৪৬১. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ০[আবদুস্ব স্বামাদ]X[হাম্মাদ]X[আম্মার]X[জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একত্রে বসে কিছু খেজুর আহার করেন এবং ঠাণ্ডা পানি পান করেন। শেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, এটি সেই নিআমত যার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ইমাম নাসাঈ ০[হাম্মাদ বিন সালামাহ]X[আম্মার বিন আবী আম্মার]X[জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ এর সূত্রে হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন।[৮৫২]

৭৪৬২. (হাসান): ইমাম আহমাদ বলেন, ০[ইয়াযীদ]X[মুহাম্মাদ বিন আমর]X[স্বফওয়ান বিন সুলায়ম]X[মাহমূদ ইবনুর রাবী']০ বলেন, সুরা তাকাসুর নাযিল হওয়ার পর স্বাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেন হে আল্লাহর রাসূল!

---

৮৪৯. আত-তাবারী ২৪/৫৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৮৫০. মুসলিম ২০৩৮।

৮৫১. আহমাদ ৫/৮১, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১৭৯৩৫, জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান ১২৭২২, মাতালিবুল আলিয়াহ ১৩/২১৫, স্বহীহ আত তারগীব ৩২২১, । **তাহকীকঃ** হাসান।

৮৫২. আহমাদ ৩/৩৫১, নাসাঈ ৩৬৪১, ‘আল-মাজমা’ লিল হায়সামী’ ১০/৩১৬। **তাহকীকঃ** শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি মুসলিমের শর্তে স্বহীহ।

(ﷺ) আমাদেরকে কোন্ নিআমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে? আমরা খাই তো শুধু খেজুর আর পানি আর ঘাড়ে ঝুলন্ত তরবারী দ্বারা শত্রুর মোকাবিলা করি। জিজ্ঞাসিত হবো কোন নিআমত সম্পর্কে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন "অদূর অভিষ্যতেই তোমরা প্রাচুর্যের অধিকারী হবে।"[৮৫৩]

৭৪৬৩. (হাসান): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ‹আবূ যুরআহ›‹মূসাদ্দাদ›‹সুফইয়ান›‹মুহাম্মাদ বিন আমর›‹ইয়াহইয়া বিন হাতিব›‹আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র›‹যুবায়র (রাঃ)› বলেন, ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবাগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ নিআমত সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হবো আমরা তো খাই শুধু খেজুর আর পানি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "এই তো অদুর ভবিষ্যতেই তোমরা প্রচুর নিআমতের অধিকারী হবে।" ইমাম তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ এর হাদীস্র হতে এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদও তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীস্রটিকে হাসান বলেছেন।[৮৫৪]

৭৪৬৪. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ‹আবূ আমির›‹আবদুল মালিক বিন আমর›‹আবদুল্লাহ বিন সুলায়মান›‹মুআয বিন আবদুল্লাহ বিন খুবায়ব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন)›‹তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন খুবায়ব) (রাঃ)›‹চাচা (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত)› বলেছেন, আমরা একদিন কোন এক মজলিসে বসেছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর আগমন ঘটে। তাঁর মাথায় পানির চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে হাসি খুশী মনে হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, হ্যাঁ। অতঃপর লোকেরা ধনাঢ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগল। শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, দেখ আল্লাহভীরুদের জন্য ধন সম্পদ দূষণীয় নয়। মুত্তাকিদের জন্য সুস্থতা ধনাঢ্যতা হতে শ্রেষ্ঠ, আর মনের আনন্দও আল্লাহর নিআমতের অন্তর্ভুক্ত।[৮৫৫]

৭৪৬৫. (সহীহ): ইমাম তিরমিযী বলেন, ‹আবদ বিন হুমায়দ›‹শাবাবাহ›‹আবদুল্লাহ ইবনুল আলা'›‹দহহাক বিন আবদুর রহমান বিন আরযাম আল-আশআরী›‹বলেন, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)› কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে সর্বপ্রথম স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাকে সুস্থতা দান করেছিলাম না ও শীতল পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত করেছিলাম না।[৮৫৬] ইমাম তিরমিযী হাদীস্রটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবী হাতিম তার 'সহীহ' গ্রন্থে আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম এর মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনুল আলা' বিন যায়দ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৭৪৬৬. ইবনু আবী হাতিম বলেন, ‹আবূ আবদুল্লাহ আত-তাহরানী›‹হাফস বিন আমর আল-আদানী›‹হাকাম বিন আবান›‹ইকরিমাহ (রহঃ)› বলেন, ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবাগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (ﷺ) আমরা আবার কোন নিআমত ভোগ করলাম? আমরা তো খাই শুধু যবের রুটি। তাও আবার পেট ভরে খেতে পাই না? তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ওহী আসে যে,

---

৮৫৩. আহমাদ ২৩৬৯০, শুআবুল ঈমান ৪৫৯৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩৪৩৪৫, আয-যুহদু লি হান্নাদ ৭৬৮, মুসনাদ আল-জামি' ১১৩৮৫। হাদীস্রটি বেশ একাধিক সানাদে বর্ণিত হয়েছে। **তাহকীকঃ** শুআয়ব আল-আরনাওয়াত আহমাদ (২৩৬৯০ নং হাদীস্রে) বলেন, হাদীস্রটি হাসান।

৮৫৪ তিরমিযী ৩৩৫৬, ইবনু মাজাহ ৪১৫৮, আহমাদ ১/১৬১। সানাদে মুহাম্মাদ বিন আমর এর কারণে সানাদটি হাসান। সূরাটি নাযিল হয়েছে মক্কায় আর উক্ত ঘটনাটি মদীনার। সম্ভবত এটি রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর এর সন্দেহের কারণে ঘটেছে।

৮৫৫. আহমাদ ৫/৩৭২, ইবনু মাজাহ ২১৪১, জামিউল আহাদীস্র ১৬০১৩, আল-মুসনাদ আল-জামি' ১৫৫১৮, জামউল জাওয়ামি' ১/১৭৬৫৬, ইলালুল হাদীস্র ২৫৪২, কানযুল উম্মাল ৬৪৪৫, মিসবাহুয যুজাজাহ ৭৬১, সিলসিলাতুস সহীহাহ ১৭৪, সহীহ আল-জামি' আস্‌-সাগীর ৭১৮২। হাদীস্রটি তিনটি সানাদে বর্ণিত হয়েছে। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৮৫৬. সহীহ আল-জামি' ২০২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

আপনি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যে, তোমরা কি জুতা পায়ে দাও না এবং শীতল পানি পান কর না? এটাও তো নিআমত।[৮৫৭]

৭৪৬৭. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, আবূ যুরআহ ইবরাহীম বিন মূসা মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান ইবনুল আসবাহানী ইবনু আবী লায়লা আমির ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন এখানে নিআমত দ্বারা উদ্দেশ্য হল নিরাপত্তা ও সুস্থতা।[৮৫৮]

৭৪৬৮. যায়দ বিন আসলাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হবে খাদ্য, পানীয়, আরামদায়ক ছায়া, সুঠাম দেহ ও মজার নিদ্রা সম্পর্কে।[৮৫৯] ইবনু আবী হাতিম পূর্বোক্ত সানাদের সূরার শুরুতে বর্ণনা করেছেন। সাঈদ বিন জুবায়র বলেন, এমনকি মধুর শরবত সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। মুজাহিদ বলেন, দুনিয়ার যে কোন সুখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। হাসান বাসরী বলেন, সকাল সন্ধ্যার খাদ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। আবূ কিলাবা বলেন, ঘি ও মধু দ্বারা খাওয়া রুটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তবে এ সব মতের মধ্যে মুজাহিদের মতটি ব্যাপক অর্থবোধক, পূর্ণাঙ্গ; এ সবকয়টি মতই তার অন্তর্ভুক্ত। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নিআমত হলো: দেহ, কর্ণ, চক্ষুর সুস্থতা। মানুষ এসব কোন্ কাজে ব্যয় করে তা জিজ্ঞাসা করবেন। এক আয়াতে আছে ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ অর্থাৎ **কান, চোখ আর অন্তর- এগুলোর সকল বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।**[৮৬০]

৭৪৬৯. (স্বহীহ): স্বহীহ বুখারী, সুনান তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনু মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন আবী হিন্দ তার পিতা (সাঈদ বিন আবী হিন্দ) আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দুটো নিআমত অধিকাংশ মানুষের দ্বারা অন্যায়ভাবে ব্যবহৃত হয়, সুস্বাস্থ্য এবং অবসর।[৮৬১] এর অর্থ হচ্ছে ঃ অর্থাৎ এ দু'টো নিআমতের শুকরিয়া আদায়ে তাদের ঘাটতি রয়েছে, এর অবশ্য পালনীয় বিষয় তারা আদায় করেনা, আর যে ব্যক্তি তার উপরে আবশ্যকীয় অধিকার আদায় করেনা সে তখন অন্যায়কারী।

৭৪৭০. (হাসান): আল-হাফিয আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আল মারওয়াযী আলী ইবনুল হাসান বিন শাকীক আবূ হামযাহ লায়স্ আবূ ফাযারাহ ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, পরণের পোশাক, বসবাসের ঘর, আহারের রুটি ব্যতীত সব কিছুরই কিয়ামতের দিন হিসাব নেয়া হবে।[৮৬২]

৭৪৭১. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, বাহয ও আফফান হাম্মাদ ইসহাক বিন আবদিল্লাহ আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সর্বশক্তিমান এবং রাজাধিরাজ

---

৮৫৭. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩৮৮। সানাদে হাফস্ বিন উমার সম্পর্কে একাধিক জন দঈফ বলেছেন, আবূ হাতিম বলেন, তিনি দুর্বল। কিন্তু মাতানটির শাওয়াহিদ রয়েছে।

৮৫৮. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩৮৮, সানাদটি দুর্বল হওয়ার দুটি কারণ রয়েছে, সানাদে ইবনু আবী লায়লা– তার নাম মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান– তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতিশক্তি দুর্বল। তার উসতায এর ব্যাপারে সন্দেহ করা হয়েছে, ধারণা করা হয় যে, তিনি আমির বিন শুরাহবীল আশ শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাক্ষাৎ পাননি। তাছাড়া তিনি মাজহূল বা অপরিচিত।

৮৫৯. দ্রষ্টব্য: ৭৪৫২ নং হাদীস্।

৮৬০. সূরাহ ইসরা', ১৭ঃ ৩৬।

৮৬১. স্বহীহুল বুখারী ৬৪১২, তিরমিযী ২৩০৪, সুনান ইবনু মাজাহ ৪১৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৮৬২. মুসনাদ আল-বায্যার ৩৬৪৩, সানাদটি লায়স্ বিন আবী সুলায়ম এর দুর্বলতার কারণে দুর্বল। কিন্তু হাদীস্টির শাহিদ হাদীস্ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আল-মুনযিরী তার 'আত-তারগীব' গ্রন্থে (৪৭১৪) বলেন, সানাদে লায়স্ ব্যতীত সকলে স্বিকাহ। আর এই হাদীস্টির মুতাবাআতও পাওয়া যায়। **তাহকীকঃ** হাসান।

আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামাত দিবসে বলবেন ঃ হে আদম সন্তান! আমি তোমাকে ঘোড়া ও উটে চড়িয়েছি, আমি তোমাকে নারীদের সাথে বিবাহ দিয়েছি, আমি তোমাকে জমিনে বাস করিয়েছি, নেতা বানিয়েছি, কাজেই এগুলোর শুকরিয়া কোথায়? এ সূত্রে তিনি একাকি বর্ণনা করেছেন।[৮৬৩]

সূরাহ আত-তাকাসুরের তাফসীর সমাপ্ত। আল্লাহ তাআ'লার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

সূরাহ্ আল-আস্‌র এর তাফসীর

মক্কায় অবতীর্ণ

এই সূরার মাধ্যমে আম্‌র ইবনুল আ'স্রের কুরআনের মু'জিযার পরিচয় প্রাপ্তি

তাঁরা বর্ণনা করেছেন যে, আম্‌র ইবনুল আ'স্র মূসাইলামাতুল কায্‌যাবকে দেখতে যান, আর সেটা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পরে এবং আম্‌রের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে। মূসাইলামাহ (লা'আনাহুল্লাহ) তাঁকে বলে ঃ তোমাদের সাথির উপরে সম্প্রতি কী অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বলেন: তাঁর উপরে একটি ছোট্ট, অল্প কথায় অধিক তথ্য দেয় এমন একটি সূরাহ অবতীর্ণ হয়েছে, সে বলে ঃ সেটা কী? তখন তিনি বলেন: ﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾ **"কালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (ডুবে) আছে, কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়"** তখন মূসাইলামাহ কতক্ষণ চিন্তা করে এরপর বলে ঃ আমার কাছেও তো এমন একটি সূরাহ এসেছে ঃ তখন আম্‌র তাকে বলেন: কী সেটা ঃ তখন মূসাইলামা (কাতালাহুল্লাহ) বলে ঃ يا وبر يا وبر ، إنما أنت أذنا و صدر، وسائرك حفر نقر (অর্থাৎ ওরে ওয়াবার (পশমে আবৃত জন্তু) ওরে ওয়াবার, তুই তো কেবল দু'টো কর্ণ ও বক্ষ, আর বাকিটা তোর খনন ও খোঁড়াখুড়ি' এরপর বলে ঃ বল দেখি আম্‌র কেমন চমৎকার হয়েছে? তখন আম্‌র তাকে বলে ঃ আল্লাহর শপথ করে বলছি ঃ অবশ্যই তুমি জান যে, আমি বুঝতে পেরেছি তুমি মিথ্যা বলছ।[৮৬৪] আমি আবূ বাক্‌র আল-খারাইতীকে দেখেছি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (মাস্রাবিউল আখলাকে)-এর দ্বিতীয় খণ্ডে এ ঘটনার একটি অংশের বর্ণনার ধারাবাহিকতার বর্ণনা দিয়েছেন অথবা যা এর কাছাকাছি, وبر ওয়াবার হচ্ছে বিড়ালের মত ছোট্ট একটি জন্তু, এর দেহের বড় যে অংশ তা হচ্ছে এর দুই কান, এর বুক, আর এর বাকি অংশ কুৎসিত, মূসাইলামাহ এই বাজে পদ্য রচনার মাধ্যমে কুরআনের মুকাবিলার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়, কিন্তু সেই সময়কার মূর্তিপূজারিদের মাঝেও এটা বিশ্বাসযোগ্য হয়নি।

৭৪৭২. (স্বহীহ): তাবারানী বর্ণনা করেন, {হাম্মাদ বিন সালমাহ} {স্রাবিত} {উবায়দুল্লাহ বিন হাফ্‌স্র আবূ মাদীনাহ} বলেন:

كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَيَا، لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا عَلَى أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ "سُورَةَ الْعَصْرِ" إِلَى آخِرِهَا، ثُمَّ يُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্রাহাবীগণের দু'জনের মধ্যে যখনই দেখা হত তখনই তাঁরা একে অপরকে সূরাহ আসরটি এর শেষ পর্যন্ত না শোনানো পর্যন্ত পৃথক হতেন না। এরপর তারা একে অপরকে সালাম

---

৮৬৩. আহমাদ ১০০০৫, জামিউল আহাদীস্র ২৬৯৮৭, জামউল জাওয়ামি' ১১৫৪৭, শুআবুল ঈমান ৪৬০৮। সানাদে হাম্মাদ বিন সালামাহ ব্যতীত সকল রাবী স্রিকাহ। হাম্মাদ বিন সালামাহ'র মাঝে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও তার মুতাবাআত পাওয়া যায়, শুআয়ব আল-আরনাওয়াত সানাদটিকে স্বহীহ বলেছেন। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

৮৬৪. বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৬/৩২০, আল হাফিয ফিল ইসাবাহ ৩/২২৫।

প্রদান করতেন।[৮৬৫] ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেন, মানুষ যদি শুধুমাত্র এই সূরাটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করত তবে তাই তাদের জন্য যথেষ্ট হত।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

১. কালের শপথ	وَالْعَصْرِ ۝
২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (ডুবে) আছে,	إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝
৩. কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়।	إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

﴿العصر﴾ হচ্ছে ঃ যে সময়ের মধ্যে মানুষের কর্মচাঞ্চল্য সংঘটিত হয়, তা ভাল হোক বা মন্দ হোক, মালিক যায়দ বিন আসলাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ এটা হচ্ছে সন্ধ্যা, তবে প্রথম মতটিই প্রসিদ্ধ, আল্লাহ তাআ'লা এর মাধ্যমে শপথ করে বলেন, যে, নিশ্চয় লোকেরা ক্ষতির মধ্যে (ডুবে) আছে, অর্থাৎ ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসের মধ্যে, ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ **"৩. কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে"**। ক্ষতি থেকে মানব জাতির মধ্যে বাদ দেয়া হয়েছে ঃ যারা তাদের অন্তরে বিশ্বাস করে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সৎকর্ম সম্পাদন করে, ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ **"এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়"** তা হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার আনুগত্যের কর্মগুলো সম্পাদন করা এবং হারাম বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকা, ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ **"এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়"** অর্থাৎ বিপদাপদ এবং নিয়তির উপরে, এবং আরও যারা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে গিয়ে লোকদের দ্বারা কষ্টের মধ্যে পড়ে (সে ব্যাপারেও)।

সূরাহ আস্‌রের তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তাআ'লার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

সূরাহ্ আল-হুমাযাহ এর তাফসীর

মাক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

১. দুর্ভোগ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনাসামনি) মানুষের নিন্দা করে আর (অসাক্ষাতে) দুর্নাম করে,	وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ۝
২. যে ধন-সম্পদ জমা করে আর বার বার গণনা করে,	الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝

৮৬৫. তাখরীজু আহাদীস্র ওয়া আস্রার কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ১০০০, মু'জামুল আওসাত ৫০৯৭, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৭৭২৩, জামিউল মাসানিদ ওয়াস সুনান ৬২৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬৪৮, সিলসিলাতুল আসার আস সাহীহাহ ১৯১। **তাহকীকঃ** সহীহ।

৩. সে মনে করে যে, তার ধন-সম্পদ চিরকাল তার সাথে থাকবে,	يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۝
৪. কক্ষণো না, তাকে অবশ্যই চূর্ণ-বিচূর্ণকারীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে,	كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝
৫. তুমি কি জান চূর্ণ-বিচূর্ণকারী কী?	وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝
৬. তা আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত আগুন,	نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝
৭. যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।	الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝
৮. তা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখবে,	اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝
৯. (লেলিহান অগ্নিশিখার) উঁচু উঁচু স্তম্ভে।	فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

الهماز (আল-হাম্মায) হচ্ছে কথার দ্বারা মিথ্যা অপবাদ আরোপ, আর اللماز (আল-লাম্মায) হচ্ছে কর্মের দ্বারা (মিথ্যা অপবাদ আরোপ), অর্থাৎ লোকদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ানো আর তাদের মর্যাদাহানি করা। এর আলোচনা﴿ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍ ﴾ **"যে পশ্চাতে নিন্দা ক'রে একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে ফিরে"**[৮৬৬] এ আয়াতে পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: همزة لمزة দ্বারা উদ্দেশ্য হল: অপবাদদানকারী ও গীবত তথা পশ্চাতে পরনিন্দাকারী। রাবী' বিন আনাস বলেন, সামনা-সামনি নিন্দা করাকে همزة এবং আড়ালে নিন্দা করাকে لمزة বলা হয়। কাতাদাহ বলেন, همزة لمزة অর্থ মুখের কথায় এবং চোখের ইশারায় মানুষের মনে কষ্ট দেয়া কখনো গীবত করে, কখনো বা অপবাদ দিয়ে। মুজাহিদ বলেন: الهمزة হাত এবং চোখের দ্বারা হয়, এবং اللمزة হয় জবানের মাধ্যমে, ﴿الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝﴾ **"২. যে ধন-সম্পদ জমা করে আর বার বার গুণে"** অর্থাৎ সে একের পর এক সম্পদ জমা করে যায় আর তার সংখ্যা গণনা করে, যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿وَجَمَعَ فَاَوْعٰى﴾ **"সে মালধন জমা করত, অতঃপর তা আগলে রাখত"**,[৮৬৭] সুদ্দী এবং ইবনু জারীর এ মত ব্যক্ত করেছেন।[৮৬৮] মুহাম্মাদ বিন কা'ব ﴿جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ﴾ **"যে ধন-সম্পদ জমা করে আর বার বার গুণে"** এ আয়াত সম্পর্কে বলেন: তার সম্পদ দিনের বেলায় তার সময়কে ক্ষয় করে ফেলে, এখানে সেখানে দৌড়াদৌড়ি করার কারণে, আর যখন রাত আসে তখন সে এমনভাবে নিদ্রা যায় যেন সে একটা পচা মৃতদেহ।

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۝﴾ **"৩. সে মনে করে যে, তার ধন-সম্পদ চিরকাল তার সাথে থাকবে"** অর্থাৎ সে কি ধারণা করে যে, তার (এই) সম্পদ সঞ্চয় চিরকাল তাকে দুনিয়াতে টিকিয়ে রাখবে, ﴿كَلَّا﴾ **"৪. কক্ষণো না"** সে যা ধারণা করেছে বিষয়টি আসলে তা নয়, এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝﴾ **"তাকে অবশ্যই চূর্ণ-বিচূর্ণকারীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে"** অর্থাৎ এই যে, সে সম্পদ জমা করেছে আর বার বার গুনেছে-তা চূর্ণ-বিচূর্ণকারীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, এটা হচ্ছে জাহান্নামের নামসমূহের মধ্যে একটি বর্ণনামূলক নাম, কেননা এটা এর ভেতরের সবকিছুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ

---

৮৬৬. সূরাহ কালাম, ৬৮ঃ ১১।
৮৬৭. সূরাহ মাআরিজ, ৭০ঃ ১৮।
৮৬৮. আত-তাবারী ২৪/৫৯৮।

করে ফেলে, এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ ۝ الَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝﴾ **"৫. তুমি কি জান চূর্ণ-বিচূর্ণকারী কী? ৬. তা আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত আগুন, ৭. যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে"**

স্বাবিত আল-বুনানী বলেন: এটা তাদের সকলকে তাদের হৃদয় পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিবে, এমতাবস্থায় যে তারা জীবিত, এরপর তিনি বলেন: বস্তুত তাদের পর্যন্ত শাস্তি পৌঁছে গেছে, এরপর তিনি কাঁদতে থাকেন, মুহাম্মাদ বিন কা'ব বলেন: আগুন তার শরীরের সব কিছুকে খেয়ে ফেলবে অবশেষে যখন সেটা তার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছবে এবং গণ্ডদেশের স্তর পর্যন্ত চলে আসবে, তার সেটা আবার তার শরীরে ফিরে যাবে।[৮৬৯]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝﴾ অর্থ: مطبقة অর্থাৎ পরিবেষ্টিত। সূরাহ বালাদে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৭৪৭৩. (দঈফ): ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আলী বিন সিরাজ উসমান বিন খারযায শুজা' বিন আশরাস শারীক আসিম আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝﴾ অর্থ: مطبقة অর্থাৎ পরিবেষ্টিত।[৮৭০] আবূ বাকর বিন আবী শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন আসীদ ইসমাঈল বিন আবী খালিদ আবূ স্বালিহ সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছাননি।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝﴾ অর্থাৎ দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে তারা পরিবেষ্টিত থাকবে। আতিয়্যাহ আল-আওফী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, স্তম্ভ হবে লোহার। সুদ্দী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আগুনের। শাবীব বিন বিশর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইকরিমাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ অর্থ দীর্ঘায়িত দরজা। কাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই আয়াতটিই ﴿بِعَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾ পাঠ করতেন।

আতিয়্যাহ আল-আওফী বর্ণনা করেন, লোহার স্তম্ভ, সুদ্দী বলেন: আগুনের স্তর, আওফী বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: তিনি তাদেরকে উঁচু উঁচু থামের মধ্যে প্রবেশ করাবেন অর্থাৎ তাদের উপরে থাকবে থাম। তাদের গর্দানে থাকবে শিকল, আর তাদের উপরে জাহান্নামের দরজাকে বন্ধ করে দেয়া হবে।[৮৭১] কাতাদাহ বলেন, আমরা বলাবলি করতাম যে, আগুনের খুঁটিতে বেঁধে রেখে জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। ইবনু জারীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করেছেন। আবূ স্বালিহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ﴿فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾ অর্থ: في القبور الثقال অর্থাৎ জাহান্নামীদের ভারী ভারী শৃংখলে বেঁধে শাস্তি দেয়া হবে।

সূরাহ ويل لكل همزة لمزة এর তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তাআলার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

সূরাহ্ আল-ফীল-এর তাফসীর

মাক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

১. তুমি কি দেখনি (কা'বা ঘর ধ্বংসের জন্য আগত) হাতীওয়ালাদের সঙ্গে তোমার রব্ব কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন?	اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝

৮৬৯. আল-কুরতুবী ২০/১৮৫।

৮৭০. সানাদে আলী বিন সিরাজ রয়েছেন, তিনি হাদীস্ব সংরক্ষণ করতেন কিন্তু তিনি মদ পান করে মাতাল থাকতেন। 'আল-মীযান' ৫৮৪৯ সুতরাং তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। **তাহকীকঃ** দঈফ।

৮৭১. আত-তাবারী ২৪/৬০০।

২. তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি?	أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾
৩. তিনি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী।	وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾
৪. যারা তাদের উপর পাথরের কাঁকর নিক্ষেপ করেছিল।	تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾
৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে করে দিলেন ভক্ষিত তৃণ-ভুষির মত।	فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾

এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নি'আমত যার মাধ্যমে তিনি কুরাইশদের উপরে অনুগ্রহ করেছেন, তা এভাবে, তিনি তাদের থেকে হস্তি বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছেন যারা কা'বা ধ্বংসের দৃঢ় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল আর এর অস্তিত্বের সমস্ত চিহ্ন মুছে দিতে চেয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন, তাদের নাক ধূলায় ধূসরিত করেন, তাদের প্রচেষ্টা নস্যাত করেন, তাদের কর্মকে ব্যর্থ করে দেন। তাদেরকে চরমভাবে পরাজিত করে ফিরিয়ে দেন। তারা হচ্ছে খ্রিস্টান জাতি, সে সময় তারা কুরাইশদের মূর্তি পূজার তুলনায় ইসলাম ধর্মের নিকটে অবস্থান করছিল, এটা ছিল আল্লাহর রাসূলের আগমনের চিহ্ন এবং প্রস্তুতি হিসেবে, সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মত অনুসারে তিনি সেই বৎসর জন্মগ্রহণ করেন, কাজেই নিয়তির জবান বলেছিল ঃ হে কুরাইশবৃন্দ, আমরা তোমাদেরকে আবিসিনিয়াবাসীদের উপরে তোমাদের কোন সম্মান-মর্যাদার কারণে সাহায্য করবনা; বরং আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করছি মুক্ত গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য যাকে আমরা সর্বশেষ নবী, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নবী হিসেবে প্রেরণের মাধ্যমে সম্মানিত ও মর্যাদার অধিকারী করব।

সংক্ষিপ্তাকারে হস্তিবাহিনীর ঘটনা

এখানে সংক্ষিপ্তভাবে হস্তিবাহিনীর ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ আসহাবুল উখদূদের ঘটনায় পূর্বে বলা হয়েছিল যে, 'যা-নাওয়াস' হিমইয়ারের সর্বশেষ রাজা- যে ছিল মুশরিক- সেই আসহাবুল উখদূদকে (গর্তে পতিত হয়ে নিহতদেরকে) হত্যা করেছিল, তারা ছিল খ্রিস্টান, তারা ছিল সংখ্যায় বিশ হাযার, তাদের থেকে কেউ পরিত্রাণ পায়নি তবে দাউস যূ সা'লাবান ছাড়া, সে (পালিয়ে) গিয়ে শামের বাদশাহ কায়সারের সহযোগিতা চায়, সে ছিল খ্রিস্টান, কায়সার আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়ার) বাদশাহ নাজ্জাসীর নিকট পত্র লিখে পাঠায়, সে ছিল তাদের বাসস্থানের কাছাকাছি। নজ্জাসী লোকটির সাথে বিশাল সৈন্যবাহিনী দিয়ে দুজন গভর্ণর প্রেরণ করে, আরইয়াত এবং আবরাহা ইবনুস সাবাহ আবূ ইয়াকসূম। তারা ইয়েমেনে প্রবেশ করে তাদের ঘরের কোণায় কোণায় ঢুকে পড়ে আর হিমইয়ারের রাজা যূ নুওয়াসকে খুঁজতে গেলে লুটতরাজ করে, যূ নাওয়াস সমুদ্রে ডুবে মারা যায়, ইয়ামান সাম্রাজ্যের উপরে হাবাশাহ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, আরইয়াত এবং আবারাহা এর গভর্ণর হয়, কিন্তু (কিছুদিন পরে) তাদের কর্মের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়, একে অপরকে আক্রমণ করে, উভয়ে লড়াই করে, অবশেষে তাদের একজন অপরজনকে বলে ঃ আমাদের দুই সৈন্যদলের মাঝে আপোষে লড়াই করার কোন প্রয়োজন নেই, এসো, আমরা দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হই, আমাদের যে অপরজনকে হত্যা করবে সেই হবে ইয়ামানের শাসক, ফলে অপরজন এতে সাড়া দেয়, তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ শুরু হয়, তাদের প্রত্যেকের পেছনে ছিল পানির খাল, আরইয়াত আবরাহার উপরে হামলা করে, সে তাকে তার তরবারী দ্বারা আঘাত করে নাক, মুখ ফাটিয়ে দেয় আর চেহারা ফালি করে কেটে দেয়, (এ দেখে) আবরাহার গোলাম আতূদাহ আরইয়াতের

উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে শেষ করে দেয়, আবরাহা আহত হয়ে ফিরে আসে, তার ক্ষতের চিকিৎসা করার পর সে সুস্থ হয়, সে ইয়ামানে অবস্থিত আবিসিনিয়ার সৈন্যদের দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

এদিকে নাজ্জাসী তার কৃতকর্মের কারণে ভর্ৎসনা করে চিঠি লিখে পাঠায়, সে তাকে ধমক দেয়, আর শপথ করে যে, সে ইয়েমেনের মাটি মাড়াবে আর তার কেশগুচ্ছ কেটে নিবে, সুতরাং আবরাহা উপঢৌকন ও বহুমূল্যবান জিনিসপত্রের সাথে একটি পত্র প্রেরণ করে তাকে শান্ত করে আর তার তোষামোদে লিপ্ত হয়, সে নাজ্জাসীর শপথ পালনার্থে ইয়েমেনের এক বস্তা মাটি এবং তার একগুচ্ছ কর্তিত চুল পাঠিয়ে দেয়, সে তার পত্রে বলে ঃ বাদশাহ যেন এই মাঠি মাড়ান আর তাঁর শপথ পূরণ করেন। আর এই হচ্ছে আমার কেশগুচ্ছ আমি আপনার নিকট প্রেরণ করলাম, যখন এসব কিছু নাজ্জাসীর কাছে পৌঁছে তখন সে এতে খুশি হয়, তার উপরে সন্তুষ্ট হয়ে যায় আর তার কাজের স্বীকৃতি প্রদান করে। আবরাহা নাজ্জাসীকে লিখে পাঠায় আমি ইয়ামানে আপনার জন্য একটি গীর্জা নির্মাণ করব যার মত গীর্জা ইতোপূর্বে আর বানানো হয়নি। সে স্নানআতে বিশাল এক গীর্জা বানানো শুরু করে, যা অত্যন্ত উঁচু, সুন্দর নির্মাণশৈলী আর সব দিকে সাজানো, উচ্চতার কারণে আরবরা তার নাম রাখে 'আল-কালাই ইয়াস', কেননা, উঁচু করে তৈরী করার কারণে এর দর্শনকারীর মাথা থেকে টুপি পড়ে যায়। আবরাহা আল-আশরাম সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে জোর করে আরবদেরকে এই বড় গীর্জায় হজ্জ করতে বাধ্য করবে যেভাবে তারা মক্কার কা'বায় হজ্জ করে, সে তার সাম্রাজ্যে ঘোষণা করে দেয়, ফলে আদনান ও কাহতান গোত্রীয় আরবরা এটাকে অপছন্দ করে, কুরাইশরা এতে ভীষণ নাখোশ হয়, এমনকি তাদের কেউ গীর্জার উদ্দেশ্যে গিয়ে রাতে এতে প্রবেশ করে মলত্যাগ করে সরে পড়ে, যখন এর প্রহরী এটা প্রত্যক্ষ করে তখন সে তাদের বাদশাহ আবরাহার কাছে গিয়ে তা জানায়, তারা তাকে বলে ঃ জনৈক কুরাইশ এটা করেছে তাদের গৃহের রাগে যার পরিবর্তে আপনি এই গীর্জাকে নির্ধারণ করেছেন। তখন আবরাহা শপথ করে যে, সে মক্কার গৃহের অভিমুখে রওয়ানা করবে আর একেকটি পাথরসহ একে ধ্বংস করে দিবে।

মুকাতিল বিন সুলায়মান উল্লেখ করেন ঃ জনৈক কুরাইশ যুবক গীর্জায় প্রবেশ করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, সেদিন খুব হাওয়া বইছিল, ফলে গীর্জাটি পুড়ে যায় এবং মাটিতে পড়ে যায়, এ কারণে আবরাহা নিজেকে প্রস্তুত করে এক বিশাল ও শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে বের হয়ে পড়ে যাতে করে কোন শক্তি তার অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে তাকে বাধা দিতে না পারে। সে এক বিশাল ও শক্তিশালী হাতি তার সঙ্গে নেয় যার বিশাল দেহ ইতোপূর্বে আর দেখা যায়নি, একে মাহমূদ নামে ডাকা হত, আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাসীর পক্ষ থেকে এ কারণে আবরাহার নিকট এটা পাঠানো হয়েছিল, বলা হয় ঃ তার সাথে আরও আটটি হাতি ছিল, কেউ কেউ বলেন: মাহমূদ ছাড়া আরও বারটি হাতি ছিল, আল্লাহ ভাল জানেন। অর্থাৎ কা'বা ধ্বংসের জন্য, সে এটা বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিল এভাবে যে, সে কা'বার খুঁটিগুলোতে শিকল বেঁধে এর অপর মাথাটি হাতির ঘাড়ে পেঁচিয়ে দিবে এরপর হাতিকে ধমকি দিবে যাতে করে দেয়াল একবারে ধসে যায়। আরবরা যখন তার আগমনের কথা জানতে পারে তখন এটাকে তারা ভীষণ গুরুত্বের সাথে নেয়। তারা আল্লাহর ঘরকে হিফাযত করা তাদের উপরে অবধারিত করে নেয়, আর যে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে প্রতিহত করার সংকল্প ব্যক্ত করে, কাজেই ইয়ামান এবং তাদের সাম্রাজ্যের অন্যতম এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে বের হয়, তাকে যূ নাফার বলে ডাকা হয়, সে তার জাতি এবং সমগ্র আরব থেকে যেই তার ডাকে সাড়া দেয় তাদের সকলকে আহ্বান জানায় আবরাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, আর আল্লাহর ঘরকে হিফাযত করার জিহাদে, আরও সে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে চায় তার বিপরিতে। ফলে তারা তার ডাকে সাড়া দেয় আর আবরাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু আবরাহা তাদেরকে

পরাজিত করে এতে আল্লাহ তাআ'লা তাঁর গৃহের সম্মান-মর্যাদার ইচ্ছা করেন, যূ নাফার বন্দি হয়, আবরাহা তাকে সাথে নিয়ে মক্কা অভিমুখে চলতে থাকে, এরপর যখন সে খাস্‌আম নামক স্থানে আসে তখন নুফাইল বিন হাবীব তার বিরোধিতা করে, তার সঙ্গে থাকে তার জাতি শাহরান এবং নাহিস, তারা আবরাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু আবরাহা তাদেরকে পরাজিত করে, নুফাইল বিন হাবীব বন্দি হয়, আবরাহা তাকে হত্যা করতে মনস্থ করে, কিন্তু পরে ক্ষমা করে, সে তাকে সাথে নেয় যাতে করে সে তাকে হিজাযি অঞ্চলের পথ বাতলে দেয়।

যখন সে তায়েফের নিকটবর্তী হয় তখন এর অধিবাসী সাক্বীফ গোত্র আবরাহাকে শান্ত করার জন্য বের হয়ে আসে, কেননা তারা তাদের উপাসনালয়ের জন্য আশঙ্কা করে-যাকে তারা 'আল-লাত' বলে ডাকত। তারা তাকে সম্মান করে আর আবূ রিগাল নামক ব্যক্তিকে গাইড হিসেবে তার সাথে দিয়ে দেয়। আবরাহা যখন মাগমাস নামক স্থানে আসে-যা মক্কার নিকটে- সে যাত্রাবিরতি করে, সে তার বাহিনীকে মক্কাবাসিদের গবাদি পশু ও উটগুলোকে আকস্মিক হামলা চালিয়ে লুট করে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়, ফলে তারা তাই করে, এতে আবদুল মুত্তালিবের দুইশত উট ছিল, আবরাহার নির্দেশে এই বিশেষ অভিযানে নেতৃত্ব দেয় অগ্রবর্তী দলের লিডার যার নাম ঃ আল-আসওয়াদ বিন মাকসূদ, কতিপয় আরব তাকে নিয়ে বিদ্রুপ করে, যেমন বিন ইসহাক তা বর্ণনা করেন। আবরাহা হানাতাহ আল হিমইয়ারীকে মক্কায় প্রেরণ করে আর তাকে নির্দেশ দেয় যে, সে যেন সাথে করে কুরাইশের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নিয়ে আসে আর তাকে অবহিত করে যে, বাদশাহ তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আসেনি কিন্তু যে ব্যক্তি তাকে কা'বায় যেতে বাধা দিবে তার কথা ভিন্ন। হানাতাহ আসলে লোকেরা আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিমকে দেখিয়ে দেয়, তখন সে তার নিকট আবরাহার বার্তা পৌঁছে দেয়। তখন আবদুল মুত্তালিব তাকে বলে ঃ আল্লাহর শপথ, আমাদের তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা নেই আর আমরা তার ক্ষমতাও রাখিনা, এটা হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার সম্মানিত ঘর আরও তাঁর বন্ধু ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-র, যদি তিনি তাকে বাধা দেন তবে তো সেটা তাঁরই গৃহ এবং তাঁর পবিত্র স্থান, আর যদি তিনি তাকে কা'বার সম্মুখে অগ্রসর হতে দেন তবে আল্লাহর শপথ তাকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই।

হানাতাহ তখন তাকে বলে ঃ আমার সাথে তার নিকটে চলুন, ফলে আবদুল মুত্তালিব তার সঙ্গে যায়। আবরাহা যখন তাকে দেখে তখন মুগ্ধ হয়, কেননা আবদুল মুত্তালিব ছিল সুঠাম দেহের অধিকারী, সুদর্শন, আবরাহা তার আসন ছেড়ে এসে আবদুল মুত্তালিবের সাথে গালিচায় বসে, সে তার দোভাষীকে বলে ঃ তাকে বল ঃ কী প্রয়োজনে এসেছ? আবদুল মুত্তালিব তখন দোভাষিকে বলে ঃ আমি চাই যে, বাদশাহ আমার উটগুলোকে ফিরিয়ে দিক যেগুলো সে আমার থেকে নিয়ে নিয়েছে যেগুলোর সংখ্যা দুইশত। তখন আবরাহা দোভাষিকে বলে ঃ তাকে বল ঃ তুমি তোমার উটগুলোর সম্পর্কে কথা বলতে এসেছ যেগুলো আমি নিয়ে নিয়েছি আর তুমি কা'বার কথা ছেড়ে দিচ্ছ অথচ তা হচ্ছে তোমার দ্বীন এবং তোমার পিতৃপুরুষের দ্বীন। আমি সেটা ভাঙ্গতে এসেছি আর তুমি সে বিষয়ে আমার সাথে কথা বলছনা? আবদুল মুত্তালিব তাকে বলে ঃ আমি হচ্ছি উটের মালিক, আর ঘরের মালিক তো আছেন তিনিই তোমাকে বাধা দিবেন। আবরাহা বলে ঃ আমি (এর ধ্বংস সাধনে) বাধা প্রাপ্ত হবনা। সে বলে ঃ সেটা তোমার আর তাঁর ব্যাপার। বলা হয় ঃ আবদুল মুত্তালিবের সাথে আরবের বেশ কিছু সম্ভ্রান্ত লোক আবরাহার কাছে যায়, তারা তাকে প্রস্তাব দেয় যে, সে যদি কা'বা ধ্বংস থেকে হটে যায় তবে তিহামা গোত্রের এক তৃতীয়াংশ সম্পদ তাকে দেয়া হবে, কিন্তু সে অস্বীকার করে, আবরাহা আবদুল মুত্তালিবকে তার উটগুলো ফেরত দেয়, আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে মক্কা ছেড়ে বের হয়ে যেতে বলে আর পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেয়। আর সেটা তাদের বিরুদ্ধে আবরাহার সৈন্যবাহিনীর কার্যকলাপে ভীত-সন্ত্রস্ত

হয়ে। এরপর আবদুল মুত্তালিব উঠে দাঁড়িয়ে কা'বার দরজার আংটা ধারণ করে, তার সাথে কতিপয় কুরাইশ উঠে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলাকে ডাকতে থাকে এবং আবরাহা এবং তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে। আবদুল মুত্তালিব এ সময় কা'বার দরজার আংটা ধরে বলে ঃ যে কারও জন্য তার গবাদি পশু এবং সম্পদ রক্ষার চেয়ে অন্য কোন বিষয় অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়, কাজেই হে আমার রব্ব! আপনার সম্পদ আপনি রক্ষা করুন, তাদের ক্রশ (ক্রুশ) এবং তাদের কৌশল যেন আপনার কৌশলের উপরে প্রাধান্য না পায়।

ইবনু ইসহাক বলেন: এরপর আবদুল মুত্তালিব কা'বার আংটা ছেড়ে পাহাড়ের চূড়ার উদ্দেশ্যে বের হয়। মুকাতিল বিন সুলাইমান উল্লেখ করেন ঃ তারা কা'বার নিকটে একশত উট বেঁধে রাখে এ আশায় যে, কতিপয় সৈন্য অন্যায়ভাবে এগুলো নিয়ে নিবে ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিবেন। সকাল হলে আবরাহা মক্কা নগরীতে প্রবেশের প্রস্তুতি নেয় আর তার হাতিকে প্রস্তুত করে, এর নাম ছিল মাহমূদ, সে তার সৈন্যদের সংগঠিত করে, এরপর যখন তারা হাতিকে মক্কা অভিমুখে ফিরায় তখন নুফাইল বিন হাবীব হাতির সম্মুখে এসে দাঁড়ায় এরপর তার কান ধরে বলে ঃ বসে যাও মাহমূদ, নতুবা যেখান থেকে তুমি এসেছ সেখানে সরাসরি ফিরে যাও, কেননা তুমি আল্লাহ তাআলার পবিত্র ভুমিতে রয়েছ, এরপর সে তার কান ছেড়ে দেয়, হাতি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে, নুফাইল বিন হাবীব বের হয়ে দ্রুত পাহাড়ে আরোহণ করে, আবরাহার লোকেরা হাতিকে উঠানোর জন্য প্রহার করে, কিন্তু সে অস্বীকার করে, তারা কুঠার দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে, তারা এর প্রতিরোধ ভেঙ্গে ফেলা এবং একে দাঁড় করানোর জন্য হুক ব্যবহার করে টানে, কিন্তু তাতে সে অস্বীকৃতি জানায়, অগত্যা তারা একে ইয়েমেনের দিকে ফিরালে সে উঠে দ্রুত গতিতে চলতে শুরু করে, শামের দিকে মুখ ফিরালেও সে দ্রুত চলতে শুরু করে, পূর্ব দিকেও মুখ ফিরালে সে দ্রুত চলতে শুরু করে, কিন্তু যখন কা'বার দিকে মুখ ফিরালে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে, এমন সময় আল্লাহ তাআলা সমুদ্রের দিক থেকে সোয়ালো ও সারস জাতিয় পাখি প্রেরণ করেন, এদের প্রত্যেকটি পাখি তিনটি করে নুড়ি পাথর বহন করে, তার চঞ্চুতে একটি পাথর, আর তার দুই পায়ে দু'টি পাথর, নুড়ি পাথরগুলো ছিল ছোলা এবং ডালের মত, যার গায়েই এগুলো লাগছিল সেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল, তবে সবাইকে লাগছিলনা, তারা দ্রুত গতিতে পথ দিয়ে পালিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল, তারা নুফাইলের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিল যাতে করে সে তাদেরকে পথ বাতলে দেয়, কিন্তু নুফাইল ততক্ষণে কুরাইশ ও হিজাযের আরবদের সাথে পাহাড়ের চূড়াই অবস্থান করছিল, তারা সকলে হস্তিবাহিনীর উপরে আল্লাহ তাআলার পাঠানো গজব প্রত্যক্ষ করছিল, নুফাইল বলে ঃ

أين المفر ؟ ولَاإلهُ الطالب　　　الأسرم المغلوب غير الغالب

পালাবার পথ কোথায়? যখন মাবূদ (তোদের) অনুসন্ধানী।
আশরাম হয়েছে পরাজিত, সে বিজয়ী হতে পারেনি।

ইবনু ইসহাক বলেন, নুফায়ল এ ব্যাপারে বলেন,

أَلَا حييت عنا يا ردينا　　　نعمناكم مع الإصاح عينا

ردينة لو رأيت ولَا ترية　　　لدي جنب المحصب ما رأينا

إذا لعذرتني وحمدت أمري　　　ولم تأسي علي ما فات بينا

حمدت الله إذ أبصرت طيرا　　　وخفت حجارة تلقي علينا

فكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا

পালাবার পথ কোথায় যখন মাবূদ (তোদের) অনুসন্ধানী।
আশরাম হয়েছে পরাজিত, সে বিজয়ী হতে পারেনি।
ইবনু ইসহাক বলেন: নুফাইল এ ব্যাপারে আরও বলে ঃ
তোমরা ধারাবাহিক সমর্থন নিয়ে বেঁচে থাকনি,
আমরা সকাল বেলায় ঘুর্ণায়মান চক্ষু নিয়ে তোমাদের সকলের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম (অর্থাৎ পথের দিশা)

তোমরা যদি দেখতে, তবে এটা দেখতে পেতেনা পাথরের পাহাড়ের দিক থেকে যা আমরা দেখেছিলাম,

কাজেই তোমরা আমার নিকট ওজর পেশ করবে আর আমার কর্মের প্রশংসা করবে,

আমাদের মাঝে যা হারিয়ে গেছে তার জন্য তোমরা দুঃখ করোনা, আমি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করেছি যখন আমি পাখিগুলোকে প্রত্যক্ষ করি, আর আমার ভয় হয় না জানি পাথরগুলো আমাদের উপরে এসে পতিত হয়, নুফাইল কোথায় এ সম্পর্কে লোকেরা জিজ্ঞেস করছিল, যেন আমার উপরে হাবাশীদের ঋণ রয়েছে।

আতা' বিন ইয়াসার এবং আরও অন্যরা বলেন: আযাব তৎক্ষণাত সকলকে পাকড়াও করেনি; বরং তাদের মধ্যে কেউ জলদি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, আবার তাদের কেউ কেউ পলায়নরত অবস্থায় তাদের একটি একটি করে অঙ্গ খসে পড়ছিল, আবরাহারও একটি একটি করে অঙ্গ খসে পড়ছিল অবশেষে খাস্‌আম নামক এলাকায় পৌঁছলে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়। ইবনু ইসহাক বলেন: তারা মক্কা ত্যাগ করে এমতাবস্থায় যে প্রতিটি পথে এবং প্রতিটি জলাশয়ে তারা আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছিল এবং ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। আবরাহা তার দেহে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, লোকেরা তাকে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয় এমতাবস্থায়, যে সে টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ছিল। অবশেষে তারা ওকে স্নানআয় নিয়ে আসে। সে সময় তার পাখির ছানার দশা। লোকদের ধারণামতে সে কলিজা ফেটে মারা যায়।[৮৭২]

ইবনু ইসহাক বলেন: আল্লাহ তাআলা যখন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন, সেটা কুরাইশদের প্রতি আল্লাহ তাআলার নিআমত ও দয়া মনে করা হয়,আল্লাহ তাআলা হাবশীদের ব্যাপার থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন, যাতে করে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত মক্কাতে তারা টিকে থাকার বিষয়টি অনুমোদিত হয়। তিনি বলেন:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝﴾

"১. তুমি কি দেখনি (কা'বা ঘর ধ্বংসের জন্য আগত) হাতীওয়ালাদের সঙ্গে তোমার রব্ব কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন? ২. তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি? ৩. তিনি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। ৪. যারা তাদের উপর পাথরের কাঁকর নিক্ষেপ করেছিল। ৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে করে দিলেন ভক্ষিত তৃণ-ভুষির মত)"।

অর্থাৎ যাতে করে তারা যে অবস্থায় ছিল তার কিছুই পরিবর্তিত না হয়। কেননা এতে আল্লাহ তাআলা তাদের কল্যাণ কামনা করেছেন যদি তারা সেটা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

৮৭২. ইবনু হিশাম তার সীরাত (১/৬২) উল্লেখ করেছেন।

ইবনু হিশাম বলেন: الأبابيل শব্দের অর্থ হচ্ছে দলসমূহ, আরবরা এর একবচন ব্যবহার করেনা। তিনি আরও বলেন: সিজ্জীল, আমাকে ইউনুস আন-নাহবী এবং আবূ উবাইদাহ অবহিত করেছেন যে, আরবদের মতানুসারে সেটা হচ্ছে ঃ কঠিন এবং পুরু, এরপর তিনি বলেন: কোন কোন তাফসীরকারক বর্ণনা করেন ঃ এ দু'টো হচ্ছে ফার্সি শব্দ, আরবরা একে এক শব্দে পরিণত করেছে। আসলে হচ্ছে সানজ এবং জিল, সানজ্ শব্দের অর্থ হচ্ছে পাথর, এবং জিল শব্দের অর্থ হচ্ছে ঃ মাটি। তিনি বলেন: والعصف শব্দের অর্থ হচ্ছে ঃ শস্যের পাতা যা একত্রিত হয়না। এর একবচন হচ্ছে عصفة ।[৮৭৩] তাঁর কথা শেষ।

হাম্মাদ বিন সালামাহ বলেন, ◊(আসিম)(যির বিন হুবায়শ)(আবদুল্লাহ এবং আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান)◊ ﴿طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ সম্পর্কে তিনি বলেন: অনেক দল, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), দহ্হাক, বলেন: أبابيل শব্দের অর্থ হচ্ছে একদল অপর দলকে অনুসরণ করে, হাসান আল-বাসরী এবং কাতাদাহ বলেন: الأبابيل হচ্ছে অনেক, মুজাহিদ বলেন: أبابيل হচ্ছে ক্রমাগতভাবে আসা বিভিন্ন দল, ইবনু যায়দ বলেন: أبابيل শব্দের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন, এখান ওখান থেকে আসে, সবস্থান থেকে তাদের নিকট আসে।[৮৭৪] কাসাঈ বলেন: আমি কতিপয় নাহুবিদকে বলতে শুনেছি ঃ أبابيل এর একবচন হচ্ছে أبيل ।

ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, ◊((মুহাম্মাদ) ইবনুল মুসান্না)(আবদুল আ'লা)(দাউদ)(ইসহাক বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস বিন নাওফাল)◊ ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ **"৩. তিনি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী"** এ আয়াত সম্পর্কে বলেন: أبابيل অর্থ: বিভাজন, যেভাবে উটের পাল ভাগ ভাগ হয়ে সম্মুখে চলে।[৮৭৫] ◊(আবূ কুরায়ব)(ওয়াকী')(ইবনু আওন)((মুহাম্মাদ) ইবনু সীরীন)(আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◊ বলেন: ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ **"তিনি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী"**। তিনি বলেন: পাখির চঞ্চুর মত তাদের সামনের দিক ছুঁচলো, আর তাদের থাবা হচ্ছে কুকুরের থাবার মত।[৮৭৬] ◊(ইয়া'কূব)(হুশায়ম)(হুসায়ন)(ইকরিমাহ)◊ ﴿طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ (ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন: এগুলো ছিল সবুজ পাখি যেগুলো সমুদ্রের দিক থেকে বের হয়ে এসেছিল, এগুলোর মাথা ছিল লুণ্ঠনকারী প্রাণীর মাথার মত।[৮৭৭] ◊(ইবনু বাশশার)(ইবনু হাদী)(সুফইয়ান)(আল-আ'মাশ)(আবূ সুফইয়ান)(উবায়দ বিন উমায়র)◊ ﴿طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ (ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন: এগুলো ছিল কালো রঙের সামুদ্রিক পাখি, এরা তাদের চঞ্চু ও থাবায় পাথর বহন করেছিল।[৮৭৮] এই বর্ণনার বর্ণনাকারীদের পরস্পর সংযুক্তি বিশুদ্ধ। সাঈদ বিন জুবায়র বলেন, পাখিগুলো ছিলো সবুজ বর্ণের ও কুঠারি হলুদ বর্ণের, তাদের ব্যাপারে অনেকে মতভেদ করেছে। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), মুজাহিদ ও আতা' বলেন, আবাবীল পাখিগুলো ছিলো আনকা পাখির ন্যায়। (এ পাখিগুলোকে বলে রূপকথার পাখি, অনেকে বলেছেন এগুলোর গলা লম্বা হয়ে থাকে।)

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊(আবূ যুরআহ)(আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন শু'বাহ)(আবূ মুআবিয়াহ)(আল-আ'মাশ)(আবূ সুফইয়ান)(উবায়দ বিন উমায়র)◊ বলেন: আল্লাহ তাআলা যখন হস্তিবাহিনীকে ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাদের উপরে এমন পাখি প্রেরণ করেন যা সমুদ্র থেকে সৃষ্টি হয়েছে যাদের সামনের দিক ছিল ছুঁচলো, এদের প্রতিটি পাখি তিনটি করে ছোট পাথর বহন করেছিল, দু'টি পাথর দুই পায়ে এবং একটি পাথর তার চঞ্চুতে। তিনি বলেন: সেগুলো এসে উপস্থিত হয় আর তাদের মাথার উপরে

---

৮৭৩. ইবনু হিশাম এর 'সীরাত' ১/৫১-৫৬,
৮৭৪. আত-তাবারী ২৪/৬০৫, ৬০৬।
৮৭৫. আত-তাবারী ২৪/৬০৬।
৮৭৬. আত-তাবারী ২৪/৬০৭, ইবনু জারীর ৩০/১৯২।
৮৭৭. আত-তাবারী ২৪/৬০৭, ইবনু জারীর ৩০/১৯২।
৮৭৮. আদ-দুররুল মানসূর ৭/৬৩৩, ইবনু জারীর ৩০/১৯২।

কাতারবন্দি হয়, এরপর তারা চিৎকার করে তাদের পায়ের ও চঞ্চুর পাথরগুলো নিক্ষেপ করতে শুরু করে,এই পাথরগুলো যারই মাথার উপরে পড়ছিল তারই পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল, তাদের শরীরের যে অংশেই পড়ছিল তার বিপরীত দিক দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল। এরপর আল্লাহ তাআলা এক প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করেন যা পাথরগুলোতে আঘাত করে সেগুলোর তীব্রতা বাড়িয়ে দিচ্ছিল, ফলে সকলে ধ্বংস হয়ে যায়।[৮৭৯]

সুদ্দী ইকরিমাহ এর মাধ্যমে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে, ﴿حِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ﴾ সম্পর্কে বলেন, "৪. **পাথরের কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলো"** তা ছিলো পাথরের মাটি। এবিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে বিধায় পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন মনে করি না।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾ **"৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে করে দিলেন ভক্ষিত তৃণ-ভুষির মত"।** সাঈদ বিন জুবায়র বলেন: এর অর্থ হচ্ছে খড়কুটা, সর্বসাধারণ যাকে হাব্বুর বলে থাকে, সাঈদ থেকে অপর একটি বর্ণনা রয়েছে ঃ গমের পাতা।[৮৮০] তাঁর থেকে আরও একটি বর্ণনা রয়েছে ঃ العصف। হচ্ছে খড়কুটা, আর المأكول। হচ্ছে গবাদি পশুর শুকনা খাদ্য যা পশুর জন্য কাটা হয়, হাসান আল-বাসরীও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ العصف। হচ্ছে খাদ্যশস্যের খোসা, যেমন গমের আবরণ।[৮৮১]

ইবনু যায়দ বলেন: العصف। হচ্ছে শস্যের পাতা, উদ্ভিদের পাতা, চতুষ্পদ জন্তু যখন তা ভক্ষণ করে মলত্যাগ করে তখন তা গোবরে পরিণত হয়।[৮৮২] অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন, তাদেরকে তাদের ষড়যন্ত্র এবং ক্রোধ সহকারে ফিরিয়ে দেন, তারা কোন কল্যাণই অর্জন করতে পারেনি, তিনি তাদের সকলকে ধ্বংস করে ছাড়েন, তাদের মধ্য থেকে যে গিয়ে সংবাদ দিবে সেও জখমি হয়ে ফিরে, আর এমনই ঘটেছিল তাদের বাদশাহ আবরাহার, সে যখন স্বানআয় ফিরে যায় তখন সে কলিজা ফেটে মারা যায়। সে তাদেরকে ঘটনার বিবরণ দেয়ার পরে মৃত্যুবরণ করে। এরপর রাজা হয় তার পুত্র ইয়াকসূম, এরপর রাজা হয় তার ভাই মাসরূক বিন আবরাহা, এরপর সাইফ বিন যী ইয়াযন আল-হিমইয়ারী কিসরা (পারস্যের বাদশাহ)-এর নিকট যায় আর হাবশীদের বিরুদ্ধে সাহায্য তলব করে, কিসরা সাইফকে হাবশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার কিছু সংখ্যক বাহিনী দিয়ে সাহায্য করে, আর এভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে (ইয়ামানিয় আরবদেরকে) তাদের ভুখণ্ড ফিরিয়ে দেন। যেমন ইতোপূর্বে তাদের বাপদাদারা এতে রাজত্ব করেছিল, দলে দলে আরব প্রতিনিধিদল স্বাগত জানাতে সাইফের নিকট ছুটে আসে।[৮৮৩]

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, [আবদুল্লাহ বিন আবী বাকর] [আমরাহ বিনতু আবদির রহমান বিন আসআদ বিন যুরারাহ] [আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] বলেন, আমি হস্তীচালকদের অন্ধ ও পঙ্গু অবস্থায় মক্কায় অলিগলিতে ভিক্ষা করে বেড়াতে দেখেছি। ওয়াকিদীও আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন।[৮৮৪] আর আসমা' বিনতে আবী বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন, লোকটি আসফ ও নায়েলা নামক মূর্তির কাছে বসে থাকত এবং ভিক্ষা করে বেড়াত। হস্তী পরিচালকের নাম ছিল আনীসা।

---

৮৭৯. ইবনু জারীর ৩০/১৯২।
৮৮০. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৬৩৩।
৮৮১. আল-বাগাবী ৪/৫২৯।
৮৮২. আত-তাবারী ২৪/৬৯৯।
৮৮৩. সীরাতু ইবনু হিশাম ১/৯৬-১০৩।
৮৮৪. আস সীরাতুন নাবাবী ১/৬৫, আল-মাজমা' ৩/২৮৫। **তাহকীকঃ** সহীহ। কিন্তু আয়িশাহ থেকে ওয়াকিদীর সূত্রে বর্ণিত হওয়া হাদীসটি দঈফ (মাজালিসাহ ওয়া জাওয়ারিহিমুল ইলম ১২৫৪)।

হাফিয আবূ নুআয়ম 'দালায়িলূন নুবুওয়াতে' ◇[ইবনু ওয়াহব][ইবনু লাহীআহ][আকীল বিন খালিদ][উস্‌মান বিন মুগীরাহ]◇ সূত্রে হস্তী অধিপতিদের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইয়ামান হতে আবরাহার আগমনের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। সেখানে বলা হয়েছে যে আবরাহা শামস ইবনু মাকসুদ এর নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণ করেছিল। সৈন্য সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে পাখীরা রাত্রিকালে তাদের উপর চড়াও হয়, ফলে তারা সকলেই ধরাশায়ী হয়ে যায়। তবে বিশুদ্ধ মতে আবরাহা নিজেই সৈন্যসহ মক্কায় আগমন করেছিল। হস্তী অধিপতির এ ঘটনাটি বিভিন্ন কবি কাব্যকারে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিবৃত করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনুয যাবআরী বলেন,

تنكلوا عن بطن مكة إناها كانت قديما لَا يرام حريمها

لم تخلق الشعري ليالي حرمت إذ لَا عزيز من الأنام يرومها

سائل أمير الجيش عنها ما رأي؟ فلسوف ينبي الجاهلين عليهما

ستون ألفا لم يؤوبوا أرضهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمها

كانت بها عاد وجرهم قلبهم والله من فوق العباد يقيمها

অর্থ: (হস্তিবাহিনীরা) মাক্কার জনপদে বিপর্যস্ত হয়ে গেল, নিশ্চয় মক্কা নগরী প্রাচীনকাল হতেই এমন ছিল যে তার পবিত্রতাকে (ধূলুণ্ঠিত করার জন্য) কখনও লক্ষবস্তু বানানো হয়নি।

শি'রা নামক তারকাও সেই রজনীতে সৃষ্টি করা হয়নি, যে রজনীতে এ নগরীর পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়।

সৈন্যবাহিনী দলপতিকে জিজ্ঞেস কর, সে কী দেখেছিল? অচিরেই এ ঘটনার সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি অজ্ঞাতদেরকে তা অবহিত করবে।

ষাট হাজার (সৈন্যবাহিনী) যাদের কেউই স্বভূমে প্রত্যাবর্তন করতে পারেনি। বরং অসুস্থরাও ফিরে আসার পর আর বাঁচেনি। সেখানে তাদের পূর্বে আদ এবং জুরহুম গোত্রদ্বয় বসবাস করেছিল। আর মহান আল্লাহ বান্দাদের উপর হতে এ জনপদকে (মক্কা নগরী) প্রতিষ্ঠিত করেন।

আবূ কায়স ইবনুল আসলাত আল-আনসারী বলেনঃ

ومن صنعه يوم فيل الحبو ش، إذ كل ما بعثوه رزم

محاجنهم تحت أقرابه وقد شرموا أنفه فانخرم

وقد جعلوا سوطه مغولَا إذا يمموه قفاه كلم

فولي وأدبر أدراجه وقد باء بالظلم من كان ثم

فأرسل من فوقهم حاصبا يلفهم مثل لف القزم

تحت علي الصبر أحبارهم وقد ثأجوا كثؤاج الغنم

অর্থ: হাবাশার হস্তিবাহিনীর দিনে তাঁর (মহান আল্লাহর) কর্মসূচির মধ্যে এও ছিল যে, তারা যা কিছু পাঠিয়েছিল তা, মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। পাখির ঝাকের চঞ্চু থেকে নির্গত কঙ্করগুলো তাদের কোমর ভেদ করে চলে গিয়েছিল। আর সেগুলো তাদের নাক কেটেছিল, ফলে তা ফুটো হয়ে যায়।

আর তারা তাদের শক্তিকে ধরাশায়ী করে ছাড়ল। যখনই তারা তাদের গণ্ডদেশের পশ্চাতকে লক্ষবস্তু বানালো, সেগুলোকে তারা যখম করে ফেলল।

ফলে হস্তিবাহিনী পলায়ন করল এবং তাদের আগমনস্থলে ফিরে গেল। সেখানে যারাই ছিল, তাদের সকলেরই শেষ পরিণতি জুলুমে পর্যবসিত হলো।

মহান আল্লাহ তাদের উপর প্রস্তরসম্বলিত বায়ু প্রেরণ করলেন, যা তাদেরকে গুটিয়ে দিল, যেমন বামনকে গুটিয়ে ফেলা হয়।

তাদের ধর্মজাযকরা তাদেরকে ধৈর্য ধারণে উৎসাহিত করল, আর তারা সকলেই ছাগল বকরির ন্যায় আওয়াজ করল।

আবুস্ সালত বিন আবী রাবীআহ আস্স্ স্বাকাফী বলেনঃ

إن آيات ربنا باقيات ما يماري فيهن إلَا الكفور

خلق الليل والنهار فكل مسيبين حسابه مقدور

ثم يجلو النهار رب رحيم بمهاة شعاعها منشور

حبس الفيل بالمغمس حتي صار يحبو، كأنه معقور

لَازما حلقه الجران كما قطر من ظهر كبكب محمدور

حوله من ملوك كندة أبطال ملَاويث في الحروب صقور

خلفوه ثم ابذعروا جميعا، كلهم عظم ساقه مكسور

كل دين يوم القيامة عند الـ له إلَا دين لحنيفة، بور

অর্থ: নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ অক্ষত রয়েছে। যেগুলোর ব্যাপারে কাফিররা ব্যতীত কেউ সন্দেহ পোষণ করে না। যিনি সৃষ্টি করেছেন দিবা রাত্রি যার উভয়টি সুস্পষ্ট এবং সেগুলোর সময়সীমা নির্ধারিত।

অতঃপর করুণাময় প্রতিপালক দিনকে উদ্ভাসিত করলেন সূর্য দ্বারা যার কিরণ চারদিকে বিস্তৃত।

তিনি হাতিগুলোকে অবরুদ্ধ করে দিলেন মাগমিসে (নিম্নভূমিতে) যার ফলে হাতিগুলো হামাগুড়ি খেতে লাগল। যেন সেগুলোকে জবাই করা হয়েছে কণ্ঠনালীর গোড়া থেকে। যেন তারা নিষিদ্ধ কোন জনগোষ্ঠীর হামলার শিকার।

তার আশেপাশেই কিনদার বীরযোদ্ধা শাষকবর্গ রয়েছে। (কিন্তু তারা তাদের কোন উপকারে আসল না) যারা রণক্ষেত্রে সিংহ ও বায পাখির ন্যায়।

তারা সকলেই তাদেরকে ত্যাগ করল। অতঃপর তারা সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। যেন তারা এমন পায়ের পিণ্ডলীর হাড় যা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।

কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহর নিকট সকল ধর্মই মিথ্যাপ্রতিপন্ন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, শুধুমাত্র দীনে হানীফ ব্যতিরেকে।

৭৪৭৪. (স্বহীহ): সূরাহ ফাত্‌হে ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হুদায়বিয়ার দিন যখন সেই পাহাড়ের নিকটবর্তী হন যেখানে কুরাইশরা অবতরণ করেছিল, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উটনি এ সময় বসে পড়ে, স্বাহাবীগণ অনেক ধমক-তিরস্কার দিয়েও যখন এটা উঠতে অস্বীকার করে তখন তাঁরা বলতে থাকেন ঃ কাসওয়া একরোখা হয়ে পড়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: কাসওয়া একরোখাও হয়নি, আর সেটা তার চরিত্রও নয়; বরং তিনিই একে থামিয়ে দিয়েছেন যিনি হস্তিকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি বলেন: যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তারা যে কোন

বিষয়ে আমার কাছে চায় যাতে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বিষয়গুলোর প্রতি সম্মান জানানো হয় তাতেই আমি তাদের প্রতি সাড়া দিব। এরপর তিনি উষ্ট্রীকে ধমক দিলে সে উঠে দাঁড়ায়।[৮৮৫]

৭৪৭৫. (স্বহীহ্): ইমাম বুখারী এককভাবে এ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন বলেন: আল্লাহ তা'আলা মক্কায় প্রবেশে হস্তিকে থামিয়ে দিয়েছেন, আর এর উপরে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে কর্তৃত্ব দান করেছেন আর এর সম্মান তেমনিভাবে ফিরে এল যেভাবে গতকাল এ সম্মান ছিল। কাজেই তোমাদের আজ যারা উপস্থিত রয়েছে তারা যেন অনুপস্থিত লোকদেরকে পৌঁছে দেয়।[৮৮৬]

সূরাহ ফীলের তাফসীর সমাপ্ত। আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা এবং অনুগ্রহ তাঁরই।

সূরাহ্ কুরায়শ এর তাফসীর

মাক্কায় অবতীর্ণ

৭৪৭৬. (হাসান লি গায়রিহি): এই সূরার ফাদীলাত সম্পর্কে একটি গরীব হাদীস্ব বর্ণিত হয়েছেঃ বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি 'আলায়হি) 'খিলাফিয়াত' গ্রন্থে আবূ আবদুল্লাহ আল-হাফিয় বাক্র বিন মুহাম্মাদ বিন হামদান আস সায়রাফী আহমাদ বিন উবায়দুল্লাহ আন-নারসী ইয়া'কূব বিন মুহাম্মাদ আয্ যাহরী ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন স্বাবিত বিন শুরাহবীল উস্বমান বিন আবদুল্লাহ বিন আবী আতীক সাঈদ বিন আমর বিন জা'দাহ বিন হুবায়রাহ তার পিতা (আমর বিন জা'দাহ) তার দাদী উম্মু হানী বিনতে আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সাতটি বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরায়শদেরকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। ১) আমি কুরায়শী ২) নবুওতও কুরায়শদের মধ্যে (৩৪) কাবার রক্ষণাবেক্ষণ ও যমযমের পানি পান করানোর দায়িত্ব কুরায়শদের হাতে (৫) আল্লাহ তা'আলা কুরায়শদেরকে হাতির উপর বিজয় দান করেছেন। ৬) দশ বছর যাবত তাঁরা আল্লাহর ইবাদাত করেছেন যখন আল্লাহর ইবাদাত করার মত অন্য কেউ ছিল না এবং ৭) আল্লাহ তা'আলা তাঁদের কাছে একটি সুরা নাযিল করেছেন। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে: لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ ۝ إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ۝ فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ۝ ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ ۝ সূরাটি পাঠ করেন।[৮৮৭]

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্র নামে।

لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ ۝١

১. কুরাইশদের অভ্যস্ত হওয়ার কারণে,

إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ۝٢

২. (অর্থাৎ) শীত ও গ্রীষ্মে তাদের বিদেশ সফরে অভ্যস্ত হওয়ার (কারণে)

فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ۝٣

৩. তাদের কর্তব্য হল এই (কা'বা) ঘরের রব্বের ইবাদাত করা,

---

৮৮৫. সহীহুল বুখারী ২৭৩১, ২৭৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৮৮৬. সহীহুল বুখারী ২৪৩৪, মুসলিম ১৩৫৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৮৮৭. হাকিম তার 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে (২/৫৩৬) সানাদটিকে সহীহ বলেছেন। কিন্তু ইমাম যাহাবী বলেন, সানাদের রাবী ইয়া'কূব দুর্বল ও ইবরাহীম তিনি মুনকার। দেখুন "মাজমা' আয্-যাওয়াইদ লিল হায়স্বামী" (১/২৪) ও "সিলসিলাহ সহীহাহ" (৪/৫৮৫ হা/১৯৪৪) শায়খ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) অন্য সানাদে হাদীসটির শাওয়াহিদ হাদীস্ব এনেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান লি গায়রিহি।

৪. যিনি তাদেরকে (কা'বা ঘরের খাদিম হওয়ার কারণে নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে) ক্ষুধায় খাদ্য দিচ্ছেন এবং তাদেরকে ভয়-ভীতি হতে নিরাপদ করেছেন।	الَّذِيٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ۬ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

এই সূরাকে প্রাথমিক মুসহাফে (উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মূল কপিতে) এর পূর্বের সূরাহ থেকে পৃথক করা হয়েছে, কেননা তারা উভয় সূরার মাঝে بسم الله الرحمن الرحيم লিখেছেন। যদিও তা এর পূর্বের সূরার সাথে সম্পর্ক রাখে, যেমন এ বিষয়টিকে পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক, আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম, কেননা তাদের উভয়ের নিকট এর অর্থ হচ্ছে ঃ আমরা হাতিকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিয়েছি আর হস্তিবাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছি। ﴿لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝﴾ **"১. কুরাইশদের অভ্যস্ত হওয়ার কারণে"** অর্থাৎ তাদের নিরাপদ নগরীতে একত্রিত ও জোটবদ্ধ হওয়ার কারণে। কেউ কেউ বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য কারণে শীতকালে ইয়ামান এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়া যাত্রার প্রাক্কালে তারা একত্রিত হত, এরপর তারা নিরাপদে তাদের দেশে ফিরে আসত, কেননা, তারা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নগরীর বাসিন্দা হওয়ার কারণে লোকেরা তাদেরকে সম্মান করত। বস্তুত যারা তাদেরকে চিনত তাদেরকে সম্মান করত, এমনকি যারা তাদের নিকট আসত এবং তাদের সাথে ভ্রমণ করত তারাও তাদের কারণে নিরাপদে থাকত। এই ছিল শীত-গ্রীষ্মে তাদের সফর ও ভ্রমণকালিন অবস্থা। কিন্তু আপন নগরীতে তাদের অবস্থানকালিন অবস্থায় ঃ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ **"তারা কি দেখে না যে, আমি 'হারাম'-কে করেছি নিরাপদ স্থান অথচ তাদের চতুষ্পার্শ্ব থেকে মানুষকে ছিনিয়ে নেয়া হয়"**।[৮৮৮] এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ﴿لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝ اِلٰفِهِمْ﴾ "কুরাইশদের অভ্যস্ত হওয়ার কারণে, তাদের অভ্যস্ত হওয়ার (কারণে) এখানে দ্বিতীয় إِيلَاف শব্দটি প্রথম إِيلَاف থেকে (আরবী ব্যাকরণে) বদল সংঘটিত হয়েছে একে আরও অধিকরূপে বিশ্লেষণ করার জন্য। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝﴾ **"২. (অর্থাৎ) শীত ও গ্রীষ্মে বিদেশ সফরে তাদের অভ্যস্ত হওয়ার (কারণে)"** ইবনু জারীর বলেন: তবে সঠিক মত হচ্ছে ঃ لِإِيلَاف এর লামটি আশ্চর্যবাচক, যেন তিনি বলছেন ঃ কুরাইশদের একত্রিত হওয়া এবং এ কারণে তাদের উপরে আমার নিআমতের কারণে তোমরা বিস্ময় প্রকাশ কর, তিনি বলতে চেয়েছেন ঃ এই হচ্ছে মুসলিমবৃন্দের ঐক্যবদ্ধের কারণ যে, এ দু'টো হচ্ছে পৃথক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সূরা। এরপর তিনি তাদেরকে এই মহান নিআমতের শুকরিয়া আদায় করার দিক নির্দেশনা প্রদান করে বলেন: ﴿فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝﴾ **"৩. তাদের কর্তব্য হল এই (কা'বা) ঘরের রব্বের ইবাদাত করা"** অর্থাৎ তারা যেন ইবাদাত করার মাধ্যমে তাঁর একত্বতার ঘোষণা দেয়, যেভাবে তিনি তাদেরকে একটি নিরাপদ ও পবিত্র গৃহ প্রদান করেছেন যেমন তিনি বলেন: ﴿اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ﴾ **"আমি নির্দেশিত হয়েছি এই (মাক্কাহ) নগরীর রব্বের ইবাদাত করার জন্য যিনি তাকে (অর্থাৎ এই নগরীকে) সম্মানিত করেছেন। সকল বস্তু তাঁরই, আর আমি আদিষ্ট হয়েছি আমি যেন (আল্লাহর নিকট) আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই"**[৮৮৯] আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿الَّذِيٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ۬﴾ **"৪. যিনি তাদেরকে (কা'বা ঘরের খাদিম হওয়ার কারণে নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে) ক্ষুধায় খাদ্য দিচ্ছেন"** অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন গৃহের

৮৮৮. সূরাহ আনকাবূত, ২৯ঃ ৬৭।
৮৮৯. সূরাহ আনকাবূত, ২৯ঃ ৯১।

মালিক, তিনি ক্ষুধার্তকে আহার করান ﴿وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ **"এবং তাদেরকে ভয়-ভীতি হতে নিরাপদ করেছেন"** তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা এবং ভদ্র-নম্রতার মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন,কাজেই তারা যেন কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করে আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে, তাঁকে বাদ দিয়ে কোন মূর্তি, প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রতিমার পূজা না করে, কাজেই যে ব্যক্তি এ বিষয়টি মেনে নিবে আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতের নিরাপত্তা দান করবেন, কিন্তু পক্ষান্তরে যে তার নাফরমানি করবে তিনি তার থেকে উভয়টি ছিনিয়ে নিবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾

"আল্লাহ এক জনবসতির দৃষ্টান্ত পেশ করছেন যা ছিল নিরাপদ, চিন্তা-ভাবনাহীন। সবখান থেকে সেখানে আসত জীবন ধারণের পর্যাপ্ত উপকরণ। অতঃপর সে জনপদ আল্লাহ্র নি'য়ামাতরাজির কুফুরী করল, অতঃপর আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের কারণে ক্ষুধা ও ভয়-ভীতির মুসীবাত তাদেরকে আস্বাদন করালেন। তাদের কাছে তাদের মধ্য হতেই রসূল এসেছিল কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা মনে ক'রে প্রত্যাখ্যান করল, তখন শাস্তি তাদেরকে পাকড়াও করল যখন তারা ছিল সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত)"।[৮৯০]

৭৪৭৭. ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০(আবদুল্লাহ বিন আমর আল-আদানী)(কাবীসাহ)(সুফইয়ান)(লায়স)(শাহর বিন হাওশাব)(আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা))০ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ويل أمكم، قريش، لإيلاف قريش হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিরাপত্তা ও শান্তি দান করেছেন।[৮৯১]

৭৪৭৮. তিনি আরও বলেন, ০(আবূ হাতিম)(আল-মুআম্মাল ইবনুল ফাদল আল-হাররানী)(ঈসা বিন য়ূনুস)(উবায়দুল্লাহ বিন আবী যিয়াদ (নির্ভরযোগ্য নয়))(শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল ও ইরসাল করেন))(উসামাহ বিন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু))০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. وَيْحَكُمْ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَكُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَكُمْ مِنْ خَوْفٍ"

অন্য হাদীস্রে আছে, তোমাদেরকে তিনি নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং ক্ষুধার সময় খেতে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তাঁর একত্ব স্বীকার করে লও এবং তার ইবাদাত কর।[৮৯২]

সূরাহ লি'ঈ-লা ফি কুরাইশের তাফসীর সমাপ্ত। আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

---

৮৯০. সূরাহ আন-নাহল, ১৬ঃ ১১২, ১১৩।

৮৯১. আল-মাজমা' লিল হায়স্রামী ৭/১৪৩, আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩৯৭, মু'জামুল কাবীর ১৯৯১৯, ফাদাইলুল কুরআন ৫৭৩। শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ ও ইরসাল করেন। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার মাঝে তেমন কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা)

৮৯২. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৩৯৭, আহমাদ ২৭০৬০ (৬/৪৬০), মাজমা'আয যাওয়াইদ ১১৫২০। উবায়দুল্লাহ ও শাহর বিন হাওশাব এর কারণে সানাদটি দুর্বল।

সেই সূরার তাফসীর যাতে الماعون এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে

মাক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

১. তুমি কি তাকে দেখেছ, যে কর্মফল (দিবসকে) অস্বীকার করে?	اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١
২. সে তো সেই (লোক) যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়,	فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝٢
৩. এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহ দেয় না	وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣
৪. অতএব দুর্ভোগ সে সব নামায আদায়কারীর	فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤
৫. যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন,	الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥
৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে,	الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝٦
৭. এবং প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী দানের ছোট খাট সাহায্য করা থেকেও বিরত থাকে।	وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧

কিয়ামাত দিবসের প্রতি অস্বীকারকারীর বৈশিষ্ট্যসমূহ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন: (হে মুহাম্মাদ!) তুমি কি তাকে দেখেছ যে দ্বীনকে অস্বীকার করে? এখানে দ্বীন শব্দের অর্থ হচ্ছে পরকাল, বিনিময় এবং সাওয়াব। ﴿فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ﴾ **"২. সে তো সেই (লোক) যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়"** অর্থাৎ সে তো ঐ ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে নিপীড়ন করে, আর তার অধিকারের প্রতি যুলুম করে। তাকে খাদ্য দেয়না আর তার সাথে ভাল ব্যবহার করেনা। ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ﴾ **"৩. এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহ দেয় না"** যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ﴾ **"না (রিযক) কক্ষণো (মান-সম্মানের মানদণ্ড) নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমের প্রতি সম্মানজনক আচরণ কর না, আর তোমরা ইয়াতীম মিসকিনকে খাদ্য দেয়ার জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত কর না"।**[৮৯৩] অর্থাৎ এমন দরিদ্র যার এমন কিছু নেই যার মাধ্যমে সে নিজেকে ধরে রাখতে পারে আর তার অভাব পূরণ করতে পারে। এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ﴾ ﴿الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ﴾ **"৪. অতএব দুর্ভোগ সে সব স্বালাত আদায়কারীর ৫. যারা নিজেদের স্বলাতের ব্যাপারে উদাসীন"** আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং অন্যরা বলেন: মুনাফিক যারা প্রকাশ্যে স্বালাত আদায় করে, কিন্তু গোপনে তা আদায় করেনা।[৮৯৪] এ কারণে আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿لِّلْمُصَلِّيْنَ﴾ **"স্বালাত আদায়কারীর"** তারা হচ্ছে স্বালাত আদায়কারী, যারা তা দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে কিন্তু আবার অবহেলাও করে, হয়ত একেবারেই স্বালাত আদায় করেনা, যেমন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ মত

৮৯৩. সূরাহ আল-ফাজর, ৮৯: ১৭-১৮।
৮৯৪. আত-তাবারী ২৪/৬৩২।

পোষণ করেছেন, অথবা শরীয়তে তার জন্য যে সময় নির্ধারিত তাতে আদায় করেনা, ফলে সম্পূর্ণরূপে ওয়াক্তের বাইরে আদায় করে, যেমন মাসরূক এবং আবুদ্-দুহা এমত পোষণ করেন।[৮৯৫]

'আতা' বিন দীনার বলেন: সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি বলেছেন ঃ ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ **"৫. যারা নিজেদের স্বলাতের ব্যাপারে উদাসীন"** যিনি একথা বলেননি যে, স্বলাতে যাদের মনোযোগ নেই।[৮৯৬] অথবা সে প্রথম ওয়াক্তের ব্যাপারে উদাসীন এবং সবসময় অথবা অধিকাংশ সময় তাকে শেষ ওয়াক্ত করে আদায় করে। অথবা শরীয়তে এর যে রুকন এবং শর্ত পালন করে আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেভাবে পালন করেনা। অথবা বিনয়-নম্রতা বজায় রেখে এবং এর অর্থের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করেনা। ساهون শব্দটি এ সবগুলোকেই শামিল করে। তবে যে ব্যক্তি এ সব বৈশিষ্ট্যের কোন একটির অধিকারী যা আমরা বর্ণনা করেছি তার মধ্যে এ আয়াতের একটি অংশ রয়েছে, আর যে ব্যক্তি এই সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সে আয়াতের পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। আর তার আমলগত কপটতার ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে।

৭৪৭৯. (স্বহীহ): যেমন বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: সেটি হচ্ছে মুনাফিকের স্বালাত, সেটি হচ্ছে মুনাফিকের স্বালাত, সেটি হচ্ছে মুনাফিকের স্বালাত, সে সূর্য দেখে বসে থাকে, অবশেষে যখন তা শয়তানের দুই শিংঙের মাঝখানে আসে তখন সে উঠে দাঁড়িয়ে চারবার ঠোকর মারে, সে আল্লাহ তাআলাকে অল্পই স্মরণ করে।[৮৯৭] এই হচ্ছে আসরের স্বলাতের শেষ সময় যাকে وسطي মধ্যবর্তী স্বালাত বলা হয়েছে, এর শেষ সময়ের ব্যাপারে হাদীসে প্রমাণিত হয়- তা হচ্ছে অপছন্দনীয় সময়, সে এ সময় উঠে দাঁড়িয়ে কাকের মত ঠোকর মারে, তার অন্তর প্রশান্ত হয়না আর বিনয়-নম্রতাও আসেনা, এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন: সে অল্পই আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে, হয়তবা সে লোক দেখানোর জন্য এতে দণ্ডায়মান হয়, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য নয়। এটা তার মোটেও স্বালাত না আদায় করার মত। আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ **"নিশ্চয় মুনাফিকগণ আল্লাহ্র সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে শাস্তি দেন এবং তারা যখন স্বলাতের জন্য দাঁড়ায়, তখন শৈথিল্যভরে দাঁড়ায় লোক দেখানোর জন্য, তারা আল্লাহ্কে সামান্যই স্মরণ করে"**।[৮৯৮]

৭৪৮০. (দঈফ): আত-তাবারানী বলেন, ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুবিয়্যাহ আল-বাগদাদী তার পিতা (আবদুল্লাহ) আবদুল ওয়াহ্হাব বিন আতা' য়ূনুস হাসান ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, জাহান্নামের একটি গর্ত এমন আছে যা প্রত্যহ চারশতবার আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাআলা একে রিয়াকারী আলিম রিয়াকারী দানশীল, রিয়াকারী হাজী ও রিয়াকারী মুজাহিদদের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন।[৮৯৯]

---

৮৯৫. আত-তাবারী ২৪/৬৩১।

৮৯৬. আল-কুরতুবী ২০/২১২।

৮৯৭. মুসলিম ১৯৫, তিরমিযী ১৬০, নাসাঈ ৫১০, আস স্বহীহাহ ৬৬। উক্ত হাদীস সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন, হাসান স্বহীহ। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৮৯৮. স্বহীহুল বুখারী ৩২৭৩, মুসলিম ৬২২, সূরাহ নিসা ১৪২।

৮৯৯. আল-মাজমা' ১০/২২২, আল ইতহাফ ১০/৫১১-৫১২, মু'জামুল কাবীর ১২/১৭৫, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১/৬৭, জামিউল আহাদীস ৮০৫৬, জামউল জাওয়ামি' ১৪০৬, কানযুল উম্মাল ৭৫১৪, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৭৬৫৮, সিলসিলাহ

৭৪৮১. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ∝[আবূ নুআয়ম][আল-আ'মাশ][আমর বিন মুররা]∝ বলেন: আমরা আবূ উবায়দাহর নিকট বসে ছিলাম, সকলে 'রিয়া' সম্পর্কে আলোচনা করছিল, আবূ ইয়াযীদ নামক এক ব্যক্তি বলে উঠে ঃ আমি আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে ব্যক্তি লোকদেরকে তার আমলের কথা শোনায়, আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকে শোনেন, তিনি এটা শুনে তাকে ঘৃণার পাত্র বানাবেন এবং মর্যাদাহানি করবেন।[৯০০] অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে, ∝[গুনদার ও ইয়াহইয়া আল-কাত্তান][শু'বাহ][আমর বিন মুররাহ][এক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত)][আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∝ এর সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে।

﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ﴾ **"৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে"** এর সাথে সংশ্লিষ্ট কথা হচ্ছে ঃ যে ব্যক্তি কোন আমল করে, লোকেরা তা উঁকি দিয়ে দেখে, আর তার সেটা ভাল লাগে তবে সেটা 'রিয়া' বলে গণ্য হবেনা।

৭৪৮২. (গরীব): এর দলীল যা বর্ণনা করেছেন আল-হাফিয আবূ ইয়া'লা আল মূস্বিলী তার 'মুসনাদ' গ্রন্থে ∝[হারূন বিন মা'রূফ][মাখলাদ বিন ইয়াযীদ][সাঈদ বিন বাশীর][আল-আ'মাশ][আবূ স্বালিহ][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∝ বলেন,

كُنْتُ أُصَلِّي، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ، فَأَعْجَبَنِي ذَلِكَ، فَذَكَرْتُهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "كُتِبَ لَكَ أَجْرَانِ: أَجْرُ السِّرِّ، وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ

একদিন আমি একাকী নামায পড়ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি এসে আমাকে নামাযরত অবস্থায় দেখে ফেলল। এতে আমার মনে আনন্দ আসে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আমি এই ঘটনাটি শুনালে তিনি বলেন, এতে তুমি দ্বিগুন সওয়াব পাবে। গোপনীতা রক্ষার জন্য এক সওয়াব আবার প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় এক সওয়াব।[৯০১]

৭৪৮৩. (দঈফ): আবূ ইয়া'লা বলেন, ∝[মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্বান্না বিন মূসা][আবূ দাউদ][আবূ সিনান][হাবীব বিন আবী স্বাবিত][আবূ স্বালিহ][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∝ বলেন, এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি এমন হয় যে কেউ গোপনীয়তা রক্ষা করে আমল করে কিন্তু কেউ জানতে পারলে তার কাছে ভালো লাগে এটি কেমন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, এমন ব্যক্তি দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে। গোপনীয়তার জন্য এক সওয়াব আর প্রকাশের জন্য এক সওয়াব।[৯০২] ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন ∝[মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্বান্না][আবূ দাউদ আত-তায়ালাসী][আবূ সিনা আশ শায়বানী (দিরার বিন মুররাহ)]∝ ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন ∝[বুনদার][আবূ দাউদ আত-তায়ালাসী][আবূ সিনান আশ শায়বানী (দিরার বিন মুররাহ)]∝

দঈফাহ ৫০২৩, দঈফ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১৭। হায়স্বামী বলেন, সানাদের মাঝে ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ ও তার পিতা রয়েছে তাদের উভয়ের পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। **তাহকীক আলবাসীঃ** দঈফ।

৯০০. আহমাদ ৬৯৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৯০১. শারহুস সুন্নাহ ৪১৪১, মু'জামুল আওসাত ৪৯৪৯, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৩৬২৮, আল-আহাদীস্ব আদ দঈফাহ ওয়াল-মাওদূআহ আল্লাতী হাকামা আলাহাল হাফিয ইবনু কাস্বীর ফী তাফসীরিহি ৮৯৬। সানাদে সাঈদ বিন বাশীরকে জামহূর উলামাহ দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই সূত্রে হাদীস্বটি গরীব।

৯০২. তিরমিযী ৩৩৮৪, জামিউল আহাদীস্ব ৪২২৪৮, সিলসিলাহ দঈফাহ ৪৩৪৪, দঈফ আল-জামি' ৪৭৮৭, আত তা'লীকাতুল হিসান আলা স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭৬। ইবনু জারীর বলেন, সানাদের মাঝে ইদতিরাব হওয়ার কারণে কেউ স্বহীহ বলেনি। শায়খ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সানাদে সাঈদ বিন সিনান হাদীস্ব মুখস্থ করার পূর্ব পর্যন্ত দুর্বল যেমনটি ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (সিলসিলাহ দঈফাহ ৪৩৪৪) **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

সূত্রে। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্রটি গরীব। আল-আ'মাশ অন্য সূত্রে বর্ণনা করেন, হাবীব এর মাধ্যমে আবূ স্বালিহ থেকে মুরসাল সূত্রে নাবী (ﷺ) থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।

৭৪৮৪. (দঈফ): আবূ জা'ফার বিন জারীর বলেন, আবূ কুরায়ব ← মুআবিয়াহ বিন হিশাম ← শায়বান আন-নাহবী ← জাবির আল-জু'ফী (দঈফ বা দুর্বল) ← এক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত) ← আবূ বারযা আল-আসলামী (রাঃ) বলেন, ﴿الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ﴾ এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আল্লাহু আকবার! এ আয়াতটি তোমাদের জন্য তোমাদের প্রত্যেককে দুনিয়া পরিমাণ সম্পদ দান করা অপেক্ষা উত্তম।[৯০৩] সানাদের মাঝে জাবির আল-জু'ফী তিনি দুর্বল। আর তার উসতাযের নাম জানা যায় না। আল্লাহই সর্বোজ্ঞ।

৭৪৮৫. (মাওকূফ স্বহীহ): ইবনু জারীর বলেন, যাকারিয়্যা বিন আবান আল-মিস্রী ← আমর বিন তারিক ← ইকরিমাহ বিন ইবরাহীম ← আবদুল মালিক বিন উমায়র ← মুস্আব বিন সা'দ ← সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে ﴿الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ﴾ এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যারা নামাযকে তার সময় হতে বিলম্ব করে আদায় করে, তার অর্থ হয়ত নামায আদৌ পড়ে না কিংবা সময় শেষ হয়ে গেলে পরে আদায় করে অথবা প্রথম সময় হতে বিলম্ব করে আদায় করে।[৯০৪] অনুরূপ হাফিয আবূ ইয়া'লা ← শায়বান বিন ফাররূখ ← ইকরিমাহ বিন ইবরাহীম ← আবূ রাবী' ← জাবির ← আসিম ← মুস্আব ← তার পিতা (সা'দ) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ সানাদটি স্বহীহ।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ﴾ **"৭. এবং প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী দানের ছোট খাট সাহায্য করা থেকেও বিরত থাকে"** তারা ভালভাবে তাদের রব্বের ইবাদাত করেনা, আর লোকদের সাথেও ভাল আচার-ব্যবহার করেনা। এমনকি তারা ধারও দেয়না যাতে অন্যে উপকৃত হতে পারে, এবং এর দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করতে পারে, এমনকি মূল জিনিসটি যদি তাদের কাছে থেকেও যায় এবং (প্রদেয় জিনিসটি) তাদেরকে কাছে ফিরেও আসে, এ ধরনের লোক যাকাত না দিতে এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্যপ্রাপ্তির অন্যান্য কাজ না করার বেলায় আরও বেশী পারদর্শি। ইবনু আবী নাজীহ মুজাহিদ এর সূত্রে আলী (রাঃ) বলেন, الماعون অর্থ যাকাত। সুদ্দী আবূ স্বালিহ এর মাধ্যমে আলী (রাঃ) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন, ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, الماعون অর্থঃ الزكاة তথা যাকাত। অনুরূপভাবে সুদ্দী আবূ স্বালিহ এর সূত্রে আলী (রাঃ) থেকে, অনুরূপভাবে অন্য রেওয়ায়াতে ইবনু উমার (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে, মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ, সাঈদ বিন জুবায়র, ইকরিমাহ, মুজাহিদ, আতা', আতিয়্যা আল-আওফী, যুহরী, হাসান, কাতাদাহ, দাহ্হাক এবং ইবনু যায়দ এর মতও ইহাই। হাসান আল-বাস্রী বলেন, এরা স্বালাত আদায় করলে রিয়া করে, না পড়লে দুঃখ হয় না এবং সম্পদের যাকাত দিতে বিরত থাকে। অন্য রেওয়ায়াতে রয়েছে, মালের স্বাদাকাহ দেয়া থেকে বিরত থাকে। যায়দ বিন আসলাম বলেন, তারা সকলে মুনাফিক। স্বালাত প্রকাশ্য কাজ হওয়ায় আদায় করে আর যাকাত

---

৯০৩. ইবনু জারীর ৩০/২০২, আদ-দুররুল মানসূর ৮/৬৪২। **তাহক্বীকঃ** দঈফ।

৯০৪. আত-তাবারী ৩০/২০২, আদ-দুররুল মানসূর ৮/৬৪২। দঈফ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ৩১৩, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ৮৩৩, বাযযার ইকরিমাহ বিন ইবরাহীম এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একাধিক হাফিযগণ মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কেউ নাবী (ﷺ) পর্যন্ত পৌছাননি। আল-হাফিয ও ইকরিমাহ বলেন, আযদী দঈফ হওয়ার উপর ঐকমত্য হলেও সঠিক হলো হাদীস্রটি মাওকূফ। মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৮২৩, বাযযার ও আবূ ইয়া'লা মারফূ' এর ন্যায় মাওকূফ সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। সানাদের মাঝে ইকরিমাহ বিন ইবরাহীম সম্পর্কে ইবনু হিব্বান ও অন্যান্য মুহাক্কিকগণ তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বাযযার বলেন, সকলে হাদীস্রটি মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন কেউ মারফূ' তথা নাবী (ﷺ) পর্যন্ত পৌছাননি। **তাহক্বীকঃ** হাকিম ও বায়হাকী বলেন, হাদীস্রটি মাওকূফ স্বহীহ।

গোপনীয় কাজ হওয়ার কারণে প্রদান করেনা। «আ'মাশ ও শু'বাহ» «হাকাম» «ইয়াহইয়া আল জাব্বার» «আবুল উবায়দীন» «তিনি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)» কে الماعون সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, লোকেরা একে অপরকে যে কুঠার, পাত্র, বালতি এবং এ জাতিয় অন্যান্য যা কিছু দেয়া নেওয়া করে।[৯০৫] «আল-মাসউদী» সালামাহ বিন কুহায়ল» «আবুল উবায়দীন» «তিনি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)» কে الماعون সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, গৃহস্থালির ছোটখাট জিনিস: বালতি, কুঠার, পাতিল ইত্যাদি বুঝায় যা সকলের প্রয়োজন পড়ে।

ইবনু জারীর বলেন, «মুহাম্মাদ বিন উবায়দ আল-মুহারিবী» «আবুল আহওয়াস» «আবূ ইসহাক» «আবুল উবায়দীন ও সা'দ বিন ইয়াদ» «আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)» বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে থেকে আমরা ماعون অর্থ বালতি, কুঠার ও পাতিল ইত্যাদি বুঝতাম। এগুলো ছাড়া অন্য কিছু বুঝতাম না।[৯০৬] অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, «খাল্লাদ বিন আসলাম» «নাদর বিন শুমায়ল» «শু'বাহ» «আবূ ইসহাক» «সা'দ বিন ইয়াদ» থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, «আ'মাশ» «ইবরাহীম» «হারিস বিন সুওয়ায়দ» «বলেন, আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)» কে الماعون সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মানুষ যা পরস্পরে দেয়া নেয়া করে: কুঠার, পাতিল ইত্যাদি এ জাতীয় কিছু।

৭৪৮৬. ইবনু আবূ জারীর বলেন, «আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস» «আবূ দাউদ আত-তায়ালাসী» «আবূ আওয়ানাহ» «আসিম বিন বাহদালাহ» «আবূ ওয়াইল» «আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)» বলেন, كُنَّا مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقُولُ: الْمَاعُونُ: مَنْعُ الدَّلْوِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম, আর তখন আমরা الماعون বলতে বালতি ও এজাতীয় কিছু না দেয়া কে বুঝতাম।[৯০৭]

৭৪৮৭. (হাসান): ইমাম আবূ দাউদ ও নাসাঈ বলেন, «কুতায়বাহ» «আবূ আওয়ানাহ» এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে নাসাঈর শব্দে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যে কোন ভালো কাজই সাদাকাহর শামিল আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আমলেই আমরা ماعون বলতে বালতি ও পাতিল ইত্যাদি ধার দেয়াকে বুঝতাম।[৯০৮]

ইবনু আবী হাতিম বলেন, «আমার পিতা (আবূ হাতিম)» «আফফান» «হাম্মাদ বিন সালামাহ» «আসিম» «যির বিন হুবায়শ» «আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)» বলেন, الماعون হলো: পাতিল, দাঁড়িপাল্লা ও বালতি ইত্যাদি ধার দেয়া।

ইবনু আবী নাজীহ বলেন, «মুজাহিদ» «ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)» বলেন, ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ অর্থঃ ঘরের আসবাব পত্র। মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখঈ, সাঈদ বিন জুবায়র ও আবূ মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) প্রমুখ বলেন, নিশ্চয় তা হলো; উপকারের জন্য কর্য দেয়া। «লায়স বিন আবী সুলায়ম» «মুজাহিদ» «ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)» বলেন, ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ অর্থঃ যা পরবর্তীতে তার আহলের নিকট ফিরে আসে না। আওফী ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বলেন, ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ সম্পর্কে মানুষেরা মতানৈক্য করেছেন, অনেকে বলেন, يمنعون অর্থ যাকাত, আবার কেউ বলেন, الطاعة তথা আনুগত্য। আবার কেউ বলেন, এর অর্থঃ কর্য দেয়া। ইবনু জারীর বলেন, «ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম» «ইবনু উলায়্যাহ» «লায়স বিন আবী সুলায়ম» «আবূ ইসহাক» «হারিস» «আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)» বলেন, ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ অর্থ অন্যকে নিজের কুঠার, বালতি, পাতিল ইত্যাদি ধার না দেয়া।

---

৯০৫. আত-তাবারী ২৪/৬৩৯।
৯০৬. আত-তাবারী ৩০/২০৫।
৯০৭. আত-তাবারী ৩৮১৩০।
৯০৮. আবূ দাউদ ১৬৫৭, এর সানাদটি হাসান, সানাদে আসিম বিন বাহদালাহ নামক রাবী তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আল'-মাজমা' লিল হায়সামী ৭/১৪৩। **তাহকীকঃ** হাসান।

ইকরিমাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ماعون এর সর্বোচ্চ স্তর হল যাকাত আর সর্বনিম্ন স্তর হল চালুন, বালতি ও সুঁই। ইবনু আবী হাতিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করেছেন। বস্তুত এ ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে ভালো। কারণ, উপরোক্ত সব কয়টি ব্যাখ্যাই এটির সাথে শামিল রয়েছে এবং সব কথার সারকথা হল, সম্পদ দান করে বা উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিয়ে অন্যের সহযোগিতা না করা– এ আয়াতের অর্থ। এ কারণেই মুহাম্মাদ বিন কা'ব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, الماعون অর্থ المعروف তথা ভালো কাজ।

৭৪৮৮. (সহীহ): হাদীসেও বলা হয়েছে, যে, كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ প্রতিটি ভালো কাজই সাদাকার শামিল।[৯০৯]

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০(আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ)(ওয়াকী')(ইবনু আবী যি'ব)(যুহরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি))০ বলেন, কুরায়শদের ভাষায় ماعون অর্থ সম্পদ।

৭৪৮৯. (দঈফ): এখানে একটি আশ্চর্য ধরনের গারীব সানাদ ও মতন বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ০(আমার পিতা (আবূ হাতিম) ও আবূ যুরআহ)(কায়স বিন হাফস আদ দারিমী)(দালহাম বিন দাহশাম আল-আজালী)(আইয বিন রাবীআহ আন-নামীরী)(কুররাহ বিন দুউমূস আন-নামীরী)০ তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন, তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাদের থেকে কী অঙ্গিকার কামনা করেন? তিনি বলেন, لا تمنعون الماعون তথা তোমরা মাউন থেকে বাধা দিউ না। তারা সকলে বললঃ হে আল্লাহ রাসূল মাউন কী? তিনি বললেন, লোহা, পাথর ও পানিয় কোন জিনিস থেকে বাধা দিও না। তারা বললঃ লোহার মধ্যে কি? তিনি বললেন, তোমাদের তামার পাতিল ও কুঠার যা দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করা হয়। তারা বললঃ তবে পাথর দ্বারা কী? তিনি বললেন, তোমাদের পাথরের পাতিল।[৯১০] হাদীসটি অধিক গরীব ও মুনকার। এর সানাদের সত্যতা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। ওয়াল্লাহু আ'লাম আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৭৪৯০. (দঈফ): ইবনুল আসীর তার 'আস্‌-সাহাবাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইবনু কানি' এর সানাদে আইয বিন রাবীআহ বিন কায়স আন-নামীরী পর্যন্ত তিনি আলী বিন ফুলান আন-নামিরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, মুসলমান মুসলমানের ভাই। তাদের কর্তব্য পরস্পর দেখা হলে সালাম বিনিময় করা, সালামের জবাব দেয়া ও মাউন দানে বিরত না থাকা। শুনে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাউন কী? উত্তরে তিনি বলেন, "এই তো পাথর, লোহা ইত্যাদি।"[৯১১]

অত্র সূরার তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তাআলার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

---

৯০৯. বুখারী ৬০২১, তুহফাতুল আশরাফ ৩০৮১, সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৫৪৮, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ১/১০৪, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস্‌-সাগীর ৮৬৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৯১০. সানাদে দালহাম বিন দাহসাম রয়েছেন, তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী তার 'আল-মীযান' গ্রন্থে (২৬৭৯) উল্লেখ করেন যে, তার ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে কিন্তু তাকে বর্জন করা হয়নি। আল-আযদী বলেন, তাকে নিয়ে সকলে সমালোচনা করেছে। আর তার শায়খ আইয সম্পর্কে ইবনু হিব্বান সিকাহ বলেছেন এবং কায়স বিন হাফস আদ দারিমীকেও তিনি সিকাহ বলেছেন। কুররাহ বিন দু'মূস তিনি তার 'আস্‌-সাহাবা' (৩/২২৩/৭১০৩) এর মাঝে উল্লেখ করেছেন, সানাদটি দুর্বল, মাতানটি গরীব যেমনটি আল-হাফিয ইমাম ইবনু কাস্রীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

৯১১. ইবনুল আসীর কর্তৃক 'আসদুল গাবাহ' ৪/১২৭, ইবনু আবী হাতিম এর জারাহ তা'দীল ৭/১৭, আদ-দুররুল মানসূর ৬/৪০০। **তাহকীকঃ** দঈফ

সূরাহ্ আল-কাউস্বার এর তাফসীর

মাদীনায় অবতীর্ণ, কেউ কেউ বলেন: মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

১. আমি তোমাকে (হাওযে) কাউস্বার দান করেছি।	اِنَّاۤ اَعۡطَیۡنٰكَ الۡكَوۡثَرَ ؕ﴿۱﴾
২. কাজেই তুমি তোমার রব্বের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর,	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انۡحَرۡ ؕ﴿۲﴾
৩. (তোমার নাম-চিহ্ন কোন দিন মুছবে না, বরং) তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই নাম চিহ্নহীন– নির্মূল।	اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الۡاَبۡتَرُ ﴿۳﴾

৭৪৯১. (স্বহীহ্): ইমাম আহমাদ বলেন, ∝মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শিয়া মতাবলম্বী)⪤মুখতার বিন ফুলফুল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন)⪤আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)∝ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে তিনি একটু মুচকি হাসলেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এইমাত্র আমার উপর একটি সুরা অবতীর্ণ হয়েছে- এই বলে তিনি বিসমিল্লাহ বলে ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান কাউস্বার কী জিনিস? স্বাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, এটা এমন একটি নহর যা আল্লাহ তাআলা আমাকে জান্নাতে দান করেছেন যার মাঝে বিপুল কল্যাণ নিহিত। কিয়ামতের দিন আমার উম্মতগণ সেখানে উপনীত হবে। এর পেয়ালা আকাশের তারকার ন্যায় অগণিত। কতক লোককে সেখানে আসতে বাধা দেয়া হবে। তখন আমি বলব, হে আল্লাহ! এরা আমারই উম্মত। উত্তরে বলা হবে তুমি জান না, তোমার পর এরা কত বিদআত আবিষ্কার করেছিল।[৯১২] ইমাম আহমাদ এ হাদীস্বটিকে তিনটি সানাদে বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে:

৭৪৯২. (স্বহীহ্): ∝মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শিয়া মতাবলম্বী)⪤মুখতার বিন ফুলফুল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন)⪤আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)∝ সেখানে কিয়ামতের দিনের হাওজের বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে দুটি নালা থাকবে, একটি আসমান থেকে, অপরটি কাউস্বার থেকে, সেখানে পান পাত্র থাকবে সংখ্যায় আকাশের নক্ষত্রের ন্যায়।[৯১৩]

৭৪৯৩. (স্বহীহ্): মুসলিম, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন ঃ ∝মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শিয়া মতাবলম্বী) ও আলী বিন মুসহির⪤মুখতার বিন ফুলফুল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন)⪤আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)∝ -এ শব্দগুলো মুসলিমের ঃ (আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে আমাদের মাঝেই অবস্থান করছিলেন এ সময় তিনি কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, এরপর

---

৯১২. আহমাদ ৩/১০২, মুসলিম ৪০০, (আহমাদ ১২০১৫), তারতীবূ আহাদীস্ব আল-জামি' আস্ব-স্বাগীর ৪/১৪২, জামিউল আহাদীস্ব ২৫০৩০, শারহুল আকীদা আত তাহাবীয়া লিল আলবানী ১/২৫০, স্বহীহ ও দ্বঈফ আল-জামি' আস্ব-স্বাগীর ১২৯৮৩, স্বহীহ আল-জামি' ৭০২৭। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, মুসলিমের শর্তে সানাদটি স্বহীহ। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৯১৩. আবূ দাউদ ৪৭৪৯, আহমাদ ৪/৪২৪, আবদুর রাযযাক ২০৮০৫, ইবনু হিব্বান ৬৪৫৮, আবূ বারযাহ এর হাদীস্ব থেকে তিনি বিশুদ্ধ উক্ত হাদীস্বটির শাওয়াহিদ রয়েছে। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

তিনি মুচকি হাসা অবস্থায় মাথা উঠালেন ঃ আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার হাসার কারণ কী? তিনি বলেন: এইমাত্র আমার উপরে একটি সূরাহ অবতীর্ণ হল ঃ তিনি পাঠ করেন ঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

"১. আমি তোমাকে অশেষ কল্যাণ দান করেছি (যার মধ্যে 'হাওযে কাউসার'ও অন্তর্ভুক্ত। ২. কাজেই তুমি তোমার রব্বের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর, ৩. (তোমার নাম-চিহ্ন কোন দিন মুছবে না, বরং) তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই নাম চিহ্নহীন– নির্মূল" এরপর তিনি বলেন: তোমরা কি জান কাউসার কী? আমরা বলি ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক ভাল জানেন। তিনি বলেন: এটা হচ্ছে একটি নদী, আমার রব্ব যিনি সর্বশক্তিমান এবং মহাসম্মানিত আমার সঙ্গে এর অঙ্গিকার করেছেন, এর অনেক কল্যাণ রয়েছে, এটা হচ্ছে একটি হাউয, কিয়ামাত দিবসে আমার উম্মাতকে এখানে নিয়ে আসা হবে, এর পাত্রসমূহ হবে আসমানের তারকারাজির সংখ্যার মত, তাদের মধ্য হতে জনৈক বান্দাকে এতে আসতে বাধা দেয়া হবে তখন আমি বলব ঃ হে আমার রব্ব! সে আমার উম্মাতের একজন, তিনি বলবেন ঃ তুমি তো জাননা তোমার পরে সে কীসব নতুন বিষয় প্রবর্তন করেছিল?।[৯১৪] একাধিক কিরাত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সূরাটি মাদানী সূরা। অনেক ফুকাহাগণ এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, এই সূরাটি বিসমিল্লাহ সহকারে নাযিল হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার বাণীঃ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ এ বিষয়ে হাদীস পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, নিশ্চয় তা জান্নাতের একটি নহর। ইমাম আহমাদ ভিন্ন একটি রেওয়ায়াতে আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন,

৭৪৯৪. (সহীহ): ইমাম আহামদ বলেন, {আফফান}{হাম্মাদ}{সাবিত}{আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)} তিনি ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমাকে কাউসার দান করা হয়েছে। এটা জান্নাতের প্রবহমান একটি নহর, যার দুই কিনারায় মুক্তার তৈরি বহু তাঁবু রয়েছে। তার মাটি খাঁটি মিশক ও কংকর মুক্তার তৈরি।[৯১৫]

৭৪৯৫. (সহীহ): ইমাম আহমাদ আরও বর্ণনা করেন, {মুহাম্মাদ বিন আদী}{হুমায়দ}{আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)} বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখি আমি এমন এক নদীর কাছে এসেছি যার তীরগুলোতে মণিমুক্তা দ্বারা তৈরী অনেক তাঁবু রয়েছে, কাজেই আমি প্রবহমান পানিতে আমার হাত দ্বারা আঘাত করি, তখন দেখি যে, এটা হচ্ছে শক্তিশালী মিসকে আম্বর, আমি বলি ঃ হে জিবরীল, এটা কী? সে বলে ঃ এই হচ্ছে কাউসার, ক্ষমতাধর ও মহাসম্মানিত আল্লাহ তাআলা যা আপনাকে প্রদান করেছেন।[৯১৬]

৭৪৯৬. (সহীহ): ইমাম বুখারী তাঁর 'সহীহ'-তে বর্ণনা করেন, এবং মুসলিমও {শায়বান বিন আবদুর রহমান}{কোতাদাহ}{আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)} বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যখন আসমানে উঠানো হয় (যখন মি'রাজে যান) তিনি বলেন: আমি এমন এক নদীর নিকটে আসি যার দুই ধারে মণিমুক্তা খচিত অনেক গম্বুজ রয়েছে, আমি বলি ঃ হে জিবরীল! এটা কী? তিনি বলেন: এটা হচ্ছে কাউসার।[৯১৭] এগুলো হচ্ছে ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহর) শব্দ।

---

৯১৪. মুসলিম ৪০০, আবূ দাউদ ৭৮৪, নাসাঈ ৯০৪। **তাহকীকঃ** সহীহ।

৯১৫. আহমাদ ১৩৬০৩, আল-আমালুস সালিহ ২০০৩, আহাদীসুস সহীহাহ ২৫১৩, আত তা'লীকাতুল হিসান আলা সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৩৭, আল-মুসনাদ আল-জামি' ১৪১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৯১৬. বুখারী ৪৯৬৬, আহমাদ ১১৫৯৭, মুসতাদরাক ১/৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৯১৭. সহীহুল বুখারী ৪৯৬৪।

৭৪৯৭. (স্বহীহ্): ইবনু জারীর বলেন, ⟨রাবী'⟩ইবনু ওয়াহব⟩সুলায়মান বিন হিলাল⟩শরীক বিন আবী নামির⟩আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ (শরীক) বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলতে শুনেছি যে, মি'রাজ রজনীতে জিবরীল (আলায়হিস সালাম) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছানোর পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি নহর দেখতে পান যার উপর মুক্ত ও হীরার একট প্রাসাদ অবস্থিত। তিনি তার কিছু মাটি নিয়ে নাকের কাছে নিয়ে দেখতে পেলেন যে এটি মিশকের ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিবরিল! এটা কী? জিবরীল (আলায়হিস সালাম) বললেন, এটা সেই কাউস্বার যা আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।[৯১৮] সূরাহ ইসরা' এর মাঝে মি'রাজের ঘটনার হাদীস্ব বর্ণিত হয়েছে, শারীক থেকে আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে, আর তা বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম।[৯১৯]

৭৪৯৮. (স্বহীহ্): ⟨সাঈদ⟩কাতাদাহ⟩আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, (মি'রাজ রজনীতে) আমি জান্নাতে ভ্রমণ করছিলাম। ইত্যবসরে আমার সম্মুখে একটি নহর পেশ করা হয় যার দুই কিনারায় মুক্তার তৈরি শুন্য গর্ভ বহু তাঁবু অবস্থিত। আমি আমার সংগী ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কী? উত্তরে সে বলল: এটা সেই কাউস্বার যা আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন। অতঃপর আমি মাটিতে হাত মেরে তা থেকে মিশক তুলে নিলাম। অনুরূপভাবে সুলায়মান বিন তারখান, মা'মার হাম্মাম ও অন্যন্যরা কাতাদাহ থেকে এ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।[৯২০]

৭৪৯৯. (স্বহীহ্): ইবনু জারীর বলেন, ⟨আহমাদ বিন শুরায়জ⟩আবূ আয়্যুব আল-আব্বাসী⟩ইবরাহীম বিন সা'দ⟩মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ⟩ইবনু শিহাব এর ভাতিজা (মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুসলিম)⟩তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন মুসলিম)⟩আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে একদা কাউস্বার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সেটি জান্নাতের একটি নহর যা আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। তার মাটি হল মিশকের আর পানি হল দুধের অপেক্ষা সাদা ও মধু অপেক্ষা মিষ্টি। তার কিনারায় দীর্ঘ ঘাড়বিশিষ্ট এক প্রকার পাখী বসে থাকবে। শুনে আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, সেই পাখিগুলো তো দেখতে মনে হয় খুব সুন্দর হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, খেতে আরো মজা হবে।[৯২১]

৭৫০০. (স্বহীহ্): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ⟨আবূ সালামাহ আল-খুষাঈ⟩লায়স্ব⟩ইয়াযীদ ইবনুল হাদি⟩আবদুল ওয়াহ্হাব⟩আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বিন শিহাব⟩আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাউস্বার কী? তিনি বলেন: সেটা হচ্ছে জান্নাতের একটি নদী, আমার রব্ব আমাকে এটা প্রদান করেছেন, এটা দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি, এতে অনেক পাখি রয়েছে যাদের ঘাড়গুলো গাজরের মত লম্বা। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ, তবে তো এই পাখিগুলো বড়ই সুন্দর হবে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: এগুলোকে যারা খাবে তারা হবে আরও বেশী সুন্দর, হে উমার।[৯২২] ইবনু জারীর যুহরীর হাদীস্ব থেকে বর্ণনা করেন, যুহরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর ভাই আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কাউস্বার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। এরপর উপরোক্ত হাদীস্বের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

---

৯১৮. ইবনু জারীর ৩০/২০৭, ২০৮, সূরাহ ইসরা' এর মাঝে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৯১৯. সূরাহ ইসরার প্রথমাংশে।

৯২০. আত-তাবারী ৩০/২০৮, স্বহীহ ইবনু হিব্বান বি তাহকীকিল আরনাওয়াত ৬৪৭৪, আত তা'লীকাতুল হিসান আলা স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৯২১. তাবারী ৩৮১৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ। স্বহীহ আল-জামি' ৪৬১৪।

৯২২. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৬৪৮, আহমাদ ১২৮৯৩, মুসতাদরাক ২/৫৩৭, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৭০৩, আল-আমালুস স্বালিহ ২০১৩, (হাসান স্বহীহ), জামিউল আহাদীস ১২৪৭৫, জামিউল উস্বূল ৭৯৯৩, জামউল জাওয়ামি' ১২৬৫৭, কানযুল উম্মাল ৩৯১৮১, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ২৫১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৭৫০১. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী বলেন, «খালিদ বিন ইয়াযীদ আল-কাহিলী» ইসরাঈল» আবূ ইসহাক» আবূ উবায়দাহ» আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)» (আবূ উবায়দাহ) বলেন, আমি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে ﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ﴾ আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি একটি নহর যা আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দান করেছেন। তার দু'কূলে শুন্য গর্ভ মুক্তার তাঁবু রয়েছে। আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় অগণিত তার পেয়ালা।[৯২৩] অতঃপর ইমাম বুখারী বলেন, যাকারিয়্যা, আবুল আহওয়াস্ব ও মুতাররিফ আবূ ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইমাম নাসাঈ মুতাররিফ থেকে হাদীস্থ বর্ণনা করেছেন।[৯২৪]

ইবনু জারীর বলেন, «আবূ কুরায়ব» ওয়াকী'» সুফইয়ান ও ইসরাঈল» আবূ ইসহাক» আবূ উবায়দাহ» আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)» বলেন, কাউস্থার জান্নাতের মধ্যভাগে অবস্থিত একটি নহর। যার দু'কূলে শুন্য গর্ভ মুক্তার তাঁবু রয়েছে। ইসরাঈল বলেন, এটি জান্নাতে অবস্থিত একটি নহর যার পান পাত্রগুলো সংখ্যায় হবে আকাশের নক্ষত্রের ন্যায়।

«ইবনু হুমায়দ» ইয়া'কূব আল-কুমী» হাফস বিন হুমায়দ» শামির বিন আতিয়্যাহ» শাকীক অথবা মাসরুক» আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)» (শাকীক অথবা মাসরুক) বলেন, আমি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বললাম হে উম্মুল মু'মিনীন, আমাকে বলুন কাউস্থার কী জিনিস? উত্তরে তিনি বলেন, এটা জান্নাতের ঠিক بطنان দু' মধ্যভাগে অবস্থিত একটি নহর, আমি বললাম জান্নাতের بطنان দু'মধ্যভাগ কী? তিনি বললেন, যার দুই কূলে মুক্তা ও হীরার প্রাসাদ নির্মিত রয়েছে, তার মাটি হল মিশক আর কংকর হল মুক্তা ও হীরা। «আবূ কুরায়ব» ওয়াকী'» আবূ জা'ফার আর রাযী» ইবনু আবী নাজীহ»............» আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)» বলেন, কেউ কাওস্থারের আওয়াজ শুনতে চাইলে যেন সে দুই কানে আঙ্গুল রাখে। অর্থাৎ কানে আঙ্গুল রাখলে যেমন আওয়াজ শুনা যায়, কাওস্থারের আওয়াজ ঠিক অনুরূপ। এ সানাদটি ইবনু আবী নাজীহ ও আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর মাঝে ইনকিতা' হয়েছে অন্য রেওয়ায়াতে আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে এক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত) বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ অনুরূপভাবেই তিনি শ্রবণ করেছেন। তিনি নিজে শ্রবণ করেননি। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভালো জানেন।[৯২৫]

৭৫০২. (দঈফ): আস সুহায়লী বলেন, ইমাম দারাকুতনী «মালিক বিন মিগওয়াল» আশ শা'বী» মাসরূক» আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)» থেকে মারফূ' সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, «ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম» হুশায়ম» আবূ বিশর» সাঈদ বিন জুবায়র» আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)» তিনি কাউস্থার সম্পর্কে বলেছেন ঃ এটা এমন এক কল্যাণ যা আল্লাহ তাআলা তাঁকে (রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে) দিয়েছেন। আবূ বিশ্‌র বলেন: আমি সাঈদ বিন জুবায়রকে জিজ্ঞেস করি ঃ লোকেরা মনে করে এটা হচ্ছে জান্নাতের একটি নদী, তখন সাঈদ বলেন: জান্নাতের নদী হচ্ছে অন্যতম একটি কল্যাণ যা আল্লাহ তাআলা তাঁকে (তাঁর রাসূলকে) দিয়েছেন।[৯২৬] তিনি («হুশায়ম» আবূ বিশর ও আতা' ইবনুস সাইব» সাঈদ বিন জুবায়র» ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)») সাঈদ বিন জুবায়র থেকে আরও বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: কাউস্থার হচ্ছে ঃ 'প্রচুর কল্যাণ'।[৯২৭]

---

৯২৩. বুখারী ৪৯৬৫, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৭০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৯২৪. বুখারী ৪৯৬৫, আহমাদ ৬/২৮১, সানুন আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ৬/৫২৩ হা/১১৭০৫। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

৯২৫. সিলসিলাহ দঈফাহ ৬৯৮৫। উক্ত হাদীস্থের সানাদটি দুর্বল, কারণ সানাদে আবূ জা'ফার আর রাযী হলো: আবাসা বিন আবী ঈসা তিনি দুর্বল, ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি **দুর্বল**। তিনি দুটি সানাদে ইনকিতা' করেছেন। প্রথমটি এই সানাদে আর অপরটি হলো: কোন এক ব্যক্তি থেকে এ ধরণের কথা বলে থাকে। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

৯২৬. স্বহীহুল বুখারী ৪৯৬৬, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৭০৪। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

৯২৭. আত-তাবারী ২৪/৬৪৭।

স্রাওরী বলেন, ◊[আতা' ইবনুস সাইব][সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ বলেন, কাউস্রার হলো অধিক কল্যাণ। এই ব্যাখ্যা নদী এবং অন্যান্য সকল জিনিসের উপরে সার্বিকভাবে প্রযোজ্য। কেননা কাউস্রার শব্দটি 'কাসরাহ' শব্দ থেকে উৎকলিত হয়েছে, তা হচ্ছে 'প্রচুর কল্যাণ' তন্মধ্যে নদী। যেমন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), ইকরিমাহ, সাঈদ বিন জুবায়র, মুজাহিদ, মুহারিব বিন দীস্রার, হাসান বিন আবুল হাসান আল-বাস্রারী বলেছেন, এমনকি মুজাহিদ বলেন, সেটি হল: দুনিয়া ও আখেরাতের প্রচুর কল্যাণ। ইকরিমাহ বলেন, সেটি হলো নবুওয়াত ও কুরআন এবং পরকালের সাওয়াব। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এর তাফসীর করেছেন তা একটি নহর। ইবনু জারীর বলেন, ◊[আবূ কুরায়ব][আমর বিন উবায়দ][আতা'][সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ বলেন, الكوثر হলো জান্নাতের একটি নহর, তার দু'কূল স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরী, আর সেই নহরটি হিরা ও মুক্তার উপর প্রবাহিত। তার পানি বরফের চেয়েও সাদা এবং মধু থেকেও মিষ্টি। আল-আওফী ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইবনু জারীর বলেন, ◊[ইয়া'কূব][হুশায়ম][আতা' ইবনুস সাইব][মুহারিব বিন দীস্রার][ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ বলেন, الكوثر হলো জান্নাতের একটি নহর, তার দু'কূল স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরী, আর সেই নহরটি মুক্তা ও হিরার উপর প্রবাহিত। তার পানি দুধের চেয়েও অত্যাধিক সাদা এবং মধু থেকেও মিষ্টি।[৯২৮]

অনুরূপভাবে ইমাম তিরমিযী ◊[ইবনু হুমায়দ][জারীর][আতা' ইবনুস সাইব]◊ থেকে অনুরূপভাবে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৭৫০৩. (হাসান): ইমাম আহমাদ মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ◊[আলী বিন হাফস][ওয়ারাকা'][আতা' ইবনুস সাইব][মুহারিব বিন দীস্রার][ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: কাউস্রার হচ্ছে জান্নাতের একটি নদী, এর দু'কূল স্বর্ণের, মণিমুক্তার উপর দিয়ে এটা প্রবাহিত হয়, এর পানি দুধের চেয়ে সাদা, আর মধুর চেয়ে মিষ্টি।[৯২৯] এভাবে ইমাম তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ইবনু আবী হাতিম এবং ইবনু জারীর এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন, ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীস্রটি হাসান-স্রহীহ।[৯৩০]

৭৫০৪. (হাসান): ইবনু জারীর বলেন, ◊[ইয়া'কূব][ইবনু উলায়্যাহ][আতা' ইবনুস সাইব][বলেন, মুহারিব বিন দীস্রার আমাকে হাদীস্র শুনিয়েছেন][সাঈদ বিন জুবায়র যা বলেছেন, তিনি বলেন,][ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ الكوثر সম্পর্কে বলেন, সেটি হল: প্রচুর কল্যাণ, তিনি বললেন, তিনি সত্য বলেছেন, কেননা নিশ্চয় তা অফুরন্ত কল্যাণের জন্য। কিন্তু ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাকে হাদীস্র শুনিয়েছেন, যখন ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ﴾ আয়াতটি নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কাউস্রার হলো জান্নাতের একটি নহর, তার দু'কূল স্বর্ণের, আর সে নহরটি হিরা ও মুক্তার উপর প্রবাহিত।[৯৩১]

৭৫০৫. (হাসান): ইবনু জারীর বলেন, ◊[ইবনুল বুরাক্বী][ইবনু আবী মারইয়াম][মুহাম্মাদ বিন জা'ফার বিন আবী কাস্রীর][হারাম বিন উস্রমান (দঈফ বা দুর্বল)][আবদুর রহমান আল-আ'রাজ][উসামাহ বিন যায়দ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَوْمًا فَلَمْ يَجِدْهُ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ -وَكَانَتْ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ-فَقَالَتْ: خَرَجَ يَا نَبِيَّ اللهِ آنِفًا عَامِدًا نَحْوَكَ، فَأَظُنُّهُ أَخْطَأَكَ فِي بَعْضِ أَزِقَّةِ بَنِي النَّجَّارِ، أَوَلَا تدخلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَدَخَلَ، فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ حَيْسًا، فَأَكَلَ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَنِيئًا لَكَ وَمَرِيئًا، لَقَدْ جِئْتَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ آتِيَكَ فأهْنيك

---

৯২৮. ইবনু জারীর ৩০/২০৭।

৯২৯. আহমাদ ৫৩৩২।

৯৩০. তিরমিযী ৩৩৬১, ইবনু মাজাহ ৪৩৩৪, আত-তাবারী ২৪/৬৫০।

৯৩১. আত-তাবারী ৩৮১৮১। সানাদে আতা' হাদীস্র সংমিশ্রণকারী কিন্তু হাদীস্রটির শাওয়াহিদ রয়েছে। **তাহকীকঃ** হাসান।

وأمريك؛ أَخْبَرَنِي أَبُو عُمَارَةَ أَنَّكَ أُعْطِيتَ نَهَرًا فِي الْجَنَّةِ يُدْعَى الْكَوْثَرَ. فَقَالَ: "أَجَلْ، وَعَرْضُهُ -يَعْنِي أَرْضَهُ- يَاقُوتٌ وَمَرْجَانٌ، وَزَبَرْجَدٌ وَلُؤْلُؤٌ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন হামযাহ বিন আবদুল মুত্তালিব এর ঘরে আগমন করলেন, কিন্তু তাকে পেলেন না, তার স্ত্রী (তিনি ছিলেন বানি নাজ্জার গোত্রের) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই মাত্র উনি আপনার উদ্দেশ্যে বের হলেন, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আবূ উমারার কাছে শুনলাম যে, আপনাকে নাকি জান্নাতে কাউস্রার নামক একটি নহর দেয়া হয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, হীরা, মোতি ও পান্না ইত্যাকার মূল্যবান ধাতু হল তার মাটি।[৯৩২] আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), আবুল আলিয়াহ ও মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) প্রমুখ মনীষীর মতেও কাউস্রার জান্নাতের একটি নহরের নাম। সানাদে হারাম বিন উস্রমান নামক একজন রাবী তিনি দুর্বল, কিন্তু হাদীস্রটি হাসান।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ **"২. কাজেই তুমি তোমার রব্বের উদ্দেশ্যে স্রালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর"** অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাকে যেভাবে প্রচুর কল্যাণ দান করেছি, তন্মধ্যে এই নদী যার বৈশিষ্ট্য ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই একনিষ্ঠভাবে তুমি তোমার রব্বের জন্য ফরজ, নফল স্রালাত আদায় কর এবং কুরবাণী কর। এককভাবে তাঁর ইবাদাত কর যাঁর কোন শরীক নাই। কেবলমাত্র তাঁর নামেই কুরবাণী কর যার কোন অংশিদার নেই। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

"বল, আমার স্রালাত, আমার যাবতীয় ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ (সব কিছুই) বিশ্বজগতের রব্ব আল্লাহ্র জন্যই (নিবেদিত)। তাঁর কোন শরীক নেই, আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী"।[৯৩৩] আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), 'আতা', মুজাহিদ, ইকরিমাহ, এবং হাসান বলেন: এর অর্থ হচ্ছে কুরবানীর এবং অন্যান্য পশু যবেহ করা।[৯৩৪] অনুরূপ মত পোষণ করেছেন কাতাদাহ, মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী, দহ্হাক, রাবী', আতা' আল খুরাসানী, হাকাম, ইসমাঈল বিন আবী খালিদ আরও অন্যান্য সালাফ।[৯৩৫] মুশরিকরা আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে অন্যকে সিজদা করত, তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের নামে যবেহ করত। এর বিপরীতে এই সমস্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ **"যাতে (যবহ করার সময়) আল্লাহ্র নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা মোটেই খাবে না, তা হচ্ছে পাপাচার"**।[৯৩৬] কেউ বলেন, وانحر অর্থ নামাযের মধ্যে বুকে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা, আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে একটি বর্ণনায় এটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তা সঠিক নয়। শা'বী হতেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। আবূ জা'ফর আল-বাকির বলেন, وانحر অর্থ নামাযের শুরুতে দুই হাত উঠানো। কারো মতে কেবলামুখি হওয়া। এই তিনটি মত ইবনু জারীর উল্লেখ করেছেন, এই সবকয়টি মতই অত্যন্ত অভিনব বলে মনে হয়।

---

৯৩২. আত-তাবারী ৩৮১৮৩, আল-আহাদীস্র আদ দঈফাহ ওয়াল মাওদূআহ আল্লাতী আলায়হাল হাফিয ইবনু কাস্রীর ফী তাফসীরিহি ৯০১, মুখতাসার তালখীসুয যাহাবী ৪/১৭৫৪। সানাদে হারাম বিন উস্রমান দুর্বল। কিন্তু হাদীস্রটির মূল ইবরাতের শাওয়াহিদ থাকায় হাদীস্রটি হাসান। **তাহকীকঃ** হাসান। বিস্তারিত জানতে দেখুন মুখতাসার তালখীসুয যাহাবী (৪/১৭৫৪)।

৯৩৩. সূরাহ আনআম, ৬ঃ ১৬২-১৬৩।

৯৩৪. আত-তাবারী ২৪/৬৫৩।

৯৩৫. আত-তাবারী ২৪/৬৫৪।

৯৩৬. আনআম, ৬ঃ ১২১।

৭৫০৬. (বাতিল): ইবনু আবী হাতিম এখানে একটি অধিক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ওয়াহব বিন ইবরাহীম আল-ফামী, ইসরাঈল বিন হাতিম আল-মারওয়াযী, মুকাতিল বিন হায়্যান, আসবাগ বিন নাবাতাহ, আলী বিন আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, যখন ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝﴾ এই সূরাটি নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরীল (আলাইহিস সালাম) কে বললেন, হে জিবরীল! এই النحيرة 'নাহিরা' কী যা আমার রব্ব আমাকে করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, এটি 'নাহীরাহ' নয়। বরং তিনি আপনাকে নির্দেশ করেছেন যে, যখন আপনি স্বালাত আদায়ের জন্য তাকবীরে তাহরীমা করবেন, রুকূ' এর জন্য তাকবীর দিবেন তখন দু'হাত উত্তোলন করুন এবং যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাবেন, যখন আপনি সিজদা করবেন, কেননা নিশ্চয় সেটি আমাদের ও ফেরেশতাদের যারা সপ্ত আসমানে রয়েছে, সকলের স্বালাতকে সুন্দর করে, আর স্বালাতকে সুন্দর করে প্রত্যেক তাকবীরের সময় উভয় হাত উত্তোলন করার মাধ্যমে। হাদীসটি হাকিম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[৯৩৭]

এসকল উক্তিগুলো হলো অধিক গারীব অর্থাৎ অবান্তর। প্রথম মতনটিই সঠিক অর্থাৎ النحر দ্বারা উদ্দেশ্য কুরবানী করা।

৭৫০৭. (স্বহীহ): এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদের দিন আগে নামায পড়ে পরে কুরবানী করতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামায পড়ে ও আমাদের ন্যায় কুরবানী করে তার কুরবানী যথার্থ। আর যে নামাযের পূর্বে কুরবানী করে তার কুরবানী হয় না। এ কথা শুনে আবূ বুরদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি তো নামাযের আগেই বকরী কুরবানী করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তুমি তার গোশতই খেতে পারবে (কুরবানী আদায় হবে না।) আবূ বুরদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল এখন আমার কাছে বকরীর এমন একটি বাচ্চা আছে যা দু'টির সমান। এর দ্বারা কুরবানী করতে পারি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন যাও, তোমাকে এর অনুমতি দেয়া হল, তোমার পর আর কেউ এমন বাচ্চা দ্বারা কুরবানী করলে হবে না।[৯৩৮]

আবূ জা'ফার বলেন, সঠিক কথা হলো যারা ঐ কথা বলে, তোমার স্বালাত পূর্ণটাই তোমার রব্বের জন্য খালিসভাবে আদায় করো। ইবাদাতে অন্য কাউকে অংশিদারসহ নয়। অনুরূপভাবে কুরবানী করার ক্ষেত্রেও কোন মূর্তির উদ্দেশ্য ছাড়া আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় ও তার সন্তুষ্টি এবং তাঁর কল্যাণ লাভের আশায় কুরবানী করা। এই উক্তিগুলো হাসান শেষে উল্লেখ করেছেন। আর এই অর্থ মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল কুরাযী ও আতা' পূর্বেই উল্লেখ করেছেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শত্রুদের নাম-চিহ্ন মুছে যাবে

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ۝﴾ "৩. **(তোমার নাম-চিহ্ন কোন দিন মুছবে না, বরং) তোমার প্রতি বিদ্বেষপোষণকারীরাই নাম চিহ্নহীন– নির্মূল"** অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতি এবং তুমি যে হিদায়াত, সত্য, পরিষ্কার দলীল-প্রমাণাদি এবং সুস্পষ্ট আলো নিয়ে এসেছ তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের নাম-চিহ্নই মুছে যাবে, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবাইর এবং

---

৯৩৭. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৪০৩, মুসতাদরাক ২/৫৩৭, ৫৩৮ সিলসিলাহ দঈফাহ ৬০০৮। উক্ত হাদীসের রাবী ইসরাঈল সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি আশ্চর্য ধরণের হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। ইমাম নাসাঈ বলেন, তার হাদীসের উপর নির্ভর করা যায় না। তিনি শীয়া মতাবলম্বী ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি তার উসতায মুকাতিল বিন হায়্যান থেকে একাধিক জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। দুই হাত উত্তোলনের কথা ব্যতীত উক্ত মতনটি বাতিল।

৯৩৮. বুখারী ৯৫৫, ৯৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

কাতাদাহ বলেন: এ আয়াতটি আল-আস্ বিন ওয়াইলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।[৯৩৯] মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ইয়াযীদ বিন রুমান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আল-আস বিন ওয়াইলের কাছে যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম উল্লেখ করা হত তখন সে বলত ঃ তার কথা ছাড়, তার নাম-চিহ্ন তো মুছে যাবে, তার কোন উত্তরাধিকার নাই। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন।[৯৪০] শাম্র বিন আতিয়্যাহ বলেন: এ সূরাটি উকবাহ বিন আবী মুঈতের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।[৯৪১]

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরও বলেন এবং ইকরিমাহও ঃ এই সূরাটি কা'ব বিন আশরাফ এবং একদল কুরাইশ কাফিরের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।[৯৪২] বায্যার বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: কা'ব বিন আশরাফ মক্কায় আগমন করে, কুরাইশরা এ সময় বলে ঃ তুমি হচ্ছ তাদের নেতা, এই মূল্যহীন লোকটার সম্পর্কে তোমার মতামত কী যার নাম-চিহ্ন তার লোকদের থেকে মুছে যাবে? সে ধারণা করে যে, সে আমাদের চেয়ে উত্তম, অথচ আমরা হজ্জের এলাকার বাসিন্দা, কা'বার রক্ষক, হাজীদেরকে পানি সরবরাহকারী, সে বলে ঃ তোমরাই তার চেয়ে উত্তম, বর্ণনাকারী [আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন: তখন অবতীর্ণ হয় ঃ ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ **"(তোমার নাম-চিহ্ন কোন দিন মুছবে না, বরং) তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই নাম চিহ্নহীন– নির্মূল"** এভাবে বায্যার এই বর্ণনা দিয়েছেন, এর সানাদ বিশুদ্ধ।[৯৪৩] 'আতা' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবূ লাহাব সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, আর সেটা তখন যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন এক পুত্র মারা যায় তখন আবূ লাহাব মুশরিকদের নিকট গিয়ে বলে ঃ মুহাম্মাদ গতরাতে কর্তিত (লেজকাটা) হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে অবতীর্ণ করেন ঃ ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ **"(তোমার নাম-চিহ্ন কোন দিন মুছবে না, বরং) তোমার প্রতি বিদ্বেষপোষণকারীরাই নাম চিহ্নহীন– নির্মূল"**।

সুদ্দী বলেন: যখন কোন ব্যক্তির পুত্র সন্তান মারা যেত তখন তারা বলত ঃ সে কর্তিত হয়ে গেছে, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পুত্র সন্তানগণ মৃত্যুবরণ করেন তারা বলে ঃ মুহাম্মাদ কর্তিত হয়ে গেছে, তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ **"(তোমার নাম-চিহ্ন কোন দিন মুছবে না, বরং) তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই নাম চিহ্নহীন– নির্মূল"** অজ্ঞতাবশত তারা ভাবে তার সন্তানাদি যখন মারা গেছে তখন তাঁর নাম-নিশানা মুছে যাবে, কখনও তা নয়, বরং আল্লাহ তা'আলা সকল জনগণের মাঝে তার নাম-নিশানা অক্ষুণ্ন রাখবেন, সকল মানুষের কাঁধে তাঁর শরীয়তকে অবধারিত করবেন, এটা সব সময়ের জন্য চলতেই থাকে যে পর্যন্ত না সমবেত হওয়ার দিন এবং কিয়ামাত সংঘটিত হয়। তাঁর উপরে সর্বদাই দরূদ ও সালাত বর্ষিত হোক সে দিন পর্যন্ত যেদিন লোকেরা পরস্পর পরস্পরকে ডাকাডাকি করবে (অর্থাৎ কিয়ামাত পর্যন্ত)।

সূরাহ কাউস্রারের তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

---

৯৩৯. আত-তাবারী ২৪/৬৫৬, ৬৫৭।
৯৪০. ইবনু হিশাম ২/৭।
৯৪১. আত-তাবারী ২৪/৬৫৭।
৯৪২. আত-তাবারী ২৪/৬৫৭।
৯৪৩. কাশফুল আসতার ৩/৮৩।

সূরাহ কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন এর তাফসীর

মাক্কায় অবতীর্ণ

নফল স্বলাতে সূরাহ কাফিরূন তিলাওয়াত

৭৫০৮. (স্বহীহ): স্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, জাবির (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তওয়াফের দুই রাকাআতে এই সূরাহ এবং ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ **"বল, তিনি আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়"** পাঠ করেছেন।[৯৪৪]

৭৫০৯. (স্বহীহ): স্বহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)-এর হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের (সুন্নাতের) দুই রাকাআতে এ দু'টি সূরাহ পাঠ করেছেন।[৯৪৫]

৭৫১০. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, {ওয়াকী'}{ইসরাঈল}{আবূ ইসহাক}{মুজাহিদ}{আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)} বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের স্বলাতের পূর্বের দুই রাকআতে, মাগরীবের পরের দুই রাকআতে বিশের কিছু বেশী-অথবা দশের কিছু বেশী বার পাঠ করেছেন- ﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ﴾ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ এই দু'টি সূরা।[৯৪৬]

৭৫১১. (স্বহীহ): আহমাদ বর্ণনা করেন, {মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র}{ইসরাঈল}{আবূ ইসহাক}{মুজাহিদ}{আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)} বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ফজরের স্বলাতের পূর্বের দুই রাকআতে (সুন্নাতে) এবং মাগরীবের স্বলাতের পরের দুই রাকআতে (সুন্নাতে) চব্বিশবার- অথবা পঁচিশবার ﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ﴾ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ এই দু'টি সূরাহ পাঠ করতে দেখেছি।[৯৪৭]

৭৫১২. (স্বহীহ): আহমাদ বর্ণনা করেন, {আবূ আহমাদ (মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র) আয-যুবায়রী}{সুফইয়ান আস স্বাওরী}{আবূ ইসহাক}{মুজাহিদ}{আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)} বলেন: আমি নবী (সাঃ)-কে এক মাস দেখেছি, তিনি ফজরের পূর্বের দুই রাক'আতে ﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ﴾ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ পাঠ করতেন।[৯৪৮] অনুরূপভাবে এই হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, নাসাঈও এই হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন, তিরমিযী বলেন: এই হাদীস্বটি হাসান।[৯৪৯]

৭৫১৩. (স্বহীহ): হাদীস্বে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে সূরাহ কাফিরূন কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান[৯৫০], এবং ইযা যুলযিলাহও কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান।[৯৫১]

৭৫১৪. (স্বহীহ লি গায়রিহি): ইমাম আহমাদ বলেন, {হাশিম ইবনুল কাসিম}{যুহায়র}{আবূ ইসহাক}{ফারওয়াহ বিন নাওফাল}{তার পিতা (নাওফাল বিন মুআবিয়াহ)} বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: "هَلْ لَكَ فِي رَبِيبَةٍ لَنَا تَكْفُلُهَا؟ " قَالَ: أُرَاهَا زَيْنَبَ. قَالَ: ثُمَّ جَاءَ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا، قَالَ: "مَا فَعَلَتِ الْجَارِيَةُ؟ " قَالَ: تَرَكْتُهَا عِنْدَ أُمِّهَا. قَالَ: "فَمَجِيءُ مَا جَاءَ بِكَ؟ " قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي شَيْئًا أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي. قَالَ: "اقْرَأْ: " قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ " ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا براءة من الشرك"

---

৯৪৪. তিরমিযী ৮৬৯। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।

৯৪৫. মুসলিম ৭২৬। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।

৯৪৬. আহমাদ ৪৭৪৯, মুসনাদুস স্বাহাবাহ ফী কুতুবুস সিত্তাহ১৭/২৯ হা/৩০৩, ইতহাফুল খায়রিয়্যাহ ২/১১০। **তাহকীকঃ** শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ।

৯৪৭. আহমাদ ৫৭০৮। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।

৯৪৮. আহমাদ ৫৬৫৮, রাওদাতুল মুহাদ্দিস্বীন ৩৩৮১, ইলালুল হাদীস্ব ২৮৩। **তাহকীকঃ** হাসান।

৯৪৯. তিরমিযী ৪১৭, ইবনু মাজাহ ১১৪৯, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১০৬৪।

৯৫০. স্বহীহ আল-জামি' ৪৪০৫। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।

৯৫১. **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেন, আমাদের একটি পালিত কন্যা সন্তান রয়েছে তুমি কি তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে? রাবী বলেন, আমার ধারণা তিনি যায়নাব হবেন। রাবী বলেন, (উক্ত সাহাবী) আসলে তাকে কন্যা সন্তানটির ব্যাপারে নাবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, সেই মেয়েটিকে কি করেছ? তিনি বললেন, আমি তার মায়ের নিকট রেখে এসেছি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি এখানে কেন এসেছ? তিনি বললেন, ঘুমানোর সময় আমি কি বলব এ প্রসঙ্গে আমাকে শিক্ষা দিন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেন, তুমি কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ঘুমাও। কেননা সেটি শির্ক থেকে মুক্ত রাখে।[৯৫২]

৭৫১৫. (সহীহ): ইমাম তাবারানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, [আহমাদ বিন আমর আল-কাতরানী][মুহাম্মাদ ইবনুত তুফায়ল][শারীক][আবূ ইসহাক][জাবালাহ বিন হারিসাহ তিনি যায়দ বিন হারিসাহ এর ভাই] নাবী (ﷺ) বলেছেন, বিছানায় ঘুমাতে গিয়ে তুমি সূরাহ কাফিরূন পড়ে ঘুমাবে। কারণ, এতে শির্ক হতে পবিত্রতা লাভ করা যায়। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শয়নের পূর্বে সূরাহ কাফিরূন পাঠ করতেন।[৯৫৩]

৭৫১৬. (হাসান): ইমাম আহমাদ বলেন, [হাজ্জাজ][শারীক][আবূ ইসহাক][ফারওয়াহ বিন নাওফাল][হারিস বিন জাবালাহ] বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! (ﷺ) আমাকে এমন একটি অযীফা শিক্ষা দিন, যা আমি শয়নের পূর্বে পাঠ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আচ্ছা রাত্রে ঘুমাতে গিয়ে তুমি সূরাহ কাফিরূন পাঠ করিও। কেননা এই সূরাহ শিরক হতে মুক্ত রাখে।[৯৫৪]

৭৫১৭. (হাসান): ইমাম তাবারানী [শারীক][জাবির (দঈফ বা দুর্বল)][মা'কিল আয-যুবায়র][আব্বাদ আবুল আখদার][খাব্বাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)] এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘুমাতে যেতেন তখন তিনি সূরাহ কাফিরূন পাঠ করতেন।[৯৫৫]

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্র নামে।

১. বল, 'হে কাফিররা!'	قُلۡ یٰۤاَیُّهَا الۡكٰفِرُوۡنَ ۙ﴿۱﴾
২. তোমরা যার ইবাদাত কর, আমি তার ইবাদাত করি না,	لَاۤ اَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ ۙ﴿۲﴾
৩. আর আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী নও,	وَ لَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ۚ﴿۳﴾
৪. আর আমি তার ইবাদাতকারী নই তোমরা যার ইবাদাত করে থাক,	وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدۡتُّمۡ ۙ﴿۴﴾

---

৯৫২. সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৯০, ৫৫২৬, ৫৫৪৬, ইতহাফুল খায়রাহ আল-মুহাররাহ ৬০৯৮/২, আত তা'লীকাতুল হিসান আলা সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫২০। এ সম্পর্কে সহীহ হাদীস জানতে দেখুন আবূ দাউদ (৫০৫৫), তিরমিযী (৩৪০৩), আহমাদ (৫/৪৫৬), সহীহ ও দঈফ আল-জামি' (২০৪১), সহীহ আল-জামি' (১১৬১)। সানাদটি হাসান। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ লি গায়রিহি।

৯৫৩. আল-মাজমা' লিল হায়সামী ১০/১২১, মু'জামুল কাবীর ২/২৮৭, মু'জামুল আওসাত ৮৮৮, আল-আহাদীসুস সাকিতাহ ২৪২২৩, জামিউল আহাদীস ১৫৪৩, জামউল জাওয়ামি' ১৫৫৪, কানযুল উম্মাল ৪১২৯৮, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৭০৩৩, মাতালিবুল আলিয়াহ ১৫/৪৫৫। ইমাম তাবারানী সানাদের সকল রাবীকে সিকাহ বলেছেন। **তাহকীকঃ** সহীহ।

৯৫৪. সুনান আন-নাসাঈ আল-কুবরা ১০৬৩৭, ১১৭০৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ২৬৫২৮, আল-আহাদীসুস সাকিতাহ ২৪২২৩, জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান ১৯৬২, ইতহাফুল মুহাররা ৪০০৮, মাতালিবুল আলিয়াহ ৫/৪৫৩। উক্ত হাদীসটি মোট ৫টি সানাদে বর্ণিত হয়েছে। **তাহকীকঃ** ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।

৯৫৫. মু'জামুল কাবীর ৪/৮১, মুসনাদ আল-বাযযার ৩১১৩, আল-মাজমা' লিল হায়সামী ১০/১২১, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৮৭৭৭, সহীহ আল-জামি' ৪৬৪৮। ইমাম তাবারানী বলেন, সানাদের মাঝে জাবির আল-জু'ফী তিনি দুর্বল। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٥

৫. আর আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী নও,

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ۝٦

৬. তোমাদের পথ ও পন্থা তোমাদের জন্য (সে পথে চলার পরিণতি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে) আর আমার জন্য আমার পথ (যে সত্য পথে চলার জন্য আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, এ পথ ছেড়ে আমি অন্য কোন পথ গ্রহণ করতে মোটেই প্রস্তুত নই)।

শির্কের দায়মুক্তির ঘোষণা

এই সূরাটি মুশরিকরা যা করে (যে সমস্ত শির্ক করে) তাথেকে দায়মুক্তি ঘোষণার সুরা, এই সূরাতে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ۝١﴾ "১. **বল, 'হে কাফিররা"** পৃথিবীর বুকে যত কাফির রয়েছে সবাই এতে শামিল, তবে এখানে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা হচ্ছে কুরাইশ কাফির। কেউ কেউ বলেন: কুরাইশ কাফিররা অজ্ঞতাবশত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এক বৎসর মূর্তিপ্রতিমার পূজা করার আহ্বান জানায়, পক্ষান্তরে তারা এক বৎসর তাঁর ((ﷺ)-এর) মা'বূদের ইবাদাত করবে, তখন আল্লাহ তাআলা এই সূরাটি অবতীর্ণ করেন, আর এতে তিনি তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন সম্পূর্ণরূপে তাদের (কাফিরদের) ধর্ম থেকে মুক্ত থাকেন। তিনি বলেন: ﴿لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝٢﴾ **"২. তোমরা যার ইবাদাত কর, আমি তার ইবাদাত করি না"** অর্থাৎ মূর্তি-প্রতিমার। ﴿وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٣﴾ **"৩. আর আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী নও"** তিনি আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই, ما এই শব্দটি এখানে من (অর্থাৎ যার) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এরপর তিনি বলেন: ﴿وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ۝٤ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٥﴾ **"৪. আর আমি তার ইবাদাতকারী নই তোমরা যার ইবাদাত করে থাক, ৫. আর আমি যাঁর ইবাদাত করি তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী নও"** অর্থাৎ আমি তোমাদের মত ইবাদাত করিনা, আমি এ পথে চলিনা, আমি এর অনুসরণ করিনা, আমি এমনভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করি যা তিনি ভালবাসেন এবং তিনি পছন্দ করেন। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٥﴾ **"৫. আর আমি যাঁর ইবাদাত করি তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী নও"** অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তাআলার নির্দেশের অনুসরণ করনা আর তাঁর ইবাদাতে তাঁর শরীয়ত মাননা; বরং তোমরা নিজেরাই নিজেদের পক্ষ হতে কিছু আবিস্কার করে নিয়েছ, যেমন তিনি বলেন: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ﴾ **"তারা তো শুধু অনুমান আর প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, যদিও তাদের কাছে তাদের রব্বের পক্ষ থেকে পথ নির্দেশ এসেছে"**।[৯৫৬]

তারা যা কিছুতে লিপ্ত রয়েছে তা থেকে নিজের দায়মুক্তি ঘোষণা কর, কেননা একজন ইবাদাতকারীর অবশ্যই একজন মা'বূদ রয়েছে যার সে ইবাদাত করবে, আর ইবাদাতের পন্থা রয়েছে যা সে অবলম্বন করবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর অনুসারিরা তাঁর আল্লাহ তাআলার আইন-কানূন মোতাবেক ইবাদাত করে, এ কারণে ইসলামের বাণী হচ্ছে ঃ لا إله إلا الله محمد رسول الله অর্থাৎ (আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর রাসূল) অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া (প্রকৃত) কোন মা'বূদ নেই, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- যা নিয়ে এসেছেন তা ছাড়া আল্লাহ তাআলার ইবাদাতের কোন পদ্ধতি নেই, মুশরিকরা আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদাত করে যে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কোনই অনুমোদন নেই। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে বলেন: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ۝٦﴾ **"৬. তোমাদের পথ ও পন্থা তোমাদের**

৯৫৬. সূরাহ নাজম, ৫৩ঃ ২৩।

জন্য আর আমার জন্য আমার পথ" যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ **"যদি তারা তোমাকে মিথ্যে জেনে অমান্য ক'রে তাহলে বল, 'আমার কাজের জন্য আমি দায়ী, আর তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী, আমি যা করি তার দায়-দায়িত্ব থেকে তোমরা মুক্ত, আর তোমরা যা কর তার দায়-দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত"**।[৯৫৭] তিনি আরও বলেন: ﴿لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾. **"আমাদের কাজের ফল আমরা পাব, তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে"**[৯৫৮] ইমাম বুখারী বলেন: বলা হয়েছে ঃ ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ﴾ **"তোমাদের পথ ও পন্থা তোমাদের জন্য"** অর্থাৎ কুফরী ﴿وَلِيَ دِينِ﴾ **"আর আমার জন্য আমার পথ"** অর্থাৎ ইসলাম। তিনি বলেননি যে আমার দ্বীন, কেননা আয়াতে دين অর্থাৎ শুধু نون দ্বারা বলা হয়েছে, يا কে বাদ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فَهُوَ يَهْدِينِ﴾**"অতঃপর তিনিই আমাকে পথ দেখান"**[৯৫৯] ﴿يَشْفِينِ﴾ **"তিনিই আমাকে আরোগ্য করেন"**।[৯৬০]

অনেকে বলেন, আয়াতের অর্থ হল: তোমরা যার ইবাদাত কর আমি এখনও তার ইবদত করি না এবং ভবিষ্যতের জন্যও তোমাদেরকে নিরাশ করছি। আর আমি যার ইবাদাত করি তোমরা এখনও তাঁর ইবাদাত কর না এবং ভবিষ্যতে'ও করবে না। এখানে সেই সকল কাফিরদের কথা বলা হয়েছে যারা ঈমান আনবে না বলে আল্লাহর জানা ছিল।[৯৬১]

ইবনু জারীর বলেন, কোন কোন আরব পণ্ডিতের মতে এই সুরায় তাকীদ বুঝানোর জন্য একই কথাকে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ আরেক আয়াতে বলা হয়েছে ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾।[৯৬২] মোটকথা এই সুরায় একই কথা দু'বার উল্লেখ করার ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়। **ক.** আমরা প্রথমে যা উল্লেখ করেছি। **খ.** ইমাম বুখারী প্রমুখের মত অর্থাৎ প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে অতীতে আমিও তোমাদের মা'বুদের ইবাদাত করিনি এবং তোমরাও আমার মা'বুদের ইবাদাত করনি। আর দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ হল: ভাবিষ্যতে আমিও তোমাদের মা'বুদের ইবাদাত করব না আর তোমরাও আমার মা'বুদের ইবাদাত করবে না। **গ.** তাকীদের জন্যই এমন করা হয়েছে। আর **চতুর্থ কওল** হল: আবুল আব্বাস ইবনু তায়মিয়াহ[৯৬৩] তার কিছু কিতাবে সমর্থন করেছেন যে, ﴿لَا أعبد ما تعبدون﴾ অর্থ: আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাত করো না। এখানে ক্রিয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে, কেননা বাক্যটি جملة فعلية ক্রিয়া সংঘটিত বাক্য। ﴿ولَا أنا عابد ما عبدتم﴾ অর্থাৎ আমি যার ইবাদাত কারী তোমরা তার ইবাদাতকারী নও। এখানে সকল কিছুকে গ্রহণ করা থেকে অস্বীকার করা হয়েছে। কেননা এখানে জুমলাহ ইসমিয়াকে নাফী করে তার কর্মটিকেই নাফী করা হয়েছে। এই উক্তিটি হাসান। ওয়াল্লাহ আ'লাম (আল্লাহই সর্বজ্ঞ)। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ শাফিঈ প্রমুখ ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, কাফির সবই এক জাত বিধায় ইয়াহুদীরা নাসারাদের মীরাস্রের অংশীদার হবে এবং নাসারারা ইয়াহুদীদের মীরাস্রের অংশিদার হবে, যদি তাদের মধ্যে নসবের সম্পর্ক থাকে। কারণ, ইসলাম ছাড়া সব ধর্মই এক ও অভিন্ন। বাতিল ও মিথ্যা হওয়ার ক্ষেত্রে সব একই জাত। পক্ষান্তরে ইমাম আহমাদ সহ অনেকের মতে ইয়াহুদী নাসারারা পরস্পর মীরাস্রের অংশীদার হবে না।

---

৯৫৭. সূরাহ য়ূনুস, ১০ঃ ৪১।
৯৫৮. সূরাহ কাসাস, ২৮ঃ ৫৫।
৯৫৯. সূরাহ শুআরা' ২৬ঃ ৭৮।
৯৬০. সূরাহ শুআরা' ২৬ঃ ৮০, সহীহুল বুখারী সূরাহ কাফিরুন এর তাফসীর।
৯৬১. বুখারী তাফসীর সূরাহ কাফিরূন।
৯৬২. ইবনু জারীর ৩/২১৪।
৯৬৩. ইবনু তায়মিয়া কর্তৃক রচিত 'ফাতওয়া আল কাবীরা' ১৬/৫৫১।

৭৫১৮. (সহীহ): কেননা এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ভিন্ন দুই ধর্মের লোক পরস্পর মীরাসের অংশীদার হয় না।[৯৬৪]

সূরাহ কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূনের তাফসীর সমাপ্ত।

সূরাহ্ ইযা জাআ নাস্রুল্লাহি ওয়াল ফাত্হু-এর তাফসীর

মদীনায় অবতীর্ণ

৭৫১৯. ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, এই সূরাটি কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান, ইযা যুলযিলাহও কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান।[৯৬৫]

৭৫২০. (সহীহ): নাসাঈ বর্ণনা করেন, উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ বলেন: আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাকে বলেছেন ঃ হে ইবনু উতবাহ! তুমি কি জান কুরআনের কোন সূরাটি সবশেষে অবতীর্ণ হয়েছে? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে ﴿إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ﴾ তিনি বলেন: তুমি সত্যই বলেছ।[৯৬৬]

৭৫২১. আল-হাফিয আবূ বাক্র আল-বাযযার ও বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ◊মূসা বিন উবায়দাহ আয-যুবায়দী⟩সাদাকাহ বিন ইয়াসার⟩ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)◊ বলেন,

أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ: " إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ " عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَعَرَفَ أَنَّهُ الْوَدَاعُ، فَأَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ فَرحلت، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَذَكَرَ خُطْبَتَهُ الْمَشْهُورَةَ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর ﴿إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ﴾ এই সূরাটি তাশরীকের মধ্য ভাগে অবতীর্ণ হয়েছে। এতেই তিনি বুঝে যান যে, এটিই তাঁর বিদায়ী সূরা। অতঃপর তিনি তাঁর উষ্ট্রী কাসওয়ায় আরোহণ করে মুসলিম জনতার উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন।[৯৬৭]

৭৫২২. আল-হাফিয আল-বায়হাকী বলেন, ◊আলী বিন আহমাদ বিন আবদান⟩আহমাদ বিন উবায়দ আস-সাফফার⟩আল-আসফাতী⟩সাঈদ বিন সুলায়মান⟩আব্বাদ ইবনুল আওয়াম⟩হিলাল বিন খাব্বাব⟩ ইকরিমাহ⟩ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)◊ বলেন,

لَمَّا نَزَلَتْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِي» فَبَكَتْ ثُمَّ ضَحِكَتْ وَقَالَتْ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ نُعِيَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ قَالَ: «اصْبِرِي فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لِحَاقًا بِي» فَضَحِكْتُ،

সুরা নাস্র অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাতিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে ডেকে বলেন, আমার তো মৃত্যুর সংবাদ এসে পড়েছে। শুনে ফাতিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রথমে কেঁদে ফেললেন অতঃপর হাসলেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে শুনে প্রথমে কেঁদেছি, অতঃপর

---

৯৬৪. সহীহ আল-জামি' ৭৬১৩, ৭৬১৪। **তাহকীক আলবানী** ঃ সহীহ।

৯৬৫. দ্রষ্টব্য: পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, হাদীসটি সঠিক নয়।

৯৬৬. সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৭১৩, মুসলিম ৩০২৪। **তাহকীকঃ** সহীহ।

৯৬৭. বায়হাকী ৫/১৫২, আদ-দুররুল মানসূর ৬/৪০৬, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৫৬২৩, রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন ৭১০, ইতহাফুল খায়রাহ আল-মুহাররাহ বি যাওয়াইদিল মাসানীদ আল-আশারাহ ২৬১৭। সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল। মূসা বিন উবায়দাহ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন, তার হাদীস বর্ণনা করা আমার নিকট কোন ক্রমেই বৈধ নয়। তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। কিন্তু ইমাম বুখারী তা'লীক সূত্রে এবং আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ মুত্তাসিল মারফূ' সূত্রে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসটির শাহিদ হিসেবে ওয়াবিসাহ বিন মা'বাদ এর বর্ণিত হাদীস পাওয়া যায়। মূল হাদীস ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে সহীহায়নে ও সুনান চতুষ্টয়ে আমর ইবনুল আহওয়াস থেকে বর্ণিত হয়েছে।

তিনি আমাকে বললেন, তুমি ধৈর্যধারণ কর, আমার পরিবারের তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। এটা শুনে আমি হেঁসেছি।[৯৬৮]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ①

১. যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও (ইসলামের চূড়ান্ত) বিজয়,

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ②

২. আর তুমি মানুষদের দেখবে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করতে,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ③

৩. তখন তুমি (শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশে) তোমার রব্বের প্রশংসাসহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তিনি বড়ই তাওবা কবূলকারী।

এই সূরাটিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর (মৃত্যুর) সময় ঘনিয়ে আসার ব্যাপারে জানানো হয়েছে

৭৫২৩. (সহীহ): বুখারী বর্ণনা করেন, ◊মূসা বিন ইসমাঈল◊আবূ আওয়ানাহ◊আবূ বিশর◊সাঈদ বিন জুবায়র◊আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)◊ বলেন: উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কতিপয় বয়স্ক ব্যক্তিদের আসরে বসাতেন, কিন্তু তাদের কেউ এতে মনে মনে আপত্তি করেন আর বলেন: একে কেন আমাদের ভেতরে বসিয়েছেন অথচ তার মত তো আমাদের ছেলে-সন্তান রয়েছে? ফলে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: সে তো তাদের একজন যাদেরকে আপনারা চিনেন, তিনি একদিন তাঁদেরকে আমন্ত্রণ জানান, আর আমাকেও (আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কেও) তাঁদের সাথে বসান, আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি যে তাঁদের ভেতরে আমাকে তাঁর নিয়ে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে দেখানো, তিনি (উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) বলেন: আপনারা ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ①﴾ **"১. যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও (ইসলামের চূড়ান্ত) বিজয়"** এ সম্পর্কে কী বলেন: তাঁদের কেউ কেউ বলেন: (এর অর্থ হচ্ছে) যখন আমাদের মাঝে আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও বিজয় আসে তখন তিনি আমাদেরকে তাঁর প্রশংসা করার এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর কেউ কেউ কোন প্রকার মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন। তখন তিনি আমাকে বলেন: হে ইবনু আব্বাস, তুমিও তাই বল নাকি? আমি বলি ঃ না, তিনি (উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) বলেন: তাহলে কী

---

৯৬৮. মু'জামুল আওসাত ৮৮৩, মু'জামুল কাবীর ১১৯০৭, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১১৫২৮, তাখরীজু আহাদীস্র ও আসার কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ১০০৪। ইবনু হাজার আল-আসকালানী কর্তৃক রচিত 'মাতালিবুল আলিয়াহ' গ্রন্থে (১৫/৪৬০) বলেন, হায়স্রামী তার মাজমা' আয্-যাওয়াইদের মাঝে (৯/২৩) বলেছেন, তাবারানী তার মু'জামুল কাবীর, আওসাত ও তার রিজাল শাস্ত্রে বলেন, সানাদে হিলাল বিন খাব্বাব ব্যতীত সকলে সিকাহ। তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। "আত তাকরীব" (২/৩২৩: ১২৯)। মু'জামুল কাবীর (১১/৩৩০: ১১৯০৭)। আস্রারটি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উপর ওয়াকফ হিসেবে সহীহ। কিন্তু নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে মারফু' সূত্রে হাসান। বিস্তারিত জানতে দেখুন ইবনু হাজার আল-আসকালানী কর্তৃক রচিত মাতালিবুল আলিয়াহ' (১৫/৪৬০)।

বল ঃ আমি বলি ঃ এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবন সায়াহ্নের কথা বলা হয়েছে যা তিনি তাঁকে জানিয়েছেন। তিনি বলেন: ﴿إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ﴾ **"যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও (ইসলামের চূড়ান্ত) বিজয়"** এই হচ্ছে আপনার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসার চিহ্ন, ﴿فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابَۢا﴾ **"৩. তখন তুমি (শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশে"** তোমার রব্বের প্রশংসাসহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তিনি বড়ই তাওবা কবুলকারী) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন: আমি এ ব্যাপারে তুমি যা বলছ তা ভিন্ন আর কিছু জানিনা। বুখারী এককভাবে এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[৯৬৯] ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, ❮মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ❯❮মিহরান❯❮আম্র স্নাওরী❯❮আসিম❯❮আবূ রাযীন❯❮ইবনু আব্বাস (রাঃ)❯ অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[৯৭০]

৭৫২৪. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন: যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ﴿إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ﴾ **"যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও (ইসলামের চূড়ান্ত) বিজয়"** আমাকে আমার মৃত্যুর কথা জানানো হয়েছে।[৯৭১] বস্তুত সেই বৎসর তিনি ইন্তিকাল করেন।[৯৭২] আল-আওফী ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে মুজাহিদ, আবুল আলিয়াহ, দহহাক ও অন্যরাও বলেন, নিশ্চয় তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নির্দিষ্ট সময়ের (মৃত্যু) সংবাদ।

৭৫২৫. (সহীহ): ইবনু জারীর বলেন, ❮ইসমাঈল বিন মূসা❯❮হুসায়ন বিন ঈসা আল-হানাফী❯❮মা'মার❯❮যুহরী❯❮আবূ হাযিম❯❮আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)❯ বলেন,

"اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ! جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ، جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا أَهْلُ الْيَمَنِ؟ قَالَ: "قَوْمٌ رَقِيقَةٌ قُلُوبُهُمْ، لَيِّنَةٌ طِبَاعُهُمْ، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদিন মদীনায় অবস্থান করছিলেন, হঠাৎ করে তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে। ইয়ামানবাসীরা এসে পড়েছে। শুনে জনৈক জিজ্ঞাসা করল হে আল্লাহর রাসূল! (ﷺ) ইয়ামানবাসীরা কেমন? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "তাদের হৃদয় নরম ও স্বভাব কোমল। ঈমানতো ইয়ামানীদেরই এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ইয়ামানীরা তো অগ্রগামী।[৯৭৩] অতঃপর তিনি ❮ইবনু আবদিল আ'লা❯❮ইবনু স্নাওর❯❮মা'মার❯❮ইকরিমাহ❯ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৭৫২৬. (সহীহ): তাবারানী বলেন, ❮যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া❯❮আবূ কামিল আল-জাহদারী❯❮আবূ আওয়ানাহ❯❮হিলাল বিন খাব্বাব❯❮ইকরিমাহ❯❮ইবনু আব্বাস (রাঃ)❯ বলেন,

لَمَّا نَزَلَتْ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ، قَالَ: نُعِيتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُهُ حِينَ نَزَلَتْ، قَالَ: فَأَخَذَ بِأَشَدِّ مَا كَانَ قَطُّ اجْتِهَادًا فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ: "جَاءَ الْفَتْحُ

---

৯৬৯. সহীহুল বুখারী ৪২৯৪, ৪৯৭০। **তাহকীক আলবানী ঃ** সহীহ।

৯৭০. ইবনু জারীর ৩০/২১৫-২১৬।

৯৭১. মাজমা' আয্-যাওয়াইদ এর তাফসীরের মাঝে উল্লেখ করা হয়েছে। **তাহকীক আলবানী ঃ** দঈফ।

৯৭২. আহমাদ ১৮৭৬।

৯৭৩. ইবনু জারীর ৩০/২১৫, জামিউল আহাদীস্র ৪৭৬৩, জামউল জাওয়ামি' ১/৪৭৬৩, মাজমা' আয্-যাওয়াইদ ১৬৬২০, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭/১১০৭, ইতহাফুল খায়রাহ আল-মুহাররাহ বে যাওয়াইদিল মাসানীদ আল-আশারাহ ৭০৫১, ইমাম বায্যার বলেন, এই সানাদ ব্যতীত আবূ হাযিম থেকে যুহরীর কোন সানাদ পাওয়া যায় না। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, সানাদে হুসায়ন বিন ঈসা আল-হানাফী তিনি দুর্বল বাকী অন্য রাবী স্রিকাহ। উক্ত হাদীস্রটির একাধিক শাওয়াহিদ হাদীস্র পাওয়া যায়। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। এ মর্মে সহীহ হাদীস্র জানতে দেখুন সহীহুল বুখারী (৪৩৮৮-৪৩৯০), সহীহ ইবনু হিব্বান (৭২৫৩, ৭২৫৫)।

وَنَصْرُ اللهِ، وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمن". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا أَهْلُ الْيَمَنِ؟ قَالَ: "قَوْمٌ رَقِيقَةٌ قُلُوبُهُمْ، لَيِّنَةٌ قلوبهم، الإيمان يمان، والفقه يَمان"

সূরাহ নাস্‌র সম্পূর্ণ নাযিল হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বুঝতে পারলেন যে, তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। তিনি (ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) বলেন, ফলে তিনি আখিরাতের বিষয়গুলোকে (মৃত্যুর প্রস্তুতিমূলক) অত্যন্ত শক্তভাবে ধারণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পর বলেন, আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে। ইয়ামানবাসীরা এসে পড়েছে। শুনে জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়ামানবাসীরা কেমন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তাদের হৃদয় নরম ও স্বভাব কোমল। ঈমানতো ইয়ামানীদেরই এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ইয়ামানীরা তো অগ্রগামী।[৯৭৪]

৭৫২৭. (হাসান): ইমাম আহমাদ বলেন, ওয়াকী' ⟩ সুফইয়ান ⟩ আসিম ⟩ আবূ রাযীন ⟩ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

لَمَّا نَزَلَتْ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ نُعِيت إِلَيْهِ نَفْسُهُ، فَقِيلَ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} السُّورَةَ كُلَّهَا

সূরাহ নাস্‌র অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বুঝতে পারলেন যে, তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। কেউ বলেন, যখন সূরাহ নাসরটি পূর্ণ নাযিল হলো।[৯৭৫]

৭৫২৮. (হাসান): ওয়াকী' ⟩ সুফইয়ান ⟩ আসিম ⟩ আবূ রাযীন ⟩ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ نُعِيت إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُهُ

একদা উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে সূরাহ নাস্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যখন তা নাযিল হল তখন তাঁর মৃত্যু পরোয়ানার সংবাদ দেয়া হলো।[৯৭৬]

৭৫২৯. (সহীহ): তাবারানী বলেন, ইবরাহীম বিন আহমাদ বিন উমার আল-ওয়াকীঈ ⟩ আমার পিতা (আহমাদ বিন উমার) ⟩ জা'ফার বিন আওন ⟩ আবুল উমায়স ⟩ আবূ বাকর বিন আবুল জাহম ⟩ উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ ⟩ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} :آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ جَمِيعًا কুরআনের সর্বশেষ সূরাহ হলো সূরাহ নাসর।[৯৭৭]

৭৫৩০. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ বিন জা'ফার ⟩ শু'বাহ ⟩ আমর বিন মুররাহ ⟩ আবুল বুখতারী (সাঈদ বিন ফায়রূয) আত-তাঈ ⟩................ ⟩ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} قَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَتَمَهَا، فَقَالَ: "النَّاسُ حَيِّزٌ، وَأَنَا وَأَصْحَابِي حَيِّزٌ". وَقَالَ: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ". فَقَالَ لَهُ مَرْوان: كَذَبْتَ -وَعِنْدَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، قَاعِدَانِ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ -فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَوْ شَاءَ هَذَانِ لَحَدَّثَاكَ، وَلَكِنَّ هَذَا يَخَافُ أَنْ تَنْزِعَهُ عَنْ عِرَافَةِ قَوْمِهِ، وَهَذَا يَخْشَى أَنْ تَنْزِعَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ. فَرَفَعَ مَرْوَانُ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ لِيَضْرِبَهُ، فَلَمَّا رَأَيَا ذَلِكَ قَالَا صَدَقَ

---

৯৭৪. মাজমা' আয যাওয়াইদ ১৪২৪১, মু'জামুল কাবীর ১১৯০৩, তাখরীজুল আহাদীস ওয়াল আসার আল-ওয়াকিআহ ফী তাফসীরিল কাশশাফ লিয যামাখশারী ১৫৫১, সিলসিলাহ সহীহাহ (৭/১১০৮/হা ৩৩৬৯)। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৯৭৫. আহমাদ ৩২০১। শায়খ আহমাদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সানাদটি সহীহ।

৯৭৬. আহমাদ ১/২১৭। সানাদে আসিম বিন বাহদালাহ থাকায় সানাদটি হাসান।

৯৭৭. মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ১০/১০৭৩৬। সানাদটি ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ।

যখন সূরাহ নাস্‌র নাযিল হলো তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সূরাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে বলেন, সকল মানুষ ভালো আর আমি ও আমার স্বাহাবীও ভালো। (তবে সকল মানুষ একদিকে, আমি আর আমার সাহাবা একদিকে) মনে রাখিও মক্কা বিজয়ের পর আর কোন হিজরত নাই তবে আছে শুধু জিহাদ আর নিয়ত। মারওয়ান বললঃ তুমি মিথ্যা বলছো, এমতাবস্থায় সেখানে রাফি' বিন খাদীজ ও যায়দ বিন স্বাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উভয়ে খাটের উপর বসা ছিলেন। অতঃপর আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, যদি তুমি চাও তবে এই দুজন ব্যক্তি থেকে হাদীস্ব শ্রবণ করো, তবে আমার ভয় হচ্ছে যে, তাদের কওমের কারণে হয়তো তাদের আরাফা ছুটে গেছে। আর এটা হয়তো সত্যকে পরিত্যাগ করার ভয় করতে পারে। ফলে মারওয়ান তাকে প্রহার করার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। যখন তারা দু'জন এ অবস্থা দেখল তখন তারা বললঃ তিনি সত্য বলেছেন।[৯৭৮] ইমাম আহমাদ হাদীস্বটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর আবূ সাঈদের মারওয়ানকে ইনকার করায় হাদীস্বটি মুনকার হবে না। কারণ:

৭৫৩১. (স্বহীহ): ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন বলেন,

"لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَلَكِنْ إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا"

আজকের পর আর হিজরত নেই, কিন্তু জিহাদ ও নিয়ত আছে।[৯৭৯] বুখারী ও মুসলিম হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন।

কিছু স্বাহাবী উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বৈঠকে (মাজলিসে) এ সূরার ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, যখন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই শহর বিজয় দান করলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বিশুদ্ধ ও মনোরমভাবে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ স্বালাত আদায় করা ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার। একথার শাহিদ হিসেবে প্রমাণিত হয় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্বালাত থেকে, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন চাশতের স্বালাতের সময় ৮ (আট) রাকাত স্বালাত আদায় করেছেন। অনেকে বলেছেন, এটি ছিলো চাশতের স্বালাত। তাদের উত্তরে বলা হয়েছে যে, সেই স্বালাতটি অব্যাহত ছিল না। সুতরাং কিভাবে ঐদিনের স্বালাতটি চাশতের হতে পারে? তাছাড়া তিনি তো মূসাফির ছিলেন, মক্কায় মুকিম অবস্থায় ছিলেন না। একারণে তিনি ও সৈন্যগণ সকলে রমাদানের ১৯ দিন থেকে শেষ পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করে ইফতার করেছেন (অর্থাৎ স্বিয়াম কাযা করেছেন)। আর তাঁর সাথে সৈন্য ছিলো প্রায় এক হাজার মতো। তারা সকলে বলেন, সেটি ছিলো বিজয়ের স্বালাত। সুতরাং সেনা-প্রধান পছন্দ করেছেন যে, যখন তিনি এই শহর বিজয় লাভ করবেন তখন এখানে প্রবেশ করেই ৮ (আট) রাকাত স্বালাত আদায় করবেন। সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও অনুরূপ করেছিলেন। তাদের অনেকেই বলেন, তিনি স্বালাতের প্রত্যেক রাকাতে সালাম ফিরিয়েছেন। বিশুদ্ধ কওল হলো তিনি প্রত্যেক দু' রাকাত পর সালাম ফিরিয়েছেন।

৭৫৩২. (দঈফ): যেমন সুনান আবী দাউদে বর্ণিত হয়েছে, যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন প্রত্যেক দু'রাকাতে সালাম ফিরিয়েছেন।[৯৮০] ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যেমন ব্যাখ্যা করেছেন: এই সূরায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যু সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। জেনে রাখ, যখন তুমি মক্কা বিজয় লাভ করবে, যেই গ্রাম থেকে তোমাকে বের করে দেয়া হয়েছিলো

---

৯৭৮. আহমাদ ৩/২২, ৫/৮৭, ইরওয়াউল গালীল ৫/১০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
৯৭৯. সূরাহ আলে ইমরানের ৯৭ নং আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বুখারী ১৮৩৪, মুসলিম ১৩৫৩। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।

৯৮০. আবূ দাউদ ১২৯০, সানাদে ইয়াদ বিন আবদুল্লাহ দুর্বল। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

সেখানেই দেখবে মানুষেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হচ্ছে, তখন দুনিয়ায় তোমার ব্যাপারে আমার ব্যস্ততা শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং আমার নিকট তোমার আগমনের সময় হয়ে গেছে, আর দুনিয়ায় তোমার কল্যাণ শেষ। ফলে অচিরেই তোমার রব্ব তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন আর তুমি তাতে সন্তুষ্ট হবে। এজন্য তিনি বলে, ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ অর্থাৎ: **তুমি তোমার রব্বের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি তো তাওবা কবূলকারী।**

৭৫৩৩. (স্বহীহ): ইমাম নাসাঈ বলেন, ❮আমর বিন মানসূর❯❮মুহাম্মাদ বিন মাহবূব❯❮আবূ আওয়ানাহ ❯❮হিলাল বিন খাব্বাব❯❮ইকরিমাহ❯❮ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)❯ বলেন,

لَمَّا نَزَلَتْ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، قَالَ: نُعِيت لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفسه حِينَ أُنْزِلَتْ، فَأَخَذَ فِي أَشَدِّ مَا كَانَ اجْتِهَادًا فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ: "جَاءَ الْفَتْحُ، وَجَاءَ نَصْرُ اللهِ، وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا أَهْلُ الْيَمَنِ؟ قَالَ: "قوم رقيقة قلوبهم، لَيِّنة قلوبهم، الإيمان يَمانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ"

যখন সূরাহ নাস্র পূর্ণ নাযিল হলো তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যু সংবাদ পেলাম। ফলে চিন্তা আমাকে খুব কঠিন ভাবে পাকড়াও করলো। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে এবং ইয়ামানরাও এসে গেছে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো: হে আল্লাহর রাসূল ইয়ামানবাসী কারা? তিনি বললেন, "তাদের হৃদয় নরম ও স্বভাব কোমল। ঈমানতো ইয়ামানীদেরই এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ইয়ামানীরা তো অগ্রগামী।[৯৮১]

৭৫৩৪. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন, ❮উস্মান বিন আবী শায়বাহ❯❮জারীর❯❮মানসূর ❯❮আবুদ দুহা❯❮মাসরূক❯❮আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)❯ বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রুকূ' এবং সিজদায় বেশী বেশী سبحانك اللّٰهُمَّ ربنا وبحمدك اللّٰهُمَّ اغفرلي আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি হে আল্লাহ, আমাদের রব্ব, আপনার সুখ্যাতি করছি, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।[৯৮২] তিনি এরূপ করতেন কুরআনের তাঁর ব্যাখ্যাস্বরূপ, ইমাম তিরমিযী ছাড়া দলের বাকি সকলে মানসূর এর হাদীস্র থেকে বর্ণনা করেছেন।[৯৮৩]

৭৫৩৫. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ❮মুহাম্মাদ বিন আবী আদী❯❮দাউদ❯❮আশ শা'বী❯❮মাসরূক ❯❮আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)❯ বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনের শেষের দিকের বেশী বেশী কথা ছিল ঃ سبحان الله وبحمده ، استغفر الله واتوب إليك "হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসাসহকারে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার অভিমুখে ফিরে যাচ্ছি"। তিনি বলেন: আমার রব্ব আমাকে অবহিত করেছেন যে, আমার উম্মাতের মাঝে আমি একটি নিদর্শন দেখতে পাব, আর তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যখন তা প্রত্যক্ষ করব তখন যেন আমি তাঁর প্রশংসাসহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করি, এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাই, নিশ্চয় তিনি অতিশয় তাওবা গ্রহণকারী। আমি প্রত্যক্ষ করি ঃ (এই সেই নিদর্শন) ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ **"যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও (ইসলামের চূড়ান্ত) বিজয়, আর তুমি মানুষদের দেখবে**

---

৯৮১. সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১১৭১২, তাবারানী ১১৯০৪। হিলাল এর কারণে সানাদটি দুর্বল। কিন্তু হাদীস্রটির একাধিক শাহিদ হাদীস্র থাকায় উক্ত হাদীস্রটি স্বহীহ। বিস্তারিত জানতে দেখুন সিলসিলাহ স্বহীহাহ (৭/১১০৮/হা ৩৩৬৯)। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৯৮২. স্বহীহুল বুখারী ৮১৭। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।

৯৮৩. বুখারী ৪৯৬৮, মুসলিম ২১৭, ৪৮৪, আবূ দাউদ ৮৭৭, নাসাঈ ১১২৩, ইবনু মাজাহ ৮৮৯।

দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করতে, তখন তুমি (শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশে) তোমার রব্বের প্রশংসাসহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তিনি বড়ই তাওবা কবূলকারী)"।[৯৮৪] মুসলিম এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[৯৮৫]

৭৫৩৬. (স্বহীহ্‌): ইবনু জারীর বলেন, ﴿আবুস সাইব﴾হাফস্‌﴾আসিম﴾আশ শা'বী﴾উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)﴾ বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ أَمْرِهِ لَا يَقُومُ وَلَا يَقْعُدُ، وَلَا يَذْهَبُ وَلَا يَجِيءُ، إِلَّا قَالَ: "سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُكْثِرُ مِنْ سُبْحَانِ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، لَا تَذْهَبُ وَلَا تَجِيءُ، وَلَا تَقُومُ وَلَا تَقْعُدُ إِلَّا قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ وبحمده؟ قال: "إني أمرت بها"، فقال: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} إِلَى آخِرِ السُّورَةِ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শেষ জীবনে উঠা বসা হাঁটা চলা ইত্যাদি সর্বাবস্থায় سبحان الله وبحمده পাঠ করতেন। এমনটি দেখে আমি এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা করতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি সূরাহ নাস্র আদ্যোপান্ত পাঠ করেন।[৯৮৬]

৭৫৩৭. (হাসান): ইমাম আহমাদ বলেন, ﴿ওয়াকী'﴾ইসরাঈল﴾আবূ ইসহকা﴾আবূ উবায়দাহ﴾ আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)﴾ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর সূরাহ নাস্র অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি সেটি বেশি বেশি পাঠ করতেন এবং রুকুতেও سبحانك اللَّهُمَّ ربنا وبحمدك، اللَّهُمَّ اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم পাঠ করতেন, তিন বার।[৯৮৭] ইমাম আহমাদ এককভাবে হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন ﴿ইবনু আবী হাতিম﴾তার পিতা (আবূ হাতিম)﴾আমর বিন মুররাহ﴾শু'বাহ﴾আবূ ইসহাক﴾ সূত্রে।

সর্বসম্মতভাবে এখানে বিজয় দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মক্কা বিজয়, আরবের বিভিন্ন এলাকার লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় তাদের ইসলাম গ্রহণ স্থগিত রেখেছিল। তারা বলেছিল ঃ যদি তিনি তাঁর জাতির উপরে বিজয়ী হতে পারেন তবে তিনি সত্য নবী। যখন আল্লাহ তা'আলা মক্কা বিজয় দান করেন, তখন লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে থাকে, দু' বৎসর যেতে না যেতে সমগ্র আরব ভূখণ্ড ঈমানে পরিপূর্ণ হয়। আরবের সমস্ত গোত্রের সকলেই তাদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়। আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

৭৫৩৮. (স্বহীহ্‌): বুখারী তাঁর 'স্বহীহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন আম্‌র বিন সালামাহ বলেন:

لَمَّا كَانَ الْفَتْحُ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتِ الْأَحْيَاءُ تَتَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهَا فَتْحَ مَكَّةَ، يَقُولُونَ: دَعُوهُ وَقَوْمَهُ، فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ.

মক্কা বিজয় যখন সংঘটিত হয় প্রত্যেক গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ছুটে আসে, মক্কা বিজয়ের দিন বিভিন্ন গোত্র তাদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়, তারা বলে ঃ তাঁকে আর তাঁর জাতিকে দেখ, যদি সে তাদের উপরে বিজয়ী হয় তবে সে (সত্য) নবী।[৯৮৮] আমরা আমাদের কিতাব

---

৯৮৪. আহমাদ ২৩৫৪৫।

৯৮৫. মুসলিম ৪৮৪। **তাহকীক আলবানী ঃ** সহীহ।

৯৮৬. আত-তাবারী ৩৮২৪৮। সানাদে হাফস্ বিন সুলায়মান রয়েছে, তিনি দুর্বল। তবে উক্ত হাদীস্রটির একাধিক শাওয়াহিদ পাওয়া যায়। এ মর্মে জানতে দেখুন তাখরীজুল আহাদীস্র ওয়া আসারু কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন (১০০৫), সিলসিলাহ স্বহীহাহ (৩১৫৭)। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৯৮৭. আহমাদ ১/৪১০। সানাদের সকল রাবী স্বিকাহ কিন্তু সানাদে আবূ উবায়দাহ ও তার পিতার মাঝে ইরসাল হয়েছে। এই হাদীস্রটিকে শক্তিশালী করার জন্য পূর্বে বর্ণিত হাদীস্র রয়েছে। **তাহকীকঃ** হাসান।

৯৮৮. সহীহুল বুখারী ৪৩০২।

'সীরাহ'-তে মক্কা বিজয় সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনা করেছি, যে ব্যক্তি চায় সে যেন সেখানে পুনঃনিরীক্ষণ করে। আল্লাহ তাআ'লার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

৭৫৩৯. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, মুআবিয়াহ বিন আমর আবূ ইসহাক আল-আওযাঈ আবূ আম্মার জাবির বিন আবদুল্লাহর প্রতিবেশী (ইসমু মুবহাম) জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (আবূ আম্মার) বলেন: এই হাদীস্র জাবির বিন আবদুল্লাহর প্রতিবেশী আমার নিকট বর্ণনা করেছে, তিনি বলেন:

قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَجَاءَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ، فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُ عَنِ افْتِرَاقِ النَّاسِ وَمَا أَحْدَثُوا، فَجَعَلَ جَابِرٌ يَبْكِي، ثُمَّ قَالَ: سمعت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ النَّاسَ دَخَلُوا فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا، وَسَيَخْرُجُونَ مِنْهُ أَفْوَاجًا"

আমি সফর থেকে ফিরেছি (এমন সময়) জাবির বিন আবদুল্লাহ আমার নিকট এসে আমাকে সালাম দেয় ঃ আমি লোকদের দলে দলে পৃথক হয়ে যাওয়া এবং তারা যা কিছু নতুন প্রবর্তন করেছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকি, তখন জাবির কাঁদতে শুরু করেন আর বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করেছে, আবার তারা দলে দলে একে পরিত্যাগ করবে।[৯৮৯]

সূরাহ নাস্রের তাফসীর সমাপ্ত, আল্লাহ তাআ'লার সমস্ত প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

সূরাহ্ আল-লাহাব এর তাফসীর

মাক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্র নামে।

১. আবূ লাহাবের হাত দু'টো ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজে,	تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١
২. তার ধন-সম্পদ আর সে যা অর্জন করেছে তা তার কোন কাজে আসল না,	مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢
৩. অচিরে সে প্রবেশ করবে লেলিহান শিখাযুক্ত আগুনে,	سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣
৪. আর তার স্ত্রীও– যে কাঠবহনকারিণী (যে কাঁটার সাহায্যে নবী-কে কষ্ট দিত এবং একজনের কথা অন্যজনকে ব'লে পারস্পরিক বিবাদের আগুন জ্বালাত)।	وَّامْرَاَتُهٗ ۭ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤
৫. আর (দুনিয়াতে তার বহনকৃত কাঠ-খড়ির পরিবর্তে জাহান্নামে) তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে।	فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

৯৮৯. আহমাদ ১৪২৮৬, জামিউল আহাদীস্র ৭৫০৩, মুসনাদ আল-জামি' ৩০৪৮, জামউল জাওয়ামি' ১/৬৮২৭, মাজমা' আয্-যাওয়াইদ ১২২১২, সিলসিলাহ দঈফাহ ৩১৫৩, দঈফ আল-জামি' ১৭৯৬, আল-জামি' আস্-সাগীর ৪৬০৭। ইমাম আহমাদ বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদে জাবির বিন আবদুল্লাহর প্রতিবেশির অজ্ঞতার কারণে সানাদটি দুর্বল। তাহকীক আলবানীঃ দঈফ।

এই সূরাহ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি আবূ লাহাবের ঔদ্ধত্য

৭৫৪০. (সহীহ): ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ বিন সালাম আবূ মুআবিয়াহ আল-আ'মাশ আমর বিন মুররাহ সাঈদ বিন জুবায়র আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَصَعِدَ الْجَبَلَ فَنَادَى: "يَا صَبَاحَاهْ". فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، فَقَالَ: "أَرَأَيْتُمْ إِنْ حَدثتكم أَنَّ الْعَدُوَّ مُصبحكم أَوْ مُمَسيكم، أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي؟". قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "فَإِنِّي نذيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٌ شَدِيدٍ". فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ تَبًّا لَكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} إِلَى آخِرِهَا

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাতহা উপত্যকার দিকে বের হন, তিনি পাহাড়ে আরোহণ করে ডাকতে থাকেন ঃ ইয়া সাবাহা-হ্, (সকাল বেলার বিপদে এ বলে আহ্বান জানানো হয়) কুরাইশরা তাঁর নিকটে একত্রিত হলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের কী মনে হয়, যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, শত্রুরা সকাল বেলায় তোমাদেরকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল, অথবা সন্ধ্যায়, তবে কি তোমরা আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে? তারা বলে ঃ হ্যাঁ, তিনি বলেন: আমি সম্মুখে আগত ভীষণ শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। তখন আবূ লাহাব বলে ঃ এ কারণে কি তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? تبا لك (তুমি ধ্বংস হও) তখন আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেন ঃ ﴿ تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ﴾ **"১. আবূ লাহাবের হাত দু'টো ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজে"**।[৯৯০]

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, আবূ লাহাব দাঁড়িয়ে তার হাতের ধুলা বালি ঝেড়ে নিম্নলিখিত বাক্য বলতে বলতে চলে গেল ঃ "তোমার প্রতি সারাদিন অভিশাপ বর্ষিত হোক। তুমি কি এ জন্য আমাদেরকে ডেকেছ"? সূরাটির প্রথমে তার বিরুদ্ধে বদ দুআ' করা হয়েছে আর দ্বিতীয়বার তার সম্পর্কে খবর দেয়া হয়েছে। আবূ লাহাব হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্যতম একজন চাচা, তার নাম হচ্ছে আবদুল উয্‌যা বিন আবদুল মুত্তালিব, তার উপনাম হচ্ছে আবূ উতায়বাহ, আবূ লাহাব নামকরণের কারণ হচ্ছে তার মুখমণ্ডল ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে খুবই কষ্ট দিত আর তাঁকে ঘৃণা করত, সে তাঁকে এবং তাঁর দ্বীনকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত।

৭৫৪১. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ইবরাহীম বিন আবুল আব্বাস আবদুর রহমান বিন আবুয যিনাদ তার পিতা (আবুয যিনাদ) বানী দায়লের এক ব্যক্তি যার নাম রাবীআহ বিন আব্বাদ তিনি জাহিল ছিলেন, পরে ইসলাম কবূল করেন তিনি বলেনঃ আমি জাহিলী যুগে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যুল মাজায নামক বাজারে বলতে শুনেছি ঃ হে লোক সকল, তোমরা বল ঃ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই) তোমরা সফলতা লাভ করবে। লোকেরা তাঁর নিকট জড় হত, তাঁর পেছনে টেরাচোখবিশিষ্ট উজ্জ্বল চেহারা এবং দুই বেণীওয়ালা এক ব্যক্তি বলছে ঃ সে হচ্ছে স্বধর্ম ত্যাগী এবং একজন মিথ্যাবাদী, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেখানে যেতেন সেও তাঁর পিছে পিছে যেত। আমি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় লোকেরা বলে ঃ এটা হচ্ছে তাঁর চাচা আবূ লাহাব।[৯৯১] এরপর আহমাদ আবূ সুরায়জ থেকে বর্ণনা করেন, (তিনি) আবুয যিনাদ থেকে (তিনি) তাঁর পিতা থেকে, তিনি উল্লেখ করেন ঃ আবুয যিনাদ বলেন: আমি রাবীআহকে বলি ঃ

---

৯৯০. সহীহুল বুখারী ৪৯৭২, আসবাবিন নুযূল ২৩৮। **তাহকীক আলবানী ঃ** সহীহ।

৯৯১. আহমাদ ১৫৫৯৬, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৯৮৩১, সহীহ আস সীরাহ ওয়ান নাবাবী ১/১৪৩। **তাহকীকঃ** সানাদটি হাসান মতনটি সহীহ লি গায়রিহি।

আপনি তখন ছোট ছিলেন? তিনি বলেন: না, আল্লাহর শপথ, আমার সে সময় অনেক জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল, আমি খুব ভাল মানের বাঁশি বাদক ছিলাম।[৯৯২] ইমাম আহমাদ এককভাবে এই হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।

৭৫৪২. (সহীহ্): মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, হুসায়ন বিন আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন, রাবীআহ বিন আব্বাদ আদ দীলীকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি আমার পিতার সাথে একজন যুবক হিসেবে ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে লক্ষ্য করলাম তাঁর দিকে সকল গোত্ররা অনুসরণ করছে। এক ব্যক্তি যার উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ছিলো যাকে জুম্মাহ (মাথার সামনে চুলওয়ালা বা পরচুলা) বলা হয় তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকল গোত্রের উপর অবস্থান করছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি বললেন, হে বানী ফুলান! (হে অমুক অমুক সম্প্রদায়) নিশ্চয় আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন প্রেরিত রাসূল, তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন একমাত্র তারই ইবাদাত করবে ও তার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং আমাকে সত্য জানবে। আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তা বাস্তবায়ন হওয়া পর্যন্ত তোমরা আমাকে বাধা দিবে। যখন তিনি তাঁর কথা শেষ করলেন তখন তার পেছন থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলো: হে বানী ফুলান! (হে অমুক অমুক গোত্র) এই ব্যক্তি তোমাদের লাত ও উযযাকে পরিত্যাগ করার বিষয়কে এবং বানি মালিক বিন উকায়শের জিনদের ব্যাপারে তোমাদের শপথকেও উদ্দেশ্য করছে। সুতরাং তোমরা তার কোন কথা শুনবে না ও তার অনুসরণও করবে না। (তার কথা শুনে) আমি আমার পিতাকে বললাম: এই লোকটি কে? তিনি বললেন, সে উনার চাচা। ইমাম আহমাদ ও আত-তাবারানী এই শব্দে বর্ণনা করেছেন।[৯৯৩]

আল্লাহ তাআলার বাণীঃ ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ۝﴾ অর্থাৎ আবূ লাহাব ধ্বংস হয়ে গেছে। তার সকল চেষ্টা আর শ্রমই ব্যর্থ, নিশ্চিতভাবে সে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ۝﴾ **"২. তার ধন-সম্পদ আর সে যা অর্জন করেছে তা তার কোন কাজে আসল না"** আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং অন্যরা বলেন: ﴿وَمَا كَسَبَ﴾ **"আর সে যা অর্জন করেছে"** অর্থাৎ তার সন্তান।[৯৯৪] আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা), মুজাহিদ, আতা', হাসান, ইবনু সীরীন থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৯৯৫]

৭৫৪৩. আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم لما دَعَا قَوْمَهُ إِلَى الْإِيمَانِ، قَالَ أَبُو لَهَبٍ: إِذَا كَانَ مَا يَقُولُ ابْنُ أَخِي حَقًّا، فَإِنِّي أَفْتَدِي نَفْسِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْعَذَابِ بِمَالِي وَوَلَدِي، فَأَنْزَلَ اللهُ: {مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ}

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাঁর সম্প্রদায়কে ঈমান আনার দা'ওয়াত দেন, আবূ লাহাব তখন বলে ঃ ভাতিজা যা বলছে তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে কিয়ামাত দিবসে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে আমার সম্পদ এবং আমার সন্তান-সন্ততির বিনিময়ে আমার নিজেকে রক্ষা করব। তখন আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেন ঃ ﴿مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ﴾ **"তার ধন-সম্পদ আর সে যা অর্জন করেছে তা তার কোন কাজে আসল না"**।[৯৯৬]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۝﴾ **"৩. অচিরে সে প্রবেশ করবে লেলিহান শিখাযুক্ত আগুনে"** অগ্নিশিখা, অনিষ্ট এবং ভীষণ দহন।

---

৯৯২. আহমাদ ১৫৫৯৩।

৯৯৩. ইবনু হিশাম তার 'আস সীরাহ' গ্রন্থে ২/৩৩ ও আহমাদ ৩/৪৯২ ইবনু ইসহাকের সূত্রে, মুসতাদরাক ১/১৫ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে, আল-মাজমা' লিল হায়সামী ৬/৩৫ । আবদুল্লাহ বিন আহমাদ ও আত-তাবারানী বর্ণনা করেন, সানাদের মাঝে হুসায়ন বিন আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ তিনি দুর্বল। ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন।

৯৯৪. আত-তাবারী ২৪/৬৭৭।

৯৯৫. আত-তাবারী ২৪/৬৭৭।

৯৯৬. মুসনাদে হাদীস্রটি দেখিনি। ইমাম ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদীস্রটিকে দুর্বলতার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। হাদীস্রটি মুআল্লাক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলের ঠিকানার বর্ণনা

﴿وَّامۡرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الۡحَطَبِ ۚ﴾ **"৪. আর তার স্ত্রীও– যে কাঠ বহনকারিণী"** তার স্ত্রী ছিল কুরাইশ সদারনীদের অন্যতম, সে হচ্ছে উম্মে জামিল, তার নাম হচ্ছে আরওয়া বিনতে হারব বিন উমাইয়া, সে হচ্ছে আবূ সুফইয়ানের বোন, সে তার স্বামীকে কুফরী, অস্বীকৃতি এবং একগুঁয়েমিতে সহায়তা করত, এ কারণে কিয়ামাত দিবসে তার স্বামীর সহযোগী হিসেবে জাহান্নামের আগুনের শাস্তি ভোগ করবে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿حَمَّالَةَ الۡحَطَبِ ۚ فِیۡ جِیۡدِهَا حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ ؕ﴾ **"আর তার স্ত্রীও– যে কাঠবহনকারিণী, আর তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে"** অর্থাৎ সে কাঠবহন করে এনে তার স্বামীর উপরে নিক্ষেপ করবে যাতে করে সে যে শাস্তিতে পতিত রয়েছে তা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সে এর জন্য প্রস্তুত, তার জন্য তৈরী।﴿فِیۡ جِیۡدِهَا حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ ؕ﴾ **"৫. আর তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে"**। মুজাহিদ ও উরওয়াহ বলেন, জাহান্নামের ভাল করে পাকানো রশি।[৯৯৭]

মুজাহিদ, ইকরিমাহ, হাসান, কাতাদাহ, স্রাওরী ও সুদ্দী বর্ণনা করেন, ﴿حَمَّالَةَ الۡحَطَبِ﴾ অর্থাৎ সে গীবত ও চোগলখোরী করে বেড়াতো। এজন্য তাকে ইন্ধন বহনকারী নামে অভিহিত করা হয়েছে। আওফী বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আতিয়্যাহ আল-জাদালী, দহ্হাক এবং ইবনু যায়দ বলেন: সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পথে কাঁটা বিছাতো। ইবনু জারীর এমত পছন্দ করেছেন।[৯৯৮] ইবনু জারীর বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দরিদ্রতার জন্য সে তিরস্কার করতো এবং পথে কাঁটা বিছাতো। এর ফলে সে নিজেই তিরস্কৃত হয়েছে। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন কেউ তাকে সম্মানিত করতে পারেনি। প্রথমাংশটি স্বহীহ। ওয়াল্লাহু আ'লাম (আল্লাহই ভালো জানেন।)

সাঈদ বিন জুবায়র বলেন, তার একটি অহংকারী হার ছিলো। সে বলতো অবশ্যই অবশ্যই আমি মুহাম্মাদের শত্রুতার জন্য তা বিক্রয় করবো। অর্থাৎ এরফলে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের পাকানো রশির উত্তরাধিকার বানিয়ে দিয়েছেন। ইবনু জারীর বলেন, ‹আবূ কুরায়ব› ‹ওয়াকী'› ‹আশ শা'বীর আযাদকৃত গোলাম সুলায়ম› ‹আশ শা'বী› বলেন, المسد অর্থঃ الليف তথা খেজুরের রশি। উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র বলেন, سلسلة ذرعها سبعون ذراعا অর্থাৎ সত্তর হাত লম্বা শিকল। স্রাওরী বলেন, তা হবে জাহান্নামের হার, যার দৈর্ঘ হবে সত্তর হাত। জাওহারী বলেন: المسد হচ্ছে আঁশ, المسد এর আরও অর্থ হচ্ছে ঃ আঁশ অথবা তাল পাতার পাকানো রশি, কখনও সেটা উটের চামড়ার অথবা পশমের হতে পারে, (আরবীতে) বলা হয় مسدت الحبل أمسده مسداً যখন তুমি পাকানো রশিকে শক্ত করে বাঁধ।

মুজাহিদ বলেন: ﴿فِیۡ جِیۡدِهَا حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ﴾ **"আর তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে"** গলায় বাঁধা লোহার রশি।[৯৯৯] তুমি কি দেখনা যে, আরবরা কপিকলের মোটা রজ্জুকে মাসাদ বলে।

আবূ লাহাবের স্ত্রী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কষ্ট প্রদানের ঘটনা

৭৫৪৪. (স্বহীহ): ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেন, ‹আমার পিতা (আবূ হাতিম) ও আবূ যুরআহ› ‹আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র আল-হুমায়দী› ‹সুফইয়ান আল-ওয়ালীদ বিন কাস্বীর› ‹ইবনু তাদারুস› ‹আসমা বিনতে আবী বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহা)› বলেন: যখন ﴿تَبَّتۡ یَدَاۤ اَبِیۡ لَهَبٍ وَّتَبَّ ؕ﴾ **"আবূ লাহাবের হাত দু'টো ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজে"** এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন একচোখওয়ালী উম্মু জামীল বিনতে হারব বিলাপের মত শব্দ করতে করতে আসে, এ সময় তার হাতে ছিল একটি পাথর।

---

৯৯৭. আদ-দুররুল মানসূর ৮/৬৬৭।

৯৯৮. ইবনু জারীর ৩০/২১৯। আল-আওফী তিনি দুর্বল।

৯৯৯. আত-তাবারী ২৪/৬৮১।

সে বলেঃ

مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا

সে আমাদের বাপদাদাদের নিন্দা করে, তার ধর্ম আমাদের নিকট অবজ্ঞার পাত্র, তার নির্দেশ আমাদের নিকট অগ্রহণযোগ্য।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে বসে ছিলেন, তাঁর সাথে ছিলেন আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন তাকে (উম্মু জামিলকে) আসতে দেখেন তখন তিনি বলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে আসছে, আমি আশঙ্কা করছি যে, সে আপনাকে দেখে ফেলবে, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: 'সে আমাকে দেখতে পাবেনা'। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার থেকে নিরাপত্তার জন্য কুরআন পাঠ করেন। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ **"তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন আমি তোমার আর যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মাঝে একটা অদৃশ্য পর্দা স্থাপন ক'রে দিয়েছি"**[১০০০] সে এসে আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট দাঁড়ায় কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখতে পায়নি, তখন সে বলে ঃ হে আবূ বাক্‌র, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমার সাথি আমার বিরুদ্ধে মানহানিকর কবিতা বানিয়েছে। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: না, এ গৃহের রব্বের শপথ, তিনি তোমার সম্মানহানি করেনি। এরপর সে একথা বলতে বলতে ফিরে যায় ঃ কুরায়শ জানে যে, আমি এর সর্দারের কন্যা। বর্ণনাকারী বলেন: ওয়ালীদ অথবা অন্য কেউ এ হাদীসের ভিন্ন বর্ণনায় বলেন: উম্মু জামীল বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করার সময় তার কোমরের উপরে হোঁচট খায়, তখন সে বলে ঃ নিন্দুক ধ্বংস হোক, তখন উম্মু হাকীম বিনতে আবদুল মুত্তালিব বলে ঃ আমি সতী নারী, কাজেই আমি গালিগালাজপূর্ণ কথা বলিনা, আমি বিশুদ্ধ, কাজেই আমি জানিনা, আমরা উভয়ে এই চাচার সন্তান, এ সবের পরে কুরাইশ ভাল জানে।[১০০১]

৭৫৪৫. আল-হাফিয আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, ◊ইবরাহীম বিন সাঈদ ও আহমাদ বিন ইসহাক◊আবূ আহমাদ◊আবদুস সালাম বিন হারব◊আতা' ইবনুস সাইব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন)◊সাঈদ বিন জুবায়র◊ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)◊ বলেন,

لَمَّا نَزَلَتْ: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} جَاءَتِ امْرَأَةُ أَبِي لَهَبٍ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: لَوْ تَنَحَّيْتَ لَا تُؤْذِيكَ بِشَيْءٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهُ سَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا". فَأَقْبَلَتْ حَتَّى وَقَفَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرٍ، هَجَانَا صَاحِبُكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا وَرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ مَا نَطَقَ بِالشِّعْرِ وَلَا يَتَفَوَّهُ بِهِ. فَقَالَتْ: إِنَّكَ لَمُصَدَّقٌ، فَلَمَّا وَلَّتْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا رَأَتْكَ؟ قَالَ: "لَا مَا زَالَ مَلَكٌ يَسْتُرُنِي حَتَّى ولت".

সুরা লাহাব অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকরকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদে বসা ছিলেন। ইত্যবসরে আবূ লাহাবের স্ত্রী তথায় আগমন করে। তাঁকে আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এদিকে একটু সরে বসলে সে আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, প্রয়োজন নেই। সে আমাকে দেখতে পাবে না। অবশেষে মহিলাটি এসে আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, হে আবূ বকর! তোমার সঙ্গী নাকি আমাদের গালমন্দ করেছে? আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এই ঘরের প্রভুর শপথ! তিনি তো কবিতা জানেনও না এবং তাঁর মুখ হতে কখনো কবিতা বেরও হয়নি। মহিলা যখন চলে গেল তখন আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেকি আপনাকে দেখতে

১০০০. সূরাহ আল-ইসরা' ১৭ঃ ৪৫।

১০০১. মুসতাদরাক ৩৩৭৬, মুসনাদ আল-হুমায়দী ৩২৩, ইতহাফুল খায়রিয়্যাহ ৬/১০২, মুসনাদ আল-জামি' ৪৮/৪৫, সহীহ আস সীরাহ ওয়ান নবাবী ১/১৩৭, মাতালিবুল আলিয়াহ ৩৭৮৮। **তাহকীকঃ** সহীহ।

পায়নি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, না। ফেরেশতাগণ তার ও আমার মাঝে আড়াল করে রেখেছিল।"[১০০২] বাযযার বলেন, আবূ বাকর (রাঃ) থেকে এর চেয়ে ভালো সানাদ আমাদের জানা নেই।

কিছু আহলে ইলমগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾ **"আর তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে"** অর্থাৎ তার গলায় জাহান্নামের পাকানো রশি পরানো হবে, এমনকি তাকে জাহান্নামের কিনারা পর্যন্ত ঐ রশি দ্বারা উঠানো হবে। এরপর তার মধ্যে ফেলে দেয়া হবে। এরপর সে সর্বদা সেখানে অবস্থান করবে। আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়াহ তার 'আত-তানবীর' কিতাবে বলেন, المسد দ্বারা বালতির রশিকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আবূ হানীফাহ আদ দায়নূরী তার 'আল-বানাত' কিতাবে বলেন, মাসাদ অর্থঃ রশি। তিনি কবিতাকারে বলেন,

بكرة ومحورا صرارا ومسدا من أبق مغارا

ما شئت من أشمط مقسئن

কিছু উলামাগণ বলেন, এই সুরাটি রাসূল ঃ (ﷺ) এর নবুওতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহণ করে। কারণ এই সূরায় আবূ লাহাব ও তার স্ত্রীর অশুভ পরিণামের সংবাদ দেয়া হয়েছে। কারণ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাদের কপালে ঈমান জোটেনি। গোপনে প্রকাশ্যে কোন প্রকারেই ঈমান আনার তাওফীক তাঁদের হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর আগমন সংবাদ অবশেষে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে।

অত্র সূরার তাফসীর সমাপ্ত। আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

সূরাহ ইখলাস্ এর তাফসীর

মাক্কায় অবতীর্ণ

এই সূরাহ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট এবং এর মর্যাদা

৭৫৪৬. (হাসান): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ◊[আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ বিন মুইয়াসসার আস্-স্বাগানী (দুর্বল ও মুরজিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযুক্ত)][আবূ জা'ফার আর রাযী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতিশক্তি দুর্বল)][রাবী' বিন আনাস (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন)][আবুল আলিয়াহ][উবাই বিন কা'ব (রাঃ)]◊ বলেন,

أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُحَمَّدُ، انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ "

মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলে ঃ হে মুহাম্মাদ, আমাদের নিকট তোমার রব্বের বংশ পরিচয় দাও, তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝﴾

"১. বল, তিনি আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়, ২. আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী, ৩. তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। ৪. তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়"।[১০০৩] অনুরূপ

১০০২. আল-মাজমা' লিল হায়স্বামী ৭/১৪৪, তাখরীজ আহাদীস্ব ও আস্বার কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ১/৫৪৪, আবূ ইয়া'লা ও বাযযার বলেন, সানাদটি হাসান। সানাদের মাঝে আতা' ইবনুস সাইব তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আর তার নিকট থেকে হাদীস্ব বর্ণনাকারী আবদুস সালাম তার হাদীস্বে সংমিশ্রণ করার পূর্বে শ্রবণ করেছেন এ মর্মে কোন বর্ণনা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু আবূ নুআয়ম এর 'দালাইল' গ্রন্থে সাঈদ বিন জুবায়র থেকে মাওকূফ সূত্রে আবদুস সালামের তাওয়াবে' পাওয়া যায়। এ মর্মে জানতে দেখুন মুসনাদ আল-হুমায়দী (১২/১৫৩/হা ৩২৩), মুসনাদ আবূ ইয়া'লা (১/৩৩, ৫৩, ও ৪/২৪৬) কাশফুল আসতার (৩/৮৩), মুসতাদরাক (২/৩৬১), বায়হাকী (২/১৯৫)।

বর্ণনা করেন তিরমিযী এবং ইবনু জারীর, ইবনু জারীর এবং তিরমিযী আরও সংযোজন করেছেন আহমাদ বিন মানী' এর সূত্রে। ইবনু জারীর সংযোজন করেছেন [মুহাম্মাদ বিন খিদাশ][আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ বিন মুয়াসসার] এর সূত্রে। ইমাম তিরমিযী ও ইবনু জারীর সংযোজনের মাধ্যমে বলেন: ﴿الصَّمَدُ﴾ **(মুখাপেক্ষী নন)** যিনি কাউকে জন্ম দেননা আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি, কেননা যা কিছুই জন্ম গ্রহণ করে তারই মৃত্যু রয়েছে, আর যা কিছুই মৃত্যুবরণ করে সেই উত্তরাধিকারী রেখে যায়, আর আল্লাহ তাআ'লা মৃত্যুবরণ করেন না আর তিনি তাঁর পশ্চাতে কোন উত্তারাধিকারীও রাখেন না। ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ **"৪. তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়"** তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কেউ নেই,[১০০৪] যে, কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়, তাঁর মত কেউ নয়।[১০০৫] ইবনু আবী হাতিম আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ বিন মুয়াসসার থেকে বর্ণনা করেন, অতঃপর ইমাম তিরমিযী [আবদ বিন হুমায়দ][উবায়দুল্লাহ বিন মূসা][আবূ জা'ফার][রাবী'][আবুল আলিয়াহ] থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন, কিন্তু তিনি এই সূত্রে 'আখবারানা' দ্বারা উল্লেখ করেননি। এরপর ইমাম তিরমিযী বলেন: (মুরসাল হওয়াই) অধিক সঠিক।[১০০৬]

৭৫৪৭. (স্বহীহ): এর অর্থ সম্পর্কে অপর হাদীস্র: আল-হাফিয আবূ ইয়া'লা আল মূস্বিল্লী বলেন, [সুরায়জ বিন যূনুস][ইসমাঈল বিন মুজাহিদ][মুজালিদ][আশ শা'বী][জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন,

أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ: " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " إِلَى آخِرِهَا.

এক গ্রাম্য লোক নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার রব্বের নিসবাতটি একটু বল দেখি। তখন আল্লাহ তাআ'লা সূরাহ ইখলাস্ব অবতীর্ণ করেন।[১০০৭] এর সানাদটি মুকারিব। [ইবনু জারীর][মুহাম্মাদ বিন আওফ][সুরায়জ] তিনি একজনকে বাদ রেখে মুরসাল সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।

৭৫৪৮. (হাসান): উবায়দ বিন ইসহাক আল-আত্তার বলেন, [কায়স ইবনুর রাবী'][আস্বিম][আবূ ওয়াইল][আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন,

قَالَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ: " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ "

কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলেন, তোমার রব্বের নসবনামাটা একটু বল দেখি। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা এই প্রেক্ষাপটে সূরাহ ইখলাস্ব নাযিল করেন।[১০০৮]

৭৫৪৯. (দঈফ জিদ্দান): আত-তাবারানী বলেন, [আল-ফারয়াবী ও অন্যান্য রাবী][কায়স][আবূ আস্বিম][আবূ ওয়াইল] তিনি মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আত-তাবারানী বর্ণনা করেছেন [আবদুর রহমান বিন উস্রমান আত-তাঈ][ওয়াযা' বিন নাফি' (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য)][আবূ সালামাহ][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

১০০৩. আহমাদ ২০৭১৪, মুসতাদরাক ৩৯৮৭, তিরমিযী ৩৩৬৪, শুআবুল ঈমান ১০১, আল-হুজ্জাতু ফী বায়ানিল মুহাজ্জাহ ২৪৯, জামিউল আহাদীস্র ৩২/৩০২, জামিউল উস্রূল ৮৯৩, দঈফ) আহকামুল কুবরা ৪/২৪৯, আতরাফুল গারাইব ওয়াল আফরাদ ৬১৪, সিলসিলাহ দঈফাহ (১১/৩৫০/হা ৫২০৬)। হাকিম ও ইমাম যাহাবী উক্ত হাদীস্রটিকে স্বহীহ বলেছেন। সানাদে জা'ফার আর রাযী দুর্বল। কিন্তু তার নির্ভরযোগ্য শাওয়াহিদ হাদীস্র পাওয়া যায়। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

১০০৪. আহমাদ ৫/১৩৩

১০০৫. তিরমিযী ৩৩৬৪, আত-তাবারী ২৪/৬৯১।

১০০৬. তিরমিযী ৩৩৬৪।

১০০৭. শুআবুল ঈমান ২৫৫২, মাজমা' আয্ব-যাওয়াইদ ১১৫৪২, আত তানকীলু বিমা ফী তা'নীবে কাওস্রারী মিনাল আবাতীল ৩/৩৬১, আল-ঈমাউ ইলা যাওয়াইদিল আমালী ওয়াল আজযা' ১৩১৫, মাজমা' আয্ব-যাওযাইদ ১৫৪২। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১০০৮. আল-মাজমা' লিল হায়স্রামী ৭/১৪৬, আত-তাবারানী তার আল আওসাতে বর্ণনা করেছেন। আর সেখানে ওযা' বিন নাফি' নামক রাবী তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

" لِكُلِّ شَيْءٍ نِسْبَةٌ، وَنِسْبَةُ اللهِ: " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ "

প্রত্যেকটি জিনিসের একটি নিসবাত থাকে আর আল্লাহ তাআ'লার নিসবাত হলো সূরাহ ﴿قل هو الله أحد﴾ অর্থাৎ সূরাহ ইখলাস্ব।[১০০৯]

৭৫৫০. (স্বহীহ): এই সূরার ফাদীলাত সম্পর্কে অপর একটি হাদীস্ব ঃ বুখারী বর্ণনা করেন, আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান বলেন- তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর গৃহে লালিত-পালিত হন, (তিনি) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক ব্যক্তিকে এক অভিযানে প্রেরণ করেন, তিনি তাঁর সাথিদেরকে নিয়ে স্বালাত আদায়ের সময় কিরাআত শেষ করতেন ঃ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ **"১. বল, তিনি আল্লাহ"** দ্বারা, যখন তাঁরা (অভিযান শেষে) প্রত্যাবর্তন করেন, তখন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন: তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ কেন সে এরূপ করেছে? তখন তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: এ সূরাতে আল্লাহ তাআ'লার গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, আর আমি এই সূরাটি পড়তে পছন্দ করি, এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তাকে তোমরা জানাও যে, আল্লাহ তাআ'লা নিশ্চয় তাকে ভালবাসেন। এভাবে ইমাম বুখারী তাঁর 'কিতাবুত তাওহীদ'-এ এ হাদীস্বটি উল্লেখ করেছেন।[১০১০] মুসলিম ও নাসাঈও এ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।[১০১১]

৭৫৫১. (স্বহীহ): অন্য হাদীস্ব ঃ ইমাম বুখারী তাঁর স্বালাত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন : ≪উবায়দুল্লাহ≫ স্বাবিত≫আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)≫ বলেন, : জনৈক আনস্বারী কুবা মাসজিদে লোকদেরকে সাথে নিয়ে স্বালাত আদায় করতেন, তাঁদেরকে সাথে করে পড়া তার স্বলাতে যখনই তিনি কিরাআত পাঠ করতেন তিনি শুরু করতেন ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ **"বল, তিনি আল্লাহ এক"** (অর্থাৎ সূরাহ ইখলাস্ব) এ বলে এমনকি তিনি সূরাহ শেষ করতেন। এরপর তিনি তার সাথে অন্য সূরাহ মিলাতেন, এভাবে তিনি প্রত্যেক রাকাআতে এরূপ করতেন। ফলে তাঁর সাথিরা তার সাথে কথা বলে : তুমি এই সূরাহ দিয়ে স্বালাত শুরু করছ, এরপর তুমি একে যথেষ্ট মনে করছনা এমনকি অন্যান্য (রাক'আতেও) তা পাঠ করছ, কাজেই হয় তুমি এই সূরাহ পড়, নয়ত একে বাদ দিয়ে এর বদলে অন্য সূরাহ পড়। ফলে সে বলে : আমি এ সূরাহ পরিত্যাগ করবনা, তোমরা যদি চাও যে, আমি তোমাদেরকে সাথে নিয়ে স্বালাত আদায় অব্যাহত রাখি তবে আমি তা চালিয়ে যাব, আর যদি তোমরা সকলে এটা অপছন্দ করে তবে আমি তা ছেড়ে দিব। তারা মনে করত যে, সে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম আর তাকে বাদ দিয়ে অন্যের ইমামাত অপছন্দ করত। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নিকট আসেন তাঁরা তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করেন, ফলে তিনি বলেনঃ হে অমুক! তোমার সাথিরা যেভাবে তোমাকে বলেছে সেভাবে তাদেরকে নিয়ে স্বালাত আদায় করতে কে তোমাকে নিষেধ করেছে? আর প্রত্যেক রাকআতে এই সূরাটি ধরে রাখতে কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে? তিনি বলেন: আমি এ সূরাহ ভালবাসি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: এর প্রতি তোমার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।[১০১২] এভাবে ইমাম বুখারী এ হাদীস্বটি মুআল্লাকরূপে বর্ণনা করেছেন, তবে এ ব্যাপারে তিনি তাঁর অনুমোদনের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

১০০৯. মু'জামুল আওসাত ৭৩২, মু'জামুল কাবীর ৩১৬, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১১৫৪৩, সিলসিলাহ দঈফাহ ৩১৯২, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৪৭৪৭, দঈফ আল-জামি' ১৯৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** অত্যন্ত দুর্বল।

১০১০. স্বহীহুল বুখারী ৭৩৭৫। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।

১০১১. মুসলিম ৮১৩, নাসাঈ ৯৯৩।

১০১২. স্বহীহুল বুখারী ৭৭৫। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।

৭৫৫২. (স্বহীহ): আবূ ঈসা আত তিরমিযী তার জামি' এর মাঝে ইমাম বুখারী থেকে বর্ণনা করেন, ❮ইসমাঈল বিন আবী উওয়ায়স❯❮আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ দারাওয়ার্দী❯❮উবায়দুল্লাহ বিন উমার❯ এই সূত্রে অনুরূপ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইমাম তিরমিযী বলেন[১০১৩], স্বাবিত এর সূত্রে উবায়দুল্লাহর হাদীস্ব গারীব। তিনি বলেন, ❮মুবারাক বিন ফুদালাহ❯❮স্বাবিত❯❮আনাস (রাঃ)❯ বলে, জনৈক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ এ সূরাটি খুব ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এর প্রতি তোমার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।[১০১৪]

৭৫৫৩. (স্বহীহ): এই হাদীস্বটি ইমাম তিরমিযী তা'লীক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ❮আবুন নাদর❯❮মুবারাক বিন ফুদালাহ❯❮স্বাবিত❯❮আনাস (রাঃ)❯ বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট আসল অতঃপর বললঃ নিশ্চয় আমি ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ এই সূরাটি খুব ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এর প্রতি তোমার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।[১০১৫]

৭৫৫৪. (স্বহীহ): এই সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ হওয়ার হাদীস্ব ঃ ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, ❮ইসমাঈল❯❮মালিক❯❮আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবী স্বা'স্বাআহ❯❮তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান)❯❮আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)❯ বলেন: জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ **"বল, তিনি আল্লাহ এক"** সূরাটি বারংবার পাঠ করতে শোনেন, এরপর যখন সকাল হয় তখন সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে এ কথা উল্লেখ করে, যেন সে একে খাট করে দেখছিল, ফলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, এটা হচ্ছে কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।[১০১৬] ইসমাঈল বিন জা'ফার ❮মালিক❯❮আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ❯❮তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান)❯❮আবূ সাঈদ❯❮কাতাদাহ বিন নু'মান (রাঃ)❯ এর সূত্রে অতিরিক্তভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারীও অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ ও আল-কা'নাবী থেকে বর্ণনা করেছেন।[১০১৭] আবূ দাউদ আল-কা'নাবী থেকে, ইমাম নাসাঈ কুতায়বাহ থেকে তারা সকলে মালিক এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর কাতাদাহ ইবনুন নু'মান এর সানাদটি ইমাম নাসাঈ দু'টি সানাদে বর্ণনা করেছেন। ইসমাঈল বিন জা'ফার, মালিক থেকে।[১০১৮]

৭৫৫৫. (স্বহীহ): অন্য হাদীস্ব ঃ ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, ❮উমার বিন হাফস্ব❯❮আমার পিতা (হাফস্ব)❯❮আল-আ'মাশ❯❮ইবরাহীম ও দহহাক আল-মাশরিকী❯❮আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)❯ বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর স্বাহাবীদের বলেন:

"أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟". فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ: "اللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ"

তোমাদের মধ্যে কি কেউ এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতে অপারগ? বিষয়টি তাদের কাছে জটিল মনে হয়, তাঁরা বলেন: আমাদের মাঝে কে তাতে সক্ষম ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বলেন: الله الواحد الصمد অর্থাৎ সূরাহ ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।[১০১৯]

১০১৩. বুখারী ৭৭৪, তিরমিযী ২৯০১।
১০১৪. তিরমিযী অধ্যায় ফাদায়েলুল কুরআন ২৯০১। শায়খ আলবানী হাদীস্বটিকে স্বহীহ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।
১০১৫. আহমাদ ৩/১৪৩। **তাহকীকঃ** সানাদ স্বহীহ।
১০১৬. স্বহীহুল বুখারী ৬৬৪৩।
১০১৭. বুখারী ৭৩৭৪।
১০১৮. আবূ দাউদ ১৪৬১, সুনান আন-নাসাঈ ৯৯৫।

১০১৯. স্বহীহুল বুখারী ৫০১৫। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্বহীহ।

ইমাম বুখারী ০ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ আন-নাখঈ ও দহহাক বিন শুরাহবীল আল-হামদানী আল-মাশরিক আবূ সাঈদ ০ এর সূত্রে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আল-ফারবারী বলেন, আমি আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ বিন আবী হাতিম ওয়াররাক আবূ আবদুল্লাহ এর নিকট থেকে শুনেছি, আবূ আবদুল্লাহ আল-বুখারী ইবরাহীম থেকে দহহাক এর সূত্রে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন।

৭৫৫৬. অপর একটি হাদীস্র: ইমাম আহমাদ বলেন, ০ইয়াহইয়া বিন ইসহাক ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার কিতাবাদি পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) হারিস্র বিন ইয়াযীদ আবুল হায়স্রাম আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ০ বলেন,

بَاتَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ يَقْرَأُ اللَّيْلَ كُلَّهُ بِ " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَعدلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ، أَوْ ثُلُثَهُ"

কাতাদাহ ইবনুন নু'মান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একবার সূরাহ ইখলাস্র পাঠ করে সারা রাত কাটিয়ে দিলো। এ সংবাদ শুনতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, এ সূরাটি কুরআনের অর্ধেক কিংবা এক-তৃতীয়াংশের সমান।[১০২০]

৭৫৫৭. (স্রহীহ): অপর হাদীস্র: ইমাম আহমাদ বলেন, ০হাসান ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার কিতাবাদি পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) হুইয়ায় বিন আবদুল্লাহ আবূ আবদুর রহমান আল-হুবুলী আবদুল্লাহ বিন আমর আবূ আয়্যূব আল-আনস্রারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ০ (আবদুল্লাহ বিন আমর) বলেন,

أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَهُوَ يَقُولُ: أَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُومَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ كُلَّ لَيْلَةٍ؟ فَقَالُوا: وَهَلْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: فَإِنَّ " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " ثُلُثُ الْقُرْآنِ. قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْمَعُ أَبَا أَيُّوبَ، فَقَالَ: "صَدَقَ أَبُو أَيُّوبَ"

আবূ আয়্যূব আনস্রারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক মজলিসে বলছিলেন, কেউ কি সারারাত জেগে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতে পারবে? উত্তরে জনতা বলল, কারো পক্ষে এটি কি সম্ভব? তখন তিনি বলেন, হ্যাঁ সম্ভব। সুরা ইখলাস্রই গোটা কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ।[১০২১] ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে কথাটি শুনতে পেয়ে বললেন, আবূ আয়্যূব ঠিকই বলেছে।[১০২২]

৭৫৫৮. (স্রহীহ): অপর হাদীস্র: আবূ ঈসা আত তিরমিযী বলেন, ০মুহাম্মাদ বিন বাশশার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ইয়াযীদ বিন কায়সান আবূ হাযিম আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন বলেন,

"احشُدوا، فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ". فَحُشِدَ مَنْ حُشِدَ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ: " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ". إِنِّي لَأَرَى هَذَا خَبَرًا جَاءَ مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنِّي قُلْتُ: سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، أَلَا وَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ".

১০২০. আহমাদ ১০৭৩১, শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি দুর্বল। কিন্তু এ মর্মে সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ (সূরাহ ইখলাস) বারবার পাঠ করতে শুনলেন, সকাল হলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জানালেন এরপর উপরোক্ত হাদীস্রের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। জানতে দেখুন সহীহুল বুখারী (৫০১৪), নাসাঈ (৯৯৫), আবূ দাউদ (১৪৬১), মুওয়াত্তা মালিক (৪৮৩)। **তাহকীকঃ** স্রহীহ।

১০২১. বুখারী ৫০১৫। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্রহীহ।

১০২২. আহমাদ ৬৬১৩, আল-মাজমা' লিল হায়স্রামী ৭/১৪৭। সানাদে ইবনু লাহীআহ রাবী সম্পর্কে বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। সায়্যেদ মুহাম্মাদ সায়্যেদ ও অন্যান্যরা বলেন, সানাদটি স্রহীহ, আর ইবনু লাহীআহর স্পষ্ট হাদীস্র থেকে তা বর্ণিত, সুতরাং এখান থেকে তাদলীস হওয়ার সম্ভাবনা দূরিভূত হয়ে গেছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহই এ বিষয়ে ভালো জানেন।

তোমরা একত্রিত হয়ে বস, আমি আজ তোমাদেরকে এক তৃতীয়াংশ কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাব। এ ঘোষণা শুনে আমরা অনেকেই একত্রিত হয়ে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘর হতে বের হয়ে এসে সুরা ইখলাস পাঠ করে চলে গেলেন। এবার আমরা কানাঘুষা করতে লাগলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো আমাদেরকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ শোনানোর অঙ্গিকার করেছেন। কিন্তু এভাবে তিনি চলে গেলেন কেন? হয়তো আসমান হতে কোন ওহী এসে থাকতে পারে। অতঃপর তিনি পুনরায় ঘর থেকে বের হয়ে বললেন, আমি ওয়াদা করেছিলাম তোমাদেরকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়ে শুনাব, শুন! এই সুরা ইখলাস্বই কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।[১০২৩] এভাবে ইমাম মুসলিম তার স্বহীহ এর মাঝে মুহাম্মাদ বিন বাশশার থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্রটি হাসান, স্বহীহ, গরীব। আর আবূ হাযিম এর নাম সালমান।[১০২৪]

৭৫৫৯. (স্বহীহ): অপর হাদীস্রঃ ইমাম আহমাদ বলেন, ‹[আবদুর রহমান বিন মাহদী][যাইদাহ বিন কুদামাহ][মানসূর][হিলাল বিন ইয়াসাফ][রাবী' বিন খুস্বায়ম][আমর বিন মায়মূন][আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা][আনসারী এক মহিলা (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত)][আবূ আয়্যুব আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)]› তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

"أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟ فَإِنَّهُ مَنْ قَرَأَ: " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ " فِي لَيْلَةٍ، فَقَدْ قَرَأَ لَيْلَتَئِذٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ".

তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করতে সক্ষম? যে ব্যক্তি এক রাতে ﴿قل هو الله أحد﴾ অর্থাৎ সূরাহ ইখলাস পাঠ করবে সে অবশ্যই কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করার সমতুল্য।[১০২৫] এই হাদীস্রটি ইমাম আহমাদ এর প্রচেষ্টার সনদের। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ উভয়ে মুহাম্মাদ বিন বাশশার থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম তিরমিযী ও কুতায়বাহ অতিরিক্ত করে বলেন, তারা আবদুর রহমান বিন মাহদীর সূত্র ছাড়া বর্ণনা করেছেন। অন্য রেওয়ায়াতে ইমাম তিরমিযী ‹[আবূ আয়্যুব এর কোন এক স্ত্রী][আবূ আয়্যুব]› এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, আবুদ দারদা', আবূ সাঈদ, কাতাদাহ ইবনুন নু'মান, আবূ হুরায়রাহ, আনাস, ইবনু উমার, ও আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) এই হাদীস্রটি হাসান। এই রেওয়ায়াত থেকে উত্তম রূপে অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন এমর্মে আমাদের জানা নেই। ইসরাঈল ও ফুদায়ল বিন ঈয়াদ তার অনুসরণ করেছেন। শু'বাহ ও অন্যরা সকলে স্বিকাহ। এই হাদীস্রটি মানসূর থেকে বর্ণিত, আর তিনি তাতে ইদতিরাব করেছেন।

৭৫৬০. (স্বহীহ): অপর হাদীস্রঃ ইমাম আহমাদ বলেন, ‹[হুশায়ম][হুস্বায়ন][হিলাল বিন ইয়াসাফ][আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা][উবায় বিন কা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)]› বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾ অর্থাৎ সূরাহ ইখলাস্র পাঠ করবে সে যেন কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করল। ইমাম নাসাঈ বলেন, দিনে ও রাতে।[১০২৬]

১০২৩. মুসলিম ৮১২। **তাহকীক আলবানী ঃ** সহীহ।

১০২৪. মুসলিম ২৬১, তিরমিযী ২৯০০।

১০২৫. আহমাদ ৫/৪১৮-৪১৯, তিরমিযী ২৮৯৬, নাসাঈ ৯৯৫। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্রটি হাসান। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১০২৬. আহমাদ ২০৭৬৮, আল-মাজমা' লিল হায়স্রামী ৭/১৪৭, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১০৫২১, মুসনাদুস সাহাবাহ ফী কুতুবুস সিত্তাহ ৪৩/৪৮, ফাদাইলু সূরাতুল ইখলাস লিল হাসান আল-খাল্লাল ২৬, আল-আমালুস সালিহ ৮০৩, ইত্তিহাফুল খায়রিয়াহ ৬/১০২, তুহফাতুল আশরাফ ১৩/৮৮, মাজমা' আয্-যাওয়াইদ ১১৫৪৭। আহমাদ বলে, সানাদের সকল রাবী স্বিকাহ। **তাহকীকঃ** সহীহ।

৭৫৬১. (স্বহীহ): অপর হাদীস্রঃ ইমাম আহমাদ বলেন, ওয়াকী' সুফইয়ান আবূ কায়স আমর বিন মায়মূন আবূ মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾ (সূরাহ ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।[১০২৭] ইবনু মাজাহ আলী বিন মুহাম্মাদ আত-তানাফিসী ওয়াকী' এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ বলেন, দিনে ও রাতে। অন্য রেওয়ায়াতে আমর বিন মায়মূন থেকে মারফূ' ও মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[১০২৮]

৭৫৬২. (স্বহীহ): অপর হাদীস্রঃ ইমাম আহমাদ বলেন, বাহয বুকায়র বিন আবুস সামীত কাতাদাহ সালিম বিন আবুল জা'দ মা'দান বিন আবী তালহাহ আবুদ দারদা' (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ আছে যে এক দিনে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করতে পারে? সকলে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল আমরা সকলে দুর্বল ও অক্ষম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে তিনভাগে নাযিল করেছেন। ফলে ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾ একটি অংশ। ইমাম মুসলিম ও নাসাঈ কাতাদাহর হাদীস্র থেকে বর্ণনা করেছেন।[১০২৯]

৭৫৬৩. (স্বহীহ): অপর হাদীস্রঃ ইমাম আহমাদ বলেন, উমায়্যাহ বিন খালিদ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুসলিম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) তার চাচা ইবনু শিহাব আয-যুহরী হুমায়দ বিন আবদুর রহমান তার মাতা উম্মু কুলসুম বিনতু উকবাহ বিন আবী মাআয়ত (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾ অর্থাৎ সূরাহ ইখলাসই কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। অনুরূপভাবে ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, আমার বিন আলী উমায়্যা বিন খালিদ এর সূত্রে বলেন, দিনে ও রাতে।[১০৩০] অতঃপর তিনি মালিক যুহরী হুমায়দ বিন আবদুর রহমান এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৭৫৬৪. (স্বহীহ): ইমাম নাসাঈ অনুরূপ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক হারিস্র বিন ফুদায়ল আল-আনস্বারী যুহরী হুমায়দ বিন আবদুর রহমান নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র এক দল স্বাহাবী এর সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করে বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾ অর্থাৎ সূরাহ ইখলাস দ্বারা যে ব্যক্তি স্বালাত আদায় করবে তার জন্য এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।[১০৩১]

৭৫৬৫. (স্বহীহ): এই সূরার পাঠ জান্নাতকে অবধারিত করে-এ সম্পর্কে অপর হাদীস্র ঃ ইমাম মালিক বিন আনাস বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান উবাইদ বিন হুনাইন আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে চলতে চলতে শুনি এক ব্যক্তি পাঠ করছে ঃ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾ **"১. বল, তিনি আল্লাহ এক"** ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: অবধারিত হয়ে গেছে- আমি বলি ঃ কী অবধারিত হয়েছে- তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: জান্নাত।[১০৩২] তিরমিযী এবং নাসাঈ মালিক থেকে এই হাদীস্র বর্ণনা করেছেন, তিরমিযী বলেন: (হাদীস্রটি) হাসান-স্বহীহ-গরীব।[১০৩৩] মালিকের সূত্র ছাড়া এ হাদীস্র সম্পর্কে আমাদের আর জানা নেই।

১০২৭. আহমাদ ৪/১২২। সানাদটি স্বহীহ।

১০২৮. ইবনু মাজাহ ৩৭৮৯, সানাদের সকল রাবী স্রিকাহ, আবূ কায়স আবদুর রহমান বিন তুরদান ও ইমাম নাসাঈ বলেন, দিনে ও রাতে পাঠ করবে। নাসাঈ ৬৭৩।

১০২৯. মুসলিম ৮১১, আহমাদ ২৬৯৭৬। **তাহকীক আলবানী** ঃ স্বহীহ।

১০৩০. আহমাদ ২৬৭৩০, আল-মাজমা' লিল হায়স্রামী ৭/১৪৭। আহমাদ ও আত-তাবারানী তার আল-আওসাতে বলেন, সানাদের সকল রাবী স্রিকাহ। **তাহকীক** ঃ স্বহীহ।

১০৩১. সুনান আন-নাসাঈ আল-কুবরা ১০৫৩২, আমালুল ইয়াওম ওয়াল লায়লাহ ৬৯৬, আল-মুসনাদ আল-জামি' ১৫৪৩৪। সানাদটি স্বহীহ।

১০৩২. মুওয়াত্তা মালিক ৪৮৬।

১০৩৩. তিরমিযী ২৮৯৭, নাসাঈ ৯৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৭৫৬৬. (সহীহ): এ হাদীসটি ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে ঃ "حُبكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ" এর প্রতি তোমার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।[১০৩৪]

৭৫৬৭. বারংবার এই সূরাহ পাঠ সংক্রান্ত হাদীস ঃ আল-হাফিয আবূ ইয়া'লা আল মুসল্লী বলেন, ≪কাতান বিন নুসায়র≫উবায়স বিন মায়মূন আল-কারশী≫আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)≫ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ কি সূরাহ ইখলাস প্রত্যেক রাত্রে তিন বার করে পাঠ করতে সক্ষম? কেননা সেটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ।[১০৩৫] এ সানাদটি দুর্বল।

৭৫৬৮. (হাসান): এর চেয়ে উত্তম অপর এক হাদীস: আবদুল্লাহ বিন ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ≪মুহাম্মাদ বিন আবী বাকর আল-মুকাদ্দামী≫দহহাক বিন মাখলাদ≫ইবনু আবী যি'ব≫উসায়দ বিন আবী আসীদ≫মুআয বিন আবদুল্লাহ বিন খুবায়ব≫তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন খুবায়ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)≫ বলেন: আমরা পিপাসিত ছিলাম এবং অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল এমনি সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করবেন এ জন্য আমরা অপেক্ষা করতে থাকি, তিনি বের হন, এরপর তিনি আমার দু'টি হাত ধরে বলেন: 'বল', আমি চুপ থাকি, তিনি বলেন: 'বল' আমি বলি ঃ কী বলব? তিনি বলেন: যখন তুমি সন্ধ্যা করবে এবং যখন সকাল করবে তখন তিনবার ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ **"বল, তিনি আল্লাহ এক"** এবং আশ্রয় প্রার্থনার দু'টি সূরাহ (সূরাহ ফালাক এবং সূরাহ নাস) পাঠ করবে, তোমার জন্য প্রতিদিন দু'বার (পাঠ) যথেষ্ট হবে।[১০৩৬] এ হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ। তিরমিযী বলেন: (এ হাদীসটি) হাসান-সহীহ-গরীব।[১০৩৭] এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ ≪মুআয বিন আবদুল্লাহ বিন খুবায়ব≫তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন খুবায়ব)≫উকবাহ বিন আমির≫ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যার শব্দ হচ্ছে ঃ প্রত্যেকটি বস্তু থেকে এটা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।[১০৩৮]

৭৫৬৯. (বাতিল): এ ব্যাপারে অন্য হাদীসঃ ইমাম আহমাদ বলেন, ≪ইসহাক বিন ঈসা≫লায়স বিন সা'দ≫খালীল বিন মুররাহ (দঈফ বা দুর্বল)≫আযহার বিন আবদুল্লাহ≫তামীম আদ দারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)≫ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি বলবে لَا إِلَهَ إِلَّا الله واحدا أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولَا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد উচ্চারণঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহিদান আহাদান সামাদ, লাম ইয়াত্তাখিয সাহিবাতাঁও ওয়ালা ওয়ালাদান, ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ। এ দুআটি দশবার পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তার নামে চার কোটি দশ লক্ষ সওয়াব লিখে দিবেন। ইমাম আহমাদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[১০৩৯] সানাদে খালীল বিন মুররাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী একাধিকবার দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৭৫৭০. (হাসান): অপর হাদীসঃ ইমাম আহমাদ বলেন, ≪হাসান বিন মূসা≫ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন)≫যাব্বান বিন ফাইদ (দঈফ বা

১০৩৪. সহীহুল বুখারী ৭৭৫। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১০৩৫. আবূ ইয়া'লা ৪১১৮, মাজমা' ১১৫৪৯, ১১৫৫০, সানাদে উবায়স বিন মূসা বিন মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াযীদ বিন আবান তিনি দুর্বল। কিন্তু হাদীসটির শাওয়াহিদ পরবর্তীতে আসবে।

১০৩৬. আহমাদ ২৭৮২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

১০৩৭. আবূ দাউদ ৫০৮২, তিরমিযী ৩৫৭৫, নাসাঈ ৫৪২৮।

১০৩৮. নাসাঈ ৭৮৫৮, ৫৪২৮।

১০৩৯. আহমাদ ১৬৫০৪। সানাদে ১. খালীল বিন মুররাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম নাসাঈ তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ২. আযহার বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ। ইমাম যাহাবী তাকে হাসান বলেছেন। ইবনুল জারূদ তার বড় কিছু ত্রুটির কারণে তাকে দুর্বল বলেছেন। আল-আযদী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আল-আজালী তাকে সিকাহ বলেছেন।

দুর্বল)⟩সাহল বিন মুআয বিন আনাস আল-জুহানী⟩তার পিতা (মুআয বিন আনাস)⟩ তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

"مَنْ قَرَأَ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} حَتَّى يَخْتِمَهَا عشر مَرَّاتٍ، بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ". فَقَالَ عُمَرُ: إِذًا نَسْتَكْثِرُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللهُ] أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ"

যে ব্যক্তি ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ অর্থাৎ সূরাহ পূর্ণ ইখলাস দশ বার পাঠ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করবেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল বেশি বেশির জন্য অনুমতি দিন, তিনি বললেন, আল্লাহও এর প্রতিদানে অধিক ও পুত পবিত্র। ইমাম আহমাদ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[১০৪০]

৭৫৭১. (সহীহ): আবূ মুহাম্মাদ আদ দারিমী তার মুসনাদ এর মাঝে বলেন, ⟨আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ⟩হায়ওয়াহ⟩আবূ আকীল যাহরাহ বিন মা'বাদ⟩সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)⟩ বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন,

"مَنْ قَرَأَ" قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " عَشْرَ مَرَّاتٍ، بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأَهَا عِشْرِينَ مَرَّةً بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثِينَ مَرَّةً بَنَى اللهُ لَهُ ثَلَاثَةَ قُصُورٍ فِي الْجَنَّةِ". فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذًا لَتُكْثِرُ قُصُورَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللهُ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ"

যে ব্যক্তি সূরাহ ইখলাস দশবার পাঠ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। আর যে ব্যক্তি বিশ বার পাঠ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে দু'টি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। আর যে ব্যক্তি ত্রিশ বার পাঠ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমরা কি এটাকে বেশি করতে পারি না? তিনি বললেন, আল্লাহও এর চেয়ে বেশি প্রদান কারী।[১০৪১] হাদীসটি মুরসাল।

৭৫৭২. (দঈফ): অন্য হাদীসঃ আল-হাফিয আবূ ইয়া'লা বলেন, ⟨নাসর বিন আলী⟩নূহ বিন কায়স (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শিয়া মতাবলম্বী)⟩মুহাম্মাদ আল আত্তার⟩উম্মু কাষীর (বিনতু ইয়াযীদ) আল-আনসারী (তার জারাহ তা'দীল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না)⟩আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "مَنْ قَرَأَ " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " خَمْسِينَ مَرَّةً غُفرت لَهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً" যে ব্যক্তি সূরাহ ইখলাস ৫০ (পঞ্চাশ) বার পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তার ৫০ (পঞ্চাশ) বছরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। এর সানাদটি দুর্বল।[১০৪২]

৭৫৭৩. (দঈফ): অন্য হাদীসঃ আবূ ইয়া'লা বলেন, ⟨আবুর রাবী'⟩হাতিম বিন মায়মূন (দঈফ বা দুর্বল)⟩সাবিত⟩ আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

---

১০৪০. আহমাদ ১৫১৮৩, আল-আমালুস সালিহ ৮০২, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৮৯, সহীহ আল-জামি' ৬৪৭২। সানাদটি পরম্পরাগতভাবে দুর্বল। ইবনু লাহীআহ, ইবনু ফাইদ ও ইবনু মুআয রাবীত্রয় দুর্বল। কিন্তু হাদীসটি মুরসাল শাহিদ রয়েছে যা পরবর্তীতে আসছে। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

১০৪১. দারিমী ৩৪২৯, আল-আমালুস সালিহ ১৯৭৩। সানাদটি মুরসাল হওয়ায় দুর্বল। কিন্তু আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, সানাদটি সহীহ। সানাদের সকল রাবী সিকাহ, আবূ উকায়ল (যুহরাহ বিন মা'বাদ) ব্যতীত সকলেই ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমে হাদীস বর্ণনাকারী রাবী। তিনি শুধু ইমাম বুখারীর হাদীস বর্ণনাকারী রাবী। বিস্তারিত জানতে দেখুন আল-আমালুস সালিহ (১৯৭৩)। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১০৪২. দারিমী ৩৪৩৮। নাসর আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১২৫৫১, দঈফ আল-জামি' ৫৭৭৮। **তাহকীক আলবানী ঃ** দঈফ।

"مَنْ قَرَأَ فِي يَوْمٍ: " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " مِائَتَيْ مَرَّةٍ، كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفًا وَخَمْسِمِائَةِ حَسَنَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ"

যে ব্যক্তি সূরাহ ইখলাস দিনে একশত বার পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তার নামে এক হাজার পাঁচশত সওয়াব লিখে দিবেন যদি তার কোন ঋণ না থাকে।[১০৪৩] এর সানাদটি দুর্বল। হাতিম বিন মায়মূন সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও অন্যরা তাকে দুর্বল বলেছেন।

৭৫৭৪. (দঈফ): তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, ০[মুহাম্মাদ বিন মারযূক আল-বাসারী][হাতিম বিন মায়মূন]০ এর সূত্রে তার শব্দগুলো হলো: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ، مِائَتَيْ مَرَّةٍ: " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " مُحِيَ عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْن".

যে ব্যক্তি রাত্রে বিছানায় ডান কাতে শুয়ে একশতবার সুরা ইখলাস পাঠ করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন হে আমার বান্দা তুমি তোমার ডান দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।[১০৪৪]

৭৫৭৫. (দঈফ): ইমাম তিরমিযী এই সানাদে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করে বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ قَرَأَ: " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " مِائَةَ مَرَّةٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ، عَزَّ وَجَلَّ: يَا عَبْدِي، ادخُل عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ"

যে ব্যক্তি ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছে করবে এবং ডান কাত হয়ে শুয়ে সূরাহ ইখলাস একশ বার পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার রব্ব তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা! তুমি তোমার ডান দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। অতঃপর ইমাম তিরমিযী বলেন, সাবিত এর হাদীস থেকে এটা গরীব। অন্য রাবী থেকেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।[১০৪৫]

৭৫৭৬. (মুনকার): আবূ বাকর আল বায্যার বলেন, ০[সাহল বিন বাহর][হাব্বান বিন আগলাব][আমার পিতা (আগলাব)][সাবিত][আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)]০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"من قَرَأَ: " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " مِائَتَيْ مَرَّةٍ، حَطَّ اللهُ عَنْهُ ذُنُوبَ مِائَتَيْ سَنَةٍ"

যে ব্যক্তি দু'শত বার সূরাহ ইখলাস পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তার দু'শত বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন।[১০৪৬]

৭৫৭৭. (সহীহ): আল্লাহ তাআলার নামসমূহকে বিজড়িত করে দুআ' সম্পর্কে অন্য হাদীসঃ নাসাঈ এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে (তার কিতাবে), ০[আবদুর রহমান বিন খালিদ][যায়দ ইবনুল হুবাব][মালিক বিন মিগওয়াল][আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ][তাঁর পিতা (বুরায়দাহ)]০, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন এক ব্যক্তি সালাত আদায় করছে আর দুআ'য় বলছে ঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

১০৪৩.. আবূ ইয়া'লা ৩৩৬৫, ইবনু আদী ২/৪৩৯, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১২৫৪৮, দঈফ আল-জামি' ৫৭৭৫। সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল। হাতিম বিন আবী মায়মূন সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি দুর্বল তার কওলটি গরীব। ইবনু আদী ও ইবনু হিব্বান তার 'আল-মাজরূহীন' গ্রন্থে (১/২৭১) হাতিম এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১০৪৪. তিরমিযী ২৮৯৮, সিলসিলাহ দঈফাহ ৩০০, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১২৫৫৬, দঈফ আল-জামি' ৫৭৮৩। সানাদে হাতিম এর হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করা বৈধ নয়। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১০৪৫. তিরমিযী ২৮৯৮, জামিউল উসূল ৬২৬৭, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১২১৬৭, দঈফ আল-জামি' ৫৩৮৯, দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৩৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১০৪৬. আদ-দুররুল মানসূর ৬/৪১১, দঈফাহ ২৯৫, শায়খ আলবানী হাদীসটিকে মুনকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ফাদাইলুল কুরআন ওয়াল খাতীব ৬/১৮৭।

অর্থাৎ ঃ "হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট কামনা করি যে, আমি সাক্ষ্য দেই ঃ আপনি আল্লাহ, আপনি ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, আপনি একক, অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি, আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই"। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, সে আল্লাহর মহান নামের মাধ্যমে চেয়েছে যার মাধ্যমে চাওয়া হলে আল্লাহ প্রদান করেন, যার মাধ্যমে আহ্বান করা হলে তিনি সাড়া দেন।[১০৪৭] সুনানের বাকি সংকলকবৃন্দও এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[১০৪৮] তিরমিযী বলেন: (হাদীস্রটি) হাসান-গরীব।[১০৪৯]

৭৫৭৮. (দঈফ): ফরদ স্রালাত পর দশ বার পাঠ করা প্রসঙ্গে অন্য হাদীস্রঃ আল-হাফিয আবূ ইয়ালা আল-মূসিলি বলেন, ০{আবদুল আ'লা}{বাশির বিন মানসূর}{উমার বিন নাবহান (দঈফ বা দুর্বল)}{আবূ শাদ্দাদ}{জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"ثَلَاثٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ الْإِيمَانِ دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، وَزُوِّجَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ حَيْثُ شَاءَ: مَنْ عَفَا عَنْ قَاتِلِهِ، وَأَدَّى دَيْنًا خَفِيًّا، وَقَرَأَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ: " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ". قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَوْ إِحْدَاهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "أَوْ إِحْدَاهُنَّ"

তিনটি কাজ এমন আছে যা ঈমানের সাথে করলে সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে এবং তার সাথে ডাগরচোখা সুনয়না অপরূপ সুন্দরী হুরদের বিবাহ দেয়া হবে। ১) হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়া। ২) গোপনে ঋণ আদায় করা ও ৩) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দশবার সূরাহ ইখলাছ পাঠ করা। একথা শুনে আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেউ এর একটি করলে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হ্যাঁ, একটি করলেও সে এই ফযীলত লাভ করবে।[১০৫০]

৭৫৭৯. (বাতিল): বাড়িতে প্রবেশ করে পাঠ করা প্রসঙ্গে অপর হাদীস্রঃ আল-হাফিয আবুল কাসিম আত-তাবারানী বলেন, ০{মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন বাকর আস সিরাজ আল-আসকারী}{মুহাম্মাদ ইবনুল ফারাজ}{মুহাম্মাদ ইবনুয যিবরিকান}{মারওয়ান বিন সালিম (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য)}{আবূ যুরআহ বিন আমর বিন জারীর}{জারীর বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ قَرَأَ: " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " حِينَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ، نَفَتِ الْفَقْرَ عَنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ وَالْجِيرَانِ"

কেউ ঘরে প্রবেশ করার সময় সুরা ইখলাস্র পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তার ঘর এবং গোটা প্রতিবেশী হতে দরিদ্রতা দূর করে দিবেন। সানাদটি দুর্বল।[১০৫১]

৭৫৮০. (মুনকার): সর্বাবস্থায় বেশি বেশি পাঠ করা প্রসঙ্গে অপর হাদীস্রঃ আল-হাফিয আবূ ইয়া'লা বলেন, ০{মুহাম্মাদ বিন ইসহাক আল-মূসায়বী}{ইয়াযীদ বিন হারূন}{আল-আলা' বিন মুহাম্মাদ আস্র স্রাকাফী (দঈফ বা দুর্বল)}{আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ বলেন,

---

১০৪৭. সুনান আন-নাসাঈ ১৩০০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।

১০৪৮. আবূ দাউদ ১৪৯৭, তিরমিযী ৩৫৪৪, ইবনু মাজাহ ৩৮৫৭।

১০৪৯. সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা: তাফসীর অধ্যায়, আবূ দাউদ ১৪৯৩, তিরমিযী ৩৪৭৫, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্রটি হাসান গারীব, ইবনু মাজাহ ৩৮৫৭ তিনি স্রহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন।

১০৫০. আল-মাজমা' লিল হায়স্রামী ৬/৩০১, সিলসিলাহ দঈফাহ ২/১০৭, হা/৬৫৪, দঈফ আল-জামি' ২৫৪১। সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল। সানাদে আবূ শাদ্দাদ তিনি মাজহূল বা অপরিচিত। উমার বিন নাবহান তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। হায়স্রামী তাকে মাতরূক বলেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১০৫১. মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১০/১২৮, হা/১৭০৭৫, মু'জামুল কাবীর ২/৩৪০, কুরতুবী ২০/২৫০, জামিউল আহাদীস ২৩৪৬৯। সানাদের মাঝে মারওয়ান বিন সালিম আল-গিফারী সম্পর্কে আত-তাবারানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। হাদীস্রটি দুর্বল।

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ، فَطَلَعَتِ الشَّمْسُ بِضِيَاءٍ وَشُعَاعٍ وَنُورٍ لَمْ نرها طلعت فيما مضى بِمِثْلِهِ، فَأَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا جِبْرِيلُ، مَا لِي أَرَى الشَّمْسَ طَلَعَتِ الْيَوْمَ بِضِيَاءٍ وَنُورٍ وَشُعَاعٍ لَمْ أَرَهَا طَلَعَتْ بِمِثْلِهِ فِيمَا مَضَى؟ ". قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اللَّيْثِيُّ، مَاتَ بِالْمَدِينَةِ الْيَوْمَ، فَبَعَثَ اللهُ إِلَيْهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ. قَالَ: "وَفِيمَ ذَلِكَ؟ " قَالَ: كَانَ يُكْثِرُ قِرَاءَةَ: " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " فِي اللَّيْلِ وَفِي النَّهَارِ، وَفِي مَمْشَاهُ وَقِيَامِهِ وَقُعُودِهِ، فَهَلْ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ أَقْبِضَ لَكَ الْأَرْضَ فَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَصَلَّى عَلَيْهِ.

আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে তাবুকে অবস্থান করছিলাম। সেদিন ভোরবেলা সূর্য এত উজ্জ্বল ও কিরণময় হয়ে উদিত হয় যেমনটি ইতোপূর্বে আমরা কখনো দেখিনি। কিছুক্ষণ পর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তথায় আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই জিবরীল ব্যাপার কী? আজকের সকালের সূর্য এত কিরণময় ও উজ্জ্বল হওয়ার কারণ কী। এমনটি তো ইতোপূর্বে কখনো দেখিনি। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বলেন, আজ মদীনায় মুআবিয়া বিন মুআবিয়া লায়স্রীর ইনতিকাল হয়, তার জানাযার জন্য আল্লাহ তাআলা সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন কোন আমলের বদৌলতে সে এত ফযীলত লাভ করল। জিবরিল (আলাইহিস সালাম) বলেন, সে দিনরাত হাঁটা চলা উঠা বসা ইত্যাদি সর্বাবস্থায় সুরা ইখলাছ পাঠ করত। আপনি তার জানাযায় শরীক হওয়ার ইচ্ছা করলে যমিনের দূরত্ব সংকোচন করে আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি। এতে সম্মত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযায় শরীক হন।[১০৫২] আল-হাফিয আবূ বাকর আল-বায়হাকী তার 'দালাইলুন নবুওয়াহ' গ্রন্থে ইয়াযীদ বিন হারূন থেকে আল-আলা আবূ মুহাম্মাদ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি জাল হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। আল্লাহই ভালো জানেন।

৭৫৮১. (মুনকার): অপর হাদীস্র ঃ আবূ ইয়া'লা বলেন, «মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আশ শামী আবূ আবদুল্লাহ][উস্রমান ইবনুল হায়স্রাম][বাসরার জামে' মাসজিদের মুআযযিন (উস্রমান ইবনুল হায়স্রাম)][মাহমূদ আবূ আবদুল্লাহ][আতা' বিন আবী মায়মূনাহ][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)» বলেন,

نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَاتَ مُعَاوِيَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اللَّيْثِيُّ، فَتُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَضَرَبَ بِجَنَاحِهِ الْأَرْضَ، فَلَمْ تَبْقَ شَجَرَةٌ وَلَا أَكَمَةٌ إِلَّا تَضَعْضَعَتْ، فَرَفَعَ سَرِيرَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ وَخَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فِي كُلِّ صَفٍّ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا جِبْرِيلُ، بِمَ نَالَ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ مِنَ اللهِ تَعَالَى؟ ". قَالَ بِحُبِّهِ: " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " وَقِرَاءَتِهِ إِيَّاهَا ذَاهِبًا وَجَائِيًا قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ

নাবী ﷺ এর উপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) অবতরণ করে বলেন, আজ মুআবিয়াহ বিন মুআবিয়াহ আল-লায়স্রী মৃত্যু বরণ করেছে। সুতরাং আপনি কি তার জানাযায় শরীক হতে পছন্দ করেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, এরপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তার দুই ডানা দিয়ে যমিনে একটি আঘাত করল, ফলে গাছ এমনকি টিলাগুলোও দুর্বল হয়ে গেলো, অতঃপর তাঁর পাখা উঠিয়ে নিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন, তিনি তাঁর পেছনে লক্ষ্য করে দেখলেন, ফেরেশতাদের কাতার (সারি), আর প্রত্যেক কাতারে (সারিতে) সত্তর হাজার ফেরেশতা রয়েছে, নাবী ﷺ বললেন, হে জিবরীল! কেন তারা

১০৫২. ইবনুল জাওযী কর্তৃক রচিত 'আল ইলাল' ১/২৯৮, হা/৪৭৯, বায়হাকী কর্তৃক রচিত আস সুনানুল কুবরা ৪/৫০, ইবনুল জাওযী বলেন, এই হাদীস্রটি সহীহ নয়। আল-উকায়লী বলেন, হাদীস্র বর্ণনার ক্ষেত্রে আল-আলা' বিন যায়দ আস্র স্নাকাফীর এ হাদীস্র ব্যতীত কেউ অনুসরণ করেনি। আবুল ওয়ালীদ আত তায়ালাসী বলেন, আল-আলা' মিথ্যুক ছিলেন। **তাহকীকঃ** সানাদ দুর্বল ও মাতানটি মুনকার।

সকলে আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে অবতরণ করেছে? তিনি বললেন, মুআবিয়াহর সূরাহ ইখলাসকে ভালোবাসার জন্য। এই সূরাটি তিনি উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে সর্বাবস্থায় পাঠ করতেন।[১০৫৩] বায়হাকী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ❮উসমান ইবনুল হায়সাম আল-মুআযযিন❯❮মাহবুব বিন হিলাল❯❮আতা' বিন আবী মায়মূনাহ❯❮আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটি ঠিক যে, মাহবুব বিন হিলাল সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মাশহূর বা প্রসিদ্ধ নন। তিনি এ হাদীস অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, আমরা তাকে বর্জন করেছি, তার প্রত্যেকটি হাদীসই দুর্বল।

৭৫৮২. (সহীহ লি গায়রিহি): সূরাহ নাস-ফালাকের সাথে সূরাহ ইখলাস পাঠের ফযীলত সম্পর্কে অপর হাদীসঃ ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ❮আবুল মুগীরাহ❯❮মুআয বিন রিফাআহ❯❮আলী বিন ইয়াযীদ (দঈফ বা দুর্বল)❯❮কাসিম ❯❮আবূ উমামাহ❯❮উকবাহ বিন আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ বলেন,

لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَابْتَدَأْتُهُ فأخذتُ بِيَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِمَ نَجَاةُ الْمُؤْمِنِ؟ قَالَ: "يَا عُقْبَةُ، احْرُسْ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بيتُك، وابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ". قَالَ: ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَابْتَدَأَنِي فَأَخَذَ بِيَدِي، فَقَالَ: "يَا عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، أَلَّا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ ثَلَاثِ سُوَرٍ أُنْزِلَتْ فِي التوراة، والإنجيل، وَالزَّبُورِ، وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ؟". قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ. قَالَ: فَأَقْرَأَنِي: " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " وَ " قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ " وَ " قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ " ثُمَّ قَالَ: "يَا عُقْبَةُ، لَا تَنْسَهُن وَلَا تُبِتْ لَيْلَةً حَتَّى تَقْرَأَهُنَّ". قَالَ: فَمَا نَسِيتُهُنَّ مُنْذُ قَالَ: "لَا تَنْسَهُنَّ"، وَمَا بِتُّ لَيْلَةً قَطُّ حَتَّى أَقْرَأَهُنَّ. قَالَ عُقْبَةُ، ثُمَّ لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْتَدَأْتُهُ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِفَوَاضِلِ الْأَعْمَالِ. فَقَالَ: "يَا عُقْبَةُ، صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وأعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ"

একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে আমি দ্রুত তাঁর হাত ধরে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, ঈমানদার কী করলে মুক্তি লাভ করতে পারে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তুমি তোমার মুখ সংযত কর, নিজের ঘরে বসে থাক এবং পাপের ক্ষমার জন্য কান্নাকাটি করতে থাক। কিছুদিন পর আবার দেখা হলে এবারও আমি তাঁর হাত চেপে ধরলাম। তিনি বলেন, উকবা আমি কি তোমাকে সর্বোত্তম এমন তিনটি সুরা শিখিয়ে দিব যা তাওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ও কুরআন সব কয়টি আসমানী কিতাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। আমি বললাম: হ্যাঁ, বলুন, তখন তিনি আমাকে সুরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করে শুনান। অতঃপর বললেন উকবাহ, এই সুরা তিনটি তুমি ভুলে যেও না এবং এগুলো না পড়ে ঘুমাবে না। উকবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এরপর আমি এই সুরাগুলো ভুলে যায়নি এবং কোন রাতে পড়তেও ভুলিনি। এর কিছুদিন পর পুনরায় আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর হাত চেপে ধরে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে আপনি কয়েকটি ফযীলতপূর্ণ আমল শিখিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, উকবাহ! যে ব্যক্তি তোমার সাথে আত্মীয়তা ছিন্ন করে তুমি তার সাথে আত্মীয়তা রক্ষা করে চল। যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান কর এবং যে তোমার উপর জুলুম করে তুমি তাকে ক্ষমা কর। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[১০৫৪]

৭৫৮৩. (হাসান): ইমাম আহমাদ ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন, ❮হুসায়ন বিন মুহাম্মাদ❯❮ইবনু আয়্যাশ❯❮উসায়দ বিন আবদুর রহমান আল-খাশআমী❯❮ফারওয়াহ বিন মুজাহিদ আল-লাখমী❯❮উকবাহ বিন আমির

১০৫৩. বায়হাকী কর্তৃক রচিত 'আদ দালাইল' ৫/২৪৬, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৫/১৪-১৫। তিনি বলেন, এটি মুনকার।

১০৫৪. আহমাদ ১৬৬৮৩, তিরমিযী ২৪০৬, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২৭৪১, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৯০। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। সানাদে আলী বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। কাসিম, তিনিও দুর্বল, তিনি একাধিক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ লি গায়রিহি।

(রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইমাম আহমাদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[১০৫৫]

৭৫৮৪. (সহীহ): অন্য হাদীস ঃ এর মাধ্যমে আরোগ্য কামনা করা, ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, কুতায়বাহ মুফাদদাল উকায়ল ইবনু শিহাব উরওয়াহ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন প্রতি রাতে তাঁর বিছানায় যেতেন তাঁর তালু দু'টোকে একত্রিত করে তাতে ফুঁক দিতেন আর তাতে পাঠ করতেন ঃ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ এরপর তাঁর সাধ্যানুযায়ী তাঁর সমস্ত শরীরে মুছে নিতেন, তাঁর মাথা দ্বারা শুরু করে পর্যায়ক্রমে মুখমণ্ডল এর তাঁর শরীরের সম্মুখ অংশ। তিনি এভাবে তিনবার (মুছে নিতেন)।[১০৫৬] সুনান সংকলকবৃন্দ এভাবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১০৫৭]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

১. বল, তিনি আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়,	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾
২. আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী,	اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾
৩. তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।	لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ﴿۳﴾
৪. তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়।	وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

এই সূরাহ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, ইকরিমাহ বলেন: ইয়াহূদীরা যখন বলে ঃ আমরা আল্লাহর পুত্র (প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বান্দা) উযাইরের ইবাদাত করি, খ্রিস্টানরা বলে ঃ আমরা আল্লাহর পুত্র (প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বান্দা) মাসীহের ইবাদাত করি, অগ্নি উপাসক রা বলে ঃ আমরা সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদাত করি, মুশরিকরা বলে ঃ আমরা মূর্তি-প্রতিমার ইবাদাত করি, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের উপরে অবতীর্ণ করেন ঃ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ **"১. বল, তিনি আল্লাহ এক"** অর্থাৎ তিনি এক-একক যাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই, নেই কোন সহযোগী, নেই কোন প্রতিদ্বন্দ্বী, নেই তাঁর কোন সাদৃশ্য, কোন সমকক্ষ, الأحد শব্দটি আল্লাহু আয্‌যা ও জাল্লা ছাড়া আর কারও জন্য দৃঢ়বচনে (এক সাব্যস্ত করতে) ব্যবহৃত হয়না। কেননা তিনি তাঁর সকল গুণাবলি ও কাজেকর্মে পূর্ণাঙ্গ। আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿اللهُ الصَّمَدُ﴾ **"২. আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন"** ইকরিমাহ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিকুল তাদের প্রয়োজন ও চাওয়ার ক্ষেত্রে যাঁর নিকট মুখাপেক্ষী, আলী বিন আবী তালহা বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: তিনি হচ্ছেন মালিক যিনি তাঁর মালিকানায় পরিপূর্ণ, তিনি সম্মানিত যিনি তাঁর সম্মানে পরিপূর্ণ, তিনি হচ্ছেন মহান যিনি তাঁর মহত্বে পরিপূর্ণ, তিনি হচ্ছেন সহনশীল যিনি তাঁর সহনশীলতায় পরিপূর্ণ, তিনি হচ্ছে সর্বজ্ঞানী যিনি তাঁর জ্ঞানে পরিপূর্ণ, তিনি হচ্ছেন প্রজ্ঞাবান যিনি তাঁর প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, তিনি তো সেই সত্তা যিনি তাঁর সমস্ত সম্মান ও মালিকানায় পূর্ণাঙ্গ। তিনি আল্লাহ পূত-পবিত্র, এই গুণাবলীর উপযুক্ত কেবল তিনিই, তাঁর নেই কোন সমকক্ষ, তাঁর অনুরূপ কেউই নয়, আমরা এক ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা

১০৫৫. আহমাদ ১৬৯৮৯। **তাহকীকঃ** হাসান।

১০৫৬. সহীহুল বুখারী ৫০১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১০৫৭. আবূ দাউদ ৫০৫৮, তিরমিযী ৩৪০২, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ১০৬২৪, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৫, ৩৫১১।

ঘোষণা করছি।[১০৫৮] আ'মাশ বর্ণনা করেন, শাক্বীক্ব বলেন: আবূ ওয়াইল ﴿الصَّمَدُ﴾ "মুখাপেক্ষী নন" এ সম্পর্কে বলেন: তিনি হচ্ছেন মালিক যিনি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী।[১০৫৯] [আসিম][আবূ ওয়াইল][আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)] সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মালিক যায়দ বিন আসলাম হতে বর্ণনা করেন যে, الصمد অর্থ السيد তথা নেতা। হাসান ও কাতাদাহ বলেন, যিনি সৃষ্টি হওয়ার পরও অক্ষয় থাকবেন। হাসান আরো বলেন, যিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী ও অক্ষয়। ইকরিমাহ বলেন, যিনি পানাহার করেন না এবং যার অভ্যন্তর হতে কোন কিছু বের হয় না। রাবী' বিন আনাস বলেন, যিনি কাউকে জন্ম দেন না এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং পরবর্তী আয়াত ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ এরই ব্যাখ্যা। বস্তুত এই ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে ভালো।

এ সম্পর্কিত হাদীস ইবনু জারীর কর্তৃক উবায় বিন কা'ব থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, আর সেটি খুব স্পষ্ট। ইবনু মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সাঈদ ইবনুল মুসায়য়াব, মুজাহিদ, আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ, ইকরিমাহ, সাঈদ ইবনু জুবায়র, আতা' বিন আবী রাবাহ, আতিয়্যাহ আল-আওফী, দাহ্হাক ও সুদ্দী (রাহেমাহুমুল্লাহু) বলেন, الصمد তাকে বলা হয় যার পেট নাই। সুফইয়ান মানসূর থেকে মুজাহিদের সূত্রে বলেন, الصمد অর্থঃ যিনি সর্বদা একরকম, যার কোন পেট নাই।[১০৬০] শাবী বলেন, যিনি পানাহার করেন না। ইবনু আবী হাতিম, বায়হাকী ও আত-তাবারানী উপরোক্ত সকল কিছু বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে আবূ জা'ফার বিন জারীর একাধিক সানাদে বর্ণনা করেছেন।

৭৫৮৫. (দঈফ): তিনি বলেন, [আল-আব্বাস বিন আবী তালিব][মুহাম্মাদ বিন আমর আর রূমী][উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ যিনি আ'মাশ এর কয়েদি][সালিহ বিন হায়্যান][আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ][তার পিতা (বুরায়দাহ) (রাদিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, এর চেয়ে উত্তম অর্থ সম্পর্কে আমার আর জানা নেই। তিনি বলেন, الصمد অর্থঃ যার কোন পেট নেই।[১০৬১] হাদীসটি অধিক গরীব। তবে আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ এর উপর মাওকূফ করার ক্ষেত্রে তা সহীহ। আল-হাফিয আবুল কাসিম আত-তাবারানী 'কিতাবুস সুন্নাহ'য় الصمد এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উক্ত সবকটি কথাই উল্লেখ করেছেন। বস্তুত আল্লাহ তাআলা এ সবগুলো গুণেই গুণান্বিত। তিনি সর্বশেষে বলেন, আল্লাহ তাআলার পেট নেই, তিনি কোন পানাহার করেন না। তাঁর সকল সৃষ্টি ধ্বংসের পরও তিনি অবশিষ্ট থাকবেন। বায়হাকীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা সন্তান, পিতা, সঙ্গিণী এবং সমকক্ষ হতে মুক্ত

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝﴾ **"৩. তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। ৪. তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়"** অর্থাৎ তাঁর নেই কোন সন্তান, নেই পিতা, নেই কোন সঙ্গিণী, মুজাহিদ বলেন, : ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝﴾ **"৪. তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়)** অর্থাৎ তাঁর কোন সঙ্গিণী নেই। এ কথাটি আল্লাহ তাআলার এ আয়াতের মত ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ **"তিনি আকাশমণ্ডলী ও জমিনের উদ্ভাবক, কিভাবে তাঁর সন্তান হতে পারে যেহেতু তাঁর কোন সঙ্গিণীই নেই, সব কিছু তো তিনিই সৃষ্টি করেছেন"**[১০৬২] অর্থাৎ তিনি সবকিছুর মালিক,

---

১০৫৮. আত-তাবারী ২৪/৬৯২।
১০৫৯. আত-তাবারী ২৪/৬৯২।
১০৬০. ইবনু জারীর ৩০/২২২।
১০৬১. তাবারানী ১১৬২, হায়সামী তার 'আল-মাজমা' (১১৫৩০) বলেন, সানাদে সালিহ বিন হায়্যান তিনি দুর্বল। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ সম্পর্কে ইমাম আবূ দাউদ বলেন, তার নিকট একাধিক বানোয়াট হাদীস বিদ্যমান ছিল। 'আল-মীযান' (৫৩৬৪), সহীহ ও দঈফ আল-জামি' (৮৯৯৭), দঈফ আল-জামি' (৩৫৫৮)। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১০৬২. সূরাহ আনআম, ১৯: ১০১।

সবকিছুর স্রষ্টা, সৃষ্টিকূল থেকে কিভাবে তাঁর কোন সমকক্ষ হতে পারে যে তাঁর সমান হবে, অথবা নিকটবর্তী যে তাঁর নিকটে পৌঁছে যাবে, তিনি সুউচ্চ, পূত পবিত্র, আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾

"তারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' (এমন কথা ব'লে) তোমরা তো এক ভয়ানক বিষয়ের অবতারণা করেছ। যাতে আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার, পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হওয়ার আর পর্বতমালা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। কারণ তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ দয়াময়ের মহান মর্যাদার জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন। আকাশ আর জমিনে এমন কেউ নেই যে, দয়াময়ের নিকট বান্দাহ হয়ে হাযির হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন আর তাদেরকে বিশেষভাবে গুণে গুণে রেখেছেন। কিয়ামাতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে আসবে একাকী অবস্থায়"।[১০৬৩]

আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾

"তারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন', তিনি এসব থেকে মহা পবিত্র। তারা হল তাঁর বান্দাহ যাদেরকে সম্মানে উন্নীত করা হয়েছে। তিনি কথা বলার আগেই তারা (অর্থাৎ সম্মানিত বান্দারা) কথা বলে না, তারা তাঁর নির্দেশেই কাজ করে"।[১০৬৪]

তিনি আরও বলেন:

﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

"তারা আল্লাহ ও জ্বিন জাতির মাঝে একটা বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছে, অথচ জ্বিনেরা ভালভাবে জানে যে, তাদেরকেও শাস্তির জন্য অবশ্যই হাজির করা হবে। তারা যা বলে আল্লাহ সে সব (দোষ-ত্রুটি) থেকে পবিত্র"।[১০৬৫]

৭৫৮৬. (সহীহ): বিশুদ্ধসূত্রে সহীহ বুখারীতে এসেছে :

لَا أحد أصبر علي أذي سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم

আল্লাহ তাআলার চেয়ে অধিক ধৈর্যধারণকারী এমন কেউ নেই যে কষ্টদায়ক কোন কথা শোনে, তারা তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে অথচ তিনি তাদেরকে রিযক প্রদান করেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।[১০৬৬]

৭৫৮৭. (সহীহ): ইমাম বুখারী বলেন, ০(আবুল ইয়ামান)(শুআয়ব)(আবুয যিনাদ)(আল-আ'রাজ)(আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু))০ থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

"قَالَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ".

১০৬৩. সূরাহ মারইয়াম, ১৯ঃ ৮৮-৯৫।
১০৬৪. সূরাহ আম্বিয়া, ২১ঃ ২৬-২৭।
১০৬৫. সূরাহ সাফফাত, ৩৭ঃ ৫৮-৫৯।

১০৬৬. বুখারী ৬০৯৯, মুসলিম ২৮০৪, সুনান আন-নাসাঈ আল-কুবরা ১১৩২৩। **তাহকীকঃ** সহীহ।

আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন : আদমসন্তান আমাকে অস্বীকার করেছে, অথচ সেটা তার জন্য উচিত ছিলনা, সে আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ সেটাও তার জন্য উচিত ছিলনা, তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এভাবে যে, তারা বলে, আল্লাহ প্রথমবারের ন্যায় দ্বিতীয়বার আমাদেরকে কিছুতেই সৃষ্টি করতে পারবে না। অথচ প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের তুলনায় মোটেই সহজ ছিলনা। আর সে আমাকে এভাবে গালি দেয় যে, সে বলে : আল্লাহ তাআ'লা সন্তান গ্রহণ করেছেন, অথচ আমি একক-অমুখাপেক্ষী, আমি জন্ম দেইনা আর আমাকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর আমার সমকক্ষ কেউ নেই।[১০৬৭]

আবদুর রায্‌যাকের হাদীস থেকে তিনি মা'মার হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। উক্ত দুই সূত্রে তিনি (ইমাম বুখারী) এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

সূরাহ ইখলাসের তাফসীর সমাপ্ত। আল্লাহ তাআ'লার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ।

সূরাহ্ আল-ফালাক এর তাফসীর

মাক্কায় অবতীর্ণ

সূরাহ নাস-ফালাক সম্পর্কে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর অবস্থান

৭৫৮৮. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, আফফান হাম্মাদ বিন সালামাহ আসিম বিন বাহদালাহ যির বিন হুবায়শ বলেন, আমি উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে জিজ্ঞেস করি, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর মুসহাফে সূরাহ ফালাক্ব এবং সূরাহ নাস লিপিবদ্ধ করেননি, ফলে তিনি বলেন, : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছেন জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে বলেন, : ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ **"বল, আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব্ব-এর"**, ফলে আমি তা বলি : তিনি বলেন, : ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ **"বল, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রব্বের"**, ফলে আমি তা বলি : ফলে আমরাই তাই বলি যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন।[১০৬৮]

৭৫৮৯. (সহীহ): আবূ বাকর আল-হুমায়দী তার মুসনাদে সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আবদাহ বিন আবী লুবাবাহ ও আসিম বিন বাহদালাহ যির বিন হুবায়শ বলেন, আমি উবায় বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে সূরাহ নাস-ফালাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হে আবুল মুনযির! নিশ্চয় তোমার ভাই ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মুসহাফে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমাকে বলা হয়েছে সুতরাং তুমিও বল, ফলে আমিও বললাম। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলেছেন, আমরাও তাই বলি।[১০৬৯]

৭৫৯০. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন: ওয়াকী' সুফইয়ান আসিম যির বিন হুবায়শ বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এই সূরাহ দু'টি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমাকে বলা হয়েছে তাই আমি তোমাদেরকে বললাম, সুতরাং তোমরাও বল। উবায় বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে যা বলেছেন আমরাও তাই বলি।[১০৭০]

১০৬৭. বুখারী ৪৯৭৪।

১০৬৮. আহমাদ ২০৬৭৭। এর সানাদটি সহীহ। **তাহকীক ঃ** সহীহ।

১০৬৯. মুসনাদ আল-হুমায়দী ৩৭৪। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১০৭০. আহমাদ ২০৬৭৭। **তাহকীক ঃ** সহীহ।

৭৫৯১. (স্বহীহ্): ইমাম বুখারী বলেন: আলী বিন আবদুল্লাহ সুফইয়ান উবায়দাহ বিন আবী লুবাবাহ যির বিন হুবায়শ বলেন, আমি উবায় বিন কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আলী বিন আবদুল্লাহ সুফইয়ান উবায়দাহ বিন আবী লুবাবাহ আস্বিম যির বিন হুবায়শ বলেন, আমি উবায় বিন কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, হে আবুল মুনযির! আপনার ভাই ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এরূপ এরূপ বলছে। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, (এই সূরাহ দু'টি বলার জন্য) আমাকে বলা হয়েছে, তাই আমি বললাম। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের যা বলেছেন আমরাও তাই বলি।[১০৭১] ইমাম বুখারী ও নাসাঈ কুতায়বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আবদাহ ও আস্বিম বিন আবুন নাজূদ যির বিন হুবায়শ উবায় বিন কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭৫৯২. (স্বহীহ্): আল-হাফিয আবূ ইয়া'লা বলেন: আল-আয্রাক বিন আলী হাসসান বিন ইবরাহীম আস্‌-স্বালত বিন বাহরাম ইবরাহীম আলকামাহ বলেন, আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মুসহাফ থেকে এই সূরাহ দু'টি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সূরাহ দু'টি তিলাওয়াত হিসেবে পাঠ করতেন না।[১০৭২]

৭৫৯৩. (স্বহীহ্): আবদুল্লাহ বিন আহমাদ আ'মাশ এর হাদীস্ব থেকে আবূ ইসহাক আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ বলেন, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর মুস্বহাফ থেকে দুই আশ্রয় প্রার্থনার সূরাহ বর্ণনা করে বলেন, নিশ্চয় এ দু'টি সূরাহ আল্লাহ তাআলার কিতাবে নেই। আল-আ'মাশ বলেন, আস্বিম যির বিন হুবায়শ উবায় বিন কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ দু'টি সূরাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, (পাঠ করার জন্য) আমাকে বলা হয়েছে তাই আমি বলেছি (পাঠ করেছি)।[১০৭৩] কারী ও ফকীহদের মধ্যে এটাই প্রসিদ্ধ যে, ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ সুরা দু'টিকে কুরআনের মাঝে লিখতেন না। কারণ, সম্ভবত তিনি এটি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে শুনেননি এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাঁর কানে এই সংবাদ পৌঁছেনি যে, এ সুরা দু'টি পবিত্র কুরআনের অংশ। তবে পরবর্তী সময়ে তিনি তার ঐ মত প্রত্যাহার করে সকলের সাথে একমত হন। নিশ্চয় সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) সকলে মুসহাফের মাঝে এ দু'টি সূরাহ লিপিবদ্ধ করেছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

সূরাহ ফালাক এবং সূরাহ নাস এর ফদীলত

৭৫৯৪. (স্বহীহ্): ইমাম মুসলিম তাঁর 'স্বহীহ'তে বর্ণনা করেন, কুতায়বাহ জারীর বায়ান কায়স বিন আবী হাযিম উকবাহ বিন আমির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তুমি কি এমন কতগুলো আয়াত লক্ষ্য করনি যা এই রাত্রিতে অবতীর্ণ হয়েছে যার অনুরূপ আর কখনই দেখা যায়নি। ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ও ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ **"বল, আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব্ব-এর"** এবং **"বল, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রব্বের"**।[১০৭৪] এই হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, তিরমিযী বলেন: হাসান-স্বহীহ।[১০৭৫]

১০৭১. বুখারী ৪৯৭৬, ৪৯৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১০৭২. মুসনাদ আল-বায্যার ২৩০১, মু'জামুল কাবীর ৯১৫২, মাজমা' ১১৫৬৩। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১০৭৩. যাওয়াইদ আল-মুসনাদ ৫/১২৯-১৩০, আল-মাজমা' ৭/১৪৯। আবদুল্লাহ বিন আহমাদ ও আত-তাবারানী বলেন, সানাদের সকল রাবী স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী কর্তৃক রচিত "আল-ফাতহ" ৮/৬১৫।

১০৭৪. মুসলিম ৮১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১০৭৫. আহমাদ ১৬৯১৯, তিরমিযী ৩৩৬৭, নাসাঈ ৯৫৪।

৭৫৯৫. (স্বহীহ): ভিন্ন সূত্র ঃ ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ০❮আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম❯❮ইবনু জাবির❯❮কাসিম আবূ আবদুর রহমান❯❮উকবাহ বিন আমির (রাঃ)❯০ বলেন: আমি এ সমস্ত গিরিপথের কোন একটিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাওয়ারীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ তিনি আমাকে বলেন: 'হে উকবাহ, তুমি কি আরোহণ করবেনা? আমি গোনাহ হবে মনে করে ভয় পেয়ে যাই, তিনি বলেন: এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাহন থেকে নেমে পড়েন, আমি কিছুক্ষণের জন্য আরোহণ করি, এরপর তিনি আরোহণ করেন এরপর বলেন: হে উকবাহ, আমি কি তোমাকে এমন দু'টি সূরাহ শিখিয়ে দিবনা যা লোকদের পড়া দু'টি সূরার চেয়ে উত্তম? তিনি বলেন: অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ, ফলে তিনি আমাকে শিখিয়ে দেন ঃ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ **"বল, আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব্ব-এর"** এবং ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ও **"বল, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রব্বের"** এরপর স্বলাতের জন্য ইক্বামত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আগে বেড়ে যান এরপর এ দু'টি সূরাহ দিয়ে স্বালাত পড়ান, এরপর আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেন: কেমন দেখলে হে উকবাহ, তুমি যখনই ঘুমাতে যাবে এবং যখনই ঘুম থেকে উঠবে এ দু'টি (সূরা) পাঠ করবে।[১০৭৬] এ হাদীস্ব নাসাঈ ০❮আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম ও আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক❯❮ইবনু জাবির❯০ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবূ দাঊদ এবং সুনান আন-নাসাঈ ০❮ইবনু ওয়াহব❯❮মুআবিয়াহ বিন স্বালিহ❯❮আল-আলা' ইবনুল হারিস্ব❯❮কাসিম বিন আবদুর রহমান❯❮উকবাহ বিন আমির (রাঃ)❯০ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[১০৭৭]

৭৫৯৬. (স্বহীহ): ভিন্ন সূত্রঃ ইমাম আহমাদ বলেন, ০❮আবূ আবদুর রহমান❯❮সাঈদ বিন আবী আয়্যুব❯❮ইয়াযীদ বিন আবদুল আযীয আর রুআয়নী (মাকবূল) ও আবূ মারহূম❯❮ইয়াযীদ বিন মুহাম্মাদ আল-কারশী❯❮আলী বিন রাবাহ❯❮উকবাহ বিন আমির (রাঃ)❯০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে প্রত্যেক নামাযের পর সুরা ফালাক ও সুরা নাস পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ আলী বিন রাবাহ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্বটি গারীব।[১০৭৮]

৭৫৯৭. (স্বহীহ): ভিন্ন সূত্রঃ ইমাম আহমাদ বলেন:০❮ইয়াহইয়া বিন ইসহাক❯❮ইবনুল লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন)❯❮মুশাররিহ বিন হাআন❯❮উকবাহ বিন আমির (রাঃ)❯০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন তুমি সুরা নাস ও ফালাক পাঠ কর। কারণ এমন সুরা তুমি দ্বিতীয়টি আর পড়নি।[১০৭৯] আহমাদ হাদীস্বটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৭৫৯৮. (স্বহীহ): ভিন্ন সূত্রঃ ইমাম আহমাদ বলেন, ০❮হায়ওয়াহ বিন শুরায়হ❯❮বাকিয়্যাহ❯❮বাহীর বিন সা'দ❯❮খালিদ বিন মা'দান❯❮জুবায়র বিন নুফায়র❯❮উকবাহ বিন আমির (রাঃ)❯০ বলেন, একদা রাসূল (রাঃ) কে একটি খচ্চর হাদিয়া দেয়া হয়। অতঃপর তিনি তাতে আরোহণ করেন আর আমি তার রশি ধরে টানতে থাকি। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বলেন, তুমি সুরা ফালাক ও সুরা নাস পাঠ কর। কিন্তু শুনে আমি বেশী খুশী হইনি মনে করে তিনি বলেন, বোধ হয় তুমি একে ছোট মনে করেছ। না, তুমি নামায

১০৭৬. আহমাদ ১৬৮৪৫, স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ৫৩৪, সিলসিলাতুস স্বহীহাহ ৮/৬৮, জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান ৭৫৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১০৭৭. আবূ দাউদ ১৪৬২, নাসাঈ ৫৪৩৭।

১০৭৮. আহমাদ ১৬৯৬৪, আবূ দাউদ ১৫২৩, তিরমিযী ২৯০৩। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীস্বটি হাসান ও গারীব। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১০৭৯. আহমাদ ৬/১৪৬, আল-আমালুস স্বালিহ ৮০৮, তারতীবু আহাদীস্বুল জামি' ৩/২০৭, আল-মুসনাদ আল-জামি' ৯৮৯৯, কানযুল উম্মাল ২৬৭৪, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস-সাগীর ২০৪০, সহীহ আল-জামি' ১১৬০। সানাদে ইবনুল লাহীআহ আন আন সূত্রে হাদীস্ব বর্ণনা করায় মুদাল্লিস হিসেবে পরিচিত। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

পড়ার মত এমন সুরা দ্বিতীয়টি আর পড়নি।[১০৮০] ইমাম নাসাঈ (আমর বিন উস্নমান)(বাকিয়্যাহ) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৭৫৯৯. (স্নহীহ): অনুরূপভাবে ইমাম নাসাঈ স্নাওরীর হাদীস্ন থেকে (মুআবিয়াহ বিন সালীহ)(আবদুর রহমান বিন জুবায়র বিন নুফায়র)(তার পিতা (জুবায়র বিন নুফায়র))(উকবাহ বিন আমির) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ কে প্রশ্ন করেন অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীস্নের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।[১০৮১]

৭৬০০. (হাসান): ভিন্ন সূত্রঃ ইমাম নাসাঈ বলেন: (মুহাম্মাদ বিন আবদুল আ'লা)(আল-মু'তামির)(আন নু'মান)(যিয়াদ আবুল আসাদ)(উকবাহ বিন আমির) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ লোকেরা এ দু'টি সূরার মত অন্য কোন কিছু দ্বারা আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেনা। ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ও ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ **"বল, আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব্ব-এর"** এবং **"বল, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রব্বের"**।[১০৮২]

৭৬০১. (হাসান স্নহীহ): ভিন্ন সূত্র ঃ নাসাঈ বর্ণনা করেন, (কুতায়বাহ)(লায়স্ন)(ইবনু আজলান)(সাঈদ আল-মুকবুরী)(উকবাহ বিন আমির) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ -এর সাথে যাচ্ছিলাম, (এমন সময়) তিনি বলেন: 'হে উকবাহ, বল', আমি বলি ঃ কী বলব? এরপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকেন, এরপর বলেন: 'বল', আমি বলি ঃ কী বলব ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বলেন: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ **"বল, আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব্ব-এর"** ফলে আমি তা পাঠ করি, এরপর যখন আমি সূরার শেষের দিকে পৌঁছে যাই এরপর রাসূলুল্লাহ সে সময় বলেন: কোন যাচঞাকারী অনুরূপ কোন কিছু দিয়ে যাচঞা করেনা, কোন আশ্রয় প্রার্থনাকারী অনুরূপ কোন কিছু দিয়ে আশ্রয় চায়না।[১০৮৩]

৭৬০২. (স্নহীহ): ভিন্ন সূত্রঃ নাসাঈ বর্ণনা করেন, (মুহাম্মাদ বিন বিশশার)(আবদুর রহমান)(মুআবিয়াহ)(আল-আলা' ইবনুল হারিস্ন)(মাকহূল)(উকবাহ বিন আমির) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ফজরের স্নলাতে এই দুটি সূরাহ তিলাওয়াত করেছেন।[১০৮৪]

৭৬০৩. (স্নহীহ): ভিন্ন সূত্রঃ নাসাঈ বলেন, (কুতায়বাহ)(লায়স্ন)(ইয়াযীদ বিন আবী হাবীব)(আবূ ইমরান আসলাম)(উকবাহ বিন আমির) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ আরোহী অবস্থায় ছিলেন আর আমি তাঁর অনুসরণ করছিলাম। এক সময় তাঁর দু'পায়ে হাত রেখে আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সুরা হুদ অথবা সুরা ইউসুফ পড়ে শুনান। তিনি বলেনঃ আল্লাহর নিকট সূরাহ ফালাক অপেক্ষা উপকারী সূরাহ আর নেই।[১০৮৫]

৭৬০৪. (হাসান): অন্য হাদীস্ন ঃ নাসাঈ বর্ণনা করেন, (মাহমূদ বিন খালিদ)(আল-ওয়ালীদ)(আবূ আমর আল-আওযাঈ)(ইয়াহইয়া বিন আবী কাস্নীর)(মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-হারিস্ন)(আবূ আবদুল্লাহ)(ইবনু আইশ আল-জুহানী) বলেন: নবী তাঁকে বলেন: হে ইবনু আইশ! আশ্রয় প্রার্থনাকারীরা সবচেয়ে উত্তম যা

১০৮০. আহমাদ ১৬৮৯১, নাসাঈ ৫৪৩৩, সুনান আন-নাসাঈ আল-কুবরা ৭৮৪২। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, হাদীটি স্নহীহ কিন্তু সানাদটি হাসান। এর মুতাবাআত ও শাওয়াহিদ পাওয়া যায়। সিলসিলাহ স্নহীহাহ ৮/৬৮, আল-মুসনাদ আল-জামি' ৯৯০১। **তাহকীক আলবানীঃ** স্নহীহ।

১০৮১. নাসাঈ ৫৪৫১, ৫৪৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** স্নহীহ।

১০৮২. আল-কুনা লিদ দাওলাবী ১/১০৬, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ৭৮৫৬, নাসাঈ ৭৮৫৬। সানাদে যিয়াদের পরিচিতি সম্পর্কে কিছু পাওয়া যায়নি। কিন্তু হাদীস্নটি একাধিক সনদ সূত্র রয়েছে। তাহকীকঃ হাসান।

১০৮৩. নাসাঈ ৫৪৩৮, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ৭৮৩৮। **তাহকীক আলবানী ঃ** হাসান স্নহীহ।

১০৮৪. নাসাঈ ৫৪৩৫, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ৭৮৪৯, মুসনাদ আল-জামি' ৯৮৩১। **তাহকীক আলবানী ঃ** স্নহীহ।

১০৮৫. নাসাঈ ৯৫৩, ৫৪৩৯, আহমাদ ১৬৮৯০, স্নহীহ ইবনু হিব্বান ৭৯৫, তারতীবু আহাদীস্ন আল-জামি' আস্ন-স্নাগীর ১/৪৭, জামউল জাওয়ামি' ১৮৮৪০, স্নহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস্ন-স্নাগীর স্নহীহ আল-জামি' ৫২১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্নহীহ।

দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করে সে সম্পর্কে বলে দিবনা? তিনি বলেন: অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল, তিনি বলেন: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ **"বল, আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব্ব-এর"** এবং **"বল, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রব্বের"** এই দু'টি সূরা।[১০৮৬]

৭৬০৫. (সহীহ): পূর্বে বর্ণিত হাদীস্র স্বাদী বিন আজলান ও ফারওয়া বিন আজলান থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

"أَلَا أُعَلِّمُكَ ثَلَاثَ سُوَرٍ لَمْ يَنْزِلْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهُنَّ؟ " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " وَ " قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ " وَ " قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ".

আমি কি তোমাদেরকে এমন তিনটি সূরাহ শিক্ষা দিব না? যা তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও কুরআনে নাযিল হয়নি। তা হলোঃ সূরাহ ইখলাস, সূরাহ ফালাক ও সূরাহ নাস।[১০৮৭]

৭৬০৬. (হাসান): ভিন্ন হাদীস্রঃ ইমাম আহমাদ বলেন, ∞[ইসমাঈল][জুরায়রী][আবুল আ'লা]∞ বলেন, এক ব্যক্তি বলল: আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সঙ্গে ছিলাম। বাহন কম থাকার দরুন আমরা পালাক্রমে আরোহণ করছিলাম। এক সময় আমার কাঁধে হাত রেখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে সূরাহ ফালাক ও নাস পড়ে নিয়ে বললেন, নামাযে তুমি এই দু'টি সূরাহ পাঠ করিও।[১০৮৮] উল্লেখ্য যে, সেই লোকটি ছিলেন, উকবাহ বিন আমির। ওয়াল্লাহু আ'লাম– আল্লাহই ভালো জানেন। ইমাম নাসাঈ ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম থেকে ইবনু উলায়্যাহ এর সূত্রে হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন।

৭৬০৭. (সহীহ): অপর হাদীস্রঃ ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, ∞[মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্রান্না][মুহাম্মাদ বিন জা'ফার][আবদুল্লাহ বিন সাঈদ][ইয়াযীদ বিন রূমান][উকবাহ বিন আমির][আবদুল্লাহ বিন আনীস আল-আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∞ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদিন আমার বুকে হাত রেখে বললেন, পড়। কিন্তু আমি কী পড়ব খুঁজে পেলাম না। তিনি আবারো বললেন, পড়। এবার আমি সূরাহ ইখলাস পাঠ করলাম। তিনি পুনরায় বললেন, পড়। এবার আমি সূরাহ ফালাক পাঠ করলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, পড়। আমি এবার সূরাহ নাস পাঠ করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ঠিক এভাবেই আশ্রয় প্রার্থনা করবে। এই আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য এই সূরাগুলোর ন্যায় দ্বিতীয় আর কোন সূরাহ নেই।[১০৮৯]

৭৬০৮. (সহীহ): অপর হাদীস্রঃ নাসাঈ বর্ণনা করেন, ∞[আমর বিন আলী আবূ হাফস্র][বাদাল][শাদ্দাদ বিন সাঈদ বিন আবী তালহাহ][সাঈদ আল-জুরায়রী][আবূ নাদরাহ][জাবির বিন আবদুল্লাহ]∞ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদিন আমাকে বললেন, জাবির! পড়। আমি বললাম আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক? কী পড়ব হে আল্লাহর রাসূল! রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, পড় ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ এবং ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ আমি এই সূরাহ দুটি পাঠ করলাম। অবশেষে তিনি বললেন: "এই সূরাহ দু'টি পাঠ করিও, এমন সূরাহ আর নেই"।[১০৯০]

৭৬০৯. (সহীহ): পূর্বে বর্ণিত হাদীস্র আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি এই সূরাহ দু'টি পাঠ করে তাঁর দুই হাতে ফুঁ দিয়ে দু'হাত দ্বারা মাথা ও মুখমণ্ডল এবং শরীরের সামনের দিক মাসাহ করতেন।

১০৮৬. সুনান আন-নাসাঈ আল-কুবরা ৭৮৪১, নাসাঈ ৭৮৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
১০৮৭. সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৬১, মাজমা' আয যাওয়াইদ ওয়া মুনাব্বি' আল-ফাওয়াইদ ১১৫৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
১০৮৮. আহমাদ ১৯৭৭৩, সুনানুল কুবরা ৭৮৫৯। **তাহকীক** ঃ হাসান।
১০৮৯. নাসাঈ ৫৪৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১০৯০. নাসাঈ ৫৪৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৭৬১০. (স্বহীহ): ইমাম মালিক বর্ণনা করেন, ∝{ইবনু শিহাব}{উরওয়াহ}{আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)}∝ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন পীড়িত হতেন, তখন তিনি মনে মনে সূরাহ ফালাক এবং সূরাহ নাস পাঠ করতেন আর ফুঁক দিতেন। এরপর যখন তাঁর ব্যথা বেড়ে যায় তখন আমি তাঁর উপরে সূরাহ ফালাক এবং সূরাহ নাস পাঠ করি, এরপর এ দু'টোর বরকতের আশায় তাঁর হাত দু'টোকে নিয়ে তাঁর উপরে মুছে দেই।[১০৯১]

এ হাদীস্র বুখারী আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ থেকে, মুসলিম ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া থেকে, আবূ দাঊদ আল-কা'নাবী থেকে, নাসাঈ কুতায়বাহ ও ঈসা বিন য়ূনুস থেকে এবং ইবনু মাজাহ মা'ন ও বিশর বিন উমার থেকে তারা আট জন মালিক এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[১০৯২]

৭৬১১. (স্বহীহ): সূরাহ নূন এর শেষাংশে আবূ দারদার হাদীস্রে বর্ণিত হয়েছে, আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিনের এবং মানুষের চোখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, এরপর যখন সূরাহ ফালাক্ব এবং সূরাহ নাস অবতীর্ণ হয় তখন এ দু'টোকে গ্রহণ করেন আর বাকি সবকিছু পরিত্যাগ করেন।[১০৯৩] এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী বলেন: (হাদীস্রটি) হাসান-স্বহীহ।[১০৯৪]

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্র নামে।

১. বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব-এর,	قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۱﴾
২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে,	مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾
৩. আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়।	وَ مِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾
৪. এবং (জাদু করার উদ্দেশে) গিরায় ফুৎকার কারিণীদের অনিষ্ট হতে,	وَ مِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۴﴾
৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।	وَ مِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ٪﴿۵﴾

ইবনু আবী হাতিম বলেন: ∝{আহমাদ বিন ইসাম}{আবূ আহমাদ আয-যুবায়রী}{হাসান বিন স্বালিহ}{আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল}{জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)}∝ বলেন: ﴿الۡفَلَقِ﴾ "**১. সকাল বেলার**" ভোরের।[১০৯৫] আওফী বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: ﴿الۡفَلَقِ﴾ হচ্ছে প্রভাত।[১০৯৬] মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবাইর, আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল, হাসান, কাতাদাহ, মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী, ইবনু যায়দ এবং মালিক থেকে এরূপ মত বর্ণিত হয়েছে, যায়দ বিন আসলাম থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[১০৯৭]

১০৯১. মুওয়াত্তা মালিক ১৭৫৫, ইবনু মাজাহ ৩৫২৯, সহীহুল বুখারী ৫০১৬, মুসলিম ২১৯২, জামিউল উসূল ৫৭১২, কানযুল উম্মাল ১৮৩৬২, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ৭/২৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১০৯২. বুখারী ৫০১৬, মুসলিম ২১৯২, আবূ দাঊদ ৩৯০২, সুনান আন-নাসাঈ ফিল কুবরা ৭০৮৬, ইবনু মাজাহ ৩৫২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১০৯৩. স্বহীহ আল-জামি' ৪৯০২।

১০৯৪. তিরমিযী ২০৫৮, নাসাঈ ৫৪৯৪, ইবনু মাজাহ ৩৫১১। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১০৯৫. আত-তাবারী ২৪/৭০০।

১০৯৬. আত-তাবারী ২৪/৭০১।

১০৯৭. আত-তাবারী ২৪/৭০০, ৭০১।

কুরাযী, ইবনু যায়দ এবং ইবনু জারীর বলেন: এটা হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ **"তিনি উষার উন্মেষ ঘটান"**[১০৯৮] এ বাণীর মত।[১০৯৯] আলী বিন আবী তালহাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহু) হতে বর্ণনা করেন الفلق অর্থ সৃষ্টি। অনুরূপভাবে দাহ্হাক বলেন, আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সমস্ত অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কা'ব আহবার বলেন, الفلق জাহান্নামের একটি গুহা যা উন্মুক্ত করা হলে তীব্র গরমের চোটে জাহান্নামীরা চিৎকার করে উঠে। ইবনু আবী হাতিম বলেন, [আমার পিতা (আবূ হাতিম)][সুহায়ল বিন উস্রমান][এক ব্যক্তি][সুদ্দী][যায়দ বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহু)] বলেন, আমি আমার পূর্ব পুরুষদের নিকট শুনেছি الفلق হলোঃ জাহান্নামের একটি গভীর গর্তের নাম যা ঢাকনা দ্বারা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। সেটা খুলে দেয়া হলে অসহনীয় প্রচণ্ড গরমের চোটে জাহান্নামীরা চিৎকার করতে শুরু করে। আমর বিন আবাসাহ, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহু) ও সুদ্দী প্রমুখ হতে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে একটি মারফূ হাদীস্রও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার সনদ গ্রহণযোগ্য নয়।

৭৬১২. ইবনু জারীর বলেন, [ইসহাক বিন ওয়াহব আল-ওয়াসিতী][মাসউদ বিন মূসা বিন মিশকান আল-ওয়াসিতী][নাস্রর বিন খুযায়মাহ আল-খুরাসানী][শুআয়ব বিন স্রফওয়ান][মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহু)] বলেন, الفلق হলো জাহান্নামের একটি গর্তের নাম।[১১০০] এর সানাদটি গরীব, মারফূ' সূত্রে তা সঠিক নয়।

আবূ আবদুর রহমান আল-হুবুলী বলেন, الفلق জাহান্নামের নামসমূহের একটি নাম। ইবনু জারীর বলেন, এ সব কয়টি ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাটিই সঠিক। অর্থাৎ الفلق অর্থ উষা। ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) ও এ ব্যাখাটি গ্রহণ করেছেন।[১১০১]

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ **"২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে"** অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে, স্রাবিত আল বুনানী এবং হাসান আল-বাস্ররী বলেন: সৃষ্টির মধ্য হতে জাহান্নাম, ইবলিস এবং এর সন্তান-সন্ততি থেকে। ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ **"৩. আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়"** মুজাহিদ বলেন: غاسق শব্দের অর্থ হচ্ছে রাত্রি, আর إذا وقب এর অর্থ হচ্ছে সূর্য যখন অস্ত যায়, বুখারী তাঁর থেকে এ মত বর্ণনা করেছেন।[১১০২] অনুরূপভাবে ইবনু আবী নাজীহ তাঁর থেকে এমত ব্যক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহু), মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী, দহ্হাক, খাস্রীফ, হাসান এবং কাতাদাহ এ মত ব্যক্ত করেছেন, সেটা হচ্ছে রাত্রি যখন এটা তার অন্ধকার নিয়ে আগমন করে।[১১০৩] যুহরী বলেন: ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ **"আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়"** সূর্য যখন অস্ত যায়, আবুল মুহাজ্জিম বর্ণনা করেন, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহু) বলেন: ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ **"আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়"** নক্ষত্র।[১১০৪] ইবনু যায়দ বলেন: আরবরা বলত ঃ الغاسق হচ্ছে তারকার আপন অবস্থান থেকে বিচ্যুতি, এর অস্ত যাওয়ার সময় অসুখ-বিসুখ এবং মহামারি বেড়ে যেত, আর এটা উদিত হওয়ার সময় সেগুলো হ্রাস পেত।[১১০৫]

১০৯৮. সূরাহ আনআ'ম, ৬ঃ ৯৬।

১০৯৯. আত-তাবারী ২৪/৭০১।

১১০০. তাবারী ৩৮৩৪৮, আদ-দুররুল মানস্রূর ৬/৪১৮। সানাদে শুআয়ব বিন স্রফওয়ান রয়েছে, তিনি হুজ্জাহ নয়, ইবনু আদী বলেন, তার হাদীস্র আমভাবে অনুসরণ করা যাবে না। তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। তাবারী ৩৮৩৪৫, ৩৮৫৪৬, ৩৮৫৪৭, সুদ্দীর কওল থেকে। আর এটিই সঠিক। উক্ত কওলটি সুদ্দীর কওল হওয়ার সম্ভবনা রাখে। **তাহকীকঃ** মারফূ' সূত্রে হাদীস্রটি বাতিল।

১১০১. ইবনু জারীর ৩০/২২৫।

১১০২. ফাতহুল বারী ৮/৭৪১।

১১০৩. আত-তাবারী ১২/৭৪৮, ৭৪৯।

১১০৪. আত-তাবারী ১২/১৪৯।

১১০৫. আত-তাবারী ১২/১৪৯।

৭৬১৩. (দঈফ): ইবনু জারীর বলেন, ঐসকল আসার থেকে বর্ণনা করেন, যা বর্ণনা করেছেন নাসর বিন আলী বাক্কার বিন আবদুল্লাহ (হাম্মাম এর ভাতিজা) মুহাম্মাদ বিন আবদুল আযীয বিন উমার বিন আবদুর রহমান বি আওফ তার পিতা (আবদুল আযীয বিন উমার) আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, ﴿غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ অর্থঃ النجم الغاسق কিন্তু তা মূলত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা নয়। অনেকের মতে غَاسِقٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চন্দ্র মাস।[১১০৬] **আমি** (ইবনু কাসীর) **বলবোঃ** হাদীসটি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে মারফূ' সূত্রে সহীহ নয়।

ইবনু জারীর বলেন: অন্যরা বলেন: সেটা হচ্ছে চন্দ্র।

৭৬১৪. (হাসান সহীহ): আমি (ইবনু কাসীর) **বলি** ঃ এই উক্তির অধিকারীদের ভিত্তি হচ্ছে (এই হাদীস যা) ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, আবূ দাউদ আল হাফারী ইবনু আবী যি'ব হারিস আবূ সালামাহ বলেন: আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন:

أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي، فَأَرَانِي الْقَمَرَ حِينَ يَطْلُعُ، وَقَالَ: "تَعَوَّذِي بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الْغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ".

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার দু'টো হাত ধরে আমাকে চাঁদ দেখান যখন সেটা উদিত হয় আর তিনি বলেন: আল্লাহ তাআলার নিকট এই গাসিক্বের (চন্দ্রের) অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর যখন সেটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।[১১০৭] এই হাদীস তিরমিযী এবং নাসাঈ তাঁদের 'সুনান' গ্রন্থদ্বয়ে তাঁদের তাফসীর অধ্যায়ে মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন আবী যি'ব তার মামা হারিস বিন আবদুর রহমান এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[১১০৮] ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। এর শব্দগুলো হলোঃ تعوذي بالله من شر هذا، فإن هذا الغاسق إذا وقب অর্থাৎ তোমরা এর অনিষ্ট থেকে আশ্রায় প্রার্থনা কর কেননা নিশ্চয় এটি অন্ধকার, যখন আচ্ছন্ন করে ফেলে।[১১০৯] এবং নাসাঈর শব্দগুলো হলোঃ تعوذي بالله من شر هذا، هذا الغاسق إذا وقب ।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَمِن شَرِّ النَّفَّٰثَٰتِ فِي الْعُقَدِ﴾ **"৪. এবং (জাদু করার উদ্দেশে) গিরায় ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে"** মুজাহিদ, ইকরিমাহ, হাসান, কাতাদাহ এবং দহ্হাক বর্ণনা করেন, অর্থাৎ যাদুকরেরা।[১১১০] মুজাহিদ বলেন: যখন তারা গিটে যাদুমন্ত্র করে এবং ফুঁক দেয়।

ইবনু জারীর বলেন, ইবনু আবদিল আ'লা স্নাওর মা'মার ইবনু তাউস তার পিতা (তাউস বিন কায়সান) বলেন, সাপ এবং জিন-ভূতের মন্ত্রের চেয়ে শির্কের নিকটতম আর কিছু নেই।

৭৬১৫. (সহীহ): অপর এক হাদীসে এসেছে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলেন: আপনি কি অসুস্থ ইয়া রাসূলাল্লাহ? তখন তিনি বলেন: হাঁ, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বলেন: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل حاسد وعين، الله يشفيك. উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি আরকীকা মিন কুল্লি দাইন ইউ'যীকা, ওয়ামিন শাররি কুল্লি হাসিদিন ও আয়নিন, আল্লাহ ইয়াশফীক। অর্থাৎ আল্লাহর নাম নিয়ে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি সে সমস্ত অসুখ থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয় আর প্রত্যেক হিংসুক এবং চোখের অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য করুন।[১১১১]

১১০৬. তাবারী ৩৮৩৭৫। **তাহকীকঃ** দঈফ। সানাদে মুহাম্মাদ বিন আবদুল আযীয তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

১১০৭. আহমাদ ২৩৮০২, তিরমিযী (৩৩৬৬) তে ভিন্ন শব্দে একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল-আরনাওয়াত বলেন, উক্ত হাদীসের সানাদে হারিস বিন আবদুর রহমান আল-কারশীর কারণে সানাদটি হাসান। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

১১০৮. তিরমিযী ৩৩৬৬।

১১০৯. সহীহ আল-জামি' ৭৯১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১১১০. আত-তাবারী ১২/৭৫০, ৭৫১।

১১১১. মুসলিম ২১৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৭৬১৬. (সহীহ): ইমাম আহমদ বলেন, ◊(আবূ মুআবিয়াহ)(আল-আ'মাশ)(ইয়াযীদ বিন হায়্যান)(যায়দ বিন আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহু)◊ বলেন, জনৈক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর যাদু করে। এতে তিনি কয়েকদিন যাবত অসুস্থ হয়ে পড়েন। অতঃপর জিবরিল (আলাইহিস সালাম) এসে বললেন এক ইয়াহুদী আপনাকে যাদু করেছে এবং গ্রন্থি বেঁধে অমুক অমুক কূপে রেখে দিয়েছে, আপনি সেগুলো উঠিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোক পাঠিয়ে সেগুলো উঠিয়ে আনলেন এবং গ্রন্থিগুলো খুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুস্থ হয়ে যান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই কথা কোন দিন সেই ইয়াহুদীকে বলেননি এবং ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত তার সম্মুখে কখনো মুখ ভারও করেননি। নাসাঈ হান্নাদ থেকে আবূ মুআবিয়াহ মুহাম্মাদ বিন হাযিম আদ দরীর এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[১১১২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদুগ্রস্ত হওয়ার বর্ণনা

৭৬১৭. (সহীহ): বুখারী তাঁর 'সহীহ'-কে কিতাবুত তিব, (অর্থাৎ 'চিকিৎসা অধ্যায়ে') বর্ণনা করেন, ◊(আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ)(সুফইয়ান বিন উওয়ায়নাহ)(ইবনু জুরায়জ)(উরওয়াহর পরিবার (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত))(উরওয়াহ)(হিশাম)(আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা)◊ বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদুগ্রস্ত হন এমনকি তাঁর মনে হত তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট গমন করতেন কিন্তু তাঁরা তাঁর নিকটে আসতনা-সুফিয়ান বলেন: এটা ছিল তাঁর সবচেয়ে কঠিন যাদুতে আক্রান্ত হওয়া, যখন তিনি এ পর্যায়ে পৌঁছেন তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: হে আয়িশাহ, তুমি কি জান, আমি আল্লাহ তাআলার নিকটে যা জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি তার জবাব দিয়েছেন? আমার নিকট দু'জন লোক এসে একজন আমার শিয়রে বসে আর অপরজন বসে আমার পায়ের কাছে, আমার মাথার নিকটে উপবিষ্ট লোকটি অপরজনকে বলে ঃ লোকটির কী হয়েছে? সে বলে ঃ তিনি যাদুগ্রস্ত হয়েছেন। প্রথমজন বলে ঃ কে তাঁকে যাদু করেছে? অপর ব্যক্তি বলে ঃ লাবিদ বিন আ'সাম, (সে হচ্ছে) ইয়াহূদীদের মিত্র যুরাইক গোত্রের লোক, সে এক মুনাফিক। প্রথম জন বলে ঃ কিসে যাদু করেছে? দ্বিতীয়জন বলে ঃ চিরুনীতে অথবা চিরুনী থেকে প্রাপ্ত চুলে। প্রথম ব্যক্তি বলে ঃ চিরুনীটি কোথায়? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে ঃ যারওয়ান নামক কূপে একটি পাথরের নিচে পুরুষ অথবা স্ত্রী খেজুর বৃক্ষের শুকনো বাকলের নিচে। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: কাজেই তিনি সেই কূপের নিকট যান এরপর সেটা বের করে ফেলেন আর বলেন: এই কূপই আমাকে দেখানো হয়েছিল, এর পানিগুলো যেন মেহেদীর নির্যাস আর এর খেজুরবৃক্ষগুলো যেন শয়তানের মাথা ('র মত দেখতে)। কাজেই এটাকে কূপ থেকে বের করে ফেলা হয়। তখন আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আমি জিজ্ঞেস করি ঃ আপনি কি এ সংবাদ লোকদের মাঝে ছড়িয়ে দিবেন না? তিনি বলেন: আল্লাহ তাআলা আমাকে আরোগ্য প্রদান করেছেন, আমি এই খারাপ সংবাদটি লোকদের কারও মাঝে প্রচার করে দিতে অপছন্দ করেছি।[১১১৩]

৭৬১৮. (সহীহ): ঈসা বিন য়ূনুস, আবূ দমরাহ আনাস বিন ইয়াদ, আবূ উসামাহ ও ইয়াহইয়া আল-কাত্তান তারা সকলে আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সূত্রে বর্ণনা করেন,

"قَالَتْ: حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيْءَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ". وَعِنْدَهُ: "فَأَمَرَ بِالْبِئْرِ فَدُفِنَتْ"

তিনি বলেন: এমনকি তাঁর খেয়াল হত যে, তিনি এ কাজটি করেছেন অথচ বাস্তবে কাজটি তিনি করেননি। অতঃপর কূপটি বন্ধ করে ফেলার জন্য আদেশ করা হলে তা বন্ধ করে ফেলা হয়।[১১১৪] হিশাম

১১১২. আহমাদ ৪/৩৬৭, নাসাঈ ৪০৯১। সানাদটি সহীহ। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
১১১৩. বুখারী ৫৭৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
১১১৪. বুখারী ৫৭৬৬, ৬০৬৩, ৬৩৯১, মুসলিম ২১৮৯। তাহকীকঃ সহীহ।

(রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইবনু আবিয যিনাদ ও লায়স্র বিন সা'দ থেকে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম আবূ উসামাহ হাম্মাদ বিন উসামাহ ও আবদুল্লাহ বিন নুমায়র এর হাদীস্র থেকে এবং ইমাম আহমাদ {আফফান}{ওয়াহায়ব}{হিশাম} এর সূত্রে হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন।

৭৬১৯. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন, {ইবরাহীম বিন খালিদ}{রাবাহ}{মা'মার}{হিশাম বিন উরওয়াহ}{তার পিতা (উরওয়াহ)}{আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)} বলেন:

لَبِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يرى أَنَّهُ يَأْتِي وَلَا يَأْتِي، فَأَتَاهُ مَلَكَانِ، فَجَلَسَ أحدهما عند رأسه، والآخر عند رجليه، فقال أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: مَا بَالُهُ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ،

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছয় মাস অতিবাহিত করেছেন। এ সময়ে তিনি (স্ত্রীদের কাছে) না এসেও মনে করতেন এসেছেন। অতঃপর দু'জন ফেরেশ্‌তা তাঁর কাছে আসেন। একজন তাঁর পাঁয়ের কাছে অন্যজন মাথার কাছে। অতঃপর একজন অপরজনকে বলল, এনার কী হয়েছে। সে বলল, যাদু করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করল, কে যাদু করেছে? বলল: লাবীদ বিন আস্রিম। অতঃপর পূর্ণ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[১১১৫]

৭৬২০. মুফাসসির আস্র স্রা'লাবী স্বীয় তাফসীরে লিখেছেন যে, ইবনু আব্বাস ও আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বলেছেনঃ

كَانَ غُلَامٌ مِنَ الْيَهُودِ يَخْدِمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدبَّت إِلَيْهِ الْيَهُودُ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخَذَ مُشَاطة رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِدَّةَ أَسْنَانٍ مِنْ مُشطه، فَأَعْطَاهَا الْيَهُودَ، فَسَحَرُوهُ فِيهَا. وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْهُمْ -يُقَالُ لَهُ: [لَبِيدُ] بْنُ أَعْصَمَ-ثُمَّ دَسَّهَا فِي بِئْرٍ لِبَنِي زُرَيق، وَيُقَالُ لَهَا: ذَرْوان، فَمَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَثَرَ شَعْرُ رَأْسِهِ، وَلَبِثَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يُرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ، وَجَعَلَ يَذُوب وَلَا يَدْرِي مَا عَرَاهُ. فَبَيْنَمَا هُوَ نَائِمٌ إِذْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيْهِ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: طُب. قَالَ: وَمَا طُبَّ؟ قَالَ: سُحِرَ. قَالَ: وَمَنْ سَحَرَهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ الْيَهُودِيُّ. قَالَ: وَبِمَ طَبه؟ قَالَ: بِمُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ. قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي جُفِّ طَلْعَةٍ تَحْتَ رَاعُوفَةٍ فِي بِئْرِ ذَرْوَان -وَالْجُفُّ: قِشْرُ الطَّلْعِ، وَالرَّاعُوفَةُ: حَجَرٌ فِي أَسْفَلِ الْبِئْرِ نَاتِئٌ يَقُومُ عَلَيْهِ الْمَاتِحُ- فَانْتَبَهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذْعُورًا، وَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ، أَمَا شَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَخْبَرَنِي بِدَائِي؟". ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَعَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، فَنَزَحُوا مَاءَ الْبِئْرِ كَأَنَّهُ نُقَاعة الْحِنَّاءِ، ثُمَّ رَفَعُوا الصَّخْرَةَ، وَأَخْرَجُوا الْجُفَّ، فَإِذَا فِيهِ مُشَاطَةُ رَأْسِهِ وَأَسْنَانٌ مِنْ مُشْطِهِ، وَإِذَا فِيهِ وَتَرٌ مَعْقُودٌ، فِيهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ عُقْدَةً مَغْرُوزَةً بِالْإِبَرِ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى السُّورَتَيْنِ، فَجَعَلَ كُلَّمَا قَرَأَ آيَةً انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِفَّةً حِينَ انْحَلَّتِ الْعُقْدَةُ الْأَخِيرَةُ، فَقَامَ كَأَنَّمَا نَشط مِنْ عِقَالٍ، وَجَعَلَ جِبْرِيلُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، يَقُولُ: بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيك، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ اللهُ يَشْفِيك. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نَأْخُذُ الْخَبِيثَ نَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما أَنَا فَقَدَ شَفَانِي اللهُ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا"

এক ইয়াহুদী বালক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমত করত। এই সুযোগে ইয়াহুদীরা তাকে বাধ্য করে তার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাথার কিছু চুল ও তাঁর চিরুনীর কাযেকটি কাঁটা সংগ্রহ করে তাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর তারা যাদু করে। আর এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে লাবিদ বিন

১১১৫. আহমাদ ২৩৮২৭, শুআয়ব আল-আরনাওয়াত্ব বলেন, সানাদটি স্বহীহ। এ মর্মে আরও জানতে দেখুন স্বহীহুল বুখারী (৩২৬৮) আত তা'লীকাতুল হিসান আলা স্বহীহ ইবনু হিব্বান (৬৫৫০)। তাহকীক আলবানীঃ স্বহীহ।

আ'স্রাম নামক এক ব্যক্তি। অতঃপর তারা একই চুল ও চিরুনীর কাঁটাগুলো যারওয়ান নামক একটি কুপে পুঁতে রাখে। এতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর মাথার চুল পড়ে যেতে শুরু করে, এভাবে ছয়মাস কেটে যায়। এই সময়ে তিনি স্ত্রীদের কাছে না এসেও মনে করতেন এসেছেন। ইতোমধ্যে একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় দুই ফেরেশতা এসে একজন তাঁর শিয়রের কাছে এবং অপরজন পায়ের কাছে উপবেশন করে। অতঃপর পায়ের কাছে বসা ফেরেশতা শিয়রের কাছে বসা ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করে, লোকটির কী হয়েছে? সে বলল: যাদু করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করল, যাদু কে করল? সে বলল, লবীদ বিন আ'স্রাম ইয়াহুদী। জিজ্ঞেস করল, যাদু কী দ্বারা করা হয়েছে? সে বলল, চুল ও চিরুনী দ্বারা। অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করল, তা কোথায় আছে? সে বলল, খেজুর বৃক্ষের ছাল ও পাথরে করে কুপের নিচে পুঁতে রেখেছে। এই স্বপ্ন দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে জেগে উঠলেন এবং বললেন, আয়িশাহ! জান, আল্লাহ আমাকে আমার রোগ সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি আল আম্মার বিন ইয়াসির ও যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে প্রেরণ করেন। তারা কুপের নিচ থেকে পাথরখন্ড ও খেজুরের ছাল উঠিয়ে আনেন এবং তাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাথার চুল ও চিরুনীর কাঁটা পাওয়া যায় এবং তাতে বারটি গ্রন্থিবিশিষ্ট একটি সুতাও পাওয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা সূরাহ ফালাক ও সূরাহ নাস নাযিল করেন। এ সূরাহ দু'টির একটি আয়াত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুতার একটি একটি করে গ্রন্থি আপনা আপনি খুলে যায় এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধীরে ধীরে সুস্থতা ও শান্তি অনুভব করতে থাকেন। এভাবে সর্বশেষে গ্রন্থিটি খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান। তখন জিবরীল (আলাইহিস সালাম) ও এই দুআটি পাঠ করছিলেনঃ بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من حاسد وعين، الله يشفيك উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি আরকীক, মিন কুল্লি শায়ইন ইউ'যীকা, মিন হাসিদিন ও আয়নিন, আল্লাহু ইয়াশফীকা। অতঃপর সকল সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আমরা কি ঐ খবীসকে পাকড়াও করে হত্যা করবো না? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমাকে তো আল্লাহ তাআ'লা সুস্থ করে দিয়েছেন, তাকে কেন্দ্র করে সামাজে একটি অনিষ্ট সৃষ্টি করা আমি অপছন্দ করি।[১১১৬]

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

১. বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রব্বের,

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾

২. মানুষের অধিপতির,

مَلِکِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾

৩. মানুষের প্রকৃত ইলাহর,

اِلٰہِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾

৪. যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বার বার এসে কুমন্ত্রণা দেয় তার অনিষ্ট হতে,

مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۬ۙ الۡخَنَّاسِ ۪ۙ﴿۴﴾

৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে

الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾

১১১৬. আল-কাশফ ওয়াল বায়ান (১৯৪)। অনুরূপভাবে সানাদ ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে। আর তার মাঝে গারাবাত রয়েছে এবং হাদীসটির কিছু অংশ মুনকার। তবে হাদীসটির শেষাংশ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيك، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ এর একাধিক শাওয়াহিদ পাওয়া যায়। এমর্মে সহীহ হাদীস জানতে দেখুন সহীহ মুসলিম (২১৮৬), তিরমিযী (৯৭২)।

৬. (এই কুমন্ত্রণাদাতা হচ্ছে) জিন্নের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।

এই তিনটি গুণ হচ্ছে আল্লাহু আয্যা ওয়া জাল্লার গুণ, الربوبية (রব হওয়া), الملك মালিকানাস্বত্ব, এবং الإلهية ইলাহ হওয়া, তিনি সকল কিছুর রব্ব, তার মালিক এবং তার উপাস্য, সকল কিছুই তাঁর সৃষ্ট, সবকিছুই তাঁর মালিকানায়, (সবকিছুই) তাঁর দাস, ফলে আশ্রয়প্রার্থিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে যেন এ সবের গুণের অধিকারীর নিকট খান্নাসের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে, (খান্নাস হচ্ছে) মানুষের পেছনে নিয়োজিত শয়তান, যে কোন মানুষের একজন সহচর রয়েছে যে তার কাছে অশ্লীলতাকে সুশোভিত করে তোলে। এই শয়তান কারও মাঝে গিয়ে তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিভ্রান্ত করে ফেলে, কিন্তু সেই বাঁচতে পারে আল্লাহ তাআ'লা যাকে রক্ষা করেন।

৭৬২১. (স্বহীহ): বিশুদ্ধ হাদীস্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ তোমাদের প্রত্যেকেরই একজন করে সহচর রয়েছে। স্বাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ এমনকি আপনারও ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: হাঁ, আমারও, তবে আল্লাহ তা'আরা তার উপরে আমাকে সাহায্য করেছেন, ফলে সে আত্মসমর্পণ করেছে। সে আমাকে ভাল ছাড়া অন্য কিছুর নির্দেশ দেয়না।[১১১৭]

৭৬২২. (স্বহীহ): স্বহীহ গ্রন্থে প্রমাণিত, আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক স্বাফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যাওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, এমতাবস্থায় যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই'তিকাফরত অবস্থায় ছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে গৃহে পৌঁছে দেয়ার জন্য তাঁর সাথে বের হন, কিন্তু তাঁর সাথে দু'জন আনস্বারীর দেখা হয়ে যায়, যখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেন তখন দ্রুত গতিতে চলতে থাকেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ধীরে চল, এ হচ্ছে স্বাফিয়্যাহ বিনতে হুইয়াই। তখন তারা উভয়ে বলেন: সুবহানাল্লাহ, (আল্লাহ মহান) ইয়া রাসূলাল্লাহ। এরপর তিনি বলেন: নিশ্চয় শয়তান মানুষের রক্ত প্রবাহের স্থানে প্রবাহিত হয়, আমি আশঙ্কা করেছি ঃ সে তোমাদের অন্তরে কিছু নিক্ষেপ করবে, অথবা বলেন: মন্দ।[১১১৮]

৭৬২৩. (দঈফ): আল-হাফিয আবূ ইয়া'লা আল-মুস্বিলী বলেন: {মুহাম্মাদ বিন বাহর} {আদী বিন আবী উমারাহ (দঈফ বা দুর্বল)} {যিয়াদ আন নুমায়রী} {আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)} বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, শয়তান আদম সন্তানের হৃদয়ের উপর হাত রেখে বসে আছে। মানুষ আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত হলে তার হাত সরে যায়। আর আল্লাহর কথা ভুলে গেলে হৃদয়ের উপর পুরাপুরি ক্ষমতা বিস্তার করে ফেলে। কুরআনে একে ওয়াসওয়াসিল খান্নাস তথা আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতা বলা হয়েছে।[১১১৯] হাদীস্রটি গারীব।

৭৬২৪. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, {মুহাম্মাদ বিন জা'ফার} {শু'বাহ} {আসিম} {আবূ তামীমাহ} {রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সফরের সঙ্গি (কোন এক স্বাহাবী তার নাম জানা যায় না)} বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন গাধার পিঠে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে তাঁর সঙ্গি বলে উঠলো শয়তান বরবাদ হোক। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, এমন ধরনের কথা বলিওনা, কারণ, এতে শয়তান গর্বিত হয়ে বলে, আমি আমার শক্তি বলে তাকে পরাভূত করেছি। আর যদি তুমি বিসমিল্লাহ বল তাহলে শয়তান নত হয়ে যায় এবং নিজের পরাজয় স্বীকার করে নেয়। এমনকি নিজেকে মাছির ন্যায় ছোট মনে করে।[১১২০] হাদীস্রটি

১১১৭. মুসলিম ২৮১৪, আহমাদ ১/৩৮৫, ৪০১, সিফাতুল কিয়ামাহ ২৮১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১১১৮. বুখারী ৩২৮১, মুসলিম ২১৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১১১৯. মুসনাদ আবূ ইয়া'লা ৪৩০১, জামউল জাওয়ামি' ১/৬৫০২, আল-মাজমা' লিল হায়স্রামী ১১৫৬০, সিলসিলাহ দঈফাহ ১৩৬৭, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস্র-স্রাগীর ৩৪০৪, মাতালিবুল আলিয়াহ ৩৩৯০। সানাদের মাঝে আদী বিন আবী উমারাহ তিনি দুর্বল। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১১২০. আহমাদ ২০০৬৮, আবূ দাউদ ৪৯৮২, এর সানাদটি স্বহীহ, আল-মাজমা' লিল হায়স্রামী ১০/১৩১-১৩২। স্বহীহ আল-জামি' ৭৪০১। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

ইমাম আহমাদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদটি শক্তিশালী। এই হাদীস্রের মাঝে প্রমাণিত হয় যে, কলবটি কখনো আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে শয়তানের উপর বিজয় লাভ করে। আবার যখন কলবটি আল্লাহর যিকির থেকে অবসর থাকে তখন শয়তান নিজেকে বড় ও বিজয়ী মনে করে।

৭৬২৫. (স্বহীহ): ইমাম আহমদ বলেন: আবূ বাকর আল-হানাফী, দহহাক বিন উস্মান, সাঈদ আল-মাকবূরী, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কেউ মসজিদে গিয়ে বসলে জীব জানোয়ার ফুসলানোর ন্যায় শয়তান তাকে ফুসলাতে শুরু করে। যদি সে চুপ করে থাকে তবে এই সুযোগে শয়তান তার নাকে রশি কিংবা মুখে লাগাম লাগিয়ে দেয়।[১১২১]

সাঈদ বিন জুবায়র বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ﴿الْوَسْوَاسِ ۵ الْخَنَّاسِ﴾ **"৪. যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বার বার এসে কুমন্ত্রণা দেয়"** এ সম্পর্কে বলেন: শয়তান মানুষের অন্তরে হাঁটু গেড়ে বসে, কাজেই যখন সে অন্যমনস্ক ও অমনোযোগী হয় তখন সে কুমন্ত্রণা দেয়, আর যখন সে (মানুষ) আল্লাহকে স্মরণ করে তখন সে সরে যায়।[১১২২] মুজাহিদ এবং কাতাদাহও এ মত ব্যক্ত করেন।[১১২৩] মু'তামির বিন সুলাইমান তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, কুমন্ত্রণাদানকারী শয়তান দুশ্চিন্তা ও খুশির সময়ে মানুষের অন্তরে ফুঁক দেয়, কাজেই (মানুষ) যখন আল্লাহকে স্মরণ করে তখন সে সরে যায়।[১১২৪] আওফী বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ﴿الْوَسْوَاسِ﴾ **"কুমন্ত্রণা"** সম্পর্কে বলেন: সে হচ্ছে শয়তান, সে কুমন্ত্রণা দেয়, এরপর যখন তার অনুসরণ করা হয় তারপরে সে সরে যায়।[১১২৫]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۵﴾ **"৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে)** এটা কি শুধুমাত্র মানুষের সাথে নির্দিষ্ট যেমন তা পরিষ্কার, নাকি মানব এবং জিন সকলেই এতে শামিল। এ ব্যাপারে দু'টি উক্তি রয়েছে, কেননা অধিকাংশ ব্যাপারে জিন জাতিকেও নাস (মানব) শব্দের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। ইবনু জারীর বলেন: তাদের ব্যাপারে رجال من الجن (পুরুষ জিন শব্দ) ব্যবহার করা হয়েছে, কাজেই তাদের ব্যাপারে الناس শব্দটি ব্যবহার করায় বিস্ময়ের কিছু নেই।[১১২৬]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۶﴾ **"৬. জিন্নের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে"** এখানে কি পূর্বের ﴿الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ **"৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে"** আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, এরপর তিনি তাদের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন:﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ **"৬. জিন্নের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে"** এটি দ্বিতীয় মতকে শক্তিশালী করে। কেউ কেউ বলেন: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ **"জিন্নের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে"** এটি যে সব মানব ও জিন শয়তান মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয় তার ব্যাখ্যা, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾

"এভাবে আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য মানুষ আর জ্বীন শয়তানদের মধ্য হতে শত্রু বানিয়ে দিয়েছি, প্রতারণা করার উদ্দেশে তারা একে অপরের কাছে চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা বলে"[১১২৭]।

১১২১. আহমাদ ২/৩৩০, আল-মাজমা' লিল হায়স্রামী ১/২৪২, জামিউল আহাদীস্র ৫৯৭৯, আল-মুসনাদ আল-জামি' ১২৭৭৫, জামউল জাওয়ামি' ১/৬৯৬৯ এই সানাদের সকল রাবী স্বিকাহ। يبس الناقة يسوقها ويزجرها ويقول لها بس بس এই শব্দে হাদীস্রটি গরীব হবে। আত-তাবারানী তার 'আল-কাবীর' গ্রন্থে বলে, সানাদের সকল রাবী স্বিকাহ। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১১২২. আত-তাবারী ২৪/৭০৯।

১১২৩. আত-তাবারী ২৪/৭১০।

১১২৪. আত-তাবারী ২৪/৭১০।

১১২৫. আত-তাবারী ২৪/৭১০।

১১২৬. আত-তাবারী ২৪/৭১১।

১১২৭. সূরাহ আনআম, ৬ঃ ১১২।

৭৬২৬. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ওয়াকী' আল-মাসউদী আবূ উমার আদ দিমাশকী উবায়দ ইবনুল খাশখাশ আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে আসলাম তখন তিনি মাসজিদে বসা ছিলেন, ফলে আমিও বসে গেলে তিনি বললেন, হে আবূ যার! তুমি স্বালাত আদায় করলে না? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, দাঁড়াও এবং স্বালাত আদায় করো। এরপর আমি দাঁড়ালাম এবং স্বালাত আদায় করে বসলে তিনি আমাকে বললেন, হে আবূ যার! আল্লাহর নিকট শয়তান, মানুষ ও জীনের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শয়তান ও মানুষের জন্য? তিনি বলেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে স্বালাত কেমন? তিনি বললেন, ভালো জিনিস। যার ইচ্ছা স্বালাত বেশী পড়ুক আর যার ইচ্ছা কম পড়ুক। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! রোজা কেমন? তিনি বললেন ঃ যথেষ্ট হওয়ার মত ফরয এবং আল্লাহর নিকট তার মুল্য অনেক। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! স্বাদাকাহ কেমন? তিনি বললেন, কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে তার সওয়াব দেয়া হয়। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! কোন স্বাদাকাহ সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি বলেনঃ যে স্বাদাকাহ অভাব থাকা সত্ত্বেও দেয়া হয়, আর যা গোপনে কোন দরিদ্রকে দেয়া হয়। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! সর্বপ্রথম নবী কে? তিনি বলেন, আদম (আলায়হিস সালাম) আমি বলিলাম, আদম (আলায়হিস সালাম) কি নবী ছিলেন? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ। এবং তাঁর সাথে আল্লাহ কথাও বলেছিলেন। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলদের সংখ্যা কত? তিনি বললেনঃ তিনশত তের জন। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপরে নাযিলকৃত সর্বাপেক্ষা সম্মানিত আয়াত কোনটি? তিনি বলেন, আয়াতুল কুরসী। নাসাঈ আবূ উমার আদ দিমাশকী থেকে হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন।[১১২৮] আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বহীহ গ্রন্থে এ হাদীস্রটি ভিন্ন সানাদে অনেক লম্বাকারে বর্ণনা করেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম অর্থাৎ আল্লাহই ভালো জানেন।

৭৬২৭. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ওয়াকী' সুফইয়ান মানসূর যার বিন আবদুল্লাহ আল-হামদানী আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আমার অন্তরে এমন কিছু পাই যে সম্পর্কে কথা বলার চেয়ে আসমান থেকে আমার পড়ে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান), আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান) সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি তার (শয়তানের) চক্রান্তকে শুধুমাত্র কুমন্ত্রণায় ফিরিয়ে দিয়েছেন।[১১২৯] আবূ দাউদ এবং নাসাঈ মানসূর এর হাদীস্র থেকে বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ অতিরিক্তভাবে আল-আ'মাশ ও মানসূর তারা উভয়ে যার এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[১১৩০]

আম্মা পারা'র তাফসীর সমাপ্ত

আল্লাহ তাআলার জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই অনুগ্রহ, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের রব্ব।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

১১২৮. আহমাদ ২১০৩৬, নাসাঈ ৫৫২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১১২৯. আহমাদ ২০৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১১৩০. আবূ দাউদ ৫১১৪, জামিউল আহাদীস্র ৪৭৬৫, সুনান আন-নাসাঈ আল কুবরা ১০৫০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

আল-কুরআনুল কারীমের ফদীলত অধ্যায়

ওহী অবতরণ পরিক্রমা

[প্রথম হাদীস্র]

'কিভাবে ও কোন্ আয়াত ওহী হিসেবে প্রথম অবতীর্ণ হল' শীর্ষক অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর সহীহুল বুখারীতে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে একটি হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন المهيمن। অর্থাৎ الأمين। (সংরক্ষক)। আল-কুরআন অতীতের সকল আসমানী কিতাবের সংরক্ষক হওয়ার কারণেই একে আল-মুহায়মিন হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

১৩. (স্বহীহ): ﴿উবায়দুল্লাহ বিন মূসা⟩শায়বান⟩ইয়াহইয়া⟩আবু সালামাহ⟩আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)﴾ বলেন,

لَبِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাক্কী জীবনের দশ বছর ও মাদানী জীবনের দশ বছরে কুরআন নাযিল সম্পন্ন হয়েছে।[১১৩১]

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) যে 'আল-মুহায়মিন' শব্দের ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন এর দ্বারা তিনি সূরাহ মায়িদাহ'র তাওরাত ও ইনজীল সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলার অবতীর্ণ এ আয়াতের ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ **"আর আমি সত্য-বিধানসহ তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক।"[১১৩২]**

ইমাম আবূ জা'ফার বিন জারীর বলেন, ﴿আল-মুস্বান্না⟩আবদুল্লাহ বিন স্বালিহ⟩মুআবিয়াহ⟩আলী বিন আবূ তালহাহ⟩ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)﴾ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলার বাণী: مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ আয়াতাংশে المهيمن। অর্থ الأمين। (সংরক্ষক)। অর্থাৎ আল-কুরআন তার পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থের সংরক্ষক। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ অর্থ: شهيدا عليه অর্থাৎ পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যতা সম্পর্কে ও এর অনুসারীদের বিকৃতি করার ব্যাপারে আল-কুরআন সাক্ষ্য প্রদানকারী।

﴿সুফইয়ান আস্র স্রাওরী ও অন্যান্য ইমামগণ⟩আবূ ইসহাক আস সাবীঈ⟩আত তামীমী⟩ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)﴾ থেকে বর্ণিত, مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ অর্থাৎ مؤتمنا عليه (এর আমানতদার)। মুজাহিদ, আস-সুদ্দী, কাতাদাহ, ইবনু জুরায়জ, হাসান আল-বাস্বরীসহ পূর্বসুরী বহু ইমাম অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

المهيمن। এর মর্মার্থ হলো الحفظ والإرتقاب। (সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ)। যখন কেউ কোন কিছু দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে তখন বলা হয়: تهيمن هيمنة অর্থাৎ অমুক তা দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। তখন তাকে বলা হয় قد هيمن فلان عليه অর্থাৎ অমুক এটি দেখাশোনা করেছে। তাই তাকে বলা হয় مهيمن অর্থাৎ পর্যবেক্ষণকারী। আল্লাহ তাআলার এক নাম[১১৩৩] المهيمن। অর্থাৎ তিনি সকল কিছুরই পরিদর্শক, পর্যবেক্ষক ও সংরক্ষক।

যে হাদীস্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআন নাযিলের দশ বছর মাক্কায় ও দশ বছর মদীনায় ছিলেন তা ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) স্বীয় স্বহীহুল বুখারীতে একাই উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু ইমাম মুসলিম এটি

১১৩১. সহীহুল বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন) হা./৪৯৭৮, ৪৯৭৯। **তাহকীকঃ** সহীহ।
১১৩২. সূরাহ মাইদাহ, ৫ঃ ৪৮।
১১৩৩. সূরাহ হাশর, ৫৯ঃ ২২-২৪।

উদ্ধৃত করেননি। অবশ্য নাসাঈতে (শায়বান বিন আবদুর রহমান⇒ইয়াহইয়া বিন কাস্বীর⇒আবূ সালামাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ উবায়দ আল-কাসিম বিন সালাম বলেন, (ইয়াযীদ⇒দাউদ বিন হিন্দ⇒ইকরিমাহ⇒ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)) বলেন, "লায়লাতুল কদরে পৃথিবীর আকাশে কুরআন একই সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে"। এরপর বিশ বছর ধরে তা (পৃথিবীতে) অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর তিনি এ আয়াত পড়েন:

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا

"আমি এ কুরআনকে ভাগে ভাগে বিভক্ত করেছি যাতে তুমি থেমে থেমে মানুষকে তা পাঠ করে শুনাতে পার, কাজেই আমি তা ক্রমশ নাযিল করেছি।"[১১৩৪] এ বর্ণনাটি সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মদীনার দশ বছর কুরআন নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু নুবুওয়াত লাভের পর তাঁর মাক্কায় দশ বছর অবস্থানের ব্যাপারটি প্রশ্ন-সাপেক্ষ। কারণ মাশহুর বর্ণনামতে এটি তের বছর। কেননা, তিনি চল্লিশ বছর বয়সে নুবুওয়াত ও ওহী প্রাপ্ত হন এবং বিশুদ্ধ মতে তেষট্টি বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। সম্ভবত সংক্ষেপণের জন্য ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) দশের অতিরিক্ত বছরগুলো উল্লেখ করেননি। আরবী রীতি অনুসারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দশকের পরবর্তী ভাঙ্গা সংখ্যা অনুল্লেখ বা উহ্য রাখে। এও হতে পারে যে ওয়াহ্য়ী নিয়ে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) এর আগমনের পরবর্তী কালটুকুই গণ্য করা হয়েছে ও এর পূর্ববর্তী কালটুকু ধরা হয়নি। কারণ, ইমাম আহমদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেন, শুরুতে মিকাঈল (আলাইহিস সালাম) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসেন। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি কোন কিছু 'ইলকা' করতেন। নুবুওয়াত ও ওহী নাযিলের এটিই প্রথম স্তর। অতঃপর তাঁর নিকট জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আসেন।

ফাদাইলুল কুরআনের অধ্যায়ে ঐ হাদীস্বটি উদ্ধৃত করার কারণ এই যে, কুরআনের নাযিল শুরু হয়েছে হারামে মাক্কার মত সম্মানিত স্থানে ও মহিমান্বিত রমাদান মাসে। তাই মহাসম্মানিত কুরআনের সাথে সম্মানিত স্থান কালের যে মিলন ঘটেছে উক্ত হাদীস্ব থেকে সেটি জানা গেল। এ কারণেই রমাযান মাসে বেশি বেশি কুরআনের তিলাওয়াত মুস্তাহাব। যেহেতু রমাযান মাসেই কুরআন নাযিলের শুরু, তাই জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)ও রমাযান মাসে এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কুরআনের তিলাওয়াত শুনতেন। তাঁর ওয়াফাতের বছর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) দু' দুবার এসে তাঁর তিলাওয়াত শুনেন যাতে কুরআন তাঁর স্মৃতিপটে স্থায়ীভাবে গেঁথে যায়।

উক্ত হাদীস্বে এও জানা হল যে, মাক্কা ও মদীনা উভয় স্থানে কুরআন নাযিল হয়েছে। হিজরতের পূর্বের আয়াতগুলোকে মাক্কী ও হিজরত পরের আয়াতগুলোকে মাদানী হিসেবে গণ্য করা হয় তা মাদীনা মাক্কা আরাফতসহ যে কোন শহরেই নাযিল হোক না কেন।

কুরআনের সুরাগুলোকে মাক্কী ও মাদানী হিসেবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। মাদানী সুরাগুলোর ব্যাপারে ভিন্নমত রয়েছে। একদল বলেন, সূরাহ বাকারা ও সূরাহ আলু ইমরান ছাড়া যে সকল সূরার শুরু মুকাত্তাআত হরফ দ্বারা সেগুলো মক্কী সূরা। অনুরূপ যে সকল সুরায় মুমিনদেরকে يأيها الذين امنوا সম্বোধন করা হয়েছে সেগুলো মাদানী। পক্ষান্তরে যে সূরাগুলোতে মানব জাতিকে يأيها الناس বলে সম্বোধন করা হয়েছে সেগুলো মাক্কী ও মাদানী উভয়ই হতে পারে। তবে মাক্কী হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। যদিও কোন কোন মাদানী সুরায়ও তা বিদ্যমান। যেমন সুরা বাকারায় يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ও يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ। একদল আবার এমন সুনির্দিষ্টভাবে ভাগ করাকে দরূহ ও অসম্ভব বলেছেন।

আবূ উবায়দ বলেন, (আবূ মুআবিয়াহ⇒জনৈক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম)⇒আ'মাশ⇒ইবরাহীম (আন নাখঈ)⇒আলকামাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)) থেকে বর্ণনা করেন, কুরআনে যেগুলোই يأيها الذين امنوا দ্বারা শুরু হয়েছে সেগুলো

১১৩৪. সূরাহ ইসরা', ১৭ঃ ১০৬।

মাদীনায় অবতীর্ণ। পক্ষান্তরে যা يٰأَيُّهَا النَّاس দ্বারা শুরু হয়েছে সেগুলো মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, {আলী বিন মা'বাদ}{আবুল মালীহ}{মায়মূন বিন মিহরান} থেকে বর্ণনা করেন, কুরআনে যেগুলোই يٰأَيُّهَا النَّاس ও يٰبَنِي ءادم দ্বারা শুরু হয়েছে সেগুলো মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। পক্ষান্তরে যা يٰأَيُّهَا الَّذِينَ امنوا দ্বারা শুরু হয়েছে সেগুলো মাদীনায় অবতীর্ণ। একদল বলেন, কোন কোন সূরাহ দু'বার নাযিল হয়েছে। একবার মাক্কায় ও একবার মদীনায়। আল্লাহই ভাল জানেন। অপর একদল মাক্কী সূরার কিছু আয়াত মাদানী বলে আলাদা করেন। যেমন সূরাহ হাজ্জ ইত্যাদির কিছু আয়াত। মূলত সেটিই সত্য বিশুদ্ধ দলীল দ্বারা যা প্রমাণিত হয় হয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আবূ উবায়দ বলেন, {আবদুল্লাহ বিন সালিহ}{মুআবিয়াহ বিন সালিহ}{আলী বিন আবী তালহাহ} বলেন, সূরাহ বাকারা, আলে-ইমরান, নিসা', মাইদাহ, আনফাল, তাওবা, হজ্জ, নূর, আহযাব, আল্লাযীনা কাফারূ (সূরাহ মুহাম্মাদ), ফাতহ, হাদীদ, মুজাদালা, হাশর, মুমতাহিনা, স্বাফফ, তাগাবুন, ইয়া আইউহান্নাবীয়্যু ইযা তাল্লাকতুমুন নিসা' (তালাক), ইয়া আইউহান্নাবীয়্যু লিমা তুহার্রিম (প্রথম দশ আয়াত [সূরাহ তাহরীম]), সূরাহ ফাজর, সূরাহ আল-লায়ল, কাদর, বায়্যিনাহ, যিলযাল, ও নাস্র মদীনায় অবতীর্ণ। এছাড়া সমুদয় সূরাই মাক্কায় অবতীর্ণ। আবু তালহার বর্ণনাটিই বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। তিনি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) -এর সহচরগণের অন্যতম। তাদের নিকট থেকেই তাফসীর বর্ণিত হয়ে থাকে। অবশ্য মাদানী বলে আরও যে সকল সুরা চিহ্নিত করা হয়েছে তন্মধ্যে কোন কোন সূরার মাদানী হওয়ার ব্যাপারটি প্রশ্নবিদ্ধ। যেমন সূরাহ হুজুরাত ও মুআব্বিযাত।

[দ্বিতীয় হাদীস্বঃ]

১৪. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, {মূসা বিন ইসমাঈল}{মু'তামির}{আমার পিতা (সুলায়মান বিন তারখান)}{আবূ উস্বমান} থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

أُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ هَذَا؟" أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَتْ: هَذَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ: وَاللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخبِر خَبر جِبْرِيلَ

আমার নিকট এ মর্মে খবর পৌঁছেছে যে, উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সামনে জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে কথা বলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে প্রশ্ন করেন বল তো এ লোকটি কে? তদুত্তরে তিনি বলেন, দাহিয়াতুল কালবী। এরপর যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে গিয়ে খুতবায় জিবরাঈলের আগমনের কথা বললেন, তখন শুনে উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তো দাহিয়া কালবী ছাড়া অন্য কেউ হবে তা মনেই করিনি। বর্ণনাকারী মু'তামির দ্বিধান্বিত হয়ে বলেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি আবূ উস্বমানকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কার নিকট এ বর্ণনা শুনেছেন ? তিনি বলেন, উসামা বিন যায়দের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিকট থেকে। আব্বাস ইবনুল ওয়ালিদ আন নুরসী থেকে 'আলামাতে নবুওয়াত' অধ্যায়েও অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। স্বহীহ মুসলিমে 'ফী ফাদাইলে উম্মু সালামাহ' অধ্যায়ে আবদুল আ'লা বিন হাম্মাদ ও মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা তারা সকলে মু'তামির বিন সুলায়মানের সূত্রে এটি উদ্ধৃত করেছেন।[১১৩৫]

১১৩৫. বুখারী (পর্ব: মানাকিব অর্থাৎ "মর্যাদা ও গুণাবলী") হা./৩৬৩৩, (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন) হা./৪৯৮০, মুসলিম (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন; অধ্যায়: প্রথম ওহী কিভাবে নাযিল হয়েছে।) হা./২৪৫১। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

এখানে ঐ হাদীস্র উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য এটিই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মধ্যে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) দূতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ফেরেশতা। পদমর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তির বিচারে অত্যন্ত উঁচু স্তরের ফেরেশতা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾

"বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরাঈল) একে নিয়ে অবতরণ করেছে। তোমার অন্তরে যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।"[১১৩৬] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾

"এ কুরআন নিশ্চয়ই সম্মানিত রসূলের (অর্থাৎ জিবরাঈলের) আনীত বাণী। যে শক্তিশালী, আরশের মালিক (আল্লাহ)'র নিকট মর্যাদাশীল। সেখানে মান্য ও বিশ্বস্ত। (ওহে মাক্কাবাসী!) তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মাদ) পাগল নয়।"[১১৩৭]

আল্লাহ তা'আলা এ সব আয়াতে তাঁর বান্দা ও দূত জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) ও মুহাম্মদ (ﷺ) এর প্রশংসা করেছেন। ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই এ ব্যাপারে তাফসীরের যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচনা করব।[১১৩৮]

আলোচ্য হাদীস্রে উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বিরাট ফযীলতের ব্যাপারটি প্রকাশমান। ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর বর্ণিত হাদীস্রে দেখা যায় তিনি শ্রেষ্ঠতম ফেরেশতা জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে দেখেছেন ও কথোপকথন শুনেছেন। এ হাদীস্রে দাহিয়া কালবীরও মর্যাদা প্রকাশমান। কারণ, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) অধিকাংশ সময়ে কালবীর রূপ ধারণ করে রাসূল (ﷺ) এর কাছে অসতেন। তিনি অত্যন্ত সুশ্রী চেহারার ছিলেন। তিনি উসামা বিন যায়দ বিন হারিস্রাহ আল-কালবীর গোত্রের লোক ছিলেন। তারা উভয়ই 'কালব ইবনু ওয়াবারাহ' এর বংশধর এবং কুদা'আহ গোত্রের লোক। আর কুদা'আহ সম্পর্কে একদল বলেন, তারা আদনান সম্প্রদায়ের লোক। অপর দল বলেন, তারা কাহতান গোত্রের। আবার কেউ কেউ বলেন, তারা আলাদা একটি গোত্র। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

[তৃতীয় হাদীস্র:]

১৫. (স্বহীহ): আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ ⟩ লায়স ⟩ সাঈদ আল-মাকবূরী ⟩ তার পিতা (আবূ সাঈদ আল-মাকবূরী) ⟩ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ⟩ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

প্রত্যেক নাবীকে তার উপর যে পরিমাণ লোক ঈমান এনেছে সে পরিমাণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সেমতে আমার উপর যে পরিমাণ ওহী এসেছে তাতে আমি আশান্বিত যে, কিয়ামতের দিন আমার অনুসারী হবে সর্বাধিক।[১১৩৯] অনুরূপভাবে আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ থেকে "কিতাবুল ই'তিসাম" এর মাঝে হাদীস্রটি উদ্ধৃত হয়েছে। মুসলিম ও নাসাঈ কুতায়বা থেকে এবং তারা সকলেই লায়স্র বিন সা'দ থেকে, তিনি সাঈদ বিন আবূ সাঈদ থেকে এবং তিনি তার পিতা কায়সান আল-মাকবুরী থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

১১৩৬. সূরাহ শু'আরা', ২৬ঃ ১৯৩-১৯৪।

১১৩৭. সূরাহ তাকবীর, ৮১ঃ ১৯-২২।

১১৩৮. ইবনুল আনবারী কাতাদাহ সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়েতে তালিকায় কিছু ভিন্নতা রয়েছে প্রসিদ্ধ বর্ণনানুযায়ী সূরাহ নাহল, ফাতহ, লায়ল ও কাদর মাক্কী সূরা।

১১৩৯. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন) হা./৪৯৮১, ৭২৭৪, মুসলিম ১৫২, আত তাজরীদুস সারীহ লি আহাদীসিল জামি' আস সাহীহ ১৮২০। তাহকীকঃ সহীহ।

এ হাদীসে কুরআনের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অন্যান্য নবীর কাছে যত ওহী বা কিতাব নাযিল হয়েছে কুরআন তা থেকে সবদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ও কুরআনের মু'জিযা সকল গ্রন্থের মু'জিযাকে অতিক্রম করছে। ঐ হাদীসের তাৎপর্য এটিই। এতে বলা হয়েছে মু'জিযা দেয়া হয়নি এমন কোন নবী নেই। অতঃপর সে মু'জিযা অনুপাতেই তাঁর উপর মানুষ ঈমান এনেছে। অর্থাৎ তাঁকে সত্য বলে মেনে নেয়ার জন্য যে দলীল প্রমাণ দেয়া হয়েছে তা যত বেশি শক্তিশালী তত বেশি লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে। নাবীগণের ইন্তিকালের পর তাঁদের মু'জিযাও শেষ হয়েছে। বাকী রয়েছে শুধু তাদের প্রাপ্ত বাণী ও অনুসারীবৃন্দ। সেটিই যুগ যুগ ধরে তাদের মু'জিযার সাক্ষীরূপে বিরাজ করে। কিন্তু তাদের সেসব আজ নিছক কাহিনী হিসেবে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে সর্বশেষ রাসূল (ﷺ) কে আল্লাহ তাআ'লা ওয়াহীয়ীর মাধ্যমে যে বিরাট ও মহান কিতাব দান করেছেন তা ক্রমাগত যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে। প্রত্যেক যুগে ও প্রতি মুহূর্তে তা যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল অবিকল সেভাবেই বিরাজমান। এ কারণে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আমি আশা করি কিয়ামতে আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে সর্বাধিক। ঘটেছেও তাই। তাঁর রিসালাতের ব্যাপ্তি ও সর্বজনীনতার কারণে অন্যান্য নবীর অনুসারী থেকে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বেশী। বিশেষত কিয়ামত পর্যন্ত এ রিসালাতই অব্যাহত থাকবে এবং তাঁর মুজিযাও ততদিন স্থায়ী থাকবে। এ কারণেই আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ۙ

"মহা কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাহ্র উপর সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী (কিতাব) নাযিল করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।"[১১৪০] আল্লাহ তাআ'লা অন্যত্র বলেন,

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

বল, 'এ কুরআনের মত একখানা কুরআন আনার জন্য যদি সমগ্র মানব আর জ্বীন একত্রিত হয় তবুও তারা সেটির মত আনতে পারবে না, যদিও তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে।'[১১৪১] অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা সমগ্র কুরআনের স্থলে মাত্র দশটি সূরাহ সৃষ্টি করে নিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। যেমন:

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۗ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

"তারা কি বলে "সে [অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ﷺ)] ওটা রচনা করেছে? বল, "তাহলে তোমরা এর মত দশটি সূরাহ রচনা করে আন, আর (এ কাজে সাহায্য করার জন্য) আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে ডাকতে পার ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়েই থাক ।"[১১৪২] অতঃপর তাদেরকে একটি মাত্র সূরার সমতুল্য সূরাহ সৃষ্টির সীমা নির্ধারণ করা হয়। তথাপি তারা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি বলেনঃ

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۗ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

"তারা কি এ কথা বলে যে, সে [অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ﷺ)] এটা রচনা করেছে? বল, তাহলে তোমরাও এর মত একটা সূরাহ (রচনা করে) নিয়ে এসো আর আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যাকে পার তাকে ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক [যে মুহাম্মাদ (ﷺ)-ই তা রচনা করেছেন]।"[১১৪৩] এ চ্যালেঞ্জগুলো মাক্কী সূরার জন্য ছিল।

১১৪০. সূরাহ ফুরকান, ২৫ঃ ১।

১১৪১. সূরাহ ইসরা' ১৭ঃ ৮৮।

১১৪২. সূরাহ হূদ, ১১ঃ ১৩।

১১৪৩. সূরাহ য়ূনুসঃ ১০ঃ ৩৮।

অতঃপর মাদানী সূরার ব্যাপারে মাদীনায় এ চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়। সুরা বাকারায় বলা হয়েছে
وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝

"আমি আমার বান্দাহ্‌র প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মত কোন সূরাহ্ এনে দাও আর তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। যদি তোমরা না পার এবং কক্ষনো পারবেও না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত রয়েছে কাফেরদের জন্য।"[১১৪৪]

আল্লাহ তাআলা জানালেন যে, তারা অনুরূপ একটি সুরা সৃষ্টি করার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর ভবিষ্যতেও তারা কখনও তা পারবেও না, অথচ তারা তখনকার সেরা ভাষাবিদ ভাষালংকারিক কবি ও সাহিত্যিক ছিল কিন্তু আল্লাহর তরফ থেকে তাদের সামনে এমন গ্রন্থ উপস্থিত হল যার সমকক্ষতা কি ভাষা, কি বিষয়বস্তু, কি ভাষালংকার, কি বাক্য বিন্যাস, কি ছন্দ স্পন্দন, কি ভাব কোন ক্ষেত্রেই কোন মানুষের পক্ষে অতীতেও সম্ভব হয়নি, ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না। তেমনি তার বস্তু নিষ্ঠ সংবাদ অজ্ঞাত- অতীত ও অজানা ভবিষ্যতের ইতিবৃত্ত এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ ইনসাফের বিধি-বিধান সর্বকালের জন্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে। যেমন আল্লাহ বলেন: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا **"সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ।"**[১১৪৫]

১৬. (দঈফ জিদ্দান): ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ✗ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম✗আমার পিতা (ইবরাহীম)✗মুহাম্মাদ বিন ইসহাক✗মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী✗হারিস্র বিন আবদুল্লাহ আল-আ'ওয়ার✗ বলেন,

لَآتِيَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَأَسْأَلَنَّهُ عَمَّا سَمِعْتُ الْعَشِيَّةَ [قَالَ] فَجِئْتُهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، فَذَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قال: ثم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أُمَّتُكَ مُخْتَلِفَةٌ بَعْدَكَ". قَالَ: "فَقُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ الْمَخْرَجُ يَا جِبْرِيلُ؟" قَالَ: فَقَالَ: "كِتَابُ اللهِ بِهِ يَقْصِمُ اللهُ كُلَّ جَبَّارٍ، مَنِ اعْتَصَمَ بِهِ نَجَا، وَمَنْ تَرَكَهُ هَلَكَ، مَرَّتَيْنِ، قَوْلٌ فَصْلٌ وَلَيْسَ بِالْهَزْلِ، لَا تَخْلِقُهُ الْأَلْسُنُ، وَلَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ، فِيهِ نَبَأُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَفَصْلُ مَا بَيْنَكُمْ، وَخَبَرُ مَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ"

আমি একদিন সন্ধ্যায় আমীরুল মু'মিনীন (আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু))'র নিকট একটি বিষয় জানতে প্রশ্ন করলাম। অতঃপর আমি ইশার পর এসে তার নিকট গেলাম তখন তিনি একটি হাদীস্র বর্ণনা করলেন। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এরূপ বলতে শুনেছি, আমার কাছে জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনার পরে উম্মতগণ বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আমি তখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, জিবরাঈল তা থেকে বাঁচার উপায় কী? তিনি বলেন, আল্লাহর কিতাবে এর উপায় নিহিত। তা দাম্ভিকগণকে চূর্ণ করবে। যে ব্যক্তি তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকল সে মুক্তি পেল। আর যে তা বর্জন করল সে ধ্বংস হল। তিনি দু'বার এটি বললেন। অতঃপর বলেন, তা চূড়ান্ত বাণী এবং এর লয় নেই। ভাষার বিভিন্নতা একে বিকৃত ও বিভিন্ন করতে পারবে না। আর এর বিস্ময়করতারও ক্ষতি করতে

১১৪৪. সূরাহ বাকারা, ২ঃ ২৩-২৪।
১১৪৫. সূরাহ আনআম, ৬ঃ ১১৫।

পারবে না। তা তোমাদের অতীতের সংবাদবাহক, বর্তমানের চূড়ান্ত বিধায়ক ও পরবর্তীদের জন্য ভবিষ্যদ্বক্তা।[১১৪৬] ইমাম আহমাদের বর্ণনাও অনুরূপ।

১৭. (দঈফ): আবূ ঈসা আত তিরমিযী বলেন, ◊[আবদ বিন হুমায়দ]{হুসায়ন বিন আলী আল-জু'ফী}{হামযাহ আয যায়্যাত}{আবুল মুখতার আত তাঈ}{হারিস্র আল-আ'ওয়ার এর ভাতিজা (মাজহূল)}{হারিস্র আল-আ'ওয়ার}◊ থেকে বর্ণনা করেন।

مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الْأَحَادِيثِ؟ قال: أو قد فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ" فَقُلْتُ: مَا الْمَخرج مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "كِتَابُ اللهِ، فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وحُكم مَا بَيْنَكُمْ، هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمه اللهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، هُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ} [الْجِنّ: ١، ٢] ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدق، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أجِر، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ". خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعْوَرُ،

একদিন মসজিদে গিয়ে দেখি লোকজন হাদীস্র নিয়ে তর্কবিতর্ক করছে। তখন আমি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে গিয়ে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি দেখেন না যে, লোকেরা হাদীস্র নিয়ে তর্কবিতর্ক করছে। তিনি বললেন, সত্যিই তারা কি এমন করেছে। আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, শীঘ্রই ফিতনা দেখা দিবে। আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, তা থেকে বাঁচার উপায় কী? তিনি বলেন, আল্লাহর কিতাব। এতে তোমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের সব খবরা-খবর বিদ্যমান। তা তোমাদের চূড়ান্ত বিধান। তা কোন তামাশার বস্তু নয়। যে দাম্ভিক তা ত্যাগ করবে আল্লাহ তাকে চূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি এর বাইরে হিদায়াত তালাশ করবে আল্লাহ তাকে বিভ্রান্ত করবেন। এটি আল্লাহর মজবুত রশি। এটি বিজ্ঞতম উপদেশগ্রন্থ। এটিই সিরাতুল মুস্তাকীম। এটি মানুষের খেয়াল খুশীর নিয়ন্ত্রক। ভাষার বিভিন্নতাও এতে বিভিন্নতা সৃষ্টি করতে পারে না। আলিমগণের কোন দিনই এর চাহিদা ফুরাবে না। হাজার চ্যালেঞ্জ দিয়েও এটি সৃষ্টি করা যাবে না। আর এর বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যে কোন ঘাটতি দেখা দিবে না। সেই বৈশিষ্ট্যের দুর্বার আকর্ষণ জ্বিনকে পর্যন্ত আকৃষ্ট করেছে। ফলে তারা বলতে বাধ্য হয়েছে –

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ

"বল, আমার কাছে ওয়াহী করা হয়েছে যে, জিন্নদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে (কুরআন) শুনেছে অতঃপর তারা বলেছে 'আমরা এক অতি আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি। যা সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করে,

---

১১৪৬. আহমাদ (পর্ব: জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী; অধ্যায়: আলী বিন আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রসঙ্গে) হা./৭০৬, দারিমী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন; অধ্যায়: কুরআনের ফাদিলাত প্রসঙ্গে) হা./৩৩৩২, সিলসিলাহ দঈফাহ ১৭৭৬। সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল, এর দুটি কারণ রয়েছে। ১ম. সানাদে হারিস বিন আবদুল্লাহ আল-আ'ওয়ার সম্পর্কে ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম দারাকুতনীসহ অন্যান্যরা তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার 'আদ দুআফা' ওয়াল মাতরূকীনী' গ্রন্থে তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ২য়. সানাদে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক 'আনআন' সূত্রে হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন অথচ তিনি একজন মুদাল্লিস রাবী। তার বিষয়টি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তার এ হাদীস্র গ্রহণ করা যায় না। তবে এক্ষেত্রে তার একটি মাত্র তাবি' পাওয়া যায় তিনি হলেন, হামযাহ আয যায়্যাত। কিন্তু তার সানাদটিও মাজহূল। **তাহকীকঃ** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

যার কারণে আমরা তাতে ঈমান এনেছি"।[১১৪৭] তাই যে এর আলোকে কথা বলে, সত্য বলে; আর যে তা আমল করে, সে পুণ্য লাভ করে। এর ভিত্তিতে যে রায় দেয়, সে ইনসাফ করে; আর যে এর দিকে ডাকে, সে সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকেই ডাকে। হে আওয়ার! এটিকে মজবুত করে ধারণ কর।[১১৪৮]

অতঃপর ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন হাদীস্রটি গরিব। হামম্বাহ আয় যায়্যাত ছাড়া আর কেউ এ হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আর এর সনদ মাজহূল। তাছাড়া হারিস্রের হাদীস্রে ত্রুটি থাকে। **আমি (ইবনু কাস্রীর) বলিঃ** হামম্বাহ বিন হাবীব আয় যায়্যাত এ হাদীস্র একা বর্ণনা করেননি। তা মুহাম্মদ বিন ইসহাক ও মুহাম্মদ বিন কা'ব আল-কুরাযী থেকে এবং তিনি হারিস্র আল-আ'ওয়ার থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হামম্বার এ বর্ণনায় নিঃসঙ্গতার প্রশ্ন আর থাকল না। যদি তাকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল বলা হয়, তাহলেও তাকে কিরাআতের ইমাম বলে মানা হয়। তবে হাদীস্রটি হারিস্র আল-আ'ওয়ারের সূত্রে বর্ণিত একটি মশহুর হাদীস্র। অবশ্য তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। সমালোচকদের একদল তার মতামত ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তথাপি তিনি জেনে শুনে হাদীস্রের ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন এমনটি হতে পারে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এও সম্ভব যে হাদীস্রটি মূলত আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উক্তি। অবশ্য কেউ কেউ একে মারফূ' মনে করেছেন। তবে হাদীস্রের বক্তব্যকে হাসান স্বহীহ বলা যায়। কারণ এর সমর্থনে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হাদীস্র রয়েছে। জ্ঞান জগতের ইমাম আবু উবায়দ আল কাসিম বিন সাল্লাম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার ফাদাইলুল কুরআন গ্রন্থে বলেনঃ

১৮. ০[আবুল ইয়াকযান আম্মার বিন মুহাম্মাদ আস্র স্রাওরী অথবা অন্য এক ব্যক্তি][আবূ ইসহাক আল-হাজারী][আবুল আহওয়াস][আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০ তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন,

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللهِ تَعَالَى فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ النُّورُ الْمُبِينُ، وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَهُ، لَا يَعْوَجُّ فَيُقَوَّمُ، لَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبُ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، فَاتْلُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ عَشْرٌ، وَلَامٌ عَشْرٌ، وَمِيمٌ عَشْرٌ"

নিশ্চয় এ কুরআন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে উপহার। তাই তার উপহার থেকে যত পার আহরণ কর। নিশ্চয় এ কুরআন আল্লাহর রজ্জু। তা সুস্পষ্ট আলো ও কল্যাণকর ঔষধ। যে তা দৃঢ় হাতে ধারণ করল সে সুরক্ষিত হল। যে তা অনুসরণ করল সে মুক্তি পেল। এতে কোন জটিলতা নেই যে সরল করতে হবে। তেমনি এতে কোন কুটিলতা নেই যার জন্য অনুতপ্ত হবে। এর অনুপমত্বে কোন ত্রুটি নেই। যতই এর বিরেধিতা হোক তা সৃষ্টি করা যাবে না। তাই একে তিলাওয়াত কর। আল্লাহ তাআলা এর প্রতি হরফে দশ দশ নেকী দেবেন। আমি নিশ্চয় এটি বলি না যে, আলিফ লাম মীম মিলে এক হরফের পুণ্য হবে বরং আলিফে দশ, লামে দশ ও মীমে দশ নেকী পাবে।[১১৪৯] এ সূত্রে অবশ্য হাদীস্রটি গরিব। তবে আবূ ইসহাক

১১৪৭. সূরাহ জ্বীন, ৭২ঃ ১-২।

১১৪৮. তাফসীরে কুরতুবী ৫, তিরমিযী (পর্বঃ ফাদাইলুল কুরআন; অধ্যায়ঃ কুরআনের ফাদিলাত সম্পর্কে।) হা./২৯০৬, সুনান আদ দারিমী (পর্বঃ ফাদাইলুল কুরআন; অধ্যায়ঃ কুরআনের তিলাওয়াতকারীর ফাদিলাত সম্পর্কে।) হা./৩৩৩১, জামিউল আহাদীস্র ৩৪৭৯৩, সিলসিলাহ দঈফাহ ৬৩৯৩। সানাদে হারিস আল-আ'ওয়ার এর ভাতিজা তিনি মাজহূল ও হারিস আল-আ'ওয়ার সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। শা'বী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১১৪৯. দারিমী (পর্বঃ ফাদাইলুল কুরআন; অধ্যায়ঃ কুরআনের তিলাওয়াতকারীর ফাদিলাত সম্পর্কে।) হা./৩৩১৫, তাফসীরে কুরতুবী ৬, মাজমা' আয় যাওয়াইদ ১১৬৬০, সিলসিলাহ সহীহাহ (২/২৬৪) সানাদের মাঝে কোন সমস্যা নেই, সানাদে ইবরাহীম বিন মুসলিম ব্যতীত সকল

আল-হাজারী থেকে তা মুহাম্মদ বিন ফুদাইল বর্ণনা করেছেন। তার আসল নাম ইবরাহীম বিন মুসলিম। তিনি একজন তাবেঈ। কিন্তু তার ব্যাপারে অনেক কথা আছে। আবু হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মজবুত বর্ণনাকারী নন। আবুল ফাতহ্ আল-আয্দী বলেন, তার মারফূ' বর্ণনায় সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। আল্লাহই ভাল জানেন। **আমি** (ইবনু কাসীর) **বলিঃ** হয়ত হাদীসটি মুলত ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিজস্ব উক্তি। সুতরাং একে মারুফূ' করায় সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। তাহলেও অন্য সূত্রে এর সমর্থন মিলে।

আবু উবায়দ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আরও বলেন, ৹[হাজ্জাজ][ইসরাঈল][আবূ ইসহাক][আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ][আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]৹ তিনি বলেনঃ "কোন বান্দাকেই কুরআন সম্পর্কিত ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে না। যদি সে কুরআনকে ভালবেসে থাকে তবে অবশ্যই সে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকেও ভালবাসে।

[চতুর্থ হাদীসঃ]

১৯. (সহীহ): ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ৹[আমর মুহাম্মাদ][ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম][পিতা (ইবরাহীম)][সালিহ বিন কায়সান][ইবনু শিহাব][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]৹ (ইবনু শিহাব) বলেন,

أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ اللَّهَ تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ، ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ

আমাকে আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর খবর পৌছিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর তার ইন্তিকাল অবধি ক্রমাগত ওহী প্রেরণ করতে থাকেন। তাঁর মৃত্যু সন্ধিক্ষণে অধিকাংশ ওহী অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তিনি ইন্তেকাল করেন।[১১৫০]

ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)ও এ হাদীস আমর বিন মুহাম্মাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একজন সমালোচকও। এছাড়া হাসান আল-হুলওয়ানী, আবদ বিন হুমায়দ ও ইমাম নাসায়ী তারা ইসহাক বিন মানসূর আল কাউসাজ থেকে তা বর্ণনা করেন। তাদের চতুর্থ বর্ণনাকারী তা ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম বিন সা'দ আয যুহরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে বর্ণনা করেন। হাদীসটির তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর এক এক বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রমাগত ওহী নাযিল করতে থাকেন। এতে কোন বিরতি ছিল না। শুধু জিবরাঈল ফেরেশতা: اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ওহী নিয়ে আসার পর কমবেশি প্রায় দু' বছর বিরতি ঘটে। অতঃপর আবার ওহী চালু হয় ও তা ক্রমাগত চলতে থাকে। ঐ বিরতির পর প্রথম নাযিল হল يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَاَنْذِرْ ।

[পঞ্চম হাদীসঃ]

২০. (সহীহ): ৹[আবূ নুআয়ম][সুফইয়ান][আসওয়াদ বিন কায়স][জুনদাব]৹ (আসওয়াদ) বলেন,

سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ: اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ، مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا تَرَكَكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} [الضحى: ١-٣]

রাবী সিকাহ। ইবরাহীম বিন মুসলিম হাদীস বর্ণনায় দুর্বল কিন্তু তার মুতাবাআত পাওয়া যায়। দেখুন হাকিম (১/৫৬৬) তিনি আসিম বিন আবুন নাজূদ থেকে তিনি আবুল আহওয়াস এর সূত্রে আতা' এর ন্যায় হাদীস বর্ণনা করে 'সানাদটি সহীহ' বলে আখ্যায়িত করছেন, ইমাম যাহাবী সেটিকে সমর্থন করেছেন।

১১৫০. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন; অধ্যায়: কুরআনের ফাদিলাত সম্পর্কে।) হা./৪৯৮২, মুসলিম ৩০১৬। **তাহকীকঃ** সহীহ।

আমি জুন্দুবকে বলতে শুনেছি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক কিংবা দু' রাত অসুস্থতার কারণে রাতের ইবাদত করতে পারেননি। তখন এক মহিলা এসে তাঁকে বলল, মনে হচ্ছে তোমার ভুতটি তোমাকে ত্যাগ করেছে। তখন আল্লাহ তাআ'লা এ সুরা নাযিল করেন

وَالضُّحٰىۙ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰىۙ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰىؕ

"সকালের উজ্জ্বল আলোর শপথ, রাতের শপথ যখন তা হয় শান্ত-নিঝুম,তোমার প্রতিপালক তোমাকে কক্ষনো পরিত্যাগ করেননি, আর তিনি অসন্তুষ্টও নন।"[১১৫১]

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ হাদীসটি অন্যত্রও বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) অন্য সূত্রে সুফইয়ান আস্ সাওরী ও শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ থেকে এবং তারা উভয়েই আসওয়াদ ইবনুল কায়স আল-আবদী থেকে ও তিনি জুনদুব বিন আবদুল্লাহ আল বাজালী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তা বর্ণনা করেন সূরাহ আদ দুহার তাফসীর প্রসঙ্গে এ হাদীসটি পর্যালোচিত হয়েছে। ফাদাইলুল কুরআনের সঙ্গে এ হাদীস ও পূর্ববর্তী হাদীসের সমন্বয় এই যে, আল্লাহ তাআ'লা তাঁর রাসূলকে শ্রেষ্ঠতম অবদানে ধন্য করেছেন এবং অত্যধিক ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর উপর ধারাবাহিকভাবে ওহী অবতীর্ণ করেছেন এবং তার ইনতিকাল পর্যন্ত তা বজায় ছিল। আল্লাহ তাআ'লা তাঁর উপর কুরআন ক্রমাগত পৃথক পৃথক করে নাযিল করার ভিতর অবদানের পূর্ণত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ পায়।

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, কুরআন আরবের কুরায়েশের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ অর্থাৎ আরবী কুরআন বিশুদ্ধতম আরবীতে নাযিল হয়েছে।

২১. (সহীহ): ◊[আবুল ইয়ামান][শুআয়ব][আয যুহরী][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ থেকে বর্ণনা করেন।

فَأَمَرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ يَنْسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ لَهُمْ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدٌ فِي عَرَبِيَّةٍ مِنْ عَرَبِيَّةِ الْقُرْآنِ، فَاكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ، فَفَعَلُوا

উসমান বিন আফফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যায়দ বিন সাবিত, সাঈদ ইবনুল আস্, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র ও আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস বিন হিশামকে নির্দেশ দিলেন কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিদ্ধ কর এবং যেখানে তোমাদের ভিতর ভাষার ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা দিবে সেখানে তোমরা কুরায়েশের ভাষায় তার সমাধান খুঁজিও। কারণ, কুরআন তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তারা তাই করল।[১১৫২] এ হাদীসটি মূলত অপর এক হাদীসের অংশবিশেষ। শীঘ্রই সে হাদীস নিয়ে পর্যালোচনা করব। ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। আর তা এই যে, কুরআন কুরায়শদের ব্যবহৃত ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং কুরায়শগণ আরব জাতির প্রাণসত্তা। তাই আবু বাকর বিন দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ◊[আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন খাল্লাদ][ইয়াযীদ][শায়বান][আবদুল মালিক বিন উমায়র][জাবির বিন সামুরাহ][উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ (জাবির বিন সামুরাহ) বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলতে শুনেছি, আমাদের কুরআনের বর্তমান সংকলনের ব্যাপারে দু'জন কুরায়শ ও দু'জন বনু সাকীফের তরুণের ভাষা নির্দেশনা। এ সানাদটি বিশুদ্ধ। আবূ বাকর বিন দাউদ আরও বলেনঃ ◊[ইসমাঈল বিন আসদ][হাওযাহ][আওফ][আবদুল্লাহ বিন ফাদালাহ]◊ বর্ণনা করেন, যখন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কুরআনকে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছে করলেন তখন তার একদল সহচরকে এ কাজের জন্য নিয়োগ দিয়ে বললেন, তোমরা যখন ভাষার ব্যাপারে একমত হতে না পারবে তখন মুদার

১১৫১. সূরাহ দুহা, ৯৩ঃ ১-৩, বুখারী (পর্বঃ ফাদাইলুল কুরআন; অধ্যায়ঃ প্রথম ওহী কিভাবে নাযিল হয়েছে) ৪৯৮৩।
১১৫২. বুখারী (পর্বঃ ফাদাইলুল কুরআন; অধ্যায়ঃ কুরআনের ফাদিলাত সম্পর্কে।) হা./৪৯৮৪। তাহকীকঃ সহীহ।

গোত্রের ভাষা অনুসরণ করবে। কারণ, কুরআন মুদার গোত্রের এক ব্যক্তির ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন:

قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا غَیْرَ ذِیْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ یَتَّقُوْنَ

"আরবী ভাষায় (অবতীর্ণ) কুরআন, এতে নেই কোন বক্রতা (পেচানো কথা), যাতে তারা (অন্যায় অপকর্ম হতে) বেঁচে চলতে পারে।"[১১৫৩] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِیْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِیْنُ ۝ عَلٰی قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِیْنَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ مُّبِیْنٍ ۝

"অবশ্যই এ কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরাঈল) একে নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার অন্তরে যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।"[১১৫৪] তিনি আরো বলেনঃ وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِیٌّ مُّبِیْنٌ **কুরআনের ভাষা হল স্পষ্ট আরবী।**[১১৫৫]

তিনি আরও বলেন,

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِیًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰیٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِیٌّ وَّعَرَبِیٌّ

"আমি যদি একে অনারব ভাষায় (অবতীর্ণ) কুরআন করতাম তাহলে তারা অবশ্যই বলত– এর আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হল না কেন? আশ্চর্য ব্যাপার! কিতাব হল অনারব দেশীয় আর শ্রোতারা হল আরবীভাষী।"[১১৫৬]মোটকথা ইত্যাকার আরও বহু আয়াত প্রমাণ করে যে কুরআন বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

২২. (সহীহ): অতঃপর ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইয়ালী বিন উমায়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীসটি উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন,

لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي سَأَلَ عَمَّنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَمَطِّخٌ بِطِيبٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَقَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ فَجَأَهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَيْ: تَعَالَ، فَجَاءَ يَعْلَى، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا هُوَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ كَذَلِكَ سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: "أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا؟" فَذَكَرَ أَمْرَهُ بِنَزْعِ الْجُبَّةِ وَغَسْلِ الطِّيبِ.

হায়! আবার যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর ওহী নাযিল হওয়া দেখতে পেতাম। অতঃপর তিনি সেই হাদীসটি বর্ণনা করেন যাতে এক মুহরিম উমরাহর সময় ইহরামের অবস্থায় সুগন্ধি লাগানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তার গায়ে জুব্বা ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দিকে কিছুক্ষণ তাকালেন, ইত্যবসরে ওহী আসল, তখন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইয়া'লা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে কাছে আসার জন্য ইশারা করলেন। ইয়া'লা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এসে মাথা ঢুকিয়ে ওহী নাযিলের অবস্থা দেখার প্রয়াস পেলেন। তিনি দেখেলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেহারা মুবারাক লাল হয়ে গেছে এবং কিছুক্ষণ তিনি ধ্যানমগ্ন রইলেন। অতঃপর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলেন। তখন তিনি বললেন, উমারাহর সময় ইহরামের অবস্থায় সুগন্ধি লাগানো সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তি কোথায়? সে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে সুগন্ধি লাগানো জুব্বা খুলে ফেলতে ও দেহে লাগানো সুগন্ধি ধুয়ে ফেলতে বললেন।[১১৫৭] উক্ত হাদীসটি একদল বর্ণনাকারি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা

১১৫৩. সূরাহ যুমার, ৩৯ঃ ২৮।
১১৫৪. সূরাহ শু'আরা, ২৬ঃ ১৯২-১৯৫।
১১৫৫. সূরাহ নাহল, ১৬ঃ ১০৩।
১১৫৬. সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১ঃ ৪৪।
১১৫৭. বুখারী (পর্বঃ ফাদাইলুল কুরআন; অধ্যায়ঃ কুরআনের ফাদিলাত সম্পর্কে।) হা./৪৯৮৫। তাহকীকঃ সহীহ। সূরাহ হজ্জে এর বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

করেন। 'কিতাবুল হজ্জে' তা পর্যালোচনাযোগ্য। বর্তমান অধ্যায়ের সাথে তার সঙ্গতি সুস্পষ্ট নয় বরং হজ্জের অধ্যায়ের সাথে তার সঙ্গতি সুস্পষ্ট। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

কুরআনের গ্রন্থনা

২৩. (স্বহীহ): স্বহীহায়নে প্রমাণিত আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ؛ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ. فَقِيلَ لَهُ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ؟ قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে চার ব্যক্তি কুরআন একত্রিত করেছেন। তারা সকলেই আনসার স্বাহাবী: উবাই বিন কা'ব, মুআয বিন জাবাল, যায়দ বিন স্বাবিত ও আবূ যায়দ। রাবী বলেন, তাকে (আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে) বলা হল আবূ যায়দ কে? তিনি বললেন, আমার চাচা।[১১৫৮]

ইমাম বুখারী অন্য বর্ণনায় বলেন,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ؛ أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ

তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তিকাল করলেন। তখন চারজন ব্যতীত আর কেউ কুরআন সংগ্রহ করেননি। তাঁরা হলেন আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মুআয ইব্নু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), যায়দ বিন স্বাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং আবূ যায়দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমরা আবূ যায়দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর উত্তরসুরী।[১১৫৯]

আমি (ইবনু কাস্বীর) বলি: আবূ যায়দ প্রশিদ্ধ নন কারণ, তিনি পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। অনেকে তাকে আহলে বদরদের মাঝে উল্লেখ করেছেন। তাদের কেউ কেউ তার নাম উল্লেখ করে বলেন, তিনি হলেন সাঈদ বিন উবায়দ। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কথা 'কুরআন সংগ্রহ করেননি' এর মর্মার্থ হল: আনসারদের মধ্য থেকে তারা ব্যতীত কেউ সে কাজ করেননি। তবে মুহাজিরদের মধ্য থেকে একদল স্বাহাবী কুরআন সংগ্রহ করেছেন। তাদের মধ্য থেকে আস স্বিদ্দীক, ইবনু মাসউদ, আবূ হুযায়ফাহ এর মাওলা সালিমসহ অন্যান্য মুহাজির স্বাহাবীগণ। শায়খ আবুল হাসান আল-আশআরী বলেন, জানাগেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় মৃত্যু রোগের সময় আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে মানুষের ইমামতি করার জন্য সামনে এগিয়ে যেতে বাধ্য করেছেন।

২৪. (স্বহীহ): খাবরে মুতাওয়াতিরে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لِيَؤُمَّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ" সেই ব্যক্তি লোকেদের ইমামতি করবেন যিনি আল্লাহর কিতাব পাঠে সবচেয়ে অভিজ্ঞ।[১১৬০] আবূ বাকর আস স্বিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যদি কুরআন পাঠে অভিজ্ঞ না হন তবে কেন তিনি তাকে ইমামতি করার জন্য বাধ্য করবেন? যা আবূ বাকর বিন যানজুবিয়াহ তিনি আশআরী থেকে 'আবূ বাক্র আস্ স্বিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ফযীলত' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

১১৫৮. বুখারী (পর্ব: মানাকিব অর্থাৎ "মর্যাদা ও গুণাবলী" অধ্যায়: যায়দ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মর্যাদা ও গুণাবলী) হা./৩৮১০, (পর্ব: মাগাযী অর্থাৎ যুদ্ধ; অধ্যায়: বদর যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশগ্রহণ) হা./৩৯৯৬।

১১৫৯. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন; অধ্যায়: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীদের কিরাত) হা./৫০০৩, ৫০০৪, মুসলিম (পর্ব: ফাদাইলুস সাহাবাহ; অধ্যায়: উবায়দ বিন কা'ব ও একদল আনসার সাহাবীদের ফাদিলাত) ২৪৬৫, তিরমিযী ৩৭৯৪, আহমাদ ৩/২৭৭। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১১৬০. মুসলিম (পর্ব: মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহ; অধ্যায়: ইমামতির অধিক হকদার কে?) ৬৭৩, আবূ দাউদ ৫৮২-৫৮৪, তিরমিযী ২৩৫, ইবনু মাজাহ ৯৮০। **তাহকীকঃ** সহীহ।

২৫. (স্বহীহ্): ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন- ◇[মূসা বিন ইসমাঈল][ইবরাহীম বিন সা'দ][ইবনু শিহাব][উবায়দ ইবনুস সাব্বাক][যায়দ বিন স্বাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◇ বলেন,

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَانِي، فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ. فَقُلْتُ لِعُمَرَ: كَيْفَ نَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ عُمَرُ: هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِذَلِكَ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ. قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شاب عاقل لا نتهمك، وقد كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ، فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، وَوَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ غَيْرِهِ: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ} [التَّوْبَةِ: ١٢٨] حَتَّى خَاتِمَةِ بَرَاءَةٌ، فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

ইয়ামামার যুদ্ধের সময় আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাকে কাছে ডেকে পাঠালেন। তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমার কাছে এসে জানাল যে, হাফিযগণ এরূপ শহীদ হতে থাকলে আমরা কুরআনের অনেকাংশ হারিয়ে ফেলব, তাই আমি মনে করি এখন কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলিত করার নির্দেশ দেয়া যায়। আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞেস করলাম- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা করেননি আমরা তা কিরূপে করতে পারি? উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আল্লাহর শপথ তা উত্তম কাজ। অতঃপর যতদিন এ ব্যাপারে আমার মন পরিষ্কার হয়নি ততদিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আর আমার কাছে আসেননি। অবশেষে আমিও উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মতকে উত্তম ভাবলাম। তখন আবু বাকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, তুমি বিচক্ষণ যুবক ও সর্বাধিক অপবাদমুক্ত নির্দোষ ব্যক্তি। তুমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওহী লেখক ছিলে। সুতরাং তুমিই কুরআন সংগ্রহ করে গ্রন্থরূপ দান কর। আল্লাহর কসম! আমাকে যদি বলা হত যে একটি পাহাড় বহন করে আরেকটি পাহাড়ের কাছে নিয়ে যাও, তাহলে সেটিও আমার কাছে এত ভারী মনে হত না, যা এই নির্দেশে মনে হল। আমি তাঁকেও প্রশ্ন করলাম- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা করেননি তা আপনারা কী করে করছেন। তিনিও জবাব দিলেন, আল্লাহর কসম! তা উত্তম কাজ তারপর যতদিন আমার বুঝ আসেনি ততদিন আবু বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমার কাছে আসতে লাগলেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে যেই বুঝ দান করেছেন আমাকেও তা দান করলেন। অতঃপর আমি কুরআন সংগ্রহ ও গ্রন্থনা শুরু করলাম। তা গাছের বাকল, পাথরের টুকরা ও মানুষের অন্তরে গ্রথিত ছিল। আবু খুযায়মাহ আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কাছে সূরাহ তাওবার শেষাংশ পেলাম لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ থেকে শেষ পর্যন্ত। এ স্বহীফাহ আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁর কাছেই ছিল। তারপর তা উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কাছে রক্ষিত থাকে। অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মৃত্যুবরণ করলে সেটি হাফস্বাহ বিনতু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট সংরক্ষিত ছিল।[১১৬১] ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) এ হাদীস্বটি তাঁর সংকলনে ভিন্ন প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ ভিন্ন সুত্রে যুহরী

১১৬১. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: কুরআনের গ্রন্থনা) হা/৪৯৮৬, তিরমিযী ৩১০৩, আহমাদ. ১/১৩, ৫/১৮৮। তাহকীকঃ সহীহ। সূরাহ তাওবায় এর বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশা আল্লাহ।

থেকে তা বর্ণনা করেন। এ কাজটি নিঃসন্দেহে অতিউত্তম মহৎ ও বিরাট কাজ। সিদ্দীকে আকবার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এটি সম্পন্ন করে আল্লাহর দ্বীনকে মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ তাঁকে তাঁর রাসূলের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। অন্য কেউ এই মর্যাদার যোগ্য হয়নি। তিনিই যাকাত বিরোধীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তেমনি তিনিই জিহাদ পরিচালনা করেন মুরতাদদের বিরুদ্ধে এবং রোমক ও পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। তিনি অভিযান পরিচালনা করেন, দূত প্রেরণ করেন, সৈন্য প্রেরণ করেন, বিশৃঙ্খল অবস্থাকে সুশৃঙ্খল করেন ও বিক্ষিপ্ত কুরআনকে গ্রথিত করেন। ফলে সমগ্র কুরআনের অসংখ্য কারী ও হাফীয সৃষ্টি হয়। অবশ্যই এটি আল্লাহ তাআলার নিম্ন বাণীর হুবহু বাস্তবায়ন মাত্র। তিনি বলেনঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

"নিশ্চয় আমিই কুরআন নাযিল করেছি আর অবশ্যই আমি তার সংরক্ষক।"

কুরআনের উক্ত আয়াতে আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উপরোক্ত কার্য এবং তাঁর ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী সুফলের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি যাবতীয় কল্যাণের দ্বার উন্মোচন ও সর্ববিধ অকল্যাণের দ্বার রুদ্ধ করেন। উপরোল্লেখিত হাদীস্র দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হচ্ছেন কুরআনের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মহা ব্যবস্থাপক। তার ব্যবস্থাপনার ফলে কালামে পাক সর্বপ্রকারের বিকৃতির হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র রয়েছে। (আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং এজন্যে তাঁকে পুরস্কৃত করুন।) একাধিক ইমামগণ ওয়াকী', ইবনু মাহদী ও কাবীসাহ থেকে ও তারা সকলে সুফইয়ান আস্র স্রাওরী থেকে তিনি ইসমাঈল বিন আবদুর রহমান থেকে তিনি আবদু খায়র থেকে তিনি আলী বিন আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, কুরআন মাজীদ সংরক্ষণ কার্যে আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হচ্ছেন মানুষের মধ্যে অধিকতম নেকী ও সওয়াবের প্রাপক। কারণ, তিনিই কুরআন মাজীদকে সর্বপ্রথম সংগৃহীত ও একত্রিত করার ব্যবস্থা করেন। উক্ত হাদীস্রের উপরোক্ত সনদ স্বহীহ।

আবূ বকর বিন আবী দাউদ তার রচিত 'আল-মাসাহিফ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন- « হারূন বিন ইসহাক্ব » আবদাহ » হিশাম » তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) » বর্ণনা করেছেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পর আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-ই কুরআন মাজীদকে সংগৃহীত ও একত্রিত করার ব্যবস্থা করেন। তৎকর্তৃক সংগৃহীত কুরআনের সংকলনটি ছিল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ।

ইয়ামামাহ অঞ্চলে মৃত্যু উদ্যান (حديقة الموت) নামক স্থানে মুসায়লামাতুল কায্যাব ও তদীয় বনূ হানীফা গোত্রীয় লোকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধে বিপুলসংখ্যক হাফিযুল কুরআন শহীদ হওয়ায় উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কুরআন মাজীদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সচেতন হন। ঘটনাটি নিম্নরূপঃ

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র ইন্তেকালের পর ভণ্ড নবী, সেরা মিথ্যুক মুসায়লামা প্রায় এক লক্ষ ইসলামত্যাগী লোককে নিজের দলে সংযুক্ত করে ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করল। তাকে দমন করার জন্য আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নেতৃত্বে প্রায় তের হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী পাঠালেন। মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিপুল সংখ্যক লোক ইসলামী অনুপ্রেরণা থেকে বঞ্চিত অজ্ঞ ও অপরিশুদ্ধ ছিল। তাদের ঈমানের দুর্বলতার কারণে মুসলিম বাহিনী রণক্ষেত্রে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। ইসলামী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত উচ্চ শ্রেণির সাহাবীগণ সেনাপতি খালীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন- 'হে খালিদ! আমাদেরকে মুক্ত করুন' অর্থাৎ ওই সকল দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি হতে আমাদেরকে পৃথক করে ফেলুন। অতঃপর তারা দুর্বল ঈমানের লোকগুলো থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। সংখ্যায় তারা মাত্র প্রায় তিন হাজার ছিলেন। তারা প্রকৃত ঈমানী শক্তি নিয়ে

মুসায়লামার বাহিনীর উপর আক্রমণ করলেন। তুমুল যুদ্ধের পর আল্লাহর ফযলে মুসলমানগণ জয়ী হলেন। যুদ্ধের সময়ে স্বাহাবীগণ "হে সুরা বাকারার ধারকগণ" এই সম্বোধনে পরস্পরকে সম্বোধন করছিলেন। কাফিররা পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে লাগল। স্বাহাবীগণ তাদের পিছু নিয়ে অনেককে হত্যা আর অনেককে বন্দী করলেন। সেরা মিথ্যুক মুসায়লামা নিহত হল। তার দলবল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং ইসলামে ফিরে আসল।

যুদ্ধ জয়ে মুসলিমদেরকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। এ যুদ্ধে প্রায় পাঁচশত হাফিযে কুরআন শহীদ হন। এ কারণে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সিদ্দীকে আকবার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে কুরআন মাজীদ সংগ্রহ ও সংকলন করার পরামর্শ দিলেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র এ আশংকা ছিল, ভবিষ্যৎ যুদ্ধসমূহে আরও হাফিযে কুরআন স্বাহাবী শহীদ হতে পারেন। এমতাবস্থায় কুরআন সংগ্রহ ও একত্রিত না করলে তার কিছুটা বিনষ্ট ও হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। লিপিবদ্ধ আকারে তা সংরক্ষিত হলে তার প্রথম প্রচারক দলের তিরোধানেও তা বিনষ্ট হবে না। বিষয়টি যাতে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা দৃঢ় ও মজবুত হয় তার জন্য আবু বকর স্বিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ বিষয়ে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে যথেষ্ট আলোচনা পর্যালোচনা করেন। অতঃপর তিনি উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে ঐকমত্যে পৌঁছলেন। একইভাবে যায়দ বিন স্বাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবু বকর স্বিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও উমার ফারূক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করলেন। অতঃপর তিনিও তাদের সাথে একমত হলেন। উক্ত ঘটনা যায়দ বিন স্বাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিতবহও বটে।

এজন্য আবূ বাকর বিন আবী দাঊদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ৹[আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন খাল্লাদ X ইয়াযীদ X মুবারাক বিন ফাদালাহ X হাসান-আল-বাসরী X.......... X উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]৹ (হাসান আল-বাস্বরী) বলেন, একবার উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কুরআনের একটি আয়াত সম্বন্ধে কিছু মানুষের কাছে প্রশ্ন করলে তারা বলল, আয়াতটি অমুক স্বাহাবীর স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিল। তিনি তো ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, ইন্না লিল্লাহি ---- রাজিউন। অতঃপর তিনি সমগ্র কুরআন মাজীদ সংগ্রহ ও একত্রিত করতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে তা সংগৃহীত ও একত্রিকৃত হল। এভাবে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-ই সমগ্র কুরআন মাজীদ সর্বপ্রথম সংগৃহীত ও একত্রিত করার ব্যবস্থা করেন। উপযুক্ত বর্ণনার সনদ বিচ্ছিন্ন। কারণ, সনদের প্রথম রাবী হাসান আল-বাস্বরী উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে সাক্ষাৎলাভ করতে পারেননি। বর্ণনায় উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে যে কুরআনের সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যবস্থাপক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তার তাৎপর্য এই যে, তিনি তার সংগ্রহ ও সংকলনের পরামর্শদাতা এবং প্রস্তাবক ছিলেন। অনুরূপ ইবনু আবী দাঊদ বর্ণনা করেছেন, ৹[আবুত তাহির X ইবনু ওয়াহব X উমার বিন তালহাহ আল-লায়সী X মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আলকামাহ X ইয়াহইয়া বিন আবদুর রহমান বিন হাতিম X উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]৹ (ইয়াহইয়া বিন আবদুর রহমান) বলেন, কুরআন মাজীদ একত্রিকরণের সময়ে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ব্যতিরেকে কোন আয়াত বা কোন অংশই কারও নিকট থেকে গ্রহণ করতেন না। আবূ বকর স্বিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি এমন নির্দেশ ছিল। অনুরূপ অর্থে আবূ বাকর বিন দাঊদ বলেন, ৹[আবুত তাহির X ইবনু ওয়াহব X ইবনু আবিয যিনাদ X হিশাম বিন উরওয়াহ X তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)]৹ বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক হাফিয স্বাহাবী শহীদ হলে আবূ বকর স্বিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আশংকা করেন যে, এভাবে হাফিয স্বাহাবী শহীদ হলে কুরআন মাজীদ বিনষ্ট হতে পারে। অতএব তিনি উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও যায়দ বিন স্বাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বললেন দু'জন সাক্ষীসহ কুরআনের কোন অংশ কেউ তোমাদের নিকট উপস্থাপন করেন তোমরা তা গ্রহণ করত লিখে নাও। উক্ত বর্ণনার সনদ বিচ্ছিন্ন হলেও তা গ্রহণযোগ্য।

২৬. যায়দ বিন স্নাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ، يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ [التَّوْبَةِ: ١٢٨، ١٢٩]، مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ، وَفِي رِوَايَةٍ: مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَتَيْنِ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ غَيْرِهِ فَكَتَبُوهَا عَنْهُ

আমি সূরাহ তাওবার শেষাংশ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ আবু খুযায়মাহ আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট পেয়েছি। অন্য বর্ণনায় তাকে খুযায়মাহ বিন স্নাবিত বলা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল উক্ত স্নাহাবীর একক সাক্ষ্যকে দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যের সমান মর্যাদা প্রদান করেছেন। উক্ত আয়াতদ্বয় আমি অন্য কারও নিকট লিখিত আকারে পাইনি।[১১৬২]

২৭. (স্নহীহ):

لِأَنَّهُ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَتَيْنِ فِي قِصَّةِ الْفَرَسِ الَّتِي ابْتَاعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَعْرَابِيِّ، فَأَنْكَرَ الْأَعْرَابِيُّ الْبَيْعَ، فَشَهِدَ خُزَيْمَةُ هَذَا بِتَصْدِيقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمْضَى شَهَادَتَهُ وَقَبَضَ الْفَرَسَ مِنَ الْأَعْرَابِيِّ.

একদা নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক বেদুইনের নিকট থেকে একটি ঘোড়া খরিদ করেন। সে ঘোড়া বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করে বসে। খুযায়মা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুকূলে বেদুইনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সাক্ষ্যকে দু'জন সাক্ষীর সমতুল্য ধরে তা গ্রহণ করেন এবং কেনা ঘোড়াটি বেদুইনের নিকট থেকে নিজের দখলে নেন।[১১৬৩] সুনান সংকলনসমূহের সংকলকগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক উপরোক্ত স্নাহাবীর একক সাক্ষ্যকে দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যের মর্যাদা প্রদত্ত হওয়ার উপরোল্লেখিত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা একটি বিখ্যাত রিওয়ায়াত। ◊[আবূ জা'ফার আর রাযী][রাবী'][আবুল আলিয়াহ][উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ বলেন, উক্ত আয়াতদ্বয় খুযায়মা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন। ◊[ইবনু ওয়াহব][উমার বিন তালহাহ আল-লায়সী][মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আলকামাহ][ইয়াহইয়া বিন আবদুর রহমান বিন হাতিব]◊ বলেন, উস্নমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও অনুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন।

উপরে বর্ণিত রিওয়ায়াতে যায়দ বিন স্নাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বক্তব্য নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে,

"فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ العُسُب واللِّخاف وَصُدُورِ الرِّجَالِ"

কোনও কোনও রিওয়ায়াতে তার উক্তি এরূপে বর্ণিত হয়েছে,

"فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ والرِّقَاعِ وَالْأَضْلَاعِ،"

কোন কোন রিওয়ায়াতে তার উক্তি এভাবেও বর্ণিত হয়েছে,

"فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْأَكْتَافِ وَالْأَقْتَابِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ"

রিওয়ায়াতে উল্লেখিত عسب শব্দটি হচ্ছে عسيب শব্দের বহুবচন। আবূ নাস্নর ইসমাঈল বিন হাম্মাদ জাওহারী বলেন عسب শব্দটির সাথে عسف শব্দটির কিছুটা অর্থগত মিল রয়েছে। عسيب হল খর্জুর বৃক্ষের শাখার গোড়ার অংশ যাতে পত্র থাকে না। পক্ষন্তরে سعفة হল سعف শব্দের একবচন খর্জুর বৃক্ষের শাখার অগ্রভাগ যাতে পত্র থাকে। اللحاف শব্দটি اللحفة শব্দের বহুবচন। اللحفة অর্থ চেপটা পাতলা পাথর।

১১৬২. পূর্বোক্ত হাদীস্ন দ্রষ্টব্য।

১১৬৩. আবূ দাউদ (পর্ব: ফায়সালা; অধ্যায়: বিচারক যখন জানতে পারবেন যে, একজন সাক্ষী তিনি সত্য কথা বলছে; তখন তার কথায় ফায়সালা দেয়া বৈধ) হা/৩৬০৭, নাসাঈ (পর্ব: ক্রয়-বিক্রয়) হা/৪৬৪৭, আহমাদ হা/২১৩৭৬। তাহকীকঃ সহীহ।

সাহাবায়ে কিরাম নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র মুখে কুরআনের আয়াত শুনে তা উপর্যুক্ত বস্তুসমূহের উপর লিখে রাখতেন। অনেক সাহাবী লেখাপড়া জানতেন না। তারা এবং অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন কেউ কেউ স্বীয় স্মৃতিপটে কুরআন মাজীদ ধরে রাখতেন। যায়দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) স্বীয় দায়িত্ব পালনে পশুর হাড়, প্রশস্ত পাথরের ফলক, খেজুরের ডাল এবং মানুষের স্মৃতি থেকে সমগ্র কুরআন মাজীদ সংগ্রহ করেন। আরব জাতি ছিল আমানত রক্ষা ও তা যথাস্থানে পৌঁছে দেয়ার কাজে নিষ্ঠাবান। বলাবাহুল্য কুরআন মাজীদ ছিল নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক তাদের নিকট রক্ষিত সর্বশ্রেষ্ঠ আমানত। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

"হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর।"[১১৬৪] আল্লাহর রাসুলও তা লোকেদের নিকট পৌঁছে দিয়ে স্বীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। তেমনি সাহাবায়ে কিরামও পরবর্তী লোকেদের নিকট তা পৌঁছে দিয়ে তাদের নিকট রক্ষিত আমানত সম্পর্কিত কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেছেন।

২৮. (সহীহ): বিদায় হজ্জে আরাফাতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) এর মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রশ্নোত্তর এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আরাফাতের ময়দানে সাহাবীদের বৃহত্তম সমাবেশে মানব ইতিহাসের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ শেষে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন,

"إنكم مسؤولون عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ ". فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغت وأَدَّيت وَنَصَحْتَ، فَجَعَلَ يُشِيرُ بِأُصْبَعِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَنْكُبُهَا عَلَيْهِمْ وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ"

তোমরা নিশ্চিত আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। তখন তোমরা কী বলবে? তারা সকলে বললেন, আমরা সাক্ষ্য প্রদান করব যে, নিশ্চয় আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন, এবং আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন ও আমাদেরকে মঙ্গলকর নাসীহত করেছেন। এরপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আকাশের দিকে ইশারা করে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি এর সাক্ষী থেক। হে আল্লাহ! তুমি এর সাক্ষী থেক। হে আল্লাহ! তুমি এর সাক্ষী থেক।[১১৬৫] ইমাম মুসলিম জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে উপরোক্ত হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।

২৯. (সহীহ): নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় উম্মতকে আদেশ দিয়েছেন "بَلِّغوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً" উপস্থিত যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট কুরআন সুন্নাহ তথা দীন ইসলামকে পৌঁছে দেয়।[১১৬৬] অর্থাৎ তোমাদের কারও নিকট যদি একটি আয়াত ব্যতীত কিছুই না থাকে, তথাপি সে যেন তা মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়। সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর্যুক্ত আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তারা কুরআন মাজীদকে কুরআন মাজীদ হিসেবে এবং পবিত্র সুন্নাহ হিসেবে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। তারা একটিকে অন্যটির সাথে মিলিয়ে ফেলেননি।

৩০. (সহীহ): কুরআন মাজীদ এবং পবিত্র সুন্নাহ যাতে পরস্পর মিলে না যায় সেজন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন

"مَنْ كَتَبَ عَنِّي سِوَى الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ"

তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আমার নিকট থেকে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখে নিয়ে থাকলে সে যেন তা মুছে ফেলে।[১১৬৭] অর্থাৎ যেন কোনক্রমে কুরআনের সাথে তা মিলে না যায়। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ

১১৬৪. সূরাহ মাইদাহ, ৫ঃ ৬৭।

১১৬৫. মুসলিম (পর্ব: হজ্জ; অধ্যায়: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হজ্জের বর্ণনা) হা/১২১৮।

১১৬৬. বুখারী (পর্ব: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণীসমূহ; অধ্যায়: বাণী ইসরাঈল সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন) হা/৩৪৬১, তিরমিযী (পর্ব: ইলম) হা/২৬৬৯।

১১৬৭. মুসলিম (পর্ব: আয যুহদ ওয়ার রিকাক) ৩০০৪, দারিমী ৪৫০, আহমাদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর্যুক্ত আদেশের তাৎপর্য কোনক্রমে এটি হতে পারে না যে তিনি পবিত্র সুন্নাহকে হিফাজত করা থেকে বিরত থাকতে সাবাহীদেরকে আদেশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কুরআনকে পবিত্র সুন্নাত থেকে পৃথক রাখার উদ্দেশ্যে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর্যুক্ত আদেশ দিয়েছিলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদেশের ফলে কুরআনের কোন অংশ এর সংকলন থেকে যেমন বাদ যায়নি, তেমনি পবিত্র সুন্নাহর কোন অংশ তার সংকলনে ঢুকে যায়নি। এজন্য সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর প্রাপ্য। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্যই আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কুরআন মাজীদ সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জীবদ্দশায় কুরআনের উপর্যুক্ত সংকলন তাঁর নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর তা উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। হাফসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট রক্ষিত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারিণী হিসেবে তা হিফাজত করেছিলেন। তার নিকট থেকে তা উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে আমরা ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আলোচনা করছি।

উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক কুরআন লিপিবদ্ধকরণ

৩১. (সহীহ): ইমাম বুখারী বলেন, ০[মূসা বিন ইসমাঈল]০[ইবরাহীম]০[ইবনু শিহাব]০[আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০ বলেন,

قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَّةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَدْرِكْ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّمَا أُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ. فَفَعَلُوا، حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا، الْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ} [الْأَحْزَابِ: ٢٣]، فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ.

একবার হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট আসলেন। ইতোঃপূর্বে তিনি আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের যুদ্ধে ইরাকী মুসলিম বাহিনীর সাথে সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। কুরআনের তিলাওয়াতের বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে নানারূপ মত দেখে মর্মাহত ও ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! ইয়াহুদী নাসারা জাতি আপন আপন কিতাব নিয়ে যেভাবে মতভেদে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল এই উম্মাত কুরআন মাজীদ নিয়ে তদ্রূপ মতভেদে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে তার প্রতি মনোযোগী হোন। এটা শুনে উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট বলে পাঠালেন, আপনার নিকট রক্ষিত কুরআনের সংকলিত গ্রন্থখানা আমার নিকট পাঠিয়ে দিন। আমি তার অনুলিপি রেখে তা আপনাকে ফেরত দিব। হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তা উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনি যায়দ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), আবদুল্লাহ বিন জুবায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), সাঈদ ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং আবদুর রহমান ইবনুল হারিস বিন হিশাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে এর আরো কতগুলো অনুলিপি প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিলেন। তারা এর কতগুলো অনুলিপি প্রস্তুত করলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শেষোক্ত কুরায়শী সাহাবীত্রয়ের প্রতি উসমান

এর নির্দেশ ছিল- কুরআনের কোন শব্দের উচ্চারণের বিষয়ে যায়দ বিন স্বাবিত ও তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে তারা যেন তা কুরায়শ গোত্রের উচ্চারণ অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করেন। বলা বাহুল্য তারা তার ঐ নির্দেশ অনুযায়ী স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি প্রস্তুত হওয়ার পর উস্মান হাফস্বাহ এর নিকট থেকে আনীত মূল সংকলনখানা তার নিকট ফিরিয়ে দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় একখানা করে অনুলিপি প্রেরণ করলেন এবং কুরআনের এছাড়া প্রতিটি সংকলন পুড়িয়ে ফেলতে নির্দেশ দিলেন।[১১৬৮] ইবনু শিহাব বলেন, খারিজাহ বিন স্বাবিত যায়দ বিন স্বাবিত এর নিকট থেকে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন, উস্মান এর নির্দেশে আমরা যখন কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করছিলাম তখন আমি (মূল সংকলনে) সূরাহ আহযাবের একটি আয়াত পাচ্ছিলাম না। অথচ ঐ আয়াত আমি নাবী কে তিলাওয়াত করতে শুনেছি। অনুসন্ধান করে আমরা তা খুযায়মা বিন স্বাবিত আল-আনস্বারী এর নিকট রক্ষিত পেলাম:

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

"মু'মিনদের মধ্যে কতক লোক আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত তাদের অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে।" (সূরাহ আহযাব ৩৩ঃ ২৩) আর সেটি অনুলিপিতে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করলাম।[১১৬৯]

আবূ বকর সিদ্দিক এর নেতৃত্বে স্বাহাবীগণ কর্তৃক প্রস্তুত কুরআনের সংকলনের অনুলিপি তৈরি করে তা বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করা এবং সন্দেহযুক্ত অন্যান্য সংকলন বিনষ্ট করে দেয়াটা হচ্ছে উস্মান এর একটি বৃহত্তম কীর্তি। আবু বকর সিদ্দীক এবং উমার কুরআনের বিক্ষিপ্ত অংশসমূহ একত্রিত করেছেন। উস্মান তা সমগ্র মুসলিম জাহানে প্রচার করত কুরআন মাজীদকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সকল সহাবী তার ঐ কাজের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন। কুরআনের অনুলিপি তৈরির কাজে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ না পাওয়ায় আবদুল্লাহ বিন মাসউদ মনক্ষুণ্ন হয়েছিলেন এবং আবূ বকর সিদ্দীক এর নেতৃত্বে স্বাহাবীগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কুরআনের সংকলন ছাড়া সকল সংকলন পুড়িয়ে ফেলতে উস্মান যখন নির্দেশ দিয়েছিলেন, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ তখন স্বীয় সহচরবৃন্দের নিকট রক্ষিত সংকলনকে সর্বসম্মতরূপে প্রস্তুত সংকলনের সাথে যুক্ত করে দেয়ার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে একটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত রয়েছে। তবে পরবর্তীকালে তিনি নিজের অভিমত ত্যাগ করে স্বাহাবীগণের সর্বসম্মত রায়ের সাথে একমত হয়েছিলেন। উস্মান এর কার্যক্রমকে সমর্থন করে আলী বিন আবী তালিব বলেছেন, উস্মান যা করেছেন তা তিনি না করলে আমিই তা করতাম। সুতরাং খলিফা চতুষ্টয়ের ব্যাপারে ভয় কর তারা হলেন, আবূ বাকর, উমার, উস্মান ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। এখেকে প্রমাণিত হল কুরআন মাজীদ সংগ্রহ সংকলন ও একত্র করা খলিফা চতুষ্টয়ের দৃষ্টিতে একটি দীনি মহৎ কাজ বলে বিবেচিত হয়েছিল।

৩২. (স্বহীহ): তাদের সম্বন্ধে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

" عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي "

১১৬৮. আবু বকর সিদ্দীক এর নেতৃত্বে পবিত্রাত্মা সাহাবায়ে কিরাম কাঠোর সর্তকতা অবলম্বনপূর্বক সর্বসম্মতভাবে কুরআন মাজীদের যে সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন ছিল ভ্রান্তি ও ক্রটির সামান্যতম সম্ভাবনা হতে মুক্ত এবং পবিত্র। বলা নিষ্প্রয়োজন উসমান কর্তৃক ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরিত অনুলিপি আবু বকর সিদ্দীক এর নেতৃত্বে প্রস্তুত সংকলনের হুবহু অনুলিপি। পক্ষান্তরে এতদভিন্ন অন্যান্য সংকলনের ক্রটিমুক্ত হওয়া সন্দেহাতীত ছিল না। ক্রটি বিচ্যুতি থাকা মোটেই বিচিত্র ছিল না। এমতাবস্থায় সেগুলো বিনষ্ট করে দেয়া ছাড়া কুরআন মাজীদকে বিকৃতির হাত হতে পবিত্র রাখার অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা ছিলনা। উসমান এর উপরোক্ত সাহসিকতাপূর্ণ ব্যবস্থার ফলেই কুরআন মাজীদ আজ একমাত্র আসমানী গ্রন্থ যাতে কোনরূপ বিকৃতি নাই।

১১৬৯. বুখারী (পর্বঃ ফাদাইলুল কুরআন; অধ্যায়ঃ কুরআনের গ্রন্থনা) হা/৪৯৮৭, ৪৯৮৮; সূরাহ আহযাবের ২৩ নং আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশা আল্লাহ।

আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তীকালের খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত (রীতি নীতি) কে তোমরা শক্তভাবে ধারণ করবে।[১১৭০] হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছিলেন কুরআনের সঠিক সংকলনের অনুলিপি বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করার অনুপ্রেরণাদাতা। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের যুদ্ধে তিনি ইরাক ও সিরিয়ার অধিবাসীদের সংস্পর্শে এসে জানতে পেরেছিলেন যে, লোকেরা কুরআনের বিভিন্ন বর্ণের উচ্চারণের বিষয়ে বিভিন্ন মতের অনুসারি হয়ে গেছে। এর ফলে তিনি উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বলেছেন, ইয়াহুদী ও নাসারা জাতি তাদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের বিষয়ে যেরূপ মতভেদে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল এই উম্মত কুরআন মাজীদ নিয়ে সেরূপ মতভেদে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই এটিকে রক্ষা করুন। ইয়াহুদী ও নাসারা জাতি তাদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের বিষয়ে এভাবে মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল যে, ইয়াহুদী জাতির হাতে তাওরাত কিতাবের একটি সংকলন রয়েছে এবং সামেরী সম্প্রদায়ের হাতেও তার একটি সংকলন রয়েছে। আর উভয় সম্প্রদায়ের তাওরাতের মধ্যে প্রচুর অমিল দেখতে পাওয়া যায়। এই অমিল শুধু শব্দেরই নয় বরং অর্থেরও বটে। সামেরীদের তাওরাতে হামযা (الهمزة) হা (الهاء) এবং ইয়া (الياء) এই বর্ণ তিনটি দেখতে পাওয়া যায় না, পক্ষান্তরে ইয়াহুদীদের তাওরাতের তা সমুপস্থিত। আবার নাসারা জাতির হাতেও তাওরাত কিতাবের একটি সংকলন রয়েছে। ইয়াহুদী ও সামেরী সম্প্রদায়ের তাওরাত এবং নাসারা জাতির তাওরাতের মধ্যেও মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

. আবার নাসারা জাতির হাতে যে ইনজীল (انجيل) রয়েছে এর সংখ্যা একটি নয় বরং এর সংখ্যা চার চারটি। ক) মার্ক লিখিত ইনজীল খ) লুক লিখিত ইনজীল গ) মথি লিখিত ইনজীল ঘ) যোহন লিখিত ইনজীল। এগুলোর পরস্পরের মধ্যে প্রচুর অমিল পরিলক্ষিত হয়। এ সকল ইনজীলের প্রত্যেকটিই কলেবরে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কেনটি মধ্যম আকারের অক্ষরে চৌদ্দ পাতার কাছাকাছি। কোনটি তার দেড়গুণ এবং কোনটি বা দ্বিগুণ হবে। তাতে ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর জীবন বৃত্তান্ত, তাঁর আচরণাবলী, তাঁর আদেশ নিষেধ এবং তাঁর রচনাবলী রয়েছে। তাতে স্বল্প-সংখ্যক এরূপ বাক্যও রয়েছে যার সম্বন্ধে নাসারা জাতির দাবী এই যে, সেগুলো আল্লাহ তাআলার বাণী। উক্ত ক্রটিগুলোর মধ্যে বড় ক্রটি হচ্ছে তার পরস্পর বিরোধী। তাওরাতের অবস্থাও তথৈবচ। পরিবর্তন-পরিবর্ধন হচ্ছে এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, সায়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আনীত শরীয়াত দ্বারা তাওরাত ইনজীলের শরীআতসহ সকল শরীআতই রহিত হয়ে গেছে। মোট কথা, হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কথা শুনে উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হাফসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বলে পাঠালেন, তিনি যেন তার নিকট রক্ষিত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক সংকলিত কুরআন মাজীদখানা তাকে দেন। তিনি তার অনুলিপি প্রস্তুত করে মূল সংকলনখানা তাকে ফেরত দিবেন। আর তৈরি অনুলিপিসমূহ মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করবেন যাতে লোকেরা কুরআনের (ভ্রান্ত) সংকলনসমূহ ত্যাগ করে ঐ বিশুদ্ধ সংকলন গ্রহণ করতে পারে। হাফসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তা উস্‌মান এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিম্নোক্ত সাহাবীগণকে এর অনুলিপি প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিলেন:

(১) যায়দ বিন সাবিত আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অন্যতম ওহী লেখক ছিলেন।

(২) আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র ইবনুল আওওয়াম আল-কুরায়শী আল-আসদী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তিনি একজন গভীর জ্ঞানসম্পন্ন মহৎ চরিত্রের সাহাবী ছিলেন।

(৩) সাঈদ ইবনুল আস বিন সাঈদ ইবনুল আস বিন উমায়্যাহ আল-কারশী আল-উমাবী। তিনি একজন মহৎ হৃদয় ও দানশীল সাহাবী ছিলেন। সাহাবীদের মধ্যে তার বাচনভঙ্গি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাচনভঙ্গির সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল ছিল।

১১৭০. আবূ দাউদ (পর্ব: সুন্নহ) ৪৬০৭, তিরমিযী ২৩৭৬, ইবনু মাজাহ ৪২। তাহকীকঃ সহীহ।

(৪) আবদুর রহমান ইবনুল হারিস্র বিন হিশাম বিন মুগীরাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উমার বিন মাখযুম আল-কুরায়শী আল-মাখযূমী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। উপরোক্ত স্রাহাবী চতুষ্টয় তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনকালে কোন শব্দের উচ্চারণের বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে এর নিস্পত্তির জন্য তারা উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর শরণাপন্ন হতেন। একবার (التابوت) শব্দটির সঠিক বানান নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। যায়দ বিন স্রাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, শব্দটির সঠিক বানান হবে (التابوه) তিনি তার শেষ বর্ণকে التاء না বলে (الهاء) বলছিলেন। পক্ষান্তরে শেষোক্ত কুরায়শী স্রাহাবীত্রয় বললেন, শব্দটির সঠিক বানান হবে (التابوت) তার ب শেষ বর্ণকে (الهاء) না বলে التاء বলছিলেন। এ বিষয়ে লেখক চতুষ্টয় উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মত জানতে চাইলে তিনি বললেন, তা কুরায়শ গোত্রের বানান অনুযায়ী লিখ। কারণ, কুরআন মাজীদ কুরায়শ গোত্রের ভাষায় নাযিল হয়েছে।

উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-ই কুরআনের সূরাসমূহকে বর্তমান আকারে বিন্যস্ত করেন। তিনি 'দীর্ঘ সপ্তক' (السبع الطوال) অর্থাৎ সূরায়ে বাকারা থেকে সূরায়ে আনফাল পর্যন্ত সাতটি সূরাকে কুরআনের প্রথমভাগে, আর যে সকল সূরার আয়াতের সংখ্যা একশত বা তার কাছাকাছি সেগুলোকে দীর্ঘ সপ্তম এর পর পরই স্থাপন করেন।[১১৭১]

৩৩. (দঈফ): ইমাম ইবনু জারীর, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈসহ একাধিক ইমামের মধ্যমে [আওফ আল-'আরাবী] [ইয়াযীদ আল-ফারিসী] [ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন,

قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي وَإِلَى بَرَاءَةٌ وَهِيَ مِنَ الْمِئِينَ، فَقَرَنْتُم بينها ولم تكتبوا بينها سَطَرَ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ؟ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ السُّوَرُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ، فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ: ضَعُوا هَذِهِ الْآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ فَيَقُولُ: ضَعُوا هَذِهِ الْآيَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا، وَكَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ، وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا، وَحَسِبْتُ أَنَّهَا مِنْهَا وَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطَرَ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" فَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ

আমি উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সূরাহ আনফাল হচ্ছে মাস্রানী (المثاني) শ্রেণিভুক্ত[১১৭২] সুরা। পক্ষান্তরে সুরা তাওবা হচ্ছে আলমিঈন (المئين) একশত বা তার নিকটবর্তীসংখ্যক আয়াতবিশিষ্ট সূরা। তা একটি নয়; বরং দু'টি সূরা। আপনারা কিরূপে সেগুলোকে পরস্পর পাশাপাশি রেখে এবং এদের মধ্যে বিসমিল্লাহ না লিখে দু'টিকে এক করে দিয়ে 'দীর্ঘ সপ্তক' (السبع الطوال) শ্রেণিভুক্ত করেছেন? উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি একটি সুরার অংশবিশেষ অবতীর্ণ হওয়ার পর সুরার সমগ্রটুকু অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই আর এক সুরার অংশবিশেষ অবতীর্ণ হত। তাঁর প্রতি কোন সূরার অংশবিশেষ অবতীর্ণ হলে তিনি ওহীলেখক স্রাহাবীকে ডেকে এনে বলতেন, এ সকল আয়াতকে অমুক সূরার অমুক

১১৭১. সহীহ হাদীস্র সংকলনসমূহে বর্ণিত হাদীস্র দ্বারা প্রমণিত হয় যে, সূরাসমূহের বিন্যাসের বর্তমান রূপ হযরত উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিজস্ব উদ্ভবন নহে বরং হজরত জিবরাঈল (আ) সেগুলোকে ঐরূপেই বিন্যস্ত করে সর্বশেষবারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তিলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন।

১১৭২. আরবী (المثاني) শব্দটি المثنى শব্দের বহুবচন। المثنى শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কখনও কুরআন মাজীদের যে কোন আয়াতকে, আবার কখনও তার শুধু ক্ষুদ্র আয়াতকে المثنى বলা হয়। এতদভিন্ন তার আরও অর্থ রয়েছে। যথাস্থানে তা বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সেই সকল সুরাকে المثنى নাম আখ্যায়িত করা হয়েছে যার আয়াতের সংখ্যা একশতের নীচে। এতদসম্পর্কীয় আরও আলোচনা وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي এ আয়াতে দেখুন।

স্থানে বসাও। সুরা আনফাল হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মদীনার জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরা। পক্ষান্তরে সূরাহ তওবা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মদীনার জীবনের শেষ দিকে অবতীর্ণ সূরা। কিন্তু উভয় সুরাতে বর্ণিত ঘটনাগুলোর মধ্যে মিল রয়েছে। আমার বিশ্বাস ছিল তা দু'টি নয় বরং একটি সূরা। আমরা প্রকৃত অবস্থা জানার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তিকাল করেন। আমার ধারণা অনুযায়ী আমি সে দু'টোকে পাশাপাশি স্থাপন করেছি এবং উভয়ের মধ্যে বিসমিল্লাহ লিখিনি। এভাবে তা এক সুরা হওয়ার ফলে দীর্ঘ সপ্তক (السبع الطوال) শ্রেণীভুক্ত হয়েছে।[১১৭৩]

উপরোক্ত হাদীস্র দ্বারা প্রমাণিত হয় সূরাসমূহের আয়াতের বিন্যাস নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক (আল্লাহর নির্দেশমত) সম্পন্ন হয়েছিল। পক্ষান্তরে সূরাসমূহের বিন্যাস উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক সম্পদিত হয়েছিল। সূরাসমূহের আয়াত নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক বিন্যস্ত হয়েছে বলেই কোন সূরার আয়াতসমূহের অবস্থান পরিবর্তন করে তিলাওয়াত করা অবৈধ। পক্ষান্তরে, পরবর্তী সূরাহ পূর্বে তিলাওয়াত করে পূর্ববর্তী সূরাহ পরে তিলাওয়াত করা অবৈধ নয়। তবে উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যেরূপ তা বিন্যস্ত করেছেন, তার অনুসরণে সেগুলোকে সেরূপে স্থাপন করে তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। আর কোন সূরার তিলাওয়াত শেষ করার পর তার অব্যবহিত পরবর্তী সূরাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন সূরাহ তিলাওয়াত করায় কোন দোষ নেই। তবে, এরূপ না করে তার অব্যবহিত পরবর্তী সূরাহ তিলাওয়াত করাই উত্তম।

৩৪.

كَمَا قَرَأَ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فِي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين وتارة بسبح وهل أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، فَإِنْ فَرَّقَ جَازَ،

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনও জুমুআর নামাযের প্রথম রাকআতে সূরাহ জুমুআহ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরাহ মুনাফিকূন; আবার কখনও প্রথম রাকআতে সূরাহ 'আলা ও এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরাহ গাশিয়াহ তিলাওয়াত করতেন। যদি কেউ এগুলো ছাড়া অন্য সূরাহ পড়ে তবে তা বৈধ।

৩৫. (সহীহ): পক্ষান্তরে

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم قرأ في العيد بقاف واقتربت السَّاعَةُ،

তিনি ঈদের নামাযের প্রথম রাকআতে সূরাহ ক্বাফ এবং দ্বিতীয় রাকআতে (তার অব্যবহিত পরবর্তী সূরাহ আয যারিয়াত-এর পরিবর্তে) সূরাহ কামার তিলাওয়াত করতেন।[১১৭৪] আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে ইমাম মুসলিম উপরোক্ত হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।

৩৬. (সহীহ): বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত রয়েছে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الم السجدة، وهل أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমুআর দিনে ফজরের নামাযের প্রথম রাকআতে সূরাহ আলিফ লাম মীম আস-সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরাহ দাহর তিলাওয়াত করতেন। কোন সূরাহ তিলাওয়াত করে তার পূর্ববর্তী অন্য কোন সূরাহ তিলাওয়াত করায়ও কোন দোষ নেই।[১১৭৫]

৩৭. (সহীহ): হুযায়ফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত রয়েছে,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم قَرَأَ الْبَقَرَةَ ثُمَّ النِّسَاءَ ثُمَّ آلَ عِمْرَانَ

১১৭৩. তাবারী ১/১০২, আবূ দাউদ ৭৮৬, তিরমিযী ৩০৮৬, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৮০০৭। তাহকীকঃ দঈফ।
১১৭৪. মুসলিম (পর্বঃ দুই ঈদের সালাত) ৮৯১।

১১৭৫. বুখারী (পর্বঃ জুমুআহ, অধ্যায়ঃ জুমুআর দিন ফজরের সালাতে যা পড়বে) হা/৮৯১, মুসলিম ৮৮০।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথমে সূরাহ বাকারা, তাৎপর সূরায়ে নিসা এবং তৎপর সূরায়ে আলে ইমরান তিলাওয়াত করেছেন। ইমাম মুসলিম উপরোক্ত হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ফজরের নামাযের প্রথম রাকআতে সূরাহ নাহল এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরাহ ইউসুফ তিলাওয়াত করেছেন।[১১৭৬]

কুরআন মাজীদের অনুলিপি প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মূল সংকলনখানা হাফস্রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা), এর নিকট ফিরিয়ে দিলেন। সেটি তারই নিকট সংরক্ষিত রইল। একদা মারওয়ান বিন হাকাম তার নিকট সেটি চেয়ে সংবাদ পাঠালে তিনি সেটি তাকে দিতে অসম্মতি জানালেন। এভাবে তার মৃত্যু পর্যন্ত সেটি তার নিকট রক্ষিত রইল। তার মৃত্যুর পর সেটি তদীয় ভ্রাতা আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট রক্ষিত রইল। আমীর মারওয়ান সেটি তার নিকট হতে নিয়ে এই ভয়ে পুড়িয়ে ফেললেন যে, সেখানে উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক প্রস্তুত অনুলিপির সাথে সামঞ্জস্যবিহীন কোন কিছু লিপিবদ্ধ থাকতে পারে।

উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একটি অনুলিপি মাক্কা শরীফে, একটি অনুলিপি বসরা নগরীতে, একটি অনুলিপি কূফা নগরীতে, একটি অনুলিপি সিরিয়া প্রদেশে, একটি অনুলিপি ইয়ামান প্রদেশে ও একটি অনুলিপি বাহরাইনে প্রেরণ করলেন এবং একটি অনুলিপি মদীনায় রেখে দিলেন। আবূ হাতিম আস-সাজিস্তানী হতে আবূ বাকর বিন আবী দাউদ উপরোক্ত রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। ইমাম কুরতুবী অবশ্য বলেছেন, উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মাত্র চারখানা অনুলিপি বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেছেন। কিন্তু তার এই অভিমত সমর্থিত নয়। জন সাধারণের নিকট কুরআন মাজীদের অন্যান্য যে (অসম্পূর্ণ বা সম্পূর্ণ) সংকলন রক্ষিত ছিল, উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তা পুড়িয়ে ফেলতে নির্দেশ দিলেন- যাতে কুরআন মাজীদের কিরাআত ও তার শব্দের উচ্চারণে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ দেখা না দেয়। তার সময়ের সকল স্রাহাবী এ কাজে তাকে সমর্থন করেছিলেন। যারা একত্রিত হয়ে তাঁকে হত্যা করেছিল, কেবলমাত্র তারাই এ কাজের বিরোধিতা করেছিল। আল্লাহ তাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন। বিরোধীগণ উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর যে সকল কার্যের বিরূপ সমলোচনা করেছিল, এটি ছিল সেগুলোর অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে তাদের সমালোচনা ছিল অযৌক্তিক, অমূলক ও ভিত্তিহীন। শীর্ষস্থানীয় স্রাহাবীগণ ও তাবেঈগণ সকলেই উক্ত কার্যে তার প্রতি সমর্থন প্রদান করেছিলেন।

«আবূ দাউদ আত তায়ালাসী, ইবনু মাহদী ও গুনদার × বলেন, শু'বাহ × আলকামাহ বিন মারস্রাদ × জনৈক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম বা অজ্ঞাতনামা) × সুওয়ায়দ বিন গাফলাহ» বলেন, উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন কুরআন মাজীদের মূল সংকলন ও তার অনুলিপি ছাড়া সকল পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেললেন, তখন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মন্তব্য করলেন, উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেটি না করলে আমিই তা করতাম।

আবূ বাকর বিন আবী দাউদ বলেন, «আহমাদ বিন সিনান × আবদুর রহমান × শু'বাহ × আবূ ইসহাক × মুস্রআব বিন সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস» বলেন, উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন কুরআনের অনির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলেন তখন আমি বিপুলসংখ্যক লোককে সমবেত হতে দেখেছি। ঐ কাজ তাদেরকে বিস্মিত করেছিল। অথবা তাদের কেউই উক্ত কাজের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেনি। উক্ত রিওয়ায়াতের সনদ স্রহীহ। অনুরূপভাবে আবূ বাকর বিন আবী দাউদ আরও বলেন, «ইসহাক বিন ইবরাহীম আস সাওয়াফ × ইয়াহইয়া বিন কাস্রীর × স্রাবিত বিন উমারাহ আল-হানাফী × বলেন, আমি গুনায়ম বিন কায়স আল-মাযিনী» কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, قرأت القران على الحرفين جميعا আমি কুরআন মাজীদকে উভয়বিধ উচ্চারণেই তিলাওয়াত করেছি। উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যদি কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত না করতেন

১১৭৬. মুসলিম ৭৭২।

তাহলে এক দুঃখজনক অবস্থা দেখা দিত। আল্লাহর কসম! এরূপ চিন্তাও আমাকে দুঃখ দেয়। প্রত্যেক মুসলিমেরই সন্তান থাকে। প্রতিদিন সকাল বেলায় তার সন্তান কুরআন মাজীদকে নিজের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সাথে স্বীয় সঙ্গী হিসেবে দেখতে পায়। রাবী বলেন, আমরা (গুনায়েমকে) বললাম, ওহে আবুল আম্বার! এমনটি কেন বলছেন? তিনি বলেন, উস্মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যদি কুরআন মাজীদ সংকলন করে তা হিফাজত করার ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে লোকেরা কবিতা পাঠ করত।

◇[ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান]X[মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ]X[ইমরান বিন হুদায়র]X[আবূ মিজলায]◇ বলেন, উস্মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যদি কুরআন মাজীদ সংকলনের ব্যবস্থা না করতেন তাহলে লোকেদেরকে কবিতা পাঠ করতে দেখা যেত। আহমাদ বিন সিনান বলেন, আমি ইবনু মাহদীকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, উস্মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এরূপ দু'টি মহৎ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। এমনকি আবূ বকর স্বিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং উমার ফারূক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও যার অধিকারী ছিলেন না। এক. তিনি অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছেন অথচ শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেননি। দুই. তিনি বিশ্ববাসীর জন্য নির্ভুল কুরআন মাজীদ পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

পক্ষান্তরে ◇[ইসরাঈল]X[আবূ ইসহাক]X[হুমায়দ বিন মালিক]◇ যখন উস্মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কুরআনের মূল সংকলন ও তার অনুলিপি ভিন্ন অন্য সমুদয় পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন তখন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি (জনসাধারণকে) উপদেশ দিলেন, তোমাদের কেউ কুরআনের কোন সংকলন গোপন করে রেখে দিতে পারলে সে যেন তা রেখে দেয়। কেউ এরূপ যা রেখে দিতে পারবে কিয়ামতের দিনে তা নিয়ে সে আল্লাহর তাআলার সম্মুখে উপস্থিত হবে।

৩৮. আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন,

"لَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةً"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র মুখ থেকে আমি সত্তরটি সুরা শিখেছি। যায়দ বিন স্বাবিত তখন বালক ছিল। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র মুখ হতে যা শিখেছি তা আমি ত্যাগ করব?[১১৭৭]

৩৯. (স্বহীহ): আবূ বাকর বলেন, ◇[আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন নু'মান]X[সাঈদ বিন সুলায়মান]X[আবূ শিহাব]X[আল-আ'মাশ]X[আবূ ওয়াইল]◇ বলেন,

خَطَبَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آلِ عِمْرَانَ: ١٦١] ، غُلُّوا مَصَاحِفَكُمْ، وَكَيْفَ تَأْمُرُونِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَى قِرَاءَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَيَأْتِي مَعَ الْغِلْمَانِ لَهُ ذُؤَابَتَانِ، وَاللهِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ فِي أَيِّ شَيْءٍ نَزَلَ، وَمَا أَحَدٌ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنِّي، وَمَا أَنَا بِخَيْرِكُمْ، وَلَوْ أَعْلَمُ مَكَانًا تَبْلُغُهُ الْإِبِلُ أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللهِ مِنِّي لَأَتَيْتُهُ. قَالَ أَبُو وَائِلٍ: فَلَمَّا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ جَلَسْتُ فِي الْحِلَقِ، فَمَا أَحَدٌ يُنْكِرُ مَا قَالَ

একদা ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মিম্বারে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। তিনি বলেন,

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

"যে ব্যক্তি খিয়ানাত করবে, সে খিয়ানাতকৃত বস্তুসহ ক্বিয়ামাতের দিন উপস্থিত হবে"।[১১৭৮]

তোমরা তোমাদের নিকট রক্ষিত কুরআনের সংকলনকে গোপনে হিফাজত করে রেখে দাও। তোমরা আমাকে কিরূপে যায়দ বিন স্বাবিতের কিরাআত অনুযায়ী কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে বলো? অথচ

১১৭৭. তিরমিযী (পর্ব: কুরআনের তাফসীর) হা/৩১০৪, তাফসীরে কুরতুবী ১/৮৮, মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ৯/৭৪।

১১৭৮. সূরাহ আলে ইমরান, ৩ঃ ১৬১।

আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র মুখে সত্তরের কিছু অধিক সুরা শিখেছি। সেই সময়ে যায়দ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছিল বালক মাত্র। সে বালকদের সাথে আসত। তার মাথার সামনের দিকে দু' গোছা চুল ছিল। কুরআনের প্রতিটি আয়াতের শানে নুযুল সম্বন্ধে আমিই অধিকতর ওয়াকিফহাল । আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে আমার চেয়ে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী আর কেউ নেই। তবে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। আমি যদি জানতে পারি যেখানে যানবাহন হিসেবে ব্যবহার্য উট পৌঁছতে পারে সেরূপ কোন স্থানে আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে আমার চেয়ে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী কোন ব্যক্তি রয়েছে তবে আমি তার নিকট গমন করব। অতঃপর আবু ওয়ায়েল বলেন, ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মিম্বার থেকে নামার পর আমি জনতার মধ্যে বসে পড়লাম। দেখলাম ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যা বললেন, কেউই তার বিরোধিতা করল না।[১১৭৯] উপরোক্ত বর্ণনাটি বুখারী এবং মুসলিমেও বর্ণিত রয়েছে। তাতে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উক্তি এরূপে বর্ণিত হয়েছে- আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীগণ জানেন আমি আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে তাদের মধ্যে অধিকতর জ্ঞানের অন্যতম অধিকারী।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আবূ ওয়াইলের মন্তব্য "কেউই ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বক্তব্যের বিরোধিতা করল না"– এর তাৎপর্য হচ্ছে: ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কুরআন মাজীদ সম্পর্কিত স্বীয় জ্ঞান ও ফযীলত সম্বন্ধে যা বললেন, কেউই তার বিরেধিতা করল না। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। পক্ষান্তরে অনেকেই কুরআনের সংকলন লুকিয়ে রাখার পরামর্শের বিরোধিতা করেছিল। আ'মাশ বলেন, ইবরাহীম- তিনি আলকামাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, একবার আমি সিরিয়ায় আসলে সেখানে আবুদ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে বলেন, আমরা আবদুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) কে একজন ভীরু ব্যক্তি মনে করতাম। তার কী হল যে তিনি আমীরের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগলেন?

৪০. আবূ বকর বিন আবী দাউদ স্বীয় পুস্তকের একটি পরিচ্ছেদকে অবশেষে "উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক কুরআন মাজীদ সংকলনের প্রতি ইবনু মাসউদের সমর্থন জ্ঞাপন" এই শিরোনাম দিয়েছেন। তাতে তিনি বর্ণনা করেন, ৹[আবদুল্লাহ বিন সাঈদ ও মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-আজালী][আবূ উসামাহ][যুহায়র][আল-ওয়ালীদ বিন কায়স][উসমান বিন হাসসান আল-আমিরী][ফুলফুলাহ আল-জু'ফী]৹ বর্ণনা করেছেন,

فَزِعْتُ فِيمَنْ فزع إلى عبد الله في الْمَصَاحِفِ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّا لَمْ نَأْتِكَ زَائِرِينَ، وَلَكِنَّا جِئْنَا حِينَ رَاعَنَا هَذَا الْخَبَرُ، فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّكُمْ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ، عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ -أَوْ حُرُوفٍ-وَإِنَّ الْكِتَابَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَنْزِلُ -أَوْ نَزَلَ-مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ

একবার কুরআনের অনুলিপিসমুহের (প্রস্তুতকরণের) বিষয়ে শংকিত হয়ে আমরা কিছু সংখ্যক লোক আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কাছে গেলাম। আমাদের মধ্য থেকে একজন তাকে বলল, আমরা আপনার নিকট সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য বরং (কুরআন মাজীদ সম্পর্কিত) এ সংবাদে শংকিত হয়েই আপনার কাছে এসেছি। এতে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নিশ্চয় সাত প্রকার বিষয়ে সাতটি উচ্চারণে তোমাদের নবীর প্রতি কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ একটি মাত্র বিষয়ে ও একটি মাত্র উচ্চারণে অবতীর্ণ হত।[১১৮০] **আমি** (ইবনু কাসীর) **বলি,** ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উপরোক্ত মন্তব্য দ্বারা আবূ বকর বিন দাউদের অনুমতি, ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর স্বীয় পূর্ব অভিমত প্রত্যাহার করা এবং উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কাজের প্রতি সমর্থন করা প্রমাণিত হয় না। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

১১৭৯. আল-মাসাহিফ ১৫-১৬, বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন: অধ্যায়: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীদের কিরাআত) হা/৫০০০।

১১৮০. আল-মাসাহিফ, ২৫ পৃ. মাজমা' আয যাওয়াইদ ১১৫৮১, সিলসিলাহ সহীহাহ ২/১৩৪, ।

আবূ বাকর আরও বলেন, [আমার চাচা] [আবু রাজা'] [ইসরাঈল] [আবূ ইসহাক] [মুসআব বিন সা'দ] বলেন, একদা উসমান মিম্বারে দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের নবী তের বৎসর পূর্বে তোমাদের প্রতি দায়িত্ব সঁপে দিয়ে তোমাদেরকে ছেড়ে গেছেন। আজ তোমরা কুরআন মাজীদ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছ। তোমরা কুরআন মাজীদের জন্য বিভিন্ন কিরাআত উদ্ভাবন করে বলে থাক, এটি উবাই বিন কা'ব এর কিরাআত; এটি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ এর কিরাআত ইত্যাদি। তোমাদের একজন অন্যজনকে বলে থাকে, 'আল্লাহর কসম! তোমার কিরাআত (জনগণের নিকট) টিকবে না।' আমি তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, যার নিকট কুরআন মাজীদের যা কিছু আছে, সে যেন তা নিয়ে উপস্থিত হয়। তার কথায় লোকেরা (কুরআন মাজীদের আয়াত সম্বলিত) পত্র ও পশুচর্ম নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হল। তিনি তাদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে ডেকে ডেকে আল্লাহ কসম দিয়ে বলতে লাগলেন, তুমি কি এটি রাসূলুল্লাহ এর পবিত্র মুখ থেকে শুনেছ? প্রত্যেকে বলল: হ্যাঁ।

অতঃপর উসমান লোকেদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, লিখনকার্যে জনগণের মধ্যে দক্ষতম ব্যক্তি কে? লোকেরা বলল, রাসূলুল্লাহ এর লেখক যায়দ বিন সাবিত। তিনি বললেন, বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণে লোকেদের মধ্যে কে অধিকতম দক্ষ? লোকেরা বলল, সাঈদ ইবনুল আস। তিনি বললেন, সাঈদ ইবনুল আস কুরআন মাজীদের উচ্চারণ বলে দিবে এবং যায়দ বিন সাবিত তা লিপিবদ্ধ করবে। উসমান এর নির্দেশ অনুসারে যায়দ বিন সাবিত কুরআন মাজীদের কয়েকখানা অনুলিপি প্রস্তুত করলেন। উসমান তা লোকেদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। রাবী বলেন, আমি কোন কোন সাহাবীকে বলতে শুনেছি যে, কুরআন মাজীদের অনুলিপি প্রস্তুত করে উসমান একটি মহৎ কাজ করেছেন। উক্ত রেওয়ায়াতের সানাদ সহীহ।

তিনি আরও বলেন, [ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন যায়দ] [আবূ বাকর] [হিশাম বিন হাসসান] [মুহাম্মাদ বিন সিরীন] [কাসীর বিন আফলাহ] বলেন, উসমান যখন কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তিনি এ জন্য কুরায়শ ও আনসারের মধ্য থেকে বারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে একত্রিত করলেন। তাদের মধ্যে উবাই বিন কা'ব এবং যায়দ বিন সাবিত ও ছিলেন। তারা উমার এর বাড়িতে রক্ষিত কুরআনের মুল সংকলনখানা (الربعة) আনালেন। উসমান তাদের কার্য দেখাশুনা করতেন। কোন বিষয়ে তাদের মধ্যে মত পার্থক্য হলে তারা অনুলিখন বন্ধ রাখতেন। রাবী মুহাম্মাদ বিন সীরীন বলেন, আমি আমার উর্ধ্বতন রাবী কাসীর বিন আলফাহর নিকট জিজ্ঞেস করলাম তারা এরূপ বিষয়ের লিখন কেন বন্ধ রাখতেন তা কি বলতে পারেন? কাসীর বিন আফলাহ ছিলেন একজন সুলেখক ব্যক্তি। তিনি না সূচক উত্তর দিলেন। রাবী মুহাম্মদ বিন সীরীন বলেন, আমি ধারণা করলাম তারা বিতর্কিত বিষয়ের লিখনকার্য বন্ধ রাখতেন, রাসূলুল্লাহ কর্তৃক জিবরাঈল এর সম্মুখে কুরআনের সর্বশেষে তিলাওয়াত সম্বন্ধে যারা সর্বাধিক ওয়াকেফহাল তাদের নিকট থেকে সঠিক তথ্য আয়াত বা উচ্চারণ জেনে নিয়ে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য। এ বর্ণনাটির সনদ সহীহ।

আমি (ইবনু কাসীর) **বলছি,** উপরোক্ত রিওয়ায়াত মূল আরবীতে যে (الربعة) শব্দ উল্লেখিত হয়েছে তার অর্থ 'সংকলিত বিষয়সমূহ'। উক্ত বিক্ষিপ্ত সংকলনখানা হাফসাহ এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। একত্রিত গ্রন্থাকারে তার অনুলিপি প্রস্তুত করার পর উসমান তা হাফসাহ -কে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। জনগণের নিকট প্রাপ্ত অনির্ভরযোগ্য সংকলনসমূহ পুড়িয়ে ফেললেও তিনি তা পোড়াননি। কারণ সেটিকেই অবিকলভাবে পুনঃলিপিবদ্ধ করেছেন। তবে তা ছিল অবিন্যস্ত। তিনি সুবিন্যস্ত আকারে তার অনুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন। মূল সংকলনখানা পুড়িয়ে না ফেলার কারণ এই যে, তা হাফসাহ

(রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে ফেরত দেয়ার ওয়াদা করেই উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তা তার নিকট থেকে আনিয়েছিলেন। হাফসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত সেটি তাঁরই নিকট রক্ষিত ছিল। তার ইন্তিকালের পর মারওয়ান ইবনুল হাকাম তা নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেন। জনসাধারণের নিকট প্রাপ্ত অনির্ভরযোগ্য সংকলনসমূহ পুড়িয়ে ফেলার পক্ষে উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন এ ক্ষেত্রে মারওয়ানও তাই করেছিলেন।

যেমনটি আবূ বাকর বিন আবী দাউদ বর্ণনা করেছেন, ❮মুহাম্মাদ বিন আওফ⟩আবুল ইয়ামান⟩শুআয়ব⟩আয যুহরী⟩সালিম বিন আবদুল্লাহ❯ বর্ণনা করেন। মারওয়ান ইবনুল হাকাম হাফসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর জীবদ্দশায় তার নিকট রক্ষিত কুরআনের সংকলনখানা চেয়ে পাঠিয়ে ব্যর্থ হন। হাফসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ইন্তিকালের পর তিনি তা অলঙ্ঘনীয় আদেশক্রমে আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট থেকে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তা ছিঁড়ে বিনষ্ট করে দেন। স্বীয় কাজের পক্ষে মারওয়ান যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেন, আমি তা এজন্য করেছি যে এর অনুলিপি প্রস্তুত করে সংরক্ষণ করা হয়েছে । তা বিনষ্ট হলেও কুরআন মাজীদ বিনষ্ট হওয়ার কোন আশংকা নেই। পক্ষান্তরে তা রেখে দিলে ভবিষ্যতে কোন সন্দেহপরায়ণ ব্যক্তি বলতে পারে যে, তাতে লিপিবদ্ধ অংশবিশেষ তার অনুলিপিতে বাদ পড়ে গেছে। উক্ত রিওয়ায়াতের সনদ স্বহীহ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, খারিজার পিতা থেকে ধরাবাহিকভাবে খারিজা ও যুহরী কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াত বিশেষত গ্রহণযোগ্য নয়। উক্ত রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর স্মরণে আসল যে, সূরাহ আহযাবের مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ এ আয়াতটি সংকলনে বাদ পড়ে গেছে। অতঃপর অনুলিপি প্রস্তুত করার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ তা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করলেন। আসলে ঘটনাটি উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর আমলে নয় বরং আবূ বকর স্বিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর আমলে ঘটেছিল। যেমনটি অন্য রেওয়ায়াতে ❮যুহরী⟩উবায়দ ইবনুস সাব্বাক⟩যায়দ বিন স্বাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ এর সূত্রে তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমোক্ত রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার প্রমাণ এই যে, তাতেই বর্ণিত হয়েছে আমরা (অনুলিপি প্রস্তুতকারকগণ) তা উক্ত সূরায় লিপিবদ্ধ করলাম। অথচ তা উস্‌মান কর্তৃক সৃষ্ট নকল হাশিয়া বা টীকায় নয় বরং মূল অংশেই লেখা রয়েছে। কুরআনের সংকলন ছিল একটি মহা মর্যাদাপূর্ণ কীর্তি। আবু বকর স্বিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ঐ মহৎ কীর্তির প্রথম পর্যায় সম্পন্ন করেন। উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কুরআনের বিশুদ্ধ সংকলন প্রস্তুত করেন। পক্ষান্তরে উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার মজবুত ও স্থায়ী অনুলিপি তৈরি করে অন্যান্য অনির্ভরযোগ্য সংকলনসমূহ বিনষ্ট করে দিয়ে একমাত্র বিশুদ্ধ সংকলনসমূহ বিশ্বে প্রচার করেন। এভাবে তিনি শুদ্ধ উচ্চারণ কুরআন মাজীদকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জিবরাঈল (আ) নাবী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে রমাযান মাসের শেষ দিকে তাঁর জীবনের সর্বশেষ বার কুরআন মাজীদকে দু'বার শুনিয়েছিলেন। অন্যবার তিনি কুরআন একবার করে শুনাতেন।

৪১. (স্বহীহ): তাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কারণ সম্পর্কে ফাতিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলছিলেন- "وَمَا أَرَى ذٰلِكَ إِلَّا لِاقْتِرَابِ أَجَلِيْ" আমার মনে হয় আমার মৃত্যু অত্যাসন্ন।[১১৮১] বুখারী ও মুসলিমে উপরোক্ত রিওয়াতটি বর্ণিত আছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পর আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সংকল্প করলেন যে, কুরআন মাজীদ যে তারতীব ও পরম্পরায় নাযিল হয়েছে তাকে সেই তারতীব ও পরম্পরায় সংকলিত করবেন। এ প্রসঙ্গে ইবনু আবী দাউদ বলেন, ❮মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-আহমাসী⟩ইবনু ফুযায়লইল⟩আশআস⟩মুহাম্মাদ বিন সীরীন❯ বর্ণনা করেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইনতিকালের পর আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) শপথ করলেন যে, তিনি যতদিন

১১৮১. ইমাম বুখারী ফাযাইলুল কুরআনে তা'লীক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বুখারী ৬২৮৫, ৬২৮৬, মুসলিম ২৪৫০। এই কিতাবের ৭৮ নং হাদীসে অতিশিঘ্রই বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশা আল্লাহ।

কুরআন মাজীদকে একখানা সংকলিত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না করবেন ততদিন জুমুআর নামায আদায় করার সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে গায়ে চাদর ব্যবহার করবেন না। শপথ অনুযায়ী তিনি একসময় কুরআনের সংকলন প্রস্তুত করলেন। এতে আবূ বকর স্বিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কিছুদিন পর তাকে বলে পাঠালেন, ওহে আবুল হাসান! আপনি কি আমার নেতৃত্বকে অপছন্দ করেন। তিনি এসে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আপনার নেতৃত্বকে অপছন্দ করি না। কিন্তু আমি শপথ করেছিলাম কুরআনের সংকলন প্রস্তুত না করে জুমুআর নামায আদায় করার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে গায়ে চাদর ব্যবহার করব না। অতঃপর তিনি আবূ বকর স্বিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)এর হাতে বায়আত করে ফিরে আসলেন। উক্ত রিওয়ায়াতটি 'ইনকিতা' অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন। অতঃপর তিনি বলেন, উপরোক্ত রিওয়ায়াতের অন্যতম রাবী আশআস ব্যতীত অন্য কেউ এটি বর্ণনা করেনি। অথচ তিনি একজন মিথ্যাবাদী। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কুরআনের সংকলন লিপিবদ্ধ করেছেন। অন্যান্য রাবী বর্ণনা করেছেন, حتى أجمع القران অর্থাৎ যতদিন আমি কুরআন মাজীদ হেফয করতে না পারব ততদিন......। যেমন বলা হয়ে থাকে قد جمع فلان القران অমুক ব্যক্তি কুরআন মাজীদ কণ্ঠস্থ করেছে।

আমি (ইবনু কাছীর) **বলছি,** আবু বকর বিন আবী দাউদের কোন সংকলন বা অন্য কোন গ্রন্থ পাওয়া যায়. না। তবে উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক প্রস্তুত কুরআনের সংকলনের অবিকল অনুকরণে লিখিত এমন কতগুলো অনুলিপি পাওয়া যায় যেগুলো সম্বন্ধে কথিত আছে যে, সেগুলো আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) লিখেছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। কারণ, এর কোন কোনটিতে লিখিত রয়েছে: كتبه علي بن أبي طالب (এটা আলী বিন আবী তালিব লিখেছেন)[১১৮২] উক্ত বাক্যটি আরবী ব্যাকরণের দিক দিয়ে ভুল। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দ্বারা এমন ভুল হতে পারে না। কারণ, তিনি ছিলেন আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদগাতা। আসওয়াদ বিন আমর আদ দুওয়ায়লী তার নিকট থেকে ব্যাকরণ সম্পর্কিত যা বর্ণনা করেছেন। তা থেকে তা প্রমাণিত হয়। তিনি আরবী শব্দ كلمة কে اسم – فعل ও حرف এই তিন প্রকারে বিভক্ত করেছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে উদ্ভাবিত এবং আবূল আসওয়াদ থেকে বিস্তৃত হয়েছে। গবেষকগণ পরবর্তীকালে তার সুবিস্তৃত রূপ দান করেছেন। এমন আরবী ব্যাকরণ একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে প্রস্তুত কুরআনের অনুলিপিসমূহের মধ্যে দামেশকের জামে' মসজিদের প্রাচির পরিবেষ্টিত কক্ষের পূর্ব অংশে সংরক্ষিত অনুলিপিটি হচ্ছে অধিকতর বিখ্যাত। উক্ত কক্ষটিতে আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন নাম অংকিত রয়েছে। ঐ অনুলিপিটি পূর্বে 'তবরিয়্যাহ' (طبرية) শহরে সংরক্ষিত ছিল। পাঁচশ আঠার হিজরী সনে তা দামেশকে স্থানান্তরিত হয়। আমার সেটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তার কলেবর বিশাল। সম্ভবত উটের চামড়ার। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। তা মহিমান্বিত মহা সম্মানিত প্রিয় কিতাব। আল্লাহ তাআলা সেটির সম্মান তা'জীম ও 'ইযয্‌ত বাড়িয়ে দিলেন। উস্‌মানী কুরআনের কপিগুলোর কোনটিই উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিজ হাতে লেখা নয়। সেগুলো য্বায়দ বিন স্বাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রমুখ লেখকদের দিয়ে তাঁর খিলাফতকালে লিখিত। যেহেতু উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় তা হয়েছিল তাই সেগুলোকে উস্‌মানী মাসাহিফ বলা হয়। অবশ্য উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সম্মুখে সেগুলো পড়ে স্বাহাবীগণকে শুনানো হয়েছিল। এভাবে স্বাহাবীদের সর্বসম্মত রায়ে নির্ভরযোগ্য ঘোষিত হবার পর তা মুসলিম রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়।

১১৮২. উক্ত ভ্রান্ত বাক্যটি দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, তার লেখক কোন অনারব ব্যক্তি। সম্ভবত কোন পারসিক অমুসলিম কর্তৃক উক্ত বাক্যটি লিখিত হয়েছে। পরবর্তী একটি টীকায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আবূ বাকর বিন আবী দাউদ বলেন, {আলী বিন হারব আত তাঈ } কুরায়শ বিন আনাস } সুলায়মান আত তায়মী } আবূ নাদরাহ } আবূ উসায়দ এর মাওলা আবূ সাঈদ} বলেন, মিস্‌রীয় বিদ্রোহীগণ উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ঘরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম তাঁর হাতে তলোয়ারের আক্রমণ করল। ফলে হাতটি ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ **"সে অবস্থায় তোমার জন্য তাদের অনিষ্ট হতে বাঁচার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা"**[১১৮৩] এ আয়াতের উপর পতিত হলে তিনি নিজের হাত টেনে নিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! এই হাত সর্বপ্রথমে কুরআন লিপিবদ্ধ করেছে। আবূ বাকর বিন আবী দাউদ বলেন, {আবূ তাহির } ইবনু ওয়াহাব} বলেন, আমি উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মুস্‌হাফ সম্পর্কে ইমাম মালিক (আলায়হিস সালাম) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তা বিনষ্ট হয়ে গেছে। উস্‌মানী কুরআন বলতে প্রশ্নকারী ইবনু ওয়াহব বলেন, উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিজের হাতে লেখা কুরআন অথবা মদীনায় রক্ষিত কুরআনের অনুলিপিটিকে বুঝিয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

আরবী লিখন পঠন পদ্ধতি

আমি (ইবনু কাস্রীর) **বলব:** জাহেলী যুগে আরবদেশে লেখাপড়ার প্রচলন একেবারেই কম ছিল। হিশাম বিন মুহাম্মদ ইবনুস সাইব আল-কালবীপ্রমুখ ইতিহাসবিদগণের বর্ণনায় জানা যায়, অন্ধকার যুগে উকায়দির দাওমাহ নামে এক ব্যক্তির ভাই বিশর বিন আবদুল মালিক আল-আম্বার সে শহর থেকে আরবী ভাষার লেখাপড়া শিখে মাক্কায় ফিরে আসে। অতঃপর সে আবূ সুফইয়ান স্বখর বিন হারব বিন উমাইয়ার বোন স্বহবা' বিনতে হারবকে বিয়ে করে। এই সূত্র ধরে সে তার শ্বশুর হারব বিন উমাইয়া এবং শ্যালক সুফইয়ানকে লেখা ও পড়া শিক্ষা দেয়। অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হারব বিন উমায়্যার এবং মুআবিয়া বিন আবু সুফয়ান স্বীয় চাচা সুফইয়ান বিন হারবের নিকট থেকে এর শিক্ষা লাভ করেন। কেউ কেউ বলেন, বাক্কা নামক জনপদের অধিবাসী 'তায়' গোত্রীয় একদল লোক আম্বার শহর থেকে সর্বপ্রথম আরবী ভাষার লেখা পড়া শিখে আসে। তারা একে আরো উন্নত রূপ দিয়ে আরব উপদ্বীপে প্রচার করে। এভাবে আরবী লেখা পড়া সমগ্র আরবদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

আবূ বাকর বিন আবী দাউদ বলেন, {আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আয যুহরী } সুফইয়ান } মুজাহিদ } আশ শা'বী} বলেন, একবার আমরা মুহাজির স্বাহাবীদের নিকট জিজ্ঞেস করলাম– আপনারা কোথা থেকে আরবী ভাষার লেখা-পড়া শিখলেন? তারা বললেন, আহলে হীরাহদের নিকট থেকে। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম আপনারা কোথা থেকে আরবী ভাষার লেখা-পড়া শিখলেন? তারা বললেন, আম্বার দেশের অধিবাসীদের কাছ হতে।

পুরাকালে আরবী লিখন পদ্ধতি প্রধানত কুফাকেন্দ্রিক ছিল। আবূ আলী বিন মাকাল্লাহ আল-উযীর[১১৮৪] একে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছান। তিনি আরবী লেখার একটি উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। অতঃপর আলী বিন হিলাল বাগদাদী ওরফে ইবনু বাওয়াব এর উন্নয়নে এগিয়ে আসেন। জনগণ এ বিষয়ে তাকে অনুসরণ করে চলে। তার উদ্ভাবিত পদ্ধতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমি (ইবনু কাস্রীর) বুঝাতে চাচ্ছি যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুরআন সংকলিত হওয়ার সময় যেহেতু আরবী ভাষার লিখন পদ্ধতি উন্নত ও সুস্পষ্ট রূপলাভ করেনি, তাই এটি সংকলনের সময় এর আয়াতগুলোর

১১৮৩. সূরাহ বাকারা, ২ঃ ১৩৭।

১১৮৪. তার নাম : আল-উযীর আবূ আলী মুহাম্মাদ বিন আলী ইবনুল হুসায়ন বিন মাকাল্লাহ তিনি আশ শু'আরাহ গোত্রে ছিলেন। তিনি ৩২৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

বিষয়ে নয় বরং এর সম্পর্কে শব্দসমূহের লিখন পদ্ধতির বিষয়ে লেখকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। এ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ইমাম আবূ উবায়দ কাসিম বিন সাল্লাম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার পুস্তক "ফাদাইলুল কুরআন" এ এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোকপাত করেছেন। হাফিয আবূ বকর বিন আবী দাউদ স্বীয় গ্রন্থে একে গুরুত্বারোপ করে আলোচনা করেছেন। তারা উভয়ে নিজ নিজ গ্রন্থে একটি পৃথক পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কুরআনের লিপি সম্পর্কিত তাদের প্রবন্ধ দুটি খুবই চমৎকার।

কুরআনের লিপিশিল্প এখানে আমার আলোচ্য বিষয় নয়, সেহেতু তাদের প্রবন্ধদ্বয়ের বিস্তারিত আলোচনা থেকে ক্ষান্ত হচ্ছি। এখানে উল্লেখ্য যে, ইমাম মালিকের মতে, উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক প্রস্তুত কুরআন মাজীদ সংকলনের লিপি রীতি ব্যতীত অন্য কোন রীতিতে কুরআন লিপিবদ্ধ করা বৈধ নয়। তবে অন্যরা একে অবৈধ না বললেও অক্ষরের রূপ ও নোকতা পরিবর্তনের বিষয়ে একমত নন। কেউ কেউ এই পরিবর্তনকে বৈধ আবার কেউ কেউ একে অবৈধ বলেছেন। অবশ্য আমাদের যুগে কুরআনের একটি মাত্র সূরাকে, কয়েকটি আয়াতকে, কুরআনের এক দশমাংশকে অথবা এর যে কোন অংশকে আলাদা আলাদা করে লেখার রীতি বহুলভাবে প্রচলিত আছে। তবে পূর্বযুগের নেককারবৃন্দের (سلف صالحين) অনুসরণ শ্রেয়তর।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর লেখকবৃন্দ

৪২. (সহীহ): ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) স্বীয় হাদীস সংকলনে 'নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর লেখকবৃন্দ' এই শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাতে বলেছেন, যুহরী, ইবনুস সাব্বাক, যায়দ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لَهُ: وَكُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ فِي جَمْعِهِ لِلْقُرْآنِ

আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাকে বললেন, তুমি তো নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশে ওহী লিখতে।[১১৮৫] অতঃপর ইমাম বুখারী হাদীসটির বাকী অংশ বর্ণনা করেছেন। আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নির্দেশে যায়দ কর্তৃক কুরআন মাজীদ সংকলিত হওয়ার ঘটনায় পূর্বে তা উল্লেখ করা হয়েছে ।

৪৩. (সহীহ): উক্ত পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, যায়দ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ **"অক্ষম নয় এমন বসে-থাকা মু'মিনরা আর জান-মাল দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীগণ সমান নয়"**[১১৮৬] এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার ঘটনা সম্পর্কিত হাদীসও বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য পরিচ্ছেদে তিনি যায়দ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছাড়া নাবী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর অন্য কোন লেখকের আলোচনা করেননি। এটি আশ্চর্যও বটে। যায়দ ছাড়া অন্য লেখক সম্পর্কিত কোন হাদীস সম্ভবত ইমাম বুখারীর নীতিমালায় গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র জীবনীতে তার লেখকগণ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদে এমন হাদীস বর্ণিত হয়ে থাকে।

কুরআন মাজীদ সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে

৪৪. (সহীহ): 'কুরআন মাজীদ সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে' এই শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেছেন, সাঈদ বিন উফায়র, লায়স, উকায়ল, ইবনু শিহাব, উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

১১৮৫. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর লেখকগণ) হা/৪৯৮৯।

১১৮৬. সূরাহ নিসা, ৪: ৯৫, বুখারী ৩২১৯, ৮৯৯১, মুসলিম ৮১৯। তাহকীকঃ সহীহ।

" أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ "

জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) আমাকে প্রথমে একটি হরফে কুরআন শিখিয়েছিলেন। আমি তার সাথে আলোচনা করে একটির পর একটি হরফের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে অনুরোধ জানাতে লাগলাম। আমার বারবার অনুরোধে তিনি এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে করতে সাতটি হরফে আমাকে কুরআন শিখালেন।[১১৮৭]

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ঐ হাদীসকে প্রায় একই অর্থে 'সৃষ্টির সূচনা' নামক অধ্যায়েও বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিমও তা ইবনু শিহাব আয যুহরী থেকে যূনুস ও মুআম্মার প্রমুখ রাবীর মাধ্যমে প্রায় একই অর্থে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু জারীরও তা উপরোক্ত রাবী (ইবনু শিহাব) যুহরী থেকে উর্ধ্বতন উপরোক্ত সনদাংশে এবং ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করেছেন। হাদীস বর্ণনা করার পর সনদের অন্যতম রাবী যুহরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا لاَ يَخْتَلِفُ فِي حَلاَلٍ وَلاَ حَرَامٍ.

আমি জানতে পেরেছি, হাদীসে উল্লেখিত সাতটি হরফ (একই অর্থযুক্ত সাত প্রকারের উচ্চারণ রীতি) এর বৈশিষ্ট্য এই যে, একই আয়াতকে বিভিন্ন হরফে তিলাওয়াত করলে তার অর্থের মধ্যে কোন তারতম্য ঘটে না। হরফ এর পরিবর্তনে অর্থের বিকৃতি ঘটে হালাল বিষয় হারামে অথবা হারাম বিষয় হালালে পরিণত হয় না।

৪৫. (সহীহ): ইমাম আবূ উবায়দ কাসিম বিন সাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে সাতটি হরফ এর উপরোক্ত ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ◊ইয়াযীদ ও ইয়াহইয়া বিন সাঈদ◊হুমায়দ আত তাবীল◊আনাস বিন মালিক◊উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)◊ বলেন,

مَا حَاكَ فِي صَدْرِي شَيْءٌ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، إِلَّا أَنِّي قَرَأْتُ آيَةً وَقَرَأَهَا آخَرُ غَيْرَ قِرَاءَتِي فَقُلْتُ: أَقْرَأَنِيهَا رسول الله ﷺ فقال: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمن رسول الله ﷺ فقلت: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقْرَأْتَنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، وَقَالَ الْآخَرُ: أَلَيْسَ تُقْرِئُنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَقَالَ: "إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ أَتَيَانِي فَقَعَدَ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِي وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِي، فَقَالَ جِبْرِيلُ: اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَقَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ وَكُلُّ حَرْفٍ شَافٍ كَافٍ"

ইসলাম গ্রহণের পর একটি বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয় আমার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। আর তা হলো, আমি একবার কুরআনের একটি আয়াতকে একভাবে তিলাওয়াত করলাম। অন্য এক ব্যক্তি একে ভিন্নভাবে তিলাওয়াত করল। আমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সমীপে উপস্থিত হলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে অমুক আয়াতটি এভাবে শিখাননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি তোমাকে তা এভাবেই শিখিয়েছি। এরপর তিনি বললেন, একবার জিবরাঈল ও মীকাঈল আমার নিকট আসলেন। এরপর জিবরাঈল আমার ডান পাশে আর মীকাঈল (আলায়হিস সালাম) আমার বাম পাশে বসলেন। জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) বললেন, কুরআন মাজীদকে একটি হরফে তিলাওয়াত করুন। এতে মীকাঈল (আলায়হিস সালাম) বললেন, তার (জিবরাঈল) নিকট হরফ এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে অনুরোধ জানান। এভাবে তিনি সাতটি হরফ পর্যন্ত পৌঁছলেন। প্রত্যেকটি হরফই যথেষ্ট ও সঠিক।[১১৮৮] ইমাম নাসাঈ এ হাদীসটি উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ধারাবাহিকভাবে আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হামীদ আত্তাবীল, ইয়াযীদ বিন হারুন ও ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান প্রমুখ রাবীর সনদে প্রায় একই অর্থে বর্ণনা করেছেন। একইভাবে ইবনু আবী

১১৮৭. বুখারী (পর্ব: সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায়: ফেরেশতাদের আলোচনা প্রসঙ্গে) হা/৩২১৯, (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: কুরআন সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে) হা/৪৯৯১, মুসলিম (পর্ব: মুসাফিরের সালাত ও তার কসর করা প্রসঙ্গে) হা/৮১৯। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১১৮৮. সুনান আন নাসাঈ ৯৪১, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১০১৩, সহীহ আবূ দাউদ ১৩২৭, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৭৮, সহীহ আল-জামি' ৭৮। **তাহকীকঃ** সহীহ।

আদী ও মুহাম্মাদ বিন মায়মুন আম্ব যা'ফরানী এবং ইয়াহইয়া বিন আয়্যুব তা উপরোক্ত রাবী হুমায়দ আত্তাবীল থেকে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করেছেন।

৪৬. (সহীহ): ইবনু জারীর বলেন, মুহাম্মাদ বিন মারযূক আবুল ওয়ালীদ হাম্মাদ বিন সালামাহ হুমায়দ বিন আনাস উবাদাহ ইবনুস সামিত উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ" কুরআন মাজীদ সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে।[১১৮৯] উক্ত রিওয়ায়াতে দেখা যাচ্ছে উবাই ইবনু কা'ব ও আনাস ইবনু মালিকের মধ্যে উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাবী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৪৭. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ইসমাঈল বিন আবী খালিদ আবদুল্লাহ বিন ঈসা আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَقُمْنَا جَمِيعًا، فَدَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ هَذَا فَقَرَأَ قِرَاءَةً غَيْرَ قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْرَآ"، فَقَرَآ، فَقَالَ: "أَصَبْتُمَا". فَلَمَّا قَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي قَالَ، كَبُرَ عَلَيَّ وَلَا إِذَا كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى الَّذِي غَشِيَنِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي فَفَضِضْتُ عَرَقًا، وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى [رَسُولِ] اللهِ فَرَقًا فَقَالَ: "يَا أُبَيُّ، إِنَّ رَبِّي أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنِ اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَنِ اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَنِ اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا". قَالَ: "قُلْتُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ فِيهِ الْخَلْقُ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ".

একবার আমি মসজিদে ছিলাম। এমন সময় একটি লোক মসজিদে প্রবেশ করল। লোকটি কুরআনের সেই অংশ ভিন্নভাবে তিলাওয়াত করল। আমরা সকলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সমীপে হাযির হলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই লোকটি কুরআনের একটি অংশ বিশেষ উচ্চারণে তিলাওয়াত করেছে যা আমার কাছে সঠিক মনে হয়নি। পক্ষান্তরে ওই লোকটি কুরআনের সেই অংশটি ভিন্নভাবে তিলাওয়াত করেছে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ উচ্চারণে তার তিলাওয়াত করো। তারা নিজ নিজ উচ্চারণে তা তিলাওয়াত করল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমাদের সকলের তিলাওয়াতই সঠিক হয়েছে। ঐ মন্তব্য আমার নিকট কঠিন মনে হল। আমি অমুসলিম থাকাকালেও এমন (দ্বিধান্বিত) ছিলাম না। তিনি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে আমার বুকের উপর মৃদু আঘাত করলেন। আমি ঘামতে লাগলাম। আমি যে ভয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে (আকাশের) দিকে তাকাতে লাগলাম। তিনি বললেন, হে উবাই! আল্লাহ তাআলা আমার নিকট সংবাদ পাঠালেন, তুমি একটি হরফে কুরআন তিলাওয়াত করো। আমি আল্লাহ তাআলার সমীপে আবেদন করলাম, প্রভু হে! আমার উম্মতের জন্য সহজ করুন। এতে আল্লাহ তাআলা আমার নিকট সংবাদ পাঠালেন। তুমি দু'টি হরফে কুরআন তিলাওয়াত করো। আমি আল্লাহ তাআলার সমীপে আবেদন জানালাম, হে আমার রব! আমার উম্মতকে সুযোগ প্রদান করো। এতে আল্লাহ তাআলা আমার নিকট সংবাদ পাঠালেন– তুমি সাতটি হরফে কুরআন তিলাওয়াত করো। আর প্রতিবারে আবেদনের পরিবর্তে তোমার একটি করে প্রার্থনা গৃহীত হবে। আমি আরয করলাম, হে আমার রব! আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দিন। হে আমার রব! আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দিন। তৃতীয় প্রার্থনাটি আমি সেই দিনের জন্য রেখে দিলাম যেদিন সকল মানুষ এমনকি

১১৮৯. তাফসীরে তাবারী ১/১৮-১৯। ইমাম বুখারীসহ ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী তাদের সংকলনে উক্ত বাক্যটিকে বাব হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ২৩৭৫, সহীহ আল-জামি' ১৪৯৫। তাহকীকঃ সহীহ।

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)ও আমার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হবেন।[১১৯০] ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী ইসমাঈল বিন খালিদের ঊর্ধ্বতন উপরোক্ত সনদাংশে এবং ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করেছেন।

৪৮. (সহীহ): ইবনু জারীর বলেন, ◊আবূ কুরায়ব⌘মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল⌘ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ⌘আবদুল্লাহ বিন ঈসা বিন আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা⌘তার পিতা (ঈসা বিন আবদুর রহমান)⌘দাদা (আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা)⌘উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)◊ বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"إن اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ: خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي، فَقَالَ اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ رَبِّ خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ كُلُّهَا شَافٍ كَافٍ"

আল্লাহ তাআলা আমাকে একটি হরফে কুরআন তিলাওয়াত করতে আদেশ করলেন। আমি আরয করলাম, হে আমার রব! আমার উম্মতের জন্য সহজ করুন। আল্লাহ তাআলা বললেন, তুমি তা দু'টি হরফে তিলাওয়াত করো। আমি আরয করলাম, হে আমার রব! আমার উম্মতের জন্য সহজ করুন। তাতে আল্লাহ তাআলা আমাকে জান্নাতের সাতটি দরওয়াজার সংখ্যার সাথে মিল রেখে সাতটি হরফে তা তিলাওয়াত করতে আদেশ করলেন। প্রত্যেকটি হরফই ফলদায়ক ও যথেষ্ট।[১১৯১]

৪৯. (সহীহ): ইবনু জারীর বলেন, ◊য়ূনুস⌘ইবনু ওয়াহব⌘হিশাম বিন সা'দ⌘উবায়দুল্লাহ বিন উমার⌘আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা⌘উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)◊ বলেন,

سَمِعْتُ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي سُورَةِ النَّحْلِ قِرَاءَةً تُخَالِفُ قِرَاءَتِي، ثُمَّ سَمِعْتُ آخَرَ يَقْرَؤُهَا بِخِلَافِ ذَلِكَ، فَانْطَلَقْتُ بِهِمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَيْنِ يَقْرَآنِ فِي سُورَةِ النَّحْلِ فَسَأَلْتُهُمَا: مَنْ أَقْرَأَكُمَا ؟ فَقَالَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: لَأَذْهَبَنَّ بِكُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ خَالَفْتُمَا مَا أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَحَدِهِمَا: "اقْرَأْ". فَقَرَأَ، فَقَالَ: "أَحْسَنْتَ" ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ: "اقْرَأْ". فَقَرَأَ، فَقَالَ: "أَحْسَنْتَ". قَالَ أُبَيٌّ: فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهِي، فَعَرَفَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِي، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَخْسِئِ الشَّيْطَانَ عَنْهُ، يَا أُبَيُّ، أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ: رَبِّ، خَفِّفْ عَنِّي، ثُمَّ أَتَانِي الثَّانِيَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ فَقُلْتُ: رَبِّ، خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي، ثُمَّ أَتَانِي الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَانِي الرَّابِعَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ مسألة، فقلت: يارب، اللَّهُمَّ اغفر لأمتي، يارب، اغْفِرْ لِأُمَّتِي، وَاخْتَبَأْتُ الثَّالِثَةَ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

একদা আমি একটি লোককে সূরাহ নাহল এর একটি অংশ বিশেষ উচ্চারণে তিলাওয়াত করতে শুনলাম। তা আমার উচ্চারণ থেকে পৃথক ছিল। আরেকটি লোককে ভিন্ন উচ্চারণে তা তিলাওয়াত করতে শুনলাম। আমি উভয়কে নিয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট হাযির হলাম। তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ দু'জনকে সূরাহ নাহল এর একটি অংশ পৃথক দুটি উচ্চারণে তিলাওয়াত করতে শুনলাম। ফলে আমি তাদের দু'জনকে জিজ্ঞেস করেছি, কে তোমাদেরকে এটি শিখিয়েছেন? তারা বলল, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

১১৯০. মুসলিম ৮২০, আহমাদ ২০৬৬৭। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১১৯১. তাবারী ১/১৬, জামিউল আহাদীস ৬৭০৫। এ মর্মে সহীহ হাদীস জানতে দেখুন সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৭৯৮৬, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৭৮, সহীহ আল-জামি' ৭৮ (সেখানে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) ও মীকাঈল (আলাইহিস সালাম) এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথোপকথনের হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে)। **তাহকীকঃ** সহীহ।

আমাদেরকে এটি শিখিয়েছেন। আমি তাদেরকে বললাম, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে নাবী (ﷺ) এর নিকট নিয়ে যাব। কারণ, নাবী (ﷺ) আমাকে যে কিরাআত শিখিয়েছেন তোমাদের কিরাআত তা থেকে ভিন্নরূপ। নাবী (ﷺ) তাদের একজনকে বললেন,- তুমি পড়ো তো। লোকটি পড়ল। নাবী (ﷺ) বললেন, তোমার পড়া শুদ্ধ ও সঠিক হয়েছে। অতঃপর অন্যজনকে বললেন, তুমি পড়ো তো। লোকটি পড়ল। তিনি বললেন, তোমার পড়া শুদ্ধ ও সঠিক হয়েছে। আমার চেহারা লাল হয়ে গেল। নাবী (ﷺ) আমার মনোভাব বুঝতে পেরে আমার বুকে হালকা আঘাত করলেন। অতঃপর বললেন, আয় আল্লাহ! তুমি তার নিকট থেকে শয়তানকে দূর করে দাও। হে উবাই! একদা আমার নিকট আমার প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ থেকে এক আগন্তুক এসে বললেন আল্লাহ তাআলা একটি মাত্র হরফে কুরআন তিলাওয়াত করতে আপনাকে আদেশ করছেন। আমি আল্লাহর কাছে আরয করলাম, হে আমার রব! আমার উম্মতের জন্য সহজ কর। আগন্তুক দ্বিতীয়বার আমার নিকট আগমন করে বললেন, আল্লাহ তাআলা দু'টি হরফে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে আপনাকে আদেশ করছেন। আমি প্রার্থনা করলাম, হে আমার রব! আমার উম্মতকে সহজ করে দিন। আগন্তুক তৃতীয়বার আমার নিকট আগমন করে তিনটি হরফে কুরআন তিলাওয়াতের আদেশ দিলেন। আমি পূর্বের ন্যায় আবেদন জানালাম। আগন্তুক চতুর্থবার আমার নিকট আগমন করে বললেন, আল্লাহ তাআলা সাতটি হরফে কুরআন তিলাওয়াত করতে আপনাকে আদেশ করছেন। আর প্রতিবারের আবেদনের পরিবর্তে আপনার একটি করে প্রার্থনা মঞ্জুর হবে। আমি বললাম, হে আমার রব! আমার উম্মতকে ক্ষমা করো। হে আমার রব! আমার উম্মতকে ক্ষমা করো। হে আমার রব! আমার উম্মতকে ক্ষমা করো। তৃতীয়বারের প্রার্থনাটি আমি কিয়ামতের দিনে আমার উম্মতের শাফাআতের উদ্দেশ্যে রেখে দিয়েছি।[১১৯২] উক্ত হাদীস্বের সনদ স্বহীহ।

৫০. আমি (ইবনু কাস্বীর) **বলছি,** উপরের হাদীস্রে বর্ণিত উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মনের সংশয় নিরসনের জন্যই নাবী (ﷺ) (আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী) তাকে করআন কুরআনের অংশবিশেষ তিলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন। নাবী (ﷺ) এর উক্ত তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল নাবী (ﷺ) এর সত্যবাদিতা উবাই (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) অন্তরে বসিয়ে দেয়া এবং এর দ্বারা তার মনের সন্দেহ রোগ দূর করা। এমন সন্দেহ রোগের চিকিৎসার জন্য নাবী (ﷺ)-এর প্রতি আল্লাহ তাআলা সূরাহ বায়্যিনাহ অবতীর্ণ করেছেন। তাতে নিম্নোক্ত আয়াত অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا থেকে رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝

৫১. এমন রাসূল যিনি পবিত্র সূরাসমূহ তিলাওয়াত করে শুনান যাতে দৃঢ় যুক্তিভিত্তিক নীতিমালা ও আদেশ নিষেধ রয়েছে। নাবী (ﷺ) এভাবে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে সূরাহ ফাতহ তিলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন। হুদায়বিয়াহ থেকে নাবী (ﷺ) এর ফেরার সময় এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল। ইতোপূর্বে (হুদায়বিয়ার চুক্তি সম্পাদনকালে) উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (ﷺ) ও আবু বকর স্বিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর প্রতি একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। উমার এর অব্যবস্থিতচিত্ততা দূর করার উদ্দেশ্যেই নাবী (ﷺ) তাকে উক্ত সুরা তিলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন। উক্ত সুরায় সুসংবাদপূর্ণ নিম্নোক্ত আয়াত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ

"আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে প্রকৃত সত্য স্বপ্নই দেখিয়েছিলেন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্য অবশ্যই মাসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে"[১১৯৩]

১১৯২. তাবারী ১/১৭-১৮, সহীহ মুসলিম ৮২০ (পর্বঃ মুসাফিরের সালাত ও তার কসর করা প্রসঙ্গে, অধ্যায়ঃ কুরআন সাতটি হরফে অবতির্ণ হওয়া প্রসঙ্গে), ইবনু হিব্বান ৭৪০, আত তা'লীকুল হিসান আলা সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১১৯৩. সূরাহ ফাতহ, ৪৮ঃ ২৭।

৫২. (সহীহ): ইবনু জারীর বলেন, ❖[মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না][মুহাম্মাদত বিন জা'ফার][শু'বাহ][হাকাম][মুজাহিদ][ইবনু আবী লায়লা][উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]❖ বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم كان عِنْدَ أَخْبَاةِ بَنِي غِفَارٍ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، قَالَ: "أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ". ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرِئَ أُمَّتَكَ القرآن على حرفين. قال: "أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ". ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ قَالَ: "أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ". ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قرؤوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا

আল্লাহ নিশ্চয় তাঁর রাসূলের স্বপ্নকে সন্দেহাতীতভাবে বাস্তবায়িত করে দেখাবেন। তোমরা ইনশা আল্লাহ নির্বিকচিত্তে মসজিদে হারামে নিশ্চিতভাবে প্রবেশ করবে। একদা নাবী (ﷺ) বনু গিফার গোত্রের জলাশয়ের নিকট অবস্থান করছিলেন। এ সময়ে জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে আদেশ করছেন যে, আপনি আপনার উম্মতকে একটি হরফে কুরআন শিখাবেন। নাবী (ﷺ) বললেন, আমি আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। আমার উম্মত এতে সমর্থ হবে না। জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) দ্বিতীয়বার তাঁর নিকট এসে বলেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে আদেশ করছেন, আপনি আপনার উম্মতকে দুটি কিরাআতে কুরআন শিখাবেন। নবী (ﷺ) বললেন, আমি আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। আমার উম্মত তা করতে পারবে না। জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) তৃতীয়বার তাঁর নিকট এসে বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে আদেশ করছেন, আপনি আপনার উম্মতকে তিনটি হরফে কুরআন শেখাবেন। নবী (ﷺ) বললেন, আমি আল্লাহ তাআলার নিকট পানাহ চাচ্ছি। আমার উম্মত তাতে সমর্থ হবে না। জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) চতুর্থবার তাঁর নিকট এসে বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে আদেশ করছেন, আপনি আপনার উম্মতকে সাতটি কিরাআতে কুরআন শিখাবেন। তারা সাতটি কিরাআতের যে কোন কিরাআতে কুরআন তিলাওয়াত করলেই তাদের তিলাওয়াত সহীহ হবে।[১১৯৪]

ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম নাসায়ীও উপরোক্ত হাদীস্র উপরোক্ত রাবী শু'বা থেকে বর্ণনা করেছেন।

৫৩. (সহীহ): ইমাম আবূ দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কর্তৃক উবাই বিন কা'ব থেকে বর্ণিত একটি রিওয়ায়াতে এমনটি বর্ণিত হয়েছে। নাবী (ﷺ) বলেন,

"يَا أُبَيُّ، إِنِّي أُقْرِئْتُ الْقُرْآنَ فَقِيلَ لِي: عَلَى حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ؟ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي: قُلْ عَلَى حَرْفَيْنِ. قُلْتُ: عَلَى حَرْفَيْنِ. فَقِيلَ لِي: عَلَى حَرْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ؟ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي: قُلْ عَلَى ثَلَاثَةٍ. قُلْتُ: عَلَى ثَلَاثَةٍ. حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ إِنْ قُلْتَ: سَمِيعًا عَلِيمًا، عَزِيزًا حَكِيمًا، مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ"

একবার আমাকে করআন শিক্ষা দেয়া হল। অতঃপর আমাকে প্রশ্ন করা হল এক হরফে না দুই হরফে? আমার সাথে অবস্থানকারী ফেরেশতা আমাকে শিখিয়ে দিলেন, আপনি বলুন দুই হরফে। অতঃপর আমাকে প্রশ্ন করা হল, দুই হরফ না তিন হরফে? আমার সহচর ফেরেশতা আমাকে শিখিয়ে দিলেন, আপনি বলুন তিন হরফে। এভাবে তিনি (প্রশ্নকর্তা ফেরেশেতা) সাত হরফ পর্যন্ত পৌঁছলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তার প্রত্যেকটি হরফই আরোগ্যদাতা ও যথেষ্ট। যেমন যদি আপনি বলেনঃ سميعا عليما عزيزا حكيما তিনি শ্রোতা জ্ঞাতা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়) অর্থাৎ যদি আপনার তিলাওয়াতে অর্থগত ভুল

১১৯৪. তাফসীরে তাবারী ১/১৭, মুসলিম (পর্ব: মুসাফিরের সালাত ও তার কসর করা) হা/৮২১, আবূ দাউদ (পর্ব: সালাত, অধ্যায়: কুরআন সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে) হা/১৪৭৮, নাসাঈ ৯৩৯, ৯৪০, আহমাদ ২০৬৬৭, ২০৬৭১, ইবনু হিব্বান ৭৩৮। তাহকীকঃ সহীহ।

না হয় অন্য কথায় যদি আযাব সম্পর্কিত আয়াতকে রহমত সম্পর্কিত আয়াতের সাথে অথবা রহমত সম্পর্কিত আয়াতকে আযাব সম্পর্কিত আয়াতের সাথে মিলিয়ে তালগোল পাকিয়ে না দেন (তাহলে সকল হরফই ঠিক)।[১১৯৫] স্বাবিত ইবনু কাসিম আবু হুরায়রাহ থেকে স্বয়ং নাবী এর উপরোক্তরূপ বাণী এবং ইবনু মাসঊদ এর অনুরূপ উক্তি বর্ণনা করেছেন।

৫৪. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, «হুসায়ন বিন আলী আল-জু'ফী » যাইদাহ » আসিম » যির বিন হুবায়শ » উবাই বিন কা'ব » বলেন,

لَقِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ عِنْدَ أَحْجَارِ الْمِرَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ: "إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيِّينَ فِيهِمُ الشَّيْخُ العاسي، والعجوز الكبيرة، والغلام، فقال: مرهم فليقرؤوا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ"

(أحجار المراء) 'আহজারুল মিরাই'[১১৯৬] নামক স্থানে জিবরাঈল এর সাথে নাবী এর সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হল। নবী তাকে বললেন, আমি নিরক্ষর উম্মতের নিকট প্রেরিত হয়েছি। তাদের মধ্যে গোলাম, কিশোর ও বয়োবৃদ্ধ নর নারী রয়েছে। এতে জিবরাঈল বলেন, তাদেরকে সাতটি হরফে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে আদেশ দিন।[১১৯৭] ইমাম তিরমিযী হাদীস্রটি «আসিম বিন আবুন নাজূদ এর হাদীস্র থেকে » তিনি যির বিন হুবায়শ » উবাই বিন কা'ব » এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীস্রটি সম্পর্কে বলেন, হাদীস্রটি হাসান স্বহীহ। তিনি আরও «আবূ উবায়দ » আবূ নাদর » শায়বান » আসিম বিন আবিন নাজূদ » যির বিন হুবায়শ » হুযায়ফাহ » সনদে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

৫৫. (স্বহীহ লি গায়রিহি): অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, «আফফান » হাম্মাদ » আসিম » যির বিন হুবায়শ » হুযায়ফাহ » থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

"لَقِيتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ أَحْجَارِ الْمِرَاءِ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، إِنِّي أُرْسِلْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ: الرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْغُلَامُ، وَالْجَارِيَةُ، وَالشَّيْخُ الْفَانِي، الَّذِي لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا قَطُّ فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ"

আমি জিবরাঈল এর সাথে 'আহজারুল মারই' নামক স্থানে সাক্ষাৎ করে আমি তাঁকে বললাম: হে জিবরাঈল! আমি নিরক্ষর উম্মতের নিকট প্রেরিত হয়েছি। তাদের মধ্যে গোলাম, কিশোর ও অতিশয় বৃদ্ধ নর-নারী রয়েছে যারা কোন কিতাবই পড়তে জানেনা। এতে জিবরাঈল বললেন, তাদেরকে সাতটি হরফে কুরআন তিলাওয়াত করতে আদেশ করুন।[১১৯৮]

৫৬. ইমাম আহমাদ বলেন, «ওয়াকী' ও আবদুর রহমান » সুফইয়ান » ইবরাহীম বিন মুহাজির » রিবঈ বিন হিরাশ » হুযায়ফাহ » বলেন,

لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ جِبْرِيلَ عند أحجار المراء فقال: إن أمتك يقرؤون الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَمَنْ قَرَأَ مِنْهُمْ عَلَى حَرْفٍ فَلْيَقْرَأْ كَمَا عَلِمَ، وَلَا يَرْجِعْ عَنْهُ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إِنَّ فِي أُمَّتِكَ الضَّعِيفَ، فَمَنْ قَرَأَ عَلَى حَرْفٍ فَلَا يَتَحَوَّلْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ رَغْبَةً عَنْهُ.

'আহজারুল মারই' নামক স্থানে নাবী ও জিবরাঈল এর কথোপকথন হয়। তাতে জিবরাঈল নবী কে বলেন, আপনার উম্মত কুরআনকে সাতটি হরফে তিলাওয়াত করতে পারবে। যে ব্যক্তি যে হরফে তা তিলাওয়াত করতে পারে সে যেন তা সেই হরফেই তিলাওয়াত করে।

১১৯৫. মুসলিম ৮২০, আবূ দাউদ (পর্ব: সালাত, অধ্যায়: কুরআন সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে) হা/১৪৭৭। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১১৯৬. অর্থাৎ কুবায়।

১১৯৭. তিরমিযী (পর্ব: কিরাআত, অধ্যায়: কুরআনের সাতটি হরফে নাযিল হওয়া প্রসঙ্গে) হা/২৯৪৪, আহমাদ ২০৬৯৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৯। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১১৯৮. আহমাদ ২২৮৮৯। **তাহকীকঃ** সহীহ লি গায়রিহি।

আর সে যেন কুরআন (পড়ার ভিন্ন পদ্ধতি না জানার কারণে) পরিত্যাগ না করে।[১১৯৯] সানাদটি স্বহীহ কিন্তু তারা সেটি উল্লেখ করেননি।

৫৭. একই অর্থে সুলায়মান বিন সুরদ থেকে অপর হাদীস্ব: ইবনু জারীর বলেন, ◊[ইসমাঈল বিন মূসা আস সুদ্দী][শারীক][আবূ ইসহাক][সুলায়মান বিন সুরদ]◊ তিনি মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

"أَتَانِي مَلَكَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْرَأْ. قَالَ: عَلَى كَمْ؟ قَالَ: عَلَى حَرْفٍ. قَالَ: زِدْهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ"

একদা আমার নিকট দু'জন ফেরেশতা আগমন করলেন। তাদের একজন আমাকে বললেন, আপনি পড়ুন। অন্যজন প্রশ্ন করলেন, কয়টি হরফে? প্রথমজন বললেন, -একটি হরফে। দ্বিতীয়জন বললেন– তার জন্য বৃদ্ধি করুন। এরূপে তিনি সাতটি হরফ পর্যন্ত পৌঁছলেন।[১২০০]

ইমাম নাসাঈ তার 'আল-ইয়াওম ওয়াল্লায়লাহ' এর মাঝে ◊[আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন সাল্লাম][ইসহাক আল-আযরাক][আল-আওওয়াম বিন হাওশাব][আবূ ইসহাক][সুলায়মান বিন সুরদ]◊ বলেন, একদা উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দু'জন লোক নিয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলেন। তাদের একজনের কিরা'আত অন্য জনের কিরা'আত হতে পৃথক ছিল। অতঃপর রাবী ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদীস্বের ঘটনাটির বর্ণনা করেছেন। আহমাদ বিন মুনী' অনুরূপভাবে সেটি ইয়াযীদ বিন হারূন থেকে ও তিনি আওওয়াম বিন হাওশাব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন ◊[ইয়াযীদ বিন হারূন][আল-আওওয়াম][আবূ ইসহাক][সুলায়মান বিন সুরদ][উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট দু'জন লোককে নিয়ে উপস্থিত হলেন। অতঃপর উপরোক্ত হাদীস্বের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

৫৮. (সহীহ): ইবনু জারীর বলেন, ◊[আবূ কুরায়ব][ইয়াহইয়া বিন আদাম][ইসরাঈল][আবূ ইসহাক][আবদী গোত্রের জনৈক ব্যক্তি (ইবনু জারীর বলেন, তার নামটি আমি ভুলে গেছি)][সুলায়মান বিন সুরদ][উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ বলেন,

رُحْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَمِعْتُ رَجُلًا يَقْرَأُ فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: اسْتَقْرِئْ هَذَا. قَالَ: فَقَرَأَ، فَقَالَ: "أَحْسَنْتَ". قَالَ: قُلْتُ: إِنَّكَ أَقْرَأْتَنِي كَذَا وَكَذَا! فَقَالَ: "وَأَنْتَ قَدْ أَحْسَنْتَ". فَقُلْتُ: قَدْ أَحْسَنْتَ قَدْ أَحْسَنْتَ. قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي ثُمَّ قَالَ: "اللهُمَّ أَذْهِبْ عَنْ أُبَيٍّ الشَّكَّ". قَالَ: فَفِضْتُ عَرَقًا، وَامْتَلَأَ جَوْفِي فَرَقًا. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الْمَلَكَيْنِ أَتَيَانِي، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: زِدْهُ. قَالَ: قُلْتُ: زِدْنِي. فَقَالَ اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ فَقَالَ: اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ"

একদা আমি মসজিদে গিয়ে একটি লোককে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনলাম। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম তোমাকে কে ঐরূপ তিলাওয়াত শিখিয়েছেন? লোকটি বলল: নাবী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। আমি তাকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট নিয়ে গিয়ে বললাম: হে আল্লাহ রাসূল! এই লোকটিকে কুরআন তিলাওয়াত করতে বলুন। লোকটি (নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশে) কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি শুদ্ধ পড়া পড়েছ। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে সেটি আমাকে এইরূপে পড়িয়েছেন? নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমিও শুদ্ধ পড়েছ, শুদ্ধ পড়েছ, শুদ্ধ পড়েছ। অতঃপর তিনি আমার বুকে মৃদু আঘাত করে বললেন 'হে আল্লাহ! তুমি উবায়ের অন্তর থেকে সন্দেহ দূর করে দাও।' আমি ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে

১১৯৯. আহমাদ ২২৭৬২, ২২৯০১। সানাদটি ইবরাহীম বিন মুহাজির এর কারণে দুর্বল। কারণ, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। উক্ত শব্দে তার কোন তাবি' পাওয়া যায় না। তবে ভিন্ন শব্দে আবদুর রহমান বিন মাহদী সুফইয়ান থেকে (২৩৪১০) বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে সহীহ সানাদে বর্ণিত হাদীস্ব জানতে দেখুন: যির বিন হুবায়শ হুযায়ফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন (২৩৩১৬, ২৩৩৯৮, ২৩৪৪৭)।

১২০০. তাবারী ১/১৪, ইমাম নাসাঈ কর্তৃক রচিত 'আল-ইয়াওম ওয়াল্লায়লাহ" ৪২২, শারহু মুশকিলাতুল আসার ৩১১৪।

গেলাম। ভয়ে আমার পেট ফুলে উঠল। অতঃপর নাবী (ﷺ) বললেন, 'একদা দুজন ফেরেশতা আমার নিকট আসলেন। তাদের একজন আমাকে বললেন, আপনি এক হরফে করআন তিলাওয়াত করুন। অন্যজন বললেন– তাঁর জন্য 'হরফ' সংখ্যা বাড়িয়ে দিন। আমি বললাম আমার জন্য হরফের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। প্রথম জন বললেন, তবে দুই হরফে তিলাওয়াত করুন। এভাবে তিনি সাত হরফ পর্যন্ত পৌঁছলেন এবং (আমাকে) বললেন, কুরআন 'সাত হরফে' তিলাওয়াত করুন।[১২০১] ∝[আবূ উবায়দ ✗হাজ্জাজ ✗ইসরাঈল ✗আবূ ইসহাক ✗শুতায়র আল-আবদী ✗সুলায়মান বিন সুরদ ✗উবাই বিন কা'ব (রাঃ)] সূত্রে নাবী (ﷺ) থেকে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন ∝[আবুল ওয়ালীদ আত তায়ালাসী ✗হাম্মাম ✗কাতাদাহ ✗ইয়াহইয়া বিন ইয়া'মার ✗সুলায়মান বিন সুরদ ✗উবাই বিন কা'ব (রাঃ)] এর সূত্রেও হাদীস্রটি বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ হাদীস্রটি সংরক্ষিত, হাদীস্রটি উবাই বিন কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যা সুলায়মান বিন সুরদ তার শাহিদ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৫৯. (স্বহীহ লিগায়রিহি): **আবূ বাকরাহ থেকে অপর হাদীস্র:** ইমাম আহমাদ বলেন, ∝[আবদুর রহমান বিন মাহদী ✗হাম্মাদ বিন সালামাহ ✗আলী বিন যায়দ (দুর্বল) ✗আবদুর রহমান বিন আবূ বাকরাহ ✗তার পিতা (আবূ বাকরাহ)] তিনি নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করে বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন,

" أَتَانِي جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ، فَقَالَ: اقْرَأْ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، كُلُّهَا شَافٍ كَافٍ، مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِآيَةِ عَذَابٍ أَوْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ "

আমার নিকট জিবরাঈল ও মীকাঈল (আঃ) আসলেন। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বললেন, আপনি একটি হরফে কুরআন তিলাওয়াত করুন। মীকাঈল (আঃ) বললেন, আপনি হরফ বৃদ্ধির জন্য বলুন। এরপর তিনি বললেন, আপনি সাতটি হরফে তিলাওয়াত করতে পারেন। এর প্রত্যেকটি আরোগ্যদাতা ও যথেষ্ট। এই অনুমতি ততক্ষণ রয়েছে যতক্ষণ না আপনি রহমতের আয়াতকে আযাবের আয়াতের সাথে মিলিয়ে না দেন।[১২০২] অনুরূপভাবে ইবনু জারীর ∝[আবূ কুরায়ব ✗যায়দ ইবনুল হুবাব ✗হাম্মাদ বিন সালামাহ] এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি শেষে অতিরিক্ত বলেছেন; যেমন আপনি বলে থাকেন **هلم** (তুমি আসো) تعال (তুমি আসো)।

৬০. (স্বহীহ): সামূরাহ (রাঃ) থেকে অপর হাদীস্র: ইমাম আহমাদ বলেন, ∝[বাহয ও আফফান ✗হাম্মাদ বিন সালামাহ ✗কাতাদাহ ✗হাসান ✗সামূরাহ (রাঃ)] থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, " أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ " সাতটি হরফে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।[১২০৩] সানাদটি স্বহীহ কিন্তু (কুতুবুস সিত্তাহর সংকলকগণ) সেটি বর্ণনা করেননি।

৬১. (স্বহীহ): আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে অপর হাদীস্র: ইমাম আহমাদ বলেন, ∝[আনাস বিন ইয়াদ ✗আবূ হাযিম ✗আবূ সালামাহ ✗আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)] নাবী (ﷺ) বলেছেন,

"نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، مِرَاءٌ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ –ثَلَاثَ مَرَّاتٍ– فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ".

কুরআন মাজীদ সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে, কুরআন মাজীদ সম্পর্কে সন্দেহ করা কুফর। নাবী (ﷺ) এটি তিনবার উচ্চারণ করলেন। তার যতটুকু তোমরা জানতে পারো, ততটুকুর উপর আমল কর। আর তার যতটুকু তোমরা জানতে না পার, ততটুকু আলিমের নিকট নিয়ে যাও (এবং তার নিকট থেকে

১২০১. তাবারী ১/১৫, মুসলিম ৮২০, আবূ দাউদ (পর্ব: সালাত, অধ্যায়: কুরআন সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে) হা/১৪৭৭। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১২০২. আহমাদ ১৯৯১২, তাহাবী কর্তৃক রচিত, 'আল-মুশকিল' ৪/১৯১, তাবারী ১/১৮।

১২০৩. মাজমা' আয যাওয়াইদ ১১৫৭৬।

সেটি জেনে নাও)।[১২০৪] ইমাম নাসাঈ ❮কুতায়বাহ❯❮আবূ দমরাহ❯❮আনাস বিন ইয়াদ❯ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৬২. (সহীহ): উম্মে আয়্যূব থেকে অপর হাদীস: ইমাম আহমাদ বলেন, ❮সুফইয়ান❯❮উবায়দুল্লাহ বিন আবু যিয়াদ❯❮তার পিতা (আবূ যিয়াদ)❯❮উম্মে আয়্যূব❯ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، أَيُّهَا قَرَأْتِ جَزَاكِ"

কুরআন সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে। এর যে কোন হরফে তুমি সেটিকে পড়লেই তা তোমার জন্য যথেষ্ট।[১২০৫] উক্ত হাদীসের সানাদ সহীহ কিন্তু কুতুবুস সিত্তাহর সংকলকগণ সেটি বর্ণনা করেননি।

৬৩. (সহীহ): আবূ জুহায়ম থেকে অপর হাদীস: আবূ উবায়দ বলেন, ❮ইসমাঈল বিন জা'ফার❯❮ইয়াযীদ বিন খাসীফাহ❯❮হাদরামীর মাওলা মুসলিম বিন সাঈদ❯❮বুসর বিন সাঈদ❯❮আবূ জুহায়ম আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، كِلَاهُمَا يزعم أنه تلاقاها مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَشَيَا جَمِيعًا حَتَّى أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَبُو جُهَيْمٍ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فلا تُمَارُوا، فَإِنَّ مِرَاءً فِيهِ كُفْرٌ"

একদা দু'টি লোকের মধ্যে কুরআনের একটি আয়াতের বিষয় নিয়ে মতভেদ দেখা দিল। তাদের উভয়েরই দাবী ছিল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে তা এভাবেই শিখিয়েছেন। তারা উভয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এ কুরআন নিশ্চয় সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে। তোমরা তা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ করো না। কারণ, তা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ করা কুফরী।[১২০৬] আবূ উবায়দ তা উপরের ন্যায় রাবীর নামে সন্দেহ সহকারে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ অবশ্য তা রাবীর নামে কোন প্রকার সন্দেহ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। তার উল্লেখিত রাবীর নাম সহীহ। ❮আবূ সালামাহ আল-খুযাঈ❯❮সুলায়মান বিন বিলাল❯❮ইয়াযীদ বিন খুসাফাহ❯❮বুসর বিন সাঈদ❯❮আবূ জহায়ম❯ একবার দু'ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হল। তাদের একজন বলল, আমি এ আয়াত নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এভাবে শিখেছি। অন্যজন বলল, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে এটি এভাবে শিখেছি। অতঃপর তারা এ ব্যাপারে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, কুরআন মাজীদ সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে। অতএব তোমরা কুরআন নিয়ে ঝগড়া বিবাদ করো না। কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা কুফর।[১২০৭] উক্ত হাদীসের সনদও সহীহ। তবে কুতুবুস সিত্তার সংকলকগণ তা উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেননি।

৬৪. আবূ উবায়দ বলেন, ❮আবদুল্লাহ বিন সালিহ❯❮লায়স❯❮ইয়াযীদ ইবনুল হাদী❯❮মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম❯❮বুশর বিন সাঈদ❯❮আবূ কায়স এর মাওলা আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ তিনি

أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو -يَعْنِي ابْنَ الْعَاصِ-: إِنَّمَا هِيَ كَذَا وَكَذَا، بِغَيْرِ مَا قَرَأَ الرَّجُلُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ [فَخَرَجَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ] حَتَّى أَتَيَاهُ، فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَأَيُّ ذَلِكَ قَرَأْتُمْ أَصَبْتُمْ، فَلَا تَمَارُوا فِي الْقُرْآنِ، فَإِنَّ مِرَاءً فِيهِ كُفْرٌ". وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

১২০৪. সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৮০৯৩, মুসনাদ আবূ ইয়া'লা ৬০১৬, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১১৫৭৩, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৭৮৯৪, সহীহ আল-জামি' ৪৪৪। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১২০৫. আহমাদ ২৬৮৯৬।

১২০৬. ফাদাইলে কুরআন, ২০২ পৃ, আহমাদ ১৭৫৭৭, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১১৫৭৩।

১২০৭. আহমাদ ৪/১৬৯, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৭/১৫১।

الْخُزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِهِ نَحْوَهُ، وَفِيهِ: "فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ كُفْرٌ أَوْ إِنَّهُ الْكُفْرُ بِهِ"

একবার এক ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করলে আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) বলেন, এটি এমন হবে। তিনি যে কিরাআতকে বিশুদ্ধ বললেন, তা ঐ ব্যক্তির কিরাআত থেকে আলাদা ছিল। লোকটি বলল, নাবী (ﷺ) তা আমাকে এভাবে শিখিয়েছেন। এতে তারা উভয়ে নাবী (ﷺ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের মতভেদের বিষেয়টি উল্লেখ করলেন। নবী (ﷺ) বললেন, নিশ্চয় এই কুরআন সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে। তার যে কোন হরফেই তোমরা একে পড়না কেন তোমাদের পড়া শুদ্ধ হবে। তোমরা কুরআন নিয়ে ঝগড়া করো না। কারণ, কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা কুফর।[১২০৮] ইমাম আহমাদ বলেন, ∝[আবূ সালামাহ আল-খুযাঈ][আবদুল্লাহ বিন জা'ফার বিন আবদুর রহমান বিন মিসওয়ার বিন মাখরামাহ][ইয়াযীদ বিন আবদুর রাহমান বিন উসামাহ ইবনুল হাদি][বুস্‌র বিন সাঈদ][আবূ কায়স এর মাওলা আমর ইবনুল আস (রাঃ)]∘ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, উক্ত সনদও স্বহীহ।

৬৫. (হাসান): ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে অপর হাদীস্ব: ইবনু জারীর বলেন, ∝[য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা][ইবনু ওয়াহব][হায়ওয়াহ বিন শুরায়হ][উকায়ল বিন খালিদ][সালামাহ বিন আবূ সালমাহা বিন আবদুর রহমান][তার পিতা (আবূ সালামাহ)][ইবনু মাসউদ (রাঃ)]∘ নাবী (ﷺ) বলেছেন,

" كَانَ الْكِتَابُ الْأَوَّلُ نَزَلَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَعَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ وَعَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ: زَاجِرٌ، وَآمِرٌ، وَحَلَالٌ، وَحَرَامٌ، وَمُحْكَمٌ، وَمُتَشَابِهٌ، وَأَمْثَالٌ. فَأَحِلُّوا حَلَالَهُ، وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ، وَافْعَلُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، وَانْتَهُوا عَمَّا نُهِيتُمْ عَنْهُ، وَاعْتَبِرُوا بِأَمْثَالِهِ، وَاعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ، وَآمِنُوا بِمُتَشَابِهِهِ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِهِ كُلٌّ من عند ربنا"

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব মাত্র একটি বিষয়ে (من باب واحد) ও মাত্র একটি হরফে (ما حرف واحد) নাযিল হয়েছে। উক্ত সাতটি বিষয় (باب) হচ্ছে ক) সতর্ক বাণী খ) আদেশসূচক বাণী গ) হালাল ঘ) হারাম ঙ) নির্দিষ্টার্থক বাণী চ) অনির্দিষ্টার্থক বাণী ছ) দৃষ্টান্তসূচক বাণী। তোমরা তাতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বানাবে। তোমাদের যা আদেশ দেয়া হয়েছে তা পালন করবে। তোমাদের যা নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকবে। এতে বর্ণিত উপমাবলী দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করবে। তার নির্দিষ্টার্থক বাণী মেনে চলবে, এর অনির্দষ্টার্থক বাণীর প্রতি ঈমান আনবে। আর বলবে, আমরা এর উপর ঈমান আনলাম। এর সমুদয় আয়াতই আমাদের প্রতিপালক রবের পক্ষ থেকে এসেছে।[১২০৯] অতঃপর ∝[আবূ কুরায়ব][আল-মুহারিবী][দমরাহ বিন হাবীব][কাসিম বিন আবদুর রহমান][ইবনু মাসউদ (রাঃ)]∘ এই সূত্রে তিনি ইবনু মাসউদ (রাঃ) এর নিজস্ব উক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তা স্বয়ং নাবী (ﷺ) এর বাণী না হয়ে ইবনু মাসউদ (রাঃ) এর নিজস্ব উক্তি হওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৬৬. পরিচ্ছেদ: আবূ উবায়দ বলেন, বিপুল সংখ্যক হাদীস্বে বর্ণিত হয়েছে, কুরআন সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে। কিন্তু নিম্নোক্ত হাদীস্বে সাতটি হরফের পরিবর্তে ভিন্ন সংখ্যক হরফও বর্ণিত হয়েছে। ∝[আফফান][হাম্মাদ বিন সালামাহ][কাতাদাহ][হাসান আল-বাস্‌রী][সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ)]∘ নাবী (ﷺ) বলেছেন, "نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ" কুরআন মাজীদ তিনটি হরফে নাযিল হয়েছে।[১২১০] আবূ উবায়দ

১২০৮. ফাদাইলে কুরআন ২০২ পৃ. ইতহাফুল খায়রিয়্যাহ আল-মুহাররাহ ৫৯২৯/১।

১২০৯. তাফসীরে তাবারী ১/৩০, জামিউল আহাদীস্ব ১৫৪২৭, হাকিম ৩১৪৪, আল-ইতহাফুল খায়রিয়্যাহ আল-মুহাররাহ ৫৯৩০/৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

১২১০. ফাদাইলুল কুরআন, ২০৩ পৃ.। হাসান আল-বাস্‌রী একজন মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও 'আনআন' সূত্রে বর্ণনার কারণে সানাদটি দুর্বল। কিন্তু এর শাহিদ হাদীস্ব থাকায় হাদীস্বটি গ্রহণযোগ্য।

বলেন, সাতটি হরফই সঠিক বলে আমি মনে করি। কারণ, বিপুল সংখ্যক রিওয়ায়াতে এমনই বর্ণিত হয়েছে। এ কথার তাৎপর্য এমন নয় যে, কুরআন সর্বমোট নির্দিষ্ট সাতটি গোত্রের ভাষায় সন্নিবেশিত রয়েছে। এর কোন শব্দের উচ্চারণ হয়তো একটি গোত্রের উচ্চারণ থেকে গৃহীত হয়েছে। এর কোন শব্দের উচ্চারণ হয়তো অন্য এক গোত্রের উচ্চারণ থেকে নেয়া হয়েছে। আবার অন্য কোন শব্দের উচ্চারণ হয়তো অন্য এক গোত্রের উচ্চারণ থেকে গৃহীত হয়েছে। এভাবে মোট সাতটি গোত্রের উচ্চারণ থেকে তার শব্দ সম্ভারের উচ্চারণ নেয়া হয়েছে। এমন সৌভাগ্যে যে সকল গোত্র সৌভাগ্যবান হয়েছে তাদের সকলের সৌভাগ্য আবার সমান নয়। বরং এ সৌভাগ্যে এক গোত্র আরেক গোত্রকে ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ এক গোত্রের চেয়ে অন্য গোত্র থেকে বেশি পরিমাণে উচ্চারণ নেয়া হয়েছে। শীঘ্রই বর্ণিতব্য বিপুল সংখ্যক হাদীস্রে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ উবায়দ আরও বলেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ ও কালবী বর্ণনা করেছেন। আল কুরআন সাতটি ভাষা রীতিতে নাযিল হয়েছে। এর পাঁচটি হচ্ছে হাওয়াযিন (هوازن) গোত্রের অন্তর্গত আল-আজায (العجز) শাখা গোত্রের ভাষারীতি। আবূ উবায়দ বলেন, আল আজায শাখা গোত্রের চারটি উপগোত্র রয়েছে। তা থেকে ১) বণী সা'দ বিন বকর ২) জুস্রাম বিন বাকর ৩) নাস্র বিন মুআবিয়াহ ৪) স্রাকীফ ৫) তামীম গোত্রের অধস্তন পুরুষ বনু দারিম।

আবূ আমর ইবনুল আ'লা মন্তব্য করেছেন, আরবদের মধ্যে বিশুদ্ধতম ভাষায় কথা বলে হাওয়াযিন গোত্রের উর্ধ্বতন অংশ। ঐ অংশই আল-আজায নামে অভিহিত হয়েছে। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, কুরআন সংকলনে কুরায়শ এবং স্রাকীফ গোত্রের লোক ছাড়া অন্য কেউ যেন উচ্চারণ বলে না দেয়। ইমাম ইবনু জারীর বলেন, ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাষারীতি হচেছ ৬) কুরায়েশের ভাষারীতি এবং ৭) খুযাআহ গোত্রের ভাষারীতি। উক্ত রিওয়ায়াতটি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে কাতাদাহ বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে কাতাদাহর সাক্ষাৎ ঘটেনি।

আবূ উবায়দ বলেন, ◊{হুমায়ম}{হুসায়ন বিন আবদুর রহমান}{উবায়দুল্লাহ বিন আদুল্লাহ বিন কুতায়বাহ}{ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}◊ (উবায়দুল্লাহ) বলেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট কুরআনের কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তার অর্থ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক স্বীয় সমর্থনে আরব কবিদের কবিতা উদ্ধৃত করতেন। ◊{হুশায়ম}{আবূ বিশর}{সাঈদ অথবা মুজাহিদ}{ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}◊ তিনি কুরআনের وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ আয়াতের وَسَقَ শব্দের অর্থ করেছেন جمع (সে একত্রিত করেছে)। প্রমাণস্বরূপ তিনি নিম্নোক্ত কবিতা চারণটি উদ্ধৃত করেছেন:

قد اتسقن لو يجدن سائقا

অর্থাৎ চালক পেলে তারা একত্রিত হত। উল্লেখ্য وسق ও اتسق এই উভয় শব্দ একই ধাতু و- س- ق থেকে উদ্ভুত হয়েছে ।

◊{হুশায়ম}{হুসায়ন}{ইকরিমাহ}{ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}◊ তিনি فإذا هم بالساهرة আয়াতের অন্তর্ভুক্ত الساهرة শব্দের অর্থ করেছেন الأرض। স্থলভাগ। প্রমাণস্বরূপ তিনি কবি উমায়্যা বিন আবূ সলতের নিম্নোক্ত কবিতা চরণটি উদ্ধৃত করেছেন–

عندهم لحم بحر ولحم ساهرة

তাদের নিকট সমুদ্রের গোশত এবং স্থলভাগের গোশত উভয়ই রয়েছে।

◊{ইয়াহইয়া বিন সাঈদ}{সুফইয়ান}{ইবরাহীম বিন মুহাজির}{মুজাহিদ}{ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}◊ বলেন, আমি কুরআনের ﴿فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾ এ অংশের অর্থ জানতাম না। একবার দু'জন বেদুঈন একটি কুপকে

কেন্দ্র করে ঝগড়া করছিল। তাদের একজন অন্যজনকে বলল أنا ابتدأتها - أنا فطرتها আমিই তাকে সর্বপ্রথম নির্মাণ করেছি, আমিই এর সূচনা করেছি। (তার শব্দ প্রয়োগে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ঐ শব্দের অর্থ জানতে পারলেন।) এ বর্ণনাটির সনদও স্বহীহ।

উপরে বর্ণিত বর্ণনাগুলোর কোন কোনটি বর্ণনা করার পর ইমাম আবূ জা'ফর বিন জারীর আত তাবারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, এটি প্রমাণিত সত্য যে, কুরআন আরবের সকল গোত্রের ভাষায় নাযিল হয়নি। বরং তাদের সংখ্যা সাতের অধিক। এমনকি এর প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় অসম্ভব। পক্ষান্তরে কুরআন মাত্র সাতটি ভাষারীতিতে নাযিল হয়েছে। প্রশ্ন হলো, যারা সংশ্লিষ্ট হাদীস্ব نزل القران على سبعة احرف এর এরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করেন যে, কুরআন সাত শ্রেণির বিষয় তথা : আদেশ, নিষেধ, উৎসাহিতকরণ, নিরুৎসাহিতকরণ, কাহিনী, উপমা ইত্যাদি বা অনুরূপ সাতটি বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। তাদের ব্যাখ্যা যে সঠিক নয় এবং পূর্বোল্লেখিত ব্যাখ্যাই (সাতটি ভাষারীতি বা শব্দের সাতটি উচ্চারণরীতি) যে সঠিক তার প্রমাণ কী? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে পূর্বযুগীয় কোন ইমাম অথবা কোন ব্যক্তি কি হাদীস্বের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যারা বলেন, কুরআন মাজীদে সাত শ্রেণির বিষয় যথা আদেশ নিষেধ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে তারা এরূপ দাবী করেননি যে, তা نزل القران على سبعة احرف হাদীস্বাংশের ব্যাখ্যা। তারা যা বলেছেন তা সঠিক ও বিশুদ্ধও বটে। প্রকৃতপক্ষে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং একদল স্বাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে : نزل القران على سبعة ابواب الجنة নিশ্চয় কুরআন জান্নাতের সাতটি দরজায় নাযিল হয়েছে। ব্যাখ্যাকারদের উপরোক্ত ব্যাখ্যা উক্ত হাদীস্বেরই ব্যাখ্যা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উক্ত হাদীস্ব نزل القران على سبعة ابواب الجنة ইতোপূর্বে উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম ইবনু জারীর বলেন, জান্নাতের সাতটি দরজার তাৎপর্য হচ্ছে, কুরআনে বর্ণিত সাত শ্রেণির বিষয় আদেশ, নিষেধ, উৎসাহিতকরণ, নিরুৎসাহিতকরণ, কাহিনী, উপমা ইত্যাদি। তা এই কারণে জান্নাতের সাতটি দরজা নামে অভিহিত করা হয়েছে যে, বান্দা সেগুলো যথাযথভাবে পালন করলে, তার জন্য জান্নাতের সাতটি দ্বারই উন্মুক্ত তথা ওয়াজিব ও প্রাপ্য হয়ে যায়।

অতঃপর ইমাম ইবনু জারীর দীর্ঘ এক প্রবন্ধ লিখেছেন। তার সারমর্ম হলো: কুরআন সাতটি কিরাআতে তিলাওয়াত করাকে শরী'আতে এ উম্মাতের জন্য জায়েয রেখেছে।

ইবনু জারীর আরও বলেন, কুরআন মাজীদ আরবী ভাষার সাতটি উচ্চারণ রীতিতে নাযিল হলে এবং সাতটি উচ্চারণ রীতিতে তা তিলাওয়াত করা জায়েয হলেও আমীরুল মু'মিনীন উস্বমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন দেখলেন, লোকেরা তা বিভিন্নভাবে তিলাওয়াত করছে এবং এ বিষয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে তখন তার মনে শঙ্কা জাগল, ভবিষ্যতে মানুষ স্বকপোলকল্পিত উচ্চারণ কুরআনে ছড়িয়ে দিবে এবং তার ফলে প্রকৃত ও বৈধ উচ্চারণসমূহ উদ্ধার করা কঠিন বা অসম্ভব হয়ে যাবে। কুরআন মাজীদকে হিফাযত করার জন্য তিনি এর একটি মাত্র উচ্চারণরীতি বহাল রাখলেন। অবশিষ্ট ছয়টি কিরাআত বা উচ্চারণরীতি স্থগিত হলে সেই একটি মাত্র উচ্চারণ রীতিতে সারা বিশ্বে কুরআন মাজীদ সংরক্ষিত ও পঠিত হয়ে আসছে। স্বাহাবীকুল সহ মুসলিম উম্মাহ উস্বমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এমন কাজকে রুশদ ও হিদায়াত বিবেচনা করে এর প্রতি স্বতঃউৎসারিত আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। সাতটি কিরাআতের মধ্য থেকে ছয়টিকে বাদ দিয়ে একটি মাত্র কিরাআত সারা বিশ্বে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার মধ্যে তারা এই উম্মতের জন্যে খায়ের ও বরকত নিহিত মনে করেছেন। আজ আর সে পরিত্যক্ত ছয়টি উচ্চারণরীতি বা কিরাআত উদ্ধার করা অসম্ভব। কেউ চাইলেও উক্ত ছয়টি কিরাআতের কোনটিতে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে সক্ষম হবে না।

এখন প্রশ্ন দেখা দেয় স্বয়ং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সকল কিরাআত বা উচ্চারণ রীতিতে স্বাহাবীগণকে কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিয়েছেন তা বাদ দেয়াটা উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তথা স্বাহাবীকুলের জন্য কিভাবে জায়েয হল? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, শরী'আত সাতটি কিরাআতের প্রত্যেকটিতে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা ফরয বা ওয়াজিব করেনি। শরীয়াত শুধু সাতটি কিরাআতের যে কোন কিরাআতে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার অনুমোদন দিয়েছে। বস্তুত সাতটি কিরাআত বহাল রাখা ফরয বা ওয়াজিব নয় বরং কুরআনের তিলাওয়াতে সাতটি কিরাআত ভিন্ন অন্য কোন কিরাআত আমদানী করা অবৈধ। উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং স্বাহাবীগণ তা করেননি। বরং ফরয বা ওয়াজিব নয় এমন অনুমোদিত ছয়টি কিরাআতকে বাদ দিয়েছেন মাত্র। কেন তারা সেগুলো বাদ দিলেন? তারা দেখলেন একটি বিশেষ কিরাআত বা উচ্চারণে কুরআন মাজীদ সংকলিত হয়ে যাওয়ার পর সেভাবে তা তিলাওয়াত করা কোন গোত্রের লোকের পক্ষেই এমনকি বিশ্বের কোন লোকের পক্ষেই অসম্ভব বা কষ্টকর হবে না। এর ফলে কুরআনের কিরাআত নিয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার এবং অশুদ্ধ ও অনুমোদনহীন উচ্চারণ রীতি এতে জুড়ে দেয়ার রাস্তা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। বস্তুত হয়েছেও তাই। কুরআন মাজীদ এবং একমাত্র কুরআন মাজীদই হচ্ছে মানুষের কাছে থাকা একমাত্র নির্ভুল ও বিকৃতিমুক্ত আসমানী কিতাব। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাব সংরক্ষণ করার বিনিময়ে পবিত্র হৃদয় স্বাহাবীগণকে আখিরাতে মহা পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন।

অতঃপর একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা প্রয়োজন। কুরআনের একটি মাত্র কিরাআত আমাদের মধ্যে বর্তমান থাকলেও এর শব্দের মূলাকৃতি অপরিবর্তিত রেখে কোন কোন শব্দের কোন কোন অক্ষরে رفع কর্তৃকারকের বিভক্তি (نسب) কর্মকারকের বিভক্তি এবং (جر) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি স্থাপন, (تسكين) হসন্তকরণ, (تحريك) স্বরান্তকরণ, শব্দের অন্তর্গত বর্ণের অবস্থান পরিবর্তন ইত্যাদি ব্যাপারে মতভেদ করা হাদীস্রে উল্লেখিত নিষেধকে অমান্য করা নয়। সংশ্লিষ্ট হাদীস্রে বর্ণিত হয়েছে, অনুমোদিত সাতটি কিরাআতের বিষয় নিয়ে ঝগড়া করা কুফর। বস্তুত উপরোল্লেখিত শ্রেণির মতভেদ করা সাতটি অনুমোদিত কিরাআতের বিষয় নিয়ে মতভেদ করা নয়। উম্মতের কোন মনীষীই এমন মতভেদকে কুফর নামে আখ্যায়িত করেননি।

৬৭. (স্বহীহ): দ্বিতীয় হাদীস্র: ইমাম বুখারী বলেন, ৹[সাঈদ বিন উফায়র)(লায়স)(উকায়ল)(ইবনু শিহাব)(উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)(মিসওয়ার বিন মাখরামাহ ও আবদুর রহমান বিন আবদুল কারী)(উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]৹ বলেন,

سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يقرأنيها رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَبَصَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ: كَذَبْتَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْسِلْهُ، اقْرَأْ يَا هِشَامُ"، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ"، ثُمَّ قَالَ: "اقْرَأْ يَا عُمَرُ"، فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ. إِنَّ القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ "

একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় হিশাম ইবনু হাকীমকে সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনলাম। আমি তার কিরাআতের প্রতি মনোযোগী হতেই বুঝলাম, সে কতগুলো হরফ বাড়িয়ে তা

তিলাওয়াত করছে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তা সেভাবে তিলাওয়াত করতে শিখাননি। আমার অবস্থা এমন হল যে, তার নামাযের মধ্যেই তাকে ধরে ফেলি আর কী। তার নামায শেষ করা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরলাম। নামায শেষ হবার পর আমি তার চাদর টেনে ধরে জিজ্ঞেস করলাম– আমি তোমাকে যে সূরাটি তিলাওয়াত করতে শুনলাম তা তোমাকে কে শিখিয়েছে? সে বলল, আমাকে তা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিখিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যে বলছ। কারণ, তুমি তা যেভাবে তিলাওয়াত করেছ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তা অন্যভাবে শিখিয়েছেন। আমি তাকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট টেনে নিয়ে গেলাম। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আরয করলাম– হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ লোকটিকে কতগুলো অতিরিক্ত বর্ণনাসহ সূরাহ ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছি। অথচ আপনি ঐ অতিরিক্ত বর্ণনাসহ আমাকে তা শিক্ষা দেননি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ওহে হিশাম! ইতোপূর্বে আমি যেভাবে তিলাওয়াত করতে শুনেছিলাম সেভাবে আমাকে তুমি পড়ে শুনাও তো। সে সেভাবে তিলাওয়াত করে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে শুনাল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তা ঠিক এভাবেই নাযিল হয়েছে। অতঃপর আমাকে বললেন, হে উমার! আমাকে তুমি পড়ে শুনাও। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা আমাকে যেভাবে শিখিয়েছেন আমি তাঁকে সূরাটি সেভাবে তিলাওয়াত করে শুনালাম। তিনি বললেন, এটি এভাবেই নাযিল হয়েছে। নিশ্চয় কুরআন মাজীদ সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে। এর যে হরফে তোমরা (কুরআন মাজীদ) তিলাওয়াত করতে পারো সেই হরফে তিলাওয়াত করো।[১২১১] ইমাম আহমদ, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম বুখারীও উক্ত হাদীস্র ইবনু শিহাব আয যুহরীর মাধ্যমে একাধিক সনদ শাখায় বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ তা {ইবনু মাহদী X মালিক X যুহরী X উরওয়াহ X আবদুর রহমান বিন আবদ X উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)} এর সূত্রে অনুরূপ অর্থে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।

৬৮. ইমাম আহমাদ বলেন, {আবদুস্র সামাদ X হারব বিন স্রাবিত X ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ তালহাহ X তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন আবূ তালহাহ) X দাদা (আবূ তালহাহ)} বর্ণনা করেছেন

" قَرَأَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ فَغَيَّرَ عَلَيْهِ فَقَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيَّ قَالَ: فَاجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَ الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: "قَدْ أَحْسَنْتَ". قَالَ: فَكَأَنَّ عُمَرَ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عُمَرُ، إِنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ صَوَابٌ، مَا لَمْ يُجْعَلْ عَذَابٌ مَغْفِرَةً أَوْ مَغْفِرَةٌ عَذَابًا "

একবার এক ব্যক্তি উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সম্মুখে কুরআন তিলাওয়াত করলে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার কিরাআতকে ভ্রান্ত ও অশুদ্ধ আখ্যায়িত করলেন। লোকটি বলল, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্মুখে এভাবেই তিলাওয়াত করেছি। তিনি তো আমার কিরাআতকে অশুদ্ধ বলেননি। এরপর তারা উভয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হল। লোকটি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্মুখে সেভাবে তিলাওয়াত করল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, তুমি সঠিক ও শুদ্ধভাবেই পড়েছ। এতে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবেগপ্লুত হয়ে পড়লেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে উমার! (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কুরআনের সকল কিরাআতই সহীহ ও বিশুদ্ধ যতক্ষণ না তুমি (তার) আযাবকে মাগফিরাতে এবং মাগফিরাতকে আযাবে পরিবর্তন করে দাও।[১২১২] সানাদটি হাসান। তার অন্যতম রাবী হারব বিন স্রাবিত আবূ স্রাবিত নামেও পরিচিত। কোন সমালোচক তাকে বিরূপভাবে সমালোচনা করেছেন বলে আমার জানা নেই।

১২১১. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলে করআন, অধ্যায়: কুরআন সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে) হা/৪৯৯২, মুসলিম ৮১৮, আবূ দাউদ ১৪৭৫, নাসাঈ ৯৩৬, ৯৩৭, ৯৩৮, তিরমিযী ২৯৪৩, আহমাদ ১৫৯, ২৭৭, ২৩৭১, তাফসীরে কুরতুবী ৮৯। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১২১২. আহমাদ ১৫৯৩১। শু'আয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি হাসান।

সাত হরফের তাৎপর্য

আল-কুরআন যে সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে তার তাৎপর্য সম্বন্ধে বিজ্ঞ ভাষ্যকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবূ বকর বিন ফারাহ আল-আনসারী কুরতুবী মালেকী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন ঃ সাতটি হরফ এর তাৎপর্য কী? এ সম্বন্ধে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আলিমগণ এর পঁয়ত্রিশটি তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। সেখান থেকে আমি পাঁচটি মাত্র তাৎপর্য বর্ণনা করছি। আবূ হাতিম মুহাম্মাদ বিন হিব্বান এর সবগুলো বর্ণনা করেছেন। ইমাম কুরতুবী তার পাঁচটি তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। এখানে **আমি** (ইবনু কাস্সীর) সংক্ষেপে তা বর্ণনা করছিঃ

প্রথম তাৎপর্যঃ অধিকাংশ বিদ্বান এই প্রথম তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ, আবদুল্লাহ বিন ওহাব, আবূ জা'ফার মুহাম্মদ বিন জারীর এবং ইমাম তাহাবী তাদের মধ্য উল্লেখযোগ্য। তা এই যে, কুরআনের একই স্থানে বিভিন্নভাবে পৃথক পৃথক শব্দে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সাতটি অর্থ নিহিত থাকে। পরস্পর ঘনিষ্ঠ একাধিক অর্থের একাধিক পৃথক পৃথক শব্দের দৃষ্টান্ত হলো : اقبل - تعال – هلم এ শব্দগুলোর প্রতিটির অর্থ একই অর্থাৎ আসো (আদেশসূচক)। ইমাম তাহাবী বলেন, আবূ বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নামক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে উপরোক্ত তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে বিবৃত হয়েছে।

৬৯. (সহীহ্) : একবার জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললেন,

اقْرَأْ عَلَى حَرْفٍ، فَقَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ فَقَالَ: اقْرَأْ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، فَقَالَ: اقْرَأْ فَكُلٌّ شَافٍ كَافٍ إِلَّا أَنْ تَخْلِطَ آيَةَ رَحْمَةٍ بِآيَةِ عَذَابٍ، أَوْ آيَةَ عَذَابٍ بِآيَةِ رَحْمَةٍ، عَلَى نَحْوِ هَلُمَّ وَتَعَالَ وَأَقْبِلْ وَاذْهَبْ وَأَسْرِعْ وَعَجِّلْ.

আপনি একটি মাত্র 'হরফে' পড়ুন। এতে মীকাঈল (আলায়হিস সালাম) বললেন, আপনি অধিকতর সংখ্যক হরফের জন্য অনুমতি চান। তখন জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) বললেন, আপনি দুটি হরফে পড়ুন। এতে মীকাঈল (আলায়হিস সালাম) বললেন, আপনি অধিকতর সংখ্যক হরফের জন্য অনুমতি চান। এভাবে জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) সাতটি হরফ পর্যন্ত পৌঁছলেন। এরপর তিনি বললেন, পড়ুন। এদের প্রতিটিই যথেষ্ট ও আরোগ্যদাতা। তবে রহমতের আয়াতকে আযাবের সঙ্গে এবং আযাবের আয়াতকে রহমতের আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে তালগোল পাকাবেন না। যেমন, اقبل – تعال – هلم অর্থ আসো। আবার عَجِّلْ - اسرع – ذهب অর্থ: তাড়াতাড়ি যাও।[১২১৩]

(ওয়ারাকা)(ইবনু আবী নাজীহ)(মুজাহিদ)(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))(উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا **"সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মু'মিনদেরকে বলবে- 'তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর"**[১২১৪] এ আয়াতের انْظُرُوْنَا শব্দের স্থলে امهلونا - اخرون এবং ارقبونا পড়তেন। (প্রত্যেকটির অর্থ আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন।) একইভাবে তিনি كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ এই আয়াতের مَّشَوْا শব্দের স্থলে مَرُّوا فيه এবং سَعَوْا فيه পড়তেন। ইমাম তাহাবী প্রমুখ বিজ্ঞগণ বলেন, অনেকে কুরায়শের ভাষায় তথা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভাষায় আল কুরআন শুধু পড়তে পারত, কিন্তু তারা তা লিখে রাখতে পারত না। কারণ, তারা ছিল নিরক্ষর। ফলে তাদের পক্ষে তা ধরে রাখা ছিল কষ্টকর। সে কারণে সাতটি ভাষা রীতিতে কুরআন তিলাওয়াতের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। ইমাম তাহাবী, কাযী বাকিল্লানী এবং শায়েখ আবু উমার বিন আবদুল বার্র বলেন, প্রথম দিকে সাতটি ভাষা রীতিতে কুরআন তিলাওয়াতের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে অসুবিধা দূর হয়ে যাওয়ার পর ঐ অনুমতি রহিত হয়ে গেছে। লেখা ও পড়ার মাধ্যমে কুরআনের সংরক্ষণ কাজ সহজ হয়ে যাওয়ার ফলেই উপরোল্লেখিত অসুবিধা দূর হয়েছে।

১২১৩. দ্রষ্টব্য ৫৯ নং হাদীস।
১২১৪. সূরাহ হাদীদ, ৫৭ঃ ১৩।

আমি (ইবনু কাস্রীর) বলছি: কেউ কেউ বলেন, উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-ই সাতটি ভাষা রীতির ছয়টিকে পরিত্যাগ করে মাত্র একটি ভাষা রীতেতে কুরআন মাজীদ সংকলন করেন। তিনি যখন দেখলেন, কুরআনের শব্দের উচ্চারণ রীতি সম্পর্কে লোকেদের মধ্যে দারুন মতভেদ দেখা দিয়াছে। তখন তাঁর মনে এ আশংকা জন্মাল যে, ভাবিষ্যতে এ মতভেদ চরম আকার ধারণ করতে পারে এমনকি পরস্পরকে কাফির আখ্যায়িত করার পর্যায়ে উপনীত হতে পারে। তাই তিনি অন্য সকল উচ্চারণ রীতি ত্যাগ করতে জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) কর্তৃক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট সর্বশেষ রমাযানে পেশকৃত উচ্চারণ রীতিতে কুরআন সংকলন করলেন। সংঘর্ষ এড়ানোর উদ্দেশ্যে তিনি লোকেদের আদেশ দিলেন তারা যেন অন্যান্য অনুমোদিত উচ্চারণ রীতিতে কুরআন তিলাওয়াত না করে। অবশ্য দুর্বৃত্তরা তবুও ক্ষান্ত হয়নি। তারা একে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহকে বহুধা বিভক্ত করে ছেড়েছে। একইভাবে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এক সঙ্গে উচ্চারিত তিন তালাককে অকাট্য তালাক গণ্য করতে লোকদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল এক সঙ্গে উচ্চারিত তিন তালাকে তিন তালাক সংঘটিত হওয়ার ফলে দাম্পত্য তথা পারিবারিক জীবনে যে শোচনীয় অশান্তি ও অব্যবস্থা নেমে আসে, তার আদেশে তা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু ফল হয়েছিল বিপরীত। তার আদেশের পর সমাজে তালাকের সংখ্যা বেড়ে গেল। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, পূর্ব প্রচলিত ব্যবস্থাই যদি লোকদের মধ্য প্রচলিত রাখতাম। অতঃপর তিনি সেটিই করলেন। একইভাবে তিনি হজ্জের মাসগুলোতে তামাত্তু করতে লোকেদেরকে নিষেধ করতেন। তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল এমন নির্দেশের ফলে হজ্জের মাসগুলোর বাইরেও আল্লাহর ঘরের যিয়ারত চালু থাকবে। আবু মুসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) অবশ্য হজ্জের মাসগুলোতেও তামাত্তু জায়েয মনে করতেন। তবে আমীরুল মুমিনীনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার নিমিত্তে তিনি তার ফতোয়া ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় তাৎপর্যঃ পণ্ডিতদের একদল বলেন, কুরআন মাজীদ সাত হরফে নাযিল হবার তাৎপর্য এটি নয় যে, কুরআনের প্রতিটি শব্দ সাত রকম উচ্চারিত হতে পারে। বরং এর তাৎপর্য হলো, কুরআনের একটি শব্দ এক উচ্চারণ রীতিতে এবং অন্যটি অন্য উচ্চারণ রীতিতে উচ্চারিত হবে। এভাবে এতে আরবী ভাষাভাষীদের বিভিন্নপ্রকার উচ্চারণ রীতির মধ্য থেকে সর্বমোট সাতটি উচ্চারণ রীতি বিদ্যমান। ইমাম খাত্তাবী বলেন, কুরআনের কোন কোন শব্দ অবশ্য সাত প্রকারের উচ্চারণ রীতিতেই উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ এর অন্তর্গত عَبَدَ শব্দটি। এরূপ ﴿يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ﴾ এর অন্তর্গত يَرْتَعْ শব্দটি। ইমাম কুরতুবী বলেন, আবু উবায়দ সংশ্লিষ্ট হাদীস্রের উপরোক্ত তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। ইবনু আতিয়্যাহ এটিকে সঠিক হিসেবে গ্রহণ কবেন। ইমাম আবু উবায়দ মন্তব্য করেছেন, আরবের বিভিন্ন গোত্রর বিভিন্ন উচ্চারণের মধ্য থেকে যে সকল উচ্চারণ রীতি কুরআন মাজীদে গৃহীত হয়েছে তাদের একটি অন্যটির চেয়ে বেশি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কারণে বলা যায়, কুরআন মাজীদে গৃহীত সকল উচ্চারণ রীতিই সমান সৌভাগ্যবান নয়। একটি অপরটি থেকে বেশি সৌভাগ্যবান। কাযী বাকিল্লানী বলেন, 'কুরআন মাজীদ কুরায়শ ভাষায় নাযিল হয়েছে।' উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর এমন কথার তাৎপর্য হলো, এর বেশিরভাগই কুরায়শ ভাষায় নাযিল হয়েছে। কুরআন মাজীদে কুরায়শের ভাষা ও উচ্চারণ রীতির প্রাধান্য রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ কুরআন কুরায়শ ভাষায় নাযিল হয়েছে এ কথার কোন প্রমাণ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قرءانًا عربيا﴾ অর্থাৎ আমি একে আরবী গ্রন্থ হিসেবে নাযিল করেছি। এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বলেননি, قريشا আমি একে কুরায়শী গ্রন্থরূপে নাযিল করেছি। বলাবাহুল্য عرب বলতে আরবী ভাষাভাষী সকল গোত্রকে অথবা আরবী ভাষাভাষী গোত্রগুলোর পুরো এলাকাকেই বুঝায়। শায়খ আবূ উমার বিন আবদুল বার্রও এমনটিই বলেছেন। তিনি বলেন, এর কারণ কুরায়শ গোত্রের ভাষা ছাড়া অন্য গোত্রের ভাষাও কুরআনের বিশুদ্ধ কিরাআতে বর্ণিত রয়েছে। যেমন همزه বর্ণসহ শব্দ উচ্চারণ করা। উল্লেখ যে, কুরায়শ গোত্র হামযা বর্ণসহ

শব্দ উচ্চারণ করে না। ইবনু আতিয়্যা বলেছেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি ﴿فاطر السموات والأرض﴾ এ আয়াতাংশের অর্থ জানতাম না। এক বেদুঈনকে বলতে শুনলাম أنا فطرتها আমিই একে সর্বপ্রথম খনন করেছি। সে তা একটি কূপ সম্পর্কে বলছিল। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, বেদুঈনকে বলতে শুনলাম (আমিই একে সর্বপ্রথম খনন করেছি) সে একথা একটি কূপ সম্পর্কে বলছিল। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বেদুঈন লোকটির নিকট থেকে শিখলেন। فطر – يفطر - فطرا অর্থ কোন বস্তুকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বপূর্ণ করা। ইমাম ইবনু আতিয়্যা এর দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত فاطر (নব উদ্ভাবক) শব্দটি কুরায়শ ভাষা ব্যতীত অন্য গোত্রের ভাষা। কারণ, কুরায়শ গোত্রে জন্মগ্রহণকারী ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট এর অর্থ অজানা ছিল।

তৃতীয় তাৎপর্যঃ কেউ কেউ বলেন, সংশ্লিষ্ট হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে, আরবী ভাষাভাষী বিপুল সংখ্যক গোত্রের ভাষারীতির মধ্য থেকে মাত্র সাতটি গোত্রের ভাষারীতি আল-কুরআনে গৃহীত হয়েছে। আর মুদার مضر গোত্রের ভাষারীতির মধ্যে এ সাতটি ভাষারীতির সন্নিবেশ ঘটেছে। অতএব কুরআন মাজীদের সাতটি ভাষারীতি 'মুদার' গোত্রের ভাষারীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। 'মুদার' গোত্রের বিভিন্ন শাখার ভাষারীতির বাইরের ভাষারীতি এতে গৃহীত হয়নি।

আলোচ্য হাদীসের উপরোক্ত তাৎপর্যের ভিত্তিতে আল-কুরআন কুরায়শ ভাষায় নাযিল হয়েছে। উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এ কথার তাৎপর্য এটাই হবে যে কুরআন মাজীদে সন্নিবেশিত সাতটি গোত্রীয় ভাষারীতি কুরায়শ ভাষারীতি বিরোধী নয়। তা একদিকে বিক্ষিপ্তভাবে সাতটি গোত্রীয় ভাষারীতির সমষ্টি এবং অপরদিকে কুরায়শ গোত্রের নিজস্ব সামগ্রিক ভাষারীতিও বটে। কুরায়শ গোত্রটি কার বংশধর? কুরায়শ গোত্র হচ্ছে নাদর ইবনুল হারিসের বংশধরগণ। বংশ পরিচয় বিশারদগণের মধ্যে কুরায়শের পরিচয় সম্বন্ধে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে এর উপরোক্ত পরিচয়ই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য। সুনানু ইবনু মাজাহ প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত হাদীসে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

চতুর্থ তাৎপর্যঃ ইমাম বাকিল্লানী বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে, কুরআনের বিভিন্ন প্রকার উচ্চারণের শব্দ সম্ভারের সাতটি অবস্থা রয়েছে। এদের সবগুলোই শরীআত কর্তৃক অনুমোদিত অবস্থা।

প্রথম অবস্থা হচ্ছে, তার উচ্চারণের রূপ একাধিক হলেও এতে শব্দের মূল হারাকাতে শব্দের সামগ্রিক আক্ষরিক অথবা অর্থগত কোনরূপ পরিবর্তন বা বিভিন্নতা আসে না। যেমন ﴿ويضيق صدري﴾ এর অন্তর্গত يضيق শব্দটির অবস্থা।[১২১৫]

দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে, এর উচ্চারণের রূপ একাধিক হলেও এতে আক্ষরিক কোনরূপ পরিবির্তন বা বিচিত্রতা আসে না। তবে উচ্চারণের বিচিত্রতার ফলে এতে অর্থের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا বাক্যাংশের অন্তর্গত بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا শব্দটির অবস্থা।[১২১৬]

তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে, শব্দের উচ্চারণে বিভিন্নতা আসার ফলে এর অক্ষর ও অর্থ উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্নতা দেখা দেয়। তবে এরূপ বিভিন্নতা শব্দের অন্তর্গত কোন বর্ণের বিভিন্নতার কারণে দেখা দেয় যেমন ﴿كيف ننشزها﴾ বাক্যাংশের অন্তর্গত ننشزها শব্দটির অবস্থা।

১২১৫. অধিকাংশ কারী উক্ত শব্দটির ق বর্ণে رفع বা পেশ যোগে পড়েছেন। তবে ইয়াকূব সেটিকে পূর্ববর্তী يكذبون শব্দের সাথে সংযোজিতপদ হিসেবে ধরে তার ق বর্ণটিতে نصب (যবর) দিয়ে পড়েছেন।

১২১৬. অধিকাংশ কারী সেটিকে باعد (অনুজ্ঞাসূচক ক্রিয়া) রূপে পড়েন। তবে ইয়া'কূব সেটিকে مباعدة – باعد থেকে গঠিত সাধারণ অতীতকালের সংবাদসূচক ক্রিয়ারূপে পড়েন। আবার ইবনু কাসীর আবূ আমর ও হিশাম সেটিকে تبعيد – بعد হতে গঠিত সাধারণ অতীত *কালের সংবাদসূচক ক্রিয়া রূপে পড়েন।*

চতুর্থ অবস্থা হচ্ছে, একই স্থানে একাধিক শব্দ পঠিত হয়। কেউবা একটি বিশেষ শব্দ আবার কেউবা ভিন্ন একটি শব্দ পাঠ করেন। তাতে শব্দে পার্থক্য হলেও অর্থে পার্থক্য দেখা দেয় না। যেমন ﴿كالعهن المنفوش﴾ বাক্যাংশের অন্তর্গত العهن শব্দের অবস্থা।

পঞ্চম অবস্থা হচ্ছে, একই স্থানে কেউবা একটি বিশেষ শব্দ আবার কেউবা অন্য একটি শব্দ পাঠ করেন। আর শব্দের এমন পার্থক্যের কারণে অর্থেও পার্থক্য দেখা দেয়। যেমন وَطَلْحٍ مَنْضُوْدٍ এর অন্তর্গত طَلْحٍ শব্দটির অবস্থা।

ষষ্ঠ অবস্থা হচ্ছে, বাক্যের অন্তর্গত শব্দের স্থান পরিবর্তনের কারণে এর বাহ্যিক ও অর্থগত উভয় ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দেয়। যেমন وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ।

সপ্তম অবস্থা হচ্ছে, বাক্যে কোন শব্দ বৃদ্ধি করার ফলে এর আক্ষরিক আকৃতি ও অর্থ উভয় অথবা শুধু বাহ্যিক আকৃতিতে পার্থক্য দেখা দেয়। যেমন لَهُ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً এর স্থলে لَهُ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً أُنْثَى পাঠ করার অবস্থা অথবা وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِيْنَ এর স্থলে وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَّكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِيْنَ পাঠ করার অবস্থা। কিংবা وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ এর স্থলে وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ পাঠ করার অবস্থা।

পঞ্চম তাৎপর্যঃ কেউ কেউ বলেন, কুরআন মাজীদ সাত হরফে নাযিল হয়েছে এর তাৎপর্য হলো, আল-কুরআনে বর্ণিত বিষয়গুলো সাত শ্রেণিতে বিভক্ত। সেগুলো হচ্ছে : (১) আদেশ (২) নিষেধ (৩) পুরস্কারের ওয়াদা (৪) আযাবের ব্যাপারে সতর্ককরণ (৫) কাহিনীসমূহ (৬) যুক্তি প্রদর্শন ও (৭) উপমাবলী।

ইবনু আতিয়্যার মন্তব্য হলো, এ হাদীসের এমন তাৎপর্য বর্ণনা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, এ বিষয়গুলোর কোনটিকেই হরফ নামে অভিহিত করা হয় না। এছাড়া ঐ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কুরআন মাজীদকে সাতটি হরফে পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ অবস্থায় হরফ শব্দটির তাৎপর্য অমন হলে মেনে নিতে হয় যে, কুরআন মাজীদে বর্ণিত হালালকে হারাম, হারামকে হালাল অথবা অর্থগত অন্যপ্রকার কোন পরিবর্তন করার অনুমতি শরীআতে রয়েছে। অথচ এটি উম্মাতে মুহাম্মাদির সর্বসম্মত রায়ের পরিপন্থী। ইমাম বাকিল্লানী এ সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করতে মন্তব্য করেছেন- উপরোক্ত বিষয়সমূহ এমন নয় যার মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন করে কুরআন তিলাওয়াত করা শরীআতে বৈধ। মূলত এটি আদৌ সম্ভব নয়।

পরিচ্ছেদঃ ইমাম কুরতুবী বলেন, দাবুদী বিন আবূ সুফরাহ প্রমুখ বহু সংখ্যক বিদ্বান বলেছেন, প্রচলিত সাতটি কিরাআত মূলত হাদীসে অনুমোদিত সাতটি কিরাআত নয়। প্রচলিত সাতটি কিরাআত প্রকৃতপক্ষে উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক সংকলিত কুরআন মাজীদে গৃহীত কিরাআতের বিভিন্নরূপ। তা একটি কিরাআতেরই একাধিক সংকলিত সংস্করণ ছাড়া কিছু নয়। এদের পার্থক্য খুবই সামান্য। ইবনু নুহাস প্রমুখ ব্যক্তিও এমন মত পোষণ করেছেন। প্রচলিত সাতটি কিরাআতের অনুসারী সাতজন কারীর প্রত্যেকেই অন্য কারীদের কিরাআতকে অনুমোদন করেছেন। তবে তাদের একেকজন যেহেতু নির্দিষ্ট একেকটি কিরাআতকে বিশুদ্ধ বলে মনে করেছেন, সেহেতু তাদের একেকটি কিরাআত তাদের একেকজনের নামের সাথে সম্পর্কিত হয়ে রয়েছে। মুসলিম উম্মাহ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত সাতটি কিরাআতকেই সঠিক ও বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করেছেন। এগুলোর সঠিকতা ও বিশুদ্ধতার সমর্থনে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এভাবে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা অনুযায়ী তাঁর কালাম সংরক্ষিত হয়ে আসছে।

কুরআনের সূরাহ বিন্যাস

৭০. (সহীহ): উক্ত শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ০[ইবরাহীম বিন মূসা][হিশাম বিন ইউসুফ][ইবনু জুরায়জ][ইউসুফ বিন মাহাক][উম্মুল মু'মিনীন আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]০ (ইউসুফ বিন মাহাক) বলেন,

إِنِّي لَعِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ: أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ؟ قَالَتْ: وَيْحَكَ! وَمَا يَضُرُّكَ، قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرِينِي مُصْحَفَكِ، قَالَتْ: لِمَ؟ قَالَ: لَعَلِّي أُوَلِّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ، قَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ، إِنَّمَا أَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ، نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ: وَلَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ: لَا تَزْنُوا، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا، لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ: {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} [الْقَمَرِ: ٤٦] ، وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ، قَالَ: فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّوَرِ

একবার আমি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় তার নিকট একজন ইরাকী এসে প্রশ্ন করল, কোন্ রং এর কাফন উত্তম? তিনি বললেন, কোন রঙ্গের কাফনই অনুত্তম নয়। ইরাকী লোকটি বলল, আপনার কুরআন মাজীদখানা আমাকে দেখান। তিনি বললেন, এতে তোমার প্রয়োজন কী? লোকটি বলল, আমি তার মত করে কুরআনকে বিন্যস্ত করব। কারণ, কুরআন মাজীদ অবিন্যস্ত অবস্থায় পঠিত হয়ে থাকে। তিনি বললেন, কুরআনের যে কোন সূরাই পূর্বে পড় না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। নবুওতের প্রথম দিকে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কিত ছোট ছোট সূরাহ অবতীর্ণ হয়। এরপর যখন লোকেরা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হতে থাকে তখন হালাল হারাম সম্বলিত সূরাহ নাযিল হয়। প্রথম দিকেই যদি নাযিল হতো, 'তোমরা শরাব পান করো না' তাহলে লোকেরা বলত, আমরা কখনও মদ ত্যাগ করব না। তেমনিভাবে প্রথম দিকে যদি নাযিল হত 'তোমরা ব্যভিচার কর না' তবে লোকে বলত, আমরা কখনও ব্যভিচার ত্যাগ করব না। আমি যখন খেলাধুলায় লিপ্ত ছোট্ট বালিকা মাত্র তখন মাক্কায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ০ **"বরং ক্বিয়ামত হল (তাদের দুষ্কর্মের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য) তাদেরকে দেয়া নির্ধারিত সময়, ক্বিয়ামত অতি কঠিন, অতিশয় তিক্ত"**[১২১৭] এ আয়াত নাযিল হয়। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি যখন সূরাহ বাক্বারা ও সুরা নিসা নাযিল হয় তখন আমি তার সহধর্মিণী ছিলাম। রাবী বলেন, অতঃপর আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) স্বীয় কুরআন মাজীদখানা খুলে ইরাকী লোকটিকে বিভিন্ন সূরার কতগুলো আয়াত শুনালেন।[১২১৮]

এখানে ইমাম নাসাঈ ইবনু জুরায়জ এর হাদীস্র থেকে 'কুরআনের বিন্যাস' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: এর সূরাসমূহের বিন্যাস। ইরাকী লোকটির কাফন সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যা বলেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল, এটি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় এবং এর পিছনে পরিশ্রম ও দৌড়ঝাঁপের কোন প্রয়োজন নেই। এটি অকারণে সময় নষ্ট ব্যতীত কোন লাভের বিষয় নয়। উল্লেখ্য যে, লোকেরা সে সময় ইরাকীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করত, তারা অপরকে নাজেহাল করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে থাকে। একবার এক ইরাকী আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর নিকট প্রশ্ন করল, কাপড়ে মশার রক্ত লাগলে তা কি নাপাক হয়ে যায়? তখন তিনি বললেন, ইরাকীদের আচরণ দেখ! এরা মশার রক্ত কাপড়ে লাগলে কাপড় নাপাক হয়ে যায় কিনা তা জানতে চায় অথচ এরাই আল্লাহর রাসূলের স্নেহের কন্যার গর্ভজাত সন্তান তার

১২১৭. সূরাহ কামার, ৫৪ঃ ৪৬।

১২১৮. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: কুরআনের সূরাসমূহের বিন্যাস) ৪৯৯৩।

আদরের দুলাল হুসাইন কে হত্যা করেছে। ঐ কারণেই আয়িশাহ ইরাকী প্রশ্নকারী লোকটির সাথে কথোপকথনে বেশি অগ্রসর হতে চাননি। এছাড়া আগেই বলা হয়েছে, তিনি চেয়েছিলেন লোকটি যেন বিষয়টিকে অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না বসে। তাই উত্তরদানে তিনি সংক্ষিপ্ত পথই বেছে নিয়েছিলেন। যদিও প্রশ্নকারীর প্রশ্নের দীর্ঘ উত্তর আয়িশাহ এর নিকট ছিল।

৭১. (স্বহীহ্): ইমাম আহমাদসহ সুনানগ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেছেন, সামুরাহ ও ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

"الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ"

তোমরা সাদা রঙের কাপড় পরিধান কর এবং তাতে মাইয়্যেতকে দাফন কর। কারণ সাদা রং এর কাপড় সুন্দর ও আনন্দদায়ক।[১২১৯] ইমাম তিরমিযী এ হাদীস্বের উভয় সনদকেই স্বহীহ বলেছেন।

৭২. (স্বহীহ্): বুখারী ও মুসলিমে আয়িশাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُفِّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

নাবী কে একহারা সুতায় তৈরি সাদা রঙের তিনটুকরা কাপড়ে দাফন করা হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে জামা বা পাগড়ী ছিল না।[১২২০] ঐ হাদীস্বটি জানাযা পর্বের 'কাফন' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। যাই হোক, ঐসমস্ত কারণে আয়িশাহ ইরাকী প্রশ্নকারীকে ঐ হাদীস্ব শুনাতে যাননি।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর পেয়ে ইরাকী লোকটি দীর্ঘ একটি প্রশ্ন করে বসল। সে আয়িশাহ কে বলল, সে যে কুরআন তিলাওয়াত করে তার সূরাগুলো এলোমেলোভাবে রয়েছে। উস্মান কর্তৃক কুরআন সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত ও বিভিন্ন মুসলিম এলাকায় পাঠানোর এবং উস্মান এর বিরুদ্ধে কুরআন মাজীদ জ্বালিয়ে দেয়ার অভিযোগ উঠার পূর্বে আয়িশাহ এর নিকট ইরাকীর প্রশ্ন করার উপরোক্ত ঘটনা ঘটেছিল। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। সে কারণেই আয়িশাহ প্রশ্নকারীকে বলে দিলেন, তুমি যে কোন সূরাকেই পূর্বে পাঠ কর না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। আয়িশাহ তাকে আরও বলেছিলেন, নবুওতের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরায় জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা ছিল। ঐটি কোন্ সূরাহ ছিল? তা যদি সূরাহ আলাক না হয়ে থাকে তাহলে এমনটা হতে পারে, 'সূরা' বলতে আয়িশাহ নির্দিষ্ট সূরাহ বিশেষকে না বুঝিয়ে ক্ষুদ্রাবয়ব সুরা শ্রেণিকে বুঝাতে চেয়েছেন। এমন শ্রেণির সূরাসমূহে জান্নাতের পুরস্কারের ওয়াদা ও জাহান্নামের শাস্তির ব্যাপারে সতর্কবাণী বিবৃত হয়েছে। আয়িশাহ তাকে আরও বলেছিলেন সূরাহ বাকারা ও সূরাহ নিসা নাযিল হয়েছিল নবুওতের শেষ দিকে যখন লোকেরা ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে ইসলামের ঝাণ্ডাতলে সমবেত হয়েছিল। আর এ সময়ে তিনি নাবী এর সহধর্মিণী ছিলেন। এ সময়ে আল্লাহ তাআলা ধীরে ধীরে হালাল-হারাম ইত্যাদি আদেশ নিষেধ নাযিল করেছিলেন। তা ছিল আল্লাহ তাআলার বিশেষ হিকমাত। যা হোক, আয়িশাহ এর শেষোক্ত দু'টি কথার তাৎপর্য হলো, ক্ষুদ্রাবয়ব সূরাহ শ্রেণী অথবা সূরাহ বিশেষ নবূওতের প্রথম দিকে নাযিল হলেও কুরআন মাজীদে তার অবস্থান প্রথম দিকে না হয়ে হয়েছে শেষ দিকে। পক্ষান্তরে সূরাহ বাকারা ও সূরাহ নিসা নবুওতের শেষ দিকে নাযিল হলেও কুরআন মাজীদে এদের অবস্থান প্রথম দিকে। এতো গেল কুরআনের সূরাসমূহের বিন্যাস সম্পর্কিত আয়িশাহ এর উক্তি। তার উক্তিতে প্রতীয়মান হয়,

---

১২১৯. তাফসীরে কুরতুবী ১৮০৪, ইবনু আব্বাস এর হাদীস্ব থেকে আবূ দাউদ ৩৮৭৮, তিরমিযী ৯৯৪, ইবনু মাজাহ ১৪৭২, সামূরাহ এর হাদীস্ব থেকে তিরমিযী ২৮১১। **তাহক্বীকঃ** সহীহ।

১২২০. বুখারী (পর্বঃ জানাযা, অধ্যায় : কাফনের জন্য সাদা কাপড়) হা/১২৬৪, মুসলিম ৯৪১, আবূ দাউদ ৩১৫২, তিরমিযী ৯৯৬, নাসাঈ ১৮৯৭, ইবনু মাজাহ ১৪৬৯। **তাহক্বীকঃ** সহীহ।

কুরআনের যে কোন সূরাহ অপর যে কোন সূরার পূর্বে বা পরে তিলাওয়াত করা বৈধ। কুরআনের সূরাসমূহের ক্ষেত্রে উপরোক্ত অনুমোদন প্রযোজ্য হলেও তা সূরাসমূহের বিভিন্ন আয়াতের বেলায় প্রযোজ্য নয়। কারণ, আয়াতসমূহের বিন্যাস আল্লাহ তাআলার নির্দেশে স্বয়ং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত আলোচনা ইতোপূর্বে গত হয়েছে। কোনো সূরার যে কোনো আয়াতকে যে কোন আয়াতের পূর্বে বা পরে তিলাওয়াত করার অনুমতি শরীয়তে নেই বলেই আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রশ্নকারীকে সেরকম অনুমতি দেননি। বরং তিনি নিজের কুরআন মাজীদখানা বের করে তার সুরাসমূহের কতগুলো আয়াত শুনিয়ে দিলেন। 'তুমি যে কোন সূরাকেই পূর্বে পড়তে পার'। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

প্রশ্নকারীর প্রতি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর এ উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাযে যে কোন সূরাহ পূর্বে বা পরে পড়া বৈধ। স্বহীহ হাদীস্র গ্রন্থে হুযায়ফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস্র দ্বারাও তা প্রমাণিত।

৭৩ (স্বহীহ্): হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

قَرَأَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ بِالْبَقَرَةِ ثُمَّ النِّسَاءِ ثُمَّ آلِ عِمْرَانَ .

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাহাজ্জুদ নামাযে প্রথমে সূরাহ বাকারা, এরপর সূরাহ নিসা এবং তারপর সূরাহ আলি ইমরান তিলাওয়াত করেছিলেন।[১২২১]

ইমাম কুরতুবী 'প্রতিবাদ' পুস্তক নামক স্বীয় গ্রন্থে আবূ বাকর ইবনুল আম্বারীর এমন উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। কুরআন মাজীদে সূরাসমূহ যেভাবে সাজানো হয়েছে কেউ যদি তা লঙ্ঘন করে পূর্বে অবস্থিত সূরাহ পরে অথবা পরে অবস্থিত সূরাহ পুর্বে তিলাওয়াত করে, তাহলে তা দ্বারা তার কোন সূরার আয়াতসমূহের বিন্যাসকে লঙ্ঘন করে তিলাওয়াত করার অথবা কোন শব্দের বিভিন্ন বর্ণের অবস্থানকে পরিবর্তন করে তিলাওয়াত করার অপরাধের মতই অপরাধ হবে। আবু বকর ইবনুল আম্বারী স্বীয় অভিমতের পক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক সংকলিত কুরআন মাজীদ যেভাবে সাজানো হয়েছে সেটিকেই অনুসরণ করতে হবে। তার যে কোন প্রকার লঙ্ঘনই অপরাধ বলে গণ্য হবে। অবশ্য সূরাহ তাওবার প্রথমে বিসমিল্লাহ না লেখার এবং সূরাহ আনফালকে দীর্ঘাবয়ব সাতটি সূরার অন্ত র্ভুক্ত করার ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকটে যে প্রশ্ন করেছিলেন এবং তিনি তার যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে প্রমাণিত হয়, সূরাসমূহের তারতীব বা বিন্যাস নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক নয় বরং উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছিল। মজবুত ও শক্তিশালী সনদে তিরমিযীসহ একাধিক হাদীস্র গ্রন্থে এ হাদীস্রটি বর্ণিত হয়েছে।

ইতোপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি, আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কুরআন মাজীদকে তার অবতীর্ণ হওয়ার ক্রমানুসারে সাজিয়ে সংকলন করতে চেয়েছিলেন। কাযী বাকিল্লানী বর্ণনা করেছেন, আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র কুরআনের প্রথম সূরাহ ছিল اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কুরআনের প্রথম সূরাহ ছিল مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ সূরাহ ফাতিহাহ তার পর যথাক্রমে বাকারা ও নিসা ছিল। তাদের বিন্যাস ছিল (প্রচলিত কুরআনের সূরাসমূহের বিন্যাস হতে) পৃথক ও স্বতন্ত্র। তেমনি উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কুরআনের প্রথম সূরাহ ছিল اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ তারপর যথাক্রমে নিসা, আলে ইমরান, আন'আম ও মায়িদা ইত্যাদি। সেগুলোর বিন্যাস ছিল লক্ষণীয়ভাবে পৃথক ও স্বতন্ত্র।

অতঃপর কাযী বাকিল্লানী মন্তব্য করেছেন, সম্ভবত সাহাবায়ে কিরামই স্বীয় ইজতিহাদ অনুযায়ী কুরআনের সূরাসমূহকে বর্তমান আকারে বিন্যস্ত করেছেন। তাফসীরকার মাক্কীও স্বীয় তাফসীর গ্রন্থের

১২২১. সহীহ মুসলিম (মুসাফিরের সালাত ও তার কসর করা, অধ্যায়: রাতের সালাতে কিরাত লম্বা করা প্রসঙ্গে) হা/৭৭২, ৭৭৩।

সূরাহ তাওবার তাফসীরে তেমনটিই বলেছেন। তিনি বলেছেন, সূরাসমূহের আয়াতের বিন্যাস এবং প্রতিটি সূরার পূর্বে বিসমিল্লাহ স্থাপনের কাজটি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকেই সম্পন্ন হয়েছে। একদল বিদ্বানের ন্যায় ইবনু ওহাব বলেন, আমি সুলায়মান বিন বিলালের নিকট শুনেছি একদা রাবীআর নিকট জিজ্ঞেস করা হল: সূরাহ বাকারা, সূরাহ আলে ইমরানের পূর্বে আশিটির বেশি সূরাহ নাযিল হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সূরাদ্বয়কে কেন তাদের পূর্বে কুরআনের প্রথম দিকে স্থাপন করা হয়েছে? তিনি বললেন, কুরআন মাজীদকে যারা সংকলিত করেছেন তাদের জ্ঞানানুসারে এর সূরাসমূহ বিন্যস্ত হয়েছে। ঐ সূরাহ দু'টির অবস্থানও তাদের জ্ঞান মতে নির্ধারিত হয়েছে। তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী একমত হয়েই তা করেছেন। অতএব এ বিন্যাস প্রক্রিয়ার মূলে তাদের (সহাবীগণের ঐকমত্য সক্রিয় ছিল। আর তাদের ইজমা বা সর্বসম্মত রায়ের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন তোলা যায় না। ইবনু ওহাব আরও বলেন, আমি ইমাম মালিককে বলতে শুনেছি, সাহাবীগণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট থেকে কুরআন মাজীদকে যেভাবে শুনেছেন ঠিক সেভাবেই তা বিন্যস্ত হয়েছে।

আবুল হাসান বিন বাত্তাল **বলেন**, আমরা কুরআনের সূরাসমূহকে শুধু লিখিত অবস্থায় বিশেষ একটি বিন্যস্ত আকারে পাই। কিন্তু তা বিশেষভাবে বিন্যস্ত আকারেই নামাযে কিংবা নামাযের বাইরে তিলাওয়াতে বা শিক্ষাদানে পড়তে হবে এবং উক্ত বিন্যাসে কোনপ্রকার ব্যতিক্রম করা যাবে না- এমন কথা কেউ বলেছেন বলে আমাদের জানা নাই। কাউকেও একথা বলতে শোনা যায়নি, বাকারার পূর্বে কাহাফ অথবা কাহাফের পূর্বে হাজ্জ শিক্ষা করা অবৈধ বা নিষিদ্ধ। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন, তুমি যে কোন সূরাকেই পূর্বে পড়তে পারো। তাতে কোন ক্ষতি নেই। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযে প্রথম রাকাআতে কোন একটি সূরাহ তিলাওয়াত করে দ্বিতীয় রাকাআতে তার অব্যবহিত পরবর্তি সুরার পরিবর্তে অন্য কোন সূরাহ তিলাওয়াত করতেন। আবুল হাসান বাত্তাল বলেন, ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, কুরআন মাজীদ উল্টাভাবে পড়া গুরুতর অন্যায়। যে ব্যক্তি ঐভাবে পড়ে তার অন্তরটাই উল্টা। তার তাৎপর্য এই যে কোন সুরার শেষদিক থেকে তিলাওয়াত শুরু করে তার প্রথমদিকে (এসে) তিলাওয়াত শেষ করা জঘন্য গুনাহ্ ও অপরাধ। এটি হারাম ও কবীরা গুনাহ।

৭৪. (সহীহ): ইমাম বুখারী বলেন, ০{আদাম}{শু'বাহ}{আবূ ইসহাক}{আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ}{ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ থেকে বর্ণিত,

يَقُولُ فِي بني إسرائيل والكهف ومريم وطه وَالْأَنْبِيَاءِ: إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي

তিনি বানী ইসরাঈল, কাহাফ, মারইয়াম, তাহা ও আম্বিয়া' এ সকল সূরাহ সম্বন্ধে বলেন, 'এগুলো (নবুওতের) প্রথমদিকে অবতীর্ণ সূরা, এটি আমার পুরাতন সম্পদ।'[১২২২] এ হাদীস্র শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ব্যক্তিগত কুরআন মাজীদে উপরোক্ত সূরাসমূহের বিন্যাস যে উস্মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক সংকলিত কুরআন মাজীদে সেই সকল সূরাহ বিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল তা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উপরোক্ত হাদীস্র উল্লেখ করেছেন।

৭৫. (সহীহ): ০{আবুল ওয়ালীদ}{শু'বাহ}{আবূ ইসহাক}{বারা' বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ বলেন,

تَعَلَّمْتُ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১২২২. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: কুরআনের গ্রন্থনা) ৪৯৯৪।

নাবী (ﷺ) এর মদীনায় আগমনের পূর্বেই আমি সূরাহ আ'লা শিখে ফেলেছিলাম।[১২২৩] ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তা হিজরত সম্পর্কিত একটি হাদীস্রের অংশবিশেষ মাত্র। সূরাহ আ'লা যে একটি মাক্কীসূরাহ তা প্রমাণ করার জন্যই ইমাম বুখারী উক্ত হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

৭৬. (স্বহীহ): ◊{আবদাহ}{আবূ হামযাহ}{আল-আ'মাশ}{শাকীক}◊ বলেন, একবার আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন,

لَقَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ، وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلَى تَأْلِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ، آخِرُهُنَّ مِنَ الْحَوَامِيمِ حم الدخان وعم يَتَسَاءَلُونَ.

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অর্থগত দিক দিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর সম্পৃক্ত যে সকল সূর দু'টি করে প্রতি রাকাআতে তিলাওয়াত করতেন সেগুলো আমি নিশ্চয় চিনি। এই বলে তিনি উঠে গেলেন। তার সাথে আলকামা অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর আলকামা বাইরে আসলে আমি তাকে উক্ত সূরাগুলো সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, তা হচ্ছে ক্ষুদ্রাবয়ববিশিষ্ট সূরাগুলোর (المفصل) মধ্য থেকে প্রথম বিশটি সূরা। তবে এ বিশটি সূরাহ ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বিন্যস্ত তার ব্যক্তিগত কুরআনের সূরাগুলোর মধ্য থেকে ক্ষুদ্র আয়াতবিশিষ্ট সূরাহ সমষ্টির প্রথম বিশটি সূরা। ঐ বিশটি সূরার শেষভাগে হচ্ছে সূরাহ দুখান ও সূরাহ নাবা।[১২২৪]

ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক গৃহীত কুরআনের যে ক্রমবিন্যাসের কথা ইতোপূর্বে একাধিকবার আলোচিত হয়েছে তা একদিকে যেমন উস্রমান কর্তৃক গৃহীত বিন্যাসক্রম বিরোধী, অন্যদিকে তেমনি সাধারণভাবে স্রাহাবীগণ কর্তৃক অসমর্থিত ও প্রত্যাখ্যাত। উস্রমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক সংকলিত কুরআন মাজীদে ক্ষুদ্রাবয়ব বিশিষ্ট সূরাহ শ্রেণি (المفصل) হচ্ছে সূরাহ হুজুরাত থেকে কুরআনের শেষ অংশের সূরাসকল। সূরাহ দুখান কোনক্রমেই এদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (অথচ ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিন্যাসক্রম অনুসারে উক্ত সূরাহ মুফাসসাল শ্রেণিভুক্ত)

৭৭. (দঈফ): ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন, ◊{আবদুর রহমান বিন মাহদী}{আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আত তাইফী[১২২৫]}**{উস্রমান বিন আবদুল্লাহ বিন আওস আস্র স্রাকাফী}**{তার দাদা আওস বিন হুযায়ফাহ}◊ বলেন,

كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْمُرُ مَعَهُمْ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَمَكَثَ عَنَّا لَيْلَةً لَمْ يَأْتِنَا، حَتَّى طَالَ ذَلِكَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْعِشَاءِ. قَالَ: قُلْنَا: مَا أَمْكَثَكَ عَنَّا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبٌ مِنَ الْقُرْآنِ، فَأَرَدْتُ أَلَّا أَخْرُجَ حَتَّى أَقْضِيَهُ". قَالَ: فَسَأَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحْنَا، قَالَ: قُلْنَا: كَيْفَ تحزبون القرآن؟ قَالُوا: نُحَزِّبُهُ ثَلَاثَ سُوَرٍ، وَخَمْسَ سُوَرٍ، وَسَبْعَ سُوَرٍ، وَتِسْعَ سُوَرٍ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ سُورَةً، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ سُورَةً، وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ مِنْ قَافٍ حَتَّى يُخْتَمَ

১২২৩. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: কুরআনের গ্রন্থনা) ৪৯৯৫।

১২২৪. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: কুরআনের গ্রন্থনা) হা/৪৯৯৬।

১২২৫. ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও ইবনু মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম নাসাঈসহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। (মীযানুল ই'তিদাল ৪৪১১) ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও সন্দেহ করে থাকেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। (রুওয়াতুত তাহযিবীন ৩৪৩৮)।

আমি একদা নাবী (ﷺ) এর নিকট এক প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ছিলাম। অতঃপর তিনি একটি দীর্ঘ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার একাংশ হচ্ছে : প্রতিদিন ইশার সালাত আদায়ের পর নাবী (ﷺ) আমাদের প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সাথে আলাপ আলোচনা করতেন। একদিন তিনি ইশার নামাযের পর দীর্ঘক্ষণ বিলম্ব করে আমাদের নিকট আসলেন। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! (ﷺ) আমাদের নিকট আসতে আজ আপনার দেরি হল কেন? তিনি বললেন, আজ কুরআনের একটি অংশ আমার সম্মুখে এসেছিল। আমি ভাবলাম তা তিলাওয়াত না করে বাইরে আসব না। সকাল বেলায় আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর স্নাহাবীগণের নিকট জিজ্ঞেস করলাম– তোমরা কুরআন মাজীদ কোন্ নিয়মে খণ্ড খণ্ড করে তিলাওয়াত কর? তারা বলল, আমরা কুরআনের তিন সূরা, পাঁচ সূরা, সাত সূরা, নয় সূরা, এগার সূরাহ এবং তের সূরাকে একটি অংশ বানিয়ে (নামাযে) তিলাওয়াত করি। আর মুফাস্সাল (المفصل) অংশটি হচ্ছে সূরাহ কাফ থেকে কুরআন মাজীদের শেষ পর্যন্ত।[১২২৬] আবূ দাউদ এবং ইবনু মাজাহও ঐ হাদীস্রটি আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন ইয়া'লা আত তাইফী এর সূত্রে হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন। সানাদটি হাসান।

কুরআন মাজীদে নুকতা সংযোজন

'কথিত আছে খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান কুরআন মাজীদে নুকতা লাগানোর জন্য সর্বপ্রথম নির্দেশ প্রদান করলেন। তার নির্দেশে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কুরআনের অক্ষরসমূহ নুকতা দ্বারা চিহ্নিত করার কাজে প্রবৃত্ত হন। হাজ্জাজ তখন 'ওয়াসীত' নামক অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি হাসান আল-বাস্রী ও ইয়াহইয়া বিন ইয়া'মারকে উক্ত কাজে নিয়োজিত করেন। তারা তা সম্পন্ন করেন। এও কথিত আছে, আবুল আসওয়াদ আদ দুওয়ায়লী সর্বপ্রথম কুরআনের অক্ষরসমূহ নুকতা দ্বারা চিহ্নিত করেন। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, মুহাম্মাদ বিন সীরীনের একখানা কুরআন মাজীদ ছিল। ইয়াহইয়া বিন ইয়া'মার তার অক্ষরসমূহকে নুকতা চিহ্নিত করে তাকে তা প্রদান করেছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

কুরআনের পাশে দশমাংশসূচক চিহ্ন সর্বপ্রথম কে লাগিয়েছিলেন সে সম্বন্ধেও ইতিহাসবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সেটিও হাজ্জাজ কর্তৃক সংযোজিত হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, সর্বপ্রথম খলীফা মামূন সম্পাদন করেন। আবূ আমর আদ-দানী বর্ণনা করেছেন, ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কুরআন মাজীদে দশমাংশসূচক চিহ্ন লাগানোকে অপছন্দ করতেন। তিনি তা ঘষে উঠিয়ে ফেলতেন। মুজাহিদও তা অপছন্দ করতেন। ইমাম মালিক বলেন, কুরআন মাজীদে কালি দ্বারা দাশমাংশসূচক চিহ্ন লাগানোতে কোন দোষ নেই। তবে ভিন্ন রং দ্বারা তা করা সঙ্গত নয়। মূল কুরআন মাজীদে সূরাসমূহের প্রথম দিকে এদের আয়াত সংখ্যা লিখে রাখাকে আমি পছন্দ করি না। তবে ছোট ছোট বালক বালিকা কুরআন মাজীদের যে (খণ্ডিত বা সম্পূর্ণ) সংস্করণ দেখে শিক্ষা লাভ করে থাকে তাতে তা ঐভাবে রাখতে দোষ নেই। কাতাদাহ বলেন, লোকেরা প্রথমে কুরআনের হরফগুলোতে নুকতা লাগিয়েছে। পরে তাতে পঞ্চমাংশের চিহ্ন ও পরে দাশমাংশের চিহ্ন লাগিয়েছে। ইয়াহইয়া বিন কাস্রীর বলেন, মানুষ কুরআনের হরফগুলোর প্রথমে নুকতা লাগিয়েছে। তা অক্ষরের নূর। পরে তারা আয়াতের শেষে নুকতা লাগানোর ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছে। পরে তারা কুরআন মাজীদ ও এর সূরাসমূহের শুরুতে দোয়া এবং তার সূরাসমূহের শেষে সমাপ্তিকালীন দোয়া সংযোজিত করে দিয়েছে। ইবরাহীম আন-নাখঈ

১২২৬. ইবনু মাজাহ (পর্ব (৫) : স্বলাত আদায় করা এবং তার নিয়ম-কানুন, অধ্যায় : কত দিনে কুরআন খতম করা মুস্তাহাব) হা/১৩৪৫, আবূ দাউদ ১৩৯৩, আহমাদ ১৫৭৩৩। (শব্দগুলো আহমাদের)। শুয়াইব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান এর কারণে দুর্বল। **তাহকীকঃ দঈফ।**

একবার একটি সূরার শুরুতে দোয়া লিখিত দেখে তা মুছে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, কুরআন মাজীদ বহির্ভূত কোন কথা তোমরা কুরআনের সাথে মিলিয়ে দিও না। আবু আমর আদ দানী বলেন, পরবর্তীকালে মুসলিমগণ কুরআনের সকল সংস্করণে বিভিন্ন প্রকারের (যতি) চিহ্ন লাগানোর বিষয়ে একমত হয়েছেন। তারা একে জায়েয ও বৈধ বলে গ্রহণ করেছেন।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সমীপে জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) এর কুরআন তিলাওয়াত

৭৮. (স্বহীহ): উক্ত শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে শুনাতেন। ইমাম বুখারী আরও বলেন, ❮মাসরূক❯❮আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)❯❮ফাতিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)❯ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَسَرَّ إِلَيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ وَأَنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي.

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে গোপনে বলেছেন, জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) প্রতি বছর আমাকে কুরআন মাজীদ শুনাতেন। তিনি এ বছর আমাকে তা দু'বার শুনিয়েছেন। এতে আমার মনে হয় আমার ইন্তেকাল নিকটবর্তী।[১২২৭] ইমাম বুখারী উপরোক্ত হাদীসটি এখানে 'মুআল্লাক' সূত্রে উল্লেখ করলেও তিনি অন্য একাধিক স্থানে তা অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন।

৭৯. (স্বহীহ): ❮ইয়াহইয়া বিন কাযাআহ❯❮ইবরাহীম বিন সা'দ❯❮আয যুহরী❯❮উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ❯❮ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ বর্ণনা করেছেন,

" كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَأَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ "

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নেক কাজে লোকেদের মধ্যে অধিকতর অগ্রগামী ছিলেন। কারণ, রমাযান মাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক রাতে জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে শুনাতেন। তার সাথে জিবরাঈল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সাক্ষাৎ করার পর নেক কাজে তিনি প্রবহমান বাতাসের চেয়েও অধিক দ্রুতগামী হতেন।[১২২৮] উক্ত হাদীস বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। বুখারীর প্রথম দিকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) কর্তৃক নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট কুরআন মাজীদ আবৃত্ত হওয়ার হিকমত ও উদ্দেশ্যে তাতে বিবৃত হয়েছে। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

৮০. (স্বহীহ): ❮খালিদ বিন ইয়াযীদ❯❮আবূ বাকর❯❮আবূ হুসায়ন❯❮আবূ সালিহ❯❮আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ বলেন,

كَانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ ."

প্রতি বছর একবার কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে শুনানো হত। তবে যে বছর তিনি ইন্তিকাল করেন সে বছর দু'বার তাঁকে তা শুনানো হয়েছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি বছর দশ দিন

১২২৭. ইমাম বুখারী তার সহীহ এর মাঝে উক্ত হাদীসটিকে তা'লীক সূত্রে 'ফাদাইলুল কুরআন' এর মাঝে বর্ণনা করেছেন। অন্যত্রে তিনি উক্ত হাদীসটির সানাদসহ বর্ণনা করেছেন। সেগুলো জানতে দেখুন (বুখারী ৩৬২৪, ৩৬২৬, ৩৭১৭, ৪৪৩৪, ৬২৮৫, ৬২৮৬।)

১২২৮. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) এর কুরআন পাঠ) হা/৪৯৯৭।

ই‘তিকাফে বসতেন। কিন্তু যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন সে বছর বিশ দিন ই‘তেকাফে বসেছিলেন।[১২২৯] ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইবনু মাজাহও তা উপরোক্ত রাবী আবূ বকর থেকে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ একাধিক অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করেছেন। সনদের অন্যতম বর্ণনাকারী আবূ বকর হচ্ছেন আবু বকর বিন আয়্যাশ এবং এর অন্যতম বর্ণনাকারী আবু হুস্রায়নের নাম হচ্ছে উস্রমান বিন আস্রিম।

জিবরাঈল এবং নাবী পরস্পর পরস্পরকে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে শুনাতেন। কুরআনের কোন কোন আয়াত রহিত (মানসুখ) হয়ে যাওয়ার পর তা যেভাবে বহাল ছিল সেভাবেই যেন তা নির্ভুল ও নিশ্চিতভাবে মাহফূজ ও সংরক্ষিত থাকে সে উদ্দেশ্যেই তারা তা তিলাওয়াত করে পরস্পরকে শুনাতেন। এ কারণেই সর্বশেষ বছরে তারা তা দু’বার তিলাওয়াত করে পরস্পরকে শুনিয়েছিলেন। উস্রমান কুরআনের সর্বশেষ আবৃত্তি অনুযায়ী একে সংকলিত করেছিলেন। তিনি রমাযানে মাসেই তা সম্পন্ন করেছিলেন। কারণ, ঐ মাসেই নাবী এর প্রতি সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়েছিল। আর এ কারণেই রমাযান মাসে অধিক পরিমাণে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতে কাঠোর পরিশ্রম করতেন। ইতোপূর্বে আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

কারী স্রাহাবাবৃন্দ

৮১. (স্রহীহ): ০[হাফস্র বিন উমার][শু‘বাহ][আমর][ইবরাহীম][মাসরূক][আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্র]১০ (মাসরূক) বলেন, একবার আবদুল্লাহ বিন আমর আবদুল্লাহ বিন মাসউদ এর কথা আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন,

لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ، وَسَالِمٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ "، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

আমি তাঁকে (ইবনু মাসউদ কে) সবসময় ভালবেসে যাব। কারণ, নাবী -কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা চারটি লোকের নিকট থেকে কুরআন মাজীদ গ্রহণ কর। ১. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ২. সালিম ৩. মুআয বিন জাবাল এবং ৪. উবাই বিন কা‘ব।[১২৩০] উক্ত হাদীস্র ইমাম বুখারী সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী (مناقب) সম্পর্কিত বাবের একাধিক স্থানে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম ও নাসায়ী তা উপরোক্ত রাবী মাসরূক থেকে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ওয়ায়েল থেকে ধারাবাহিকভাবে আ‘মাশ প্রমুখ রাবীর অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করেছেন। হাদীস্রে প্রশংসিত চারজন স্রাহাবীর মধ্যে থেকে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ এবং হুযায়ফা এর আযাদকৃত গোলাম সালিম ছিলেন প্রথম যুগের মুহাজির স্রাহাবী। সালিম ছিলেন নেতৃস্থানীয় মুসলিমদের মধ্যে একজন। মদীনায় নাবী এর আগমনের পূর্বে তিনি নামাযের ইমামতি করতেন। উক্ত চার স্রাহাবীর মধ্যে থেকে মুআয বিন জাবাল এবং উবাই বিন কা‘ব ছিলেন আনসার স্রাহাবী। তাদের স্থান ছিল নেতৃস্থানীয় মুসলিমদের মধ্যে।

১২২৯. বুখারী (পর্বঃ ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়ঃ নাবী এর সামনে জিবরাঈল এর কুরআন পাঠ) হা/৪৯৯৮, ইবনু মাজাহ ১৭৬৯, আবূ দাউদ ২৪৬৬। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১২৩০. বুখারী (পর্বঃ সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী (مناقب), অধ্যায়ঃ আবূ হুযাইফাহ -এর মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) সালিম -এর মর্যাদা।) ৩৭৫৮। বুখারী ৩৭৬০, ৩৮০৮, ৪৯৯৯, মুসলিম ২৪৬৪, তিরমিযী ৩৮১০, আহমাদ ৬৪৬৮, ৬৬৯৬, ৬৭৬৭০, ইবনু আবী শায়বাহ ১০/৫১৮, ইবনু হিব্বান ৭৩৬। **তাহকীকঃ** সহীহ।

৮২. (স্বহীহ): ◇[উমার বিন হাফস][আমার পিতা (হাফস বিন গিয়াস)][আল-আ'মাশ][শাকীক বিন সালমাহ][আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◇ (শাকীক) বলেন, একবার আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাদের সম্মুখে ভাষণ দিলেন:

وَاللهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ. قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْتُ فِي الحِلَقِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ، فَمَا سَمِعْتُ رَادًّا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ

আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয় স্বয়ং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র মুখ থেকে কুরআনের সত্তরের বেশি সূরার শিক্ষা লাভ করেছি, আল্লাহর কসম! নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীগণ জানেন যে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী আমি তাদের অন্যতম। কিন্তু আমি তাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নই। রাবী শাকীক বলেন, ভাষণ শেষ হওয়ার পর আমি লোকদের মজলিসে বসে পড়লাম। উদ্দেশ্য ছিল তারা কী বলে তা শোনা। কিন্তু কাউকেই ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ঐ কথার বিরোধিতা করতে শুনলাম না।[১২৩১]

৮৩. (স্বহীহ): ◇[মুহাম্মাদ বিন কাস্বীর][সুফইয়ান][আল-আ'মাশ][ইবরাহীম][আলকামাহ][ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◇ (আলকামাহ) বলেন,

كُنَّا بِحِمْصَ، فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، فَقَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَحْسَنْتَ" وَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الخَمْرِ، فَقَالَ: أَتَجْتَرِئُ أَنْ تُكَذِّبَ بِكِتَابِ اللهِ وَتَشْرَبَ الخَمْرَ؟! فَجَلَدَهُ الحَدَّ

একবার আমরা 'হিমস' নগরে অবস্থান করছিলাম। সেখানে একদিন ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূরাহ ইউসুফ তিলাওয়াত করলেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, এটি কি এভাবেই নাযিল হয়েছে? আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, আমি এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পড়ে শুনিয়েছি। লোকটি বলল, আপনি সঠিকই পড়েছেন। লোকটির মুখে ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মদের গন্ধ পেলেন। তিনি বললেন, তুমি একদিকে মদপান করো আর অন্যদিকে আল্লাহর কিতাবকে অবিশ্বাস করার সাহস করছ। এরপর তিনি (মদ্য পানের শাস্তি স্বরূপ) লোকটিকে দোররা মারলেন।[১২৩২]

৮৪. (সহীহ): ◇[উমার বিন হাফস][আমার পিতা (হাফস বিন গিয়াস)][আল-আ'মাশ][মুসলিম][মাসরূক][আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◇ (মাসরূক) বলেন, একবার ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন,

وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ نَزَلَتْ، وَلَا أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ فِيمَنْ نَزَلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي تَبْلُغُهُ الإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ.

যে সত্তা ছাড়া কোন সত্যিকারের মা'বুদ নেই সেই সত্তার কসম! কুরআন মাজীদের প্রতিটি সূরার অবতীর্ণ হওয়ার স্থান সম্পর্কে আমি অধিক জানি। কুরআনের প্রতিটি আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে আমি বেশি জানি। আমি যদি জানতাম কুরআন মাজীদ সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জানা কোন ব্যক্তি রয়েছে তবে তার নিকট উট পৌঁছলে আমি তাতে আরোহণ করে তার নিকট পৌঁছতাম।[১২৩৩]

ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিজের সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত যে কথা বলেছেন, তা সত্য ও বাস্তব। নিজের সম্পর্কে প্রয়োজনবোধে এমন প্রশংসামূলক কথা প্রকাশ করা কারও জন্য অন্যায় বা অসমীচীন নয়।

১২৩১. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কারী সাহাবীগণ) হা/৫০০০। দ্রষ্টব্য ৩৯ নং হাদীস। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১২৩২. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কারী সাহাবীগণ) হা/৫০০১।

১২৩৩. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কারী সাহাবীগণ) হা/৫০০২।

এভাবেই ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) নিজের সম্বন্ধে মিশরের অধিপতির নিকট প্রশংসামূলক কথা প্রকাশ করে বলেছিলেন: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ **"আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারের দায়িত্ব দিন, আমি উত্তম রক্ষক ও যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী।"**[১২৩৪] ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর প্রশংসায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ বাণীই যথেষ্ট নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ" তোমরা চার ব্যক্তির নিকট থেকে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করো। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বপ্রথম ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নাম উল্লেখ করেছেন।

৮৫. (স্বহীহ): আবূ উবায়দ বলেন, ৹মুসআব ইবনুল মিকদাম৹সুফইয়ান৹আল-আ'মাশ৹ইবরাহীম৹আলকামাহ৹উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)৹ থেকে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى حَرْفِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ"

কুরআন মাজীদ যেভাবে নাযিল হয়েছে ঠিক সেভাবে যে ব্যক্তি একে অবিকৃত অবস্থায় পড়তে চায়, সে যেন তা ইবনু উম্মু আব্দ (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ) এর কিরাআত অনুযায়ী পড়ে।[১২৩৫] ইমাম আহমাদও উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আ'মাশ থেকে উপরোক্ত সনদাংশে এবং আবু মুআবিয়া প্রমুখ রাবী এই ভিন্নরূপ অধস্তন সানাদাংশে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াত দীর্ঘ এবং তাতে একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ীও তা উপরোক্ত রাবী আবূ মুআবিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী একে স্বহীহ বলেছেন। আমি (ইবনু কাসীর) একে 'মুসনাদে উমার' নামক হাদীস সংকলনে উল্লেখ করেছি।

৮৬. (স্বহীহ): মুসনাদে আহমাদ সংকলনেও অনুরূপভাবে আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"ومن أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ"

কুরআন মাজীদ যেভাবে নাযিল হয়েছে যে ব্যক্তি একে ঠিক সেভাবে অবিকৃত অবস্থায় পড়তে চায় সে যেন তা ইবনু উম্মু আব্দ এর কিরাআত অনুযায়ী পড়ে।[১২৩৬] ইবনু উম্মু আবদ হলেন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), তিনি এ নামেও পরিচিত ছিলেন।

৮৭. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ৹হাফস বিন উমার৹হাম্মাম৹কাতাদাহ৹আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)৹ (কাতাদাহ) বলেন,

سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ: أُبَيُّ بن كعب، ومعاذ بن جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ .

একবার আমি আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে কে কে কুরআনের সুরা ও আয়াত একত্রিত (মুখস্থ) করেছিলেন? তিনি বললেন, চার ব্যক্তি। তারা সকলেই আনসারী স্বাহাবী ১. উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ২. মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ৩. যায়দ বিন স্বাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং ৪. আবূ যায়দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।[১২৩৭] ইমাম মুসলিম তা উপরোক্ত রাবী হাম্মাম থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী

১২৩৪. সূরাহ ইউসুফ, ১২ঃ ৫৫।

১২৩৫. ইবনু মাজাহ (পর্ব: মুকাদ্দামাহ অর্থাৎ ভূমিকা, অধ্যায়, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ফদিলত) হা/১৩৮, মুসতাদরাক ২৮৯৪, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১৫৫৫৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩০১, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১০৯০৫, সহীহ আল-জামি' ৫৯৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১২৩৬. আহমাদ ৯৪৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১২৩৭. বুখারী (পর্ব: সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী (مناقب), অধ্যায়: যায়দ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মর্যাদা) হা/৩৮১০। বুখারী ৩৯৯৬, ৫০০৩, মুসলিম ২৪৬৫। । **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

বলেন, আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ধারাবাহিকভাবে স্থুমামাহ, হুসায়ন বিন ওয়াকিদ এবং ফদ্বলও তা বর্ণনা করেছেন।

৮৮. (সহীহ): ০[মুআল্লা বিন আসাদ][আবদুল্লাহ ইবনুল মুস্বান্না][স্বাবিত আল-বুনানী ও স্থুমামাহ][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০ বলেন,

مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ؛ أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ.

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় চারজন স্বাহাবী ব্যতীত অন্য কোন স্বাহাবী কুরআনের সূরাহ ও আয়াত সংগ্রহ করেননি। তারা হচ্ছেন: ১। আবুদ দারদা' ২। মুআয বিন জাবাল ৩। যায়দ ইবনু স্বাবিত এবং ৪। আবু যায়দ। আমরা তার উত্তরাধিকারী।[১২৩৮]

উপরে বর্ণিত হাদীস্ব দ্বারা বাহ্যত প্রতীয়মান হয়, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় উপরোক্ত চারজন স্বাহাবী ছাড়া অন্য কোন স্বাহাবী কুরআনের সূরাহ ও আয়াত সংগ্রহ করেননি। প্রকৃত তথ্য হলো, একাধিক মুহাজির স্বাহাবীও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় কুরআনের সূরাহ ও আয়াত সংগ্রহ ও একত্র করেন ....। এ কারণেই উক্ত হাদীস্বে শুধু আনসার স্বাহাবীদের নাম উল্লেখিত হয়েছে। তারা হলেন, (বুখারী ও মুসলিমের বরাত অনুযায়ী) ১। উবাই বিন কা'ব (শুধু বুখারীর রিওয়ায়াত অনুযায়ী এখানে অবশ্য আবু দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নাম উল্লেখ হয়েছে) ২। মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ৩। যায়দ বিন স্বাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং ৪। আবু যায়দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। উক্ত স্বাহাবীদের মধ্যে আবু যায়দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছাড়া সকলেই মশহুর ও সুপরিচিত। ঐ হাদীস্ব ছাড়া অন্য কোন হাদীস্বে তার নাম উল্লেখিত হয়নি। তার নাম কী? সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্ন মত আছে। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন, তার নাম কায়স বিন সাকান বিন কায়স বিন যা'ওয়ারা' বিন হারাম বিন জুনদুব বিন আমির বিন গান্‌ম বিন আদী ইবনু নাজ্জার। ঐতিহাসিক ইবনু নুমায়র বলেন, তার নাম হচ্ছে: সাদ বিন উবায়দ বিন নু'মান বিন কায়স বিন আমর বিন যায়দ বিন উমাইয়া। তিনি ছিলেন আওস গোত্রের লোক। কেউ কেউ বলেন, তারা ভিন্ন নামের দু' ব্যক্তি। দুজনেই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় কুরআনের সূরাহ ও আয়াত একত্রিত ক'রেন। ইমাম আবূ উমার বিন আবদুল বার্র এটি বর্ণনা করলেও তা সঠিক বলে মনে হয় না। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক ওয়াকিদী তার যে নাম পরিচয় উল্লেখ করেছেন সেটিই সঠিক। ওয়াকিদী কর্তৃক উল্লেখিত পরিচয়ে দেখা যায় তিনি খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন, এটিই নির্ভুল। কারণ, আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, আমরা তার উত্তরাধিকারী। আর আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যে খাযরাজ গোত্রের লোক তা নিশ্চিত। এমনকি কোন কোন রিওয়ায়াতে বর্ণিত, আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তিনি আমার জনৈক পিতৃব্য ছিলেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে কাতাদাহ বর্ণনা করেছেন, আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একবার আওস ও খাযরাজ এ দুই গোত্রের লোকেরা পরস্পর পরস্পরের কাছে গৌরব প্রকাশের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হল। আওস গোত্রের লোকেরা বলল, আমাদের গোত্রে এমন শহীদ রয়েছেন যাকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন হানযালা বিন আবূ আমির। আমাদের গোত্রে এমনও ব্যক্তি রয়েছেন যাকে মৌমাছির ঝাঁক শত্রু হতে রক্ষা করেছিল। (حمته الدبر) তিনি হলেন, আস্বিম বিন স্বাবিত। আমাদের গোত্রে এমন লোকও রয়েছেন, যার মৃত্যুতে আল্লাহ তাআলার আরশ কেঁপে উঠেছিল। তিনি হলেন, সাদ ইবনু মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। আমাদের গোত্রে এমন লোকও রয়েছেন যার একার সাক্ষ্যকে দু'জন সাক্ষ্যের সমান মূল্য দেয়া হয়েছিল। তিনি হচ্ছেন, খুযায়মাহ বিন স্বাবিত। এবার খাযরাজ গোত্রের লোকেরা বলল, আমাদের গোত্রে এমন চারজন লোক রয়েছেন যারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায়

১২৩৮. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কারী সাহাবীগণ) হা/৫০০৪।

কুরআনের সূরাহ ও আয়াত সংগ্রহ ও একত্র করেছিলেন। তারা হচ্ছেন: ১। উবাই বিন কা'ব ২। মুআয বিন জাবাল ৩। যায়দ বিন স্বাবিত এবং ৪। আবু যায়দ। উক্ত রিওয়ায়াতসহ সকল রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, আবু যায়দের গোত্র পরিচয় সম্বন্ধে ওয়াকিদী যা বলেছেন সেটাই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য। একাধিক ঐতিহাসিক বলেন, উক্ত আবু যায়দ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। যুহরী থেকে মুসা বিন উকবাহ বর্ণনা করেছেন, যুহরী বলেন, আবু যায়দ কায়স ইবনুস সাকান পনের হিজরীর শেষ দিকে 'জিসরে আবু উবায়দ' এর যুদ্ধে শহীদ হন। মুহাজির স্বাহাবীদের মধ্যেও যে এমন ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যারা নাবী এর জীবদ্দশায় কুরআনের সূরাহ ও আয়াত একত্র করেছিলেন তার প্রমাণ:

৮৯. (স্বহীহ): নাবী মৃত্যুশয্যায় থাকাবস্থায় নামাযে আবূ বকর স্বিদ্দীক কে মুহাজির আনসার সকল স্বাহাবীগণের ইমাম নিয়োগ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, " يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ " স্বাহাবীদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবের কিরাআতে অধিক অগ্রগামী ব্যক্তিই তাদের ইমাম হবে।[১২৩৯] এ হাদীস্ব প্রমাণ করে যে, আবু বকর স্বিদ্দীক কুরআনের কিরআতে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন। শায়খ আবুল হাসান আলী বিন ইসমাঈল আল-আশআরী এ সম্বন্ধে যা বলেছেন ঐ আলোচনা সেখান থেকে নেয়া হয়েছে। শায়খের বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় অখণ্ডণীয় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। হাফিয ইবনু সামআনী এ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। 'মুসনাদে শায়খাইন' নামক হাদীস্ব সংকলনে এ বিষয়ে আমি সবিস্তারিত আলোচনা করেছি।

মুহাজির স্বাহাবীদের মধ্যে যারা নাবী এর জীবদ্দশায় কুরআনের সূরাহ ও আয়তসমূহ একত্রিত করেছিলেন উস্বমান আর আলী ও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উস্বমান এক রাকাআতে পূর্ণ কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করেছিলেন। আমি অচিরেই তা আলোচনা করব। কথিত আছে, কুরআন মাজীদ যে ধারাবাহিকতায় নাযিল হয়েছিল আলী তা সেই ধারাবাহিকতায় সংকলন করেছিলেন। এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করেছি। নাবী এর জীবদ্দশায় যে সকল মুহাজির স্বাহাবী কুরআনের সূরাহ ও আয়াতসমূহ সংকলন করেছিলেন, ইবনু মাসউদ তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, ইবনু মাসউদ বলেছেন, কুরআনের প্রতিটি আয়াতের অবতরণস্থল ও অবতরণের উপলক্ষ সম্বন্ধে আমি সবচেয়ে বেশি জানি। যদি আমি জনতে পারতাম, আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশি জানা কেউ আছে, তাহলে তার নিকট উটের মাধ্যমে যাওয়া সম্ভব হলে আমি তার কাছে যেতাম।

নাবী এর জীবদ্দশায় যে সকল মুহাজির স্বাহাবী কুরআনের সূরাহ ও আয়তসমূহ একত্রিত করেছিলেন, (তার মধ্যে) আবু হুযায়ফাহ এর আযাদকৃত গোলাম সালিম -র স্থান ছিল অতি উর্ধ্বে। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। যে সকল মুহাজির স্বাহাবী নাবী এর জীবদ্দশায় কুরআনের সূরাহ ও আয়তসমূহ একত্রিত করেছিলেন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন নাবী এর চাচাতো ভাই। তার পিতা আব্বাস নবী এর চাচা ছিলেন। তার পিতামহ এবং নবী এর দাদা একই ব্যক্তি আবদুল মুত্তালিব। তিনি ছিলেন জ্ঞানের সমুদ্র এবং কুরআনের ভাষ্যকার। ইতোপূর্বে মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি দু'বার ইবনু আব্বাস কে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে শুনিয়েছি। প্রতিটি আয়াত তিলাওয়াতের পর আমি থেমে গিয়ে সে সম্বন্ধে তার নিকট প্রশ্ন করতাম। যে সকল মুহাজির স্বাহাবী নাবী এর

১২৩৯. মুসলিম (পর্ব: মসজিদ ও সালাত আদায়ের স্থানসমূহ, অধ্যায়: ইমাম হওয়ার অধিক হকদার কে?) হা/৬৭২। দ্রষ্টব্য ২৪ নং হাদীস্ব।

জীবদ্দশায় কুরআনের সূরাহ ও আয়াতসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছিলেন তাদের অন্যতম। যেমন:

৯০. (সহীহ): ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন, ইবনু জুরায়জ আবদুল্লাহ বিন আবূ মুলায়কাহ ইয়াহইয়া বিন হাকীম বিন সফওয়ান আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُ بِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اقْرَأْهُ فِي شَهْرٍ"

আমি কুরআনের সূরাহ ও আয়াতসমূহ একত্রিত করে তা প্রতি রাতে তিলাওয়াত করতাম। একবার এ সংবাদ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট পৌঁছলে তিনি আমাকে বললেন, তা একমাসে একবার তিলাওয়াত কর।[১২৪০] অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আলোচ্য হাদীসের অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করেছেন।

৯১. (সহীহ): ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, সাদাকাহ ইবনুল ফাদল ইয়াহইয়া সুফইয়ান হাবীব বিন আবূ সাবিত সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উবাই বিন কা'ব (উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) বলেছেন,

عَلِيٌّ أَقْضَانَا، وَأُبَيٌّ أَقْرَؤُنَا، وَإِنَّا لَنَدَعُ بَعْضَ مَا يَقُولُ أُبَيٌّ، وَأُبَيٌّ يَقُولُ: أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَتْرُكُهُ لِشَيْءٍ. قَالَ اللهُ تَعَالَى : {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} .

আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হচ্ছেন বিচারকাজে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। আর উবাই (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হচ্ছেন কিরাআতে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। আর আমরা নিশ্চয় উবাই কর্তৃক পঠিত কিছু কিরাআত বাদ দিব। এদিকে উবাই কিন্তু বলে থাকেন আমি তা স্বয়ং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র জবান থেকে গ্রহণ করেছি। সুতরাং কোনভাবে তা বাদ দিব না। অথচ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْنُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْمِثْلِهَا

"আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা ভুলিয়ে দিলে, তাথেকে উত্তম কিংবা তারই মত আয়াত নিয়ে আসি"[১২৪১] এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কখনও কখনও জ্ঞানী ব্যক্তিও এমন কথা বলেন যাকে তিনি সঠিক ও নির্ভুল মনে করলেও তা প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্ত ও অবাস্তব হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিকের কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, এ কবরের অধিবাসী [রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] ছাড়া অন্য কারো প্রতিটি কথা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এ কবরের অধিবাসী ছাড়া অন্য যে কোন ব্যক্তির কোনও কথা গ্রহণযোগ্য এবং কোনও কথা প্রত্যাখ্যানযোগ্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ একমাত্র নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতিটি কথাই গ্রহণযোগ্য, অন্য কারোটা নয়।

এরপর ইমাম বুখারী (আলায়হিস সালাম) সূরাহ ফাতিহাসহ বিভিন্ন সুরার ফযীলত বর্ণনা করেছেন। আমি প্রতিটি সুরার তাফসীরের সাথে তার ফযীলত বর্ণনা করেছি। অতএব এখানে এর বর্ণনা থেকে বিরত হলাম।

কুরআন তিলাওয়াতের সময় রহমতের ফেরেশতার অবতরণ

৯২. (সহীহ): অতঃপর ইমাম বুখারী বলেন, লায়স বলেছেন, ইয়াযীদ ইবনুল হাদী মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম.........উবায়দ ইবনুল হুদায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত,

---

১২৪০. নাসাঈ ২৩৯০, ২৪০০, ইবনু মাজাহ (পর্ব: সলাত আদায় করা এবং তার নিয়ম-কানুন, অধ্যায় : কত দিনে কুরআন খতম করা মুস্তাহাব) হা/১৩৪৬। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১২৪১. সূরাহ বাকরা, ২ঃ ১০৬। বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কারী সাহাবীগণ) হা/৫০০৫।

بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ، إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ، فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتْ فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَانْصَرَفَ، وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ، فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " اقرأ يا بن حضير، اقرأ يا بن حُضَيْرٍ". قَالَ: فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ، فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ، فَخَرَجْتُ حَتَّى لا أراها قال: "أو تدري مَا ذَاكَ؟". قَالَ: لَا قَالَ: "الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لصوتك، ولو قرأت لأصبحت يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ".

একবার রাতের বেলা তিনি সূরাহ বাকারা তিলাওয়াত করছিলেন। তার ঘোড়াটি তখন নিকটেই বাঁধা ছিল। হঠাৎ সেটি চারদিকে লাফাতে লাগল। তিনি চুপ করতেই ঘোড়াটিও থেমে গেল। তিনি আবার তিলাওয়াত করতে লাগলে ঘোড়াটি আবারও লাফাতে লাগল। তিনি থামলে ঘোড়াটিও থামল। তিনি আবার তিলাওয়াত করতে লাগলে ঘোড়াটিও আবারও লাফাতে লাগল। এবার তিনি (তিলাওয়াত ছেড়ে ঘোড়াটির কাছে) ফিরে আসলেন। তার পুত্র ইয়াহইয়া ঘোড়টির কাছে ছিল। তিনি শংকিত হয়েছিলেন ঘোড়াটি তার পুত্রকে পদদলিত করতে পারে ভেবে। তিনি তাকে টেনে নিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। ---এক সময় তা অদৃশ্য হয়ে গেল।[১২৪২] সকাল বেলায় তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হুদায়র, তুমি কেন তিলাওয়াত করতে থাকলে না? উসায়দ ইবনুল হুদায়র বললেন, আমি আশংকা করলাম, ঘোড়াটি ইয়াহইয়াকে পদদলিত করবে। সে ঘোড়াটির কাছেই ছিল। আমি মাথা তুলে তার কাছে গেলাম। সেখানে আমি আকাশের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম উপরে চাঁদোয়ার মত একটি বস্তু রয়েছে। তাতে হারিকেনের মত কতগুলো বস্তু (ঝুলন্ত) রয়েছে। আমি বাইরে এসে আর দেখতে পেলাম না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সেটি কী তা কি তুমি জান? উসায়দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তারা ছিলেন ফেরেশতা। তারা তোমার কণ্ঠস্বর শুনার জন্য এসেছিলেন। তুমি সকাল বেলা পর্যন্ত তিলাওয়াত অব্যাহত রাখলে লোকে সকাল বেলায় তাদেরকে দেখতে পেত। তারা তখন লোকদের নিকট থেকে পর্দার আড়ালে থাকতেন না।[১২৪৩] উক্ত রিওয়ায়াতের অন্যতম রাবী যায়দ ইবনু হাদী বলেন, ০[আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব][আবূ সাঈদ আল-খুদরী][উসায়দ ইবনুল হুদায়র]০ সূত্রে এ হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) উপরোক্ত হাদীস্র ওভাবেই বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীস্রের উপরোক্ত দুটি সনদের প্রথম সনদে দুটি স্থানে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। প্রথমত মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম তাবেঈ এবং উসায়েদ বিন হুদায়র এ দুজনের সাক্ষাৎ ঘটেনি। মুহাম্মাদের পরিচয় হচ্ছে: মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম ইবনলু হারিস্র আত তায়মী মাদানী তাবেঈ। তিনি হিজরী বিশ সনে অল্প বয়সেই মারা যান। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার জানাযার নামাযে ইমামতী করেন। দ্বিতীয়ত লায়স্র যেহেতু ইমাম বুখারীর উস্তায নন তাই উক্ত

১২৪২. হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী উল্লেখ করেছেন, ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর উপরোক্ত বর্ণনায় কিছু বক্তব্য উহ্য রয়েছে।আবূ উবায়দ কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতে এরূপ উল্লেখিত রয়েছে: ....। তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, তথায় চাঁদোয়ার ন্যায় একটি বস্তু রয়েছে। সেখানে লণ্ঠনের ন্যায় কতগুলি বস্তু (ঝুলন্ত) রয়েছে। সেগুলো উর্ধ্বে উঠতে উঠতে এক সময়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।" বুখারীর কোন কোন রেওয়ায়াতে এরূপ হযফ ও উহ্যকরণ পরিদৃষ্ট হয়। এর কারণ এই যে, কোন অংশ (লোকদের নিকট) বিদিত থাকার কারণে কোন কোন রাবী সেটিকে উহ্য রেখে দেন। ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় বর্ণনায় তদনুযায়ী সেটি উহ্য রেখেছেন।

১২৪৩. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলে কুরআন, অধ্যায়: কুরআন তিলাওয়াতের সময় প্রশান্তি ও ফেরেশতা অবতির্ণ হয়) হা/৫০১৮, ইমাম বুখারী উক্ত হাদীস্রটিকে মুআল্লাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস তিনি লায়সের নিকট থেকে সরাসরি শুনেননি। ইমাম বুখারীও বলেননি লায়স আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। বরং তিনি বলেছেন, লায়স বলেছেন। অতএব সনদের এই স্থলেও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। ইমাম বুখারী বিচ্ছিন্ন সনদে হাদীস বর্ণনার সময় এরূপ বাকধারা খুব কমই প্রয়োগ করে থাকেন। হাফিয আবুল কাসিম বিন আসাকির স্বীয় 'আতরাফ' পুস্তকে অবশ্যই উক্ত হাদীস লায়স নামক রাবীর পর্যায়ে অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, লায়স থেকে ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ বিন বুকায়র তা উপরের মত বর্ণনা করেছেন। আমি (ইবনু কাসীর) তা অন্য কোথাও তার সনদের অন্যতম রাবী লায়সের পর্যায়ে অবিচ্ছিন্নরূপে দেখতে পাইনি।

ইমাম আবূ উবায়দ 'ফাদাইলূল কুরআন' পুস্তকে বলেছেনঃ (আবদুল্লাহ বিন সালিহ ও ইয়াহইয়া বিন বুকায়র)(লায়স)(ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ বিন উসামাহ ইবনুল হাদি)(মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইবনুল হারিস আত তায়মী)(উসায়দ ইবনুল হুদায়র) এরপর রাবী উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনুল হাদি বলেছেন, (আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব)(আবূ সাঈদ)(উসায়দ বিন হুদায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ তার 'ফাদাইলুল কুরআন' গ্রন্থে (মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল হাকাম)(শুআয়ব ইবনুল লায়স)(লায়স)(খালিদ বিন ইয়াযীদ)(সাঈদ বিন আবূ হিলাল)(ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হাদি)(আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব)(আবূ সাঈদ)(উসায়দ বিন হুদায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) (আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আলী)(দাউদ বিন মানসূর)(লায়স)(খালিদ বিন ইয়াযীদ)(সাঈদ বিন আবূ হিলাল)(ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হাদি)(আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব)(আবূ সাঈদ)(উসায়দ বিন হুদায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। লায়স থেকে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং লায়স থেকে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহইয়া বিন বুকায়রের অধস্তন সনদাংশেও ইমাম নাসাঈ তা উক্ত পুস্তকে বর্ণনা করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, ইমাম নাসাঈ উক্ত পুস্তকে তা দুটি সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ তার 'মানাকিব' অর্থাৎ সাহাবীগণের ব্যক্তিগত গুণাবলী নামক পুস্তকেও বর্ণনা করেছেন, (আহমাদ বিন সাঈদ আর রিবাতী)(ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম)(তার পিতা (ইবরাহীম))(ইয়াযীদ ইবনুল হাদি)(আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব)(আবূ সাঈদ বলেন, নিশ্চয় উসায়দ বিন হুদায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) একবার তিনি স্বীয় অশ্বালয়ে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করছিলেন ----। সেখানে একথা নেই যে, আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উসায়দ বিন হুদায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে তা বর্ণনা করেছেন। তবে ব্যহ্যত তাই মনে হয়। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

আবূ উবায়দ বলেন, (আবদুল্লাহ বিন সালিহ)(লায়স)(ইবনু শিহাব)(ইবনু উবাই বিন কা'ব)(উসায়দ বিন হুদায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) বলেন, একবার তিনি স্বীয় গৃহের উন্মুক্ত স্থানে বসে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তার কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর। অতঃপর রাবী পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেছেন।

(কাবীসাহ)(হাম্মাদ বিন সালামাহ)(সাবিত আল-বুনানী)(আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা)(উসায়দ বিন হুদায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! গত রাতে আমি একটি সূরা তিলাওয়াত করছিলাম। তা শেষ করার পর ধপাস করে আমার পিছনে কোন কিছু পড়ার শব্দ শুনলাম। মনে করলাম আমার ঘোড়াটি হাঁটছে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ওহে আবু উসায়দ! তুমি বলে যাও। তিনি এটি দুবার পুনরাবৃত্তি করলেন। উসায়দ বললেন, আমি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে হারিকেনের মত কতগুলো জিনিস দেখতে পেলাম। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ওহে আবু উসায়দ! তুমি বলে যাও। উসায়দ বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আর বলতে পারলাম না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা। তারা কুরআনের তিলাওয়াত শোনার জন্য নেমে এসেছিলেন। তুমি তোমার তিলাওয়াত জারি রাখলে আশ্চর্য কিছু বিষয় দেখতে পেতে।

৯৩. (সহীহ): আবূ দাঊদ আত তায়ালাসী বলেন, শু'বাহ আবূ ইসহাক বলেছেন, তিনি বারা' বিন আযিব কে এরূপ বলতে শুনেছেন,

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةً إِذْ رَأَى دَابَّتَهُ تَرْكُضُ، أَوْ قَالَ: فَرَسَهُ يَرْكُضُ، فَنَظَرَ فَإِذَا مِثْلُ الضَّبَابَةِ أَوْ مِثْلُ الْغَمَامَةِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "تِلْكَ السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ، أَوْ تَنَزَّلَتْ عَلَى الْقُرْآنِ"

একবার রাতের বেলা এক লোক সূরাহ কাহাফ তিলাওয়াত করছিল। হঠাৎ সে তার বাহন অথবা ঘোড়াকে লাফাতে দেখল। সে লক্ষ করল, (উর্ধ্বে) একখণ্ড মেঘের মতো কী যেন আছে। লোকটি উক্ত ঘটনা নাবী এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তা ছিল সাকীনাহ (প্রশান্তি) তা কুরআনের উদ্দেশে অথবা কুরআন মাজীদের উপর নাযিল হয়েছিল।[১২৪৪] ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম -ও তা উপরোক্ত রাবী শু'বার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। বাহ্যত প্রতীয়মান হয়, ঐ লোকটি ছিলেন উসায়দ বিন হুদায়র এই বিষয়টি সনদ শাস্ত্রের সাথে সম্পর্কিত। ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীসসমূহের মধ্যে উপরোক্ত হাদীস হচ্ছে অতি বিরল বর্ণনাভঙ্গিতে বর্ণিত। তিনি তা ব্যতিক্রমধর্মী বর্ণনাভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর লক্ষণীয়, উক্ত হাদীসের বক্তব্য বিষয় বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদের ইমাম বুখারী কর্তৃক প্রদত্ত কুরআনের তিলাওয়াতের সময়ে রহমতের ফেরেশতার অবতরণ এই শিরোনামে বিধৃত হয়েছে।

৯৪. এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে, উসায়দের উপরোক্ত ঘটনার অনুরূপ একটি ঘটনা সাবিত বিন কায়স বিন শাম্মাসের বেলায়ও ঘটেছিল। যেমন আবূ উবায়দ বলেন, আব্বাদ বিন আব্বাদ জারীর বিন হাযিম তার চাচা জারীর বিন ইয়াযীদ বলেছেন,

أَنَّ أَشْيَاخَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَدَّثُوهُ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ: أَلَمْ تَرَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ لَمْ تَزَلْ دَارُهُ الْبَارِحَةَ تُزْهِرُ مَصَابِيحَ؟ قَالَ: "فَلَعَلَّهُ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ". قَالَ: فَسُئِلَ ثَابِتٌ فَقَالَ: قَرَأْتُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ.

মদীনার বৃদ্ধরা তার নিকট বর্ণনা করেছেন। একদা নাবী এর নিকট আরয করা হল– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি শুনেননি যে গত রাতে সারাক্ষণ সাবিত বিন কায়স বিন শাম্মাসের গৃহ আলোকমালায় সুসজ্জিত ছিল? নাবী বললেন, তবে সে হয়ত সুরা বাকারা তিলাওয়াত করেছিল। অতঃপর সাবিতের নিকট এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি সুরা বাকারা তিলাওয়াত করেছিলাম।[১২৪৫]

৯৫. (সহীহ): প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে,

" مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وحفّتهم الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ "

কোন জামাআত আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয়ে যদি তার কিতাব তিলাওয়াত করে এবং একজন আরেকজনকে তা শিক্ষা দেয় তবে তাদের উপর নিশ্চিতভাবে প্রশান্তি নেমে আসে। তাদেরকে রহমত বেষ্টন করে নেয়। ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং যারা আল্লাহ তাআলার নিকট রয়েছেন, তিনি

১২৪৪. বুখারী (পর্ব: 'মানাকিব', অধ্যায়; সূরাহ কাহাফের ফদিলত) হা/৫০১১, বুখারী ৩৬১৪, ৪৮৩৯, মুসলিম ৭৯৫, তিরমিযী ২৮৮৫, ইবনু হিব্বান ৭৬৯। **তাহকীক আলবানী ঃ** সহীহ।

১২৪৫. ফাদাইলে কুরআন, ২৭ পৃ, রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন ১৭০৯। হাদীসটি মুরসাল।

তাদের নিকট সেই জামাআতের লোকেদের বিষয় আলোচনা করেন।[১২৪৬] ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তা আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

"আর ফাজ্‌রের সলাতে কুরআন পাঠ (করার নীতি অবলম্বন কর), নিশ্চয়ই ফাজ্‌রের সলাতের কুরআন পাঠ (ফেরেশতাগণের) সরাসরি সাক্ষ্য হয়।"[১২৪৭] কোন কোন তাফসীরকারক উক্ত আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, ফেরেশতাগণ ফজরের তিলাওয়াত প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

৯৬. (সহীহ): বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

" يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَيَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وتركناهم وهم يصلون "

তোমাদের নিকট ফেরেশতাগণ রাতে ও দিনে পালাক্রমে আগমণ করেন। তারা উভয় দলই ফজরের নামাযে এবং আসরের নামাযে (তোমাদের নিকট) একত্রিত হয়। কোন দল যখন তোমাদের নিকট থাকার পর তার (আল্লাহ তাআলার) নিকট প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি তাদের নিকট জিজ্ঞেস করেন– অবশ্য তিনি তোমাদের অবস্থা সম্বন্ধে সর্বোত্তম অবগত রয়েছেন– তোমরা আমার বান্দাদেরকে কোন অবস্থায় দেখে এসেছ? তারা বলেন, আমরা তাদের নিকট গিয়ে তাদেরকে নামায আদায়রত অবস্থায় পেয়েছি আবার তাদের নিকট থেকে ফেরার সময় তাদেরকে নামায আদায়রত অবস্থায় দেখে এসেছি।[১২৪৮]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত কিতাব ব্যতীত অন্য কিছুই রেখে যাননি

৯৭. (সহীহ): ০(কুতায়বাহ বিন সাঈদ)(সুফইয়ান)(আবদুল আযীয বিন রুফায়')(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))০ (আবদুল আযীয) বলেন,

دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ: أَتَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ. قَالَ: وَدَخَلْنَا عَلَى محمد بن الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ.

একদা আমি ও শাদ্দাদ বিন মা'কাল ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট উপস্থিত হলাম। অতঃপর শাদ্দাদ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি কোন সম্পত্তি রেখে যাননি? তিনি বললেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত কিতাব ব্যতীত অন্য কিছুই রেখে যাননি। রাবী বলেন, আমরা মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনিও আমাদেরকে বললেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত কিতাব ব্যতীত অন্য কিছুই রেখে যাননি।[১২৪৯] উক্ত রিওয়ায়াতটি শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। তার তাৎপর্য এই, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ কোন ধন সম্পত্তি রেখে যাননি যা উত্তরাধিকারের নিয়মে বণ্টিত হতে পারে।

৯৮. (সহীহ): এভাবে জুওয়ায়বির বিনতু হারিস এর ভাই আমর ইবনুল হারিসও বলেন,

مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا

১২৪৬. মুসলিম ২৬৯৯, ২৭০০, আবূ দাউদ ৪৯৪৬, তিরমিযী ২৯৪৫, ইবনু মাজাহ ২২৫,

১২৪৭. সূরাহ ইসরা, ১৭ঃ ৭৮।

১২৪৮. বুখারী (পর্বঃ সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায়ঃ আসরের সালাতের ফযিলত) হা/৫৫৫, বুখারী ৩২৩৩, ৭৪২৯, ৭৪৮৬, মুসলিম ৬৩২, নাসাঈ ৪৮৫, আহমাদ ৭৪৪০, ইবনু হিব্বান ১৭৩৬, ১৭৩৭। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১২৪৯. বুখারী (পর্বঃ ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়ঃ যারা বলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছুই রেখে যাননি) হা/৫০১৯। **তাহকীকঃ** সহীহ।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দীনার দিরহাম দাস দাসী বা অন্য কোন ধন সম্পত্তি রেখে যাননি।[১২৫০]

৯৯. (সহীহ): আবূ দারদা' (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছেঃ

"إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ"

নাবীগণ দীনার দিরহামকে উত্তরাধিকারের সম্পত্তি হিসেবে রেখে যাননা। তারা শুধু দীনী ইলমকে উত্তরাধিকারের সম্পদ হিসেবে রেখে গিয়েছেন। যে ব্যক্তি গ্রহণ করে সে বিরাট সৌভাগ্যই গ্রহণ করে।[১২৫১] সে কারণেই ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, নাবী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত কিতাব রেখে গিয়েছেন। দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত কিতাব হচ্ছে 'আল কুরআন'। সুন্নাহ হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা। তা কুরআনের অধীন ও অনুসারী। মুখ্য কাম্য বস্তু হচ্ছে 'আল-কুরআন'। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

"স্বীয় বান্দাদের মধ্যে থেকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি, অতঃপর তাদেরকে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি"।[১২৫২] দুনিয়ার ধন সম্পত্তি জমা করার এবং তা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তব্য সম্পদ হিসেবে রেখে যাওয়ার জন্যে আম্বিয়ায়ে কিরাম সৃষ্ট হননি। তারা সৃষ্ট হয়েছেন আখিরাতের জন্যে। তাদের ব্রত হচ্ছে মানুষকে আখিরাতের দিকে আহ্বান করা এবং তৎপ্রতি তাদের মনে আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা।

১০০. (সহীহ): এ কারণেই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, " لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ " আমরা নবীগণ যে পার্থিব সম্পত্তি রেখে যাই তা সদকা হিসেবে বন্টিত হয়ে থাকে।[১২৫৩] নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উক্ত মহৎ গুণকে উপরোক্ত পন্থায় আবু বকর সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সর্বপ্রথম প্রকাশ করেছেন। একবার তাঁর নিকট নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মীরাস (উত্তরাধিকারসুত্রে প্রাপ্তব্য সম্পত্তি) সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপরোক্ত বাণী প্রকাশ করেছিলেন। তার মত একাধিক সাহাবী উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। উমার, উসমান, আলী, আব্বাস, তালহাহ, যুবায়র, আবদুর রহমান, ইবনু আওফ, আবু হুরায়রাহ, আয়িশাহ [রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন] প্রমুখ সাহাবীর নাম তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আল-কুরআন শ্রেষ্ঠতম বাণী

১০১. (সহীহ): [হুদবাহ বিন খালিদ আবূ খালিদ] [হাম্মাম] [কাতাদাহ] [আনাস বিন মালিক] [আবূ মূসা আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] থেকে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

" مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ. وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا "

পুণ্যবান লোক যে আল কুরআন তিলাওয়াত করে তার অবস্থা কমলা লেবুর মত। এর স্বাদ ও গন্ধ উভয়টিই ভাল। এমন পুণ্যবান ব্যক্তি যে আল-কুরআন তিলাওয়াত করে না তার অবস্থা খেজুরের মত। তার স্বাদ ভাল কিন্তু তাতে কোন সুঘ্রাণ নেই। যে গুনাহগার ব্যক্তি আল-কুরআন তিলাওয়াত করে তার

১২৫০. এ সম্পর্কে সহীহ হাদীস জানতে দেখুন বুখারী (পর্ব: ওয়াসিয়ত, অধ্যায়: ওয়াসিয়ত) হা/২৭৩৯, ৪৪৬১। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১২৫১. আবূ দাউদ (পর্ব: ইলম, অধ্যায়: ইলম অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ করা) হা/৩৬৪১, তিরমিযী ২৬৮২, ইবনু মাজাহ ২২৩, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১১২৪৩, সহীহ আল-জামি' ৬২৯৭। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১২৫২. সূরাহ ফাতির, ৩৫ঃ ৩২।

১২৫৩. বুখারী (পর্ব (৫৭): খুমুস, অধ্যায়: খুমুস নির্ধারণ প্রসঙ্গে) হা/৩০৯৩, মুসলিম ১৭৫৮।

অবস্থা পুষ্প স্তবকের মত। তার ঘ্রাণ আনন্দদায়ক কিন্তু তার স্বাদ তিক্ত। আর যে গুনাহগার ব্যক্তি আল-কুরআন তিলাওয়াত করেনা তার অবস্থা হানযাল (মাকাল) ফলের অবস্থার সমতুল্য। এর স্বাদও তিক্ত এবং তাতে কোন সুঘ্রাণও নেই।[১২৫৪] ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উপরোক্ত হাদীস্র কুতুবুস সিত্তার অন্যান্য সংকলকের সঙ্গে কাতাদাহর মাধ্যমে একাধিক স্থানে বর্ণনা করেছেন।[১২৫৫]

আলোচ্য পরিচ্ছেদের সাথে উপরোক্ত হাদীস্রের সম্পর্ক হলো, ঐ হাদীস্রে বর্ণিত, কোন ব্যক্তির আত্মার মধ্যে সুঘ্রাণ থাকা বা না থাকা আল-কুরআনের তিলাওয়াতের উপর নির্ভরশীল। যে আল-কুরআন তিলাওয়াত করে তার আত্মা সুঘ্রাণযুক্ত। পক্ষান্তরে যে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করেনা তার আত্মা সুঘ্রাণ বঞ্চিত। তা দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল-কুরআন হচ্ছে নেককার বা গুনাহগার যে কোন প্রকার মানুষের কথা থেকে শ্রেষ্ঠতম।

১০২. (স্বহীহ): ০[মুসাদ্দাদ][ইয়াহইয়া][সুফইয়ান][আবদুল্লাহ বিন দীনার][ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০ থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

" إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أجل من خلا مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ بِقِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، قَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً! قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ "

পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের লোকদের হায়াতের তুলনায় তোমাদের হায়াত হচ্ছে আস্রের ওয়াক্ত থেকে মাগরিবের মধ্যবর্তী সমতুল্য। আর তোমাদের, ইয়াহুদীদের এবং নাস্বারাদের অবস্থা হচ্ছে এমন, একটি লোক কতকগুলো শ্রমিককে কাজের জন্য নিয়োগ দিল। লোকটি বলল, মাত্র এক কীরাত (দিরহামের দ্বাদশাংশ) এর বিনিময়ে দুপুর পর্যন্ত আমার কাজ করে দিতে কে রাজী আছে? তার কথায় ইয়াহুদীগণ কাজ করল। এক্ষণে তোমরা দুই কীরাতের বিনিময়ে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়ে কাজ করছ এতে ইয়াহুদী ও নাস্বারারা বলল, আমরা বেশী পরিশ্রম করে কম পারিশ্রমিক পেয়েছি। নিয়োগকর্তা বলল, আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক থেকে সামান্যও কম দিয়েছি? তারা বলল, না। নিয়োগকর্তা বলল, তাদেরকে দেয়া অতিরিক্ত পারিশ্রমিক হচ্ছে আমার দান, তা যাকে ইচ্ছা করি দান করি।[১২৫৬] উপরোক্ত সনদে তা শুধু ইমাম বুখারীই বর্ণনা করেছেন। বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদের শিরোনামের সাথে উপরোক্ত হাদীস্রের সম্বন্ধ হলো, এতে বর্ণিত হয়েছে যদিও পূর্ববর্তি উম্মতসমূহের লোকদের আয়ুর চেয়ে উম্মতে মুহাম্মাদীর আয়ু কম তবুও এই উম্মতকে পূর্ববর্তি উম্মতসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানবজাতির (সর্বাত্মক কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভূত করা হয়েছে"।[১২৫৭]

১২৫৪. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন) হা/৫০২০। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১২৫৫. বুখারী ৫০৫৯, ৫৪২৭, ৭৫৬০, মুসলিম ৭৯৭, আবূ দাউদ ৪৮৩০, তিরমিযী ২৮৬৫, নাসাঈ ৫০৩৮, ইবনু মাজাহ ২১৪, ইবনু হিব্বান ৭৭০, ৭৭১, মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক ২০৯৩৩। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১২৫৬. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: সব কালামের উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব।) হা/৫০২১। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১২৫৭. সূরাহ আলে ইমরান, ৩: ১১০।

১০৩. (হাসান): বাহায বিন হাকীমের দাদা থেকে ধারাবাহিকভাবে হাকীম এবং বাহায বিন হাকীম কর্তৃক মুসনাদ ও সুনান সংকলনে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

"أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ"

তোমরা সত্তরটি উম্মতের মধ্যে সর্বশেষ ফদীলতপ্রাপ্ত। আল্লাহর নিকট তোমরা সর্বোত্তম উম্মত।[১২৫৮] কোন্ কারণে উম্মাতে মুহাম্মাদী উক্ত ফাযীলত ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছে? তারা কুরআনের বরকতের উসীলায় ঐ ফাদীলাত ও মর্যাদার অধিকারী হতে পেরেছে। কুরআন মাজীদ হচ্ছে যাবাতীয় আসমানী কিতাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তা অন্যান্য আসমানী কিতাবের মুহাফিয ও অন্যান্য সকল আসমানী কিতাবের রহিতকারী। কুরআনের এই ফযীলতের কারণ কী? কুরআনের এ ফাদীলাতের কারণ এই যে, পূর্ববর্তী সকল কিতাবই একবারে নাযিল হয়েছিল। পক্ষান্তরে কুরআন মাজীদ একবারে নাযিল হয়নি বরং তা নাযিল হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে অংশ অংশ করে। কারণ, কুরআন মাজীদ এবং তার ধারকগণ উভয়ই অত্যন্ত মর্যাদাশালী। অতএব এর একটি অংশের অবতারণ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের পূর্ণ কিতাবের অবতারণের সমপর্যায়ের।

পূর্ববর্তী প্রধান দু'টি উম্মত হচ্ছে ইয়াহুদী ও নাসারা। ইয়াহুদী জাতিকে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলাইহিস সালাম) এর নবূওতের সময় থেকে ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর নবূওতের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে কাজে নিয়োজিত করেন। নাসারা জাতিকে তিনি ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর নবূওতের সময় থেকে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নবূওতের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে কাজে নিয়োজিত করেন। অতঃপর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মতকে তার নবূওতের কাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ে কাজে নিয়োজিত করেছেন। তাদের কার্যকালকে দিনের শেষ অংশের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মতকে যে পারিশ্রমিক প্রদান করেছেন এই উম্মতকে তার দ্বিগুণ পারিশ্রমিক প্রদান করেছেন। তাতে পূর্ববর্তী উম্মতগণ বলেছে, হে আমাদের প্রভু! আমরা বেশি কাজ করে পারিশ্রমিক কম পেলাম কেন? আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি কি তোমাদের পারিশ্রমিক থেকে কোন অংশ কম প্রদান করেছি? তারা বলল, না। আল্লাহ তা'আলা বললেন, অতিরিক্ত পারিশ্রমিকটুকু হচ্ছে আমার কৃপার দান। আমি যাকে ইচ্ছে তাকে তা দান করতে পারি। এ প্রসেঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتٰبِ أَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

"ওহে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন আর তিনি তোমাদের জন্য আলোর ব্যবস্থা করবেন যা দিয়ে তোমরা পথ চলবে, আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (আমি আহলে কিতাব ছাড়া অন্যত্র নুবুওয়াত দিলাম) এ জন্য যে, আহলে কিতাবগণ যেন জেনে নিতে পারে যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহের কোন কিছুকেই তাদের নিয়ন্ত্রণ করার কোন ক্ষমতা নেই, আর (তারা যেন আরো জেনে নিতে পারে যে) অনুগ্রহ একমাত্র আল্লাহ্র হাতেই, যাকে ইচ্ছে তিনিই তা দেন। আল্লাহ বিশাল অনুগ্রহের অধিকারী।"[১২৫৯]

১২৫৮. তিরমিযী (পর্ব: কুরআনের তাফসীর, অধ্যায়: সূরাহ আলে ইমরান) হা/৩০০১, ইবনু মাজাহ ৪২৮৭, ৪২৮৮, আহমাদ ১৯৫১১। **তাহকীকঃ** হাসান।

১২৫৯. সূরাহ হাদীদ, ৫৭ঃ ২৮-২৯।

আল্লাহর কিতাব আঁকড়ে ধরে থাকার জন্য ওয়াসিয়্যাত

১০৪. (সহীহ): [মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ][মালিক বিন মিগওয়াল][তালহাহ বিন মুসাররিফ][আবদুল্লাহ বিন আবী আওফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] (তালহাহ) বলেন,

" سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: أَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا. فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ، أُمِرُوا بِهَا وَلَمْ يُوصِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ "

একবার আমি আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম– নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি কোন ওসিয়্যাত করেছেন। তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে ওসিয়্যাত করা কিভাবে মানুষের প্রতি ফরয হল? ওসিয়্যাত করতে মানুষকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে অথচ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওসিয়্যাত করলেন না। তিনি বললেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরে থাকতে (মানুষকে) ওসিয়্যাত করেছেন।[১২৬০] ইমাম আবু দাঊদ ব্যতীত ইমাম বুখারী ও কুতুবুস সিত্তার অন্যান্য সকল সংকলক উপরোক্ত হাদীস্র অন্যতম রাবী মালিক ইবনু মিগওয়াল থেকে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীস্রে ইতোপূর্বে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত কিতাব ব্যতীত অন্য কিছুই রেখে যাননি–এ হাদীস্রের তুল্যার্থক। ঐ হাদীস্রে ওসিয়াত করতে মানুষকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে এই মর্মে রাবী তালহার যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তা দ্বারা রাবী কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

"তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে, যখন তোমাদের কারও সামনে মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সেই ব্যক্তি কিছু সম্পত্তি ছেড়ে যায়, তবে সে ব্যক্তি যেন সঙ্গতভাবে ওয়াসীয়াত করে যায় পিতা-মাতা ও নিকট সম্পর্কীয়দের জন্য"।[১২৬১]

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে পার্থিব সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন তা উত্তরাধিকারের নিয়মে বণ্টনীয় ছিল না। তা ছিল সাদকায়ে জারিয়াহ বা চলমান দান। অতএব তিনি স্বীয় পার্থিব সম্পত্তির ব্যাপারে কোন ওসিয়্যাত করে যাননি। তার ইন্তিকালের পর কে খলীফা হবেন তিনি সে বিষয়েও নামোল্লেখ করে কোন ওসিয়্যাত করে যাননি। কারণ, বিষয়টি তাঁর ইশারা ইঙ্গিতে ইতঃপূর্বেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ইতোপূর্বে তিনি আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন। একবার তিনি আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নাম উল্লেখ করে ওসিয়্যাত করতে মনস্থ করে তা ত্যাগ করেন।

১০৫. (সহীহ): তিনি শুধু বলেছিলেন:

"يَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ"

আল্লাহ তাআলা এবং মু'মিনগণ আবু বকর ব্যতীত অন্য কাউকেও খলীফা হিসেবে দেখতে নারায ও অনিচ্ছুক।[১২৬২] ঘটনাও তেমনই ঘটেছিল। মোটকথা, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধু আল্লাহর কিতাব অনুসরণ করে চলতে ওসিয়্যাত করে গেছেন।

১২৬০. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: কিতাবুল্লাহ্‌র ওয়াসিয়্যাত) হা/৫০২২, মুসলিম ১৬৩৪, তিরমিযী ২১১৯, নাসাঈ ৩৬২০, ইবনু মাজাহ ২৬৯৬, আহমাদ ১৮৬৪৪, ১৮৬৫৬, ১৮৯১৮, দারিমী ৩১৮০। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১২৬১. সূরাহ বাকারা, ২ঃ ১৮০।

১২৬২. বুখারী (পর্ব: আহকাম, অধ্যায়: খলীফা নিয়োগ করা।) হা/৭২১৭, মুসলিম (পর্ব: ফাদাইলুস্ সাহাবাহ, অধ্যায়: আবূ বাকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ফদিলত) হা/২৩৮৭। (শব্দগুলো মুসলিমের)

সুরের সাথে (সুললিত কণ্ঠে) কুরআন তিলাওয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

"এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট (নিদর্শন) নয় যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যা তাদের সম্মুখে পাঠ করা হয়"[১২৬৩]

১০৬. (স্বহীহ): ইয়াহইয়া বিন বুকায়র লায়স উকায়ল ইবনু শিহাব আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

" لَمْ يَأْذَنِ اللهُ لِشَيْءٍ، مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ "

কোন নবী সুললিত কণ্ঠে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করলে আল্লাহ তা'আলা যেরূপ সন্তুষ্টি সহকারে তা শুনে থাকেন অন্য কিছুই তিনি তেমন সন্তুষ্টি সহকারে শুনেন না।[১২৬৪] উক্ত হাদীসের একজন রাবী বলেছেন, ঐ হাদীসের يَتَغَنَّى শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে, কুরআন মাজীদ উচ্চৈঃস্বরে সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করা। ইমাম বুখারী তা আলী বিন আবদুল্লাহ আল-মাদীনী সুফইয়ান বিন উওয়ায়নাহ ইবনু শিহাব আয যুহরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে বর্ণনা করেছেন। সুফইয়ান বিন উওয়ায়নাহ বলেন, উক্ত হাদীসে যে يَتَغَنَّى بالقران (সে সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে) শব্দগুচ্ছটি উল্লেখিত হয়েছে এখানে এর অর্থ হবে, সে কুরআন মাজীদে তৃপ্ত থাকে। ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈ উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী সুফইয়ান বিন উওয়ায়নাহ থেকে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করেছেন।

উক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, কোন নবী শব্দ করে সুরেলা কণ্ঠে যদি আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করেন আল্লাহ তা'আলা সেই তিলাওয়াত করাকে যেরূপ সন্তুষ্টি সহকারে শুনেন অন্য কিছুই তেমন সন্তুটি সহকারে শুনেন না। কারণ, নাবীগণের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা ও ভীতি এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী পরিপূর্ণ অবস্থায় বহাল থাকার ফলে তাদের তিলাওয়াতের কণ্ঠে এক মহিমাময় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য বিদ্যমান থাকে। সেটিই তিলাওয়াতের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, মহান আল্লাহ সকল শব্দ ও কণ্ঠস্বর শুনে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ

"তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন, আর তুমি কুরআন **থেকে যা কিছুই তিলাওয়াত কর না কেন, আর যে 'আমালই তোমরা কর না কেন, আমি তোমাদের উপর রয়েছি প্রত্যক্ষদর্শী, যখন তোমরা তাতে পূর্ণরূপে মনোনিবেশ কর।"**[১২৬৫] বলাবাহুল্য, সাধারণ নেককারদের তিলাওয়াত আল্লাহ তা'আলার নিকট যত প্রিয়, নাবীগণের তিলাওয়াত তদপেক্ষা অনেক অনেক বেশী প্রিয়। আলোচ্য হাদীসে সেটিই বর্ণিত হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, আলোচ্য হাদীসে যে اذن (তিনি সন্তুষ্টি সহকারে শুনেন) শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে, এখানে তার অর্থ হবে তিনি নির্দেশ প্রদান করেছেন। তবে ইতোপূর্বে اذن (তিনি সন্তুষ্টি সহকারে শ্রবণ করে

১২৬৩. সূরাহ আনকাবূত, ২৯ঃ ৫১।

১২৬৪. বুখারী (পর্ব (৬৬) : ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায় (১৯) : যার জন্য কুরআন যথেষ্ট নয়) হা/৫০২৩, বুখারী ৫০২৪, ৭৪৮২, ৭৫৪৪, মুসলিম ৭৯২, আবূ দাঊদ ১৪৭৩, নাসাঈ, আহমাদ। তাহক্বীকঃ স্বহীহ।

১২৬৫. সূরাহ য়ূনুস, ১০ঃ ৬১।

থাকেন) শব্দের যে অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে তাই এখানে এর অধিকতর সঙ্গত অর্থ। হাদীসটির অন্যান্য শব্দের দিকে দৃষ্টি রেখে এর অর্থ করলে প্রথমোক্ত অর্থই যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত হবে। তার একটি শব্দগুচ্ছ হচ্ছে يتغنى بالقران অর্থাৎ যিনি সুললিত কণ্ঠে শব্দ করে (আল্লাহর কিতাব) তিলাওয়াত করেন। এতে সহজেই বুঝা যায় হাদীসটির প্রথমোক্ত তাৎপর্যই অধিকতর সঙ্গত। কুরআনের আয়াতের أذن শব্দটি 'মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা ও পালন করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝

"যখন আসমান ফেটে যাবে, এবং স্বীয় রব-এর নির্দেশ পালন করবে, আর তাই তার করণীয়। এবং যমীনকে যখন প্রসারিত করা হবে, আর তা তার ভেতরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও খালি হয়ে যাবে। এবং স্বীয় রব-এর নির্দেশ পালন করবে আর তাই তার করণীয়।"[১২৬৬]

ফুদালাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে সহীহ সনদে ইমাম ইবনু মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসেও **الاذن** শব্দটি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ।

১০৭. (দঈফ): নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

"لَلَّهُ أَشَدُّ أَذَنًا إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ [يَجْهَرُ بِهِ] مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ"

অর্থাৎ মালিক তার দাসীর কণ্ঠস্বরকে যতটুকু মনোযোগ সহকারে শুনে থাকে, সুললিত কণ্ঠে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতকারী ব্যক্তির কণ্ঠস্বর আল্লাহ তাআলা ততোধিক মনোযোগ সহকারে শুনে থাকেন।[১২৬৭]

সুফইয়ান বিন উওয়ায়নাহ يتغنى শব্দ সম্বন্ধে বলেছেন, তার অর্থ হবে সে তৃপ্ত থাকে বা সে নিজেকে পার্থিব সম্পদের অভাব থেকে মুক্ত মনে করে। আবূ উবায়দ কাসিম বিন সাল্লাম প্রমুখ ব্যাখ্যাকারও এমনটি ব্যাখ্যা করেছেন। তবে সেই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। এখানে তা উক্ত শব্দের কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যাই বটে। আলোচ্য হাদীসের জনৈক রাবী বলেছেন, তার অর্থ হবে সে সশব্দে সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করে। হারমালা বলেন, একবার আমি সুফইয়ান বিন উওয়ায়নাকে বলতে শুনলাম, এর অর্থ হবে, 'সে নিজেকে পার্থিব সম্পদের অভাব থেকে মুক্ত মনে করে'। ইমাম শাফেঈর নিকট আমি তা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, না, তার অর্থ সেরকম না। অমন অর্থ বুঝানোর হলে আলোচ্য হাদীসে يتغنى শব্দের পরিবর্তে يتغانى শব্দ উল্লেখিত হত। প্রকৃতপক্ষে তার অর্থ হবে– 'সে সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করে'। মুযানী এবং রাবী'ও ইমাম **শাফেঈ থেকে অনুরূপ** ব্যাখ্যার বর্ণনা দিয়েছেন। হারমালা বলেন, আমি ইবনু ওহাবকে বলতে শুনেছি এর **অর্থ হবে 'সে সুললিত কণ্ঠে** তিলাওয়াত করে'।

উপরে আলোচ্য হাদীসের যে **সঠিক** তাৎপর্য বর্ণিত তদনুযায়ী أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ আয়াতকে বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদের প্রথমদিকে উল্লেখ করা ইমাম বুখারীর পক্ষে প্রাসঙ্গিক হয়নি। কারণ,

---

১২৬৬. সূরাহ ইনশিক্বাক্ব: ১-৫।

১২৬৭. ইবনু মাজাহ (পর্ব (৫): **সলাত আদায় করা এবং তার নিয়ম-কানুন**, অধ্যায় (১৭৬) : সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা।) হা/১৩৪০, মুসতাদরাক, ২০৯৭, **সিলসিলাহ দঈফাহ ২৯৫১, সহীহ** ও দঈফ আল-জামি' ১০১০১, দঈফ আল-জামি' ৪৬৩০।

উক্ত হাদীসটি ইমাম আহমাদ (৬/১৯-২০) ও ইবনু আসাকির (১৭/২৩২/১) ওয়ালীদ বিন মুসলিম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি {আওযাঈ ইসমাঈল বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবুল মুহাজির মায়সারাহ ফুদালাহ বিন উবায়দুল্লাহ} এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটির ব্যাপারে হাকিম **সহীহ বলেছেন। কিন্তু** ইমাম যাহাবী তার কথাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, সানাদটি মুনকাতি। শায়খ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাকিম সানাদটিকে সহীহ বলার কারণ হচ্ছে, তার সানাদে ফুদালাহ এর আযাদকৃত গোলাম মায়সারাহ নেই। আর এই সূত্রটি হচ্ছে আহমাদের। আর মায়সারাহ হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো তাদলীস করে থাকেন, আবার কখনো কখনো তা প্রকাশ করে থাকেন। আর এগুলো হাদীসের একটি ইল্লাত। কারণ, সে বিষয়টি তার সঠিক ভাবে জানা নেই। তার ব্যাপারে ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে ইসমাঈল বিন উবায়দুল্লাহ ব্যতীত কেউ হাদীস বর্ণনা করেনি। ইবনু হিব্বান ব্যতীত কেউ তাকে সিকাহ বলেননি। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ (দুর্বল)।

উদ্ধৃত আয়াতটিতে কুরআন সুললিত কণ্ঠের সাথে তিলাওয়াত করার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়নি। কাফিরগণ বলত, মুহাম্মদের সত্যবাদিতার সমর্থনে কেন তার প্রতি নির্দেশনসমূহ নাযিল হয় না। তাদের এ কথার উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَقَالُوا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ

"তারা বলে- তার কাছে তার প্রতিপালকের নিকট হতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? বল, নিদর্শন তো আছে আল্লাহ্‌র কাছে, আমি কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট (নিদর্শন) নয় যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যা তাদের সম্মুখে পাঠ করা হয়।"[১২৬৮]

আলোচ্য আয়াতটিতে প্রমাণিত হচ্ছে যে কুরআনই প্রয়োজনীয় নিদর্শন হিসেবে যথেষ্ট। অর্থাৎ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন উম্মী (নিরক্ষর), কুরআনের ন্যায় অনন্য অসাধারাণ মহাগ্রন্থ রচনা করা তার পক্ষে কোন ক্রমে সম্ভবপর ছিল না। এমতাবস্থায় ঐ গ্রন্থ তাঁর প্রাপ্ত হওয়া তার সত্যবাদিতার এক মহা নিদর্শন বটে। এভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

"তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করনি, আর তুমি নিজ হাতে কোন কিতাব লেখনি, এমন হলে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করত।"[১২৬৯]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, আলোচ্য হাদীস্রে সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করার কথাই বলা হয়ে থাকুক অথবা কুরআন মাজীদের প্রাপ্তিতে পার্থিব সম্পদের অভাব হতে নিজেকে মুক্ত মনে করার কথাই বলা হয়ে থাকুক, কোন অবস্থাতেই আলোচ্য আয়াত ইমাম বুখারীর এখানে উদ্ধৃত করা সঠিক ও যুক্তিযুক্ত হয়নি।

সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত প্রসঙ্গ

১০৮. (স্বহীহ): আবূ উবায়দ বলেন, ≮[আবদুল্লাহ বিন স্বালিহ⁐কুবাস বিন রাযীন⁐আলী বিন রাবাহ আল-লাখমী⁐উকবাহ বিন আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]≯ বলেন,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ نَتَدَارَسُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ: " تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللهِ وَاقْتَنُوهُ ". قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: "وَتَغَنَّوْا بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْمَخَاضِ مِنَ الْعُقُلِ"

একবার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট আসলেন। আমরা তখন মসজিদে বসে পরস্পরকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানার্জন কর এবং তাকে আঁকড়ে ধর। রাবী বলেন, আমার মনে পড়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বললেন تغنوه (আর তোমরা তা সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত কর) অথবা তা দ্বারা পার্থিব সম্পদের অভাব থেকে নিজেকে মুক্ত মনে কর। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর কসম! জলাশয়ে বেঁধে রাখা প্রাণীকে ছেড়ে দিলে তারপক্ষে যতটুকু পালিয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে কুরআনের পক্ষে স্মৃতি থেকে চলে যাওয়ার আশংকা তার চেয়ে বেশি থাকে।[১২৭০] ≮[আবদুল্লাহ বিন স্বালিহ⁐মূসা বিন আলী⁐তার পিতা (আলী বিন রাবাহ)⁐উকবাহ বিন আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]≯ সূত্রেও পূর্বোল্লেখিত হাদীস্রের মত হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তবে পূর্বোল্লেখিত হাদীস্রে যেমন রাবীর

১২৬৮. সূরাহ আনকাবূত, ২৯ঃ ৫০-৫১।

১২৬৯. সূরাহ আনকাবূত, ২৯ঃ ৪৮।

১২৭০. আহমাদ ১৬৮৬৬, মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ১৪২১৮। **তাহকীকঃ** শু'আয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, হাদীস্রটি সহীহ।

সন্দেহ উল্লেখিত হয়েছে, তাতে তেমন কোন সন্দেহের উল্লেখ নেই। ইমাম নাসাঈও ফাদাইলুল কুরআন অধ্যায়ে তা মূসা বিন আলী তার পিতা (আলী বিন রাবাহ আল-লাখমী) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুসান্নিফ তা আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক কুবাস বিন রাবীন আলী বিন রাবাহ উকবাহ বিন আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। তার শব্দগুলো হচ্ছে: خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا অর্থাৎ একবার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট আসলেন। আমরা তখন কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম। তিনি আমাদেরকে সালাম দিলেন...। এরপর উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। এরদ্বারা প্রমাণিত হয়, কুরআন তিলাওয়াতরত ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করা অবৈধ বা অসঙ্গত নয়।

১০৯. আবূ উবায়দ বলেন, আবূল ইয়ামান আবূ বাকর বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ মারয়াম (দুর্বল) মুহাজির বিন হাবীব বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، لَا تَوَسَّدُوا الْقُرْآنَ، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَتَغَنَّوْهُ وَاقْتَنُوهُ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"

হে কুরআনের ধারকগণ! তোমরা কুরআন মাজীদকে বালিশ বানিও না, তা যেভাবে তিলাওয়াত করা দরকার সকাল সন্ধ্যায় সেভাবে তিলাওয়াত করো আর তোমরা তা সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত কর অথবা তোমরা তা দ্বারা নিজেকে পার্থিব সম্পদের অভাব থেকে মুক্ত মনে করো। আর তাতে যা রয়েছে তৎসম্বন্ধে ভালভাবে জ্ঞান লাভ করো। এতে আশা করা যায় তোমরা কামিয়াব হতে পারবে।[১২৭১] উক্ত হাদীসের সনদটি মুরসাল। অতঃপর ইমাম আবূ উবায়দ বলেছেন, تغنوه ও تقنوه উভয়ের অর্থ হচ্ছে তোমরা তা দ্বারা নিজদেরকে পার্থিব সম্পদের অভাব থেকে মুক্ত মনে করো এবং একেই নিজেদের পার্থিব সম্পদ মনে করো।

১১০. (দঈফ): আবূ উবায়দ বলেন, হিশাম বিন আম্মার ইয়াহইয়া বিন হামযাহ আল-আওযাঈ ইসমাঈল বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবুল মুহাজির ফুদালাহ বিন উবায়দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"لَلّٰهُ أَشَدُّ أَذَنًا إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ"

দাসীর মালিক তার কণ্ঠস্বর যতটুকু মনোযোগ সহকারে শুনে থাকে আল্লাহ তাআলা তদপেক্ষা অধিকতর মনোযোগ সহকারে সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকারী বান্দার তিলাওয়াত শুনে থাকেন।[১২৭২] ইমাম আবূ উবায়দ বলেন, ঐ হাদীসের সনদে কোন কোন মুহাদ্দিস ফুদালাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং ইসমাঈল বিন উবায়দুল্লাহর মধ্যে ফুযালার আযাদকৃত গোলাম মায়সারার নাম অন্যতম রাবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইবনু মাজাহ তা রাশিদ বিন সাঈদ বিন রাশিদ আল-ওয়ালীদ আওযাঈ ইসমাঈল বিন উবায়দুল্লাহ মায়সারাহ (ফুদালাহ এর আযাদকৃত গোলাম) ফুদালাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "لَلّٰهُ أَشَدُّ أَذَنًا إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ" দাসীর মালিক তার কণ্ঠস্বর যতটুকু মনোযোগ সহকারে শুনে থাকে আল্লাহ তাআলা তদপেক্ষা অধিকতর মনোযোগ সহকারে সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকারী বান্দার তিলাওয়াত শুনে থাকেন। উক্ত হাদীসে যে اذن শব্দটি উল্লেখিত রয়েছে ইমাম আবূ উবায়দ তার সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে মনোযোগ সহকারে শোনা।

১১১. আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ সালামাহ ইবনুল ফাদল আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান ইবনু আবী মুলায়কাহ কাসিম বিন মুহাম্মাদ আস সাইব সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

---

১২৭১. ফাদাইলুল কুরআন, ২৯ পৃষ্ঠা, শু'আবুল ঈমান ২০০৭, হাদীসটি মুরসাল, উক্ত বাক্যগুলো নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা নয়। সানাদে আবূ বাকর বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ মারয়াম দুর্বল।

১২৭২. দ্রষ্টব্য ১০৭ নং হাদীস।

" غَنُّوا بِالْقُرْآنِ، لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُغَنِّ بِالْقُرْآنِ، وَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَى الْبُكَاءِ فَتَبَاكَوْا "

একবার সাদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাকে বললেন, তুমি কি কুরআনের কিরাআত শিখেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তা সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করো। কারণ, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তোমরা সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করো আর তোমরা (তা তিলাওয়াত কালে) কাঁদ। যদি কাঁদতে না পারো তবে চেহারায় কাঁদার ভাব আনার চেষ্টা করো।[১২৭৩]

ইমাম আবূ দাঊদ বর্ণনা করেন, «[লায়স্র ও আমর বিন দীনার][আবদুল্লাহ বিন আবূ মুলায়কাহ][উবায়দুল্লাহ বিন আবী নাহীক][সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]» বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ " যে ব্যক্তি তা সুরের সাথে তিলাওয়াত না করে অথবা তা দ্বারা নিজেকে পার্থিব সম্পদের অভাব থেকে মুক্ত মনে না করে সে ব্যক্তি আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়।[১২৭৪]

ইমাম ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন, «[ইবনু আবী মুলায়কাহ][আবদুর রহমান ইবনুস সাইব][সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]» বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

" إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ، فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، وَتَغَنَّوْا بِهِ، فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا "

নিশ্চয় এই কুরআন মাজীদ চিন্তা ভাবনার বিষয় নিয়ে নাযিল হয়েছে। তোমরা যখন তা তিলাওয়াত কর তখন কাঁদ। কাঁদতে না পারলে কাঁদার ভাব আনার চেষ্টা কর। আর তোমরা তা সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করো অথবা তা দ্বারা নিজদেরকে পার্থিব সম্পদের অভাব থেকে মুক্ত মনে করো। যে ব্যক্তি তা সুরের সাথে তিলাওয়াত না করে অথবা তা দ্বারা নিজেকে পার্থিব সম্পদের অভাব থেকে মুক্ত মনে না করে সে ব্যক্তি আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়।[১২৭৫]

ইমাম আহমাদ বলেন, «[ওয়াকী'][সুফইয়ান বিন হাসসান আল-মাখযূমী][ইবনু আবী মুলায়কাহ][আবদুল্লাহ বিন আবূ নাহীক][সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]» বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ " যে ব্যক্তি তা সুরের সাথে তিলাওয়াত না করে অথবা তা দ্বারা নিজেকে পার্থিব সম্পদের অভব থেকে মুক্ত মনে না করে সে ব্যক্তি আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। ওয়াকী' বলেন, অর্থাৎ তা যথেষ্ট মনে করে। «[হাজ্জাজ ও আবুন নাদর][লায়স্র বিন সা'দ][আবদুল্লাহ বিন আবূ মুলায়কাহ]» «[সুফইয়ান বিন উওয়ায়নাহ][আমর বিন দীনার][আবদুল্লাহ বিন আবূ মুলায়কাহ]» সূত্রেও অনুরূপ হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীস্রের সনদ সম্বন্ধে বলার মত অনেক কথা রয়েছে। কিন্তু এখানে বলার স্থান নয়। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

১১২. (হাসান স্বহীহ): ইমাম আবূ দাঊদ বলেন, «[আবদুল আ'লা বিন হাম্মাদ][আবুল জাব্বার ইবনুল ওয়ারদ][ইবনু আবী মুলায়কাহ][উবায়দুল্লাহ বিন আবূ ইয়াযীদ]» আবদুল জাব্বার বলেন, আমি ইবনু আবী মুলায়কাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, উবায়দুল্লাহ বিন আবূ যায়দ বলেন,

---

১২৭৩. সানাদে মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ আর রাযী মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

১২৭৪. আবূ দাউদ ১৪৬৯, ১৪৭০, স্বহীহ আবী দাউদ১৩২১, মুস্রান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৮৭৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১২৭৫. ইবনু মাজাহ ১৩৩৭, সিলসিলাহ দঈফাহ ৬৫১১, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৪৮৩৫, দঈফ আল-জামি'.২০২৫। সানাদে আবদুর রহমান ইবনুস সাইব তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত, ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে মাকবূল বলেছেন, তার মাঝে দুর্বলতা থাকলেও তার তাবি' হিসেবে আবূ রাফি'কে পাওয়া যায়। কিন্তু আবূ রাফি' ইসমাঈল বিন রাফি' তিনিও দুর্বল ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

مَرَّ بِنَا أَبُو لُبَابة فاتّبعناه حَتَّى دَخَلَ بَيْتَهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَجُلٌ رَثُّ الْبَيْتِ، رَثُّ الْهَيْئَةِ، فَانْتَسَبْنَا لَهُ، فَقَالَ: تُجَّارٌ كَسَبَةٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ ". قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَرَأَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ قَالَ: يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ.

একবার আবূ লুবাবাহ আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে দেখে আমরা তার অনুসরণ করলাম। এক সময় তিনি স্বীয় গৃহে প্রবেশ করলেন। আমরাও তাতে প্রবেশ করলাম। দেখলাম তার গৃহ পুরাতন ও ভাঙ্গাচোরা, তার বৈষয়িক অবস্থায় দারিদ্রের ছাপ বিদ্যমান। আমরা তার নিকট আমাদের বংশ পরিচয় প্রদান করলে তিনি বললেন, মোটা আয়ের ব্যবসায়ীসকল। অতঃপর তিনি বললেন, নাবী ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। রাবী আবদুল জাব্বার বলেন, আমি আমার উস্তাদ ইবনু আবী মুলায়কার নিকট জিজ্ঞেস করলাম– হে আবূ মুহাম্মদ! তিলাওয়াতকারীর কণ্ঠস্বর মিষ্টি ও সুমধুর না হলে সে কী করবে? তিনি বললেন, যথাসম্ভব মধুর সুরে তিলাওয়াত করবে।[১২৭৬] উক্ত সনদে হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবী মুলায়কা ও তার ছাত্রের প্রশ্নোত্তরে প্রমাণিত হয়, পূর্ব যুগীয় আলিমগণ التغني بالقران শব্দ দ্বারা কুরআন মাজীদ সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করা বুঝতেন। হাদীসের ইমামগণ এর এমন অর্থই করেছেন।

১১৩. (সহীহ): ইমাম আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও সেটিই প্রমাণিত হয়। [উসমান বিন আবূ শায়বাহ][জারীর][আ'মাশ][তালহাহ][আবদুর রহমান বিন আওসাজাহ][বারা' বিন আযিব (রাঃ)] বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, " زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ " স্বীয় কণ্ঠস্বর দ্বারা তোমরা কুরআন মাজীদ সৌন্দর্যমণ্ডিত কর।[১২৭৭] উক্ত হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য। নাসায়ী এবং ইবনু মাজাহ হাদীসটি [শু'বাহ (এর হাদীস থেকে তিনি)][তালহাহ বিন মুসাররিফ] এর সূত্রে ইমাম নাসাঈ ভিন্ন সূত্রে তালহাহ থেকেও বর্ণনা করেছেন। এই সানাদটি উত্তম। সানাদে আবদুর রহমান বিন আওসাজাহকে ইমাম নাসাঈ ও ইবনু হিব্বান সিকাহ বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান থেকে আল-আযদী বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইয়াহইয়া) বলেন, আমি মদীনাবাসীগণের নিকট আবদুর রহমান বিন আওসাজাহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছি কিন্তু আমি তাদেরকে তার ব্যাপারে কোন প্রশংসা করতে দেখিনি। অর্থাৎ– তারা তাকে বিশ্বস্ত লোক বলেননি।

আবূ উবায়দ আল-কাসিম বিন সাল্লাম বলেন, [ইয়াহইয়া বিন সাঈদ][শু'বাহ] বলেন, আয়্যুব আমাকে এ হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। আবূ উবায়দ বলেন, আমার ধারণা, উক্ত হাদীসের অপব্যাখ্যা করে লোকে শরীয়াত সমর্থিত নয় এমন সুরে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে। এ আশংকাতেই আইয়্যুব তা বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন।

আমি (ইবনু কাসীর) **বলছি:** উক্ত রাবী শু'বাহ এরপরও আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। কারণ, ভুল ব্যাখ্যার ভয়ে যদি হাদীস বর্ণনা করা পরিত্যক্ত হয়, তবে নাবী ﷺ এর সুন্নাহ'র বিপুল অংশের বর্ণনা পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে। ফলে মানুষ সুন্নাহর বিপুল অংশের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। শুধু সুন্নাহ নয় বরং কুরআনের অনেক আয়াত বিকৃতরূপে ব্যাখ্যা হয়ে থাকে। তাই

১২৭৬. আবূ দাউদ (পর্ব: সালাত, অধ্যায়: তারতীল সহকারে তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব) হা/১৪৭১, সহীহ আবূ দাউদ ১৩২২, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১৪৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

১২৭৭. আবূ দাউদ (পর্ব: সালাত, অধ্যায়: তারতীল সহকারে তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব) হা/১৪৬৮, ইবনু মাজাহ ১৩৪২, নাসাঈ ১০১৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৮৭৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

বলে কি লোকদের নিকট থেকে তা গোপন করতে হবে। আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর উপর নির্ভর করি। লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। হাদীসে যে সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের আদেশ রয়েছে এর তাৎপর্য এই, কুরআন মাজীদ বিনয়মিশ্রিত আন্তরিকতাপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী সুরের সাথে তিলাওয়াত করা কর্তব্য। যেমনটি হাফিয আল-কাবীর বাকী বিন মাখলাদ বলেছেন:

১১৪. (সহীহ): ﴾আহমাদ বিন ইবরাহীম﴿ইয়াহয়া বিন সাঈদ আল-উমাবী﴿তালহাহ বিন ইয়াহইয়া বিন তালহাহ﴿আবূ বুরদাহ বিন আবূ মূসা﴿তার পিতা (আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))﴿ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ قِرَاءَتَكَ الْبَارِحَةَ". قُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَسْتَمِعُ قِرَاءَتِي لَحَبَّرْتُهَا لَكَ تَحْبِيرًا.

একবার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, ওহে আবূ মুসা! গত রাতে আমি তোমার কিরাআত যেভাবে মনোযোগ সহকারে শুনেছি তা যদি তুমি দেখতে পেতে। আমি আরয করলাম, আল্লাহর কসম! আমি যদি জানতাম যে আপনি আমার কিরাআত শুনছেন তাহলে আপনার জন্যে তা অত্যন্ত সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী করতাম। ইমাম মুসলিম এটি তালহার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। তাতে এ অতিরিক্ত কথাটি আছে, " لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ " নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে দাউদ (আ) এর বংশধরদের একটি বাঁশী পেয়েছ।[১২৭৮] ইমাম বুখারী তা যে অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন তা সেই স্থানে শীঘ্রই উল্লেখিত হবে। উক্ত হাদীসে উল্লেখিত আবূ মুসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়, কুরআনের তিলাওয়াতকালে তিলাওয়াতের সুর মধুর ও হৃদয়স্পর্শী করতে অত্যধিক চেষ্টা করা নিষিদ্ধ নয়। উক্ত হাদীস দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে, ইয়ামানবাসী আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কণ্ঠস্বর ইয়ামানবাসীদের কণ্ঠস্বরের ন্যায় মধুর ছিল। তাতে আল্লাহর ভয় ফুটে উঠত। আরও প্রমাণিত হয় যে, এসব গুণ শারীআতের নিকট অভিপ্রেত গুণই বটে। আবূ উবায়দ বলেন, ﴾আবদুল্লাহ বিন সালিহ﴿লায়স﴿য়ূনুস﴿ইবনু শিহাব﴿আবূ সালমাহ﴿ বলেন, উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবূ মুসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে দেখলে বলতেন, হে আবূ মূসা! আমাদের প্রভুকে আপনি আমাদের হৃদয়ে স্মরণ করিয়ে দিন। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কথায় আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর নিকট বসে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

আবূ উবায়দ বলেন, ﴾ইসমাঈল বিন ইবরাহীম﴿সুলায়মান আত তায়মী﴿আবূ উসমান আন নাহদী﴿ বলেন, আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নামাযে আমাদের ইমামতি করতেন। আল্লাহর কসম! আমি কখনও তার কণ্ঠস্বর থেকে মধুরতর কোন রাগ মানুষের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত কিংবা সেতারা সারিন্দা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র থেকে সৃষ্টি কোথাও শুনিনি।

১১৫. (সহীহ): ইমাম ইবনু মাজাহ বলেন, ﴾আল-আব্বাস বিন উসমান আদ দিমাশকী﴿আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম﴿হানযালাহ বিন আবূ সুফইয়ান﴿আবদুর রহমান বিন সাবিত আল-জুমাহী﴿আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)﴿ বলেন,

" أَبْطَأْتُ عَلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ: "أَيْنَ كُنْتِ؟". قُلْتُ: كُنْتُ أَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِكَ لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ أَحَدٍ، قَالَتْ: فَقَامَ فَقُمْتُ مَعَهُ حَتَّى اسْتَمَعَ لَهُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: "هَذَا سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَ هَذَا"

একবার রাতে ইশার পর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসতে আমার দেরি হল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আমার আসার পর তিনি বললেন, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি বললাম, আপনার জনৈক সাহাবীর কিরাআত শুনছিলাম। তার কিরাআত ও কণ্ঠস্বরের ন্যায় কিরাআত ও কণ্ঠস্বর আমি আর কারও নিকট

১২৭৮. মুসলিম (পর্ব: মুসাফিরের সালাত ও তার কসর করা, অধ্যায়: কুরআন তিলাওয়াতে আওয়াজ সুন্দর করা মুস্তাহাব) হা/৭৯৩, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৯৪০১, সহীহ আল-জামি' ৫২৭০। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

শুনিনি। এ কথা শুনে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট থেকে উঠে গেলেন। আমি তার কথা শুনার উদ্দেশ্যে তার সাথে চললাম। কিছুক্ষণ পর তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, এ ব্যক্তি হচ্ছে আবু হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার প্রাপ্য যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এরূপ ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেছেন।[১২৭৯] উক্ত হাদীস্রের সনদ স্রহীহ।

১১৬. (স্রহীহ্): বুখারী মুসলিমে জুবায়র বিন মুতইম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي المغرب بالطور، فما سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قَالَ: قِرَاءَةً مِنْهُ. وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ: فَلَمَّا سَمِعْتُهُ قَرَأَ: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ} [الطُّورِ: ٣٥]، خِلْتُ أَنَّ فُؤَادِي قَدِ انْصَدَعَ

আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মাগরিবের নামাযে সূরাহ তূর তিলাওয়াত করতে শুনেছি। তাঁর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা অধিকতর মধুর কণ্ঠস্বর অথবা তার কিরাআত অপেক্ষ অধিকতর মধুর কিরাআত আমি কারও নিকট শুনিনি। কোন কোন রিওয়ায়াতে উল্লেখিত হয়েছে আমি যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনলাম: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَٰلِقُونَ **তারা কি সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই সৃষ্টিকর্তা?**[১২৮০] তখন আমার মনে হল আমার হৃদযন্ত্র ফেটে গেছে।[১২৮১] এখানে উল্লেখ্য যে, জুবায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ সময়ে মুশরিক ছিলেন। বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে মদীনায় প্রেরিত মক্কার কাফিরদের প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে তিনি মদীনায় এসেছিলেন। এ ঘটনার পর জুবায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মুসলিম হয়ে যান। আহা! সেই মানব সন্তানটি কত বড় মহান ব্যাক্তিত্ব ছিলেন যার কুরআন তিলাওয়াত ভ্রান্ত বিশ্বাসে অটল একজন মুশরিকের হৃদয়কে কেড়ে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উত্তম কিরাআত হচ্ছে হৃদয়-উৎসারিত বিনয়-ভীতি ও ভালবাসার সংযোগ সৃষ্ট কিরাআত। যেমন আবূ উবায়দ বলেন, ❮ইসমাঈল বিন ইবরাহীম❯❮লায়স্র❯❮তাউস❯ বলেন, أَحْسَنُ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ أَخْشَاهُمْ لِلَّهِ যে ব্যক্তি আল্লাহকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় করে তার তিলাওয়াতের সুর সর্বাপেক্ষা উত্তম।[১২৮২]

১১৭. ❮কুবায়সাহ❯❮সুফইয়ান❯❮ইবনু জুরায়জ❯❮ইবনু তাউস❯❮তার পিতা (তাউস)❯ ❮কুবায়সাহ❯❮সুফইয়ান❯❮ইবনু জুরায়জ❯❮হাসান বিন সালম❯❮তাউস❯ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হল:

"أَيُّ النَّاسِ أَحْسَنُ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: "الَّذِي إِذَا سَمِعْتَهُ رَأَيْتَهُ يَخْشَى اللَّهَ"

কোন্ ব্যক্তির কুরআন তিলাওয়াত অত্যন্ত চমৎকার? তিনি বললেন, সেই ব্যক্তির যাকে তুমি দেখবে সে আল্লাহকে ভয় করে তার তিলাওয়াত সর্বাপেক্ষা উত্তম। হাদীস্রটি ভিন্ন সূত্রে মুত্তাসিলভাবেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনু মাজাহ বলেন, ❮বিশর বিন মুআয আদ দরীর❯❮আবদুল্লাহ বিন জা'ফার আল-মাদীনী❯❮ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বিন মুজাম্মি'❯❮আবুয্ যুবায়র❯❮জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتوه يَقْرَأُ حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى اللَّهَ"

যার কিরাআত শুনলে তোমার মনে হবে যে সে আল্লাহকে ভয় করে তার কিরাআতের সুর মধুরতম।[১২৮৩] উক্ত রিওয়ায়াতের সনদ মুত্তাসিল হলেও দুজন রাবী আবদুল্লাহ বিন জা'ফার ও তার

১২৭৯. ইবনু মাজাহ ১৩৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।

১২৮০. সূরাহ তূর ৫২ঃ ৩৫।

১২৮১. বুখারী ৭৬৫, ৪৮৫৪, মুসলিম ৪৬৩। **তাহকীকঃ** স্রহীহ।

১২৮২. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ২৯৯৪৪।

১২৮৩. ইবনু মাজাহ ১৩৩৯, মিস্‌বাহুয্ যুজাজাহ ৪৭৫, সানাদে ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বিন মুজাম্মি' ও আবদুল্লাহ বিন জা'ফার এর দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। কিন্তু শায়খ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীস্রটি স্রহীহ। হাদীস্রটি বিভিন্ন সানাদে বর্ণিত হয়েছে যথা মুরসাল ও মাওসূল সূত্রে। মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হাদীস্রটি জানতে দেখুন ইবনুল মুবারাক কর্তৃক রচিত (আয যুহদ ১/১৬২), (আল-কাওয়াকিব ৫৭৫), (দারিমী

উসতায (শিক্ষক) ইবরাহীম বিন ইসমাঈল উভয়ে দুর্বল। সানাদে আবদুল্লাহ বিন জা'ফার তিনি আলী ইবনুল মাদীনী এর পিতা। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

তিলাওয়াতের সুর সম্বন্ধীয় সারকথা এই, যে সুর কুরআন মাজীদ সম্বন্ধে চিন্তা করতে, তার অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করতে, এর প্রতি বিনয়াবনত হতে এবং তা মেনে চলতে শ্রোতাকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে সেই সুরই হচ্ছে শরীয়াতের দৃষ্টিতে উত্তম ও মধুরতম সুর। শরীআত সেই সুরেই কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে মানুষকে আদেশ দিয়েছে। সেই সুরই হচ্ছে মানুষের নিকট শরীআতের কাম্য ও অভিপ্রেত সুর। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আধুনিক যুগে উদ্ভাবিত বিভিন্ন গ্রাম ও বিভিন্ন তাল লয়ের সুর ও রাগ রাগিণী যা মানুষের চিন্তা ও অনুভূতিকে উচ্ছৃংখল ও নীতিহীন করে দেয় এবং মানুষের মন মগজের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে একে আল্লাহ, রাসূল, কুরআন ও আখিরাতের ভালবাসা থেকে শূন্য ও বঞ্চিত করে, তা কখনও কুরআন তিলাওয়াতের জন্যে অভিপ্রেত সুর ও রাগ রাগিণী হতে পারে না। মহান আল্লাহর বাণী কুরআন মাজীদকে উক্ত সুর ও রাগ রাগিণীর কলুষ থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখা আল্লাহভীরু মানুষের জন্য জরুরী ও অপরিহার্য। এ বিষয়ে পবিত্র সুন্নাহয় দিকনির্দেশনা রয়েছে। এরূপ সুর ও রাগ রাগিণী থেকে কুরআনকে পবিত্র রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন ইমামুল ইলম আবূ উবায়দ আল-কাসিম বিন সাল্লাম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন:

১১৮. (দঈফ): ∝[নুআয়ম বিন হাম্মাদ][বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ][হুসায়ন বিন মালিক আল-ফাযারী][আবূ মুহাম্মাদ][হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)]∝ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"اقرؤوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الفسق وأهل الكتابيين، وَيَجِيءُ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِي يُرَجِّعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَالرَّهْبَانِيَّةِ وَالنَّوْحِ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، مَفْتُونَةٌ قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ"

তোমরা আরবদের সুর ও লাহানে কুরআন তিলাওয়াত করো; ফাসিক সম্প্রদায় এবং ইয়াহুদী ও নাসারা জাতির সুর ও লাহানে তা তিলাওয়াত করো না। আমার পর অচিরেই একদল লোক আবির্ভূত হবে। তারা কুরআনের শব্দে অতিরিক্ত বর্ণ আমদানী করে তা কণ্ঠের মধ্যে ঘুরে ফিরে উচ্চারণ করে উচ্ছৃংখল ও নীতিহীন সুরে কুরআন তিলাওয়াত করবে। কুরআন তাদের কণ্ঠ দিয়ে (হৃদয়ে) নামবে না। তাদের হৃদয় এবং তাদের আড়ম্বর ও জৌলুসে চমৎকৃত হৃদয় উভয়ই গোমরাহ ও বিভ্রান্ত।[১২৮৪]

১১৯. (সহীহ): ∝[ইয়াযীদ][শারীক][আবূল ইয়াকযান উসমান বিন উমায়র][যাযান আবূ উমার][উলায়ম]∝ বলেন,

" كُنَّا عَلَى سَطْحٍ وَمَعَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم. قال يَزِيدُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: عَابِسٌ الْغِفَارِيُّ، فَرَأَى النَّاسَ يَخْرُجُونَ فِي الطَّاعُونِ فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: يَفِرُّونَ مِنَ الطَّاعُونِ، فَقَالَ: يَا طَاعُونُ خُذْنِي، فَقَالُوا: تَتَمَنَّى الْمَوْتَ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ"؟

২/৪৭১) বিস্তারিত জানতে দেখুন (আসলু সিফাতুস সালাতুন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ২/৫৭৫)। সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৩৯৬৫, সহীহ আল-জামি' ২২০২, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১৪৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১২৮৪. জামিউল উসূল ৯১৩, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ২৯৯২, দঈফ আল-জামি' ১০৬৭, জামউল ফাওয়াইদ মিন জামিইল উসূল ওয়া মাজমা' আয যাওয়াইদ ৭৩৫৯, মাজমা' আয যাওয়াইদ ও মুনাব্বি' আল-ফাওয়াইদ ১১৬৯৩। সানাদে বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ একজন মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আন আন সূত্রে বর্ণনা করেছেন বিস্তারিত জানতে দেখুন (আন নাফিলাতুল ফিল আহাদীসিদ দঈফাহ ওয়াল বাতিলাহ ১/১৯/হা.১)। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

একবার আমরা একটি উপত্যকায় অবস্থান করছিলাম। আমাদের সঙ্গে নাবী (ﷺ) এর একজন সাহাবীও ছিলেন। রাবী ইয়াযীদ বলেন, আমার বিশ্বাস আমার উস্তাদ উক্ত সাহাবীর নাম বলেছেন আবেস আল-গিফারী। উক্ত সাহাবী দেখলেন মহামারী লাগার কারণে লোকজন তার ভয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? একজন বলল, এরা মহামারী থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন, ওহে মহামারী! আমাকে পকড়াও কর। লোকটি বলল, আপনি মৃত্যু কামনা করছেন?[১২৮৫]

فَقَالَ: إِنِّي أُبَادِرُ خِصَالًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّفُهُنَّ عَلَى أُمَّتِهِ: "بَيْعُ الْحُكْمِ، وَالِاسْتِخْفَافُ بِالدَّمِ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَقَوْمٌ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَ أَحَدَهُمْ لَيْسَ بِأَفْقَهِهِمْ وَلَا أَفْضَلِهِمْ إِلَّا ليغنيهم [بِهِ] غِنَاءً"

তিনি বললেন, কতগুলো স্বভাব ও খাসলাতসমূহ নাবী (ﷺ) এর উম্মতকে পেয়ে বসতে পারে তাঁকে (ﷺ) এরূপ আশংকা প্রকাশ করতে শুনেছি। উক্ত স্বভাব ও খাসলাতগুলো হচ্ছে– অপকৌশলে অপরকে অধিকারবঞ্চিত করে সম্পাদিত ক্রয়-বিক্রয়। রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং কুরআনকে গীতিকাব্যে পরিণত করা। তারা নিজেদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তি কুরআন বানাবে যে ব্যক্তি তাদের মধ্যে না হবে বিজ্ঞতম আর না হবে উত্তম। তারা তাকে আগে বাড়িয়ে দিবে শুধু এই জন্যে যে, সে কুরআন মাজীদ অপসুর ও বিকৃত লেহানে (গানের মত করে) গেয়ে শুনাবে। সে তাই তাদের জন্যে করবে।[১২৮৬] অতঃপর রাবী আরও দুটি খাসলাত উল্লেখ করেছেন। (আলোচ্য রিওয়ায়াতে তা উহ্য রয়েছে।)

[ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম][লায়স্র বিন আবূ নুআয়ম][উস্রমান বিন উমায়র][যাযান][আবিস আল-গিফারী (রাঃ)] তিনি নাবী (ﷺ) থেকে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। [ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম][আল-আ'মাশ][জনৈক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম)][আনাস (রাঃ)] একবার তিনি এক ব্যক্তিকে নতুন উদ্ভাবিত আধুনিক রাগ রাগিণীতে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনে তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে তা থেকে বিরত থাকতে বললেন। সতর্কীকরণ সম্পর্কিত (باب الترهيب) হাদীস্রের শ্রেণীভুক্ত উপরোক্ত সনদসমূহ স্বহীহ ও নির্ভরযোগ্য। উক্ত রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়, আধুনিক উচ্ছৃংখলতাপূর্ণ সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা কবীরা গুনাহ। ইমামগণ তা সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আবার উপরোক্ত সুরে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে গিয়ে কেউ কেউ যদি কুরআনের শব্দে কোন বর্ণের কম বেশি করে তবে তার এই দ্বিমুখী বিকৃতি যে পূর্বোক্ত কবীরা গুনাহ অপেক্ষা জঘন্যতম কবীরা গুনাহের কাজ হবে সে সম্বন্ধে বিজ্ঞ ইমামদের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ নেই। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

১২০. (স্বহীহ): হাফিয আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, [মুহাম্মাদ বিন মা'মার][রাওহ][উবায়দুল্লাহ ইবনুল আখনাস][ইবনু আবী মুলায়কাহ][ইবনু আব্বাস (রাঃ)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ" "যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদ সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করে না সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[১২৮৭] অতঃপর হাফিয আবু বকর মন্তব্য করেছেন, আমাদের অভিমতের পক্ষে প্রমাণ হচ্ছে ইতঃপূর্বে আমি যে হাদীস্র বর্ণনা করেছি সেটি। আর এ হাদীস্রের ব্যাপারে বলা যায়, তার অন্যতম রাবী ইবনু আবু মুলায়কার সত্যবাদিতা সম্বন্ধে সনদ বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১২৮৫. বুখারী ৫৬৭৩, মুসলিম ২৬৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
১২৮৬. আহমাদ ১৫৬১০।

১২৮৭. মুসনাদ আল-বাযযার ২৩৩২, আবূ দাউদ ১৪৬৯, ১৪৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

উক্ত হাদীস আবূ লুবাবাহ থেকে ইবনু আবী মুলায়কা ও তার নিকট থেকে আবদুল জাব্বার ইবনুল ওয়ারদ বর্ণনা করেছেন। এবং সা'দ থেকে ইবনু আবী নুহায়ক তার নিকট থেকে ইবনু আবু মূলায়কা তার নিকট থেকে আমর বিন দীনার ও লায়স বর্ণনা করেছেন। তা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে পর্যায়ক্রমে আবু মুলায়কা ও আসাল ইবনু সুফইয়ান বর্ণনা করেছেন। তা ইবনু যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে যথাক্রমে ইবনু আবু মুলায়কা ও ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর আযাদকৃত গোলাম নাফে বর্ণনা করেছেন। (দেখা যাচেছ, তার প্রতিটি সনদেই বিতর্কিত রাবী ইবনু আবু মূলায়কা উপস্থিত রয়েছে।)

কুরআন পাঠকের সৌভাগ্য

১২১. (সহীহ): [আবুল ইয়ামান] [শু'আয়ব] [আয যুহরী] [সালিম বিন আবদুল্লাহ] [আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْكِتَابَ فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ"

দু রকম ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও প্রতি হিংসা করা যায় না। (১) যাকে আল্লাহ তাআলা স্বীয় কিতাব দান করেছেন এবং সে তা রাত দিন নামাযে তিলাওয়াত করে এবং (২) যাকে আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পত্তি দান করেছেন এবং সে তা দিন রাত সাদকা করে।[১২৮৮] এই সূত্রে ইমাম বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম তা উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেননি। তবে যুহরী থেকে সুফইয়ানের মধ্যেমে তা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন।

১২২. (সহীহ): ইমাম বুখারী বলেন, [আলী বিন ইবরাহীম] [রাওহ] [শু'বাহ] [সুলায়মান] [যাকওয়ান] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন,

قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ

দু রকম লোক ছাড়া অন্য কারও প্রতি হিংসা করা যায় না। (১) আল্লাহ তাআলা যাকে কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং সে তা রাত দিন নামাযে তিলাওয়াত করে আর তার কোন প্রতিবেশী তা শুনতে পেয়ে বলে আহা অমুক লোকটিকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে আমাকে যদি তার সমতুল্য জ্ঞান দান করা হত তবে আমিও তার ন্যায় আমল করতে পারতাম; তাহলে তার এই ঈর্ষা অসঙ্গত হবে না। (২) আল্লাহ তাআলা যাকে ধনসম্পদ দান করেছেন এবং সে তা হক ও ন্যায় পথে ব্যয় করায় যদি কোন ব্যক্তি বলে আহা অমুক লোকটিকে যে ধন সম্পত্তি দান করা হয়েছে আমাকেও যদি তার সমতুল্য ধনসম্পত্তি দান করা হত, তাহলে আমি তার মত আমল করতাম ; তাহলে তার এ ঈর্ষা অসঙ্গত হবে না।[১২৮৯] উপরোক্ত দুটি হাদীসের তাৎপর্য হলো, কুরআন পাঠকারী ব্যক্তি হচ্ছে একজন ঈর্ষণীয় ব্যক্তি। আর সেটিই তার উত্তম অবস্থা। সুতরাং যার মাঝে এই গুণ থাকবে তার ব্যাপারে গিবতাহ (অন্যের অনুরূপ নিজের মাঝেও কল্যাণ কামনা করা) করা একান্ত কর্তব্য। এজন্য বলা হয়ে থাকে غَبْطًا – يَغْبِطُ – غَبَطَ অর্থাৎ যখন অন্যের অনুরূপ নিজের মাঝেও কল্যাণ কামনা করে। আর এটি নিন্দনীয় হাসাদের বিপরীত। হাসাদ হচ্ছে:

১২৮৮. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: কুরআন তিলাওয়াতকারী হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা) হা/৫০২৫। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১২৮৯. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: কুরআন তিলাওয়াতকারী হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা) হা/ ৫০২৬। **তাহকীকঃ** সহীহ।

অন্যের ক্ষতি করে নিজের মাঝে আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া সেই কল্যাণ কামনা করা। আর সে বিষয়টি অর্জন করুক বা না করুক এজন্য সে গুনাহগার হবে। এটি শারঈ নিন্দনীয় ও ধ্বংসাত্মক বিষয়। আর এ বিষয়ে সর্বপ্রথম ইবলীস পাপাচারী হয়েছিল যখন আদাম (আলাইহিস সালাম) এর ব্যাপারে হাসাদ (হিংসা) করেছিল। অপরপক্ষে শারীআতে প্রশংসনীয় হাসাদ হচ্ছে: কোন ব্যক্তির মাঝে ভালো গুণ দেখে অনুরূপ গুণ আল্লাহর অনুগ্রহের সাথে নিজের মাঝেও কামনা করা। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ দুটি বিষয় ব্যতীত অন্য কোথাও হাসাদ (হিংসা) করা যাবে না। অতঃপর তিনি দু'টি নি'আমতের কথা উল্লেখ করেছেন। সেদু'টি হচ্ছে: দিনে ও রাতে কুরআন তিলাওয়াত করা এবং দিনে ও রাতে আল্লাহর পথে মাল খরচ করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ۙ

যারা আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে আর আল্লাহ তাদেরকে যে রিয্‌ক দিয়েছেন তাথেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের আশা করে যাতে কক্ষনো লোকসান হবে না।"[১২৯০]

১২৩. (স্বহীহ্ লি গায়রিহি): উপরোক্ত হাদীস্র ভিন্ন সনদেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদের পুত্র আবদুল্লাহ বলেন, আমি আমার পিতার কিতাবে তাঁর নিজ লিখিত এ কথাগুলো পেয়েছিঃ আমার নিকট আবু তাওবা রাবী' বিন নাফি' লিখেছেন, ⟨হায়স্রাম বিন হুমায়দ⟩⟨যায়দ বিন ওয়াকিদ⟩⟨সুলায়মান বিন মূসা⟩..........⟨কাস্রীর বিন মুররাহ⟩⟨ইয়াযীদ ইবনুল আখনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)⟩ বলেন,

"لَا تَنَافُسَ بَيْنَكُمْ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَيَتَّبِعُ مَا فِيهِ، فَيَقُولُ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ اللهَ أَعْطَانِي مِثْلَ مَا أَعْطَى فُلَانًا فَأَقُومَ كَمَا يَقُومُ بِهِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ وَيَتَصَدَّقُ، فَيَقُولُ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ اللهَ أَعْطَانِي مِثْلَ مَا أَعْطَى فُلَانًا فَأَتَصَدَّقَ بِهِ"

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, দু'টি বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হতে পারে না। (১) একটি লোককে আল্লাহ তাআলা কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন। সে তা রাত দিন নামাযে তিলাওয়াত করে এবং তার উপর আমল করে। তা দেখে অন্য একটি লোক বলে, আহা! অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা যে নিয়ামত দান করেছেন আমাকে যদি তিনি তদনুরূপ নি'আমাত দান করতেন তাহলে আমি তার মত রাতদিন তা নামাযে তিলাওয়াত করতাম। (২) এটি একজনকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দান করেছেন। সে তা আল্লাহর পথে খরচ এবং সাদকা করে। তা দেখে অন্য একটি লোক বলে, আহা! আল্লাহ তাআলা অমুক ব্যক্তিকে যে নিআমত দান করেছেন আমাকেও যদি তিনি তদনুরূপ নিআমত দান করতেন, তাহলে আমি তা সাদকা করে দিতাম।[১২৯১]

১২৪. (স্বহীহ্): ইমাম আহমাদও প্রায় অনুরূপ একটি হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ⟨আবদুল্লাহ বিন নুমায়র⟩⟨উবাদাহ বিন মুসলিম⟩⟨য়ূনুস বিন খাব্বাব⟩⟨সাঈদ আবুল বাখতারী আত তাঈ⟩⟨আবূ কাবশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)⟩ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন,

"ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، فَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّتِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ: فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا، وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ لَهُ بَابَ فَقْرٍ، وَأَمَّا الَّذِي

১২৯০. সূরাহ ফাতির, ৩৫ঃ ২৯।

১২৯১. আহমাদ ১৬৫১৮। **তাহকীকঃ** সানাদটি বিচ্ছিন্ন কিন্তু হাদীসটি স্বহীহ লি গায়রিহি।

أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه، ويعمل لِلَّهِ فِيهِ حَقَّهُ"، قَالَ: "فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ" قَالَ: "فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعمل لِلَّهِ فِيهِ حَقَّهُ، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يقول: لو كان لي مال لفعلت بِعَمَلِ فُلَانٍ". قَالَ: "هِيَ نِيَّتُهُ فَوِزْرُهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ"

আমি আল্লাহর শপথ করে তোমাদের অবগতির জন্য তিনটি বিষয় উল্লেখ করছি, তোমরা তা স্মরণ রেখ। প্রথম তিনটি হচ্ছে: (১) কোন বান্দার মাল সাদকার কারণে কমে যায় না। (২) কোন ব্যক্তি অত্যাচারিত হয়ে সবর করলে আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় তার পরিবর্তে তার সম্মান বাড়িয়ে দেন এবং (৩) কোন ব্যক্তি অপরের নিকট হাত পাতার পন্থা অবলম্বন করলে আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় তার জন্যে অভাবের দরজা খুলে দেন।

চতুর্থ বিষয়টি হচ্ছে, দুনিয়াতে চার প্রকারের লোক রয়েছে :

১ম প্রকার হচ্ছে: সেই বান্দা যাকে আল্লাহ তাআলা ধনদৌলত ও জ্ঞান দান করেছেন এবং সে স্বীয় প্রভুর দানের ব্যাপারে তাকে ভয় করে চলে। অধিকন্তু রক্ত সম্পর্ক বজায় রেখে চলে এবং উক্ত দানে তার প্রভুর কী হক ও প্রাপ্য রয়েছে তা জানে। এই ব্যক্তি সর্বোত্তম স্থানে অবস্থান করে।

২য় প্রকার হচ্ছে সেই বান্দা যাকে আল্লাহ তাআলা জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু মাল দান করেননি। তাই সে বলে, আহা! আমি যদি মালের মালিক হতাম তবে অমুক ব্যক্তির ন্যায় কাজ করতাম। ঐ দু প্রকার লোক সমান পুরস্কার লাভ করবে। ।

৩য় প্রকার হচ্ছে, সেই বান্দা যাকে আল্লাাহ তাআলা মাল দান করেছেন। কিন্তু জ্ঞানস্বল্পতার কারণে সম্পদ যেখানে সেখানে ব্যয় করে। তার ব্যাপারে সে স্বীয় প্রভুকে ভয় করে চলে না, তা দ্বারা সম্পর্ক রক্ষা করে চলে না এবং তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার যে হক ও প্রাপ্য রয়েছে তাও চিনে না। এ ধরনের লোক নিকৃষ্টতম স্থানে অবস্থান করে।

৪র্থ প্রকার লোক হচ্ছে সেই বান্দা আল্লাহ তাআলা যাকে না সম্পদ দান করেছেন আর না জ্ঞান দান করেছেন। তাই সে বলে, আহা! আমি যদি মালের মালিক হতাম তবে অমুক ব্যক্তির ন্যায় কাজ করতাম। তা হচ্ছে তার অন্তরের কামনা মাত্র। মালের ক্ষেত্রে এরা দুজন সমান গুনাহর ভাগিদার হবে।[১২৯২]

১২৫. (সহীহ): ওয়াকী' ⟩ আল-আ'মাশ ⟩ সালিম বিন আবিল জা'দ ⟩ আবূ কাবশাহ আনমারী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন,

" مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَثَلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مَالِ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ". قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِيهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مثل هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ". قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَهُمَا فِي الوزر سواء"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, এই উম্মাতের লোক চার শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রথম প্রকারের লোক হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা ধন জ্ঞান উভয়ই দান করেছেন। আর সে ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞানের সাহায্যে ধনের ব্যাপারে করণীয় কাজ সম্পাদন করে থাকে অর্থ্যাৎ আল্লাহর হক আদায়ের ক্ষেত্রে খরচ করে। দ্বিতীয় প্রকারের লোক হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা ইলম দান করেছেন। কিন্তু মাল দান

১২৯২. আহমাদ ১৭৫৭০, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৫৩৩৫, সহীহ আল-জামি' ৩০২৪। তাহকীকঃ সহীহ।

করেননি। তাই সে বলে, আহা! যদি আমি এ লোকটির ন্যায় মালের মালিক হতাম তবে তার ব্যাপারে **তার** মত কাজ করতাম। তারা দুজনে সমান প্রতিদান পাবে। তৃতীয় প্রকারের লোক হচ্ছে সেই ব্যক্তি **যাকে** আল্লাহ তাআলা মাল দিয়েছেন কিন্তু ইলম দেননি, সে তা যথেচ্ছভাবে ব্যয় করে এবং সে আল্লাহর হক আদায় ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে ব্যয় করে। চতুর্থ প্রকারের লোক হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা না মাল দিয়েছেন আর না ইলম দিয়েছেন। সে বলে, আহা! আমি যদি এ লোকটির ন্যায় মালের মালিক হতাম তবে তার ব্যাপারে তার মত কাজ করতাম। এরা দুজনে সমান গুনাহর ভাগিদার হবে।[১২৯৩] উক্ত হাদীস্রের সনদ স্বহীহ। সকল প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য।

কুরআনের শিক্ষা লাভ ও শিক্ষা দান

১২৬. (স্বহীহ): হাজ্জাজ বিন মিনহাল শু'বাহ আলকামাহ বিন মারসাদ সা'দ বিন উবায়দাহ আবূ আবদুর রহমান উস্রমান বিন আফফান (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ"

তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিখে ও অপরকে শিখায়।[১২৯৪] উক্ত হাদীস্রের মর্মানুযায়ী উত্তম মর্যাদা লাভ করার উদ্দেশ্যে রাবী আবু আবদুর রহমান উসমান (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) এর খিলাফতকাল থেকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময়কাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় ধরে মানুষকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, এ হাদীস্রই আমাকে এ জায়গায় এনে বসিয়েছে। ইমাম মুসলিম ছাড়া কুতুবুস সিত্তার অন্যান্য সংকলকগণ এ হাদীস্রটি শু'বা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাবী আবূ আবদুর রহমানের অন্য নাম হতেও বর্ণিত হয়েছে। রাবী আবূ আবদুর রহমানের অন্য নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ বিন হাবীব আস সালমী।

১২৭. (স্বহীহ): আবূ নুআয়ম সুফইয়ান আলকামাহ বিন মারস্রাদ আবূ আবদুর রহমান আস সুলামী উস্রমান বিন আফফান (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ"

তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিখে ও অপরকে শিখায়।[১২৯৫] ইমাম তিরমিযী ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইবনু মাজাহও উপরোক্ত রাবী সুফইয়ান স্রাওরী থেকে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে উপরোক্ত হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। লক্ষ্যণীয় যে পূর্ববর্তী হাদীস্রের সনদে আলকামা ও আবু আবদুর রহমান এই দু' রাবীর মধ্যবর্তী রাবী হিসেবে সা'দ বিন উবায়দার নাম উল্লেখিত থাকলেও শেষোক্ত সানাদে সা'দ বিন উবায়দার নাম উল্লেখিত হয়নি। আর লক্ষ্যণীয়, প্রথমোক্ত সনদের যে পর্যায়ে শু'বার নাম উল্লেখিত রয়েছে, শেষোক্ত সনদের সেই পর্যায়ে সুফইয়ান আস্র স্রাওরীর নাম উল্লেখিত রয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে সুফইয়ান আস্র স্রাওরী কর্তৃক উল্লেখিত সনদে সা'দ বিন উবায়দার নাম উল্লেখিত হয়নি। আর সুফইয়ান আস্র স্রাওরী আলোচ্য সনদে যেমনভাবে উল্লেখ করেছেন সেটিই যে সঠিক তার পক্ষে রয়েছে শক্তিশালী প্রমাণ। অবশ্য বুনদার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ উপরোক্ত হাদীস্র সুফইয়ান আস্র স্রাওরীর মাধ্যমে বর্ণনা করতে গিয়ে সনদের পূর্বোল্লেখিত পর্যায়ে সা'দ বিন উবায়দার নাম উল্লেখ

১২৯৩. ইবনু মাজাহ ৪২২৮, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১২৯৪. বুখারী (পর্বঃ ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়ঃ তোমাদের মাঝে যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয় সে উত্তম) হা/৫০২৭, আবু দাউদ ১৪৫২, তিরমিযী ২৯০৭, ইবনু মাজাহ ২১২, মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক ৫৯৯৫, মুসনাদ আত তায়ালাসী ৭৩, ইবনু হিব্বান ১১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১২৯৫. বুখারী (পর্বঃ ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়ঃ তোমাদের মাঝে যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয় সে উত্তম) হা/৫০২৮, পূর্বোক্ত হাদীস্রের তাখরীজ দ্রষ্টব্য। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

করেছেন। সেটি তার একটি ভুল। তিনি মন্তব্য করেছেন, সুফইয়ানের একদল শিষ্য তার নিকট থেকে উপরোক্ত হাদীস্রের সানাদে সা'দ বিন উবায়দার নাম উল্লেখ না করেই বর্ণনা করেছেন। তবে সুফইয়ান থেকে আমি যে সনদ উল্লেখ করেছি তাই অধিকতর সহীহ।

বুনদার ইয়াহইয়া বিন সাঈদের উপরোক্ত মন্তব্যও ভুল। ঐ সনদে সা'দ বিন উবায়দার নাম অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে আমি পূর্বে যা বলেছি সেটিই সঠিক। এ স্থলে সনদশাস্ত্র সম্পর্কিত দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করা যেত। এখানে আলোচনা করার মতো সুদীর্ঘ বিষয়ও ছিল। তবে পাঠকের বিরক্তি এড়ানোর জন্য তা বাদ দেয়া হল। অবশ্য সংক্ষেপে যা বলা হল তা বাদ দেয়া অংশটুকুর প্রতি নির্দেশনার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

উপরোক্ত হাদীস্রে যে দুটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে তা আল্লাহ্ তা'আলার রাসূলগণের অনুসারী মু'মিনদের গুণ। রাসূলগণ একদিকে নিজেরা পূর্ণ মানুষ ছিলেন এবং অন্যদিকে মনুষ্যজাতিকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিতে ছিলেন সচেষ্ট । আলোচ্য হাদীস্রে সর্বোত্তম মু'মিনের সর্বোত্তম দুটি গুণ যথা কুরআনের শিক্ষা নেয়া এবং শিক্ষা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রথম উত্তম গুণটি দ্বারা মু'মিন নিজে উপকৃত হয় এবং দ্বিতীয় উত্তম গুণটি দ্বারা অপরে উপকৃত হয়। এটিই মু'মিনের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য। সে নিজেও কুরআনের হিদায়াত গ্রহণ করে মানবতা লাভ করে এবং অপরকে তার হিদায়াত দ্বারা মানবতা লাভ করতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। পক্ষান্তরে কাফিরের স্বভাব ও আদর্শ এর সম্পূর্ণ উল্টা। তারা একদিকে নিজেরা কুরআনের হিদায়াত গ্রহণপূর্বক মানবতা লাভে অনিহা প্রকাশ করে, অন্যদিকে অপরকে তার হিদায়াত থেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট থাকে। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ

"যারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে আর আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে, আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব"[১২৯৬]। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ

"তারা তা (শোনা) থেকে অন্যদের বিরত করে, আর নিজেরাও তাথেকে দূরে সরে থাকে"[১২৯৭]। এব্যাপারে মুফাসসিরে কিরামদের উভয় উক্তিই সঠিক। তারা মানুষদেরকে কুরআনের অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখে, এমনকি তারা তাদেরকে কুরআন থেকে দূরে রাখে; ফলে তারা সকলে মিথ্যার উপর ও আল্লাহর পথে বাধা দানে সংঘবদ্ধ হয়েছে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا

"অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র (এ সব) আয়াতসমূহকে মিথ্যে মনে ক'রে তাথেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে?"[১২৯৮] এটি হচ্ছে কাফিরদের অত্যন্ত খারাপ অবস্থা। পক্ষান্তরে মু'মিনদের অত্যন্ত ভালো অবস্থা হচ্ছে সে নিজে পূর্ণ কল্যাণ লাভ করে এবং অন্যকেও কল্যাণ লাভে উৎসাহিত করে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ" তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিখে ও অপরকে শিখায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۝

১২৯৬. সূরাহ নাহল, ১৬ঃ ৮৮।
১২৯৭. সূরাহ আনআম, ৬ঃ ২৬।
১২৯৮. সূরাহ আনআম, ৬ঃ ১৫৭।

"কথায় ঐ ব্যক্তি থেকে কে বেশি উত্তম যে (মানুষকে) আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে, আর সৎ কাজ করে এবং বলে, 'আমি (আল্লাহ্র প্রতি) অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত'।"[১২৯৯] অর্থাৎ আল্লাহর পথে আহ্বান করাটি ঘোষনার মাধ্যমে হোক বা ঘোষণা ছাড়া উভয়টি কুরআন ও হাদীসের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যে আল্লাহর দিকে অগ্রগামী হয়, অন্তর থেকে ভালো কাজ করে ও কথা বললে ভালো কথা বলে সেই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম ব্যক্তি আর কেউ হতে পারে না। উপরোক্ত হাদীসটি কুরআনের উক্ত আয়াতের প্রতিধ্বনি বটে। তার অন্যতম রাবী আবূ আবদুর রহমান আবদুল্লাহ বিন হাবীব সালমী আল-কুফী ছিলেন ইসলামের একজন ইমাম ও শায়খ। তিনি উক্ত আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত মাকাম ও মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন শিখে তা শিখানোর ব্যাপারে মনোনিবেশ করেন। তিনি উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর খিলাফতের যুগ থেকে হাজ্জাজের শাসনকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সত্তর বৎসর ধরে মানুষকে কুরআনের তা'লীম ও শিক্ষা প্রদান করেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে তার ঈপ্সিত মাকাম ও মর্যাদা প্রদান করুন। আমীন।

১২৮. (সহীহ): ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ◊[আমর বিন আওন]x[হাম্মাদ বিন আবূ হাযিম]x[সাহল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ বলেন,

"أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ: "مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ". فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا قَالَ: ["أَعْطِهَا ثَوْبًا"، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: "أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"، فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ] "مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". قَالَ: كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: "قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ"

একবার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট একজন মহিলা এসে বলল, আমি আল্লাহ ও রাসূলের জন্য নিজেকে সমর্পণ করলাম। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, নারীতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। এতে জনৈক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তাকে একখানা কাপড় দাও। সাহাবী বললেন, তা দেয়ার সামর্থ্য নেই আমার। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তাকে একটি লোহার আংটি দিতে পারলেও দাও। সে তাতেও অক্ষমতা প্রকাশ করল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি কুরআনের কতুটুকু জানো? সাহাবী বললেন, আমি অমুক অমুক অংশ জানি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমার নিকট কুরআনের যে অংশটুকু রয়েছে তা শিক্ষাদানের বিনিময়ে তাকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিলাম।[১৩০০] উপরোক্ত হাদীসটি একাধিক সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। এস্থলে ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তা বর্ণনা করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, উল্লেখিত সাহাবী কুরআনের যতটুকু আয়ত্ত করেছিলেন তা সেই মহিলাকে শিক্ষা দিতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে আদেশ দিয়েছিলেন আর এ কুরআন শিক্ষা দেয়াকেই তিনি উক্ত মহিলার দেন মাহর হিসেবে ধার্য করেছিলেন।

অবশ্য কুরআনের তা'লীম দেয়া বিবাহের দেন মাহর হতে পারে কিনা, কুরআন শিখানোর বিনিময় নেয়া বৈধ কিনা, এ ব্যবস্থা শুধু উপরোক্ত সাহাবীর জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল কিনা তা নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তোমার নিকট কুরআনের যে বিশেষ অংশটুকু রয়েছে তার পরিবর্তে আমি তাকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিলাম। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ উক্তির তাৎপর্য কি এমন যে, তোমার নিকট কুরআনের যে অংশ রয়েছে তা মর্যাদাপূর্ণ আর এ মর্যাদার কারণেই বিনা মাহরেই মহিলাটিকে তোমার সাথে বিবাহ দিচ্ছি? কিংবা এর তাৎপর্য কি এমন যে, তোমার নিকট কুরআনের যে অংশ রয়েছে তার তা'লীমের বিনিময়ে তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম। এ ব্যাপারেই ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে।

১২৯৯. সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১ঃ ৩৩।

১৩০০. বুখারী (পর্বঃ ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়ঃ যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে শিক্ষা দেয় সে তোমাদের মাঝে উত্তম ব্যক্তি) হা/৫০২৯। বুখারী ৫০৩০, ৫০৮৭, ৫১২১, ৫১২৬, ৫১৩২, মুসলিম ১৪২৫, আবূ দাউদ ২১১১, তিরমিযী ১১১৪, ইবনু মাজাহ ১৮৮৯, মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক৭৫৯২, হুমায়দী ৯২৮, ইবনুল জারূদ ৭১৬, ইবনু হিব্বান ৪০৯৩। তাহকীকঃ সহীহ।

ইমাম আহামদ বলেন, নাবী (ﷺ) এর উপরোক্ত বাণীর তাৎপর্য হচ্ছে, সাহাবীর স্মৃতিতে রক্ষিত কুরআনের অংশ বিশেষকে মর্যাদা দিয়ে নাবী (ﷺ) উক্ত মহিলাটিকে তার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। তবে নাবী (ﷺ) এর বাণী দ্বারা পরের মতটি বেশি সঠিক। কারণ, মুসলিমে বর্ণিত রিওয়ায়াতে উল্লেখিত হয়েছে নাবী (ﷺ) তাকে বললেন, তুমি তাকে কুরআন মাজীদ শিক্ষা দাও। উক্ত বিষয়টি (কুরআন মাজীদের তা'লীমকে) প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে ইমাম বুখারী এস্থলে উক্ত হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। মতভেদের অন্যান্য বিষয় বিবাহ ও ইজারা সম্পর্কিত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। (আল্লাহই সাহায্যকারী)

কুরআনের মুখস্থ তিলাওয়াত

এস্থলেও ইমাম বুখারী সাহল (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত উল্লেখিত হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন। তাতে বর্ণিত হয়েছে, নাবী (ﷺ) সাহাবীকে বললেন, তোমার নিকট কুরআনের কতটুকু অংশ রক্ষিত আছে? সাহাবী বললেন, আমার নিকট অমুক অমুক সূরাহ রক্ষিত রয়েছে। এই বলে তিনি কয়েকটি সূরার নাম উল্লেখ করলেন।

১২৯. (স্বহীহ): নাবী (ﷺ) বললেন,

"أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ"

তুমি কি সেইগুলোকে মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পারো। সাহাবী বললেন, হ্যাঁ আমি সেইগুলো মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পারি। নাবী (ﷺ) বললেন, যাও তোমার নিকট কুরআনের যে অংশটুকু রক্ষিত রয়েছে তার পরিবর্তে তোমাকে তার (মহিলাটির) মালিক বানিয়ে দিলাম (অর্থাৎ তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম)।[১৩০১] ইমাম বুখারী (রহঃ) ফাদাইলুল কুরআন অধ্যায়ে কুরআনের মুখস্থ তিলাওয়াত এই শিরোনামায় একটি বাব রচনা করেছেন। তিনি তা দ্বারা এ ইঙ্গিত প্রদান করতে চেয়েছেন যে, কুরআন মাজীদ দেখে তিলাওয়াত করার চেয়ে মুখস্থ তিলাওয়াত করা শ্রেয়তর। তবে বহুসংখ্যক ফাকীহ বলেন, কুরআন মাজীদ মুখস্থ পড়া অপেক্ষা দেখে দেখে পড়া অধিক উত্তম। কেননা, এতে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের সওয়াবের পাশাপাশি তা দেখে পড়ার সওয়াবও পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, কুরআনের দিকে তাকানোটাও পুণ্যের কাজ। পূর্বসূরী একাধিক বিজ্ঞ ব্যক্তি তা বলেছেন। তারা কোন ব্যক্তির সারাদিনেও কুরআন মাজীদ না দেখাকে মাকরূহ ও অপছন্দনীয় কাজ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কুরআন মাজীদ মুখস্থ তিলাওয়াতের চেয়ে দেখে তিলাওয়াত করা উত্তম। এ কথার প্রবক্তাগণ এর সমর্থনে হাদীস্র পেশ করেছেন যা ইমাম আবূ উবায়দ তার কিতাবে ফাদাইলুল কুরআন অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন:

১৩০. (দঈফ জিদ্দান): [নুআয়ম বিন হাম্মাদ] [বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ] [মুআবিয়াহ বিন ইয়াহইয়া] [সুলায়ম বিন মুসলিম] [আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান] [জনৈক সাহাবী] নাবী (ﷺ) বলেছেন,

"فَضْلُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ نَظَرًا على من يقرأه ظَهْرًا، كَفَضْلِ الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ"

ফরয সালাত যেমন নফল সালাতের চেয়ে উত্তম, অনুরূপ কুরআন মাজীদ দেখে দেখে পড়াটা মুখস্থ তিলাওয়াতের চেয়ে উত্তম।[১৩০২] হাদীস্রটির সানাদ দুর্বল। কারণ, এর অন্যতম রাবী মুআবিয়া বিন ইয়াহইয়া মুআবিয়া সদফীই হোক আর আতরাবলিসীই হোক তিনি দুর্বল রাবী।

১৩০১. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: কুরআনের মুখস্থ তিলাওয়াত) হা/৫০৩০। বুখারী ৫০৮৭, ৫১২৬, মুসলিম ১৪২৫। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১৩০২. রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন ১৭১৭, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৮৪১১, দঈফ আল-জামি' ৩৯৮০। সানাদে মুআবিয়াহ বিন ইয়াহইয়া সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবীসহ অন্যান্যরা তাকে দুর্বল বলেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

৹[স্রাওরী][আসিম][যির][ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)]৹ বলেছেন, أَدِيمُوا النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ তোমরা সবসময় কুরআন মাজীদ দেখে তিলাওয়াত করো।[১৩০৩] ৹[হাম্মাদ বিন সালামাহ][আলী বিন যায়দ][ইউসুফ ইন মাহাক][ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)][উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)]৹ বাইরে থেকে এসে ঘরে প্রবেশ করে কুরআন মাজীদ খুলে নিয়ে তিলাওয়াত করতেন। অনুরূপভাবে ৹[হাম্মাদ][সাবিত][আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা][ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)]৹ এর নিকট তার সঙ্গীসাথীরা একত্রিত হলে তিনি কুরআন মাজীদ খুলে তাদেরকে তার তিলাওয়াত অথবা তাফসীর শুনাতেন। এ রিওয়ায়াতের সানাদ সহীহ। ৹[হাম্মাদ বিন সালামাহ][হাজ্জাজ বিন আরতাহ][সুওয়াবির বিন আবী ফাখিতাহ][ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)]৹ বলেন, إِذَا رَجَعَ أَحَدُكُمْ مِنْ سُوقِهِ فَلْيَنْشُرِ الْمُصْحَفَ وَلْيَقْرَأْ তোমাদের কেউ বাজার থেকে ঘরে ফিরলে সে যেন (সর্বপ্রথম) কুরআন মাজীদ খুলে তা তিলাওয়াত করে।

খায়স্রামাহ থেকে আ'মাশ বর্ণনা করেছেন, খায়স্রামাহ বলেন, একবার আমি ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট গেলাম। তিনি তখন কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি বললেন, এটি হচ্ছে আমার আজকের রাতের জন্য তিলাওয়াত করার অংশ।

সাহাবায়ে কিরামের উপরোক্ত কার্যাবলী ও বাক্যাবলী দ্বারা প্রমাণিত, কুরআন দেখে দেখে তিলাওয়াত করা অতি উত্তম। তার একটি ফায়দা হলো, এমন তিলাওয়াত করলে লিখিত (মুদ্রিত) কুরআন মাজীদ বেকার পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাবে না। এর আরও একটি উপকার হচ্ছে, কুরআন মাজীদের হাফিয তা মুখস্থ তিলাওয়াত করতে গিয়ে তার কোন শব্দ বা আয়াত ভুলভাবে তিলাওয়াত করতে পারে অথবা এক আয়াতের জায়গায় অন্য আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে। এক্ষেত্রে তা দেখে তিলাওয়াত করা মুখস্থ তিলাওয়াতের চেয়ে বেশি নিরাপদ আর ভুলের আশংকামুক্ত। কুরআনের তিলাওয়াত তা'লীম দেয়ার সময় অবশ্য মুআল্লিমের মৌখিক তিলাওয়াতের সাহায্য নেয়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কর্তব্য। কারণ শিক্ষকের মুখনিঃসৃত উচ্চারণের সাহায্য গ্রহণ ছাড়া শুধু লিখিত কুরআন মাজীদ দেখে এর তিলাওয়াত শিখতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই ভুল উচ্চারণ শিখে ফেলে। কারণ, লিখিত কুরআন মাজীদে শুধু বর্ণ ও শব্দ লিখিত থাকে, এর উচ্চারণ লিখিত থাকে না। সেটি সম্ভবও নয়। উচ্চারণ উস্তাদের মুখে শুনেই শিখতে হয়। অবশ্য উস্তাদ পাওয়া না গেলে অক্ষমতা বা ওজরের কারণে (ভাষা জ্ঞান ও তার উচ্চারণ জ্ঞানের সাহায্যে) এর তিলাওয়াত শিক্ষার্থীর নিজেকেই শিখে নিতে হবে। কুরআন মাজীদ দেখে তিলাওয়াত হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলার নিকট তা ক্ষমার যোগ্য হবে। কুরআন মাজীদ দেখে তিলাওয়াত করলেও ভুল হতে পারে। অনিচ্ছাকৃত ভুল আল্লাহর সমীপে ক্ষমাযোগ্য। ইমাম আবূ উবায়দ বলেন:

১৩১. (لم تتم دراسته): ৹[হিশাম বন ইসমাঈল আদ দিমাশকী][মুহাম্মাদ বিন শুআয়ব][আল-আওযাঈ]৹ বলেন, একবার সফরে একটি লোক আমাদের সঙ্গী হয়েছিল। লোকটি একটি হাদীস্র বর্ণনা করেছিল। আমার মনে পড়ে সে তা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস্র হিসাবেই বর্ণনা করেছিল। লোকটি যা বর্ণনা করেছিল তা হলো,

"إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَرَأَ فَحَرَّفَ أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل"

আল্লাহর কোন বান্দা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার সময় কোন ভুল করলে তা যেভাবে নাযিল হয়েছে ফেরেশতা তার তিলাওয়াতকে সেভাবেই (তার আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করেন।[১৩০৪] ইমাম আবূ উবায়দ আরও বলেন, ৹[হাফস্র বিন গিয়াস্র][আশ শায়বানী][বুকায়র ইবনুল আখনাস]৹ বলেন, কথিত আছে

১৩০৩. ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, সানাদটি সহীহ।

১৩০৪. ফাদাইলে কুরআন ৪৭ পৃ.।

إِذَا قَرَأَ الْأَعْجَمِيُّ وَالَّذِي لَا يُقِيمُ الْقُرْآنَ كَتَبَهُ الْمَلَكُ كَمَا أُنْزِلَ.

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতকালীন সময় কোন অনারব লোক বা অন্য কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করলে তা যেভাবে নাযিল হয়েছে ফেরেশতা তার তিলাওয়াতকে সেভাবেই (তার আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করেন। কুরআন মাজীদ দেখে তিলাওয়াত করা কিংবা মুখস্থ তিলাওয়াত করার কোন্টি শ্রেয়তর সে সম্বন্ধে একদল বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, শ্রেয়তর হওয়ার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর ভয়, ভালবাসা ও আন্তরিক বিনয়। দেখে তিলাওয়াত করা আর মুখস্থ তিলাওয়াতের মধ্যে যে তিলাওয়াতে আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা এবং আন্তরিক বিনয় অধিকতর পরিমাণে অর্জিত হবে সেটিই অধিক উত্তম হিসেবে বিবেচিত হবে। উভয়বিধ তিলাওয়াতে একই রকম আল্লাহ ভীতি আল্লাহ প্রেম ও আন্তরিক বিনয় অর্জিত হলে কুরআন মাজীদ দেখে দেখে তিলাওয়াত করাই হবে অতি উত্তম। কারণ, তাতে ভুলের আশংকা কম থাকে। উল্লেখযোগ্য যে কুরআন মাজীদের উভয়বিধ তিলাওয়াত সকল তিলাওয়াতকারীর উপরই সমান প্রভাব বিস্তার করে না। ব্যক্তির ভিন্নতার কারণে প্রভাবেও পার্থক্য হয়ে থাকে। শায়খ আবু যাকারিয়া নববী 'আত তিবয়ান' গ্রন্থে বলেছেন, পূর্বসূরী বিদ্বানগণের এ সম্পর্কীয় কথা ও কাজ আর তাদের মতভেদ সবটাই উপরোক্ত ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকেই এ সম্পর্কে তাদের পারস্পরিক মতভেদের স্বরূপ ও রহস্য উদঘাটন করতে হবে।[১৩০৫]

এ পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে আমরা দেখেছি, ইমাম বুখারী সাহল ইবনু সা'দ থেকে একটি হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তা দ্বারা তিনি যদি প্রমাণ করতে চান যে, কুরআন মাজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত দেখে তিলাওয়াতের চেয়ে উত্তম, তাহলে তাঁর কথাটি বিতর্কযোগ্য। কারণ, সাহল বিন সা'দ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস্রের ঘটনাটি নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির ঘটনা। এমনওতো হতে পারে ঐ সাহাবী লেখাপড়া জানতেন না, আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তা জানা ছিল। তাই ঐ সাহাবী কুরআন মাজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পারেন কিনা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা তার নিকট সেটি জিজ্ঞেস করেছিলেন। অতএব উক্ত হাদীস্র দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে কুরআন মাজীদ দেখে তিলাওয়াত করতে সমর্থ ও অসমর্থ উভয় শ্রেণির লোকের জন্যই তা মুখস্থ তিলাওয়াত করা উত্তম। এ ঘটনা দ্বারা সেটি প্রমাণিত হলে স্বয়ং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার ঘটনা বর্ণনা করাই ইমাম বুখারীর জন্য অধিক সমীচীন ছিল। কারণ, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে একজন উম্মী বা নিরক্ষর মানব ছিলেন। তাই তিনি কুরআন মাজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করতেন। বস্তুত আলোচ্য হাদীস্র দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয়, সংশ্লিষ্ট সাহাবী স্বীয় স্ত্রীকে কুরআনের তিলাওয়াত শিক্ষা দিতে পারবেন কিনা সেটিই জানতে চেয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করেছেন, তিনি কুরআন মাজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পারেন কিনা। এতে মুখস্থ তিলাওয়াতের শ্রেষ্ঠত্ব বা অশ্রেষ্ঠত্ব কোনটিই প্রমাণিত হয় না। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

পুনঃ পুনঃ তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন বিস্মৃতি রোধ

১৩২. (সহীহ): [আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ] [মালিক] [নাফি'] [ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ المعقّلة، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ"

১৩০৫. আত তিবয়ান ফী আদাবে জুমলাতিল কুরআন ৫৩।

কুরআনের ধারক রশিতে বাঁধা উটের মালিকের মতো। উটের মালিক সেটিকে বেঁধে রাখলে সেটি তার আওতায় থাকে। আর সে ছেড়ে দিলে তা তার নিকট থেকে পালিয়ে যায়।[১৩০৬] ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈও উক্ত হাদীস্র উপরোক্ত রাবী মালিক হতে বর্ণনা করেছেন।

১৩৩. (স্বহীহ্): ইমাম আহমাদ বলেন, ◊[আবদুর রায্যাক][মা'মার][আয়্যুব][নাফি'][ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

" مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ، فَإِنْ عَقَلَهَا حَفِظَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَ عِقَالَهَا ذَهَبَتْ، فَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ "

কুরআনের ধারক হচ্ছে উটের মালিকের মত। উটের মালিক তা বেঁধে রাখলে তা তার নাগাল ও আয়ত্তে থেকে যায়। **পক্ষান্তরে** সে তা ছেড়ে দিলে তা তার নাগাল ও আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। ঠিক অনুরূপ কুরআনের ধারক রাত দিন তিলাওয়াত করে তা ধরে রাখলে তা তার নিকট থেকে যায়। পক্ষান্তরে সে তা ঐভাবে ধরে না রাখলে তা তার নিকট থেকে চলে যায়।[১৩০৭] মুহাদ্দিস ইবনুল জাওযী 'জামেউল মাসানীদ' নামক হাদীস্র সংকলনে বলেছেন, ঐ হাদীস্র ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিমও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শুধু ইমাম মুসলিম তা উপরোক্ত রাবী আব্দুর রাজ্জাক থেকে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করেছেন।

১৩৪. (স্বহীহ্): ◊[মুহাম্মাদ বিন আরআরাহ][শু'বাহ][মানসূর][আবূ ওয়াইল][আবুদল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ نُسِّيَ، وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ"

কোন ব্যক্তির পক্ষে এটি বলা বড়ই বেমানান যে আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি বরং সে তো তা স্বেচ্ছায় নিজেকে ভুলিয়ে দিয়েছে। (অতএব এটা বলাই তার পক্ষে সমীচীন যে আমি সেটিকে ভুলিয়ে দিয়েছি) আর তোমরা কুরআন মাজীদ বারবার তিলাওয়াত করে তা স্মৃতিতে ধরে রেখ। কারণ গৃহপালিত পশুর পালিয়ে যাওয়ার চেয়েও বেশি শংকা থাকে মানুষের স্মৃতি থেকে পালিয়ে যাওয়ার।[১৩০৮]

উক্ত হাদীস্রটির তাবি' হিসেবে ◊[**বিশর বিন মুহাম্মাদ আস সাখতিয়ানী**][**ইবনুল মুবারাক**][শু'বাহ]◊ থেকে ও ইমাম তিরমিযী ◊[**মাহমূদ বিন গায়লান**][আবূ দাউদ আত তায়ালাসী][শু'বাহ]◊ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী সেটিকে **হাসান স্বহীহ বলেছেন**। ইমাম নাসাঈও শু'বার হাদীস্র থেকে ◊[উসমান][জারীর][মানসূর]◊ এর সূত্রে **অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন**। তার তাবি' হিসেবে ◊[ইবনু জুরায়জ][আবদাহ][শাকীক][আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ শাকীক বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি অতঃপর তিনি ইমাম মুসলিমের সানাদে ইবনু জুরায়জের হাদীস্রের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ তার 'আল-ইয়াওম ওয়াল লায়লাহ' এর মাঝে

১৩০৬. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলে কুরআন, অধ্যায়: বারংবার তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন অবিস্মৃত রাখা) হা/৫০৩১, মুসলিম ৭৮৯, নাসাঈ ৯৪২, ইবনু হিব্বান ৭৬৫, সিলসিলাতুল আহাদীস্র আস স্বহীহাহ ৩৫৭৭, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৪১৩৭, স্বহীহ আল-জামি' ২৩৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৩০৭. বুখারী ৫০৩১, মুসলিম (পর্ব: মুসাফিরের সালাত ও তার কসর করা অধ্যায়: কুরআনের আয়াত বারংবার পাঠ করার নির্দেশ ও ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে হুশিয়ারী) হা/৭৮৯। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১৩০৮. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলে কুরআন, অধ্যায়: পুনঃ পুনঃ তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন বিস্মৃতি রোধ) হা/৫০৩২, মুসনাদ আল-বায্যার ১৬৫৬। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

❮মুহাম্মাদ বিন জুহাদাহ⨯আবদাহ বিন আবূ লুবাবাহ❯ সূত্রে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম উসমান, যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম তারা সকলে জারীর থেকে বর্ণনা করেছেন। অতিশিঘ্রই ইমাম বুখারীর রেওয়ায়াতটি আসবে যা ❮আবূ নুআয়ম⨯সুফইয়ান আস্র স্রাওরী⨯মানসূর❯ এর সূত্রে বর্ণিত। ইমাম নাসাঈ ইবনু উওয়ায়নাহ থেকে মানসূর এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত সকল রাবী মানসূর থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ ❮কুতায়বাহ⨯হাম্মাদ বিন যায়দ⨯মানসূর⨯আবূ ওয়াইল⨯আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ এর নিজস্ব উক্তি (মাওকূফ সূত্রে) হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। তবে তা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিজস্ব উক্তি হিসেবে বর্ণনা করা সমর্থিত নয়।

১৩৫. (স্বহীহ): ❮মুহাম্মাদ ইবনুল আলা'⨯আবূ উসামাহ⨯বুরায়দাহ⨯আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا"

কুরআন মাজীদ পুনঃপুনঃ তিলাওয়াত করে তা ভুলে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখ। কারণ, ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! রশি দিয়ে বেঁধে রাখা উটকে ছেড়ে দিলে তার পক্ষে পালিয়ে যাওয়ার যতটুকু সম্ভাবনা থাকে স্মৃতি থেকে কুরআনে চলে যাওয়ার আশংকা তার চেয়েও বেশি।[১৩০৯] ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ❮আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা' ও আবদুল্লাহ বিন বাররাদ আল-আশআরী⨯আবূ উসামাহ হাম্মাদ বিন উসামাহ❯. এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।

১৩৬. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ❮আলী বিন ইসহাক⨯আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক⨯মূসা বিন আলী⨯আমার পিতা (আলী)⨯উকবাহ বিন আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللهِ، وَتَعَاهَدُوهُ وَتَغَنَّوْا بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْمَخَاضِ فِي الْعُقُلِ"

তোমরা আল্লাহর কিতাবকে শিখ, তা বার বার তিলাওয়াত করে ভুলে যাওয়া থেকে বাঁচাও এবং তা সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত কর। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার কসম! জলাশয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা গৃহপালিত পশুর পালিয়ে যাবার যতটুকু আশংকা থাকে স্মৃতি থেকে কুরআন চলে যাওয়ার আশংকা তার চেয়েও বেশি থাকে।[১৩১০]

উপরোক্ত হাদীস্রগুলোর সারাংশ হচ্ছে, কুরআন মাজীদ বার বার তিলাওয়াত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান। কারণ, কুরআন মাজীদ ভুলে যাওয়া কবীরা গুনাহ। আর বারবার তিলাওয়াত করার মাধ্যমেই তা ভুলে যাওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভবপর। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উক্ত কবীরা গুনাহ থেকে রক্ষা করুন।

১৩৭. (স্বহীহ লি গায়রিহি): ইমাম আহমাদ বলেন, ❮খালফ ইবনুল ওয়ালীদ⨯খালিদ⨯ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দুর্বল)⨯ঈসা বিন ফাইদ (মাজহূল বা অপরিচিত)⨯জনৈক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম)⨯সা'দ বিন উবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"ما من أمير عشرة إلا وَيُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُّهُ عَنْ ذَلِكَ الْغُلِّ إِلَّا الْعَدْلُ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَنَسِيَهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَلْقَاهُ وَهُوَ أَجْذَمُ"

দশজন মাত্র লোকের নেতৃত্বদানকারীকেও কিয়ামতের দিন হাতকড়া পরানো অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। অধীনস্থদের প্রতি কৃত ন্যায়বিচার ব্যতীত কোন কিছুই তাকে ঐ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআন মাজীদ শিখার পর যে ব্যক্তি তা ভুলে গেছে তাকে তার শাস্তি সম্বন্ধে

১৩০৯. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলে কুরআন, অধ্যায়: পুনঃ পুনঃ তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন বিস্মৃতি রোধ) হা/৫০৩৩, । **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১৩১০. আহমাদ ১৬৮৪৬, মু'জামুল আওসাত ৩১৮৭, দারিমী ৩৩৪৮, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৮০৪৯, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১১৬৮৯, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৫২৭৫, স্বহীহ আল-জামি' ২৯৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

সতর্ক করেছেন (যা এখানে বর্ণিত হয়নি।)[১৩১১] উক্ত হাদীসটি যেমন উপরোক্ত রাবী ইয়াযীদ বিন যিয়াদ থেকে খালিদ বিন আবদুল্লাহ রিওয়ায়াত করেছেন, তদ্রূপ তা ইয়াযীদ থেকে জারীর বিন আবদুল হামীদ এবং মুহাম্মদ বিন ফুদায়লও রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ ⟨মুহাম্মাদ ইবনুল আলা' ⟩ ইবনু ইদরীস ⟩ ইয়াযীদ বিন আবূ ইয়াযীদ ⟩ ঈসা বিন ফাইদ ⟩ সাঈদ বিন উবাদাহ⟩ সূত্রে তা কুরআনের তিলাওয়াত ভুলিয়ে দেয়ার ঘটনার সাথে বর্ণনা করেছেন। উক্ত সনদে সা'দ বিন উবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং ঈসা বিন ফাইদ এই রাবীদ্বয়ের মাঝে অপরিচিত কোন রাবীর থাকার কথা উল্লেখিত হয়নি। তেমনি তা ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ থেকে আবু বকর বিন আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীস আবার যায়দ থেকে সাঈদও বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনা সনদের ব্যাপারে সন্দেহের উল্লেখ রয়েছে। উক্ত হাদীস আবার ইয়াযীদ তিনি ঈসা বিন ফাইদ থেকে ধারাবাহিকভাবে ওয়াকী' ও তার শিষ্যগণ কর্তৃক মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাতে সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয়নি। ঐ সনদে তা স্বয়ং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী হিসাবেই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ তা মুসনাদে উবাদাহ ইবনু সামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নামক হাদীস সংকলনেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন:

১৩৮. ⟨আবদুস সামাদ ⟩ আবদুল আযীয বিন মুসলিম ⟩ ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দুর্বল) ⟩ ঈসা বিন ফাইদ (মাজহূল) ⟩ উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُّهُ مِنْهَا إِلَّا عَدْلُهُ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ إِلَّا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ "

দশজন মাত্র লোকের নেতৃত্বদানকারীকেও কিয়ামতের দিন হাতকড়া পরানো অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। নেতৃত্বাধীন লোকদের উপর কৃত ন্যায় বিচার ছাড়া কোন কিছুই তাকে ঐ বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি কুরআনের তিলাওয়াত শিখার পর তা ভুলে যাবে কিয়ামতের দিন সে হাত কাটা অবস্থায় আল্লাহর সমীপে হাযির হবে।[১৩১২] অনুরূপভাবে আবূ আওয়ানাহ ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন আর এর সনদের বিষয়ে রাবীদের মধ্যে মিল নেই। তবে সতর্কীকরণ **ترهيب** **সম্পর্কীয় হাদীসের ক্ষেত্রে সনদ সম্বন্ধীয় এমন অমিল আপত্তিকর নয়।** আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। এমন **অমিল সনদের হাদীস যখন অন্য হাদীসের শাহেদ হয়,** তখন এমন হলে তা বিশেষত গৃহীত হয়েই থাকে। উক্ত হাদীস **নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।**

১৩৯. (দঈফ): ⟨**হাজ্জাজ ⟩ ইবনু জুরায়জ ⟩** বলেন, আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে (অর্থাৎ মুত্তালিব বিন আবদুল্লাহ আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন) ⟩ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

" عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ وَالْبَعْرَةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَكْبَرَ مِنْ آيَةٍ أَوْ سُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ أُوتِيَهَا رَجُلٌ فَنَسِيَهَا "

আমার সম্মুখে উম্মাতের নেক আমলসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে । এমনকি কোন ব্যক্তির মসজিদ থেকে খড়কুটা অথবা পশুর বিষ্ঠা বের করে ফেলার নেকীও। আর আমার সামনে আমার উম্মতের গুনাহের কাজগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি কুরআনের কোন আয়াত বা সূরার তিলাওয়াত শিখার পর

১৩১১. আহমাদ ২১৯৫৭, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২১৯৯। **তাহকীকঃ** শু'আয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি দুর্বল তবে وما من رجل قرأ القرآن ... إلخ" বাক্যটি ব্যতীত সহীহ লি গায়রিহি।

১৩১২. আহমাদ ২২২৫২। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।

তা ভুলে গেলে তার আমলনামায় যে গুনাহ লেখা হয় তারচেয়ে বড় কোন গুনাহ আমি তার মধ্যে দেখিনি।[১৩১৩]

১৪০. (لم تتمّ دراسته): সালমান ফারসী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ইবনু জুরায়জ বর্ণনা করেছেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"إِنَّ أَكْبَرَ ذَنْبٍ تُوَافِي بِهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُورَةٌ مِنْ كتاب الله أوتيها رجل فنسيها"

আমার উম্মাতের লোকদেরকে কিয়ামতের দিনে যে সকল গুনাহের শাস্তি পূর্ণরূপে প্রদান করা হবে তাদের মধ্যে একটি বড় গুনাহ হচ্ছে কোন ব্যক্তির কুরআন মাজীদের কোন সুরার তিলাওয়াত শিখার পর তা ভুলে যাওয়ার গুনাহ।[১৩১৪]

১৪১. ইমাম আবূ দাঊদ ইমাম তিরমিযী ইমাম আবূ ইয়া'লা এবং ইমাম বাযযারসহ অন্যান্যরা ৺[ইবনু আবী ওয়াররাদ]X[ইবনু জুরায়জ]X[মুত্তালিব বিন আবদুল্লাহ বিন হানতাব]X[আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]৺ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي، فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا"

আমার সম্মুখে উম্মাতের নেক আমলসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে । এমনকি কোন ব্যক্তির মসজিদ থেকে খড়কুটা অথবা পশুর বিষ্ঠা বের করে ফেলার নেকীও। আর আমার সামনে আমার উম্মতের গুনাহের কাজগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি কুরআনের কোন আয়াত বা সূরার তিলাওয়াত শিখার পর তা ভুলে গেলে তার আমলনামায় যে গুনাহ লেখা হয় তারচেয়ে বড় কোন গুনাহ আমি তার মধ্যে দেখিনি।[১৩১৫] উক্ত হাদীস্র সম্বন্ধে ইমাম তিরমিযী গরীব হিসেবে মন্তব্য করেছেন। উক্ত হাদীস্রটি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে শুধু উপরোক্ত মাধ্যমেই বর্ণিত হয়েছে, অন্য কোন মাধ্যমে তা তার নিকট থেকে বর্ণিত হয়নি। আমি তা ইমাম বুখারীর নিকট উল্লেখ করলে তিনিও সে সম্পর্কে একই মন্তব্য করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান দারেমী বলেছেন, (উপরোক্ত রাবী) মুত্তালিব বিন আবদুল্লাহ বিন হানতার আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে হাদীস্র শুনেননি।

আমি (ইবনু কাসীর) **বলব:** ৺[মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ আল-আদামী]X[ইবনু আবী রওওয়াদ]X[ইবনু জুরায়জ]X[আয যুহরী]X[আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]৺ সূত্রেও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। কোন কোন তাফসীরকার উপরোক্ত হাদীস্রে বর্ণিত বিষয়কে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের তাফসীর প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ۝ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ۝ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ ۝

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা হবে সংকীর্ণ আর তাকে কিয়ামাতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়।' সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ ক'রে উঠালে? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম।' আল্লাহ বলবেন, 'এভাবেই তো আমার নিদর্শনসমূহ যখন তোমার কাছে

১৩১৩. আবূ দাউদ ৪৬১, তিরমিযী ২৯১৬, দঈফ আল-জামি' ৩৭০০, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৫৯৭৭, নাস্রলুন নিবাল বিমু'জামির রিজাল ৩/৩৩৯, রাওদাতুল মুহাদ্দিস্রীন ২৮৮৯। সানাদে ইবনু জুরায়জ ও মুত্তালিব বিন আবদুল্লাহ উভয়েই মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও আনআন সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। **তাহকীকঃ দঈফ।**

১৩১৪. ফাদাইলে কুরআন ১০৩ পৃ,।

১৩১৫. ১৩৯ নং হাদীস্র দ্রষ্টব্য।

এসেছিল তখন তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজকের দিনে সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে।"[১৩১৬] উপরোক্ত হাদীসের বিষয়বস্তু উপরোক্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার পুরোটা না হলেও আংশিক বটে। কারণ, কুরআনের তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকা, তা ভুলে যাওয়া এবং তার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া কুরআনের প্রতি এক প্রকারের অবহেলা করা এবং তা এক প্রকারে ভুলে থাকা বৈ কিছু নয়। আল্লাহর নিকট এমন কাজ থেকে আমরা পানাহ চাচ্ছি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ" অর্থাৎ তোমরা কুরআন মাজীদ বার বার তিলাওয়াত করে তাকে ভুলে যাওয়া থেকে রক্ষা কর। অন্য বর্ণনায় তিনি আরও বলেছেন,

"اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ"

তোমরা বারবার তিলাওয়াত করে কুরআন মাজীদকে অবিস্মৃত রাখো। গৃহপালিত পশুর পালিয়ে যাওয়ার যতটা আশংকা থাকে তারচেয়েও বেশি আশংকা থাকে মানুষের স্মৃতি থেকে কুরআন সরে যাওয়ার। التفصي শব্দের অর্থ হচ্ছে: মুক্ত হওয়া, খালাস পাওয়া, দূরীভূত হওয়া। تفصي فلان من البلية অমুক ব্যক্তি বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছে। تفصى النوى من التمرة খেজুর থেকে তার দানা পৃথক হয়ে গিয়েছে। উক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে গৃহপালিত পশুকে ছেড়ে দিলে তার পালিয়ে যাওয়ার যত আশংকা থাকে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত না করে স্মৃতিতে দিলে স্মৃতি থেকে তার পালিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে তার চেয়ে বেশি।

আবূ উবায়দ বলেন, ০{আবূ মুআবিয়াহ}{আল-আ'মাশ}{ইবরাহীম}{..........}{আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ বলেছেন,

إِنِّي لَأَمْقُتُ الْقَارِئَ أَنْ أَرَاهُ سَمِينًا نَسِيًّا لِلْقُرْآنِ

আমি যদি কোন ব্যক্তিকে দেখি যে সে কুরআন মাজীদ শিখার পর তা ভুলে গেছে এবং সে মোটা সোটা রয়েছে তবে তাকে মেরে ফেলব।[১৩১৭] ০{আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক}{আবদুল আযীয বিন আবী রাওওয়াদ}{দহহাক বিন মুযাহিম}০ বলেন,

مَا مِنْ أَحَدٍ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ

কোন ব্যক্তি কুরআন মাজীদ শিখার পর ভুলে গেলে বুঝতে হবে যে সে পূর্বে কোন গুনাহতে লিপ্ত ছিল। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

"তোমাদের উপর যে বিপদই উপনীত হয় তা তোমাদের হাতের উপার্জনের কারণেই"[১৩১৮] নিঃসন্দেহে কুরআন মাজীদ ভুলে যাওয়া একটি মহা মুসীবত। এ কারণেই ইসহাক বিন রাহওয়াই প্রমুখ ব্যক্তিগণ বলেছেন, তিন দিনের কম সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করা যেমন মাকরূহ, চল্লিশ দিনের মধ্যে কুরআন মাজীদ আদৌ তিলাওয়াত না করা তেমনই মাকরূহ। শীঘ্রই এ বিষয়ের আলোচনা আসছে।

যানবাহনে কুরআন তিলাওয়াত

১৪২. (সহীহ): ০{হাজ্জাজ}{শু'বাহ}{আবূ ইয়াস}{আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}০ বলেন,

"رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى رَاحِلَتِهِ سُورَةَ الْفَتْحِ"

১৩১৬. সূরাহ তাহা ২০ঃ ১২৪-১২৬।

১৩১৭. ফাদাইলে কুরআন, ১০৪। সানাদে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) ও ইবরাহীম আন নাখঈর মাঝে ইনকিতা হয়েছে।

১৩১৮. সূরাহ আশ শূরা ৪২ঃ ৩০।

মাক্কা বিজয়ের দিনে আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে স্বীয় উটের পিঠে আরূঢ় অবস্থায় সূরাহ ফাতহ তিলাওয়াত করতে শুনেছি।[১৩১৯] ইমাম ইবনু মাজাহ ছাড়া কুতুবুস সিত্তার সকল সংকলকই উপরোক্ত হাদীস্র পূর্বোক্ত রাবী শু'বা থেকে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীস্রের অন্যতম রাবী আবু আইয়াসের অন্য নাম হচ্ছে মুআবিয়াহ বিন কুররাহ। উক্ত হাদীস্র দ্বারাও গৃহে অবস্থান কিংবা বিদেশ ভ্রমণরত যে কোন অবস্থায় কুরআন মাজীদ বারবার তিলাওয়াত করার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়। অধিকাংশ ফকীহ বলেন, যানবাহনে আরোহিত অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতে কোন দোষ নেই। তবে চলন্ত অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত কোন কোন ফকীহর নিকট মাকরূহ। আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে ইবনু আবী দাউদ বর্ণনা করেছেন, তিনি রাস্তায় চলন্ত অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতেন। উমার ইবনু আব্দুল আযীয (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে, তিনি ঐরূপ তিলাওয়াতের অনুমতি দিয়েছেন। পক্ষান্তরে মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে তিনি ঐরূপ তিলাওয়াতকে মাকরূহ মনে করতেন।

ইবনু আবী দাউদ বলেন, [আবুর রাবী' (ইবনু ওয়াহব)] বলেন, একবার আমি ইমাম মালিকের নিকট জিজ্ঞেস করলাম– একটি লোক শেষ রাতে সালাত আদায় করছিল। সালাতে সে যে সুরা তিলাওয়াত করেছিল তা শেষ হবার পূর্বেই সে মসজিদে রওয়ানা হল। পথিমধ্যে সে অসমাপ্ত সূরাটির বাকী অংশ তিলাওয়াত করতে পারবে কি? ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বললেন, রাস্তায় চলমান অবস্থায় কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা যায় বলে আমার জানা নেই।

শা'বী বলেন-

تُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْحَمَّامِ، وَفِي الْحُشُوشِ، وَفِي الرَّحَى وَهِيَ تَدُورُ

তিনটি স্থানে কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরূহ (১) গোসলখানায় (২) পায়খানায় (৩) চক্র দ্বারা নির্মিত ঘূর্ণায়মান ঘরে। পূর্বসূরি বিপুলসংখ্যাক ফকীহ বলেন, গোলখানায় কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা মাকরূহ নয়। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ, ইবরাহীম আন নাখঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) প্রমুখ ফকীহগণ অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্বন্ধে ইবনু আবী দাউদ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তা মাকরূহ মনে করতেন। আবু ওয়াইল শাকীক বিন সালমাহ হাসান আল-বসরী মাকহুল এবং কুবায়সাহ ইবনু যুআয়ব সম্বন্ধে ইবনু মুনযির বর্ণনা করেছেন, তারা একে মাকরূহ (অপছন্দনীয়) বলেছেন। ইবরাহীম নাখঈ থেকে অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (আলায়হিস সালাম) সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি গোসলখানায় কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করাকে মাকরূহ মনে করতেন। পায়খানায় কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা কেন মাকরূহ তা বলা নিষ্প্রয়োজন। এর কারণ স্পষ্ট। কুরআনের ইযযাত ও সম্মান করার নিমিত্তে কেউ যদি পায়খানায় কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করাকে হারাম বলেন, তবে সেটিও একটি উল্লেখযোগ্য অভিমত হিসেবে পরিগণিত হবে। চক্র দ্বারা নির্মিত ঘূর্ণায়মান চড়কে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা এই কারণে মাকরূহ, তাতে কুরআন তিলাওয়াতকারীর অন্য কোন ব্যক্তির নীচে নামতে হয় ও অন্য ব্যক্তি তিলাওয়াতকারীর উপরে উঠতে পারে। আর সত্য সব সময় উপরে থাকে ও এর উপর কিছু থাকতে পারে না, থাকা শোভা পায় না। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

১৩১৯. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায় যানবাহনে কুরআন তিলাওয়াত) হা/৫০৩৪। বুখারী ৪২৮১, ৪৮৩৫, ৫০৪৭, ৭৫৪০, মুসলিম ৭৯৪, আবূ দাউদ ১৪৬৭, ইবনু হিব্বান ৭৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

বালক- বালিকাদের কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা

১৪৩. (সহীহ): মূসা বিন ইসমাঈল আবূ আওয়ানাহ আবূ বিশর সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ইন্তেকাল করেন তখন আমার বয়স দশ বছর। এই বয়সেই আমি কুরআনের মুহকাম (المحكم) অংশের তিলাওয়াত শিখে ফেলেছিলাম।[১৩২০]

১৪৪. (সহীহ): ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম হুশায়ম আবূ বিশর সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلت له: وَمَا الْمُحْكَمُ؟ قَالَ: "الْمُفَصَّلُ"

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায়ই আমি কুরআন মাজীদের মুহকাম অংশটি আয়ত্ত করে ফেলেছিলাম। রাবী সাঈদ ইবনু জুবায়র বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম– কোন্ অংশটির নাম মুহকাম? তিনি বললেন, মুফাসসাল নামক অংশটির আরেক নাম হচ্ছে মুহকাম।[১৩২১] উক্ত রিওয়ায়াতটি শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বালক বালিকাদের পক্ষে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত শিক্ষা করা জায়েয। কারণ স্বয়ং ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কথায় জানা যাচেছ, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তিকালের সময়ে তার বয়স দশ বছর ছিল এবং এই বয়সেই তিনি কুরআনের মুফাসসাল অংশটুকু আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। উল্লেখ্য যে সূরাহ হুজুরাত হতে শেষ পর্যন্ত অংশ মুফাসসাল নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

১৪৫. (সহীহ): ইমাম বুখারী অন্যত্র ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَخْتُونٌ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওফাতের সময়ে আমি খতনাকৃত বালক ছিলাম।[১৩২২] সে সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক হবার পূর্বে বালকদের খাতনা করা হত না। উপরোক্ত রিওয়ায়াতগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যের একটি পথ এই হতে পারে যে, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মাত্র দশ বৎসর বয়সেই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তার মধ্যে সামঞ্জস্যের আরেকটি পথ এই হতে পারে যে তিনি মাত্র দশ বছর বয়সে নয় বরং দশ বছরের অধিক বয়সেই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন কিন্তু দশ বছরের অতিরিক্ত বছরের সংখ্যা তিনি উল্লেখ করেননি। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

সে যা হোক উক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় বালক বালিকাগণকে কুরআনের তিলাওয়াত শিক্ষা দেয়া জায়েয। এটি সহজবোধ্য কথা। এমনকি তা কখনও কখনও মুস্তাহাব অথবা ওয়াজিবও হয়। কারণ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে বালক বালিকাগণ কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত শিক্ষা করলে সালাতের প্রয়োজনীয় কুরআনের অংশ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সময় তাদের জানা থাকে। অধিক বয়সে কুরআন মাজীদ হিফয করা অপেক্ষা অল্প বয়সে হিফয করা শ্রেয়তর। তাতে কুরআন মাজীদ সহজেই হিফয হয়ে যায় এবং স্মৃতিতে অধিকতর দৃঢ়ভাবে গাঁথা থাকে। বাস্তব ঘটনাই এর প্রমাণ বহন করে। পূর্বসূরী কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন, বালক বালিকাগণকে তাদের প্রথম বয়সে কিছু দিন খেলাধুলার জন্য ছেড়ে দেয়া উচিত। তারপর তাদের মধ্যে কুরআন পড়ার মত দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা সৃষ্টি হলে তাদেরকে কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শিক্ষা দেয়া আরম্ভ করার পর তাতে বিরক্ত ও অনিচ্ছুক হয়ে খেলাধুলায় ফিরে

১৩২০. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: শিশু-কিশোরদের কুরআন শিক্ষাদান) হা/৫০৩৫। তাহকীকঃ সহীহ।

১৩২১. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: শিশু-কিশোরদের কুরআন শিক্ষাদান) হা/৫০৩৬। তাহকীকঃ সহীহ।

১৩২২. বুখারী (পর্ব: অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ঃ বয়োঃপ্রাপ্তির পর খাতনা করা এবং বগলের পশম উপড়ানো।) হা/৬২৯৯। তাহকীকঃ সহীহ।

আসবে না। কেউ কেউ বলেন, শিশুর মধ্যে যতদিন কথা বুঝার মত বুদ্ধি না আসে ততদিন তাকে কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শিক্ষা না দেয়াই ভাল। কিছুটা বুদ্ধি আসার পর তার বুদ্ধি অনুযায়ী অল্প অল্প করে তাকে শিক্ষা দেয়া উচিত। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) শিশুকে পাঁচ আয়াত করে শিক্ষা দেয়া পছন্দ করতেন। আমরা তার নিকট থেকে তা স্বহীহ সনদে (অন্যত্র) বর্ণনা করেছি।

কুরআনের বিস্মরণ

কেউ কি বলতে পারে যে আমি উমুক উমুক আয়াত ভুলে গেছি? এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰٓ ۝ إِلَّا مَا شَآءَ اللهُ

"আমি তোমাকে পড়িয়ে দেব, যার ফলে তুমি ভুলে যাবে না। তবে ওটা বাদে যেটা আল্লাহ (রহিত করার) ইচ্ছে করবেন।"[১৩২৩]

১৪৬. (স্বহীহ): ❮রাবী' বিন ইয়াহইয়া❯❮যাইদাহ❯❮হিশাম❯❮উরওয়াহ❯❮আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)❯ বলেন,

لَقَدْ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: "يَرْحَمُهُ اللهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا مِنْ سُورَةِ كَذَا"

একবার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি লোককে মসজিদে বসে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনে বললেন, আল্লাহ তাকে রহম করুন। সে আমাকে অমুক সুরার অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।[১৩২৪] উক্ত হাদীস্র শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। ❮মুহাম্মাদ বিন উবায়দ বিন মায়মূন❯❮ঈসা বিন য়ূনুস❯❮হিশাম❯ বলেন, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ঈসা ইবনু ইউনুস মুহাম্মাদ ইবনু ইবায়দ ইবনু মায়মুন ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী হাদীস্রে বর্ণিত বাণীর সাথে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এও বললেন, আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম। উক্ত রিওয়ায়াত শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। তা হিশাম থেকে আলী বিন মুসহির এবং আবদাহও বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী তা হিশাম থেকে উপরোক্ত দুই রাবী আলী ইবনু মুসহার এবং আবাদাহও বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী তা হিশাম থেকে উপরোক্ত রাবীদ্বয় আলী বিন মুসহির এবং আবদাহ'র মাধ্যমে অন্যত্র বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম তা হিশাম থেকে শুধু আবদাহ'র মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

১৪৭. (স্বহীহ): ❮আহমাদ বিন আবূ রাজা'❯❮আবূ উসামাহ❯❮হিশাম বিন উরওয়াহ❯❮তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)❯❮আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)❯ বলেন,

" سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ بِاللَّيْلِ فَقَالَ: "يَرْحَمُهُ اللهُ، فَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا "

একবার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি লোককে রাতের বেলা একটি সূরাহ তিলাওয়াত করতে শুনে বললেন, আল্লাহ তাকে দয়া করুন! সে আমাকে অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আমি তা অমুক সূরাহ থেকে ভুলে গিয়েছিলাম।[১৩২৫] ইমাম মুসলিম তা আবূ উসামাহ হাম্মাদ বিন উসামাহ এর হাদীস্র থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৩২৩. সূরাহ আলা' ৮৭ঃ ৬-৭।

১৩২৪. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: যারা সূরাহ বাকারাহ বা অমুক অমুক সূরাহ বলাতে দোষ মনে করেন) হা/৫০৪২।**তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১৩২৫. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: কুরআন মুখস্থ করে ভুলে যাওয়া এবং কেউ কি বলতে পারে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি?) হা/৫০৩৮, মুসলিম ৭৮৮। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১৪৮. (সহীহ): [দ্বিতীয় হাদীস] ◄[আবূ নুআয়ম][সুফইয়ান][মানসূর][আবূ ওয়াইল][আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]► বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ"

কোন ব্যক্তির এটি বলা বড়ই বেমানান যে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত বা সূরাহ ভুলে গিয়েছি। বরং সে তো তা (অবহেলা করে) ভুলে গেছে।[১৩২৬] ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈও তা মানসূর এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। ইতোপূর্বে এতদসম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা হয়েছে। মুসনাদ আবূ ইয়া'লা এর মাঝে রয়েছে, " فَإِنَّمَا هُوَ نَسِيَ" এখানে তিনি তাশদীদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন। আর শব্দগুলো তারই।

উক্ত হাদীস এবং তার পরবর্তী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কুরআন মাজীদকে স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্যে কেউ যথোপযুক্ত চেষ্টা ও সাধনা করার পরও যদি সে তা ভুলে যায়, তবে তজ্জন্য সে দায়ী বা গুনাহগার হবে না। ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত কুরআনের তিলাওয়াত ভুলে যাওয়ার কথা প্রকাশ করার সঠিক ভাষা ও আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেউ কুরআনের কোন আয়াত বা সূরার তিলাওয়াত ভুলে গেলে সে যেন না বলে আমি অমুক আয়াত বা সূরাহ ভুলে গিয়েছি। বরং সে যেন বলে আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ (ভুলে যাওয়া) প্রকৃতপক্ষে বান্দার ক্রিয়া নয় তবে ভুলে যাওয়ার কারণ বান্দাই ঘটিয়ে থাকে। ভুলে যাওয়ার কারণ হচ্ছে অবহেলা, যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া ও বারবার তিলাওয়াত না করা।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। তা এই যে কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত ভুলে যাবার কথা প্রকাশ করার জন্যে আল্লাহ আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছেন বলা সমীচীন নয় বরং আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে বলা উচিত। অবশ্য বান্দাকে কখনও ভুলে যাওয়া ক্রিয়ার কর্তা বানানো হয়ে থাকে। তবে তা আলংকারিক প্রয়োগ বৈ কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে ভুলে যাওয়া ক্রিয়ার কর্তা বান্দা নয়। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ভুলে যাওয়া ক্রিয়ার কর্তা বানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ **"যদি ভুলে যাও তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর"**।[১৩২৭] ভুলে যাওয়ার কারণ হচ্ছে অবহেলা উদাসীনতা ইত্যাদি। তা একটি গুনাহ বটে। আর উক্ত কারণের সংঘটক বা কর্তা হচ্ছে বান্দা। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ভুলে যাওয়া ক্রিয়ার কর্তা বাহ্যত বান্দাকে বানালেও তিনি প্রকৃতপক্ষে বান্দার অবহেলা ইত্যাদি অপরাধকে তার কর্তা বলে বুঝিয়েছেন। আয়াতের তাৎপর্য এই যে, স্বীয় অবহেলাস্বরূপ অপরাধের কারণে তুমি যখন ভুলে যাও তখন স্বীয় প্রভুকে স্মরণ কর। প্রভুর স্মরণে অপরাধ মাফ হয়ে যাবে। কারণ নেক কাজে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। অপরাধ মাফ হয়ে যাওয়ার পর ভুলে যাওয়া জিনিস আবারও মনে পড়বে। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

কুরআনের সূরার নামকরণ

১৪৯. (সহীহ): ◄[উমার বিন হাফস বিন গিয়াস][আমার পিতা (হাফস বিন গিয়াস)][আল-আ'মাশ][ইবরাহীম][আলকামাহ ও আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ][আবূ মাসউদ আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]► বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

১৩২৬. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: কুরআন মুখস্থ করে ভুলে যাওয়া এবং কেউ কি বলতে পারে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি?) হা/৫০৩৯, মুসলিম ৭৯০, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৮০৪২। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

১৩২৭. সূরাহ কাহাফ, ১৮ঃ ২৪।

" الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ "

যে ব্যক্তি রাতের বেলা সূরাহ বাকারার শেষ দুটি আয়াত তিলাওয়াত করে তার জন্যে তা যথেষ্ট।[১৩২৮] কুতুবুস সিত্তার সকল সংকলকই উক্ত উপরোক্ত রাবী আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ থেকে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইবনু মাজাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তা আবার উপরোক্ত রাবী আলকামা থেকে বর্ণনা করেছেন।[১৩২৯]

১৫০. (সহীহ): [দ্বিতীয় হাদীস] যা তিনি ﴿যুহরীর হাদীস থেকে﴾ তিনি উরওয়াহ থেকে﴾ আল-মিসওয়ার ও আবদুর রহমান বিন আবদুল কারী﴾ উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)﴾ বলেন, একবার আমি হিশাম বিন হাকীম বিন হিযামকে সুরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনলাম.....।[১৩৩০] অতঃপর তিনি তার বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসের বাকীটুকু বর্ণনা করেছেন। ইতোপূর্বে তা বর্ণিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা বর্ণিত হবে।

১৫১. (সহীহ): [তৃতীয় হাদীস] ﴿হিশাম বিন উরওয়াহ এর হাদীস থেকে﴾ তিনি তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)﴾ আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)﴾ বলেন,

" سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: "يَرْحَمُهُ اللهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً، كُنْتُ أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا "

একবার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক লোককে রাতের বেলা মসজিদে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনে বললেন, আল্লাহ তাকে অনুগ্রহ করুন। সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আমি সেগুলো অমুক সূরাহ হতে ভুলে গিয়েছিলাম।[১৩৩১]

এভাবেই বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (হজ্জের সময়ে) উপত্যকা ভূমিতে দাঁড়িয়ে কংকর নিক্ষেপ করার সময় বলতেন, এ স্থানে সূরাহ বাকারা নাযিল হয়েছিল। পূর্বসূরী কোন কোন ফকীহ অবশ্য বলেছেন, কোন সূরাকে নির্দিষ্ট কোন নামে অভিহিত করা মাকরূহ। বরং কোন সুরাকে বুঝাতে হলে বলতে হবে, যে সুরায় অমুক অমুক আয়াত রয়েছে সেই সুরা। তাদের অভিমতের সমর্থনে তারা ইতোপূর্বে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন।

১৫২. ﴿ইয়াযীদ আল-ফারিসী﴾ ইবনু আব্বাস﴾ উসমান বিন আফফান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)﴾ বলেন,

" إذا نزل شيء من الْقُرْآنِ يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اجْعَلُوا هَذَا فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا "

কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন, যে সুরায় অমুক অমুক আয়াত রয়েছে তা সেই সূরার অন্তর্ভুক্ত কর।[১৩৩২] এতে অবশ্য সন্দেহ নেই যে উপরোক্ত পথই অধিকতর শ্রেয়। তবে পূর্ব বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়, সূরাসমূহকে বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত করা বৈধ ও অনুমোদিত। আর এ ব্যবস্থাই বর্তমান যামানায় সাধারণ ও ব্যাপক ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কুরআনের সূরাসমূহ বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকে।

১৩২৮. বুখারী (পর্বঃ ফাদাইলে কুরআন, অধ্যায়ঃ যারা সূরাহ বাকারাহ বা অমুক অমুক সূরাহ বলাতে দোষ মনে করেন না।) হা/৫০৪০, মুসলিম ৮০৮। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১৩২৯. বুখারী (পর্বঃ মাগাযী, অধ্যায়ঃ বদর যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশগ্রহণ) হা/৪০০৮, ৫০০৮, ৫০৫১, মুসলিম ৮০৭, ৮০৮, আবূ দাউদ ১৩৯৭, তিরমিযী ২৮৮১, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৮০১৮, ৮০১৯, ইবনু মাজাহ ১৩৬৮, ১৩৬৯।

১৩৩০. ৬৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৩১. বুখারী (পর্বঃ ফাদাইলে কুরআন, অধ্যায়ঃ যারা সূরাহ বাকারাহ বা অমুক অমুক সূরাহ বলাতে দোষ মনে করেন না।) হা/৫০৪২। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১৩৩২. ৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

তারতীল সহকারে (ধীরে ধীরে) কুরআন তিলাওয়াত

আল্লাহ তাআলা বলেন, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا **"আর তুমি কুরআন মাজীদ মন্থরগতিতে তিলাওয়াত কর"**।[১৩৩৩] আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ **"আর আমি এরূপে কুরআন নাযিল করেছি যেন তুমি তা থেমে থেমে ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করে লোকদেরকে শুনাতে পার"**।[১৩৩৪] ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, فَرَقْنَاهُ অর্থাৎ আমি তার বিষয়বস্তুসমূহ বিশদরূপে বর্ণনা করেছি। তাই কুরআন মাজীদ ছন্দোবদ্ধ বাক্যের ন্যায় তিলাওয়াত করায় কোন অসুবিধা নেই।

১৫৩. (স্বহীহ): ∝{আবুন নু'মান}⪤{মাহদী বিন মায়মূন}⪤{ওয়াসিল}⪤{আবূ ওয়াইল}⪤{আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)}∞ (আবু ওয়াইল) বলেন,

غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ، فَقَالَ: هَذًّا كهذِّ الشِّعْرِ، إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ، وَإِنِّي لَأَحْفَظُ الْقِرَاءَاتِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثمان عَشَرَةَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم

একবার আমরা সকাল বেলায় আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট গেলাম। এক ব্যক্তি বলল, গত রাতে আমি মুফাস্স্বাল সূরাহ তিলাওয়াত করেছি। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, তোমার তিলাওয়াত আমি শুনেছি। তুমি কুরআন মাজীদকে ছন্দোবদ্ধ বাক্যের ন্যায় তিলাওয়াত করবে। পরস্পর পাশাপাশি সন্নিহিত যে সকল সূরাহ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিলাওয়াত করতেন তা আমি নিশ্চয় স্মরণে রেখেছি। সেগুলো হচ্ছে আঠারটি মুফাস্স্বাল সূরাহ এবং হা মীম শ্রেণির দুটি সুরা।[১৩৩৫] ইমাম মুসলিম উপরোক্ত হাদীস্ব ∝{শায়বান বিন ফাররূখ}⪤{মাহদী বিন মায়মূন}⪤{ওয়াসিল বিন হায়্যান আল-আহদাব}⪤{আবূ ওয়াইল শাকীক বিন সালামাহ}⪤{ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)}∞ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[১৩৩৬]

১৫৪. (স্বহীহ লি গায়রিহি): ইমাম আহমাদ বলেন, ∝{কুতায়বাহ}⪤{ইবনু লাহীআহ}⪤{হারিস্ব বিন ইয়াযীদ}⪤{যিয়াদ বিন নুআয়ম}⪤{মুসলিম বিন মিখরাক}⪤{আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)}∞ (মুসলিম বিন মিখরাক) বলেন,

أنه ذكر لها أن ناسا يقرؤون الْقُرْآنَ فِي اللَّيْلِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَتْ: أولئك قرؤوا ولم يقرؤوا، كُنْتُ أَقُومُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ التَّمَامِ، فَكَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءِ، فَلَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا تَخَوُّفٌ إِلَّا دَعَا اللَّهَ وَاسْتَعَاذَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا اسْتِبْشَارٌ إِلَّا دَعَا اللهَ وَرَغِبَ إِلَيْهِ

একবার আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে জানানো হল, কিছু লোক সম্পূর্ণ কুরআন এক রাতে একবার বা দুবার তিলাওয়াত করে। এতে তিনি বললেন, তারা পড়লেও পড়েনি। (অর্থাৎ তিলাওয়াত করেনি) আমি সারারাত নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সালাত আদায় করতাম। তিনি (কখনও কখনও) সূরাহ বাকারা সূরাহ আলে ইমরান এবং সূরাহ নিসা তিলাওয়াত করতেন। সতর্কীকরণমূলক যে কোন আয়াত তিলাওয়াত করে তিনি অবশ্যই আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করতেন এবং তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। পক্ষান্তরে সুসংবাদমূলক যে কোন আয়াত তিলাওয়াত করে তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করতেন এবং তাঁর নৈকট্য কামনা করতেন।[১৩৩৭]

১৩৩৩. সূরাহ মুযযাম্মিল, ৭৩ঃ ৪।

১৩৩৪. সূরাহ ইসরা, ১৭ঃ১০৬।

১৩৩৫. বুখারী (পর্বঃ ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়ঃ তারতীল সহকারে কুরআন তিলাওয়াত) হা/৫০৪৩।

১৩৩৬. মুসলিম ৮২২।

১৩৩৭. আহমাদ ২৪০৮৮। সানাদটি মুসলিম বিন মাখরাক্বের অবস্থা অজ্ঞাত ও ইবনু লাহীআহর কারণে সানাদটি দুর্বল। কিন্তু হাদীস্বটি তার শাহিদ এর ভিত্তিতে স্বহীহ। তাহক্বীকঃ স্বহীহ লি গায়রিহি।

১৫৫. (সহীহ): [দ্বিতীয় হাদীস] ◊{কুতায়বাহ}{জারীর}{মূসা বিন আবূ আয়িশাহ}{সাঈদ বিন জুবায়র}{ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}◊ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ **"তুমি তাড়াতাড়ি ওয়াহী আয়ত্ত করার জন্য তোমার জিভ নাড়াবে না"।**[১৩৩৮] আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ.

জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) যখন ওহী নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আগমন করতেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন স্বীয় জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় নাড়িয়ে তা তিলাওয়াত করতেন। এতে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়তেন।[১৩৩৯] অতঃপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উল্লেখিত হয়েছে। শীঘ্রই তা বর্ণিত হবে।

উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীস এবং এর পূর্বে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদ আস্তে আস্তে তিলাওয়াত করা শরীআতের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। কুরআন অত্যন্ত দ্রুত তিলাওয়াত করা শরীআতের নিকট কাম্য ও অভিপ্রেত নয়। বরং শরীআত তা ধীরগতিতে তিলাওয়াত করতে এবং সে সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে ও সেখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ

"এটি একটি কল্যাণময় কিতাব তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি যাতে তারা এর আয়াতগুলোর প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে"।[১৩৪০]

১৫৬. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ◊{আবদুর রহমান}{সুফইয়ান}{আসিম}{যির বিন হুবায়শ}{আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}◊ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وارْقَ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها"

কুরআন তিলাওয়াতকারী ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন বলা হবে– তুমি তিলাওয়াত করতে থাক আর উপরে উঠতে থাক। তুমি দুনিয়াতে যেরূপ ধীরগতিতে তিলাওয়াত করতে সেরূপ ধীরগতিতে তিলাওয়াত কর। তুমি যে স্তরে পৌঁছে সর্বশেষ আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাই হবে তোমার বাসস্থান।[১৩৪১]

আবূ উবায়দ বলেন, ◊{জারীর}{মুগীরাহ}{ইবরাহীম}{আলকামাহ}{আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}◊ (ইবরাহীম) বলেন, একদা আলকামাহ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে শুনালেন। তিনি তা দ্রুতগতিতে তিলাওয়াত করছিলেন। আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্যে কুরবান হক! তুমি কুরআন মজীদ মন্থর গতিতে পড়বে। কারণ, কুরআন মজীদ সৌন্দর্যময় শ্রুতি মাধুর্যময় ও আকর্ষণীয় করে নাযিল করা হয়েছে। রাবী বলেন, আলকামা ছিলেন আকর্ষণীয় সুমধুর সূরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াতকারী। ◊{ইসমাঈল বিন ইবরাহীম}{আয়্যুব}{আবূ জামরাহ}{ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)}◊ (আবূ হামযাহ) বলেন, একদা আমি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললাম, আমি কুরআন মাজীদ দ্রুতগতিতে তিলাওয়াত করে থাকি। আমি তিন দিনে সমগ্র কুরআন মজীদ একবার তিলাওয়াত করে থাকি। এতে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, তুমি যেরূপে তিলাওয়াত করে থাক বলে দাবী করছ সেরূপে তিলাওয়াত করা অপেক্ষা

১৩৩৮. সূরাহ কিয়ামাহ, ৭৫ঃ ১৬।

১৩৩৯. বুখারী (পর্বঃ ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়ঃ তারতীল সহকারে কুরআন তিলাওয়াত) হা/৫০৪৪। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১৩৪০. সূরাহ স্বাদ, ৩৮ঃ ২৯।

১৩৪১. আবূ দাউদ (পর্বঃ সালাত, অধ্যায় তারতীল সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব) হা/১৪৬৪, তিরমিযী ২৯১৪, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৮০৫৬, ইবনু আবী শায়বাহ ১০/৪৯৮, ইবনু হিব্বান ৭৬৬, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১৪২৬, আত তা'লীকাতুল হিসান আলা সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৬৩, রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন [illegible], সহীহ ও যঈফ আল-জামি' ১৪০৮২, সহীহ আল-জামি' ৮১২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

ধীরগতিতে এক রাত্রিতে মাত্র সূরাহ বাকারা তিলাওয়াত করা এবং এর আয়াতসমূহ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করা আমার নিকট নিশ্চয় অধিকতর প্রিয় ও পছন্দনীয়। ইমাম আবূ উবায়দ আরও বলেন, ○{হাজ্জাজ}{শু'বাহ ও হাম্মাদ বিন সালামাহ}{আবূ জামরাহ}{ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)}○ সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য উক্ত রিওয়ায়াত 'তুমি যেরূপে তিলাওয়াত করে থাক বলে দাবী করছ সেরূপে তিলাওয়াত করা অপেক্ষা' এ কথাটির স্থলে 'কুরআন মজীদ দ্রুত পড়ে যাওয়া অপেক্ষা' কথাটি উল্লেখিত হয়েছে।

কুরআনের অক্ষর টেনে পড়া

১৫৭. (সহীহ): ইমাম বুখারী বলেন, ○{মুসলিম বিন ইবরাহীম}{জারীর বিন হাযিম আল-আযদী}{কাতাদাহ}{আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)}○ (কাতাদাহ) বলেনঃ

سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَانَ يَمُدُّ مَدًّا

একদা আমি আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কিরাআত সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদ্দ এর সাথে তিলাওয়াত করতেন।[১৩৪২] সুনান এর সংকলকগণও উপরোক্ত রাবী জারীর বিন হাযিম থেকে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে তা বর্ণনা করেছেন।[১৩৪৩]

১৫৮. (সহীহ): ○{আমর বিন আসিম}{হাম্মাম}{কাতাদাহ}{আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)}○ (কাতাদাহ) বলেন,

سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَتْ مَدًّا، ثُمَّ قَرَأَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. يَمُدُّ بِسْمِ اللهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ.

একদা আনাস বিন মালিক এর নিকট জিজ্ঞেস করা হল: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কিরাত কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, তা ছিল মদ্দ এর সাথে সম্পন্ন কিরাআত। অতঃপর আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ তিলাওয়াত করেন। এতে তিনি اللهِ শব্দের 'লাম', الرَّحْمَنِ শব্দের 'মীম' এবং الرَّحِيمِ শব্দের 'হা' টেনে পড়েন। উক্ত রিওয়ায়াতটি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে উপরোক্ত মাধ্যমে শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।[১৩৪৪]

১৫৯. ইমাম আবু উবায়দ প্রায় অনুরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। ○{আহমাদ বিন উসমান}{আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক}{লায়স বিন সা'দ}{ইবনু আবী মুলায়কাহ}{ইয়া'লা বিন মামলাক}{উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)}○

أَنَّهَا نَعَتَتْ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কিরআতের পরিচয় এরূপে দিয়েছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিটি অক্ষর পৃথকভাবে সুস্পষ্ট ও সুবোধ্য করে সুন্দররূপে উচ্চারণ করতেন।[১৩৪৫] অর্থাৎ তিনি একটি অক্ষরের উচ্চারণকে আরেকটি অক্ষরের উচ্চারণের মধ্যে এরূপ প্রবিষ্ট করে দিতেন না, যার ফলে অক্ষরের উচ্চারণ অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ ○{ইয়াহইয়া বিন ইসহাক ও আবূ দাউদ}{ইয়াযীদ বিন আবী খালিদ আর রামলী}{লায়স বিন সা'দ}○ এর সূত্রে এবং ○{ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ}{কুতায়বাহ}{লায়স বিন সা'দ}○ এর সূত্রে

১৩৪২. বুখারী ৫০৪৫, ৫০৪৬, আবূ দাউদ ১৪৬৫, শামাইলে তিরমিযী ৩০৮, ইবনু মাজাহ ১৩৫৩ ইবনু সাঈদ ১/৩৭৬, ইবনু হিব্বান ৬৩১৭, মুসনাদ আবূ ইয়া'লা ২৯০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৩৪৩. আবূ দাউদ ১৪৬৫, শামাইলে তিরমিযী ৩০৮, ইবনু মাজাহ ১৩৫৩ ইবনু সাঈদ ১/৩৭৬, ইবনু হিব্বান ৬৩১৭, মুসনাদ আবূ ইয়া'লা ২৯০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৩৪৪. বুখারী (পর্বঃ ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়ঃ মদ্দের সাথে কুরআন তিলাওয়াত) হাঃ/৫০৪৬। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১৩৪৫. ফাদাইলুল কুরআন ৭৪ পৃ, মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ১৯১৩৬।

বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান স্বহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর আবূ উবায়দ বলেন, ❮ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-উমাবী ➤ইবনু জুরায়জ ➤ইবনু আবী মুলায়কাহ ➤উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)❯ বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم يقطع قراءته؛ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. وَهَكَذَا.

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় কিরা'আতে ওয়াক্‌ফ করতেন। তিনি بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়ে থামতেন। অতঃপর الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ পড়ে থামতেন। অতঃপর الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়ে থামতেন। অতঃপর مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ পড়ে থামতেন। ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী ইবনু জুরায়জ এর হাদীস্র থেকে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীস্র সম্বন্ধে ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্রটি গরীব। তার সানাদ মুত্তাসিল নয়। অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবী মুলায়কাহ তিনি উম্মু সালামাহ থেকে হাদীস্রটি শ্রবণ করেননি। তিনি প্রকৃতপক্ষে ইয়া'লা বিন মামলাক থেকে বর্ণনা করেছেন। যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

তিলাওয়াতের স্বর বিশেষের বারংবার নিঃস্বরণ

১৬০. (স্বহীহ): ❮আদাম বিন আবূ ইয়াস ➤শু'বাহ ➤আবূ ইয়াস ➤বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ -أَوْ جَمَلِهِ- وَهِيَ تَسِيرُ بِهِ، وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ قِرَاءَةً لَيِّنَةً وَهُوَ يُرَجِّعُ

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উষ্ট্রির পিঠে অথবা উটের পিঠে আরোহিত অবস্থায় যখন উষ্ট্রটি চলছিল, তখন আমি তিলাওয়াত করতে দেখেছি। তিনি 'সূরাহ ফাত্‌হ' বা 'সূরাহ ফাত্‌হ'র অংশ বিশেষ অত্যন্ত নরম এবং মধুর ছন্দোময় সুরে পাঠ করছিলেন।[১৩৪৬] উক্ত হাদীস্র 'বাহনারূঢ় অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত' শীর্ষক পরিচ্ছেদে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত হাদীস্র ইমাম বুখারীর। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক সেইরূপে কুরআন মজীদ পঠিত হবার ঘটনা মাক্কা বিজয়ের দিন ঘটেছিল। আলোচ্য হাদীস্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তারজী' (الترجيع) কথা বর্ণিত হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে কোন স্বরকে স্বরনালীতে ঘুরে ফিরে উচ্চারণ করা।

যেমন সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পড়ছিলেন (آآآ) আ আ আ। উক্ত স্বরটি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কুরআন তিলাওয়াত করারকালে উটের গতির কারণে তাঁর পবিত্র কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল। উক্ত হাদীস্র দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যানবাহনে আরূঢ় অবস্থায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে গেলে যদি যানবাহনের গতির কারণে তিলাওয়াতকারীর কণ্ঠে ঐরূপ ধ্বনি বা স্বর উৎপন্ন হয়, তথাপি যানবাহনে আরূঢ় অবস্থায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা জায়েয ও শরীআতসম্মত। এরূপ অবস্থায় তিলাওয়াতকারীর কণ্ঠে যেহেতু তার অনিচ্ছায় এরূপ ধ্বনি বা স্বর উৎপন্ন হয়, তাই তা আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমার্হ। উপরোক্ত ক্ষমার্হ বিষয়টি নিম্নোক্ত ক্ষমনীয় বিষয়টির সমান। যেমন কোন ব্যক্তির বাহণে আরূঢ় থাকা অবস্থায় তা যেদিকেই চলমান থাকুক না কেন সে দিকে মুখ করে নামায আদায় করা তার জন্যে জায়েয ও অনুমোদিত। এরূপ ব্যক্তি নামায বিলম্বিত করলে পরবর্তী সময়ে তা কিবলামুখী হয়ে আদায় করার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পশুপৃষ্ঠে যে কোন দিকে মুখ করে নামায পড়লে তা আদায় হবে। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

১৩৪৬. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: ছন্দময় সুমধুর সুরে পাঠ করা) হা/৫০৪৭। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

সুমধুর আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত

১৬১. (স্বহীহ): মুহাম্মাদ বিন খালাফ আবূ বাকর আবূ ইয়াহইয়া আল-হিম্মানী ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ বুরদাহ তার দাদা আবূ বুরদাহ আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন:

"يَا أَبَا مُوسَى، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ"

"হে আবূ মূসা, তুমি নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নিকট হতে দাউদ (আলাইহিস সালাম) এর বংশধরদের একটি বাঁশি লাভ করেছ।[১৩৪৭] (এর দ্বারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সুমধুর কণ্ঠস্বরের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।) অনুরূপভাবে ইমাম তিরমিযী মূসা বিন আবদুর রহমান আল-কিন্দী তিনি আবূ ইয়াহইয়া আল-হিম্মানী থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ ইয়াহইয়া আল-হিম্মানীর আরেক নাম আবদুল হামীদ বিন আবদুর রহমান। তিনি তাকে হাসান স্বহীহ বলেছেন। ইমাম মুসলিম তালহাহ বিন ইয়াহইয়া বিন তালহাহ এর হাদীস্ব থেকে তিনি আবূ বুরদাহ থেকে তিনি আবূ মূসা এর সূত্রে হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন। ইতোপূর্বে "সুরের সাথে কুরআন তিলাওয়াত" পরিচ্ছেদে সুমধুর কণ্ঠে কুরআন মজীদ তিলায়াওয়াত করা সম্পর্কিত বিষয় বিশদরূপে আলোচিত হয়েছে। এখানে তার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

অপরের মুখে তিলাওয়াত শ্রবণ

১৬২. (স্বহীহ): উমার বিন হাফস্ব বিন গিয়াস্ব আমার পিতা (হাফস্ব বিন গিয়াস্ব) আল-আ'মাশ ইবরাহীম আবীদাহ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন,

"اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ". قُلْتُ: عَلَيْكَ أَقْرَأُ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: "إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي"

আমাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে শুনাও। আমি বললাম: যা আপনার উপর নাযিল হয়েছে তা আপনাকে তিলাওয়াত করে শুনাব? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, অপরের মুখে তা শুনতে আমার নিকট ভাল লাগে।[১৩৪৮] ইমাম ইবনু মাজাহ ব্যতীত কুতুবুস সিত্তার সকল সংকলকই উক্ত হাদীস্ব উপরোক্ত রাবী আ'শাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তার আলোচনা দীর্ঘ। ইমাম মুসলিম যা বর্ণনা করেছেন তা ইতোপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে:

১৬৩. (স্বহীহ): তালহাহ বিন ইয়াহইয়া বিন তালহাহ এর হাদীস্ব থেকে আবূ বুরদাহ আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে একদিন বললেন,

"يَا أَبَا مُوسَى، لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ". فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَسْتَمِعُ قِرَاءَتِي لَحَبَّرْتُهَا لَكَ تَحْبِيرًا.

হে আবূ মূসা, গত রাত্রিতে আমি যে মনোযোগ সহকারে তোমার কিরাআত শুনেছি তা যদি তুমি দেখতে! আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, 'আল্লাহর কসম! যদি আমি জানতে পারতাম যে, আপনি আমার কিরাআত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করছেন তবে আমি তা আপনার জন্য যথাসম্ভব মধুর ধ্বনি ও আকর্ষণীয় বানাতাম।'[১৩৪৯] আবূ সালামাহ থেকে যুহরী বর্ণনা করেছেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে দেখলে বলতেন, 'হে আবূ মূসা! আমাদেরকে আমাদের রব্ব এর স্মরণ করিয়ে দাও।' এতে আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে শুনাতেন। আবূ উস্বমান আন নাহদী বলেন, আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নামাযে

১৩৪৭. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা) হা/৫০৪৮, মুসলিম ৭৯৩, তিরমিযী ৩৮৫৫, ইবনু হিব্বান ৭১৯৭। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১৩৪৮. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: অপরের মুখে তিলাওয়াত শ্রবণ) হা/৫০৪৯। বুখারী ৪৫৮২, ৫০৫০, ৫০৫৬, মুসলিম ৮০০, আবূ দাউদ ৩৬৬৮, তিরমিযী ৩০২৮, আহমাদ ৩৫৪০, মুস্বান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১০/৫৬৩, ইবনু হিব্বান ৭৩৫, মুসনাদ আল-হুমায়দী ১০১, তাবারানী ৮৪৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৩৪৯. (১১৪ নং হাদীস্ব দ্রষ্টব্য)।

আমাদের ইমামতী করতেন। যদি আমি বলি যে, আমি কোন দিন তার কণ্ঠস্বর অপেক্ষা অধিকতর মধুর কোন সেতার বা সারিন্দা অথবা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্রের সুর শ্রবণ করিনি (তা সত্যের অপলাপ হবে না।)

তিলাওয়াতকারীকে থামতে বলা

১৬৪. (সহীহ): ০[মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ][সুফইয়ান][আল-আ'মাশ][ইবরাহীম][আবীদাহ][আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ বলেন,

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْرَأْ عَلَيَّ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: "نَعَمْ"، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} [النِّسَاءِ: ٤١]، قَالَ: "حَسْبُكَ الْآنَ" [فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ]

একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, 'আমাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে শুনাও।' আমি বললাম: আপনার উপর যা নাযিল হয়েছে তা আপনাকে তিলাওয়াত করে শুনাব? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ। তখন আমি তাঁকে সূরাহ নিসা শুনাতে লাগলাম। আমি فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا **"সুতরাং তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য হতে এক একজনকে সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকেও হাজির করব তাদের উপর সাক্ষ্য দানের জন্য।"** [১৩৫০] আয়াতটি তিলাওয়াত করা শেষ করলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, থামো। আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে দরদর করে অশ্রু গড়াচ্ছে।[১৩৫১] ইমাম ইবনু মাজাহ ব্যতীত কুতুবুস সিত্তার সকল সংকলকই উক্ত হাদীস্র আ'মাশ হতে বর্ণনা করেছেন।

১৬৫. (সহীহ): অন্য এক হাদীস্রে বর্ণিত হয়েছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"اقرؤوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا"

যতক্ষণ তোমাদের মন কুরআন মজীদের তিলাওয়াত সাগ্রহে গ্রহণ করে তোমরা তা ততক্ষণ তিলাওয়াত করো। তোমাদের মন তার তিলাওয়াত গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয়ে গেলে তার তিলাওয়াত স্থগিত রাখ।[১৩৫২]

কতদিনে কুরআন খতম ডওম? আল্লাহ তাআলা বলেন, فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ "অতঃপর তা হতে যতটুকু পার তিলাওয়াত কর"।[১৩৫৩]

০[আলী][সুফইয়ান][বলেন, (আবদুল্লাহ) ইবনু শুবরুমাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)]০ আমাকে বললেন, নামাযে কুরআন মজীদের কতটুকু তিলাওয়াত করা একটি লোকের জন্যে যথেষ্ট তদ্বিষয়ে আমি চিন্তা করেছি। তিন আয়াত হতে কম আয়াতবিশিষ্ট কোন সূরাহ আমি পাইনি। আমি (সুফিয়ান) বললাম, নামাযে তিন আয়াতের কম তিলাওয়াত করা কারও জন্যে ঠিক নয়।

১৩৫০. সূরাহ নিসা, ৪: ৪১।

১৩৫১. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত শোনার পর শ্রোতার মন্তব্য 'তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট') হা/৫০৫০। বুখারী ৪৫৮২, ৫০৫৬, মুসলিম ৮০০, আবূ দাউদ ৩৬৬৮, তিরমিযী ৩০২৮, আহমাদ ৩৫৪০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১০/৫৬৩, ইবনু হিব্বান ৭৩৫, মুসনাদ আল-হুমায়দী ১০১, তাবারানী ৮৪৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৩৫২. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: যতক্ষণ মন চায় কুরআন তিলাওয়াত করা) হা/৫০৬০, ৫০৬১।

১৩৫৩. সূরাহ মুযযাম্মিল, ৭৩: ২০।

১৬৬. (সহীহ): ❮আবূ সুফইয়ান❯❮মানসূর❯❮ইবরাহীম❯❮আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ❯❮আলকামাহ (বিন কায়স)❯❮আবূ মাসউদ (উকবাহ বিন আমির) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ (আলকামাহ) বলেন, আবূ মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন তখন আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উক্তি উল্লেখ করে বলেন,

أَنَّ مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

যে ব্যক্তি রাত্রে সূরাহ বাকারার শেষ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করবে তার জন্যে তা যথেষ্ট হবে।[১৩৫৪] ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, উক্ত হাদীস্র ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তক বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী অন্যত্র[১৩৫৫] আলকামাহ ও আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ উভয়ে আবূ মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর এই সানাদও সহীহ, কেননা আবদুর রহমান প্রথমে আলকামাহ থেকে হাদীস্রটি শ্রবণ করেছেন পরে আবূ মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন তখন তিনি তার সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি উক্ত হাদীস্রটি তাকে শুনিয়েছেন। সানাদে আলী হচ্ছেন: আলী ইবনুল মাদীনী। আর তার শায়খ (উসতায) সুফইয়ান বিন উওয়ায়নাহ, তাকে আবদুল্লাহ বিন শুবরুমাহ যা বলেছেন, তিনি ছিলেন তার যামানায় কূফার একজন বিজ্ঞ ফকীহ। তার উপরোল্লিখিত অভিমতগুলো সুচিন্তিত অভিমত বটে। সুনান সংকলনে বর্ণিত হয়েছে যে:

১৬৭. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

" لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَثَلَاثِ آيَاتٍ "

সূরাহ ফাতিহা এবং অন্য তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করা ব্যতীত নামায হয় না।[১৩৫৬] কিন্তু আবু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীস্র অধিকতর সহীহ ও বিখ্যাত। তবে বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদের শিরোনামের সাথে তার সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না বরং তার সাথে সুফিয়ান বিন উয়াইনার অভিমতের সম্পর্ক সুস্পষ্ট সুপরিজ্ঞেয়।

১৬৮. (সহীহ): [দ্বিতীয় হাদীস্র] ❮মূসা বিন ইসমাঈল❯❮আবূ আওয়ানাহ❯❮মুগীরাহ❯❮মুজাহিদ❯❮আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ বলেনঃ

أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ، فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كِنَّتَه فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَتَقُولُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَتَيْنَاهُ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "الْقَنِي بِهِ"، فَلَقِيتُهُ بَعْدُ، فَقَالَ: "كَيْفَ تَصُومُ؟". قُلْتُ: كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: "وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟". قُلْتُ: كُلَّ لَيْلَةٍ. قَالَ: "صُمْ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً، وَاقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ". قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ". قُلْتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذلك. قال: "أفطر يومين وصوم يَوْمًا". قُلْتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ، صِيَامَ يَوْمٍ وَإِفْطَارَ يَوْمٍ، وَاقْرَأْ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً"، فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! وَذَلِكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ، فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السَّبْعَ مِنَ الْقُرْآنِ

১৩৫৪. বুখারী (পর্বঃ ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: কতটুকু সময়ে কুরআন খতম করা যায়?) হা/৫০৫১। তাহকীকঃ সহীহ। দ্রষ্টব্য: ১৪৯ নং হাদীস্রে পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

১৩৫৫. (১৪৯ নং হাদীস্রে)

১৩৫৬. আল-হাফিয ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি এই শব্দে সুনান চতুষ্টয়ে হাদীস্রটি পায়নি। বরং হাদীস্রটি অন্যত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছে: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد এবং ইবনু আদী তার 'আল-কামিল' (৫/২৯) এর মাঝে উল্লেখ করেছেন, ❮উমার বিন ইয়াযীদ আল-মাদাইনী❯❮আতা'❯❮ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ থেকে মারফূ' সূত্রে "لا تجزئ في المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا" শব্দে বর্ণিত হয়েছে। সানাদে মাদাইনী সম্পর্কে ইবনু আদী তার সম্পর্কে মুনকারুল হাদীস্র বলে উল্লেখ করেছেন।

بِالنَّهَارِ وَالَّذِي يَقْرَأُ يَعْرِضُهُ بِالنَّهَارِ لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ عَلَيْهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي ثَلَاثٍ وَفِي خَمْسٍ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعٍ"

আমার পিতা আমাকে সম্ভ্রান্ত পরিবারে একটি মহিলার সাথে বিবাহ দিলেন। তিনি স্বীয় পুত্রবধুর খোঁজ খবর নিতেন। তিনি তার নিকট আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। আমার স্ত্রী আমার সম্বন্ধে বলত– লোকটি বড়ই ভালো তবে কথা এই যে, সে তার নিকট আমার আগমনের পর হতে এই পর্যন্ত কোন দিন না আমার শয্যাসঙ্গী হয়েছে, আর না আমার সাথে নির্জনে একটু সময় কাটিয়েছে। আমার পিতা দীর্ঘদিন ধরে পুত্রবধুর নিকট হতে আমার বিরুদ্ধে উপরোক্তরূপ অনুযোগ শুনার পর একদা তৎসম্বন্ধে নবী (ﷺ) কে অবহিত করেন। নবী (ﷺ) বললেন, তাকে নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করিও। আমি নবী (ﷺ) এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে সিয়াম পালন করে থাকো। আমি বললাম, আমি প্রতিদিন সিয়াম পালন করি। নবী (ﷺ) বললেন, তুমি কুরআন মজীদ কিভাবে খতম করে থাকো। আমি বললাম, আমি প্রতি রাত্রিতে একবার সমগ্র কুরআন মাজীদ খতম করে থাকি। নবী (ﷺ) বললেন, প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করিও এবং প্রতি মাসে একবার করে কুরআন মজীদ খতম করো। আমি বললাম, আমি তা অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যায় সিয়াম পালন করতে পারি এবং অধিকতর পরিমাণে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে পারি। নবী (ﷺ) বললেন, তুমি প্রতি মাসে দিনে তিনটি করে সিয়াম পালন করবে। আমি বললাম আমি তা অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে ইবাদত করতে পারি। নবী (ﷺ) বললেন, প্রতি তিন দিনের তৃতীয় দিনে রোজা রাখিও। আমি বললাম আমি তা অপেক্ষা অধিকতর ইবাদত করতে পারি। নবী (ﷺ) বললেন, সিয়াম পালন করার পন্থা হল: একদিন পর একদিন সিয়াম পালন করা। তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে একবার করে কুরআন মজীদ খতম করো। আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, আহা! যদি আমি নবী (ﷺ) কর্তৃক সর্বপ্রথম প্রদত্ত অনুমতিকে বরণ করে নিতাম তবে কতো ভালো হতো। কারণ, আমি এখন বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েছি। বৃদ্ধ অবস্থায় তিনি স্বীয় পরিবারের জনৈক সদস্যকে দিনের বেলায় কুরআন মজীদের এক সপ্তমাংশ তিলাওয়াত করে শুনাতেন। প্রথম জীবনে রাত্রিতে কুরআন মজীদ যতটুকু তিনি তিলাওয়াত করতেন বৃদ্ধাবস্থায় দিনের বেলায় ততটুকু তিলাওয়াত করে শুনাতেন যাতে রাত্রিতে তিনি কম ক্লান্ত হন। আর যখন তিনি বেশী দুর্বল হয়ে পড়েন তখন তিনি শক্তি সঞ্চয় হলে নির্ধারিত সংখ্যক দিনগুলোতে রোজা রাখতেন যাতে নবী করীম (ﷺ) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ লঙ্ঘিত না হয়। কেউ কেউ বলেন, প্রতি তিন দিনে একবার করে সমগ্র কুরআন মজীদের তিলাওয়াত সম্পন্ন করা সমীচীন। কেউ কেউ বলেন, প্রতি পাঁচ দিনে একবার করে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত সম্পন্ন করা সমীচীন। তবে অধিকাংশ ফিকাহবিদ বলেন, প্রতি সাত দিনে একবার করে কুরআন মজীদ খতম করা সমীচীন।[১৩৫৭] ইমাম বুখারী উপরোক্ত হাদীস্ব সিয়াম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়ী তা {বুনদার}{গুনদার}{শু'বাহ}{মুগীরাহ} এর সূত্রে এবং হুসায়ন এর হাদীস্ব তারা উভয়ে মুজাহিদ থেকে অনুরূপ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।

১৩৫৭. বুখারী (পর্বঃ ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: কতটুকু সময়ে কুরআন খতম করা যায়?) হা/৫০৫২, মুসলিম ১১৫৯, আবূ দাঊদ ১৩৮৮-১৩৯১, তিরমিযী ৩১২৮, ইবনু খুযায়মাহ ২১০৬, ইবনু হিব্বান ৩৫৭১, মুসনাদ আত ত্বায়ালাসী ২২৫৫, মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক ৭৮৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৬৯. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ তারা সকলে {ইয়াহইয়া বিন আবী কাসীর এর হাদীস্র থেকে}{মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান}{আবূ সালামাহ}{আবদুল্লাহ বিন আমর} (মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান) বলেন, আমার মনে পড়ে আবূ সালামাহ আমার নিকট আবদুল্লাহ বিন আমর হতে নিম্নরূপ বর্ণনা প্রদান করেছেন, আব্দুল্লাহ বিন আমর বলেন যে, একদা নবী আমাকে বলেন,

"اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ". قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ: "فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ"

তুমি প্রতি মাসে একবার করে সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করো। আমি বললাম, আমি তার অধিক তিলাওয়াতের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তির অধিকারী। নবী বলেন, তবে তুমি প্রতি সপ্তাহে একবার করে কুরআন মজীদ খতম করো। তদপেক্ষা অতিরিক্ত তিলাওয়াত করো না।[১৩৫৮] উক্ত হাদীস্র দ্বারা বাহ্যত প্রমাণিত হয় যে, এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে কুরআন মাজীদ খতম করা নিষিদ্ধ।

১৭০. ইমাম আবু উবায়দ কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস্র দ্বারাও তা প্রমাণিত হয়। {হাজ্জাজ, উমার বিন তারিক ও ইয়াহইয়া বিন বুকায়র}{ইবনু লাহীআহ}{হিব্বান বিন ওয়াসি'}{তার পিতা (ওয়াসি')}{কায়স বিন স্বা'স্বাআহ} একদা তিনি রাসূলুল্লাহ এর নিকট বললেন,

"يَا رَسُولَ اللهِ، فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ: "فِي كُلِّ خَمْسَ عَشْرَةَ". قَالَ: إِنِّي أَجِدُ فِيَّ أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: "فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ"

হে আল্লাহর রাসূল! আমি কতদিনে সমগ্র কুরআন মাজীদ একবার খতম করবো? নবী বললেন, প্রতি পনের দিনে একবার। কায়স বললেন, আমি তা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করতে সমর্থ। রাসূলুল্লাহ বললেন, তবে প্রতি জুমুআহ'য় (সপ্তাহে) একবার।[১৩৫৯]

{হাজ্জাজ}{শু'বাহ}{মুহাম্মাদ বিন যাকওয়ান}{আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ}{বলেন, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ} রমযান মাস ব্যতীত অন্য সময়ে প্রতি সপ্তাহে একবার করে কুরআন মজীদ খতম করেন। {হাজ্জাজ}{শু'বাহ}{আয়্যুব}{আবূ কিলাবাহ}{আবূ মাহলাব}{বলেন, উবাই বিন কা'ব} প্রতি আট দিনে একবার করে এবং তামীম আদ দারী প্রতি সাত দিনে একবার করে কুরআন মাজীদ খতম করতেন। {হুশায়ম}{আল-আ'মাশ}{ইবরাহীম} থেকে বর্ণিত, তিনি প্রত্যেক সপ্তাহে একবার পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। {জারীর}{মানসূর}{ইবরাহীম} বলেন, আসওয়াদ প্রতি ছয়দিনে একবার করে এবং আলকামা প্রতি পাঁচ দিনে একবার করে কুরআন মাজীদ খতম করতেন।

উল্লেখিত রিওয়ায়াত দ্বারা যা প্রমাণিত হয় তা সুস্পষ্ট। কিন্তু অন্যান্য হাদীস্র দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উল্লেখিত রিওয়ায়াতে বর্ণিত সময় অপেক্ষা স্বল্পতর সময়েও সমগ্র কুরআন মাজীদ খতম করা যায়। যেমন ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন:

১৭১. {হাসান}{ইবনু লাহীআহ}{হিব্বান বিন ওয়াসি'}{তার পিতা (ওয়াসি')}{সা'দ ইবনুল মুনযির আল-আনসারী} বলেন, একদা তিনি নবী এর নিকট বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي ثَلَاثٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: فَكَانَ يَقْرَؤُهُ حَتَّى تُوُفِّيَ

হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তিন দিনে একবার করে সমগ্র কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করবো? নবী বললেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন যে, সা'দ আমৃত্যু উপরোক্ত নিয়মে কুরআন

১৩৫৮. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: কতটুকু সময়ে কুরআন খতম করা যায়?) হা/৫০৫৩, মুসলিম ১১৫৯, আবূ দাউদ ১৩৮৮। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১৩৫৯. ফাদাইলুল কুরআন ৮৭ পৃ, মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ১৫২৭০, ।

মাজীদ তিলাওয়াত করেছেন।[১৩৬০] উক্ত হাদীস্বের সানাদ অত্যন্ত শক্তিশালী। তার অন্যতম রাবী হাসান বিন মুসা আশয়াব একজন বিশ্বস্ত রাবী। তার মর্যাদা সর্বজনস্বীকৃত। কুতুবুস সিত্তার সংকলকগণ তার মাধ্যমে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। অপর এক রাবী ইবনু লাহীআর মধ্যে অবশ্য দুটি ত্রুটি ছিল ১) তাদলীস (التدليس) অর্থাৎ হাদীস্ব বর্ণনায় বর্ণনাকারীর স্বীয় উস্তাদের নাম উহ্য রাখা ও তদস্থলে উস্তাদের পূর্ববর্তী রাবীর নাম উল্লেখ করা এবং বর্ণনাকারী সরাসরি তার নিকট সংশ্লিষ্ট হাদীস্বটি শুনেছেন বলে ধারণা দেয়া ২) স্মৃতি শক্তির দুর্বলতা তবে উপরোক্ত হাদীস্বের বর্ণনায় তিনি স্পষ্ঠভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হাব্বান বিন ওয়াসি'র নিকট তা শ্রবণ করেছেন। ইবনু লাহীআহ মিশরের তৎকালীন একজন শীর্ষস্থানীয় আলিম ছিলেন। তাঁর উস্তাদ হিব্বান বিন ওয়াসি' বিন হিব্বান এবং তার তার পিতা উভয়েই নেককার মুসলমান ছিলেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আবূ উবায়দ বলেন, ◦[ইবনু বুকায়র][ইবনু লাহীআহ][হিব্বান বিন ওয়াসি'][তার পিতা ওয়াসি' বিন হিব্বান][সা'দ ইবনুল মুনযির আল-আনসারী]◦ একদা তিনি নাবী এর নিকট বললেন,

"يَا رَسُولَ اللهِ، أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي ثَلَاثٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِنِ اسْتَطَعْتَ"

হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রতি তিন দিনে একবার করে সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করব। নবী বললেন, হ্যাঁ, যদি তোমার শক্তিতে কুলায়।[১৩৬১] রাবী বলেন, সা'দ আমরণ উপরোক্ত নিয়মে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করেছেন।

১৭২. আবূ উবায়দ বলেন, ◦[ইয়াযীদ][হাম্মাম][কাতাদাহ][ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর][আবদুল্লাহ বিন আমর]◦ বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

" لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ "

তিন দিনের কম সময়ের মধ্যে সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করলে তুমি কুরআন মাজীদের মর্ম উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে না।[১৩৬২] **ইমাম আহমাদ এবং অন্য চারজন সুনান সংকলকও উক্ত হাদীস্ব কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমীযী হাদীস্বটিকে হাসান সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।**

১৭৩. অপর হাদীস্ব আবূ উবায়দ বলেন, ◦[ইউসুফ ইবনুল গারিক][আত তায়্যিব বিন সুলায়মান][আমরাহ বিনতু আবদুর রহমান][আয়িশাহ]◦ বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ

রাসূলুল্লাহ তিন দিনের কমে কুরআন মাজীদ খতম করতেন না।[১৩৬৩] উক্ত হাদীস্ব অন্য কোন মাধ্যমে বর্ণিত হয়নি। তার সনদ দুর্বল। কারণ ইমাম দারাকুতনী তার অন্যতম রাবী তায়্যিব বিন সুলায়মানকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। তা ছাড়া সে মুহাদ্দিসগণের নিকট তেমন পরিচিতও নন। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

১৩৬০. মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ৫৩৪৮, মুসনাদ আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক ৬৭, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১১৭১১, জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান ৪১৫৬। হাদীস্বটি ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইবনুল আসীর তাদের তরজমাহ এর মাঝে উল্লেখ করেছেন, আর এব্যাপারে ইমাম বুখারীর আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সানাদে ইবনু লাহীআহর ব্যাপারে ইমাম বুখারী তার 'তারীখুল কাবীর' গ্রন্থে (৪/৫০) বলেন, তার হাদীস্ব বিশুদ্ধ নয়।

১৩৬১. আয যুহদু লি ইবনুল মুবারাক ১২৭৪, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ২০৩৫, সহীহ আল-জামি' ১১৫৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৩৬২. দ্রষ্টব্যঃ ১৬৮ নং হাদীস্ব।

১৩৬৩. ফাদাইলুল কুরআন, ৮৮, ৮৯। হাদীস্বটি অত্যন্ত গরীব। সানাদে তায়্যিব বিন সুলায়মান তিনি বাসারী, তাকে দারাকুতনী দুর্বল বলে উল্লেখিত করেছেন। তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মাশহূর নন।

পূর্বসূরী বহু ফকীহ তিন দিনের কম সময়ে কুরআন মাজীদ খতম করা মাকরূহ বলেছেন। ইমাম আবূ উবায়দ ও ইসহাক বিন রাহওয়ায়প্রমুখ পরবর্তী যুগের ফকীহগণও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

{ইমাম আবূ উবায়দ বলেন, {ইয়াযীদ}{হিশাম বিন হাসসান}{হাফসাহ}{আবুল আলিয়াহ}{বলেন, মুআয বিন জাবাল} তিন দিন অপেক্ষা কম সময়ে কুরআন মাজীদ খতম করা অপছন্দ করতেন। উক্ত রিওয়ায়াত সহীহ। {ইয়াযীদ}{সুফইয়ান}{আলী বিন বাযীমাহ}{আবূ উবায়দাহ}{আবদুল্লাহ বিন মাসউদ} বলেছেন, তিন দিনের কম সময়ে সমগ্র কুরআন মাজীদ খতম করা গুনাহর কাজ। {হাজ্জাজ}{শু'বাহ}{আলী বিন বাযীমাহ}{আবূ উবায়দাহ}{আবদুল্লাহ বিন মুসউদ} থেকেও অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। {হাজ্জাজ}{শু'বাহ}{মুহাম্মাদ বিন যাকওয়ান}{আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ}{বলেন, তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ)} রমযান মাসে প্রতি তিন দিনে একবার করে কুরআন মজীদ খতম করতেন। উক্ত রিওয়ায়াতের সানাদ সহীহ।

১৭৪. (সহীহ): মুসনাদের মাঝে আবদুর রহমান বিন শিবল মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

"اقرؤوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به"

"তোমরা কুরআন পাঠ করো কিন্তু তিলাওয়াতে একটির মাঝে আরেকটি প্রবেশ করো না, আবার তার তিলাওয়াতে কমিয়েও দিওনা, এর দ্বারা আহার্য গ্রহণ করো না এবং এর তিলাওয়াতে বাড়াবাড়ি করো না।[১৩৬৪] অর্থাৎ তোমরা কুরআন তিলাওয়াতে অল্প সময়ে দ্রুত পড়ার দিক দিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। কেননা এমনটি করতে নিষেধ করা হয়েছে। এজন্য হাদীস্রে বলা হয়েছে وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ অর্থাৎ لَاتَتْرُكُوْا تِلَاوَتَه তোমরা তার তিলাওয়াতে ছেড়ে দিওনা।

পরিচ্ছেদ: উপরোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী বিপুল সংখ্যক ফকীহ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তিন দিনের কম সময়ে কুরআন মাজীদ খতম করা অপছন্দ করতেন। পক্ষান্তরে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পূর্ববর্তী বিপুল সংখ্যক ফকীহ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি তিন দিন অপেক্ষা কম সময়ে সমগ্র কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করতে অনুমতি প্রদান করেছেন। তাদের মধ্যে আমীরুল মু'মিনীন উস্রমান এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবূ উবায়দ বলেন, {হাজ্জাজ}{ইবনু জুরায়জ}{ইবনু খুসায়ফাহ}{সাইব বিন ইয়াযীদ}{আবদুর রহমান বিন উসমান আত তায়মী} (সাইব বিন ইয়াযীদ) বলেন,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُثْمَانَ التَّيْمِيَّ عَنْ صَلَاةِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَنْ صَلَاةِ عُثْمَانَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ: لَأُغْلِبَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى الْحَجَرِ، فَقُمْتُ، فَلَمَّا قُمْتُ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ مُقَنَّعٍ يَزْحَمُنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ، فَصَلَّى فَإِذَا هُوَ يَسْجُدُ سُجُودَ الْقُرْآنِ، حَتَّى إِذَا قُلْتُ: هَذِهِ هَوَادِي الْفَجْرِ، أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يصل غيرها

একদা এক ব্যক্তি আবদুর রহমান বিন উস্রমান আত তায়মীর নিকট তালহাহ বিন উবায়দুল্লাহর সালাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি লোকটিকে বলেন, তুমি চাইলে আমি তোমাকে উসমান এর নামায সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করতে পারি। লোকটি বলল, তাই করুন। তিনি (আবদুর রহমান) বলেন, একদা আমি সিদ্ধান্ত করলাম আজ সারা রাত জেগে থাকব। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাত্রে নামাযে দাঁড়ালাম। আমার পার্শ্বে একটি লোক স্বীয় মস্তক বস্ত্রাবৃত করে নামায আদায় করছিল। লোকটির কারণে আমার নামাযের স্থান

১৩৬৪. আহমাদ ১৫১০৩, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৬৩০৩, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩০৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

সংকুচিত হয়ে গেল। লক্ষ্য করে দেখি তিনি উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। আমি পিছনে সরে গেলাম। তিনি নামায আদায় করতে লাগলেন। তিনি যতটুকু সময় ধরে কিরাআত পড়তেন ততটুকু সময় ধরে সিজদা করতেন। এক সময়ে আমি বললাম, পূর্বদিকে ফজরের পূর্ববর্তী চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তা শুনে তিনি মাত্র এক রাকাআত সালাত আদায় করেন। তিনি তা ব্যতীত অন্য কোন সালাত আদায় করেন না। উক্ত রিওয়ায়াতের সনদ স্বহীহ।

[হুশায়ম > মানসূর > ইবনু সীরীন > নাইলা বিনতুল ফারাফিসাহ] (ইবনু সীরীন) বলেন, বিদ্রোহীগণ উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার গৃহে প্রবেশ করলে তার স্ত্রী নাইলা বিনতে ফারাফিসাহ আল-কালবিয়াহ তাদের বলেন, তোমরা তাকে হত্যা কর অথবা তা হতে বিরত থাক। (জেনে রাখ) তিনি সারারাত জেগে সালাত আদায় করেন এবং এক রাকআত সালাতে সমগ্র কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করেন। উক্ত রিওয়ায়াতের সানাদটি হাসান।

[আবূ মুআবিয়াহ > আসিম বিন সুলায়মান > ইবনু সীরীন] বলেন, নিশ্চয় তামীম আত দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক রাকআত সালাতে সমগ্র কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। [হাজ্জাজ > শু'বাহ > হাম্মাদ > সাঈদ বিন জুবায়র] বলেন, আমি বায়তুল্লাহয় দাঁড়িয়ে এক রাকআত সালাতে সমগ্র কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করেছি। [জারীর > মানসূর > ইবরাহীম > আলকামাহ] থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি এক রাত্রিতে সমগ্র কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করেছেন। তিনি সাতবার বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করেছেন। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমে এসে সালাত আদায় করেছেন। উক্ত সালাতে কুরআন মজীদের শত আয়াতবিশিষ্ট দীর্ঘ দুটি সূরাহ তিলাওয়াত করেছেন। আবার সাতবার বায়তুল্লাহ'র তাওয়াফ করেছেন। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমে এসে কুরআনের দীর্ঘ সূরাহ তিলাওয়াতের মাধ্যমে সালাত আদায় করেছেন। পুনরায় সাতবার বায়তুল্লাহ'র তাওয়াফ করেছেন। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমে এসে তথায় সালাত আদায় করেছেন। উক্ত সালাতে কুরআন মাজিদের অবশিষ্টাংশ তিলাওয়াত করেছেন। উপরোক্ত সমুদয় রিওয়ায়াতর সনদই স্বহীহ।

এখানে আবূ উবায়দ যেটি বর্ণনা করেছেন সেটি অধিক গরীব। [সাঈদ বিন উফায়র > বাকর বিন মুদার > বলেন, সুলায়মান বিন ইতর আত তুজীবী] তিনি এক রাত্রে তিন বার কুরআন খতম করতেন। তিনি এই তিনবার একত্রে খতম করতেন। রাবী বলেন, যখন তিনি মৃত্যু বরণ করলেন, তখন তার স্ত্রী বললেন, তার উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন। তুমি তোমার রব্ব ও পরিবারকে খুশি করেছ। উপস্থিত লোকজন বলল, কিভাবে? তিনি বললেন, তিনি রাত্রে সালাতে দাঁড়িয়ে কুরআন খতম করতেন অতঃপর তিনি তার পরিবারের নিকট এসে আলিঙ্গন করতেন। অতঃপর গসল করে আবার ফজরের সালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন।

আমি (ইবনু কাসীর) **বলব:** সুলায়মান বিন ইতর সম্মানিত ও মর্যাদাবান নির্ভরযোগ্য একজন তাবেঈ। তিনি মুআবিয়াহর খিলাফতযুগে মিসরের বিচারপতি ছিলেন। আবূ হাতিম বলেন, আবূ দারদা' ও ইবনু যাহর থেকে বর্ণিত হয়েছে, অতঃপর তিনি বলেন, [মুহাম্মাদ বিন আওফ > আবূ স্বালিহ > হারমালাহ বিন ইমরান > কা'ব বিন আলকামাহ] সুলায়মান বিন ইতর একজন উৎকৃষ্টমানের তাবেঈ ছিলেন। ইবনু য়ূনুস তার 'মিসরের তারীখ'-এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

ইবনু আবী দাউদ মুজাহিদ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (মুজাহিদ) মাগরিব ও ঈশার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে কুরআন মাজীদ খতম করতেন। মানসূর হতে ইবনু আবী দাউদ বর্ণনা করেছেন, আল আযদী রমযান মাসের প্রতি রাত্রে মাগরিব ও ঈশার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে কুরআন মজীদ খতম করতেন।

ইবরাহীম বিন সা'দ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমার পিতা স্বীয় পৃষ্ঠ ও হাঁটুকে একত্রে বেঁধে রাখতেন। যতক্ষণ সমগ্র কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত খতম না করতেন ততক্ষণ বাঁধন খুলতেন না।

আমি (ইবনু কাস্রীর) **বলছিঃ** মানসূর বিন যাযান সম্বন্ধেও বর্ণিত রয়েছে, তিনি জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে একবার এবং মাগরিব ও ঈশার মধ্যবর্তী সময়ে একবার কুরআন মজীদ খতম করতেন। তবে তারা ঈশার নামায কিছুটা বিলম্বে আদায় করতেন। ইমাম শাফেঈ সম্বন্ধে বর্ণিত রয়েছে, তিনি রমযান মাসে প্রতি দিবা রাত্রে দু'বার করে এবং রমযান মাস ব্যতীত অন্য সময়ে প্রতি দিবা রাত্রে একবার করে কুরআন মজীদ খতম করতেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি রমাদানের প্রতি দিনে ও রাতে একবার করে কুরআন খতম করতেন।

এতদসম্পর্কিত সর্বাধিক বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে শায়খ আবূ আবদুর রহমান আস সুলামী আস্‌ সূফী কর্তৃক বর্ণিত ঘটনা। তিনি বলেন, আমি শায়খ আবূ উস্‌মান আল-মাগরীবির নিকট শুনেছি যে, ইবনু কাতিব দিনে চারবার এবং রাত্রে চারবার করে কুরআন মাজীদ খতম করতেন। এটা অতিশয় বিস্ময়কর ঘটনা বটে। উক্ত ঘটনা এবং তার অনুরূপ অন্যান্য ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা এই যে, এ সকল ব্যক্তির নিকট পূর্ববর্ণিত হাদীস্‌ পৌঁছেনি বলে তারা এতদ্রুতগতিতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতেন ও তদবস্থায়ই তা সম্বন্ধে চিন্তা করতে এবং তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারতেন। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

শায়খ আবূ যাকারিয়া আন নাবাবী স্বীয় কিতাব 'আত তিবয়ান' গ্রন্থে উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের কিয়দাংশ উদ্ধৃত করার পর মন্তব্য করেছেন, একটি লোকের পক্ষে প্রতিদিন কুরআন মজীদের কতটুকু অংশ তিলাওয়াত করা সমীচীন এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধান দেয়াই যুক্তিসঙ্গত। যাকে আল্লাহ তাআলা গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞান দ্বারা কুরআন মজীদের যতটুকু অংশের মর্ম ও তাৎপর্য সম্যকরূপে গ্রহণ করার সামর্থ দিয়েছেন তিনি ততটুকু অংশই তিলাওয়াত করবেন। যারা দীনী ইলম প্রচার অথবা অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ দীনী কার্যে রত রয়েছে তারা উক্ত কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে যতটুকু অংশ তিলাওয়াত করা সম্ভবপর ততটুকু অংশ তিলাওয়াত করবেন। আর অন্যান্য মানুষ যতক্ষণ তিলাওয়াতে অনীহা ও অনিচ্ছা না আসে ততক্ষণ তিলাওয়াত করবে।

তিলাওয়াতকালে ক্রন্দন

১৭৫. (স্বহীহ): ০[আল-আ'মাশ][ইবরাহীম][আবীদাহ][আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)]০ বলেন যে,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْرَأْ عَلَيَّ". قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: "إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي". قَالَ: فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ، حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} [النِّسَاءِ: ٤١] ، قَالَ لِي: "كُفَّ أَوْ أَمْسِكْ"، فَرَأَيْتُ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ "

একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, 'আমাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে শুনাও'। আমি বললাম, আপনার প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে আর আমি আপনাকে তা তিলাওয়াত করে শুনাবো! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, অপরের মুখে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করা আমার নিকট ভাল লাগে। তাতে আমি তাঁকে সূরাহ নিসা তিলাওয়াত করে শুনাতে লাগলাম। আমি-

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ۝٤١

"সুতরাং তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য হতে এক একজনকে সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকেও হাজির করব তাদের উপর সাক্ষ্য দানের জন্য"[১৩৬৫] আয়াতে পৌঁছলে তিনি বললেন, থামো। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চক্ষু হতে অশ্রু ঝরছিল।[১৩৬৬] উক্ত হাদীস্র ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন। ইতোপূর্বে তা উল্লেখিত হয়েছে। তা ইনশাআল্লাহ আবার উল্লেখিত হবে।

কুরআনের লোক দেখানো প্রীতির নিন্দা

১৭৬. (স্বহীহ): ৹[মুহাম্মাদ বিন কাসীর» সুফইয়ান» আল-আ'মাশ» খায়সামাহ» সুওয়ায়দ বিন গাফলাহ» আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]৹ বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

"يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قتلهم يوم القيامة"

শেষ যামানায় এরূপ একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা বয়সে অর্বাচীন এবং বুদ্ধিতে নির্বোধ হবে। তাদের মুখের কথা হবে বড়ই উত্তম। যেরূপে তীর শিকার ভেদ করে তার বাইরে চলে যায় তারা সেরূপে ইসলাম ভেদ করে চলে যাবে। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠদেশ অতিক্রম করবে না। (তাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করবে না।) তোমরা তাদেরকে যেখানে পাবে সেখানে হত্যা করবে। কারণ তাদেরকে যে ব্যক্তি হত্যা করবে কিয়ামতের দিনে সে পুরস্কার পাবে।[১৩৬৭] ইমাম বুখারী উপরোক্ত হাদীস্র অন্যত্র দু'বার বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাঊদ এবং ইমাম নাসায়ী তা আ'মাশ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[১৩৬৮]

১৭৭. (স্বহীহ): ৹[আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ» মালিক» ইয়াহইয়া বিন সাঈদ» মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইবনুল হারিস আত তায়মী» আবূ সালমাহ বিন আবদুর রহমান» আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]৹ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি,

" يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عملهم، ويقرؤون الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلَا يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا يَرَى شَيْئًا، وَيَتَمَارَى فِي الْفُوقِ "

তোমাদের মধ্যে এরূপ একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে যাদের সালাতের তুলনায় নিজেদের সালাতকে এবং যাদের সিয়ামের তুলনায় নিজের সিয়ামকে তোমরা তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করবে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠদেশ অতিক্রম করবে না। যেরূপে তীর শিকার ভেদ করে তা বাইরে চলে যায় তারা সেরূপ দ্বীন হতে বাইরে চলে যাবে। শিকারী তীরের ফলকের প্রতি তাকিয়ে দেখে তাতে কিছুই (রক্তের কোন চিহ্নই) নেই, সে তীর দণ্ডের দিকে তাকিয়ে দেখে তাতে কিছুই নেই, সে তীরের সংলগ্ন পালকের প্রতি তাকিয়ে দেখে তাতেও কিছুই নেই। অবশেষে তীর ফলকের নল সদৃশ

১৩৬৫. সূরাহ নিসা, ৪ঃ ৪১।

১৩৬৬. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: কুরআন তিলাওয়াতে ক্রন্দন করা) হা/৫০৫৫। **তাহকীকঃ** স্বহীহ। দ্রষ্টব্য: ১৬২ নং হাদীস্র।

১৩৬৭. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: যে ব্যক্তি দেখানো বা দুনিয়ার লোভে অথবা গর্বের জন্য কুরআন পাঠ করে) হা/৫০৫৭। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১৩৬৮. বুখারী ৩৬১১, ৬৯৩০, মুসলিম ১০৬৬, আবূ দাঊদ ৪৭৬৭, নাসায়ী ৪১০২।

অংশে কোন কিছু লেগেছে কিনা তা নিয়ে সে চিন্তা ভাবনা করে।[১৩৬৯] ইমাম বুখারী উপরোক্ত হাদীস্র অন্যত্রও বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী এবং ইমাম নাসায়ী বিভিন্ন সানাদে [যুহরী][আবূ সালামাহ] এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু মাজাহ তা [মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আলকামাহ][আবূ সালামাহ] এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[১৩৭০]

১৭৮. (স্বহীহ): [মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ][ইয়াহইয়া বিন সাঈদ][শু'বাহ][কাতাদাহ][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)][আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

" مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ أَوْ خَبِيثٌ وَرِيحُهَا مُرٌّ "

যে মু'মিন ব্যক্তি কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে এবং তা আমল করে তার অবস্থা (কমলা) লেবুর সাথে তুলনীয়। তার স্বাদও সুখকর এবং ঘ্রাণও সুমধুর। আর যে মু'মিন ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে না তবে তা আমল করে তাদের অবস্থা খেজুরের সাথে তুলনীয়। তার স্বাদ মধুর কিন্তু তাতে কোন সুঘ্রাণ নেই। যে মুনাফিক ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে তার অবস্থা পুষ্পস্তবকের সাথে তুলনীয়। তার ঘ্রাণ আনন্দকর কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে না তার অবস্থা হানযাল (মাকাল) ফলের সাথে তুলনীয়। তার স্বাদও তিক্ত এবং ঘ্রাণও বিশ্রী।[১৩৭১] ইমাম বুখারী তা অন্যত্রও বর্ণনা করেছেন। সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকলকও তা উপরোক্ত রাবী কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন।

কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের অন্যতম প্রধান পথ ও মাধ্যম। যেমন হাদীস্রে এসেছে:

১৭৯. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

" وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَتَقَرَّبَ إِلَى اللهِ بِأَعْظَمَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ "

আর জেনে রাখ, কুরআন দ্বারা তুমি আল্লাহ তাআলার যতটুকু নৈকট্য লাভ করতে পারবে ততটুকু নৈকট্য অন্য কিছুতে লাভ করতে পারবে না।[১৩৭২] কুরআন মজীদ তিলাওয়াত এত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও তা মানুষেকে দেখানোর জন্য করা উপরোক্ত হাদীস্রসমূহে নিষিদ্ধ হয়েছে। উপরোক্ত হাদীস্রসমূহে লোক দেখানো তিলাওয়াতের বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস্রদ্বয়ে যে গোমরাহ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ হয়েছে তা হচ্ছে খারীজী সম্প্রদায়। ঈমান উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেদের কণ্ঠদেশ অতিক্রম করে তাদের হৃদয়

১৩৬৯. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: যে ব্যক্তি দেখানো বা দুনিয়ার লোভে অথবা গর্বের জন্য কুরআন পাঠ করে) হা/৫০৫৮। **তাহক্বীকঃ** স্বহীহ।

১৩৭০. বুখারী ৩৬১০, ৬৯৩৩, মুসলিম ১০৬৪, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৮৫৬০।

১৩৭১. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: যে ব্যক্তি দেখানো বা দুনিয়ার লোভে অথবা গর্বের জন্য কুরআন পাঠ করে) হা/৫০৫৯। বুখারী ৫৪২৭, ৭৫৬০, মুসলিম ৭৯৭, আবূ দাউদ ৪৮০, তিরমিযী ২৮৬৫, ইবনু মাজাহ ২১৪, নাসাঈ ৫০৩৮। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৩৭২. তিরমিযী ২৯১১, আহমাদ ২১৮০৩। ইমাম তিরমিযী আবূ উমামাহ থেকে হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীস্রটিকে গারীব হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

পর্যন্ত পৌঁছে না অর্থাৎ তাদের ঈমান আন্তরিক ঈমান নয়, তাদের ঈমান নিছক মৌখিক ঈমান। তাদের সম্বন্ধে অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

" يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ قِرَاءَتَهُ مَعَ قِرَاءَتِهِمْ، وَصَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ "

'তাদের কিরাআতের তুলনায় তোমাদের কিরাআত, তাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাত এবং তাদের সিয়ামের তুলনায় তোমাদের সিয়াম তোমাদের নিকট তুচ্ছ বলে মনে হবে। খারিজীগণ কুরআন মজীদের তিলাওয়াতকারী এবং বাহ্যত কুরআন মাজীদের প্রতি শ্রদ্ধাবান হলেও তাদের তিলাওয়াত ও শ্রদ্ধা প্রকৃতপক্ষে লোক দেখানো তিলাওয়াত ও শ্রদ্ধা। তাই হাদীসে তাদেরকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তাদের কেউ কেউ অবশ্য উক্ত লোক দেখানো তিলাওয়াত ও শ্রদ্ধা হতে মুক্ত। কিন্তু তাদের তিলাওয়াত এবং শ্রদ্ধা যেহেতু ভ্রান্ত আকীদা ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তারাও তাদের অন্যান্য স্বমতাবলম্বীদের ন্যায় ভ্রান্ত ও নিন্দনীয়। অন্তরের আকীদা ও তাকওয়ার উপরই যে নেক আমল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নিম্নোক্ত আয়াতে তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে।

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

"কে উত্তম যে তার ভিত্তি আল্লাহভীরুতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সে, না ঐ ব্যক্তি যে তার ভিত্তি স্থাপন করে পতনোন্মুখ একটি ধসের কিনারায় যা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে ধসে পড়বে? আল্লাহ যালিমদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।"[১৩৭৩]

খারিজী সম্প্রদায় কাফির অথবা ফাসিক কিনা এবং তাদের দ্বারা বর্ণিত রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য কিনা এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে তা বিশদভাবে আলোচিত হবে। মুনাফিকের কুরআন তিলাওয়াতকে উপরোক্ত হাদীসে পুষ্পস্তবকের সুঘ্রাণের সাথে কেন তুলনা করা হয়েছে, তা সহজে অনুমেয়। মূলত মুনাফিক মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে। তারা এই অবস্থায় পুষ্পস্তবকের তিক্ত স্বাদের সাথে তুলনীয়। মুনাফিকের রিয়াকারী বা লোক দেখানো মানসিকতা সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেন–

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا

"নিশ্চয় মুনাফিকগণ আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে শাস্তি দেন এবং তারা যখন সলাতের জন্য দাঁড়ায়, তখন শৈথিল্যভরে দাঁড়ায়, লোক দেখানোর জন্য, তারা আল্লাহকে সামান্যই স্মরণ করে।"[১৩৭৪]

কুরআন তিলাওয়াতে মনোযোগের গুরুত্ব

১৮০. (সহীহ): ০{আবূ নু'মান মুহাম্মদ ইবনুল ফাদল আরিম}{হাম্মাদ বিন যায়দ}{আবূ ইমরান আল-জাওনী}{জুনদুব বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)}০ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

" اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه "

যতক্ষণ তোমাদের অন্তর কুরআনের প্রতি অভিনিবিষ্ট থাকে শুধু ততক্ষণই তা তিলাওয়াত করবে। অভিনিবেশ ও মনোযোগ দূরীভূত হলে তার তিলাওয়াত স্থগিত রাখবে।[১৩৭৫] ০{আমর বিন আলী বিন বাহর

১৩৭৩. সূরাহ তাওবাহ, ৯ঃ ১০৯।

১৩৭৪. সূরাহ নিসা, ৪ঃ ১৪২।

১৩৭৫. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: যতক্ষণ মন চায় কুরআন তিলাওয়াত করা) হা/৫০৬০। তাহকীকঃ সহীহ।

আল-ফাল্লাস)X(আবদুর রহমান বিন মাহদী)X(সাল্লাম বিন আবূ মুতী')X(আবূ ইমরান আল-জুওয়ায়নি)X(জুনদুব বিন আবদুল্লাহ)◇ রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

"اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه"

কুরআন মাজীদের সাথে যতক্ষণ তোমাদের হৃদয় লেগে থাকে শুধু ততক্ষণই তা তিলাওয়াত করবে। মনোযোগ ও অভিনিবেশ দূরীভূত হবার পর তার তিলাওয়াত স্থগিত রাখবে।[১৩৭৬] উক্ত হাদীসটি হারিস বিন 'উবায়দ ও সাঈদ বিন যায়দ আবূ ইমরান এর মাধ্যেমে জুনদাবের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ও আবান এটিকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেননি। গুন্দার বলেন, ◇(শু'বাহ)X(আবূ ইমরান)X(জুনদুব)◇ আবূ ইমরান বলেন, আমি জুনদুব কে অনুরূপ কথা বলতে শুনেছি। ◇(ইবনু আওন)X(আবূ ইমরান)X(আবদুল্লাহ ইবনুস সামিত)X(উমার)◇ এর সূত্রেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে জুনদাবের বর্ণনাটি অধিক বিশুদ্ধ ও অধিক বর্ণিত।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই ◇(ইসহাক বিন মানসূর)X(আবদুস সামাদহাম্মাম)X(আবূ ইমরান)◇ থেকে ও ইমাম মুসলিম অনুরূপ হাদীস ◇(ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া)X(হারিস বিন উবায়দ আবূ কাদিমাহ)X(আবূ ইমরান)◇ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম আরও ◇(আহমাদ বিন সাঈদ)X(হাব্বান বিন হিলাল)X(আবান আল-আত্তার)X(আবূ ইমরান)◇ থেকে মারফূ' সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, আবান ও হাম্মাদ বিন সালামাহ তারা উভয়ে হাদীসটিকে মারফূ' (নাবী পর্যন্ত পৌঁছাননি) ভাবে বর্ণনা করেননি। ওল্লাহু আ'লাম। ইমাম নাসাঈ ও ইমাম তাবারানী ◇(মুসলিম বিন ইবরাহীম এর হাদীস থেকে X(হারূন বিন মূসা আল-আ'ওয়ার আন নাহবী)X(আবূ ইমরান)◇ থেকে ও ইমাম নাসাঈ বিভিন্ন সূত্রে ◇(সুফইয়ান)X(হাজ্জাজ বিন ফুরাফিসাহ)X(আবূ ইমরান)◇ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অন্য রেওয়ায়াতে ◇(হারূন বিন যায়দ বিন আবূ যুরকা')X(তার পিতা (যায়দ))X(সুফইয়ান)X(হাজ্জাজ)X(আবূ ইমরান)X(জুনদুব)◇ থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, ◇(মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম)X(ইসহাক আল-আযরাক)X(আবদুল্লাহ বিন আওন)X(আবূ ইমরান)X(আবদুল্লাহ ইবনুস সামিত)X(উমার)◇ থেকে অনুরূপ উক্তি উল্লেখ করেছেন। আবূ বাকর বিন আবী দাঊদ বলেন, ইবনু আওন তার হাদীসে এই স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও ভুল করেননি। তবে সঠিক কথা হচ্ছে হাদীসটি জুনদুব থেকে বর্ণিত। ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন, ◇(আলী বিন আবদুল আযীয)X(মুসলিম বিন ইবরাহীম ও সাঈদ বিন মানসূর)X(হারিস বিন উবায়দ)X(আবূ ইমরান)X(জুনদুব)◇ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত আলোচ্য হাদীসে বিভিন্ন সানাদের সাথে সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা। হাদীস শাস্ত্রের বিজ্ঞ ইমাম ও শায়খ ইমাম বুখারী উক্ত হাদীস সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তাই স্বহীহ, সঠিক ও গৃহীতব্য। তিনি বলেছেন, উক্ত হাদীস যে জুনদুব হতে বর্ণিত হয়েছে এবং তা যে স্বয়ং নবী এর বাণী (الحديث المرفوع) এটাই অধিকতর স্বহীহ ও সঠিক।

অধিকাংশ সানাদে তা ঐরূপেই বর্ণিত হয়েছে। যা হোক, উক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, যতক্ষণ তিলাওয়াতকারীর অন্তর তিলাওয়াতের প্রতি নিবিষ্ট থাকে এবং কোন আয়াত তিলাওয়াত করা কালে সে তার মর্ম ও তাৎপর্য সম্বন্ধে চিন্তা ও অনুধাবন করতে আগ্রহী ও ইচ্ছুক থাকে শুধু ততক্ষণই কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করার জন্য নবী স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিলাওয়াত করার সময় কুরআনের আয়াতের প্রতি অন্তর নিবিষ্ট না হলে এবং তার মর্ম ও তাৎপর্য সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করতে মন অনাগ্রহী হয়ে পড়লে নবী করীম তিলাওয়াত স্থগিত রাখতে আদেশ দিয়েছেন। কারণ, অমনোযোগী

১৩৭৬. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: যতক্ষণ মন চায় কুরআন তিলাওয়াত করা) হা/৫০৬১। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

অবস্থায় তিলাওয়াত করলে তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যই বানচাল হয়ে যাবে। যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস্রে প্রমাণিত:

১৮১. (স্বহীহ্): নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

" اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَقَالَ: " أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ "، وَفِي اللَّفْظِ الْآخَرِ: " أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا [وَإِنْ قَلَّ]

তোমাদের মধ্যে যেই নেক (নফল) কাজ করার সামর্থ্য ও শক্তি রয়েছে শুধু তাই করবে। কারণ তোমরা যতক্ষণ বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে না পড় আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ বিরক্ত ও অনিচ্ছুক হন না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন, যে নেক আমল বা কাজ নেককার ব্যক্তি স্থায়ীভাবে করতে থাকে, তার পরিমাণ কম হলেও তা অধিকতর পছন্দনীয় নেক কাজ।[১৩৭৭]

১৮২. (স্বহীহ্): ইমাম বুখারী বলেন, ৎ[সুলায়মান বিন হারব][শু'বাহ][আবদুল মালিক বিন মায়সারাহ][নাযযাল বিন সাবারাহ][আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]ৎ বলেন

" أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ فَاقْرَآ" أَكْبَرُ عِلْمِي قَالَ: "فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَأَهْلَكَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ"

একদা আমি জনৈক ব্যক্তিকে কুরআনের একটি আয়াত এমনভাবে তিলাওয়াত করতে শুনলাম যা আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তিলাওয়াত করতে শুনেছি তার ব্যতিক্রম। আমি তার হাত ধরে তাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি বলেন, তোমাদের উভয়ের তিলাওয়াতই সঠিক ও শুদ্ধ। তোমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব উচ্চারণে তিলাওয়াত করিও। আমার মনে পড়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের লোকেরা আসমানী কিতাব নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল, আল্লাহ তাআলা তার পরিণতিতে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।[১৩৭৮] ইমাম নাসাঈ উপরোক্ত হাদীস্র শু'বা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইতোপূর্বে তার অনুরূপ হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীস্রে কুরআনের কিরাআত নিয়ে মতভেদ নিষিদ্ধ হয়েছে। উক্ত হাদীস্রই ইমাম বুখারী কর্তৃক ফাদাইলূল কুরআন অধ্যায়ে বর্ণিত সর্বশেষ হাদীস্র। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইমাম আহমদের পুত্র আবদুল্লাহ স্বীয় পিতার 'মুসনাদ' সঙ্কলনে যে হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন তা উপরোক্ত হাদীস্রের প্রায় অনুরূপ:

১৮৩. ৎ[আবূ মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন মুহাম্মাদ আল-জারমী][ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-উমাবী][আল-আ'মাশ][আসিম][যির বিন হুবায়শ][আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]ৎ বলেন,

تَمَارَيْنَا فِي سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقُلْنَا: خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ آيَة، ست وثلاثون آية قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْنَا عَلِيًّا بِنَاصِيَةٍ فَقُلْنَا لَهُ: اخْتَلَفْنَا فِي الْقِرَاءَةِ، فَاحْمَرَّ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرؤوا كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ

একদা কুরআন মজীদের একটি সূরাহ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। আমাদের একজন তার আয়াতের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ এবং অন্যজন ছত্রিশ বলে অভিমত প্রকাশ করল। আমরা মীমাংসার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলাম। সে সময়ে আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কোন গোপন

১৩৭৭. মুসলিম (পর্ব: মুসাফিরের স্বালাত ও তার কস্র করা, অধ্যায়: কিয়ামুল লায়ল সর্বদা করা ও অন্যান্য বিষয়াদি ধারাবাহিকভাবে করা) হা/৭৮২।

১৩৭৮. বুখারী (পর্ব: ফাদাইলুল কুরআন, অধ্যায়: যতক্ষণ মন চায় কুরআন তিলাওয়াত করা) হা/৫০৬২। বুখারী ২৪১০, ৩৪৭৬, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৮০৯৫। **তাহকীকঃ** সহীহ।

আলোচনায় রত ছিলেন। আমরা নবী ﷺ এর নিকট বললাম, কিরাআতের বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। এতদশ্রবণে নবী ﷺ এর চেহারা মুবারক রক্তিম হয়ে গেল। আলী (রাঃ) বললেন, তোমাদেরকে যেরূপ শিখানো হয়েছে সেরূপ পড়তে নবী ﷺ আদেশ করেছেন।[১৩৭৯] ইমাম বুখারী তার সহীহ্ এর মাঝে ফাদাইলুল কুরআনের মাঝে সর্বশেষে এ হাদীসটি এনেছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার প্রাপ্য।

কুরআন তিলাওয়াত ও তার ফাদীলাত সম্পর্কিত কতিপয় জরুরী হাদীস

এই পরিচ্ছেদে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত, তার ফযীলত এবং তিলাওয়াতকারীর মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

১৮৪. (সহীহ): {মুআবিয়াহ বিন হিশাম}{শায়বান}{ফিরাস}{আতিয়্যাহ}{আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)} বলেন, নবী ﷺ বলেছেন,

"يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ: اقْرَأْ وَاصْعَدْ، فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً، حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ"

কুরআন মজীদের ধারক, সংরক্ষক ও হাফিজ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাকে বলা হবে পড়তে থাক আর (জান্নাতের উপর তলায়) উঠতে থাক। সে পড়তে থাকবে এবং প্রতিটি আয়াতে একটি করে স্তর অতিক্রম করত উপরে উঠতে থাকবে। এরূপে তার নিকট সংরক্ষিত শেষ আয়াতটি তিলাওয়াত করা পর্যন্ত সে উপরে উঠতে থাকবে।[১৩৮০]

১৮৫. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, {আবূ আবদুর রহমান}{হায়ওয়াহ}{বাশীর বিন আবূ আমর আল-খাওলানী}{আল-ওয়ালীদ বিন কায়স আত তুজীবী}{আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)} বলেন,

"يَكُونُ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِ السِّتِّينَ سَنَةً، أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ثم يكون خلف يقرؤون الْقُرْآنَ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةٌ: مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ وَفَاجِرٌ".

قَالَ بَشِيرٌ: فَقُلْتُ لِلْوَلِيدِ: مَا هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ؟ قَالَ: الْمُنَافِقُ كَافِرٌ بِهِ، وَالْفَاجِرُ يَتَأَكَّلُ بِهِ، وَالْمُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بِهِ.

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, ষাট বৎসর পর একদল লোক আবির্ভূত হবে যারা সালাত পরিত্যাগ করবে এবং স্বীয় কুপ্রবৃত্তিসমূহ চরিতার্থ করার পশ্চাতে লেগে থাকবে। তারা ধ্বংস ও গোমরাহীতে নিপতিত হবে। অতঃপর একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠদেশ অতিক্রম করবে না। আর তিন শ্রেণির লোক কুরআন তিলাওয়াত করে থাকে। মু'মিন, মুনাফিক ও ফাজির (পাপাসক্ত শ্রেণি)। উক্ত হাদীসের রাবী বশীর বলেন, আমি আমার উস্তাদ ওয়ালীদকে জিজ্ঞেস করলাম এই তিন শ্রেণির লোকের পরিচয় কী? তিনি বলেন, মুনাফিক শ্রেণি হচ্ছে কুরআনের প্রতি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়। ফাজির শ্রেণি হচ্ছে লোক দেখানো রিয়াকার সম্প্রদায়। তারা শুধু মানুষকে দেখানোর জন্য কুরআন তিলাওয়াত করে থাকে। মু'মিন শ্রেণি হচ্ছে কুরআনেন প্রতি পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপনকারী সম্প্রদায়।[১৩৮১]

১৩৭৯. আহমাদ ৮৩৪। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি হাসান।

১৩৮০. ইবনু মাজাহ ৩৭৮০, আহমাদ ১০৯৬৭, আল-আমালুস সালিহ ৭৫৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ২২৪০, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৪০৮১, সহীহ আল-জামি' ৮১২১, মিসবাহুয যুজাজাহ ফির যাওয়াইদে ইবনু মাজাহ ১৩২৮। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

১৩৮১. আহমাদ ১০৯৪৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৫৫, আত তা'লীকাতুল হিসান আলা সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৫২। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

১৮৬. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বলেন, ⟸হাজ্জাজ⟸লায়স⟸ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব⟸আবুল খায়র⟸আবুল খাত্তাব⟸আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم عَامَ تَبُوكَ خَطَبَ النَّاسَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى نَخْلَةٍ فَقَالَ: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ؛ إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلًا عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ أَوْ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ أَوْ عَلَى قَدَمَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ، وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلًا فَاجِرًا جَرِيئًا يَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ، لَا يَرْعَوِي إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ "

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবুকের যুদ্ধের বছরে একটি খেজুর বৃক্ষে হেলান দিয়ে লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, ওহে! আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম ব্যক্তি ও নিকৃষ্টতম ব্যক্তির পরিচয় প্রদান করব? সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে স্বীয় অশ্ব অথবা উষ্ট্রে আরোহণ করে অথবা পদব্রজে গমনাগমন করে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর পথে কাজ করে যায় ও জিহাদ করতে থাকে। আর নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হচ্ছে সেই পাপাসক্ত ব্যক্তি, যে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে, কিন্তু তার কোন আদেশ নিষেধের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না ও তা পালন করে না।[১৩৮২]

১৮৭. (দঈফ): হাফিয আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, ⟸মুহাম্মাদ বিন উমার বিন হায়্যাজ আল-কূফী⟸হাসান বিন আবদুল আ'লা⟸মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-হামদানী (দুর্বল)⟸আমর বিন কায়স⟸আতিয়্যাহ⟸আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَنْ دُعَائِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ ثَوَابِ السَّائِلِينَ " وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ فَضْلَ كَلَامِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ "

আল্লাহ তাআ'লা বলেন, কুরআন মাজীদের তিলাওয়াতে মগ্ন থাকার কারণে যে ব্যক্তি আমার নিকট দোয়া করার সময় ও সুযোগ পাইনি আমি তাকে শোকরগুযার কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত উৎকৃষ্টতম পুণ্য ও নেকী প্রদান করব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন, যেরূপ সমস্ত সৃষ্টির উপর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে সেরূপ অন্যান্য সকল বাণী ও কালামের উপর আল্লাহর বাণী ও কালামের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।[১৩৮৩]

উক্ত হাদীস্র বর্ণনা করার পর হাফিয আবূ বাকর আল বায্যার বলেছেন, উক্ত হাদীস্র মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে বর্ণিত হয়নি।

১৮৮. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ⟸আবূ আবীদাহ আল-হাদ্দাদ⟸আবদুর রহমান বিন বুদায়ল বিন মায়সারাহ⟸আমার পিতা (বুদায়ল)⟸আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

" إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ". قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ"

মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআ'লার আপনজন ও নিজস্ব লোক রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হল: হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তারা কারা। তিনি বললেন, কুরআন মজীদের ধারক সংরক্ষক ও

১৩৮২. নাসাঈ ৩১০৬, আহমাদ ১১১৫৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ১৮৯৭২, সিলসিলাহ দঈফাহ ৩৩৭৩, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৪৯৬৮, দঈফ আল-জামি' ২১৫৯। ইমাম আহমাদ ও হাকিম হাদীস্রটিকে আবুল খাত্তাব এর সূত্রে আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করে সানাদটিকে স্বহীহ বলেছেন। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা কিভাবে সম্ভব? অথচ সানাদে আবুল খাত্তাব একজন মাজহূল (অপরচিত) রাবী যেমনটি ইমাম যাহাবী তার 'আল-মীযান' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার উক্ত কথাটিকে 'আত তাকরীব' এর মাঝে সমর্থন করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১৩৮৩. তিরমিযী ২৯২৬, দারিমী ৩৩৫৬, ইমাম আবূ দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) এর 'মারাসীল' ৫৩৭, সিলসিলাহ দঈফাহ ১৩৩৫, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৪৫৭১, দঈফ আল-জামি' ৬৪৩৫, দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৮৬০, রাওদাতুল মুহাদ্দিস্রীন ১৭১১। সানাদে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান দুর্বল ও আতিয়্যাহ বিন সাঈদ তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন ও বর্ণনায় তাদলীস করে থাকেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

বাস্তবায়নকারীগণই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আপনজন ও নিজস্ব লোক।[১৩৮৪] আবুল কাসিম আত তাবারানী বলেন, ⇐মুহাম্মাদ বিন আলী বিন শুআয়ব আস সাম্মার⇐খালিদ বিন খিদাশ⇐জা'ফার বিন সুলায়মান⇐সাবিত⇐আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⇐ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন কুরআন মাজীদ খতম করতেন। তখন তিনি স্বীয় সন্তান সন্ততি ও পরিবারের অন্যান্য লোকজনকে একত্রিত করে তাদের জন্যে দোয়া করতেন।

১৮৯. (দঈফ): হাফিয আবুল কাসিম আত তাবারানী বলেন, ⇐আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বাল⇐মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ আল-মাক্কী⇐হাতিম বিন ইসমাঈল⇐শারীক⇐আল-আ'মাশ⇐ইয়াযীদ বিন আবান (আর রাকাশী) (দুর্বল)⇐হাসান⇐আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⇐ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"الْقُرْآنُ غِنًى لَا فَقْرَ بَعْدَهُ وَلَا غِنًى دُونَهُ"

কুরআন মাজীদ হচ্ছে এরূপ একটি সম্পদ যা অর্জিত হবার পর কোন অভাবকেই অভাব বলা যায় না এবং যা ব্যতীত অন্য কোন সম্পদকেই সম্পদ বলা যায় না।[১৩৮৫]

১৯০. (দঈফ): হাফিয আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, ⇐সালামাহ বিন শাবীব⇐আবদুর রাযযাক⇐ আবদুল্লাহ ইবনুল মুহাররার (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য)⇐কাতাদাহ⇐আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⇐ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"لِكُلِّ شَيْءٍ حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن"

প্রত্যেক বস্তুরই অলংকার থাকে। কুরআন মজীদের অলংকার হচ্ছে সুমধুর সুর।[১৩৮৬] আল-হাফিয ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সানাদে ইবনুল মুহাররার দুর্বল।

১৯১. ইমাম আহমাদ বলেন, ⇐হাসান⇐ইবনু লাহীআহ⇐বাকর বিন সাওয়াদাহ⇐ওয়াফা' আল-খাওলানী⇐আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⇐ বলেন,

بَيْنَمَا نَحْنُ نَقْرَأُ فِينَا الْعَرَبِيُّ وَالْعَجَمِيُّ وَالْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "أَنْتُمْ فِي خَيْرٍ تقرؤون كِتَابَ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَثْقَفُونَهُ كَمَا يُثْقَفُ الْقِدْحُ، يَتَعَجَّلُونَ أُجُورَهُمْ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهَا"

একদা আমরা একদল লোক একস্থানে সমবেত ছিলাম। আমাদের মধ্যে আরব অনারব কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ সকল শ্রেণির লোকই ছিল। এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট আগমন করে বললেন, তোমরা সৌভাগ্য দ্বারা পরিবেষ্ঠিত রয়েছ। তোমরা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে থাকো, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল বর্তমান রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে মানুষের নিকট এরূপ এক যামানা আসবে যখন তীরের ফলক কিংবা দণ্ড যেরূপ সরল ও সোজা করা হয় লোকেরা তাকে (কুরআন তিলাওয়াতকে) ঠিক সেরূপ সরল ও সোজা করবে। তারা দ্রুত তিলাওয়াত করে নিজেদের পারিশ্রমিক আদায় করবে এবং তাতে তাদের বিলম্ব সহ্য হবে না।[১৩৮৭]

১৩৮৪. আহমাদ ১১৮৮৩, ইবনু মাজাহ ২১৫, দারিমী ৩৩২৬, স্বহীহ কুনুযুস সুন্নাহ আন নাবাবিয়্যাহ ১/২৭/২৭, স্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১৪৩২, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৩৯২৮, স্বহীহ আল-জামি' ২১৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৩৮৫. মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ৭৩৭, কিয়ামুল লায়ল ৭২, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১১৬৩০, সিলসিলাহ দঈফাহ ১৫৫৮, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৮৫৬৪, দঈফ আল-জামি' ৪১৩৪। সানাদে ইয়াযীদ বিন আবান আর রাকাশী দুর্বল। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১৩৮৬. মুসনাদ আল-বাযযার ২৩৩০, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৪১৭৩, সিলসিলাহ দঈফাহ ৪৩২২, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১১৭০৬, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১০১৯৩, দঈফ আল-জামি' ৪৭২২। সানাদে আবদুল্লাহ ইবনুল মুহাররার সম্পর্কে বলেন, তিনি দুর্বল। **ইবনু হাজার** আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' এর মাঝে বলেছেন, তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১৩৮৭. আহমাদ ১২০৭৫, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৬৪৪৩। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি দুর্বল। সানাদে ইবনু লাহীআহর স্মৃতি শক্তি দুর্বল। সম্ভবত হাদীসটি তার সন্দেহের মধ্যে থেকে একটি। এ সম্পর্কে আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী তার সিলসিলাহ স্বহীহাহ (১/৪৬৪) এর মাঝে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১৯২. ইমাম আহমাদ অনুরূপভাবে ∝হাসান⋈ইবনু লাহীআহ⋈বাকর⋈ওয়াফা'⋈সাহল বিন সা'দ⋗ থেকে অনুরূপ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।

১৯৩. আল-হাফিয আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, ∝ইউসুফ বিন মূসা⋈আবদুল্লাহ ইবনুল জাহম⋈আমর বিন আবূ কায়স⋈আবদু রব্ব বিন আবদুল্লাহ⋈উমার বিন নাবহান (দুর্বল)⋈হাসান⋈আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⋗ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ يَكْثُرُ خَيْرُهُ، وَالْبَيْتُ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ يَقِلُّ خَيْرُهُ"

যে গৃহে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা হয় তাতে অধিক পরিমাণে কল্যাণ বর্ষিত হয়। পক্ষান্তরে যে গৃহে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা হয় না তার কল্যাণের পরিমাণ কমে যায়।[১৩৮৮]

১৯৪. (গরীব): আল-হাফিয আবূ ইয়া'লা বলেন, ∝ফাদল ইবনুস স্বাব্বাহ⋈আবূ উবায়দাহ⋈মুহতসিব⋈ইয়াযীদ আর রাকাসী⋈আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⋗ বলেন,

"قَعَدَ أَبُو مُوسَى فِي بَيْتٍ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ، فَأَنْشَأَ يَقْرَأُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُقْعِدَنِي حَيْثُ لَا يَرَانِي مِنْهُمْ أَحَدٌ؟". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْعَدَهُ الرَّجُلُ حَيْثُ لَا يَرَاهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَسَمِعَ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: "إِنَّهُ لَيَقْرَأُ عَلَى مِزْمَارٍ مِنْ مَزَامِيرِ دَاوُدَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ"

একদা আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একটি ঘরে এসে বসলেন। তার চতুষ্পার্শে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। তিনি তাদেরকে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে শুনাতে শুরু করলেন। একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি শুনে আনন্দিত হবেন যে, আবূ মুসা একটি ঘরে বসে লোকদেরকে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে শুনাচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি কি আমার জন্য এরূপ একটি স্থানে বসার ব্যবস্থা করতে পার যেখানে তাদের কেউ আমাকে দেখতে পারবে না? লোকটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সেরূপ একটি জায়গায় রাখল। তিনি আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর তিলাওয়াত শুনলেন। অতঃপর বলেন, 'সে যেন দাউদ (আলাইহিস সালাম) এর একটি বাঁশির সাহায্যে কুরআন তিলাওয়াত করে থাকে।'[১৩৮৯] উক্ত হাদীস্ব অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয়নি। তার অন্যতম রাবী ইয়াযীদ রাক্কাশী একজন দুর্বল রাবী।

১৯৫. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ∝মুসআব বিন সালাম⋈জা'ফার বিন মুহাম্মাদ বিন আলী ইবনুল হুসায়ন⋈তার পিতা (মুহাম্মাদ ইবনুল হুসায়ন)⋈জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⋗ বলেন,

"خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ" ثُمَّ يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَتَحْمَرُّ وَجْنَتَاهُ، وَيَشْتَدُّ غَضَبُهُ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ. قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: "أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ هَكَذَا -وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى- صَبَّحَتْكُمُ السَّاعَةُ وَمَسَّتْكُمْ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ"

একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সম্মুখে খুতবা প্রদান করেন। তিনি আল্লাহ তাআলার যথাযোগ্য প্রশংসা বর্ণনা করার পর বলেন, অতঃপর বলার বিষয় এই যে, সকল বাণীর মধ্যে অধিকতর সত্য বাণী

১৩৮৮. মুসনাদ আল-বাযযার ২৩২১, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১১৭১০। ইমাম আল-বাযযার বলেন, হাদীস্বটি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ব্যতীত অন্য কারও নিকট থেকে বর্ণিত হয়েনি তবে সানাদে উমার বিন নাবহান রয়েছে, তিনি দুর্বল।

১৩৮৯. মুসনাদ আবূ ইয়া'লা ৪০৯৬, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১৫৯৪৩। আবূ ইয়া'লা বলেন, ইয়াযীদ আর রাকাশীর কারণে সানাদটি দুর্বল। **তাহকীকঃ** গরীব

হচ্ছে কুরআন (আল্লাহর বণী), সকল পথের মধ্যে উৎকৃষ্টতম পথ হচ্ছে সুন্নাহ (মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক প্রদর্শিত পথ), সকল বিষয়ের মধ্যে নিকৃষ্টতম বিষয় হচ্ছে বিদআত (নব উদ্ভাবিত বিষয়)। আর প্রতিটি বিদআত (শরীআত বিরোধী) হচ্ছে গোমরাহী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কণ্ঠস্বর ক্রমশ উচ্চ হতে উচ্চতর এবং তাঁর গণ্ডদ্বয় ক্রমশ রক্তিম হতে লাগল। এখানে উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কিয়ামতের কথা উল্লেখ করতেন তখন তাঁর মধ্যে ভীতিমূলক উত্তেজনা দেখা দিত। তিনি তখন এরূপ ভঙ্গিতে কথা বলতেন, যাতে মনে হতো যেন তিনি কোন সেনাদলের বিরুদ্ধে লোকদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের নিকট কিয়ামত এসে পড়েছে। আমার এবং কিয়ামতের মধ্যে এতটুকু দূরত্ব থাকা অবস্থায় আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। এই বলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় তর্জনী এবং মধ্যমা অঙ্গুলের মধ্যকার ফাঁকটুকু দেখালেন। কিয়ামত সকাল বিকাল সর্বদা তোমাদের নিকট আগমন করে থাকে। কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে কোন সম্পত্তি রেখে গেলে তা তার আপনজনদের প্রাপ্য হবে। পক্ষান্তরে তার উপর কোন ঋণ থেকে গেলে তা পরিশোধ আমার দায়িত্ব। এরূপে সে কোন সম্পত্তি না রেখে গেলে তার (অসহায়) পরিজনের ভরণ পোষণের দায়িত্ব আমি বহন করব।[১৩৯০]

১৯৬. (স্বহীহ্): ইমাম আহমাদ বলেন, ∝[আবদুল ওয়াহ্হাব বিন আতা']≍[উসামাহ বিন যায়দ আল লায়স্রী]≍[মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির]≍[জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∘ বলেন,

" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، فإذا قوم يقرؤون الْقُرْآنَ فَقَالَ: "اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ وَابْتَغُوا بِهِ وَجْهَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ بِقَوْمٍ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ، يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে প্রবেশ করলেন। সে সময় সেখানে একদল লোক কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করছিল। এতদ্দর্শনে তিনি বলেন, তোমরা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত কর এবং তার সাহায্যে মহান আল্লাহকে পেতে চেষ্টা কর। তোমাদের পর এক সময়ে এমন একদল লোক আবির্ভূত হবে যারা তাকে তীরের মত সোজা করবে। তারা ত্বার ব্যাপারে ক্ষিপ্রতা ও তাড়াহুড়া করবে এবং তার বিনিময়ে যেহেতু পারিশ্রমিক পাবে তাই তা করবে, তাতে তাদের বিলম্ব সহ্য হবে না।[১৩৯১]

১৯৭. (স্বহীহ্): ইমাম আহমাদ বলেন, ∝[খালফ ইবনুল ওয়ালীদ]≍[খালিদ]≍[হুমায়দ আল-আ'রাজ]≍[মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির]≍[জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∘ বলেন,

" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَفِينَا الْعَجَمِيُّ والأعرابي قال: فاستمع فقال: "اقرؤوا فَكُلٌّ حَسَنٌ، وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ، يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ"

একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট আগমন করলেন। সে সময়ে আমরা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করছিলাম। আমাদের মধ্যে অনারব এবং দেহাতী (বেদুইন) লোকও ছিল। তিনি মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত শুনলেন অতঃপর বললেন, তোমরা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করবে। কারণ তার সবটুকুই নেকীর কাজ। অদুর ভবিষ্যতে এরূপ একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা তা তীরের ন্যায় সোজা করবে। তারা তার ব্যাপারে ত্বরা করবে। বিলম্ব তাদের নিকট সহ্য হবে না।[১৩৯২]

১৩৯০. মুসলিম (পর্ব: জুমুআহ, অধ্যায়: খুতবা ও সালাত সংক্ষিপ্ত করা) হা/ ৮৭৬, আবূ দাঊদ ২৯৫৪, নাসাঈ ১৫৭৮, ইবনু মাজাহ ৪৫, আহমাদ ১৪৫৬৬, ইবনু হিব্বান ১০, ইবনু খুযায়মাহ ১৭৮৫ স্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৩৯১. আবূ দাঊদ ৮৩০, আহমাদ ১৪৪৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৩৯২. আবূ দাঊদ ৮৩০, ইবনু হিব্বান ১২৪, মুসনাদ আল-বাযযার ১২২, আহমাদ ১৪৮৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৯৮. (দঈফ মাওকূফ): আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা' আবদুল্লাহ ইবনুল আজলাহ আল-আ'মাশ মুআল্লা আল-কিন্দী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

" إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، مَنِ اتَّبَعَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَهُ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- زُجَّ فِي قَفَاهُ إِلَى النَّارِ "

নিশ্চয় এই কুরআন সুপারিশ করবে এবং তার সুপারিশ গৃহীতও হবে। যে ব্যক্তি তা মেনে চলবে তা তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে তা তাকে ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে দোযখে ফেলে দিবে।[১৩৯৩]

১৯৯. আবূ কুরায়ব আবদুল্লাহ ইবনুল আজলাহ আ'মাশ আবূ সুফইয়ান জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[১৩৯৪]

২০০. (দঈফ): হাফিয আবূ ইয়া'লা বলেন, আহমাদ বিন আবদুল আযীয বিন মারওয়ান আবূ স্বাখর বুকায়র বিন য়ূনুস (দুর্বল) মূসা বিন আলী তার পিতা (আলী) ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর আল-ইয়ামামী............ জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

" مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ قِنْطَارًا، وَالْقِنْطَارُ مائة رطل، والرطل اثنتا عشرة أوقية، وَالْوُقِيَّةُ سِتَّةُ دَنَانِيرَ، وَالدِّينَارُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ قِيرَاطًا، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أحد، وَمَنْ قَرَأَ ثَلَاثَمِائَةِ آيَةٍ قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: نَصَبَ عَبْدِي لِي، أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَمَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللهِ فَضِيلَةٌ فَعَمِلَ بِهَا إِيمَانًا بِهِ وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ، أَعْطَاهُ اللهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ "

যে ব্যক্তি কুরআনের এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করে তার জন্যে এক কিনতার (قنطار) পরিমাণ নেকী লেখা হয়। এক কিনতার একশত রতল (رطل) এর সমান। এক রতল বারো উকিয়ার (اوقية) সমান। এক উকিয়া ছয় দীনারের (دينار) সমান। এক দীনার চব্বিশ কীরাতের (قيراط) সমান এবং এক কীরাত উহুদ পহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি তিনশত আয়াত তিলাওয়াত করে তার সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফেরেশতাগণকে বলেন, হে ফেরেশতাগণ! আমার বান্দা এটা নির্ধারিত করে দিয়েছে যে, আমি তোমাদের সাক্ষী বানাব। হে ফেরেশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থাকো। আমি তাকে মাফ করে দিলাম। আর যদি কোন ব্যক্তির নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নেক কার্যের বিশেষ কোন ফদ্বীলত বর্ণিত হয় এবং সে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তার নিকট হতে সওয়াব লাভ করবে আশায় উক্ত ফদ্বীলতের কার্য সম্পাদন করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে সেই সওয়াব ও নেকী প্রদান করে থাকেন। যদি উক্ত কার্য প্রকৃতপক্ষে সেরূপ ফদ্বীলতের কার্য নাও হয়, তথাপি সে আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে সেরূপ সওয়াব লাভ করবে।[১৩৯৫]

২০১. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বলেন, জারীর কাবূস (দুর্বল) তার পিতা (আবূ যবইয়ান) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

" إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ "

যার পেটে কুরআন মজীদের অংশ নেই সে পরিত্যক্ত গৃহের সমতুল্য।[১৩৯৬] ইমাম আল-বাযযার বলেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ব্যতীত অন্যদের নিকট থেকে হাদীস্রটি বর্ণিত হয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই।

১৩৯৩. মুসনাদ আল-বায্যার ১২১, দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৩২। ইমাম আল-বায্যার বলেন, হাদীস্রটি ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। **তাহক্বীক আলবানীঃ** দঈফ মাওকূফ।

১৩৯৪. ইবনু হিব্বান ১২৪, বাযযার ১২২।

১৩৯৫. আল-ইতহাফুল খায়রিয়্যাহ আল-মুহাররাহ ৫৯৭২। সানাদটি দুটি কারণে দুর্বল, ১. সানাদে বুকায়র দুর্বল। ২. ইয়াহইয়া ও জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মাঝে ইনকিতা হয়েছে। **তাহক্বীকঃ** দঈফ।

১৩৯৬. তিরমিযী ২৯১৩, দারিমী ৩৩০৬, আহমাদ ১৯৪৮। সানাদে কাবূস বিন আবূ যবইয়ান দুর্বল। **তাহক্বীক আলবানীঃ** দঈফ।

২০২. (দঈফ জিদ্দান): ইমাম তাবারানী বলেন, « মুহাম্মাদ বিন উসমান বিন আবূ শায়বাহ » তার পিতা (উসমান বিন আবূ শায়বাহ) » বলেন, আমি আমার পিতা (আবূ শায়বাহ) এর কিতাবে লিখা পেয়েছি (তিনি অত্যন্ত দুর্বল) » ইমরান বিন আবূ ইমরান » সাঈদ বিন জুবায়র » ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) » বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

" من اتَّبَعَ كِتَابَ اللهِ هَدَاهُ اللهُ مِنَ الضَّلَالَةِ، وَوَقَاهُ سُوءَ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى} [طه: ١٢٣] "

যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব অনুসরণ করে চলে আল্লাহ তা'আলা তাকে গোমরাহী হতে বাঁচিয়ে সত্য পথে আনয়ন করেন এবং কিয়ামতের দিনে তিনি তাকে হিসাব নিকাশের ভয়াবহতা হতে মুক্ত রাখবেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى **“যে আমার পথ নির্দেশ অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না।”**[১৩৯৭]

২০৩. (দঈফ): ইমাম তাবারানী বলেন, « ইয়াহইয়া বিন উসমান বিন সালিহ » আমার পিতা (উসমান বিন সালিহ) » ইবনু লাহীআহ » আমর বিন দীনার » তাউস » ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) » থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, " إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ قِرَاءَةً مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَحَزَّنُ بِهِ " যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে চিন্তান্বিত ও শংকাকুল হয় সে কুরআন মজীদের সর্বোত্তম তিলাওয়াতকারী।[১৩৯৮]

২০৪. (দঈফ জিদ্দান): ইমাম তাবারানী আরও বলেন, « আবূ ইয়াযীদ আল-কারাতীসী » নুআয়ম বিন হাম্মাদ (দুর্বলতার অভিযোগে অভিযুক্ত) » আবদাহ বিন সুলায়মান » সাঈদ আবূ সা'দ বাক্কাল (দুর্বল) » দহহাক » .... » ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) » বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, " أَحْسِنُوا الْأَصْوَاتَ بِالْقُرْآنِ " তোমরা মধুর সুরে কুরআন তিলাওয়াত করিও।[১৩৯৯]

২০৫. (মাওদূ'): ইমাম তাবারানী উপরোল্লিখিত সনদেই দহহাক এর সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, " أَشْرَفُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ " যারা কুরআন মজীদের ধারক-বাহক ও অনুসারী তারাই আমার উম্মতের মধ্যে অধিকতর সম্ভ্রান্ত।[১৪০০]

২০৬. (দঈফ): ইমাম তাবারানী বলেন, « মুআয ইবনুল মুসান্না » ইবরাহীম বিন আবূ সুওয়ায়দ আয যারি' » সালিহ আল-মুররী » কাতাদাহ » যুরারাহ বিন আওফা » ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) » বলেন,

" سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ فَقَالَ: "الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ؟ قَالَ: "صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَضْرِبُ فِي أَوَّلِهِ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَهُ، وفي آخره حتى يبلغ أوله"

একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট প্রশ্ন করল, কোন্ কাজ আল্লাহ তাআলার নিকট প্রিয়তম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আল হাল্লুল মুরতাহিল' (স্থান হতে স্থানান্তরে গমনশীল আগন্তুক)।

১৩৯৭. সূরাহ তাহা, ২০ঃ ১২৩। মাজমা' আয যাওয়াইদ ৭৮১, সিলসিলাহ দঈফাহ ৪৫৩১, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১২১০৮, দঈফ আল-জামি' ৫৩২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

১৩৯৮. মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ১০৮৫২, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১২১৩, দঈফ আল-জামি' ২০০। সানাদের মাঝে ইবনু লাহীআহ তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে, বিস্তারিত জানতে দেখুন সিলসিলাহ দঈফাহ (১৮৮২)। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১৩৯৯. মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ১২৪৭৫, সিলসিলাহ দঈফাহ ১৮৮১, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১২১৬, দঈফ আল-জামি' ২০৩। সানাদে ১. নুআয়ম বিন হাম্মাদ দুর্বলতার অভিযোগে অভিযুক্ত, ২. আবূ সাঈদ আল-বাক্কাল দুর্বল ও মুদাল্লিস, ৩. দহহাক তিনি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাক্ষাৎ পাননি অর্থাৎ তাদের মাঝে ইনকিতা হয়েছে। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

১৪০০. মু'জামুল কাবীর ১২৬৬২, আন নাফিলাতু ফিল আহাদীস আদ দঈফাহ ওয়াল বাতিলাহ ৯৮, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১১৬৪০, লিসানুল মীযান ৫৮, সিলসিলাহ দঈফাহ ২৪১৬, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৮৮৩, দঈফ আল-জামি' ৮৭২। সানাদে সা'দ আল-জুরজানী দুর্বল ও নাশহাল প্রত্যাখ্যানযোগ্য; ইসহাক তাকে মিথ্যুকও বলেছেন, এবং দহহাক ও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মাঝে ইনকিতা হয়েছে। **তাহকীক আলবানীঃ** মাওদূ' (জাল বা বানোয়াট)।

প্রশ্নকারি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! 'আল হাল্লুল মুরতাহিল' কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের ধারক ও সংরক্ষক এবং তার প্রথমাংশ হতে শুরু করে শেষাংশ পর্যন্ত ও তার শেষাংশ হতে শুরু করে প্রথমাংশ পর্যন্ত সমগ্র কুরআন মাজীদ নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করে সেই হচ্ছে- "الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ"।[১৪০১]

কুরআন মজীদ স্মরণ রাখার দোয়া

২০৭. (মাওদূ'): আবুল কাসিম আত তাবারানী তার 'মু'জামুল কাবীর' গ্রন্থে বলেন, হুসায়ন বিন ইসহাক আতুসতারী হিশাম বিন আম্মার মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-কুরাশী (আবূ স্বালিহ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) ও ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন

" قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْقُرْآنُ يَتَفَلَّتُ مِنْ صَدْرِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُعلّمك كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِنَّ وَيَنْفَعُ مَنْ عَلَّمْتَهُ". قَالَ: قَالَ: نَعَمْ بِأَبِي وَأُمِّي، قَالَ: "صَلِّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى بفاتحة الكتاب ويس، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب والم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَفِي الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ الْمُفَصَّلِ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَاثْنِ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّينَ، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي، وَارْحَمْنِي مِنْ أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِينِي، وَارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ، أَسْأَلُكَ يَا اللهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي، وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُنَوِّرَ بِالْكِتَابِ بَصَرِي، وَتُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي، وَتُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِي، وَتَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي، وَتَسْتَعْمِلَ بِهِ بَدَنِي، وَتُقَوِّيَنِي عَلَى ذَلِكَ وَتُعِينَنِي عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْخَيْرِ غَيْرُكَ، وَلَا يُوَفِّقُ لَهُ إِلَّا أَنْتَ، فَافْعَلْ ذَلِكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا تَحْفَظُهُ بِإِذْنِ اللهِ وَمَا أَخْطَأَ مُؤْمِنًا قَطُّ". فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَبْعٍ فَأَخْبَرَهُ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ"، عَلِمَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِمَ أَبُو الْحَسَنِ "

একদা আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমার অন্তর হতে কুরআন মজীদ ছুটে যায়। (অর্থাৎ আমি কুরআন মজীদ স্মরণ রাখতে পারি না।) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কতগুলো কালাম শিখাব যা দ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমাকে এবং তুমি তা যাকে শিখাবে তাকে উপকৃত করবে? আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক আমাকে তা শিখান। তিনি বললেন, তুমি জুমুআর রাত্রে চার রাকাআত নামায আদায় করবে। প্রথম রাকাআতে সুরা ফাতিহা ও সূরাহ ইয়াসীন দ্বিতীয় রাকাআতে সুরা ফাতিহা ও সুরা দুখান তৃতীয় রাকাআতে সুরা ফাতিহা ও সূরাহ হামীম আস সাজদাহ এবং চতুর্থ রাকাআতে সূরাহ ফাতিহা ও সূরাহ মুলক তিলাওয়াত করবে। তাশাহহুদ শেষ করার পর আল্লাহ তাআলার হামদ ও প্রশংসা বর্ণনা করবে। নবীগণের প্রতি দরূদ পাঠ করবে এবং মুমিনদের জন্যে আল্লাহ তাআলার নিকট মাগফিরাত কামনা করবে। এরপর এই দোয়া করবে:

১৪০১. মু'জামুল কাবীর ১২৭৮৩, তিরমিযী ২৯৪৮, মুসতাদরাক ২০৮৮, দারিমী ৩৪৭৬, জামিউল উসূল ৬২৮৬, সিলসিলাহ দঈফাহ ১৮৩৪, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১১৭৬, দঈফ আল-জামি' ১৬৩। সানাদে ইরসাল করা হয়েছে ও সালিহ আল-মুররী একজন দুর্বল রাবী। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ।**

اللهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي، وَارْحَمْنِي مِنْ أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِينِي، وَارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي، اللهُمَّ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ، أَسْأَلُكَ يَا اللهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي، وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُنَوِّرَ بِالْكِتَابِ بَصَرِي، وَتُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي، وَتُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِي، وَتَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي، وَتَسْتَعْمِلَ بِهِ بَدَنِي، وَتُقَوِّيَنِي عَلَى ذَلِكَ وَتُعِينَنِي عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْخَيْرِ غَيْرُكَ، وَلَا يُوَفِّقُ لَهُ إِلَّا أَنْتَ،

(উচ্চারণ): "আল্লাহুম্মার হামনী বি তারকিল মাআসী আবাদান মা আবকায়তানী, ওয়ারহামনী মিন আন আতাকাল্লাফা মা লা ইয়া'নীনী, ওয়ারযুকনী হুসনান নাযরি ফীমা য়ুরদীকা আন্নী। আল্লাহুম্মা বাদীআস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, যাল জালালে ওয়াল ইকরাম ওয়াল ইযযাতিল্লাতী লা তুরাম, আসআলুকা ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু বি জালালিকা ওয়া নূরে ওয়াজহিকা আন তুলযিমা কালবী হিফযা কিতাবিকা কামা আল্লামতানী, ওয়ারযুকনী আন আতলুওয়াহু আলান নাহবিল্লাযী য়ুরদীকা আন্নী, ওয়া আসআলুকা আন তুনাব্বিরা বিল কিতাবি বাসারী, ওয়া তুতলিকা বিহি লিসানী ওয়া তুফাররিজা বিহি আন কালবী ওয়া তাশরাহা বিহি সাদরী, ওয়া তাসতা'মিলা বিহি বাদানী, ওয়া তুকাব্বিয়ানী আলা যালিকা ওয়া তুঈনীনী আলা যালিকা ফাইন্নাহু লা য়ু'নীনী আলাল খায়রি গায়রুকা, ওয়ালা য়ুওয়াফফিকু লাহু ইল্লা আনতা।"

অর্থ: "হে আল্লাহ আমাকে আমার সমগ্র জীবনে সর্বত্র পাপ বর্জনের ব্যাপারে সহায়তা কর। আর যা আমার জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না তার জন্য আমাকে কষ্ট করতে না যাওয়ার তাওফীক দিয়ে আমার প্রতি রহম কর। যার প্রতি আমি তাকালে তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে তার প্রতি তাকানোর জন্য আমাকে তাওফীক দান কর। হে আল্লাহ! তুমি আকাশসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছে। তুমি মহামহিম ও মহাপরাক্রমশালী। তোমার পরাক্রমের সমতুল্য পরাক্রম কেউ কামনা করতে পারে না। হে আল্লাহ! হে রহমান! তোমার পরাক্রম এবং তোমার চেহারার নূর ও জ্যোতির মাধ্যমে তোমার নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, তুমি তোমার কিতাবকে যেরূপে ভালবাসতে আমাকে শিক্ষা দিয়েছ, তার প্রতি সেরূপ ভালবাসা আমার হৃদয়ে স্থায়ীভাবে বসিয়ে দিও। আর কুরআন মাজীদ যেভাবে তিলাওয়াত করলে তুমি আমার প্রতি সনতুষ্ট হও, সেভাবে তা তিলাওয়াত করার জন্য আমাকে তাওফীক দান কর। আর তোমার কাছে আবেদন জানাই যে, তুমি স্বীয় কিতাবের সাহায্যে আমার চক্ষু জ্যোতির্ময়, আমার জিহ্বাকে জড়তামুক্ত, আমার ভাষাকে অবাধ আমার অন্তরকে উদার, আমার বক্ষকে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত এবং আমার দেহকে তার আদেশ নিষেধ ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবস্থার বাস্তবায়নকারী ও রূপদাতা কর। তোমার নিকট আরও আবেদন জানাই, কুরআন মাজীদ আমার ভিতর কায়েম করার ব্যাপারে তুমি আমাকে শক্তি দাও এবং সাহায্য কর। কারণ তুমি ব্যতীত নেক কাজে আমাকে সাহায্য করার এবং তাওফীক দান করার অন্য কেউ নাই।" অতঃপর নবী ﷺ আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বলেন, তুমি তিন অথবা পাঁচ অথবা সাত জুমআয় উপরোক্ত আমল করবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে তুমি কুরআন মজীদ স্মরণ রাখতে পারবে। কোন মুমিন উক্ত আমল করে ব্যর্থ হতে পারে না। নবী করীম ﷺ এর উপরোক্ত আদেশের পর সাত জুমআ অতিবাহিত হয়ে গেলে আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে জানালেন যে, তিনি এখন কুরআন মাজীদ এবং পবিত্র হাদীস্র স্মরণ রাখতে পারেন। তাতে নবী করীম ﷺ বলেন, কা'বা ঘরের প্রভুর শপথ! আলী মু'মিন। (হে আল্লাহ) তুমি আবুল হাসানকে ইলম দান করো। তুমি আবুল হাসানকে ইলম দান করো।[১৪০২]

১৪০২. মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ১২০৩৬, আদ দুআ' লিত তাবারানী ১৩৩৩, আমালুল ইয়াওম ওয়াল লায়লাহ ৫৭৯, আল-মাওদূআতু লি ইবনুল জাওযী ২/১৩৮, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৪৯৮০, দঈফ আল-জামি' ২১৭২। সানাদে মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ক্রটিযুক্ত ও আবূ সালিহ তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **তাহকীক আলবানীঃ** মাওদূ' (জাল বা বানোয়াট)

২০৮. (মাওদূ'): ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী তার জামে সংকলনের দোয়া অধ্যায়ে বলেন, ৎ(আহমাদ ইবনুল হাসান)(সুলায়মান বিন আবদুর রহমান আদ দিমাশকী)(আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম)(ইবনু জুরায়জ)(আতা বিন রাবাহ ও ইকরিমাহ)(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) বলেন,

" بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، تَفَلَّتَ هَذَا الْقُرْآنُ مِنْ صَدْرِي فَمَا أَجِدُنِي أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَبَا الْحَسَنِ، أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِنَّ، وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَهُ، وَيُثَبِّتُ مَا تَعَلَّمْتَ فِي صَدْرِكَ؟" قَالَ: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلِّمْنِي، قَالَ: "إِذَا كَانَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ، وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ، وَقَدْ قَالَ أَخِي يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ: {سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي} [يوسف: ٩٨]، يَقُولُ: حَتَّى تَأْتِيَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي وَسَطِهَا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي أَوَّلِهَا فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةِ يس، وَفِي الرَّكْعَةِ الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان، وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب والم تنزيل السجدة، وفي الركعة الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ الْمُفَصَّلِ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ، فَاحْمَدِ اللهَ وَأَحْسِنِ الثَّنَاءَ عَلَى اللهِ، وَصَلِّ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَلِإِخْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بِالْإِيمَانِ، ثُمَّ قُلْ فِي آخِرِ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي، وَارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِينِي، وَارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ، أَسْأَلُكَ يَا اللهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي، وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ، أَسْأَلُكَ يَا اللهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ، أَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِي، وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي، وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِي، وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي، وَأَنْ تَغْسِلَ بِهِ بَدَنِي، فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، يَا أَبَا الْحَسَنِ، تَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا تُجَابُ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأَ مُؤْمِنًا قَطُّ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَاللهِ مَا لَبِثَ عَلِيٌّ إِلَّا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا حَتَّى جَاءَ [عَلِيٌّ] رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ إِنِّي كُنْتُ فِيمَا خَلَا لَا آخُذُ إِلَّا أَرْبَعَ آيَاتٍ أَوْ نَحْوَهُنَّ، فَإِذَا قرأتُهن عَلَى نَفْسِي تَفَلَّتْنَ وَأَنَا أتعلم الْيَوْمَ أَرْبَعِينَ آيَةً أَوْ نَحْوَهَا، فَإِذَا قَرَأْتُهَا عَلَى نَفْسِي فَكَأَنَّمَا كِتَابُ اللهِ بَيْنَ عَيْنِي، وَلَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ الْحَدِيثَ، فَإِذَا رَدَّدْتُه تَفَلَّت، وَأَنَا الْيَوْمَ أَسْمَعُ الْأَحَادِيثَ، فَإِذَا تحدثتُ بِهَا لَمْ أخرم مِنْهَا حَرْفًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: "مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ يَا أَبَا الْحَسَنِ"

একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময়ে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! কুরআন মাজীদ আমার অন্তর হতে তিরোহিত হয়ে যায়। আমি তা মনে রাখতে পারি না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, ওহে আবুল হাসান! আমি কি তোমাকে কতগুলো কথা শিখাব যদ্দ্বারা আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে উপকৃত করবেন এবং তুমি যাকে তা শিখাবে তাকেও উপকৃত করবেন? আর তুমি যা স্বীয় অন্তরে ধারণ করবে আল্লাহ তাআ'লা তদ্দ্বারা তা তোমার বক্ষে দৃঢ়সংবদ্ধ করে দিবেন। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ, আমাকে তা শিক্ষা দিন। তিনি বললেন, যখন শুক্রবারের রাত্রি আসে তখন যদি পার তার শেষ তৃতীয়াংশে নামায আদায় করবে। রাত্রের উক্ত অংশের ইবাদত বিশেষত কুরআন তিলাওয়াত ফেরেশতাগণ কর্তৃক পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে এবং উক্ত সময়ের দোয়া কবুল হয়ে থাকে। আমার ভাই ইয়া'কূব (আলাইহিস সালাম) স্বীয় পুত্রগণকে

বলেছেনঃ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي **"আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্যে আমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব"**।[১৪০৩] তার উদ্দেশ্য ছিল জুমআর রাত্রি আসলে তিনি তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ইসতিগফার করবেন। রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে না পারলে তুমি মধ্য রাত্রে সালাত আদায় করবে। তাও না পারলে রাত্রের প্রথম ভাগে সালাত আদায় করবে ও চার রাকআত সালাত আদায় করবে। প্রথম রাকাআতে সুরা ফাতিহা ও সুরা ইয়াসীন, দ্বিতীয় রাকাআতে সুরা ফাতিহা ও সুরা দুখান, তৃতীয় রাকাআতে সূরাহ ফাতিহা ও সূরাহ আলিফ লাম মীম সাজদাহ এবং চতুর্থ রাকআতে সূরাহ ফাতিহা ও সূরাহ মুলক তিলাওয়াত করবে। তাশাহহুদ শেষ করার পর সুন্দরভাবে আল্লাহ তা'আলার হামদ ও প্রশংসা বর্ণনা করবে। এরপর আমার প্রতি এবং অন্যান্য সকল নবীর প্রতি সুন্দররূপে দরূদ পাঠ করবে এবং মু'মিন নারী পুরুষের জন্য এবং যে সকল মু'মিন তোমার পূর্বে ঈমান এনেছে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। অতঃপর নির্দেশিত দোয়া পড়বে। (এই স্থানে পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত দোয়া উল্লেখিত হয়েছে। তবে তাতে (تستعمل به بدني) আর তুমি তাকে আমার দেহে বাস্তবায়িত করবে) স্থলে (وان تغسل به بدني) (আর তুমি তা দ্বারা আমার দেহকে ধৌত করে দিবে) বাক্যটি রয়েছে। এতদ্ব্যতীত সর্বশেষ নিম্নোক্ত কথাগুলো সংযোজিত রয়েছে (ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) "আর মহা মর্যাদাশীল মহান আল্লাহ তাআলার সাহায্য ব্যতীত (নেকী করার এবং বদী হতে বাঁচার) কোন যোগ্যতা ও ক্ষমতা নাই।" নবী কারিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ওহে আবুল হাসান! তুমি উপরোক্ত আমল তিন অথবা পাঁচ অথবা সাত জুমআয় করবে। আল্লাহর হুকুমে তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। যে সত্তা আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তার শপথ! কোন মু'মিন ব্যক্তি আমল করলে সে তার সুফল লাভ না করে পারে না। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আল্লাহর কসম! পাঁচ বা সাত জুমুআহ অতিবাহিত হওয়ার পরই আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট সেরূপ মজলিসে উপস্থিত হয়ে বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! ইতোপূর্বে আমি তিলাওয়াত করতে যেতাম, দেখতাম তা আমার স্মৃতি হতে তিরোহিত হয়ে গেছে। অথচ এখন আমি একসঙ্গে চল্লিশ বা তার কাছাকাছি সংখ্যক আয়াত শিখে থাকি। তা যখন মুখস্থ তিলাওয়াত করতে যাই তখন মনে হয় আল্লাহর কিতাব আমার সম্মুখে খোলা রয়েছে। ইতোপূর্বে আমি একটি হাদীস শুনার পর তা যখন স্মরণ করতে যেতাম দেখতাম তা আমার স্মৃতিপট হতে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। আর বর্তমানে আমি একসাথে কতকগুলো হাদীস শুনে থাকি। তা যখন স্মরণ করতে যাই তার একটি বর্ণও স্মৃতিপট হতে বিলুপ্ত পাই না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, হে আবুল হাসান, কা'বা ঘরের প্রভুর কসম! তুমি মু'মিন।[১৪০৪]

ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন, উক্ত হাদীসটি 'হাসান গারীব', যদিও একটি মাত্র মাধ্যমে বর্ণিত। উপরোক্ত রাবী ওয়ালীদ বিন মুসলিম ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে তা বর্ণিত হয়েছে বলে আমি জানি না। ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীস সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য করলেও তা ওয়ালীদ বিন মুসলিম ব্যতীত অন্য রাবীর মধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে পাঠকগণ ইতোপূর্বে তা দেখেছেন। হাকিম তার মুসতাদরাক সংকলনে তা উক্ত রাবী ওয়ালীদ বিন মুসলিমের মাধ্যমে বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন– উক্ত হাদীসের সানাদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক নির্ধারিত হাদীস গ্রহণ সম্পর্কিত শর্তাবলী অনুযায়ী

১৪০৩. সূরাহ ইউসুফ, ১২ঃ ৯৮।

১৪০৪. তিরমিযী ৩৫৭০, আল-মাওদূআতু লি ইবনুল জাওযী ২/১৪০, আত তা'লীকুর রাগীব ২/১১৪, সিলসিলাহ দঈফাহ ৩৩৭৪, দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৮৭৪। সানাদে ওয়ালীদ বিন মুসলিম তাদলীসে তাসবিয়্যাহ করেছেন। যা হাদীস দুর্বল হওয়ার অন্যতম একটি কারণ। **তাহকীক আলবানীঃ** মাওদূ' (জাল বা মাওদূ')

গ্রহণযোগ্য। ওয়ালীদ বিন মুসলিম স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি উক্ত হাদীস্র ইবনু জুরায়জ হতে শুনেছেন। অতএব উক্ত হাদীস্রের সানাদ নিশ্চতভাবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

২০৯. (স্বহীহ্): ইমাম আহমাদ বলেন, ⟪ওয়াকী‘⟫আল-উমারী⟫নাফি‘⟫ইবনু উমার (রাঃ)⟫ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"مَثَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا ذَهَبَتْ"

কুরআন মাজীদের অবস্থা হচ্ছে রশি দ্বারা বাঁধা উটের অবস্থার সমতুল্য। মালিক তার প্রতি দৃষ্টি রাখলে এবং তা বেঁধে রাখলে তা তার অধিকারে থাকে। পক্ষান্তরে সে তার প্রতি দৃষ্টি না রাখলে এবং তা ছেড়ে দিলে তা তার অধিকারের বাইরে চলে যায়।[১৪০৫] ইমাম আহমাদ আবার তা উপরোক্ত রাবী ⟪মুহাম্মাদ বিন উবায়দ ও ইয়াহইয়া বিন সাঈদ⟫উবায়দুল্লাহ আল-উমারী⟫ এর সূত্রে এবং ⟪আবদুর রাযযাক⟫মা‘মার⟫আয়্যূব⟫নাফি‘⟫ইবনু উমার (রাঃ)⟫ থেকে মারফূ‘ সূত্রে অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন।

২১০. (স্বহীহ্): আল-বাযযার বলেন, ⟪মুহাম্মাদ বিন মা‘মার⟫হুমায়দ বিন হাম্মাদ বিন আবুল খুওয়ার⟫মিসআর⟫আবদুল্লাহ বিন দীনার⟫ইবনু উমার (রাঃ)⟫ বলেন,

"سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَحْسَنُ قِرَاءَةً؟ قَالَ: "مَنْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ رُؤِيتَ أنه يخشى الله، عز وجل"

একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করা হল কোন্ ব্যক্তির কিরাআত সর্বোত্তম? তিনি বললেন, যার কিরাআত শুনলে মনে হয় যে, সে আল্লাহকে ভয় করে তার কিরাআত সর্বোত্তম কিরাআত।[১৪০৬]

২১১. (স্বহীহ্): ইমাম আহমাদ বলেন, ⟪আবদুর রহমান⟫সুফইয়ান⟫আসিম⟫যির (বিন হুবায়শ)⟫আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)⟫ থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন,

"يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْقَ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا"

(কিয়ামতের দিন) কুরআন মাজীদের ধারক, সংরক্ষক ও বাস্তবায়নকারীকে বলা হবে, তুমি তা পড়তে থাকো এবং (জান্নাতের সিঁড়ি দিয়ে) উপরে উঠতে থাকো আর তুমি দুনিয়াতে যেরূপে ধীরগতিতে সুন্দর করে তিলাওয়াত করতে সেরূপে তিলাওয়াত করবে। তুমি সর্বশেষ আয়াত (জান্নাতের) যে স্তর বা মনযিলে তিলাওয়াত করবে তা তোমার মনযিল বা বাসস্থান হবে।[১৪০৭]

২১২. ইমাম আহমাদ বলেন, ⟪হাসান⟫ইবনু লাহীআহ⟫হুওয়ায় বিন আবদুল্লাহ⟫আবূ আবদুর রহমান আল-হুলাবী⟫আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)⟫ বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلَا أَجِدُ قَلْبِي يَعْقِلُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ قَلْبَكَ حُشِيَ الْإِيمَانَ، وَإِنَّ الْعَبْدَ يُعْطَى الْإِيمَانَ قَبْلَ الْقُرْآنِ"

একদা এক ব্যক্তি নবী (ﷺ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করি কিন্তু আমার স্মৃতি তা ধরে রাখতে পারে না। নবী (ﷺ) বলেন, তোমার অন্তরের ঈমান অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল। বান্দা কুরআন মাজীদ লাভ করার পূর্বে ঈমান লাভ করে থাকে।[১৪০৮]

১৪০৫. ইবনু মাজাহ ৩৭৮৩, মুসনাদ আল-বাযযার ৫৪৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৪০৬. মুসনাদ আল-বাযযার ২৩৩৬, সুনান আদ দারিমী ৩৪৮৯, মিশকাতুল মাসাবীহ ২২০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৪০৭. দ্রষ্টব্য ১৫৬ নং হাদীস্র।

১৪০৮. আহমাদ ৬৫৬৮, মাজামা‘ আয যাওয়াইদ ২২৩, আর রাওদুল বাসসাম বি তারতীব ওয়া তাখরীজে ফাওয়াইদে তাম্মাম ২২। উক্ত সানাদে ইবনু লাহীআহ রয়েছে, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করে থাকেন। তাছাড়া হুওয়ায় একজন সমালোচিত রাবী। **তাহকীকঃ** শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি দুর্বল।

২১৩. ইমাম আহমদ উপরোক্ত সানাদেই বর্ণনা করেন:

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِابْنٍ لَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا يَقْرَأُ الْمُصْحَفَ بِالنَّهَارِ وَيَبِيتُ بِا للَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا تَنْقِمُ أَنَّ ابْنَكَ يَظَلُّ ذَاكِرًا وَيَبِيتُ سَالِمًا "

একদা এক লোক তার এক পুত্রকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট উপস্থিত হল। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পুত্র দিনের বেলায় কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে এবং রাত্রিবেলায় ঘুমিয়ে থাকে। নবী করীম (ﷺ) বলেন, তুমি তার মধ্যে কী দোষ দেখছো, সে তো দিনের বেলায় আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে এবং গুনাহমুক্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে।[১৪০৯]

২১৪. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, {মূসা বিন দাউদ}{ইবনু লাহীআহ}{হুওয়ায়}{আবু আব্দুর রহমান}{আবদুল্লাহ বিন আমার (রাঃ)} নবী (ﷺ) বলেছেন,

" الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ "، قَالَ: "فَيُشَفَّعَانِ"

স্বিয়াম এবং কুরআন মাজীদ কিয়ামতের দিনে বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট সুপারিশ করবে। স্বিয়াম বলবে, হে আমার রব্ব! আমি তাকে দিনের বেলায় খাদ্য পানীয় গ্রহণ এবং যৌন বাসনা চরিতার্থকরণ হতে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল কর। পক্ষান্তরে কুরআন বলবে, আমি তাকে রাত্রিবেলায় নিদ্রা হতে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করো। উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে।[১৪১০]

২১৫. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, {হাসান}{ইবনু লাহীআহ}{দাররাজ}{আবদুর রহমান বিন জুবায়র}{আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)} বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, " أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا " আমার উম্মতের অধিকাংশ ক্বারী হবে মুনাফিক।[১৪১১]

২১৬. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, {ওয়াকী'}{হাম্মাম}{কাতাদাহ}{ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর}{আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)} বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهْ " যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ের মধ্যে কুরআন মাজীদ খতম করে সে তার অর্থ ও মর্ম বুঝতে এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।[১৪১২] **ইমাম আহমাদ হাদীসটি** {গুনদার}{শু'বাহ}{কাতাদাহ} থেকে বর্ণনা করেছেন। **ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ** হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

২১৭. আবুল কাসিম আত তাবারানী **বলেন,** {মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন রাহওয়ায়}{আমার পিতা (ইসহাক বিন রাহওয়ায়)}{ঈসা বিন য়ূনুস ও ইয়াহইয়া বিন **আবুল হাজ্জাজ** আত তামীমী}{ইসমাঈল বিন রফি' (মাতরূক)

১৪০৯. আহমাদ ৬৫৭৭, ইতহাফুল খায়রাহ আল-মুহাররাহ ৫৯৭৫। উক্ত সানাদে ইবনু লাহীআহ রয়েছে, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর থেকে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করে থাকেন। তাছাড়া হুওয়ায় একজন সমালোচিত রাবী। **তাহকীকঃ** শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি দুর্বল।

১৪১০. আহমাদ ৬৫৮৯, আল-আমালুস সালিহ ৭৫৯, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৭৩২৯, সহীহ আল-জামি' ৩৮৮২, আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৯৮৪, ১৮২৯। সানাদে ইবনু লাহীআহ রয়েছেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর থেকে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করে থাকেন। তাছাড়া হুওয়ায় একজন সমালোচিত রাবী। উপরোক্ত সানাদটি দুর্বল হলেও শাওয়াহিদ হিসেবে হাদীসটি বিভিন্ন সহীহ সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় হাদীসটি সহীহ হিসেবে গণ্য। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৪১১. আহমাদ ৬৫৯৬, ইতহাফুল খায়রাহ আল-মুহাররাহ ৬০০৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৫০, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ২০৮৩, সহীহ আল-জামি' ১২০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৪১২. আবূ দাউদ ১৩৯০-১৩৯৪, সুনান আন নাসাঈ আল কুবরা [illegible], তিরমিযী ২৯৪৯, ইবনু মাজাহ ১৩৪৭, দারিমী ১৪৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

ইসমাঈল বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবুল মুহাজির আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

" مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَكَأَنَّمَا استُدْرِجَت النبوّةُ بَيْنَ جنبيه، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَرَأَى أَنَّ أَحَدًا أُعْطِيَ أفضلَ مِمَّا أُعْطِيَ فَقَدْ عَظَّم مَا صَغَّر اللهُ، وصَغَّر مَا عَظَّمَ اللهُ، وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَسْفه فِيمَنْ يَسْفَهُ، أَوْ يَغْضَبَ فِيمَنْ يَغْضَبُ، أَوْ يَحْتَدَّ فِيمَنْ يَحْتَدُّ، وَلَكِنْ يعفو ويصفح، لِفضل القرآن "

যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে নবুওত যেন তার দুই পাঁজরের মধ্যে (অন্তরে) স্থান গ্রহণ করে। তবে শুধু (পার্থক্য এই) তার নিকট ওহী প্রেরিত হয় না আর যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদ শিখার পর মনে করে যে সে যা লাভ করেছে অন্য কেউ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন বস্তু লাভ করেছে সে ব্যক্তি দুটি অপরাধে অপরাধী। এক. আল্লাহ তাআলা যে বস্তুকে কম মর্যাদা দান করেছেন সে ব্যক্তি তাকে অধিক মর্যাদার অধিকারী মনে করল। দুই. আল্লাহ তাআলা যে বস্তুকে মর্যাদা দান করেছে সে ব্যক্তি তাকে অধিক মর্যদার অধিকারী মনে করল। কুরআন মজীদের ধারকের পক্ষে তা সমীচীন নয় যে মূর্খতার জবাব মূর্খতা ক্রোধের জবাব ক্রোধ ও আঘাতের জবাব আঘাত দ্বারা প্রদান করবে। বরং তার জন্য এটাই সমীচীন যে, সে কুরআন মাজীদের ফদীলতের কারণে ক্ষমা সুন্দর ব্যবহার করবে।[১৪১৩]

২১৮. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বলেন, আবূ সাঈদ (হাশিমের আযাদকৃত দাস) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) আব্বাদ বিন মায়সারাহ (হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল) হাসান......... আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

" مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ حسنةٌ مضاعفةٌ، وَمَنْ تَلَاهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে তার জন্যে বহুগুণান্বিত একটি নেকী লেখা হয়; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত নিজে তিলাওয়াত করে কিয়ামতের দিনে তা তার জন্য নূর বা জ্যোতি হবে।[১৪১৪]

২১৯. (স্বহীহ): ইমাম আল-বাযযার বলেন, মুহাম্মাদ বিন হারব ইয়াহইয়া আল-মুতাওয়াক্কিল আম্বাসাহ বিন মিহরান আয যুহরী সাঈদ ও আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, مِرَاءٌ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ কুরআন সম্বন্ধে ঝগড়া করা কুফর।[১৪১৫] অতঃপর আম্বাসাহ বলেন, সানাদটি শক্তিশালী নয়, তিনি হাদীস্রটি ভিন্ন সানাদেও বর্ণনা করেছেন।

২২০. (দঈফ জিদ্দান): হাফিয আবূ ইয়া'লা বলেন, আবূ বাকর বিন আবী ইদরীস (আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন আবূ সাঈদ) আল-মাকবূরী তার দাদা (আবূ সাঈদ) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ وَالْتَمِسُوا غَرَائِبَهُ কুরআন মাজীদকে তোমরা শুদ্ধ ও সুস্পষ্ট করে তিলাওয়াত করিও এবং তার গভীর তাৎপর্যসমূহ বুঝতে চেষ্টা কর।[১৪১৬]

১৪১৩. বায়হাকী ফী শুআবুল ঈমান ২৫৯০-২৫৯১, জামিউল আহাদীস্র ২৩৩৮৮, জামিউল কাবীর লিস সুয়ূতী ৬১২৪। সানাদ ইসমাঈল বিন রাফি' মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু আবী শায়বাহ হাদীস্রটি ইবনু আমর থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

১৪১৪. আহমাদ ৮২৮৯, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১১৬৫০, দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৮৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১৪১৫. দ্রষ্টব্য ৬১ নং হাদীস্র।

১৪১৬. মুসনাদ আবূ ইয়া'লা ৬৫৬০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ২৯৯১২, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১১৬৫৭, সিলসিলাহ দঈফাহ ১৩৪৫, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ২৮৬১, দঈফ আল-জামি' ৯৩৬। সানাদে আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন আবূ সাঈদ আল-মাকবূরী প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

২২১. (হাসান): ইমাম তাবারানী বলেন, মূসা বিন হারূন আল-আসবিহানী মুহাম্মাদ বিন বুকায়র আল-হাদরামী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ ইয়াহইয়া ইবনুল হারিস আয যিমারী কাসিম আবূ আবদুর রহমান ফুদালাহ বিন উবায়দ ও তামীম আদ দারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন,

" مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ، وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ رَبُّكَ، عَزَّ وَجَلَّ: اقْرَأْ وَارْقَ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى آخِرِ آيَةٍ مَعَهُ، يَقُولُ رَبُّكَ: اقْبِضْ، فَيَقُولُ الْعَبْدُ بِيَدِهِ: يَا رَبِّ أَنْتَ أَعْلَمُ. فَيَقُولُ: بِهَذِهِ الْخُلْدُ وَبِهَذِهِ النَّعِيمُ "

যে ব্যক্তি রাত্রে দশটি আয়াত তিলাওয়াত করবে তার আমলনামায় এক কিনতার পরিমাণ নেকী লেখা হবে। এক কিনতার পরিমাণ নেকী দুনিয়া ও তাতে যা আছে তা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান। কিয়ামতের দিন তোমার প্রভু বলবে, তুমি তিলাওয়াত করতে থাকো আর প্রতিটি আয়াতের পরিবর্তে (জান্নাতের) একটি স্তর উপরে উঠতে থাকো। বান্দা যখন তার নিকট রক্ষিত সর্বশেষ আয়াতটির তিলাওয়াত সম্পন্ন করবে তখন তোমার প্রভু বলবেন, তুমি স্বীয় অধিকারে তা গ্রহণ করো এবং দখল লও। বান্দা তখন স্বীয় হস্তের ইঙ্গিতে বলবে, হে আমার রব্ব! তুমি তো শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী। (অর্থাৎ আমি কতটুকু অংশের দখল নিব তা তো জানি না বরং সে সম্বন্ধে তুমিই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।) তোমার প্রভু বলবেন, তুমি এই সম্পূর্ণ জান্নাত ও তার নিয়ামতের পরিপূর্ণ দখল লও।[১৪১৭]

২২২. (দঈফ): ইমাম তাবারানী বলেন, মাসআদাহ বিন সা'দ আল-আত্তার আল-মাক্কী ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী ইসহাক বিন ইবরাহীম (জুমায়' বিন হারিসাহ আল-আনসারীর আযাদকৃত গোলাম) আবদুল্লাহ বিন মাহান আল-আযদী ফাইদ (উবায়দুল্লাহ বিন আবূ রাফি' এর আযাদকৃত গোলাম) সুকায়নাহ বিনতুল হুসায়ন বিন আলী তার পিতা (হুসায়ন বিন আলী) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, " حَمَلَةُ الْقُرْآنِ عُرَفَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " কিয়ামতের দিন কুরআনের ধারক জান্নাতের অধিবাসী হবে।[১৪১৮]

২২৩. ইমাম তাবারানী আরও বর্ণনা করেছেন, বাকিয়্যাহ (এর হাদীস থেকে) আবূ বাকর বিন আবী মারয়াম (দুর্বল) মুহাজির বিন হাবীব উবায়দাহ আল-মালীকী তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন:

" يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، لَا توسَّدوا الْقُرْآنَ، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَتَغَنَّوْهُ وتَقَنَّوه، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَلَا تَسْتَعْجِلُوا ثَوَابَهُ، فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا "

হে কুরআনের ধারকগণ! তোমরা কুরআন মাজীদকে বালিশ বানিও না, তা যেভাবে তিলাওয়াত করা দরকার সকাল সন্ধ্যায় সেভাবে তিলাওয়াত করো আর তোমরা তা সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত কর ও তোমরা তা দ্বারা নিজেকে পার্থিব সম্পদের অভাব থেকে মুক্ত মনে করো। আর তাতে যা রয়েছে তৎসম্বন্ধে ভালভাবে জ্ঞান লাভ করো। এতে আশা করা যায় তোমরা কামিয়াব হতে পারবে। আর তোমরা এর সাওয়াবের জন্য তাড়াহুড়ো করো না কারণ, এর দ্বিগুণ সাওয়াব।[১৪১৯]

১৪১৭. মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ১২৩৯, সহীহ কুনুযুস সুন্নাহ আন নাবাবিয়্যাহ ১/২৮/৫, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৩৬১১, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৬৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

১৪১৮. মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ২৮৩১, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১১৬৪১, সিলসিলাহ দঈফাহ ৩৪৯৭, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৬৪৯০, দঈফ আল-জামি' ২৭৪৪। সানাদটি পরম্পরাগত-ভাবে দুর্বল। কারণ সানাদে ১. ইসহাক বিন ইবরাহীম দুর্বল, ২. আবদুল্লাহ বিন মাহান– তার জারাহ তা'দীল সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি, ৩. ফাইদ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন, তিনি মাতরূকুল হাদীস, ইবনু হিব্বান বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা বৈধ নয়। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১৪১৯. দ্রষ্টব্য: ১০৯ নং হাদীস।

২২৪. ইমাম আহমাদ বলেন, আবূ সাঈদ (আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) ইবনু লাহীআহ (তার কিতাব সমূহ পুড়ে যাওয়ার পর তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) মিশরাহ (বিন হাআন) (তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী নয়) উকবাহ বিন আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ جُعِلَ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ"

যদি কুরআনটিকে একটি চামড়ার মধ্যে একত্রিত করে আগুনে নিক্ষেপ করা হত তবুও সেটি পুড়ত না।[১৪২০] ইমাম আহমাদ হাদীস্রটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। কেউ এর অর্থ সম্পর্কে বলেন, এমন একটি শরীর যা কুরআন পাঠ করতে পারে, তাকে আগুন স্পর্শ করবে না।

২২৫. সুনান ইবনু মাজাহ এর মাঝে আল-মুগীরাহ বিন নাহীক উকবাহ বিন আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, "مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَقَدْ عَصَانِي" যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করার পর তা ত্যাগ করলো সে আমার নাফরমানী করলো।[১৪২১]

২২৬. (দঈফ): আবূ ইয়া'লা এর হাদীস্র থেকে লায়স্র (বিন আবূ সুলায়ম) (দুর্বল) মুজাহিদ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত,

"عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، فَإِنَّهَا رَأْسُ كُلِّ خَيْرٍ، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ نورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وذكرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، واخْزُنْ لسانَكَ إِلَّا مِنْ خيرٍ، فإنَّك بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ"

তোমার উপর আল্লাহকে ভয় করা ফরদ, কেননা আল্লাহর ভয় সকল ভালো কাজের মূল। আর তোমার উপর জিহাদও ফরদ কেননা সেটি ইসলামের বৈরাগ্যতা। তোমার উপর আল্লাহর স্মরণ ও কুরআন তিলাওয়াত করা ফরদ কারণ, সেটি পৃথিবীতে তোমার জন্য নূর ও আসমানে তোমার জন্য আলোচিত বিষয়। তোমার জিহ্বাকে ভালো কথা দ্বারা সংরক্ষণ করো কেননা এর দ্বারা তুমি শয়তানের উপর বিজয়ী হতে পারবে।[১৪২২]

সমাপ্ত

১৪২০. মুসনাদ আবূ ইয়া'লা ১৭৪৫, আহমাদ ১৬৯১৪। সানাদটি দুর্বল কারণ, সানাদে মিশরাহ বিন হাআন নির্ভরযোগ্য রাবী নয়।

১৪২১. ইবনু মাজাহ ২৮১৪, সেখানে ....مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ শব্দে এসেছে। **তাহকীক আলবানীঃ** উক্ত শব্দে হাদীস্রটি দুর্বল কিন্তু فليس منا শব্দে সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবুল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা) ২. উস্রমান বিন নুআয়ম আর-রুআয়নী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী তাকে সালিহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮৬৭, ১৯/৫০০ নং পৃষ্ঠা) ৩. মুগীরাহ বিন নাহীক সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে উস্রমান ছাড়া অন্য কাওকে হাদীস্র বর্ণনা করতে দেখিনি। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬১৪৫, ২৮/৪০৭ নং পৃষ্ঠা)

১৪২২. ইমাম যাহাবী কর্তৃক রচিত তারীখুল ইসলাম ১৯৬ পৃ, আবূ ইয়া'লা ২/২৮৪, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৮১৮৪, দঈফ আল-জামি' ৩৭৪৬। সানাদে লায়স বিন আবী সুলায়ম দুর্বল। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

তাহকীক তাফসীর ইবনু কাস্রীর এর তাহকীক ও তাখরীজ এর কাজে যে সকল গ্রন্থের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে

কুতুবুত তাফসীর: ১. তাফসীর ইবনু আবী হাতিম। ২. তাফসীর আল-বাগাবী। ৩. তাফসীরুল কাবীর লি ইমাম ফাখরুদ্দীন আর রাযী। ৪. জামিউল বায়ান লিত তাবারী (তাফসীরে তাবারী)। ৫. তাফসীর আবদুর রায্যাক। ৬. উমদাতুত তাফসীর আন হাফিয ইবনু কাস্রীর। ৭. তাফসীর আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন লিল কুরতুবী (তাফসীরে কুরতুবী)। ৮. তাফসীর আল-কাশশাফ। ৯. তাফসীর আল-বাসীত। ১০. আদ দুররুল মুনসূর।

উস্লুত তাফসীর: ১. ই'রাবুল কুরআন। ২. আহকামুল কুরআন। ৩. মাআনিল কুরআন। ৪. মুফরাদাতুল কুরআন। ৫. আসবাবুন নুযূল। ৬. ফাদাইলুল কুরআন লিল খাতীব। ৭. আল-কুনা লিদ দাওলাবী।

মুতুনুল হাদীস্র: ১. স্বহীহুল বুখারী। ২. স্বহীহ মুসলিম। ৩. স্বহীহ ইবনু হিব্বান। ৪. স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ। ৫. জামি' আত তিরমিযী। ৬. সুনান আন-নাসাঈ। ৭. সুনান আবী দাউদ। ৮. সুনান ইবনু মাজাহ। ৯. সুনান আদ দারিমী। ১০. সুনান আদ দারাকুতনী। ১১. সুনান সাঈদ বিন মানসূর। ১২. সুনান আন-নাসাঈ আল-কুবরা। ১৩. মুসতাদরাক আল-হাকিম। ১৪. মুয়াত্তা ইমাম মালিক।১৫. মুসনাদ আহমাদ বিন হাম্বাল। ১৬. মুস্রান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ। ১৭. সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী। ১৮. মুসনাদ আল-হুমায়দী। ১৯. মুসনাদ আল-বায্যার। ২০. মুসনাদ আত-তায়ালাসী। ২১. মুস্রান্নাফ আবদুর রায্যাক। ২২. মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী।

শুরূহুল হাদীস্র: ১. ফাতহুল বারী শারহু স্বহীহুল বুখারী। ২. নায়লুল আওতার। ৩. উমদাতুল কারী শারহু স্বহীহুল বুখারী। ৪. তুহফাতুল আহওয়াযী শারহু আল-জামি' আত তিরমিযী। ৫. শারহু উমদাতুল আহকাম। শারহুস সুন্নাহ লিল ইমাম বাগাবী। ৬. ফায়দুল কাদীর।

উস্লুল হাদীস্র: ১. আল-জারহু ওয়াত তা'দীল ইনদাল মুহাদ্দিস্রীন। ২. আল-খুলাস্রাতু ফী আহকামিল হাদীস্র। ৩. ফাতহুল মুগীস্র। ৪. লিসানুল মুহাদ্দিস্রীন।

তারাজিমু রিজালুল হাদীস্র: ১. আসমাউল মুদাল্লিসীন। ২. আত তারীখুল কাবীর। ৩. আত তা'দীল ওয়াত তাজরীহ। ৪. আস্র স্রিকাতু লি ইবনু হিব্বান। ৫. আস্র স্রিকাতু লিল আজালী। ৬. আদ দুআফা'। ৭. তারীখু আস্রবিহান। ৮. তারীখু বাগদাদ। ৯. তাকরীবুত তাহযীব। ১০. তাহযীবুত তাহযীব। ১১. তাহযীবুল কামাল। ১২. যিকরুল মুদাল্লিসীন। ১৩. ইলালু দারাকুতনী। ১৪. দুআফাউল উকায়লী। ১৫. লিসানুল মীযান। ১৬. মীযানুল ই'তিদাল। ১৭. আল-মাজরুহীন লি ইবনু হিব্বান।

মাজমা' আলবানী এবং অন্যান্য গ্রন্থসমূহ: ১. ইরওয়াউল গালীল। ২. আহকামুল জানায়িয। ৩. আল-কালিমুত তায়্যিব। ৪. তারাজুআতুশ শায়খ আলবানী মিন খিলালে মাওকিউ আদ দুরারুস সুন্নিয়াহ। ৫. তারাজুআতুল আল্লামাতুল আলবানী ফিত তাস্বহীহ ওয়াত তাদঈফ। ৬. তালখীস্র আহকামুল জানাইয। ৭. সিলসিলাতু আহাদীস্র আস্র-স্বহীহাহ। ৮. সিলসিলাতু আহাদীস্র আদ দঈফাহ। ৯. স্বহীহ আবূ দাউদ। ১০. দঈফ আবূ দাউদ। ১১. স্বহীহ আদুবুল মুফরাদ। ১২. স্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব। ১৩.

দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব। ১৪. সহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস্‌স-সাগীর। ১৫. সহীহ আল-জামি'। ১৬. দঈফ আল-জামি'। ১৭. গায়াতুল মারাম। ১৮. মাওসূআতুল আলবানী। ১৯. আত তা'লীকাতুল হিসান আলা সহীহ ইবনু হিব্বান। ২০. আল-ইলালুল মুতানাহি। ২১. মুখতাসার তালখীসুয যাহাবী। ২২. জামিউল উসূল। ২৩. খুলাসাতুল বাদরুল মনীর। ২৪. জামিউল আহাদীস্ব। ২৫. সিলসিলাতুল আস্‌সার আস-সহীহাহ। ২৬. আল-আমালুল ইয়াওম ওয়াল্লায়লাহ। ২৭. আল-কামিলু ফিদ দুআফাইর রিজাল লি ইবনু আদী। ২৮. সীরাতু ইবনু হিশাম। ২৯. ইহইয়াউল উলূম লিল ইমাম গাযযালী। ৩০. কিতাবুল উম্ম লিল ইমাম শাফিঈ। ৩১. হিলয়াতুল আওলিয়াহ লি আবী নুআয়ম। ৩২. আদাবুয যিফাফ। ৩৩. কিতাবুস সুন্নাহ লি ইবনু আবী আসিম। ৩৪. আশ শারীআহ লি মুহাম্মাদ ইবনুল হুসায়ন আল আজিরী। ৩৫. আল-কামিল লি ইবনু আদী। ৩৬. আল-আযমাতু লি আবুশ শায়খ দারুল আসিমাহ আর রিয়াদ। ৩৭. আদ দুআফাউল কাবীর লিল উকায়লী। ৩৮. ইলালুল হাদীস্ব লি আলী ইবনুল মাদীনী। ৩৯. গারীবুল হাদীস্ব লি আবূ উবায়দ আল-কাসিম। ৪০. কানযুল উম্মাহ। ৪১. মাজমা' আয যাওয়াইদ। ৪২. আল-মুহাররুল ওয়াজীয। ৪৩. আল-মুহাল্লা লি ইবনু হাযিম। ৪৪. মিশকাতুল মাসাবীহ। ৪৫. মুশকিলুল আস্‌সার লিত তাহাবী। ৪৬. মা[illegible]লিবুল আলিয়াহ। ৪৭. মাওয়ারিদুয যামান। ৪৮. আদাবুল মুফরাদ। ৪৯. সুনান আস-সুগরা। ৫০. [illegible]জামুল আওসাত। ৫১. মুসনাদ আল-বাযযার। ৫২. আল-আমালুস সালিহ। ৫৩. আত তারগীব ওয়াত তারহীব। ৫৪. আত তালখীসুল হাবীর। ৫৫. আন-নাফিলাতু ফিল আহাদীস্ব আদ দঈফাহ ওয়াল বাতিলাহ। ৫৬. আল-মাওদূআত। ৫৭. তুহফাতুল আশরাফ। ৫৮. তুহফাতুল মুহতাজ। ৫৯. জামিউল আহাদীস্ব। ৬০ জামউল জাওয়ামি'। ৬১. খুলাসাতুল আহকাম। ৬২. রাওদাতুল মুহাদ্দিস্বীন। ৬৩. মাজমা' আয যাওয়াইদ ওয়া মুনাব্বি' আল-ফাওয়াইদ। ৬৪. মিসবাহুয যুজাজাহ। ৬৫. নাসবুর রায়াহ। ৬৬. সিলসিলাতুল আহাদীস্ব আল ওয়াহিয়াহ। ৬৭. আল-উমদাতু মিনাল ফাওয়াইদ ওয়াল আস্‌সার। ৬৮. কাওয়াইদুল হাওয়াইদ। ৬৯. আয-যুহদু লি ইবনুল মুবারাক। ৭০. তাযকিরাহ। ৭১. আর রাওদুল বাসসাম বেতারতীবে ওয়া তাখরীজে ফাওয়াইদে তাম্মাম। ৭২. কাশফুল আসতার। ৭৩. মুসনাদুস সাহাবাহ ফী কুতুবুস সিত্তাহ। ৭৪. ইতহাফুল খায়রিয়্যাহ। ৭৫. শুআবুল ঈমান। ৭৬. ফাদাইলু সূরাতুল ইখলাস লিল হাসান আল-খাল্লাল। ৭৭. আদ দালাইলু লিল বায়হাকী। ৭৮. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ। ৭৯. তারতীবু আহাদীস্ব আল-জামি'।